সোমদেব ভট্ট রচিত

কথাসরিৎসাগর

প্রথম খণ্ড

অনুবাদক : শ্রীহীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস

অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স
৫এ ভবানী দত্ত লেন • কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ ১৯৫৭

অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, ৫-এ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা ৭-এর পক্ষে শ্রীবিমলকুমার ধর কর্তৃক প্রকাশিত এবং দেবদাস নাথ কর্তৃক সাধনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৭৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে মুদ্রিত।

মাগো : তোমার আশীর্বাদে

আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে।

আমার এই ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ কর। ইতি—

তোমার খোকা

মুখবন্ধ

মানুষ চিরদিনই গল্প পড়িতে ও শুনিতে ভালবাসে। এই সভ্যজগতে সুদূর অতীত হইতেই আখ্যান-সাহিত্যের উদ্‌ভব হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে এই শ্রেণীর সাহিত্যে গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' নামক গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। গুণাঢ্য ও তাঁহার গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে যে সমস্ত কাহিনী বা কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল এই গ্রন্থের ভূমিকায় তাহার বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই সমুদয় কাহিনী কতকটা অস্বাভাবিক ও অলৌকিক—এই জন্য কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিত গুণাঢ্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে যে সমুদয় প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে এ সন্দেহ অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। গুণাঢ্য যে প্রাচীন ভারতে কিরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন, বহু গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সপ্তশতীর রচয়িতা প্রসিদ্ধ কবি গোবর্ধন 'রামায়ণ', 'মহাভারত' ও 'বৃহৎকথা'র কবিদের প্রণতি করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ব্যাসদেবই গুণাঢ্যরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাণভট্ট লিখিয়াছেন যে উজ্জয়িনীর অধিবাসীরা মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ ও বৃহৎকথা পড়িতে ভালবাসে। সুতরাং দেখা যায় যে প্রাচীনকালে অনেকে গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'কে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের তুল্য উচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। নেপালে লিখিত 'নেপাল মাহাত্ম্য' নামক গ্রন্থে গুণাঢ্যকে বাল্মীকির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কেবল ভারতে নহে বঙ্গোপসাগরের পরপারে ইন্দোচীনেও খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রাচীন হিন্দু-উপনিবেশ কম্বুজ দেশে (বর্তমান কম্বোডিয়া) নবম শতকের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শিলালিপিতে বিশিষ্ট প্রাচীন ভারতীয় কবিগণের সঙ্গে গুণাঢ্যের প্রতিও শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদত্ত হইয়াছে।

দুঃখের বিষয় গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' নামক গ্রন্থের কোন পুঁথি এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই গ্রন্থের সার-সঙ্কলনপূর্বক পরবর্তীকালে যে সমুদয় কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহার কয়েকখানি পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম গ্রন্থ—একাদশ শতকে সোমদেব রচিত 'কথাসরিৎসাগর'। এই গ্রন্থখানি কেবল ভারতে নহে, পাশ্চাত্যজগতেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার একাধিক জার্মাণ ও ইংরেজী অনুবাদ এবং ইহার সম্বন্ধে নানা ভাষার পত্রিকায় ও গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা আছে। অথচ বাংলাভাষায় ইহার কোন মূলানুগ ভাল অনুবাদ ছিল না। শ্রীমান হীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস এই অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যের সেই অভাব দূর করিয়াছেন। দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার মতন প্রাচীন গল্প ও

কাহিনীর বিশাল ভাণ্ডার এই গ্রন্থখানি হইতে গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করা যাইতে পারিবে এবং কি জন্য গুণাঢ্যের গ্রন্থখানি এত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিব। কেবল নিছক গল্পের রস ও বৈচিত্র্যতে আমাদিগকে মুগ্ধ করে না, এই গ্রন্থে নানা শ্রেণীর মানবচরিত্রের যে অপূর্ব কাহিনী আছে তাহাতে প্রাচীন সমাজের এমন একটি বিশিষ্টরূপ দেখিতে পাই যাহা কথাসাহিত্যে দুর্লভ। কারণ এই গ্রন্থের কাহিনীতে যে সমুদয় নর-নারীর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা কেবল উচ্চ বা মধ্য শ্রেণীর সুপরিচিত স্ত্রী-পুরুষ নহে, সমাজের অখ্যাত ও কুখ্যাত মানবগোষ্ঠী —চোর, ডাকাত, শঠ, মূর্খ, বদমায়েস, জুয়াক্রীড়ায় আসক্ত, প্রচারক, ভণ্ড সন্ন্যাসী— প্রভৃতির যে স্বরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা কথা-সাহিত্যে দুর্লভ। দেড়হাজার বৎসর যাবৎ যে সরস কাহিনীগুলি কেবল সংস্কৃত-গ্রন্থ পাঠকদের মনের আনন্দের অফুরন্ত খোরাক জোগাইয়াছে শ্রীহীরেন্দ্রলালের সহজ ও সরস অনুবাদ সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠককে তাহার রসাস্বাদন করিতে সাহায্য করিবে। শ্রীহীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস প্রৌঢ় বয়সে এই বিশাল গ্রন্থের অনুবাদে যে শ্রম, অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

অনুবাদকের নিবেদন

সুদীর্ঘ কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিবার প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়া এতকাল যে সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও সময়াভাবে নিষ্ক্রিয় থাকিতে হইয়াছিল স্বতঃই সেদিকে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। গত শতাব্দীতে Burton কর্তৃক অনূদিত Arabian Nights-এর মূলানুগ অনুবাদ প্রায় আড়াই বৎসরে পড়িয়া শেষ করিলাম। সেই পুস্তকে 'কথাসরিৎ-সাগরের' উল্লেখ দেখিতে পাইয়া প্রায় ৬ মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রখ্যাত অধ্যক্ষ Tawney সাহেবের ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করা গেল। কথাসরিৎসাগরের আখ্যায়িকা সমূহ আমার Arabian Nights-এর তুলনায় মোটেই নিম্নমানের বলিয়া মনে হইল না। তখন মূল সংস্কৃত গ্রন্থের অনুসন্ধান করিয়া Asiatic Society-র পুস্তকাগার হইতে উহা সংগ্রহ করিলে বন্ধুবর শ্রীপবিত্রকুমার বসুর উৎসাহে ঐ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিবার সংকল্প করিলাম। ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডাঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রীমতী আন্না ঘোষ ও শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায় প্রমুখ সুহৃদ্‌বর্গও এই বিষয়ে উৎসাহিত করিলেন। অতঃপর এই সম্বন্ধে ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের সহিত আলোচনা করার সৌভাগ্য হইয়াছিল এবং তাহারাও আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। অবশেষে প্রায় দুই বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আমার অনুবাদ কার্য সমাপ্ত হইলে এবং ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় আমার অনুবাদের ভাষা অনুমোদন করিলে আমি এই বিরাট গ্রন্থ মুদ্রণের কথা চিন্তা করিতে থাকি। আমার অর্থবল সীমিত, সুতরাং আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিক্ষা-অধিকর্তা শ্রীদিলীপকুমার গুহের সহিত সাক্ষাৎ করি। তাহাদের সৌজন্যমূলক আচরণে আমি মুগ্ধ হই এবং উৎসাহিত হইয়া অন্ততঃ প্রথম খণ্ড মুদ্রিত করিবার সংকল্প করি। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার আমাকে পত্রসহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice Chancellor ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের নিকট প্রেরণ করিলে তিনিও 'ঈশান অনুবাদমালা ফাণ্ড' হইতে আথিক সাহায্য করিবার বিষয়টি চিন্তা করিতে প্রতিশ্রুত হন।

আথিক সাহায্যের এই ক্ষীণ আশা লইয়া আমি এই কার্যে ব্রতী হইয়াছি। পাঁচ খণ্ডে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইবে বলিয়া প্রকাশকেরা মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং অর্থানুকূল্যের আশায় এই দুদিনে পুস্তকের মূল্য যথাসম্ভব কম করিয়া ধার্য করা হইল। আমার হস্তলিপি অপাঠ্য, সুতরাং মুদ্রণের নিমিত্ত নকল করিবার প্রয়োজনে আমাকে পরমুখা-

পেক্ষী হইতে হইয়াছে। এই বিষয়ে বধূমাতাদ্বয়—সুপর্ণা ও মধুশ্রী এবং আত্মীয়া শ্রীমতী মীনাক্ষী বসু, শ্রীমতী সুজাতা বসু ও কন্যাস্থানীয়া শ্রীমতী ইন্দ্রানী কর ও শ্রীমতী জয়শ্রী চৌধুরী এবং শ্রীমান সুহৃৎ বসুর নিকট আমি চিরঋণী হইয়া রহিলাম।

জানিনা সমস্ত খণ্ডগুলি মুদ্রিত হওয়া পর্যন্ত আমি জীবিত থাকিব কিনা, অন্ততঃ প্রথম খণ্ড যে দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছি সেই জন্য নিজেকে অতিশয় সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি।

এই অনুবাদে বোম্বাই নির্ণয় সাগর প্রেস হইতে মুদ্রিত সংস্কৃত মূল গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। ইংরাজী অনুবাদে বহু অংশ অশ্লীল বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে কিন্তু আমি কোন অংশই বর্জন করি নাই এবং সম্পূর্ণ মূলানুগ অনুবাদ করিয়াছি।

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এই পস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

Asiatic Society-র গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবদাস চৌধুরী এবং শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায় ও শ্রীজয়দেব চক্রবর্তী আমাকে যে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন তাহার জন্য উঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতবিভাগের প্রধান, আশুতোষ অধ্যাপক পণ্ডিত-প্রবর ডাঃ কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী মহোদয় এই অনুবাদ কার্যে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া আমাকে চিরবাধিত করিয়াছেন।

মুদ্রিত হইবার পর অনবধানতা জনিত কয়েকটি প্রমাদ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, যথা—পঞ্চম পৃষ্ঠার অষ্টম পঙ্‌ক্তিতে "মানুষের মুখে মুখে" স্থলে "হরমুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল" পড়িতে হইবে। ৭২ সংখ্যক পৃষ্ঠায় দ্বাবিংশ পঙ্‌ক্তিতে "হে রাজন্"--এর পর অর্দ্ধপঙ্‌ক্তি যোজনা করিতে হইবে "ষড়লক্ষ শ্লোক সমন্বিত ছয়টি কাহিনী আমি দগ্ধ করিয়াছি, এখন এক লক্ষ।" ৯৯ সংখ্যক পৃষ্ঠার অন্তিম পঙ্‌ক্তির পূর্ব্বে একপঙ্‌ক্তি অমুদ্রিত রহিয়া গিয়াছে, "সম্মুখে কখনও পশ্চাতে চলিতে চলিতে রাজাকে বহু দূরে লইয়া গেল। তখন সেই"—

এখন সুধী মহলে আমার এই পুস্তক সাদরে গৃহীত হইলে আমি আমার পরিশ্রম সফল হইয়াছে বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস

৬১।১৭ মুর এভিনিউ
রিজেন্ট পার্ক
কলিকাতা ৪০

সূচীপত্র

কথাসরিৎসাগর

"এই কথামৃত প্রাচীনকালে শিব এবং পার্বতীর প্রণয়স্বরূপ মন্দার পর্বতের আলোড়নের ফলে হরমুখ সমুদ্র হইতে উদ্গত হইয়াছিল। যাহারা এই অমৃত কাহিনী পান করে মহাদেবের প্রসাদে তাহাদের সমস্ত বিঘ্ননাশ হইয়া ঐশ্বর্য লাভ হয় এবং ভূতলে জীবিতাবস্থায় তাহারা উচ্চ অমরপদ লাভ করে।"

ভূমিকা

সূচনা

একদা পার্বতী শিবের নিকট হইতে সম্পূর্ণ নূতন একটি উপাখ্যান শ্রবণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় রুদ্ধদ্বারকক্ষে শিব তাঁহাকে কথাসরিৎসাগরের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু পুষ্পদন্ত নামক শিবের এক প্রিয় গণ দ্বাররক্ষক নন্দীর নিষেধসত্ত্বেও মন্ত্রবলে অদৃশ্য থাকিয়া ঐ কক্ষে প্রবেশপূর্বক পার্বতীর মতো ঐ কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিল। তাহার পত্নী জয়া ছিল পার্বতীর প্রিয় পরিচারিকা; পুষ্পদন্ত পত্নী জয়ার নিকট পরে উক্ত কাহিনীটি বিবৃত করিয়াছিল। জয়া কিছুকাল পরে পার্বতীর নিকট উহা বিবৃত করিলে পার্বতী কুপিতা হইয়া শিবকে ভৎর্সনা করিয়া বলেন যে, শিব তাঁহাকে ছলনা করিয়াছেন, কারণ এই কাহিনী অশ্রুতপূর্ব নহে। ধ্যানযোগে প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিয়া শিব দেবীকে উহা বলিলে দেবী পুষ্পদন্তকে অভিশাপ দেন যে, সে মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে জন্মলাভ করিবে। পুষ্পদন্তের পত্নী জয়া এবং মিত্র মাল্যবান দেবীর নিকট তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলে দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া উহাদিগকেও ঐ মর্মে অভিশাপ দেন। ক্রোধ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে তিনি শাপমুক্তির জন্য যে শর্ত আরোপ করেন তাহা সংক্ষেপে এই যে: উক্ত কাহিনীটি জগতে প্রচারিত হইলে উহাদের শাপমোচন হইবে। কিন্তু বিষয়টি যাহাতে সহজসাধ্য না হয়, সেজন্য দেবী বলিয়া দিলেন যে, সংস্কৃত, প্রাকৃত কিংবা প্রচলিত কথ্যভাষায় কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করা যাইবে না।

অবশেষে পুষ্পদন্ত—বররুচি, গুণাঢ্য নামে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং পিশাচদিগের সহিত বাস করিয়া তাহাদের ভাষা আয়ত্ত করিলেন। অতঃপর পৈশাচী-ভাষায় সপ্তলক্ষ শ্লোকে তিনি সপ্তবিদ্যাধর কাহিনী রচনা করিয়া সেই গ্রন্থ পৃথিবীতে প্রচারনিমিত্ত শিষ্যদিগের হস্তে বিদগ্ধ নৃপতি সাতবাহনের (—শালিবাহন) নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু শিষ্যদিগের পৈশাচিক আকারদর্শনে এবং গ্রন্থটি পৈশাচী ভাষায় লিখিত বলিয়া রাজা অবজ্ঞাভরে উহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। শিষ্যবৃন্দ গুরু গুণাঢ্যের নিকট উক্ত ঘটনা বিবৃত করায় তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়া পর্বতের সানুদেশে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়া ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে এক একটি পৃষ্ঠা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে থাকেন। অরণ্যের পশুপক্ষী তাঁহার পাঠে আকৃষ্ট হইয়া আহার-নিদ্রা পরিত্যাগপূর্বক তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিত। এই প্রকারে ষষ্ঠ লক্ষ শ্লোক সমন্বিত ষষ্ঠবিদ্যাধর কাহিনী অগ্নিতে দগ্ধ হইল। শিষ্যগণের অনুরোধে উদয়ন—বাসবদত্তাপুত্র সপ্তম বিদ্যাধর নরবাহনদত্তের কাহিনী সম্বলিত অবশিষ্ট একলক্ষ শ্লোক তিনি অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন নাই।

ইতোমধ্যে অপুষ্ট পশুপক্ষীদিগের মাংস ভক্ষণ করিয়া রাজার স্বাস্থ্যহানি ঘটিলে তিনি যখন সূপকার ও ব্যাধদিগের নিকট হইতে ইহার প্রকৃত কারণ অবগত হইলেন তখন ব্যাধগণের নির্দিষ্ট পথরেখা ধরিয়া অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে শিষ্যপরিবৃত গুণাঢ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করিয়া অবশিষ্ট একলক্ষ শ্লোক গ্রহণপূর্বক উহাদিগকে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া 'বৃহৎকথা' নামে পৃথিবীতে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

'বৃহৎকথা'র রূপান্তর

পণ্ডিতদিগের ধারণা যে, 'বৃহৎকথা'র গ্রন্থকার গুণাঢ্য খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকে বর্তমান ছিলেন। কালক্রমে উত্তর ভারতে এই গ্রন্থ বহুল প্রচারিত হইয়াছিল এবং নেপাল ও কাশ্মীরেও ইহার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। অদ্যাবধি সর্বপ্রাচীন সংকলন নেপালেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিগত শতাব্দীর শেষদশকে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগারে বুদ্ধস্বামী প্রণীত 'বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ' আবিষ্কার করেন এবং ১৮৯৪ সালে উহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। ১৯২০ সালে ফরাসী পণ্ডিত La côte ইহার মূল ও ফরাসী অনুবাদ প্যারিসে প্রকাশ করেন। নেপালে আবিষ্কৃত এই খণ্ডিত পুঁথিতে ছিল ২৮টি সর্গ এবং ৮৫৩৯টি শ্লোক। অনুমিত হয় যে, খ্রীস্টীয় ৮ম অথবা ৯ম শতকে উক্ত গ্রন্থটি 'বৃহৎকথা'র নেপালীরূপভেদ অনুসরণ করিয়া রচিত হয়। অবশ্য বহু পণ্ডিত এই ধারণা পোষণ করেন যে, মূল 'বৃহৎকথা'র কোন শ্লোকই অবিকৃত অবস্থায় এই গ্রন্থে স্থান পায় নাই, এবং ইহা 'বৃহৎকথা' অবলম্বনে রচিত স্বতন্ত্র গ্রন্থ।

দ্বিতীয় প্রাচীনতম গ্রন্থ যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার নাম 'বৃহৎকথামঞ্জরী'। খ্রীস্টীয় একাদশ শতকে 'বৃহৎকথা'র কাশ্মীরী রূপভেদ অনুসরণপূর্বক সংস্কৃত ভাষায় ছন্দোবদ্ধ এই গ্রন্থ রচনা করেন ক্ষেমেন্দ্র নামক একজন কবি। ইহার প্রায় ৩০ বৎসর পরে ১০৭০ সালে তৃতীয় প্রাচীনতম গ্রন্থ সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' রচিত হয়। ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব একই মূল গ্রন্থ অনুসরণ করিয়াছেন কিনা সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে; তবে উভয়ের পুস্তকের প্রথম পাঁচটি খণ্ডে যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। রাজা সাতবাহন কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত 'বৃহৎকথা' এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু যে গ্রন্থ কাশ্মীরে একাদশ শতাব্দীর সপ্তদশক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল তাহা যে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। হয়তো কোনদিন, পূর্ব অথবা মধ্য এশিয়ার কোন স্থানে একলক্ষ শ্লোকে রচিত গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'র সংস্কৃত রূপান্তর আবিষ্কৃত হইবে।

প্রকাশেন্দ্রপুত্র কবি ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' আকারে সোমদেবের 'কথাসরিৎ-

সাগর' হইতে ক্ষুদ্রায়তন, উহার এক চতুর্থাংশমাত্র, এবং রচনাও তুলনায় নিকৃষ্ট-মানের। উভয় গ্রন্থেই অষ্টাদশ লম্বক আছে, কিন্তু উহাদের পারম্পর্য সর্বত্র এক প্রকার নহে, যথা—

লম্বক	ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী'	সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর'
প্রথম লম্বক	কথাপীঠঃ	কথাপীঠঃ
দ্বিতীয় ,,	কথামুখম্	কথামুখম্
তৃতীয় ,,	লাবানকঃ	লাবানকঃ
চতুর্থ ,,	নরবাহনদত্তজননঃ	নরবাহনদত্তজননঃ
পঞ্চম ,,	চতুর্দারিকা	চতুর্দারিকা
ষষ্ঠ ,,	সূর্যপ্রভঃ	মদনমঞ্চুকা
সপ্তম ,,	মদনমঞ্চুকা	রত্নপ্রভা
অষ্টম ,,	বেলা	সূর্যপ্রভঃ
নবম ,,	শশাঙ্কবতী	অলঙ্কারবতী
দশম ,,	বিষমশীলঃ	শক্তিযশঃ
একাদশ ,,	মদিরাবতী	বেলা
দ্বাদশ ,,	পদ্মাবতী	শশাঙ্কবতী
ত্রয়োদশ ,,	পঞ্চঃ	মদিরাবতী
চতুর্দশ ,,	রত্নপ্রভা	পঞ্চঃ
পঞ্চদশ ,,	অলঙ্কারবতী	মহাভিষেকঃ
ষোড়শ ,,	শক্তিযশঃ	সুরতমঞ্জরী
সপ্তদশ ,,	মহাভিষেকঃ	পদ্মাবতী
অষ্টাদশ ,,	সুরতমঞ্জরী	বিষমশীলঃ

কথাপীঠ লম্বকে সোমদেব নিজেই বলিয়াছেন যে, যাহাতে বিবিধ আখ্যানগুলির সমন্বয়সাধন হয় এবং "কাব্যাংশের যোজনা দ্বারা কাহিনীর রস বিঘ্নিত না হয়"—বৃহৎকথা সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করিবার সময় তিনি সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেবের গ্রন্থে প্রথম পাঁচটি লম্বকের ক্রম একই প্রকার; কিন্তু অবশিষ্ট তেরটি লম্বক বিভিন্ন ক্রমে সন্নিবিষ্ট। সোমদেব 'বিষমশীলঃ' নামক লম্বক দ্বারা তাঁহার গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন, কিন্তু ক্ষেমেন্দ্রের গ্রন্থের অন্তিম লম্বক হইতেছে 'সুরতমঞ্জরী'। গ্রন্থের মূল কাহিনী 'নরবাহনদত্তজননঃ' পর্যন্ত উভয় গ্রন্থের ধারা একই প্রকার, ইহার পরের লম্বকসমূহের ভিতর অন্যান্য বিবিধ কাহিনী সংযুক্ত হইয়াছে

—এবং ইহাদের প্রধান অংশই পরবর্তীকালে 'পঞ্চতন্ত্র' এবং 'বেতালপঞ্চবিংশতি' ইত্যাদি গ্রন্থে স্থানলাভ করিয়াছে।

বৃহৎকথামঞ্জরী

একাদশ শতকের চতুর্থদশকে প্রকাশেন্দ্রপুত্র মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র কাশ্মীরে 'বৃহৎকথা'র ২য় প্রাচীনতম সংকলন 'বৃহৎকথামঞ্জরী' গ্রন্থ সংকলন করেন। ক্ষেমেন্দ্রের অপর নাম ছিল 'ব্যাস দাস'। কাশ্মীরে প্রচলিত 'বৃহৎকথা' আকারে ছিল বিশাল, এবং জনগণ উহার রসাস্বাদগ্রহণে অসমর্থ ছিল বলিয়া মূল গ্রন্থটির সারসংগ্রহপূর্বক 'বৃহৎ-কথামঞ্জরী' রচিত হয়। এই গ্রন্থের কোন কোন অংশ ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি রোমান লিপিতে প্যারিসে মুদ্রিত করেন। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে পণ্ডিত শিবদত্ত এবং পণ্ডিত পরবের যুগ্ম সম্পাদনায় বোম্বাই হইতে তুকারাম জাবাজী কর্তৃক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে যে, এই গ্রন্থও সোমদেবের গ্রন্থের মত অষ্টাদশ লম্বকে বিভক্ত ছিল। সোমদেব প্রণীত অন্য কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্র প্রণীত আরও ৩৩টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যথা: অমৃততরঙ্গকাব্যম্, অবসরসারঃ, ঔচিত্যবিচারচর্চা, কনকজানকী ইত্যাদি। অবশ্য, 'বৃহৎকথামঞ্জরী' প্রণেতা ক্ষেমেন্দ্রই যে এই সকল গ্রন্থের রচয়িতা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। 'লোকপ্রকাশ' গ্রন্থের লেখক উক্ত গ্রন্থের একস্থানে বলিয়াছেন যে, সাজাহানের রাজত্বকালে কাশ্মীরে অন্য একজন ক্ষেমেন্দ্র বিদ্যমান ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আবার কেহ কেহ 'হস্তিজনপ্রকাশ' গ্রন্থের রচয়িতা গুর্জর দেশবাসী যদুশর্মাপুত্র ক্ষেমেন্দ্রের কথাও বলিয়াছেন।

কথাসরিৎসাগর

বৃহৎকথার ৩য় প্রাচীন সংকলন 'কথাসরিৎসাগর' অনন্তরাজার রাজত্বকালে, ১০৭০ খ্রীস্টাব্দে, কাশ্মীরে রামভট্টপুত্র সোমদেবভট্ট কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। এইরূপ অনু-মিত হয় যে, ক্ষেমেন্দ্র প্রণীত 'বৃহৎকথামঞ্জরী' অতি সংক্ষিপ্ত ও সুপাঠ্য নহে বলিয়া সোমদেব অনন্ত-রাজমহিষী পরম বিদূষী সূর্যবতীর অনুপ্রেরণায় 'বৃহৎকথা'র অনু-সরণে সংস্কৃত ভাষায় নাতিবিশাল এবং অনতিসংক্ষিপ্ত 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থ রচনা করেন। সেই সময়ে কাশ্মীর রাজ্যে চলিতেছিল প্রবল অন্তর্বিপ্লব। কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে সে বিপ্লবের বিশদ বর্ণনা আছে। রাজা অনন্তের পুত্র পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন এবং বহু আয়াসে অনন্ত তাঁহাকে দমন করেন। রাজমহিষী সূর্যবতী ত্রিগর্তাধিপতির (বর্তমান জলন্ধর প্রদেশকে তখন ত্রিগর্ত বলা হইত) দুহিতা ছিলেন। রাজ্যের এইরূপ বিশৃঙ্খলায় তিনি বিচলিতচিত্ত ও

বিষাদগ্রস্ত হইলে কাশ্মীররাজ্যের সভাকবি মহাকবি সোমদেবভট্ট তাঁহার চিত্তবিনোদন নিমিত্ত অষ্টাদশ লম্বকে 'কথাসরিৎসাগর' রচনা করেন। অতঃপর পুত্র পুনর্বার বিদ্রোহী হইলে রাজা অনন্ত আত্মহত্যা করেন এবং সূর্যবতী তাঁহার সহমৃতা হন।

গ্রন্থখানির পরিশিষ্টে 'গ্রন্থকর্তা প্রশস্তি' হইতে সোমদেবের ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁহার পিতার নাম ছিল রামভট্ট, তিনি ছিলেন শৈব ব্রাহ্মণ। তাঁহার গ্রন্থ যে গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইয়াছে সে কথা সোমদেব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। 'বৃহৎকথা' সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, এই কাহিনী মানুষের মুখে মুখে ছড়াইয়াছিল এবং গুণাঢ্য ইহাকে পৈশাচী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন।

গ্রন্থটির নামকরণ তাৎপর্যপূর্ণ। 'কথা' অর্থাৎ কাহিনীর নদীসমূহ একত্রিত হইয়া অবলম্বন করিয়াছে সমুদ্রের আকার। সমুদ্রের উপমা অবিকৃত রাখিয়া ইহার প্রত্যেক লম্বক বিভক্ত হইয়াছে একাধিক 'তরঙ্গে'। ব্যতিক্রম কেবলমাত্র একাদশ লম্বক 'বেলা', ইহাতে আছে মাত্র একটি লম্বক। সমগ্র গ্রন্থে আছে মোট ১২৪টি তরঙ্গ এবং প্রায় ২২,০০০ শ্লোক। গ্রন্থটির প্রধান বর্ণনীয় বিষয়: উদয়ন-বাসবদত্তা এবং তাঁহাদের পুত্র নরবাহনদত্ত ও প্রধান পুত্রবধূ মদনমঞ্চুকার কাহিনী। বেতালপঞ্চবিংশতি, পঞ্চ-তন্ত্র ও বৌদ্ধজাতকের বহু কাহিনী ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহার প্রায় ৯০০টি কাহিনীর মধ্যে জাতকের ৭৭টি কাহিনী স্থান পাইয়াছে।

এক্ষণে, প্রত্যেকটি লম্বক স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রথম লম্বক 'কথাপীঠে' গুণাঢ্যের কাহিনী সম্পূর্ণভাবে বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ লম্বক—'কথামুখম্'—'লাবানকঃ' এবং 'নরবাহনদত্তজননঃ' প্রভৃতিতে উদয়নের জন্ম হইতে তাঁহার পুত্র নরবাহনদত্তের জন্ম পর্যন্ত ঘটনাবলীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কথামুখ-লম্বকের অর্ধেকেরও বেশী অংশে উদয়নের জন্ম ও বাল্য-কালের ঘটনাসহ উজ্জয়িনীরাজ চণ্ড মহাসেন ও তাঁহার দুহিতা বাসবদত্তার কাহিনীও সংযোজিত রহিয়াছে। বিবিধ ঘটনাধারার ভিতর দিয়া অবশেষে কৌশাম্বী নগরীতে বাসবদত্তার সহিত উদয়নের পরিণয় সংঘটিত হয়। তৃতীয় লম্বকে দেখা যায়, রাজাকে বিপথগামী দেখিয়া মন্ত্রীগণ বিচলিত ও আশংকাগ্রস্ত হইয়াছেন। রাজ্যবিস্তার সম্বন্ধে উদয়ন এক্ষণে নির্লিপ্ত। তখন মন্ত্রীগণ তাঁহাকে বিপথ হইতে ফিরাইবার নিমিত্ত মগধরাজ্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। মগধরাজদুহিতা পদ্মাবতীর সহিত উদয়নের বিবাহ সংঘটিত করিয়া মগধরাজকে মিত্র হিসাবে প্রাপ্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহারা পোষণ করেন। রাজ্ঞী বাসবদত্তা এইরূপ সংঘটনপথের কণ্টক হইতে পারেন ভাবিয়া সুকৌশলে তাঁহাকে অপসৃত করিয়া পদ্মাবতীর সহিত উদয়নের বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। অতঃপর আলস্য পরিত্যাগপূর্বক উদয়ন

রাজ্যজয় করিবার নিমিত্ত পূর্বদিকে সমুদ্র পর্যন্ত তাঁহার বিজয়বাহিনী পরিচালিত করিয়া অবশেষে কৌশাম্বী নগরীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্রথমে তিনি কাশীরাজ্য জয় করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করেন এবং পরে পশ্চিমদিকে সিন্ধু দেশ জয় করেন। এই প্রকারে ম্লেচ্ছ, তুরস্ক, পারসিক ও হূণদের পদানত করেন তিনি। উদয়ন যে সকল জাতিকে পরাজিত করেন সোমদেবের কালে তাহাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। সম্ভবতঃ কাশীবাসীদের তুষ্টিবিধানার্থই সোমদেব 'বৃহৎকথা'র উদয়নকে পরবর্তী-কালের নৃপতিরূপে চিত্রিত করিয়াছিলেন। রাজ্যজয়ের সময় উদয়ন নাকি কুবেরের রাজ্য অলকাতেও গমন করেন। কিন্তু কি প্রকারে তিনি তথায় গমন করেন তাহার কোন বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। এমন কি গ্রন্থের পরবর্তী লাবাণক লম্বক অংশেও দেশবিজয় সম্বন্ধে আর কিছুই উল্লিখিত হয় নাই। উদয়ন যখন শ্যালক গোপালককে রাজত্ব প্রদান করিয়া নরলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন তখন আমরা কেবলমাত্র কৌশাম্বীর কথাই শুনিতে পাই।

চতুর্থ লম্বক 'নরবাহনদত্তজননঃ'-তে ঘটনার পৌর্বাপর্য রক্ষিত হইয়াছে। বাসবদত্তার আকাশ-ভ্রমণের দোহদ পূর্ণ হইলে কুমার নরবাহনদত্তের জন্ম হইল।

পঞ্চম লম্বক 'চতুর্দারিকা' হইতে ঘটনা-পরম্পরার সুসংবদ্ধ রূপ আর লক্ষিত হয় না। ভবিষ্যতে নরবাহনদত্ত বিদ্যাধরদিগের রাজচক্রবর্তী হইবেন এই প্রসঙ্গে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যাধররাজ শক্তিবেগের কাহিনী উপস্থিত করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী লম্বকের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী এবং গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' গ্রন্থে ইহা এইরূপভাবেই স্থাপিত ছিল কিনা তাহা বলা দুরূহ। পরবর্তী অন্যান্য লম্বকের ন্যায় আলোচ্য লম্বকেও বহু অবান্তর কাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ষষ্ঠ লম্বক 'মদনমঞ্চুকা'র আরম্ভ এইরূপ: "বিদ্যাধর রাজচক্রবর্তী পদ প্রাপ্ত হইবার পর কোন সময় মহর্ষিগণ কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া আদ্যোপান্ত স্বীয় জীবনকাহিনী অন্যের মুখ হইতে বর্ণনা করিবার ছলে নরবাহনদত্ত তাঁহার দিব্যচরিত যেরূপ বিবৃত করিয়াছিলেন এখন তাহা শ্রবণ কর।" এতাবৎ নরবাহনদত্তের কাহিনী কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির মুখ দিয়া বিবৃত হইতেছিল, কিন্তু এখন নরবাহনদত্ত কেন নিজেই সেই কাহিনী বিবৃত করিবেন তাহা বোধগম্য হওয়া কঠিন। ষোড়শ লম্বক 'সুরতমঞ্জরী'তেই ঋষি-দিগের সহিত নরবাহনদত্তের সাক্ষাৎকার বর্ণিত হইয়াছে এবং তখনই ঋষিদিগের নিকট স্বীয় কাহিনী বর্ণনা করিবার সময় ছিল। সুতরাং মনে হয়, গুণাঢ্যের পুস্তকে 'সুরতমঞ্জরী' লম্বক 'মদনমঞ্চুকা' লম্বকের পূর্বে স্থান পাইয়াছিল। সোমদেবের গ্রন্থে লম্বকের এইরূপ স্থান বদলের কারণ নির্ণয় অসম্ভব। পরবর্তী সপ্তম লম্বকে আমরা দেখিতে পাই যে, নরবাহনদত্ত পূর্ণ যুবকে পরিণত হইয়াছেন। 'মদনমঞ্চুকা' লম্বকের

প্রথমার্ধে বৌদ্ধরাজা কলিঙ্গদত্ত ও তাঁহার দুহিতা কলিঙ্গসেনার প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। সখী সোমপ্রভার সাহায্যে উদয়নের সহিত সাক্ষাৎলাভ করিয়া কলিঙ্গসেনা তাঁহার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল। কিন্তু মন্ত্রী উদয়নের সহিত সুকৌশলে তাঁহার মিলন ঘটিতে দেন নাই। অতঃপর কলিঙ্গসেনার সহিত বিদ্যাধর মদনবেগের বিবাহ সংঘটিত হয় এবং এইভাবে তাঁহাদের কন্যারূপে রতির অবতার মদনমঞ্চুকার জন্ম হয়। পরবর্তীকালে তাঁহার সহিত কন্দর্পের অবতার নরবাহনদত্তের বিবাহ হয়।

সপ্তম লম্বক 'রত্নপ্রভা'তে বিদ্যাধরী রত্নপ্রভার সহিত নরবাহনদত্তের বিবাহের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বিবাহ–ব্যাপারে তাঁহাকে ব্যোমযানে রত্নপ্রভার আলয়ে গমন করিতে হয়। আলোচ্য লম্বকের দ্বিতীয়ার্ধে (৪৯ তরঙ্গ হইতে) রাজকুমারী কর্পূরিকার অন্বেষণে নরবাহনদত্তের যাত্রার কথা বিবৃত হইয়াছে এবং রত্নপ্রভার সহিত মিলনসংঘটন অপেক্ষা এই ঘটনাকে অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এই লম্বকের নাম 'কর্পূরিকা' দেওয়া অসমীচীন হইত না। সম্ভবত মূল 'বৃহৎকথা' গ্রন্থে এই লম্বকটি দুইটি লম্বকে বিভক্ত ছিল।

'সূর্যপ্রভা' নামক অষ্টম লম্বক গ্রন্থের যে কোন অংশে স্থান পাইতে পারিত। আলোচ্য লম্বকে বৌদ্ধ এবং হিন্দু কাহিনী লইয়া গ্রন্থকার কল্পনার রাজ্যে অবাধ বিচরণ করিয়াছেন।

নবম লম্বক 'অলঙ্কারবতী'র প্রথমার্ধে নরবাহনদত্তের সহিত বিদ্যাধরী অলঙ্কারবতীর মিলনের বর্ণনা আছে। অষ্টম লম্বকের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। আলোচ্য লম্বকে নরবাহনদত্তের শ্বেতদ্বীপ গমনের বর্ণনা আছে। ফরাসী পণ্ডিত La Côte মনে করেন যে, তথায় খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদিগের বসবাস ছিল। মহাভারতেও এই শ্বেতদ্বীপের উল্লেখ আছে। হয়ত প্রাচীনতর কোন একই কাহিনীসূত্র হইতে 'বৃহৎকথা' এবং 'মহাভারতে' শ্বেতদ্বীপ প্রসঙ্গ স্থান লাভ করিয়াছে। নবম লম্বকের প্রথমার্ধের সহিত দ্বিতীয়ার্ধের কোন সংযোগসূত্র নাই।

দশম লম্বক 'শক্তিযশ'ও পূর্ববর্তী লম্বকগুলির সহিত কাহিনীসূত্রে সম্বন্ধযুক্ত নহে। নারীচরিত্রের বহু কাহিনী এখানে স্থানলাভ করিয়াছে। বিদ্যাধর স্ফটিকযশের কন্যা শক্তিযশের সহিত নরবাহনদত্তের বিবাহের কাহিনী ইহার মুখ্য বিষয়বস্তু। কিন্তু এই মিলনের জন্য তাহাকে দীর্ঘ একমাসকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল এবং অপেক্ষারত নরবাহনদত্তের চিত্তবিনোদননিমিত্ত সমগ্র 'পঞ্চতন্ত্রে'র সহিত অন্যান্য বহু কাহিনীও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

একাদশ লম্বক 'বেলা' অতিশয় ক্ষুদ্রাকৃতি। ইহাতে মাত্র একটি তরঙ্গ আছে। বেলা এবং তাহার স্বামী জনৈক বণিকের বৃত্তান্ত ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পূর্বের এবং পরের লম্বক অতিশয় দীর্ঘ বলিয়া সম্ভবতঃ এই লম্বককে অতিশয় সংক্ষিপ্ত আকারে প্রদান করা হইয়াছে।

দ্বাদশ লম্বক 'শশাঙ্কবতী' অতিশয় দীর্ঘ। ইহাতে ১৬টি তরঙ্গ ও প্রায় ৫০০০ শ্লোক আছে। দেখিতে পাওয়া যায়, নরবাহনদত্ত মদনমঞ্চুকাকে হারাইয়াছেন, কিন্তু কি প্রকারে তাহা ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা নাই। ঋষি পিলঙ্গজট সমগ্র 'বেতালপঞ্চবিংশতি' সহ মৃগাঙ্কদত্তের কাহিনী এই লম্বকে বর্ণনা করিয়াছেন।

ত্রয়োদশ লম্বক 'মদিরাবতী'তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মদনমঞ্চুকার বিরহে নরবাহনদত্ত সাতিশয় কাতর হইয়া রহিয়াছেন। দুইজন ব্রাহ্মণ দুইজন নিরুদ্দিষ্টা রমণীর পুনরুদ্ধারের কাহিনী তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিবার পর কথঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া নরবাহনদত্ত প্রমুখেরা কৌশাম্বীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অবশ্য তখন পর্যন্ত মদনমঞ্চুকার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ব্রাহ্মণদ্বয় কথিত প্রথম কাহিনীর নায়িকার নামে আলোচ্য লম্বকের নামকরণ করা হইয়াছে।

চতুর্দশ লম্বকের নাম 'পঞ্চ'। এই লম্বকে নরবাহনদত্তের সহিত পঞ্চবিদ্যাধরীর পরিণয় কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। নরবাহনদত্তকে কিরূপে বিচ্ছেদসাগরে নিমজ্জিত করিয়া মদনমঞ্চুকা অন্তর্হিত হইয়াছিলেন আলোচ্য লম্বকে সেই কাহিনী বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মদনমঞ্চুকার অন্বেষণে নরবাহনদত্ত যখন ব্যস্ত ছিলেন সেই সময়ে তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া বেগবতী নাম্নী এক অপরিণীতা বিদ্যাধরী মদন-মঞ্চুকা প্রাপ্তি বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া কৌশলে তাঁহাকে বিবাহ করে। বেগবতীরই ভ্রাতা বিদ্যাধর মানসবেগ মদনমঞ্চুকাকে হরণ করিয়া-ছিল। বেগবতী নরবাহনদত্তকে আকাশপথে আষাঢ়পুর পর্বতে লইয়া গিয়াছিল এবং ভ্রাতা মানসবেগ যাহাতে নরবাহনদত্তের কোনরূপ অনিষ্টসাধন না করিতে পারে তন্নিমিত্ত তাহাকে সে গন্ধর্বদিগের নগরীতে একটি শুষ্ক কূপে নিক্ষেপ করিয়া ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় ভ্রাতাকে পরাজিত করিয়াছিল। নরবাহনদত্তকে কূপ হইতে উদ্ধার করা হইলে তিনি বীণাবাদনে দক্ষতা প্রদর্শনপূর্বক তথাকার বিদ্যাধর রাজার কন্যা গন্ধর্বদত্তার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। মদনমঞ্চুকার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া তিনি স্বর্গসুখে তথায় বাস করিতে থাকেন। অতঃপর অকস্মাৎ জনৈকা বিদ্যাধরী তথায় আগমন করিয়া তাঁহার কন্যা অজিনাবতীর সহিত বিবাহ দিবার নিমিত্ত নরবাহন-দত্তকে আকাশপথে শ্রাবস্তী নগরীতে লইয়া যায়। তথায় একটি উদ্যানে অবস্থিতি-কালে নৃপতি প্রসেনজিৎ তাঁহাকে স্বীয় কন্যা ভগীরথযশার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করান। একদা যখন তিনি আপন শয়নকক্ষে বিশ্রাম করিতেছিলেন তখন প্রভাবতী নাম্নী জনৈকা বিদ্যাধরীকে মদনমঞ্চুকার দুর্ভাগ্যের জন্য ক্রন্দন করিতে শুনিয়া থাকেন। প্রভাবতী তাঁহাকে ব্যোমপথে সুকৌশলে অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিয়া বিবাহ করিয়া-ছিল এবং পূর্বপ্রতিশ্রুতিমত মদনমঞ্চুকার নিকট লইয়া গিয়াছিল। নরবাহনদত্ত প্রভাবতীর রূপধারণপূর্বক ছদ্মবেশে ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বরূপলাভ করিবা মাত্রই

তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া মানসবেগ তাঁহার অনিষ্ট সাধনে তৎপর হয়। নরবাহনদত্ত তখন বিদ্যাধরদিগের নিকট সুবিচার প্রার্থনা করেন। কিন্তু মানসবেগ অতিশয় কুপিত হওয়াতে প্রভাবতীর সহিত নরবাহনদত্ত তথা হইতে পলায়ন করেন। এদিকে মদনমঞ্চুকাকে মানসবেগ বন্দিনী করিয়া রাখে। অতঃপর অজিনাবতীর সহিত নরবাহনদত্তের বিবাহ সংঘটিত হয় এবং নরবাহন প্রভাবতী ও অজিনাবতীর সহিত কৌশাম্বীতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক বেগবতী, গন্ধর্বদত্তা ও শ্বশুরকুলের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সহিত মিলিত হন। এই সময়েই পঞ্চ বিদ্যাধরীগণ একত্রে তাঁহাকে বিবাহ করে এবং আরও অনেক বিবাহকার্যও সম্পাদিত হয়। বিদ্যাধর-রাজচক্রবর্তী হইবার পূর্বে নরবাহনদত্তকে সপ্তরত্ন সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়। আলোচ্য লম্বকে নরবাহন-দত্ত কর্তৃক চন্দনবৃক্ষরূপ রত্নলাভের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চদশ লম্বকে অন্য রত্ন লাভের প্রসঙ্গ আছে।

কিঞ্চিৎ বিশদভাবেই চতুর্দশ লম্বকের কাহিনী আলোচিত হইল। কারণ, মদন-মঞ্চুকা হরণকে কেন্দ্র করিয়াই আলোচ্য লম্বকের ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ মূল গ্রন্থে প্রত্যেকটি বিবাহের কাহিনী পৃথক পৃথক অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছিল, সোমদেব একটি লম্বকেই তাহার সংক্ষিপ্তসার দিয়াছেন। নেপালে প্রাপ্ত 'বৃহৎকথা-শ্লোক সংগ্রহ' গ্রন্থেও প্রত্যেকটি বিবাহের বর্ণনা পৃথক পৃথক অধ্যায়ে বিশদভাবেই বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চদশ লম্বক 'মহাভিষেক' চতুর্দশ লম্বকেরই অনুবৃত্তি। অপর ষষ্ঠরত্ন লাভ করিয়া এবং বিবিধ ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া নরবাহনদত্ত তাঁহার অবশিষ্ট শত্রু মন্দর-দেবকে পরাজিত করেন এবং পুনর্বার অন্য পঞ্চবিদ্যাধরীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ঋষভ পর্বতে অভিষেকের জন্য প্রস্তুত হন। অভিষেকের জন্য তাঁহার চতু-র্বিংশতি ভার্যাদিগের মধ্য হইতে মদনমঞ্চুকাকেই নির্বাচিত করা হয়; এই মহোৎসবে উদয়ন, বাসবদত্তা এবং পদ্মাবতীও যোগ দিয়াছিলেন। এইখানেই গ্রন্থের সমাপ্তি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু গ্রন্থকার তাহা না করিয়া ইহার সহিত আরো তিনটি লম্বক যুক্ত করিয়াছেন।

ষোড়শ লম্বকের নাম 'সুরতমঞ্জরী'। একদিন রাত্রিকালে দুঃস্বপ্নদর্শন করিয়া ইহার অর্থ অনুধাবন নিমিত্ত নরবাহনদত্ত 'প্রজ্ঞপ্তি' বিদ্যাধর-শরণাপন্ন হন। অতঃপর তিনি জ্ঞাত হইলেন যে, কৌশাম্বীতে তাঁহার পিতা উদয়ন ভার্যাদিগের সহিত স্বর্গে গমন করিয়াছেন এবং মাতুল গোপালক কনিষ্ঠ ভ্রাতা পালকের হস্তে রাজভার অর্পণ-পূর্বক অসিতপর্বতে কশ্যপমুনির আশ্রমে প্রস্থান করিয়াছেন। মাতুলের সহিত বর্ষা-ঋতু যাপন নিমিত্ত নরবাহনদত্তও তথায় গমন করিলেন। আলোচ্য লম্বকের প্রথম তরঙ্গে দেখা যায় যে, কলিঙ্গসেনা মদনবেগতনয় এবং মদনমঞ্চুকার ভ্রাতা ইত্যক

সুরতমঞ্জরীর সতীত্বনাশের চেষ্টা করিলে ধর্মাধিকরণে অভিযুক্ত হইয়া অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত হয়, এবং আশ্রমস্থ মুনিগণের অনুরোধক্রমে পরে ইহাদিগকে ক্ষমা করা হয়।

এই অসিতগিরিতেই কশ্যপমুনির আশ্রমে মুনিগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া নরবাহনদত্ত তাঁহার জীবনের আদ্যোপান্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়াছিলেন। ফলতঃ ষষ্ঠ লম্বকের পূর্বেই এই তরঙ্গের স্থান হওয়া উচিত ছিল। সেরূপ করা হইলে কাহিনীর পারম্পর্য নষ্ট হওয়ার কোন প্রশ্ন উঠিত না।

সপ্তদশ লম্বক 'পদ্মাবতী'তে মুনিগণ নরবাহনদত্তের নিকট জানিতে চাহেন কি প্রকারে তিনি মদনমঞ্চুকার বিরহ সহ্য করিতেছেন। মুক্তাফলকেতু—পদ্মাবতী উপাখ্যান বর্ণনার নিমিত্তই এই প্রশ্ন করা হইয়াছিল। ইহার স্থান হওয়া উচিত ছিল চতুর্দশ লম্বকে। এইভাবেই গ্রন্থের পারম্পর্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

অষ্টাদশ লম্বক 'বিষমশীলে' নৃপতি বিক্রমাদিত্যের কাহিনী নরবাহনদত্তকে হৃত-মদনমঞ্চুকাকে প্রাপ্তির পূর্বেই বলা হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্য নরবাহনদত্তের বহু পরবর্তী। সুতরাং সম্ভবতঃ মূল গ্রন্থে ইহা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সোমদেব তাঁহার গ্রন্থের পরিসমাপ্তিরূপে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা পরবর্তী যোজনা বলিয়া মনে হয় এবং কি কারণে যে ইহা গ্রন্থভুক্ত হইল তাহা অনুমান করাও দুঃসাধ্য। হয়ত 'বৃহৎকথা'র কাশ্মীরের ভাষ্যে ইহা প্রক্ষিপ্তরূপে ছিল।

গ্রন্থের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ লম্বক ধারাবাহিক। ৫ম ও ৮ম লম্বকের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ নাই। ৬ষ্ঠ লম্বক নবযোজনা বলিয়া মনে হয়। ৭ম, ৯ম, ১০ম এবং ১১দশ লম্বকে পরস্পর-অসংলগ্ন বিবাহসমূহের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ১২দশ ও ১৩দশ লম্বক পরস্পরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, কিন্তু এই দুই লম্বকের স্থান হওয়া উচিত ছিল ১৪দশ, ১৫দশ, ১৭দশ ও ১৮দশ লম্বকের পর। ১৬শ লম্বকের দুইটি পৃথক ভাগ আছে—প্রথমভাগ ৬ষ্ঠ লম্বকের সূচনা এবং দ্বিতীয়ভাগ সম্পূর্ণ অসংলগ্ন। ইহা হইতে সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সোমদেবের গ্রন্থ সংকলিত হইবার পূর্বেই মূলগ্রন্থের আকারের বহু বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছিল।

বৃহৎকথামঞ্জরী

এখন দেখা যাক ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' কি রূপ ধারণ করিয়া আমাদের হস্তে আসিয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম পঞ্চমঞ্জরী 'কথাসরিৎসাগরে'র প্রথম পঞ্চ লম্বকের মতই গ্রথিত হইয়াছে। পঞ্চম এবং অষ্টম লম্বক একত্রিত করা হইয়াছে। ইহার পরেই স্থান পাইয়াছে ক্ষুদ্র মঞ্জরী 'বেলা'। এই মঞ্জরীতেই মদনমঞ্চুকা অপহরণ বৃত্তান্ত আছে। কিন্তু 'কথাসরিৎসাগরে'র চতুর্দশ লম্বক 'পঞ্চে' এই কাহিনীর প্রথম

উল্লেখ আছে। ক্ষেমেন্দ্র 'বেলা' মঞ্জরীর পর দ্বাদশ, অষ্টাদশ, ত্রয়োদশ ও সপ্তদশ মঞ্জরী গ্রথিত করিয়া কাহিনীর পারম্পর্য রক্ষা করিয়াছেন, যাহা সোমদেবের গ্রন্থে লক্ষিত হয় না। ইহার পরেই চতুর্দশ মঞ্জরী, কিন্তু ইহার প্রথম ঘটনা পূর্বকথিত একাদশ মঞ্জরী 'বেলা'তে দেখিতে পাওয়া যায়। কেন সোমদেব ক্ষেমেন্দ্রের পর্যায়ক্রম গ্রহণ করেন নাই তাহার কারণ উল্লেখ করিতে গেলে বলিতে হয় যে ক্ষেমেন্দ্রের পুস্তকে মদনমঞ্চুকার কাহিনী আনুপূর্বিক বর্ণিত হইলেও শেষদিকে ক্ষেমেন্দ্র বহু অবান্তর কাহিনীর অবতারণা করিয়া বেশ কিছু গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছেন। পঞ্চদশ-মঞ্জরী চতুর্দশ মঞ্জরীরই পর্যায়ক্রম, অথচ ক্ষেমেন্দ্র এই স্থানে 'পঞ্চ' মঞ্জরী বসাইয়াছেন এবং চতুর্দশ ও পঞ্চদশ মঞ্জরীর মধ্যে তাঁহাকে আরও তিনটি মঞ্জরীর স্থান করিতে হইয়াছে। ইহাতে মূল কাহিনীর পর্যায়ক্রম ব্যাহত হইয়াছে। নরবাহনদত্ত কশ্যপ-মুনির আশ্রমে মুনিদিগের নিকট যে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন ক্ষেমেন্দ্র তাহা সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছেন।

এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া মনে হয় যে, কাশ্মীরদেশে তখন 'বৃহৎকথা'র যে ভাষ্য প্রচলিত ছিল তাহাতে নরবাহনদত্তের কাহিনীর সহিত সামঞ্জস্য না রক্ষা করিয়াই তৎকালে প্রচলিত বিবিধ কাহিনী সংযোজিত হইয়াছিল। এই প্রকারে 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র ঘটনাবলী হইতে সেই যুগের আচার-ব্যবহার, সামাজিক প্রথা ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু কথা আমরা জানিতে পারি। পরবর্তীকালে 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'র পৃথক ভাষ্য রচিত হইলেও 'বৃহৎকথা'ই যে ইহাদের আদি উৎস সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

'বৃহৎকথা' হইতে 'কথাসরিৎসাগর' রচনাংশ সংকলনে সোমদেব যে বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন এবং সে সম্বন্ধে তিনি যে বিশেষ সচেতন ছিলেন তাহার প্রমাণ গ্রন্থের প্রথম লম্বক 'কথাপীঠে' তাঁহার বক্তব্যে অনুধাবণীয়---

---"এই গ্রন্থ মূলানুযায়ী। মূল গ্রন্থকে কোথাও লঙ্ঘন করা হয় নাই। এমন ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে যাহাতে মূলগ্রন্থ সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রথিত হইতে পারে। অন্বয়ের ঔচিত্য এবং কাব্যাংশের যোজনা দ্বারা যাহাতে গল্পের রস বিঘ্নিত না হয় যথাশক্তি তাহার চেষ্টা করা হইয়াছে। নিজের পাণ্ডিত্য দেখাইবার প্রয়াস না করিয়া যাহাতে বিবিধ গল্পসমূহের সমন্বয় করা যায়, তাহাই করিয়াছি।"

বৃহৎকথা শ্লোকসংগ্রহ

এক্ষণে নেপালে প্রাপ্ত বুদ্ধস্বামীর অষ্টবিংশতি সর্গ এবং ৮,৫৩৯ শ্লোক সম্বলিত 'বৃহৎকথা শ্লোক সংগ্রহে'র আলোচনা করা যাইতে পারে। ফরাসী পণ্ডিত La Côte তাঁহার ফরাসী অনুবাদ গ্রন্থে আলোচ্য গ্রন্থ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

এই নেপালী পুস্তকে বহু নূতন বিষয় আছে এবং কাশ্মীরী ভাষ্যের বহু অংশ এ গ্রন্থে অনুপস্থিত। প্রসঙ্গত একটি বিষয় খুবই উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীরীভাষ্যে শিবকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধস্বামীর গ্রন্থে কুবেরই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছেন। 'নরবাহন' কুবেরেরই অপর নাম, শিবের নহে। 'নরবাহন দত্ত' শব্দের অর্থ হইল নরবাহন অর্থাৎ কুবের কর্তৃক দত্ত।

গুণাঢ্যের মূল গ্রন্থের আকার কিরূপ ছিল তাহা 'শ্লোকসংগ্রহ' গ্রন্থের সাহায্যে অনেকটা অনুমান করা যাইতে পারে। 'শ্লোকসংগ্রহে'র প্রথম সর্গ 'কথাসরিৎসাগরে'র ষোড়শ লম্বকের অনুরূপ। এস্থলে গোপালক ও পালকের রাজ্যত্যাগ এবং ইত্যক ও সুরতমঞ্জরীর কাহিনী প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং ইত্যকের বিচারকালে নরবাহন দত্তকে উপস্থিত করা হইলে তিনি তাঁহার আত্মকাহিনী বিবৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন--যাহা 'কথাসরিৎসাগরে'র ২য়, ৩য় ও ৬ষ্ঠ লম্বকে আছে। হয়ত অধুনা-বিলুপ্ত অন্য একটি লম্বকের কাহিনীও ইহাতে ছিল। রাজা উদয়নের প্রেম সম্বন্ধে বহু নূতন কাহিনীও আলোচ্য গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। আপন জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনাপূর্বক নরবাহনদত্ত গ্রন্থের নায়িকা মদনমঞ্চুকার কাহিনীও বিবৃত করিয়াছেন। কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ: বাল্যকালেই তিনি তাহার প্রণয়াসক্ত হন এবং বিবাহের পর মদনমঞ্চুকা অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলে তিনি তাহার অনুসন্ধানব্যপদেশে নূতন নূতন পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

ক্ষেমেন্দ্র, সোমদেব এবং বুদ্ধস্বামীর গ্রন্থত্রয় হইতে 'বৃহৎকথা'র যতটুকু জ্ঞাত হওয়া যায় তাহা হইতে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, রামায়ণের আদর্শেই গুণাঢ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সতী সাধ্বী পত্নীর অপহরণ এবং সুহৃদজনের সাহায্যে তাহার পুনরুদ্ধার রামায়ণের সীতাদেবীর কাহিনীই স্মরণ করাইয়া দেয়।

এইস্থানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, স্বনামধন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত Keith সাহেব তাঁহার History of Sanskrit Literature গ্রন্থে 'বৃহৎকথা'র ইতিবৃত্তে কাশ্মীরে প্রাপ্ত জয়ার্থ প্রণীত 'হরচরিত চিন্তামনি'র কথা বলিয়াছেন। সেই সুপ্রাচীন গ্রন্থেও নাকি 'বৃহৎকথা'র উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত বহু প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থেও 'বৃহৎকথা'র উল্লেখ দেখা যায়। যথা:

'বাসবদত্তা' গ্রন্থে কুসুমপুর বর্ণনায়,
'বৃহৎকথারম্ভে',
'কাব্যাদর্শে'-- ভূতভাষাময়ীং প্রাহুঃ অদ্ভুতার্থাং বৃহৎকথাং
'হর্ষচরিতে'-- সমুদ্দীপিত কন্দর্পাকৃত--গৌরী প্রসাধনা।
হরলীলেবলোকস্যবিস্ময়ায় বৃহৎকথা॥'
'কাদম্বরী'র উজ্জয়িনী বর্ণনায়--'বৃহৎকথাকুশলেন'।

দশরূপ, নলচম্পা, সপ্তশতী ইত্যাদি গ্রন্থেও গুণাঢ্য প্রণীত 'বৃহৎকথা'র উল্লেখ

লক্ষ্যণীয়। এতদ্ব্যতীত, কম্বোজদেশের একশিলালিপিতেও গুণাঢ্যের প্রাকৃত ভাষার প্রতি অবজ্ঞার কথা খোদিত রহিয়াছে।

ভারতবর্ষ গল্প-উপাখ্যানের দেশ। দৈনন্দিন কার্যসমাপনান্তে সকলে একত্রিত হইয়া গল্পগুজব করার অভ্যাস এদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। প্রধানতঃ বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের সংযোগ ছিল। বণিককুলই এই সংযোগ রক্ষা করিতেন। তাই 'বৃহৎকথা'র কাহিনী তাঁহাদের মুখে মুখেই অন্যান্য দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের 'কথাসরিৎসাগরে'র বহু কাহিনী মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার মধ্য দিয়া সুদূর ইউরোপেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও 'বৃহৎকথা'র যথার্থ মূল্য দিয়া ইহার যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন।

আধুনিককালে

১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে অধ্যাপক **H. H. Wilson** কথাসরিৎসাগরের প্রথম পঞ্চ লম্বকের সারাংশ প্রকাশ করেন **Oriental Quarterly Magazine** পত্রিকায়। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে জার্মান পণ্ডিত **Brockhaus** রোমান অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় উক্ত প্রথম পঞ্চক মুদ্রিত করেন এবং অবশিষ্ট ত্রয়োদশ লম্বক পরে মুদ্রিত হয়। ছয়টি পাণ্ডুলিপির সাহায্যে তিনি জার্মান ভাষায় 'কথাসরিৎসাগরের' সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন; ঐ অনুবাদ ছাত্রাবস্থায় পাঠ করিয়া **Tawney** মোহিত হন। ভারতবর্ষে আগমনপূর্বক সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া মূল সংস্কৃত হইতে ইংরাজী ভাষায় 'কথাসরিৎসাগর' অনুবাদ করিবার প্রবল ইচ্ছা তাঁহার হইয়াছিল। কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার সময় তিনি **Brockhavs**-এর সংস্কৃত পাঠ অবলম্বনে পণ্ডিতদিগের সাহায্যে ইংরাজীতে সম্পূর্ণ গ্রন্থ অনুবাদ করেন এবং সেই অনুবাদ **Asiatic Society of Bengal**-এর **Bibliotheca Indica** পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৮৮০ খ্রীঃ থেকে ১৮৮৪ খ্রীঃ পর্যন্ত। মূলতঃ **Brockhaus**-এর পাঠ অবলম্বন করিলেও **Tawney India Office** হইতে তিনটি পাণ্ডুলিপি এবং সংস্কৃত কলেজ হইতে একটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া উহাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি পরবর্তীকালে দুই খণ্ড **Tawney**-র অনুবাদ প্রকাশ করেন।

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে **N. M. Penzer (Fellow of the Royal Anthropological Institute and Member of Royal Asiatic Society) Tawney**-র সম্মতিক্রমে দশ খণ্ডে তাঁহার পুস্তক প্রকাশ করেন। **Sir Richard Temple, Sir George Grierson** প্রমুখ নয়জন প্রখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ নয়টি খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। নবম খণ্ডের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকাটি স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আই-সি-এস কর্তৃক লিখিত।

Penzer কর্তৃক প্রকাশিত Tawney-র গ্রন্থ খানি সুসম্পাদিত। ইহাতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে 'কথাসরিৎসাগরে'র বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। ভারতের বাহিরে 'কথাসরিৎসাগরে'র কাহিনী কোথায় কি আকার প্রাপ্ত হইয়াছে গ্রন্থটিতে তাহার সুবিস্তৃত বিবরণ আছে। ইংরাজী এবং জার্মান ভাষা ব্যতিরেকে অন্যান্য বহু পাশ্চাত্য ভাষাতেও গ্রন্থটি অনূদিত হইয়াছিল।

সোমদেবের সমসাময়িক ক্ষেমেন্দ্র প্রণীত 'বৃহৎকথামঞ্জরী'ও পণ্ডিতবর্গের আলোচনার বিষয় হইয়াছে। Bühler ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে Indian Antiquary-র October সংখ্যায় ইহার বিশদ আলোচনা করেন; ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে সিলভ্যাঁ লেভি Journal Asiatique-এ ইহার ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে Mánkowski জার্মানীতে ইহার মূল সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে পণ্ডিতপ্রবর শিবদত্ত ও পরবের যুগ্মসম্পাদনায় বোম্বাই হইতে তুকারাম জাবাজী ইহা প্রকাশ করেন।

১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সংস্কৃত গদ্যে কলিকাতার সরস্বতী প্রেস হইতে 'কথাসরিৎসাগর' প্রকাশ করেন। অতঃপর ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ এবং কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরবের সম্পাদনায় বোম্বাই 'নির্ণয় সাগর প্রেস' হইতে 'কথাসরিৎসাগরে'র মূল গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থ সম্পাদনায় নিম্নলিখিত তিনখানি গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল: (১) কাশ্মীরে প্রাপ্ত পুঁথি, (২) ডাঃ বোধাজিৎ কর্তৃক ১৭৪৩ বিক্রমাব্দে কাশীতে লিখিত গ্রন্থ, (৩) জার্মানী হইতে Brockhaus-এর রোমান অক্ষরে মুদ্রিত গ্রন্থ। পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গের পুস্তকের ৪র্থ সংস্করণ আমি আমার এই অনুবাদে অনুসরণ করিয়াছি।

প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল পূর্বে এই গ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া দুই খণ্ডে বসুমতী প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত অনুবাদ সম্পূর্ণ মূলানুগ নহে, মূল রচনার বহু অংশ উক্ত গ্রন্থে পরিত্যক্ত হইয়াছে। গ্রন্থটি এখন দুষ্প্রাপ্য। জাতীয় গ্রন্থাগারে মাত্র দুই খণ্ড আছে। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে আমি ইহার প্রথম খণ্ড মাত্র দেখিয়াছিলাম। অন্য খণ্ড আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীকুলদারঞ্জন রায় রচিত 'ছেলেদের কথা সরিৎসাগর' গ্রন্থের নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

Tawney তাঁহার অনুবাদে কুরুচিপূর্ণ বলিয়া মূল গ্রন্থের বহু অংশ বর্জন করিয়াছেন। আমার নিকট ঐ সকল অংশ বর্জনীয় বলিয়া মনে হয় নাই। আমি সম্পূর্ণ গ্রন্থেরই অনুবাদ করিয়াছি। Penzer লিখিত পরিশিষ্ট ও Temple ইত্যাদি লিখিত ভূমিকায় নানা দৃষ্টিকোণ হইতে 'কথাসরিৎসাগর' আলোচিত হইয়াছে।

জাতকের বহু কাহিনী এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে এবং Penzer বহু শ্রম স্বীকার করিয়া তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। যাঁহারা সোমদেবের এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ জানিতে চাহেন তাঁহারা Penzer সংস্করণের নবম ও দশম খণ্ড পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। এক কথায় বলিতে গেলে Penzer সম্পাদিত ও Tawney কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনূদিত 'কথাসরিৎসাগর' একটি সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ। Tawney'র অনুবাদের প্রচারকার্যে Penzer-এর অবদান অসামান্য। Penzer নিজেই বলিয়াছেন যে, Arabian Nights-এর অনুবাদক Burton সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে তিনি Tawney-র গ্রন্থের সন্ধান লাভ করেন। সংস্কৃত ভাষার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না। 'হিতোপদেশ' ব্যতীত অন্য কোন সংস্কৃত গ্রন্থের কাহিনীও তাঁহার জানা ছিল না। Tawney-র গ্রন্থের একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া তিনি Tawney-র সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সম্মতিক্রমে এই কার্যে দ্রুত অগ্রসর হন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশকদের দ্বারস্থ হন তিনি, কিন্তু কেহই এইরূপ ব্যয়সাধ্য পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য উৎসাহ দেখান নাই। অবশেষে Grafton House-এর স্বত্বাধিকারী Mr. Sawyer এই গ্রন্থ প্রকাশের সমূহ ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হন। কিন্তু দশখণ্ডে এই গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয় তখন Tawney আর ইহলোকে ছিলেন না।

এখন প্রশ্ন হইল: গুণাঢ্য তাঁহার 'বৃহৎকথা' যে অনার্যভাষায় রচনা করিয়াছিলেন তাহা কোন্ জাতির ভাষা? Keith-এর মতে সেই 'পৈশাচী' ভাষা অনার্যঅধ্যুষিত বিন্ধ্যপ্রদেশের কথ্যভাষা। তৎকালে দক্ষিণাঞ্চলে সংস্কৃতভাষার বিশেষ চর্চা না থাকায় উত্তরভারতেই 'বৃহৎকথা' সমধিক প্রচলিত হইয়াছিল এবং নৃপতি সাতবাহন কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত এই গ্রন্থই সম্ভবতঃ ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব তাঁহাদের সংকলনে ব্যবহার করিয়াছিলেন। 'কথাসরিৎসাগর' যে আকারে আমাদের নিকট আসিয়াছে তাহাতে ইহার মধ্যে দুইটি কাহিনীর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়: এক, বাসবদত্তাকথা এবং দুই, নরবাহনদত্ত-মদনমঞ্চুকা বিবরণ। নরবাহনদত্তের জন্মকালে দৈববাণী হইয়াছিল যে, উত্তরকালে তিনি বিদ্যাধর--রাজচক্রবর্তী হইবেন। রাজপুত্র হইতে রাজচক্রবর্তীতে পরিণত হওয়া পর্যন্ত তিনি বহু রাজকুমারী ও বিদ্যাধর রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতা উদয়ন যেরূপ অমাত্যবৃন্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন রাজকুমার নরবাহনদত্তেরও সেইরূপ একটি গোষ্ঠী ছিল এবং উদয়নের অমাত্যগণের সন্তানরাই সেই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল।

তৎকালীন সমাজচিত্র

সোমদেবের গ্রন্থ হইতে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে শৈব ও বৌদ্ধধর্ম

পাশাপাশি প্রচলিত ছিল। এই গ্রন্থের বহু কাহিনীতে শৈব সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদিগের উল্লেখ আছে। চতুর্বর্ণ শাসিত সমাজ বর্তমান থাকিলেও দেখা যায় যে ব্রাহ্মণেরাও ব্যবসায়ে রত ছিল। শুধু স্থলপথে নহে, সুবর্ণদ্বীপের কাহিনী হইতে জানা যায় যে, সমুদ্রপথেও চলিত বণিকদিগের ব্যবসাবাণিজ্য। রামায়ণের রাবণভ্রাতা বিভীষণের রাজ্যের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা আলোচ্য গ্রন্থে পাওয়া যায়। আকাশ-যানের কথাও বহু কাহিনীতেই আছে এবং দেবতা, বিদ্যাধর ও মনুষ্যের বহু কাহিনীই এই গ্রন্থে একই সঙ্গে স্থান লাভ করিয়াছে।

এই সময় স্থাপত্যবিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। লাবাণক লম্বক হইতে জানা যায় যে, তখনকার প্রসিদ্ধ নগরী কৌশাম্বী, পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী, বারাণসী, শ্রাবস্তী প্রভৃতি নগরী সুউচ্চ হর্ম্যে পরিশোভিত ছিল। প্রাসাদপ্রাচীরে অঙ্কন করা হইত আলেখ্য। পদ্মাবতীর প্রাসাদকক্ষের প্রাচীরে অঙ্কিত রামসীতার কাহিনীর আলেখ্য দর্শন করিয়া ছদ্মবেশী বাসবদত্তার হৃদয় শান্ত হইয়াছিল। দেবায়তন, মঠ ও বিহার দেশের বহু স্থানেই অবস্থিত ছিল।

তৎকালে ব্যবহৃত যানবাহনাদির মধ্যে অশ্ব, হস্তী, গোযান, শকট ও শিবিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। জলপথে নদীতে নৌকা এবং সমুদ্রে অর্ণবপোত ব্যবহৃত হইত। আকাশপথে ব্যোমযান ব্যবহৃত হইত বলিয়া উল্লেখ আছে, কিন্তু উহার বাস্তবিকতা সম্বন্ধে সংশয় থাকিয়া যায়।

রণাঙ্গনে হস্তী, অশ্ব, পদাতিক ও রথ ব্যবহারের সুপ্রচুর উল্লেখ দেখা যায়। যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে ধনুর্বাণ, খড়্গ, বর্শা ও মুষল ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রের ব্যবহার ছিল বলিয়া মনে হয় না। গোপন সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য গুপ্তচরদিগকে ইতস্তত প্রেরণ করা হইত। লাবাণক লম্বকের পঞ্চম তরঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন বৎসরাজ উদয়ন দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া কাশীরাজ্য আক্রমণ করেন তখন নৃপতির মুখ্যমন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ কাশী নরেশ ব্রহ্মদত্তের কার্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখিবার নিমিত্ত তথায় গুপ্তচর প্রেরণ করেন। কাপালিক ব্রতধারীর ছদ্মবেশে তাহারা বারাণসীতে গমন করিয়া জাদুবিদ্যায় পারদর্শী একজন জাদুকর এবং অন্যেরা তাহার শিষ্য সাজিয়াছিল। ইতস্ততঃ ভিক্ষা করিতে করিতে শিষ্যগণ বলিতে লাগিল: 'আমাদের এই গুরু ত্রিকালজ্ঞ' ফলতঃ আপন আপন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানিবার জন্য অনেকে তাঁহার নিকট আগমন করিত। অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি সম্বন্ধে গুরু ভবিষ্যদ্বাণী করিত এবং শিষ্যগণ গোপনে সেই সকল কার্য সম্পাদন করায় ভবিষ্যদ্বক্তা হিসাবে গুরুর খ্যাতি উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল। এই হীনচক্রে পতিত হইয়া কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের প্রিয় এক অমাত্য সেই নকল গুরুর উপাসক হইল। দুই নৃপতির সংগ্রাম শুরু হইলে সেই নকল গুরুর সহিত মন্ত্রণাভিলাষী কাশীরাজের অমাত্য প্রমুখাৎ উক্ত রাজ্যের বহু রহস্য

অবগত হওয়া গেল। নৃপতি ব্রহ্মদত্তের মন্ত্রী যোগকরণ্ডক উদয়নের অগ্রসর হইবার পথে বহু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছিল। সে বিষাদি দ্রব্যদ্বারা তাঁহার গমনপথের চতুস্পার্শস্থ বৃক্ষ, মঞ্জরিত বল্লরী, জল ও তৃণ বিষাক্ত করিয়াছিল এবং সৈন্যদিগের ভিতর বিষকন্যা, নর্তকী ও গুপ্তঘাতক প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু ভবিষ্যদ্বক্তার ছদ্মবেশধারী গুরু তাহার তথাকথিত শিষ্যগণ কর্তৃক যৌগন্ধরায়নের নিকট সমস্ত সংবাদ প্রেরণ করিলে তিনি প্রতিষেধক ঔষধাদিদ্বারা গমনপথের জল, তৃণ ইত্যাদি শোধন করিয়া লন। কটকদিগের শিবিরে স্ত্রীলোকগণের যাতায়াত নিষিদ্ধ করিয়া গুপ্তঘাতকদিগকে বন্দী করতঃ তিনি তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন।

সেকালের শিক্ষা-পদ্ধতি গুরুশিষ্য পরম্পরায় চলিত। ব্যাকরণ, বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত ছাত্ররা বারাণসী অথবা পাটলিপুত্র গমন করিত। এই দুইটি নগরী তখন শিক্ষাকেন্দ্ররূপে বিখ্যাত ছিল বলিয়া মনে হয়।

কথাপীঠ লম্বকের চতুর্থ তরঙ্গে ব্যাকরণ প্রসঙ্গে বররুচি বলিয়াছেন যে, গুরু বর্ষের বহু শিষ্যদিগের মধ্যে পাণিনি নামে একটি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন। তাঁহার অজ্ঞতায় বিরক্ত হইয়া গুরুপত্নী তাঁহাকে বিদায় দিলে মনের দুঃখে তিনি বিদ্যালাভার্থ হিমালয়ে শিবের তপস্যা শুরু করেন এবং অবশেষে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে একটি নবব্যাকরণ লাভ করেন। গুরুগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি বররুচিকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। বররুচি ছিলেন ঐন্দ্র ব্যাকরণে শিক্ষিত। তর্কযুদ্ধের অষ্টম দিবসে পাণিনি যখন প্রায় পরাজিত হইতে চলিয়াছেন তখন মহাদেব বিরাট হুংকার ধ্বনি করিলে ঐন্দ্র ব্যাকরণ ধ্বংস হইয়া যায় এবং অতঃপর পৃথিবীতে পাণিনির ব্যাকরণ প্রচলিত হয়।

উক্ত লম্বকের ষষ্ঠ ও সপ্তম তরঙ্গে কলাপ ব্যাকরণের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি মনোহর কাহিনী রহিয়াছে। বসন্তোৎসবের সময় রাজ্ঞীদের সহিত জলক্রীড়া করার সময় নৃপতি সাতবাহন যখন তাঁহাদের গাত্রে পুনঃ পুনঃ জল নিক্ষেপ করিতেছিলেন তখন একজন রাজ্ঞী বিরক্ত হইয়া বলেন, "মোদকং পরিতাড়য়"। নৃপতি তৎক্ষণাৎ মোদক (মিষ্টান্ন) আনয়ন করিলে উপহাস করিয়া রাজ্ঞী বলিলেন, "এখানে আমরা মোদক দ্বারা কি করিব? আপনার কি সামান্য ব্যাকরণজ্ঞানও নাই? আপনি কি জানেন না যে মা+উদক সন্ধি করিলে মোদক শব্দের উৎপত্তি হয়? আমি আপনাকে "মা উদকং পরিতাড়য়" অর্থাৎ আর বারি সিঞ্চন করিবেন না---এই কথাই বলিয়াছিলাম।" তখন নৃপতি "হয় শব্দশাস্ত্রে পণ্ডিত হইব অথবা প্রাণ বিসর্জন দিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে পণ্ডিত শর্ববর্মা তাঁহাকে ছয় মাসের মধ্যে ব্যাকরণে শিক্ষিত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। অতঃপর দেব কার্তিকেয়ের কৃপায় তিনি 'কাতন্ত্র' অর্থাৎ লঘু ব্যাকরণ প্রাপ্ত হন এবং উক্ত দেবতার আদেশক্রমে বাহন ময়ূরের পুচ্ছের নামে 'কলাপ' নামে

নব ব্যাকরণের নামকরণ করা হয়। কথিত আছে যে এই সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ ছয় মাসে শিক্ষা করিয়া নৃপতি সাতবাহন শব্দশাস্ত্রে পারঙ্গম হন।

মূর্খদিগের সম্বন্ধে বহু বিদ্রুপাত্মক কাহিনী এই গ্রন্থের একটি বিশেষত্ব, যাহা একত্রিত করিলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক হইতে পারে।

তখন নরনারীর অবাধ মেলামেশা ও একত্রে পানভোজনের কোন বাধা ছিল না। নগরীতে দ্যূতক্রীড়ার সুব্যবস্থা ছিল। মুনিঋষিগণ হয়ত ফলমূল আহার করিতেন কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে আমিষ আহারের ব্যাপক প্রচলন ছিল। ভোজনের পূর্বে ও পরে মদ্যপানের রীতি অজ্ঞাত ছিল না। দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইলেও সুরাপান রীতি প্রচলিত ছিল। নানাপ্রকার মশলা সহযোগে তাম্বুল চর্বনের রীতি ছিল। নৃপতি উদয়ন এবং রাজ্ঞী বাসবদত্তার পুত্র নরবাহন দত্তের ভোজসভার চমৎকার বর্ণনা হইতে মনে হয় যে সাম্প্রতিক কালের 'ককটেলপার্টি' প্রাচীনযুগেও অজ্ঞাত ছিল না। ভোজগৃহের পার্শ্বস্থ একটি কক্ষে নরবাহনদত্ত ভোজনের পূর্বে রাজ্ঞীবৃন্দ এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের সহিত সুরাপানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুবেশী পরিচারিকাগণ ভৃঙ্গার হইতে পানপাত্রে যখন সুরা ঢালিতেছিল তখন তাহাদের ওষ্ঠাধরের বর্ণ আসবের বর্ণের সহিত এক হইয়া গিয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে রাজ্ঞীরা যখন পরস্পরের নিন্দায় মুখর হইয়া উঠিলেন তখন তাঁহারা মত্ত হইতেছেন বুঝিতে পারিয়া নরবাহনদত্ত অবিলম্বে সুরাপান বন্ধ করতঃ তাঁহাদিগকে লইয়া ভোজনকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সম এবং অসমবর্ণের স্ত্রীপুরুষের ভিতরে গান্ধর্ব বিবাহ সুপ্রচলিত ছিল। সেকালেও বৈদিক বিবাহে অগ্নিসাক্ষী করিয়া লাজবর্ষণদ্বারা হোম করিবার রীতি ছিল। উচ্চ বর্ণের রমণীগণের মৃতপতিদিগের সহিত সহমৃতা হইবার রীতিও প্রচলিত ছিল। বাল্য বিবাহেরও তখন অস্তিত্ব ছিল।

সেই সুপ্রাচীন যুগেও পিতামাতারা কন্যার বিবাহের জন্য যথেষ্ট চিন্তান্বিত হইতেন। চতুর্দারিকা লম্বকের প্রথম তরঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কনকরেখার পিতা কন্যার মাতা কনকপ্রভাকে বলিতেছেন, "যুবতী কন্যাকে গৃহে রাখা সমীচীন নয়। কনকরেখার উপযুক্ত বিবাহের নিমিত্ত আমার হৃদয় আকুল হইয়াছে। সৎপরিবারের কুমারী কন্যার উপযুক্ত বিবাহ না হইলে তাহা বেসুরা সঙ্গীতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। উহা অসঙ্গীতজ্ঞেরও কর্ণপীড়া উৎপাদন করে। মোহবশতঃ অপাত্রে কন্যাপ্রদান করিলে উহা অপাত্রে বিদ্যাদান করিবার মত হয়—যশ কিংবা ধর্মলাভ হয় না, লাভ হয় শুধু অনুশোচনা---কে ইহার পাত্র হইবে সেইজন্য আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি।" বিবাহবিষয়ে কন্যা কনকরেখা ইতস্তত করিলে পিতা তাহাকে বলেন, "যখন দেবতা ও অসুরেরাও পতিলাভের নিমিত্ত তপশ্চর্যা করে তখন, হে পুত্রি, তুমি পতিলাভে কেন

ইচ্ছুক নও? ---সত্যকথা বলিতে হইলে, কন্যা অন্যের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করে। বাল্যকাল ব্যতীত পিতৃগৃহ তাহার পক্ষে বাস করিবার উপযুক্ত স্থান নহে।"

রত্নপ্রভা লম্বকে রাজ্ঞী রত্নপ্রভার আচরণ এইস্থানে উল্লেখ্য। তিনি স্বীয় কক্ষ প্রহরীদ্বারা সুরক্ষিত রাখিতেন না। তাঁহার কক্ষে তাঁহার পতির বন্ধুদিগের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। তিনি বলিতেন স্ত্রীলোকদিগকে অবরুদ্ধ রাখিবার প্রথা অসূয়া-প্রসূত। সদ্বংশজাত নারীদিগের ধর্মই তাহাদিগকে রক্ষা করে। নতুবা বেগবতী নদী ও কামান্ধ নারীকে কে প্রতিরোধ করিতে পারে?

তখন সমাজে বারবণিতাদিগের একটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল। অনেক কাহিনীতেই তাহাদের প্রধান কর্মকর্ত্রীর ভূমিকা লক্ষিত হয়। কথামুখ লম্বকে বারবিলাসিনী রূপনিকার মাতা কন্যাকে নির্ধন নাগরের সাহচর্য পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত বলিতেছে, "বৎসে, তুমি কেন এই দরিদ্রের পরিচর্যা করিতেছ? সুশিক্ষিতা গণিকারা নির্ধনকে পরিত্যাগ করিয়া বরং শবদেহ আলিঙ্গন করে। বারবণিতা প্রেমদ্বারা কি করিবে? তুমি ঐ মহতী নীতি কি প্রকারে বিস্মৃত হইলে? সূর্যাস্তের রক্তরাগ ক্ষণস্থায়ী। প্রেমাবিষ্টা বারবণিতার দীপ্তিও সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী হয়। নটীর ন্যায় গণিকাও ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত কৃত্রিম অভিনয় করিবে। এই দরিদ্রকে পরিত্যাগ কর। নিজের বিনাশসাধন করিও না।"

বিন্ধ্যারণ্যের দেবী দুর্গার মন্দিরের উল্লেখ অনেক কাহিনীতেই আছে। রাজারা মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু কোন কোন মন্ত্রী এই ব্যসন হইতে নৃপতিদিগকে দূরে থাকিতে উপদেশ দিতেন। দেশের বহুস্থানে বিস্তৃত অরণ্য ছিল এবং দস্যুদিগেরও অসদ্ভাব ছিল না। বহু বণিকের বহু সম্পদ উহাদের দ্বারা অরণ্যপথে লুণ্ঠিত হইত। এই সকল কার্যে ভীল্লজাতিরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

তখন অরণ্যপ্রদেশ পরিষ্কার করিয়া কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ যে বৃদ্ধি করা হইত তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তখন দুর্ভিক্ষ অজ্ঞাত ছিল না এবং দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণ নানাদিকে খাদ্যান্বেষণে গমন করিত। দুর্ভিক্ষজনিত ব্যাপক কষ্ট লাঘবার্থে নৃপতিগণ তৎপর হইতেন।

কারুকার্যের যথেষ্ট প্রসার ছিল। নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং চিত্রাঙ্কণ বহুল প্রচলিত ছিল। রাজকুমারী বাসবদত্তার কলাবিদ্যার শিক্ষকরূপে ছদ্মবেশী রাজকুমার উদয়ন নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং কি প্রকারে ক্রমে ক্রমে শিষ্যার হৃদয় জয় করিয়া তাহাকে অপহরণ করিয়াছিলেন তাহার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা এই গ্রন্থের মূলকাহিনীতে আছে। গ্রন্থের শেষার্ধে 'বিক্রমশীল' লম্বকে নৃপতি বিক্রমাদিত্যের কাহিনী অবান্তর বলিয়া মনে হয়। পরবর্তীকালে হয়ত ইহার সংযোজন হইয়াছিল। যদি গুণাঢ্যের মূল গ্রন্থ কোনকালে আবিষ্কৃত হয় তাহা হইলেই অনেক অসংলগ্ন অংশের ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে।

বিবিধ ত্রুটি সত্ত্বেও 'কথাসরিৎসাগর'কে একটি মহৎ গ্রন্থরূপে সম্মান করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে Penzer যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়াই আমার মুখবন্ধ সমাপ্ত করি।

কথাসরিৎসাগর

প্রথম লম্বক/কথাপীঠ

এই কথামৃত প্রাচীনকালে শিব এবং পার্বতীর
প্রণয়রূপ মন্দার পর্বতের আলোড়নের ফলে
হরমুখসমুদ্র হইতে উদ্গত হইয়াছিল।
যাহারা এই অমৃত কাহিনী পান করে, মহাদেবের
প্রসাদে তাহাদের সমস্ত বিঘ্ননাশ হইয়া
ঐশ্বর্যলাভ হয় এবং ভূতলে তাহারা উচ্চ
অমর পদ লাভ করে।

প্রথম তরঙ্গ

অঙ্কস্থিত পার্বতীর দৃষ্টিপাশবদ্ধ শ্যামগ্রীব শিব তোমাদের মঙ্গল করুন।

> সন্ধ্যানৃত্যে মত্ত বিঘ্ননাশ শীৎকারে শুণ্ডদ্বারা তারকা সম্মার্জন করিতে করিতে যেন আরও অনেক তারকা সৃজনে রত। তিনি তোমাদের রক্ষা করুন।

অশেষ পদার্থ যাহার আলোকবর্তিকায় দীপ্ত হয়, সেই বাগ্‌দেবীকে প্রণাম করিয়া "বৃহৎকথা"র সারসংগ্রহকরতঃ এই আখ্যায়িকা রচনা করিতেছি।

আমার প্রথম গ্রন্থ 'কথাপীঠ'। ইহার পর 'কথামুখ'। তারপর 'লাবণ্যক'। ইহার পরের গ্রন্থ 'নরবাহনদত্ত জনন্'। তারপর আসিবে 'চতুর্দারিকা' ও 'মদন-মঞ্চুকা'। সপ্তম গ্রন্থ হইল 'রত্নপ্রভা'। অষ্টম গ্রন্থের নাম 'সূর্যপ্রভা'। ইহার পর 'অলংকারবতী' ও 'শক্তিযশা'। একাদশ গ্রন্থের নাম হইল 'বেলা'। ইহার পর আসিবে 'শশাংকবতী', 'মদিরাবতী' এবং 'পঞ্চ'। তদনুবর্তী হইল 'সুরতমঞ্জরী' ও 'পদ্মাবতী'। অষ্টাদশ গ্রন্থের নাম হইল 'বিষমশীলা'। (১-৯)

এই গ্রন্থ মূলানুযায়ী। মূল গ্রন্থকে কোথাও লঙ্ঘন করা হয় নাই। এমন ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে যাহাতে মূলগ্রন্থ সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রথিত হইতে পারে। অন্বয়ের ঔচিত্য এবং কাব্যাংশের যোজনা দ্বারা যাহাতে গল্পের রস বিঘ্নিত না হয় যথাশক্তি তাহার চেষ্টা করা হইয়াছে। নিজের পাণ্ডিত্য দেখাইবার প্রয়াস না করিয়া যাহাতে নানা গল্পসমষ্টির সমন্বয় করা যায় সেইরূপ প্রচেষ্টাই করিয়াছি। (১০-১৩)

কিন্নর, গন্ধর্ব এবং বিদ্যাধর অধ্যুষিত নগাধিরাজ হিমালয়ের এরূপ মহিমা ছিল যে ত্রিজগতের জননী পার্বতী তাঁহার কন্যাত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। হিমালয়ের উত্তর শিখরের নাম কৈলাস, ইহা ছিল বহু সহস্র যোজন উচ্চ, তাহার গর্ব ছিল এই যে: সমুদ্র মন্থনকালে মন্দরও এত ধবলতা প্রাপ্ত হয় নাই যাহা আমি বিনা চেষ্টাতেই লাভ করিয়াছি। গণ, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণদ্বারা সেবিত, অম্বিকার প্রিয়, চরাচরের গুরু মহেশ্বর এইখানেই বাস করেন। তাঁহার পিঙ্গলজটাজুটে আবদ্ধ শশিকলা সন্ধ্যা-রাগরক্ত পূর্বপর্বতের পীত আভা সানন্দে স্পর্শ করেন। যখন তিনি তাঁহার ত্রিশূল দ্বারা দৈত্যরাজ অন্ধকের হৃদয় ভেদ করিলেন তখন অসুররাজ ত্রিভুবনের হৃদয়ে যে বর্শা বিদ্ধ করিয়াছিল তাহা অপসৃত হইল। দেব ও দানবদিগের মস্তকস্থিত উজ্জ্বলমণি তাঁহার নখপ্রভায় আলোকিত হওয়াতে মনে হইল যেন তাহারা অর্ধচন্দ্রদ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছে। একদা ভার্যার প্রশংসায় মহেশ্বর তুষ্ট হইলেন। চন্দ্রমৌলী শশিশেখর হর্ষভরে পার্বতীকে একান্তে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "তোমার প্রিয় কার্য কি

করিতে পারি?" গিরিতনয়া কহিলেন, "প্রভো, আমার প্রতি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমাকে একটি সম্পূর্ণ নূতন কাহিনী শ্রবণ করান।" শিব তাঁহাকে বলিলেন, "বর্তমান, ভূত এবং ভবিষ্যতে এমন কোন কাহিনী এ জগতে থাকিতে পারে যাহা তোমার অজ্ঞাত?" স্বামীর সোহাগে গর্বিতা শিবপ্রিয়া বহু অনুরোধ করিতে থাকিলে তাঁহাকে চাটুবাক্যদ্বারা সন্তুষ্ট করিবার জন্য শিব নিজের দৈবশক্তি সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র কাহিনী বর্ণনা করিলেন: (১৪-২৬)

—"একদা ব্রহ্মা ও নারায়ণ আমার দর্শনমানসে হিমালয়ের পাদদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সম্মুখে দেখিলেন অগ্নিময় এক বৃহৎ জ্যোতির্লিঙ্গ। ইহা কোথায় শেষ হইয়াছে তাহা দেখিবার জন্য একজন ঊর্ধ্বদেশে ও আর একজন অধো-দেশে গমন করিলেন। যখন তাঁহারা ইহার অন্ত খুঁজিয়া পাইলেন না তখন তপস্যা-দ্বারা তাঁহারা আমার উপাসনায় রত হইলেন। আমি তখন আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের বর প্রার্থনা করিতে বলিলাম। তৎশ্রবণে ব্রহ্মা বলিলেন, 'আপনি আমার পুত্র হউন।' তাঁহার এই অতিরিক্ত প্রত্যাশার জন্য ব্রহ্মা পূজা পাইবার অযোগ্য হইয়াছেন। (২৭-৩০)

অতঃপর নারায়ণ আমার নিকট বর প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, 'আমি যেন সতত আপনার সেবা করিতে পারি।' তিনি তোমার আকৃতিতেই আবির্ভূত হইলেন। যিনি নারায়ণ তিনিই আমার সকল শক্তির আধারস্বরূপ। —তুমি পূর্বজন্মে আমারই ভার্যা ছিলে।"

শিবের এই কথায় পার্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি কি করিয়া পূর্বজন্মে তোমার পত্নী হইয়াছিলাম?' প্রত্যুত্তরে শিব কহিলেন, 'বহু পূর্বে প্রজাপতি দক্ষের অনেক কন্যা হইয়াছিল। দেবি, তুমিও তাহাদিগের মধ্যে ছিলে। দক্ষ তোমাকে আমায় সম্প্রদান করিয়াছিলেন এবং অন্য কন্যাদিগের সহিত ধর্ম ও অপরাপর দেবতার বিবাহ হইয়াছিল। কোনও যজ্ঞানুষ্ঠানে তিনি সমস্ত জামাতাকেই নিমন্ত্রণ করিয়া-ছিলেন, আমাকেই শুধু বাদ দিয়াছিলেন। তুমি তাঁহার নিকট জানিতে চাহিয়াছিলে কেন তোমার স্বামী নিমন্ত্রিত হন নাই! তাহাতে তিনি যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা তোমার কর্ণে বিষাক্ত সূচীর ন্যায় বিদ্ধ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, 'তোমার স্বামী নরমুণ্ডমালা ধারণ করে, তাহাকে কি করিয়া নিমন্ত্রণ করিব?' ইহাতে তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া 'আমার পিতা পাষণ্ড, তাঁহা হইতে প্রাপ্ত আমার এই দেহ রাখিয়া লাভ কি'—এই কথা বলিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলে। আমিও ক্রোধপরবশ হইয়া দক্ষের সেই যজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিলাম। (৩১-৩৮)

'অতঃপর সমুদ্র হইতে চন্দ্রকলা যেমন উদ্ভূত হয়, তুমিও তদ্রূপ হিমাদ্রির কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। এখন স্মরণ কর, আমি তপস্যা করিতে এই হিমালয়ে আসিলে তোমার পিতা তোমাকে অতিথিসেবা করিতে আদেশ করিলেন। আমার

নিকট হইতে তারকাসুরের প্রতিদ্বন্দ্বী এক পুত্র প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত দেবতারা কামদেবকে প্রেরণ করেন। সুযোগমত কামদেব আমাকে শরবিদ্ধ করিলে আমি তাঁহাকে ভস্মাবশেষে পরিণত করিয়াছিলাম। তাহার পর তোমার ঐকান্তিক তপস্যায় আমি ধীরে ধীরে তোমা কর্তৃক ক্রীত হইবার পুণ্যলাভ করিলাম। এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, তুমি পূর্বজন্মে আমার পত্নী ছিলে। তোমাকে আর কি বলিব?"

এই কথা বলিয়া শম্ভু নীরব হইলে কোপাবিষ্ট হইয়া দেবী বলিলেন, "তুমি অতিশয় ধূর্ত। আমি এত অনুরোধ করিতেছি তবুও তুমি আমাকে একটি সুন্দর কাহিনী বলিতেছ না। আমি কি জানিনা যে তুমি সন্ধ্যাকে উপাসনা কর এবং গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ কর?" এই কথা শুনিয়া শিব তাঁহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। এবং তিনি একটি আশ্চর্য কাহিনী বলিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে দেবীর কোপানলের উপশম হইল। তিনি নিজেই আদেশ করিলেন যে, তাঁহারা যেখানে আছেন সেখানে কেহ প্রবেশ করিতে পারিবেন না। নন্দী দ্বার রক্ষা করিতে লাগিল এবং হর কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। (৩৯-৪৬)

--"দেবতারা সতত সুখী ও মনুষ্যগণ নিরন্তর দুঃখী। আর যাহারা অর্ধদেবতা তাহাদের কাহিনী পরম প্রীতিপ্রদ। এখন আমি তোমাকে বিদ্যাধরদিগের কাহিনী বলিতেছি।" শিব যখন এই কথা বলিতেছিলেন তখন পুষ্পদন্ত নামক তাঁহার প্রিয় এক গণ সেখানে উপস্থিত হইলে নন্দী তাঁহাকে ভিতরে যাইতে নিষেধ করিল। ইহাতে পুষ্পদন্তের কৌতূহল হইল।--'এমন কি সেখানে হইতেছে যাহাতে আমারও ভিতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ?' সে ইহা ভাবিল এবং যোগবলে অদৃশ্য হইয়া তৎক্ষণাৎ অলক্ষ্যে কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। পিনাকধারী সপ্তবিদ্যাধরের যে অপূর্ব কাহিনী বলিলেন তাহা শ্রবণ করিয়া পুষ্পদন্ত তদীয় পত্নী জয়াকে তাহা বলিয়াছিল। স্ত্রীলোকের নিকট ধন কিংবা রহস্যকথা কে গোপন করিতে পারে? অতঃপর বিস্ময়াবিষ্টা প্রতিহারী জয়া পার্বতীর সম্মুখে এই কাহিনী বর্ণনা করে। বস্তুতঃ স্ত্রীলোকের কি কোন বাক্যসংযম আছে? তখন গিরিসুতা কোপাবিষ্টা হইয়া তাঁহার পতিকে বলিলেন, 'অশ্রুতপূর্ব কাহিনী ত তুমি আমাকে বল নাই। জয়াও ত এই কাহিনী জ্ঞাত আছে।' তখন ধ্যানযোগে সমূহ রহস্য অবগত হইয়া উমাপতি কহিলেন, 'আমরা যেখানে ছিলাম পুষ্পদন্ত যোগবলে অদৃশ্য হইয়া তথায় প্রবেশপূর্বক এই কাহিনী শ্রবণ করে এবং পরে জয়ার নিকট ব্যক্ত করে। জয়া ব্যতীত অন্য কেহ এই কাহিনী জানে না।

অতিশয় কুপিতা হইয়া দেবী পুষ্পদন্তকে আনয়ন করিলে সে কম্পমান হইয়া দেবীর নিকট দণ্ডায়মান রহিল। দেবী তাহাকে অভিশম্পাত দিয়া কহিলেন, 'রে দুর্বিনীত ভৃত্য! তুই মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিবি।' গণ মাল্যবান পুষ্পদন্তের সপক্ষে কথা

বলিতে আসিলে দেবী তাহাকেও ঐ প্রকারে অভিশপ্ত করেন। তখন ঐ দুই গণও জয়া দেবীর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া কবে তাহাদের অভিশাপ মোচন হইবে তাহা জানিতে চাহিলে শিবজায়া ধীরে ধীরে বলিলেন, কুবের কর্তৃক শাপগ্রস্ত সুপ্রতীক নামক যক্ষ পিশাচ-যোনি প্রাপ্ত হইয়া কাণভূতি নাম ধারণ করিয়া বিন্ধ্যপর্বতে বাস করিতেছে। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে পূর্বকথা স্মরণ করিয়া এই কথা তাহাকে বলিলে পুষ্পদন্ত তুমি শাপমুক্ত হইবে। যখন মাল্যবান এই কাহিনী কাণভূতির নিকট শুনিবে তখন কাণভূতি শাপমুক্ত হইবে এবং তুমি, মাল্যবান এই কাহিনী পৃথিবীতে প্রচার করিলে তোমারও শাপমুক্তি ঘটিবে।' এই কথা বলিয়া গিরিরাজসুতা নীরব হইলে গণেরা নিমেষমধ্যে অদৃশ্য হইল। এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে দয়াপরবশ হইয়া গৌরী শঙ্করকে প্রশ্ন করিলেন, "নাথ, যে দুইজন শ্রেষ্ঠ প্রমথকে অভিশাপ দিয়াছিলাম ধরাতলে তাহারা কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে?" চন্দ্রমৌলী শিব উত্তর করিলেন, 'প্রিয়ে, পুষ্পদন্ত কৌশাম্বী নামক মহানগরে বররুচি নাম লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অন্যজন, মাল্যবান, সুপ্রতিষ্ঠিত নামক নগরে গুণাঢ্য নাম লইয়া জন্মিয়াছে। দেবি, তাহাদের এই বৃত্তান্ত।' সদানুরক্ত অনুচরদিগের অবমাননার কথা মনে পড়াতে দুঃখিত চিত্তে এই কথা বলিয়া কল্পতরু বৃক্ষশাখাদ্বারা আচ্ছাদিত কৈলাস পর্বতের সানুদেশে লীলাকুঞ্জে আপন দয়িতার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। (৪৭-৬৬)

—ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের কথাপীঠ লম্বকের
প্রথম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা ৬৬

অতঃপর মনুষ্যদেহধারী পুষ্পদন্ত 'বররুচি' ও 'কাত্যায়ন' নামে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কৃতবিদ্য হইয়া এবং নন্দরাজার মন্ত্রীত্ব করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া সে একদা বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির দেখিতে আসিল। দেবী তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিন্ধ্যারণ্যে কাণভূতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহাকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন। সেই বারিহীন, ব্যাঘ্র ও বানর অধ্যুষিত নিবিড় বনে ভ্রমণ করিতে করিতে তাহার দৃষ্টিপথে একটি বিরাট ন্যগ্রোধ বৃক্ষ পতিত হইল। সেই বৃক্ষ সমীপে শত শত পিশাচবেষ্টিত শালপ্রাংশু পিশাচ কাণভূতির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। কাণভূতি তাহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলে কাত্যায়ন তথায় উপবেশন করিয়া তাহাকে বলিল, 'তুমি সদাচারী, তবে তোমার এই দশা হইল কেন?' ইহা শুনিয়া কাণভূতি স্নেহশীল কাত্যায়নকে বলিল, 'এ বিষয়ে আমি নিজে কিছু জানিনা, তবে উজ্জয়িনীর শ্মশানক্ষেত্রে শিবের নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহা বলিতেছি।' : (১-৮)

—"আপনার শ্মশানস্থিত নরমুণ্ডে এত প্রীতি কেন?' দেবীর এই প্রশ্নের উত্তরে শিব বলিয়াছিলেন, 'পুরাকালে কল্পান্তে সমস্ত জগৎ জলময় হইলে আমি আমার উরু ভেদ করিয়া এক বিন্দু রক্তপাত করিয়াছিলাম। সেই রক্তবিন্দু জলে পতিত হইয়া একটি ডিম্ব হইল এবং তাহা হইতে পরমাত্মার জন্ম হইল। তাহা হইতেই আমি প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়াছিলাম। এই দুইজন মিলিত হইয়া অন্যান্য প্রজাপতির জন্ম দিয়াছিলেন। প্রিয়ে, সেই পরমাত্মা পরে 'পিতামহ' বলিয়া পৃথিবীতে খ্যাত হন। এইরূপে চরাচর সৃষ্টি করিয়া তাঁহার গর্ব হইল। আমি তাঁহার মস্তক ছেদন করতঃ অনুতপ্ত হইয়া কঠিন ব্রত গ্রহণ করিলাম। এইরূপে আমি হস্তে নরমুণ্ড বহন করিতে লাগিলাম এবং যেখানে মৃতদেহ দাহ করা হয় সেই স্থানের প্রতি অনুরক্ত হইলাম। পরন্তু এই জগৎ নরমুণ্ডরূপে আমার হস্তে অবস্থিত এবং যে ডিম্বের কথা পূর্বে বলিয়াছিলাম তাহা দুই অর্ধমুণ্ডরূপে স্বর্গ ও মর্ত্য নামে অভিহিত হয়।' শম্ভুর এই কথা আমি সকৌতুকে শুনিতে থাকিলে পার্বতী তাঁহার পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সেই পুষ্পদন্ত আর কতকাল পরে আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে?' এই কথা শুনিয়া মহেশ্বর আমাকে দেখাইয়া দেবীকে বলিলেন, 'ঐ যে পিশাচকে ঐ স্থানে দেখিতেছ সে পূর্বে যক্ষ অবস্থায় ধনপতি কুবেরের অনুচর ছিল এবং স্থূলশিরা নামক রাক্ষসের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিল। অসৎ সংসর্গে পতিত হইয়াছে দেখিয়া ধনপতি কুবের উহাকে পিশাচ করিয়া বিন্ধ্যারণ্যে নির্বাসিত করিয়াছিল। কিন্তু উহার ভ্রাতা দীর্ঘজঙ্ঘা কুবেরের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া কবে উহার শাপমুক্তি হইবে জানিতে চাহিলে ধনপতি

কুবের বলিল, 'তোমার ভ্রাতা অভিশপ্ত হইয়া পৃথিবীতে জাত পুষ্পদন্তের নিকট হইতে 'বৃহৎকাহিনী' শ্রবণ করিবার পর, যে মাল্যবান শাপগ্রস্ত হইয়া মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে এই কাহিনী বলিলে ঐ দুই গণের সহিত সে-ও শাপমুক্ত হইবে।' কুবের মাল্যবানের মনুষ্য জন্ম হইতে মুক্ত হইবার জন্য উক্ত শর্ত আরোপ করিয়াছিল। প্রিয়ে, তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, পুষ্পদন্তের প্রতিও তুমি ঐ শর্ত আরোপ করিয়াছিলে।'

—"পুষ্পদন্তের আগমনে আমার শাপমুক্তি হইবে' শিবের এই কথা শুনিয়া অতিশয় হর্ষান্বিত হইয়া আমি এইস্থানে আসিয়াছি।" (৯-২৩)

কাণভূতি এই কথা বলিয়া নীরব হইলে বররুচির স্মৃতিপথে পূর্বকথা উদিত হইল এবং 'আমিই সেই পুষ্পদন্ত, আমার কথা শ্রবণ কর'—সুপ্তোত্থিতের ন্যায় বররুচি এই কথা বলিয়া উঠিল। অতঃপর কাত্যায়ন সপ্তলক্ষ শ্লোকে বিরাট সপ্ত কাহিনী বর্ণনা করিলে কাণভূতি তাহাকে বলিল, "দেব, আপনি রুদ্রের অবতার, আপনি ব্যতীত কে আর এই কাহিনী জ্ঞাত আছে? আপনার কৃপায় আমার দেহ প্রায় শাপমুক্ত হইয়াছে। এখন জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া নিজের বৃত্তান্ত বলুন—অবশ্য যদি আমাকে আপনার কাহিনী শুনিবার উপযুক্ত মনে করেন। আমার দেহও পবিত্র হউক।" কাণভূতি তাঁহার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া রহিল এবং তাহাকে প্রীতি-প্রদান করিবার নিমিত্ত বররুচি জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া নিজের কাহিনী নিম্নোক্ত-রূপে বিশদভাবে বর্ণনা করিতে লাগিল। (২৪-২৯)

বররুচি—তাহার শিক্ষক বর্ষ এবং তাহার সহাধ্যায়ী ব্যাড়ি ও ইন্দ্রদত্তের কাহিনী

কৌশাম্বী নগরে সোমদত্ত নামক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কেহ কেহ তাঁহাকে অগ্নিশিখও বলিত। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল বসুদত্তা—ইনি অভিশপ্তা হইয়া পৃথিবীতে মুনি-কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমিও শাপগ্রস্ত হইয়া তাঁহার গর্ভে এই দ্বিজ-বরের গৃহে জন্মগ্রহণ করি। আমার অতি শিশুকালে পিতা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। আমার মাতা অতিকষ্টে আমাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। একদিন বহু পথ অতিক্রম করিয়া ধূলায় ধূসরিত হইয়া দুইজন বিপ্র আমাদের গৃহে একটি রাত্রিযাপনের নিমিত্ত আগত হইলেন। তাঁহাদের অবস্থানকালে মুরজধ্বনি হইতে লাগিল। তখন আমার মাতা স্বামীর কথা মনে হওয়াতে রোদন করিতে করিতে গদ্‌গদস্বরে বলিলেন, 'বৎস তোমার পিতার বন্ধুরা নটনন্দনৃত্য করিতেছেন।' প্রত্যুত্তরে আমি বলিলাম, 'মাতঃ আমি দেখিতে যাইব এবং ফিরিয়া আসিয়া নটের উক্তিসহ সমূহ তোমাকে দেখাইব।' আমার এই কথা শুনিয়া ঐ বিপ্রদ্বয় আশ্চর্যান্বিত হইলে আমার মাতা তাহাদিগকে বলিলেন, 'বৎসগণ! আমার পুত্র যাহা বলিতেছে তাহা যে সর্বৈব সত্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ

নাই। সে একবার যাহা শোনে তাহা সম্পূর্ণ মনে করিয়া রাখে।' তখন বিপ্রদ্বয় আমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত একটি প্রাতিশাখ্য উচ্চারণ করিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পূর্ণই তাঁহাদের নিকট পুনরাবৃত্তি করিলাম। অতঃপর আমি ঐ দুই ব্রাহ্মণের সহিত অভিনয় দেখিতে গমন করিলাম এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমার মাতার সম্মুখে তাহার পুনরাভিনয় করিলাম। আমি একবার মাত্র শ্রবণ করিবার পর পুনরাবৃত্তি করিতে সমর্থ দেখিয়া তাহাদের মধ্যে ব্যাড়ি নামক ব্রাহ্মণ আমার মাতাকে সবিনয়ে নিম্নোক্ত কাহিনী বলিল— (৩০-৪০)

ব্রাহ্মণভ্রাতৃদ্বয়ের কাহিনী

মাতঃ, বেতস নগরে দেবস্বামী ও করম্ভক নামক দুই ভ্রাতা বাস করিত। তাহাদের উভয়ের মধ্যে সাতিশয় সম্প্রীতি ছিল। এই যে ইন্দ্রদত্তকে দেখিতেছেন তিনি তাহাদের এক ভ্রাতার সন্তান, এবং আমি অপর ভ্রাতার সন্তান। আমার নাম ব্যাড়ি। অতঃপর আমার পিতার মৃত্যু হইলে তাঁহার শোকে ইন্দ্রদত্তের পিতাও মহাপ্রস্থান করিলেন। আমাদের দুই মাতা শোকে ম্রিয়মান হইয়া রহিলেন। আমরা দুইজন অনাথ হইলাম। যদিও আমাদের প্রচুর ধন ছিল, তবু বিদ্যা অর্জনের ইচ্ছা হওয়ায় আমরা কুমার কার্তিকেয়ের আরাধনা করিতে লাগিলাম। আমরা যখন এইরূপে তপস্যায় রত ছিলাম তখন দেব কার্তিকেয় স্বপ্নে আমাদের আদেশ করিলেন, 'নন্দ রাজার পাটলিক নামে রাজধানী আছে। তথায় বর্ষ নামক এক বিপ্র বাস করেন। তোমরা তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত বিদ্যা লাভ করিতে পারিবে। তথায় গমন কর। সেই নগরে গমন করিয়া আমরা তাঁহার অনুসন্ধান করিলে লোকেরা বলিল, 'এখানে বর্ষ নামে একজন মূর্খ ব্রাহ্মণ বাস করে বটে।' দোদুল্যমানচিত্তে চলিতে চলিতে আমরা বর্ষের জীর্ণ কুটির দেখিতে পাইলাম। মূষিকেরা সেখানে বল্মীক নির্মাণ করিয়াছে, প্রাচীর ফাটিয়া গিয়াছে, চাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, চতুর্দিক অপরিচ্ছন্ন—এক দৈন্যের প্রতিমূর্তি। (৪১-৫১)

গৃহাভ্যন্তরে বর্ষকে ধ্যানস্থ দেখিয়া আমরা তাঁহার পত্নীর নিকট গমন করিলে তিনি যথাযোগ্য অতিথি সৎকার করিলেন। তাঁহার শরীর শীর্ণ এবং পরিধানে শত-ছিন্ন মলিন বস্ত্র—যেন মূর্তিমান দারিদ্র্য, বিপ্রের গুণে আকৃষ্ট হইয়াই তথায় অবস্থান করিতেছেন। আমরা বিনীত হইয়া তাঁহাকে আমাদের কথা বলিলাম এবং নগরে শ্রুত তাঁহার স্বামীর মূর্খ অপবাদের কথাও উল্লেখ করিলাম। তাহা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, 'বৎসগণ, সত্য কথা বলিতে আমি বিন্দুমাত্র লজ্জিত নই। আমি সমস্ত কাহিনী বলিতেছি তোমরা শ্রবণ কর।' তখন সেই সাধ্বী আমাদের নিকট নিম্নোক্ত আখ্যায়িকা বর্ণনা করিলেন। (৫২-৫৩)

বর্ষ ও উপবর্ষের কাহিনী

এই নগরে শঙ্করস্বামী নামে এক অতি উত্তম ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র—আমার স্বামী বর্ষ এবং উপবর্ষ। আমার পতি ছিলেন মূর্খ ও দরিদ্র, অনুজ উপবর্ষ ছিলেন ঠিক তাহার বিপরীত। উপবর্ষ তাহার নিজের পত্নীকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৃহ রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়াছিলেন। বর্ষা ঋতুর আগমনে স্ত্রীলোকেরা গুড় সহযোগে পিষ্টক প্রস্তুত করে। এইরূপ একটি কুরূপ পিষ্টক কোন মূর্খ ব্রাহ্মণকে দান করিলে শীত ও গ্রীষ্মকালে তাহাদের স্নানের ক্লেশ অপনোদিত হয়। এই প্রথা কুরুচিপূর্ণ বলিয়া কোন ব্রাহ্মণ পিষ্টক গ্রহণ করেন না। আমার দেবরপত্নী দক্ষিণাসহ ঐরূপ এক পিষ্টক আমার স্বামীকে দিয়াছিল। তিনি উহা গ্রহণ করিয়া গৃহে আনয়ন করিলে আমি তাঁহাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করি। অতঃপর আপন মূঢ়তায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া দেব কার্তিকেয়ের পাদপদ্ম আরাধনা নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। তাঁহার তপস্যায় দেব কার্তিকেয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সর্ববিদ্যা প্রদানপূর্বক আদেশ করিলেন, 'একবার মাত্র শ্রবণ করিয়া মনে রাখিতে পারে এরূপ ব্রাহ্মণ দেখিলে তাহার নিকট এই বিদ্যাসকল প্রকাশ করিতে পার। ইহা শুনিয়া আমার স্বামী হর্ষান্বিত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং আমার নিকট সমস্ত বর্ণনা করিলেন। সেই সময় হইতে তিনি নিরন্তর জপতপে নিয়োজিত রহিয়াছেন। সুতরাং একবার মাত্র শ্রবণ করিয়া মনে রাখিতে পারে এইরূপ শ্রুতিধর কাহাকেও যদি এখানে আনিতে পার তবে নিঃসংশয়ে তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। (৫৪-৬৩)

ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়ের কাহিনী

"বর্ষের পত্নীর নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার দারিদ্র্য নিবারণার্থ তাঁহাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়া আমরা সেই নগর হইতে বহির্গত হইলাম। পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া কোনও শ্রুতিধরের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি নাই। সম্প্রতি অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া আপনার আলয়ে আসিয়া আপনার এই শ্রুতিধর পুত্রের সাক্ষাৎ লাভ করিলাম। সুতরাং ইহাকে প্রদান করুন। আমরা সবিশেষ বিদ্যা লাভ করিতে যাই।" (৬৪-৬৬)

বররুচির কাহিনী

ব্যাড়ির এই কথা শুনিয়া আমার মাতা বলিলেন, "তোমার কথা অত্যন্ত সংগত। আমি ইহা পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করি। বহুপূর্বে যখন আমার এই একমাত্র পুত্রের জন্ম হয় তখন নিম্নোক্ত আকাশবাণী শ্রবণ করিয়াছিলাম—'এখন যে পুত্র সন্তানের জন্ম হইল সে শ্রুতিধর হইবে এবং বর্ষের নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিবে। এই পুত্র

পৃথিবীতে ব্যাকরণশাস্ত্র প্রচার করিবে এবং ইহার নাম বররুচি হইবে, কারণ যাহা 'বর' অর্থাৎ ভাল তাহাতেই ইহার রুচি হইবে।' এই কথা বলিয়া আকাশবাণী নীরব হইল। সুতরাং এই বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আমি দিবারাত্র কেবল চিন্তা করিয়াছি—সেই শিক্ষক বর্ষ কোথায় আছেন? অদ্য তোমার মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। তোমাদের সঙ্গে ইহাকে লও। ইহাতে তোমাদের কি ক্ষতি হইতে পারে? এই বালক তোমাদের ভ্রাতার মত।" আমার মাতার কথা শুনিয়া ঐ দুই ভ্রাতা সেই রাত্রিকে মুহূর্তমাত্র মনে করিল। ব্যাড়ি একটি উৎসবের আয়োজন করিবার নিমিত্ত তাহার ধন আমার মাতাকে প্রদান করিল এবং আমি যাহাতে বেদ অধ্যয়ন করিবার উপযুক্ত হইতে পারি সেজন্য আমার উপনয়ন করাইল। তারপর তাহারা আমাকে গ্রহণ করিল। মাতার নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় আমার যে মনোবেদনা হইয়াছিল তাহা আমি অতিকষ্টে সংযত করিলাম এবং কার্তিকেয়ের কৃপায় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে মনে করিয়া আমার মাতাও তাঁহার রোদনাবেগ সংবরণ করিলেন। সেই পুরী হইতে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হইয়া যথাসময়ে আমরা শিক্ষক বর্ষের গৃহে আগমন করিলাম। তিনি মনে করিলেন কার্তিকেয়ের প্রসাদ মূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছে। পরের দিন তিনি তাঁহার সম্মুখে আমাদের আনয়ন করিয়া একটি পূতস্থানে উপবেশন করিয়া স্বর্গীয় নাদে 'ওম্' এই অক্ষর উচ্চারণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ ষড়ঙ্গবেদ তাঁহার মানসে উদিত হইল এবং তিনি আমাদের উহা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। একবার মাত্র শ্রবণ করিয়াই আমি সমস্ত মনে রাখিতে পারিলাম। ব্যাড়ির দুইবার এবং ইন্দ্রদত্তের তিনবার শ্রবণ করিতে হইল। তখন চতুর্দিক হইতে সেই স্বর্গীয় শব্দ শ্রবণান্তে সেই নগরের ব্রাহ্মণদের হৃদয় পূর্ণ হইলে 'এই অভূতপূর্ব ব্যাপারটি কি হইতে পারে'—ভক্তিপূর্ণভাবে এই কথা বলিতে বলিতে তাহারা বর্ষকে নতমস্তকে অভিবাদন করিল। তখন সেই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া কেবলমাত্র উপবর্ষ নহে, পাটলিপুত্রের সমস্ত নাগরিকই মহোৎসব করিতে লাগিল। উপরন্তু, মহারাজ নন্দ শিবতনয়ের বরের মাহাত্ম্য দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং সত্বর সসম্ভ্রমে বর্ষের গৃহ ধনরত্নদ্বারা পূর্ণ করিয়া দিলেন। (৬৭-৮৩)

—ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের কথাপীঠ লম্বকের
দ্বিতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা ৮৩
ক্রমিক শ্লোকের সংখ্যা ১৪৯

তৃতীয় তরঙ্গ

গভীর মনোযোগের সহিত কাণভূতি যখন এইকথা শুনিতেছিলেন তখন বররুচি অরণ্যের ঘটনার কথা বলিতে লাগিলেন।

বররুচির কাহিনী

কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হইলে একদিন উপাধ্যায় বর্ষের বেদাধ্যয়ন এবং আহ্নিকাদিকার্য সমাপ্ত হইলে আমরা তাঁহাকে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া শুধাইলাম কি করিয়া এই নগর সরস্বতীর ও লক্ষ্মীর আবাসস্থল হইয়াছে, গুরুদেব, আমাদিগকে সেই কথা বলুন। এই কথা শ্রবণ করিয়া শিব বলিলেন তোমরা শ্রবণ কর, আমি সেই কাহিনী বর্ণনা করিতেছি :

পাটলীপুত্র নগরের উৎপত্তি কাহিনী

দেবতাদিগের হস্তী কাঞ্চনপাট উশিনর গিরিভেদ করিয়া গঙ্গাকে পর্বতের ভিতর হইতে যেখানে আনয়ন করিয়াছিলেন সেখানে কনখল নামক পবিত্রতীর্থ অবস্থিত। দাক্ষিণাত্য হইতে আগত এক ব্রাহ্মণ সেখানে তপস্যার্থ সস্ত্রীক বাস করিতেন। তাঁহার তিনটি পুত্র হইয়াছিল। কালক্রমে সেই বিপ্র এবং তাঁহার ভার্যা স্বর্গারোহণ করিলে সেই পুত্রগণ বিদ্যাশিক্ষার্থ রাজগৃহ নামক স্থানে গমন করিলেন। সেখানে বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া নিজেদের দৈন্যদশায় বিচলিত হইয়া তাঁহারা দেব কার্তিকেয়ের মন্দির দর্শন করিবার নিমিত্ত দক্ষিণাপথে গমন করিলেন। সেখানে তাঁহারা সমুদ্রতটে অবস্থিত চিঞ্চিনী নামক নগরে ভোজিক নামক এক বিপ্রের আলয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভোজিক নিজের সমস্ত ধনের সহিত আপন কন্যাত্রয়কেও তাহাদিগকে সম্প্রদান করিলেন। তাঁহার আর কোনও সন্তানাদি না থাকায় তিনি তপস্যা করিবার নিমিত্ত গঙ্গাতীরে গমন করিলেন।(১-১০) যখন তাঁহারা শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অনাবৃষ্টি হওয়ায় দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। সেই তিন ব্রাহ্মণ সতীসাধ্বী ভার্যাদের পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। নৃশংস ব্যক্তিরা আপনাপন আত্মীয়-পরিজনের কথা মনেই রাখে না। তখন দেখা গেল মধ্যমা ভগিনী গর্ভবতী হইয়াছে। সেই মহিলারা নিজেদের স্বামীর কথা ভাবিতে ভাবিতে পিতৃবন্ধু যজ্ঞদত্তের আলয়ে অতিক্লেশে কালাতিপাত করিতে লাগিল। অত্যন্ত বিপদে পতিত হইলেও সদ্বংশীয় মহিলাগণ সাধ্বী স্ত্রীর কর্তব্য বিস্মৃত হন না। কালক্রমে সেই মধ্যমা ভগিনী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিল এবং তাহারা তিন জন, ঐ পুত্রটিকে কে কত ভালবাসিতে

পারে তাহার প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিল। একদা যখন শিব আকাশপথে বিচরণ করিতেছিলেন তখন কন্যাত্রয়ের অপত্যস্নেহে মুগ্ধ তাঁহার বক্ষলগ্ন স্কন্দজননী দয়া পরবশ হইয়া স্বামীকে বলিলেন, "প্রভো, অবলোকন করুন, ঐ তিন মহিলা, পুত্রটি কোন না কোন দিন তাহাদের ভরণপোষণ করিতে সমর্থ হইবে, ইহা ভাবিয়া উহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীলা হইয়াছে। এই বাল্যাবস্থাতেও যাহাতে ঐ বালক মহিলাদের পালন করিতে পারে আপনি সেইমত ব্যবস্থা করুন।" প্রিয়া কর্তৃক এই প্রকারে অনুরুদ্ধ হইলে বরদাতা শিব উত্তর করিলেন, "আমি উহার ভার লইলাম। কারণ পূর্বজন্মে এই বালক ও তাহার পত্নী আমাকে আরাধনা করিয়াছিল। সেইজন্য পূর্বজন্মের তপস্যার ফললাভ করিবার নিমিত্ত এই বালক পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং উহার পূর্বজন্মের পত্নী এই জন্মে রাজা মহেন্দ্রবর্মার কন্যারূপে পাটলী নাম গ্রহণ করিয়াছে। এই জন্মেও পাটলী ঐ বালকের পত্নী হইবে।" এই কথা বলিয়া মহাদেব ঐ তিন জন সাধ্বী মহিলাকে স্বপ্নে বলিলেন, "তোমাদের এই শিশুবালক পুত্রক নামে অভিহিত হইবে এবং প্রত্যহ যখন নিদ্রাভঙ্গ হইবে তখন উহার উপাধানের নীচে এক-লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যাইবে। অতঃপর এই বালক রাজা হইবে।" যখন উহার নিদ্রাভঙ্গ হইত যজ্ঞদত্তের সাধ্বী কন্যাত্রয় সুবর্ণমুদ্রা পাইয়া নিজেদের ব্রত ও তপস্যা ফলপ্রসূ হইতেছে দেখিয়া সাতিশয় আনন্দলাভ করিত। অল্পকালের মধ্যেই পুত্রক অনেক সবর্ণ সংগ্রহ করিয়া রাজা হইল। একদা যজ্ঞদত্ত গোপনে পুত্রককে বলিল, "হে রাজন্, তোমার পিতা ও পিতৃব্যগণ দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত হইয়া এই বিশাল ভুবনে কোথাও প্রস্থান করিয়াছেন। তুমি বিপ্রদিগকে সতত ধনদান করিতে থাক, ইহা শুনিতে পাইলে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিবেন। এখন আমি ব্রহ্মদত্তের কাহিনী বলিতেছি শ্রবণ কর। (১--২৬)

নৃপতি ব্রহ্মদত্তের কাহিনী

পূর্বে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে নৃপতি বাস করিতেন। একদা রাত্রে তিনি এক হংসযুগল আকাশে উড়িয়া যাইতেছে দেখিতে পাইলেন। তাহারা স্বর্ণদ্যুতিময় হইয়া জ্বল জ্বল করিতেছিল। শত শত শ্বেত রাজহংস দ্বারা পরিবৃত হওয়ায় মনে হইতেছিল তাহারা যেন শ্বেতমেঘে আবৃত বিদ্যুৎপুঞ্জ। পুনরায় দর্শনলাভ করিবার জন্য নৃপতির উৎকণ্ঠা এতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে তাহার রাজৈশ্বর্যে আর স্পৃহা রহিল না। মন্ত্রীদের সহিত যুক্তি করিয়া তিনি নিজের মনোমত একটি অপরূপ সরোবর নির্মাণ করিলেন, এবং সমস্ত প্রাণীদিগকে বিপদ হইতে অভয় প্রদান করিলেন। কিয়ৎকালের মধ্যেই রাজা দেখিলেন যে রাজহংসযুগল ঐ জলাশয়ের বাসিন্দা হইয়াছে। তাহারা পোষ মানিলে তিনি তাহাদিগকে শুধাইলেন, "কেমন করিয়া তোমরা সুবর্ণদেহ লাভ

করিয়াছ?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহারা রাজাকে বলিল, "হে রাজন্, পূর্বজন্মে আমরা কাক ছিলাম। যখন একটি শূন্য শিবালয়ে আমরা বলির অংশের জন্য পরস্পর কলহ করিতেছিলাম তখন ঐ মন্দিরের একটি পবিত্র পাত্রে পতিত হইয়া আমাদের মৃত্যু হওয়াতে আমরা জাতিস্মর স্বর্ণরাজহংসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।" এই কথা শ্রবণান্তে নৃপতি তাহাদের নিরীক্ষণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। অতঃপর যজ্ঞদত্ত পুত্রককে বলিলেন, "তুমি অচিরেই মহাদানের ফলস্বরূপ পিতা ও পিতৃব্যকে পুনরায় লাভ করিবে।"

পাটলীপুত্র নগরীর স্থাপনা

যজ্ঞদত্ত কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া পুত্রক ঐরূপ কার্য করিল। ধনদানের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐ ব্রাহ্মণগণ আগমন করিলেন। তাঁহাদের পরিচিতি বার্তা ছড়াইয়া পড়িলে তাঁহারা অনেক ধনরত্ন লাভ করিলেন এবং ভার্যাদের সহিত মিলিত হইলেন। আশ্চর্যের কথা দুরাত্মারা বিবেচনাবিহীন হওয়াতে তাহাদের দুষ্ট স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে না। কিয়ৎকাল পরে তাহাদের রাজশক্তিলাভ করিবার ইচ্ছা হওয়াতে তাহারা পুত্রককে হত্যা করিবার নিমিত্ত দুর্গাদেবীর মন্দিরে তীর্থযাত্রা করিবার ছল করিল। মন্দিরের গর্ভগৃহে গুপ্তঘাতক স্থাপন করিয়া পুত্রককে বলিল "প্রথমে মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়া দেবীকে একান্তে দর্শন কর।" সাহসের সহিত সে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে যখন গুপ্তঘাতকেরা তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল তখন সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল," "কেন তোমরা আমাকে হত্যা করিতে চাহিতেছ," তাহারা উত্তর করিল, "তোমার পিতা এবং পিতৃব্যেরা তোমাকে হত্যা করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে অনেক স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছে।" দেবীর প্রসাদে উহাদের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল এবং বুদ্ধিমান পুত্রক তাহাদিগকে বলিল, "আমার নিজের এই সমস্ত রত্নালংকার তোমাদিগকে প্রদান করিব, আমাকে তোমরা বধ করিও না। তোমাদের কথা আমি কাহাকেও বলিব না এবং আমি অনেক দূর দেশে চলিয়া যাইব।" ঘাতকেরা বলিল "তাহাই হউক"। এই কথা বলিয়া তাহারা অলংকারাদি লইয়া প্রস্থান করিল এবং পুত্রকের পিতা ও পিতৃব্যদের বলিল যে, পুত্রককে হত্যা করা হইয়াছে। অতঃপর ঐ ব্রাহ্মণেরা প্রত্যাবর্তন করিয়া সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিলে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মন্ত্রীরা তাহাদের হত্যা করিল। কৃতঘ্নদের কি করিয়া শ্রীবৃদ্ধি হইবে? (২৭—৪৪)

অনন্তর নিজের আত্মীয়স্বজনের উপর বিরক্ত হইয়া সেই সত্যসন্ধ রাজা পুত্রক বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে ভ্রমণ করিতে করিতে পরস্পর বাহুযুদ্ধে তৎপর দুই ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?" উত্তরে তাহারা বলিল, "আমরা ময়াসুরের দুই পুত্র। এই পাত্র, যষ্ঠি এবং পাদুকাগুলি তাহার

সম্পত্তি এবং এইগুলি পাইবার জন্য আমরা পরস্পরে দ্বন্দ্ব করিতেছি। যে জয়লাভ করিবে সে এইগুলি পাইবে।" ইহা শুনিয়া পুত্রক সহাস্যে বলিল, "এই বস্তুগুলি একজন ব্যক্তির কাছে খুবই মূল্যবান সম্পত্তি বটে!" তাহারা বলিল, "এই পাদুকা পরিধান করিলে যে কোন ব্যক্তি আকাশে উড়িয়া যাইতে পারে, এই যষ্ঠিদ্বারা যাহা কিছু লিখিত হইবে তাহা সত্যসত্য সংঘটিত হইবে এবং যাহা কিছু ভোজন করিতে ইচ্ছা হয় তৎক্ষণাৎ এই পাত্রে তাহা সমুপস্থিত হইবে।" ইহা শুনিয়া পুত্রক কহিল, "দ্বন্দ্ব করিয়া কি হইবে? এই শর্ত কর, যে দৌড়ে জয়লাভ করিবে এই সম্পত্তিগুলি তাহারই হইবে।" ইহা শ্রবণ করিয়া সেই মূর্খদ্বয় "আমরা সম্মত আছি" এই কথা বলিয়া দৌড়াইতে লাগিল। সেই সুযোগে রাজা পাদুকা পরিধান করিয়া ঐ যষ্ঠি এবং পাত্রটি সঙ্গে লইয়া গগনপথে উড্ডীয়মান হইল। অল্প সময়ে অনেক পথ অতিক্রম করিয়া নিম্নদেশে আকর্ষক নামক মনোহর নগরী দেখিতে পাইয়া সে অন্তরীক্ষ হইতে তথায় অবতরণ করিল এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "বেশ্যা ও প্রবঞ্চক ব্রাহ্মণেরা আমার পিতা ও পিতৃব্যদের মত এবং বণিকেরা ধনলোভী, কাহার গৃহে আমি আশ্রয় লইব?" এই কথা চিন্তা করিতে করিতে সে একটি জীর্ণগৃহে উপস্থিত হইল। সেখানে একটিমাত্র বৃদ্ধার সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইল। তাহাকে উপহারদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সেই বৃদ্ধাকর্তৃক সাদরে সেবিত হইয়া ঐ জীর্ণকুটিরেই সকলের অলক্ষ্যে সে বাস করিতে লাগিল। (৪৫—৫৬)

একদা ঐ বৃদ্ধা পুত্রকের প্রতি স্নেহশীল হইয়া তাহাকে বলিল, "বৎস, তোমার উপযুক্ত কোন ভার্যা নাই দেখিয়া আমার দুঃখ হইতেছে। এই নগরের নৃপতির পাটলী নামে একটি কন্যা আছে। অন্তঃপুরের উপরের তালায় মহামূল্যবান রত্নের ন্যায় সে রক্ষিত হইতেছে।" যখন পুত্রক উৎকর্ণ হইয়া এই কথা শুনিতেছিল তখন স্মরদেব একটি অরক্ষিত পথ দিয়া তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। "অদ্যই আমি তাহাকে দর্শন করিব"—এইরূপ কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া নিশীথে যাদুপাদুকার সাহায্যে সে আকাশপথে সেই কন্যার আলয়ে উপস্থিত হইল। পর্বত শিখরের ন্যায় একটি সুউচ্চ বাতায়নের ভিতর দিয়া সে সাতিশয় গুপ্তস্থানে চন্দ্রকিরণে সর্বাঙ্গ সতত স্নাত সেই পাটলীকে দেখিতে পাইল। মনে হইল যেন পৃথিবী জয় করিয়া শ্রান্ত কামদেব রক্ত-মাংসের দেহ ধারণ করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। "কি করিয়া ইহাকে পাইব"- -ইহা সে যখন চিন্তা করিতেছিল সেই মুহূর্তেই বহির্দেশে অবস্থিত একটি দৌবারিক গাহিয়া উঠিল, "আলিঙ্গনান্তর অলসোন্মীলিত আঁখিদ্বারা মধুরভাবে ভর্ৎসিত হইয়া নারীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া মনুষ্যজন্মের সুফল লাভ করে।" এইরূপ শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া আবেগে সাতিশয় কম্পিত কলেবরে সেই সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিলে সে জাগিয়া উঠিল। তখন নৃপতিকে দেখিয়া তাহার নয়নে যুগপৎ লজ্জা ও প্রণয়ের দ্বন্দ্ব হইতে লাগিল এবং সে

বারংবার রাজাকে নিরীক্ষণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই চোখ ফিরাইয়া লইল। পরস্পর কথোপকথন করিয়া গান্ধর্ববিবাহে তাহারা আবদ্ধ হইল এবং এই প্রণয়ীযুগল অনুভব করিল রাত্রি যতই শেষ হইয়া আসিতেছে তাহাদের প্রেম ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। পুত্রকের হৃদয় নিরন্তর ঐ সুন্দরীতে নিবদ্ধ ছিল এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত রাত্রির শেষযামে তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুত্রক সেই বৃদ্ধার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। এইরূপে প্রতি রজনীতে যাতায়াত করিতে থাকিলে রক্ষীরা এই সম্ভোগলীলার কথা অবগত হইল এবং রাজপুত্রীর পিতার নিকট ইহা নিবেদন করিলে তিনি অন্তঃপুরে একটি রমণীকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন, রাত্রিকালে কি ঘটনা ঘটে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য। রাজাকে নিদ্রিত দেখিয়া সেই রমণী যাহাতে উহাকে চিনিয়া বাহির করা যায় সেইজন্য তাহার বস্ত্র অলক্তকরাগে রঞ্জিত করিল। প্রভাতে নিজের কৃতকর্মের কথা রাজাকে বলিলে তিনি চতুর্দিকে গুপ্তচর পাঠাইলেন। পুত্রক সেই জীর্ণ-গৃহে সেই চিহ্নদ্বারা আবিষ্কৃত হইলে তাঁহাকে নৃপতির সমক্ষে উপস্থিত করা হইল। ভূপতিকে অত্যন্ত কুপিত দেখিয়া সে পাদুকাদ্বয় পরিধান করিয়া আকাশপথে পাটলীর কক্ষে প্রবেশ করতঃ তাহাকে বলিল, "আমাদের ধরিয়া ফেলিয়াছে সুতরাং জাগ্রত হও, এই পাদুকাদ্বয়ের সাহায্যে আমরা পলায়ন করি।" এই কথা বলিয়া পুত্রক পাটলীকে স্বীয় অঙ্কে ধারণ করিয়া নভোমার্গে চলিতে লাগিল। অতঃপর গঙ্গাতীরে অবতরণ করিয়া যাদুপাত্র হইতে প্রাপ্ত আহার্যদ্বারা শ্রান্ত প্রিয়ার ক্লান্তি অপনোদন করিল। পুত্রকের অলোকসম্ভব শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইলে পাটলীকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পুত্রক যষ্ঠিদ্বারা চতুরঙ্গ বলে রক্ষিত একটি নগরীর আলেখ্য চিত্রিত করিল। সেই নগরীর উদ্ভব হইলে নিজেকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্বশুরকে পরাভূত পূর্বক সে সাগরবেষ্টিতা ধরণীর অধীশ্বর হইল। ইহাই সেই মায়াদ্বারা রচিত বহুজন অধ্যুষিত দিব্যনগরী এবং এই নিমিত্তই ইহার নাম পাটলীপুত্র হইয়াছে, সেখানে লক্ষ্মী ও সরস্বতী একত্রে বাস করেন।

বররুচির কথা

হে কাণভূতে, বর্ষের মুখ হইতে নির্গত এই অত্যাশ্চর্য এবং অভূতপূর্ব কাহিনী আমাদের মনকে বহুকাল বিস্ময়ে এবং সানন্দে আপ্লুত রাখিয়াছিল। (৫৭—৬৯)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের কথাপীঠ লম্বকের
তৃতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা ৭৯
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা ২২৮

চতুর্থ তরঙ্গ

কানভূতির নিকট বিন্ধ্যারণ্যের এই ঘটনা বিবৃত করিয়া বররুচি পুনরায় মূল কাহিনী বলিতে লাগিলেন—এই রূপে ব্যাড়ি ও ইন্দ্রদত্তের সহিত বাস করিতে করিতে সমুদয় বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া আমি শৈশবকাল হইতে অতিক্রান্ত হইলাম। একদা ইন্দ্রোৎসব দেখিবার নিমিত্ত বাহিরে আসিলে আমরা কামদেবের অস্ত্রস্বরূপ, অথচ শায়ক নহে, এক অঙ্গনার দর্শনলাভ করিলাম। "এই কন্যাটি কে হইতে পারে?" আমার এই কথার উত্তরে ইন্দ্রদত্ত বলিল, "ইনি উপবর্ষের দুহিতা উপকোশা।" সখীদিগের নিকট হইতে আমার পরিচয় জ্ঞাত হইয়া স্বপ্রেম দৃষ্টি দ্বারা আমার হৃদয় আকৃষ্ট করিয়া তিনি অতি ক্লেশে স্বভবনে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার আনন ছিল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, চক্ষু যেন নীলপদ্ম, বাহু মৃণালের ন্যায় সুললিত, সুচারু পীনোন্নত পয়োধর, কম্বুকণ্ঠা, ওষ্ঠাধরে ছিল প্রবালের রাগ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে যেন কন্দর্পদেবের ভাণ্ডারের দ্বিতীয় লক্ষ্মীদেবী। পঞ্চশরের শায়কে আমার হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল এবং তাহার বিম্বাধরে চুম্বন অঙ্কিত করিবার সাতিশয় আগ্রহে সেই রাত্রে আমার নিদ্রা হইল না। অনেক কষ্টে রজনীর শেষার্ধে স্বল্প নিদ্রিতাবস্থায় শুক্লাম্বর পরিহিতা একটি দিব্য রমণীর দর্শনলাভ করিলাম। তিনি বলিলেন "পূর্ব জন্মে উপকোশা তোমার পত্নী ছিল। সে গুণের আদর জানিত এবং তোমাকে ব্যতীত আর কাহাকেও সে কামনা করে নাই। সুতরাং বৎস, তুমি কিঞ্চিন্মাত্র চিন্তিত হইও না। আমি সরস্বতী, তোমার শরীরাভ্যন্তরে সতত অবস্থান করি। তোমার দুঃখে আমার অত্যন্ত ক্লেশ হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া তিনি অন্তর্হিতা হইলে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া আমি আমার প্রিয়ার গৃহের নিকটস্থ একটি তরুণ আম্রবৃক্ষের তলায় দণ্ডায়মান হইলাম। তখন উপকোশা কামান্ধ হইয়া আমার উপর অতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছেন ইহা তাঁহার সখীর নিকট হইতে জানিতে পারিয়া আমার শোক দ্বিগুণিত হইল এবং আমি তাহাকে বলিলাম, "উপকোশার অভিভাবকেরা যদি স্বেচ্ছায় তাহাকে আমার হস্তে সম্প্রদান না করেন তবে আমি তাহাকে কি করিয়া লাভ করিতে পারি? কারণ, অসম্মান অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। বরং যদি কোন প্রকারে তোমার সখীর মনের কথা তাহার গুরুজনেরা জানিতে পারে তবে হয়ত মঙ্গল হইতে পারে। ভদ্রে, তুমি এই কার্যটি সম্পাদন করিয়া তোমার সখীর ও আমার প্রাণ রক্ষা কর।" (১—১৬)

আমার কথা শুনিয়া সে তৎক্ষণাৎ তাহার সখীর জননীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। তিনি আবার তাহার স্বামী উপবর্ষকে এই কথা বলিলে উপবর্ষ তাহার ভ্রাতা বর্ষকে বিষয়টি জানাইলেন এবং বর্ষ আমাদের বিবাহে সম্মতি প্রদান করিলেন।

এইরূপে আমার বিবাহ সুস্থির হইলে আমার গুরু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ব্যাড়ি কৌশাম্বী হইতে আমার মাতাকে আনয়ন করিলেন। উপকোশার পিতা যথাবিধি তাহাকে আমার হস্তে সম্প্রদান করিলে আমি আমার মাতা ও পত্নীর সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে পাটলীপুত্রে বাস করিতে লাগিলাম। (১৭--১৯)

কালক্রমে বর্ষের শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তাহাদের মধ্যে পাণিনি নামে একটি অতিশয় জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র ছিল। তাহার মূঢ়তায় বিরক্ত হইয়া গুরুপত্নী তাহাকে বিদায় দিলে পাণিনি অতিশয় দুঃখিতচিত্তে বিদ্যালাভার্থ তপস্যা করিবার নিমিত্ত হিমালয়ে প্রস্থান করিল। (২০—২১)

চন্দ্রমৌলী তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইলে সে তাঁহার নিকট হইতে সর্ববিদ্যার আকর একটি নবব্যাকরণ লাভ করিল। সে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমাকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিল। এই বাক্‌যুদ্ধ সপ্তাহকাল ধরিয়া চলিলে অষ্টমদিবসে আমি যখন তাহাকে প্রায় পরাভূত করিয়া আনিয়াছি এমন সময়ে আকাশে মহাদেব বিরাট হুঙ্কার-ধ্বনি করিলেন। তাহাতে আমাদের ঐন্দ্র ব্যাকরণ বিনষ্ট হইল এবং আমরা পাণিনি কর্তৃক বিজিত হইয়া আবার পরম মূর্খত্ব প্রাপ্ত হইলাম। অতিশয় দুঃখিত হইয়া বণিক হিরণ্যগুপ্তের হস্তে গৃহরক্ষার নিমিত্ত আমার সমস্ত ধন ন্যস্ত করিলাম এবং উপকোশাকে সব কথা বলিয়া অনাহারে শিবের উপাসনা করিবার নিমিত্ত হিমালয়ে প্রস্থান করিলাম। উপকোশা স্বগৃহে অবস্থান করিয়া আমার সাফল্যের জন্য শুদ্ধভাবে প্রতিদিন গঙ্গায় স্নান করিত। খিন্নতা এবং পাণ্ডুরতা সত্ত্বেও সে লোকচক্ষে শশিকলার ন্যায় প্রতিভাত হইত। একদিন বসন্তসমাগমে সে যখন গঙ্গায় অবগাহন করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছিল তখন সে রাজপুরোহিত, দণ্ডাধিপতি এবং রাজমন্ত্রীর নয়ন-পথে পতিত হইল এবং তাহারা সকলেই পঞ্চশরের বাণবিদ্ধ হইল। (২২---৩১) সেদিন স্নান করিতে কি প্রকারে তাহার যেন অনেক সময় অতিবাহিত হইল এবং সায়ংকালে প্রত্যাবর্তনের পথে রাজমন্ত্রী তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। সেও সপ্রতিভভাবে বলিল, "ভদ্র, আপনার যে অভিরুচি আমারও তাহাই ইচ্ছা। কিন্তু আমি সদ্বংশজাতা এবং আমার স্বামী প্রবাসে গিয়াছেন। এমতাবস্থায় আমি কি কিছু করিতে পারি? কেহ দেখিয়া ফেলিলে আপনার ও আমার দুজনেরই অমঙ্গল হইবে। অতএব নিশীথে পৌরজন যখন মত্ত থাকিবে তখন রাত্রির প্রথম প্রহরে অবশ্য অবশ্য আমার গৃহে আসিবেন।" এইরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সে মুক্তি পাইল। তাহার পর কয়েক পদ যাইতে না যাইতেই সে রাজপুরোহিত কর্তৃক ধৃত হইলে, "আপনি রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে আসিবেন" এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া অতিকষ্টে তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল। পুনরায় অল্প কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে তৃতীয় ব্যক্তি দণ্ডাধিপ তাহার পথ অবরোধ করিল। (৩২---৩৮) সেই রাত্রিরই তৃতীয় প্রহরে তাহাকে আসিতে বলিয়া সৌভাগ্যক্রমে তাহার হস্ত হইতে

অতিকষ্টে মুক্তিলাভ করিয়া কম্পিতকলেবরে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতঃ সে পরিচারিকা-দিগের নিকট স্বেচ্ছায় সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। প্রবাসগত স্বামীর অবর্তমানে কামান্ধজনগণের দৃষ্টিপথে পতিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুও কুলবধূর পক্ষে শ্রেয়; এই কথা মনে করিয়া সে বিহ্বল হৃদয়ে আমার কথা চিন্তা করতঃ স্বীয় রূপকে ধিক্কার দিতে দিতে অনাহারে সেই নিশা যাপন করিল। পরদিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণদের পূজা করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ অর্থ আনয়ন করিতে সে পরিচারিকাকে বণিক হিরণ্য গুপ্তের নিকট প্রেরণ করিল। সেই বণিকও আগত হইয়া উপকোশাকে একান্তে লইয়া গিয়া বলিল, "আমাকে প্রেম নিবেদন করিলে তোমার পতি আমার নিকট যে ধনরত্ন গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন আমি তৎসমস্তই তোমাকে প্রদান করিব।" এই কথা শুনিয়া সে মনে মনে চিন্তা করিল, "আমার স্বামী যে উহার নিকট ধনরত্ন গচ্ছিত রাখিয়াছেন তাহার কোনও সাক্ষী নাই। এই বণিকটি একটি পাষণ্ড।" দুঃখে ও কষ্টে ম্রিয়মান হইয়া পূর্বের ন্যায় সেই রাত্রির চতুর্থ প্রহরে বণিকের সহিত মিলিত হইতে প্রতিশ্রুত হইলে বণিক প্রস্থান করিল। (৩৯—৪৬) ইতোমধ্যে সে পরিচারিকাদের সাহায্যে একটি প্রকাণ্ড পাত্র তৈল সহযোগে কস্তুরী ও নানা প্রকার সুগন্ধি দ্রব্যদ্বারা সুবাসিত ভুসাকালি ও চারখণ্ড বস্ত্র সংগ্রহ করিল এবং বহির্দেশ হইতে অর্গলাবদ্ধ করা যায় এইরূপ একটি পেটিকার ব্যবস্থা করিয়া রাখিল। বসন্তোৎসবের দিন রাত্রির প্রথম প্রহরে রাজমন্ত্রী বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আগমন করিলেন। সকলের অলক্ষ্যে তিনি প্রবেশ করিলে উপকোশা তাহাকে বলিল "আপনি অস্নাত, সুতরাং আপ-নাকে আমি স্পর্শ করিব না। আপনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া স্নান করুন। সেই মূঢ় সম্মত হইলে পরিচারিকারা তাহাকে একটি অন্ধকারময় গুপ্তগৃহে লইয়া গিয়া তাহার অন্তর্বাস এবং রত্নাদি উন্মোচন করিয়া একটি বস্ত্রখণ্ড তাহাকে প্রদান করিল এবং সেই পাষণ্ডের আপাদমস্তক সুগন্ধিদ্রব্যদ্বারা লেপন করিবার ছল করিয়া ভুসাকালি-দ্বারা লিপ্ত করিল। মূর্খ কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহারা যখন রাজমন্ত্রীর প্রতি অঙ্গে ভুসাকালি লেপন করিতেছিল তখন রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর আগত হইলে রাজপুরোহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (৪৭—৫৪) তখন পরিচারিকারা মন্ত্রীকে বলিল, "বররুচির অতি প্রিয় বন্ধু রাজপুরোহিত আসিয়া পড়িয়াছেন সুতরাং আপনি এই পেটিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন।" অতি দ্রুত তাহাকে সেই নগ্নাবস্থাতেই পেটিকার ভিতর নিক্ষেপ করিয়া তাহারা বাহির হইতে উহা অর্গলদ্বারা বন্ধ করিয়া দিল। পুরোহিতকেও সেই অন্ধকার কক্ষে আনয়ন করিয়া পরিচারিকারা স্নান করাইবার ছলে তাহার পরিচ্ছদ ও স্বর্ণাভরণ উন্মোচন করিয়া একটি বস্ত্রখণ্ডমাত্র তাহাকে পরিধান করাইয়া যখন তাহার সর্বাঙ্গে তৈল ও ভুসাকালি লেপন করিতেছিল তখন রাত্রির তৃতীয় প্রহরে দণ্ডাধিপতি আগমন করিলেন। তাহার আগমন বার্তা পুরোহিতকে বিজ্ঞাপিত করিলে

সে অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হইল এবং পরিচারিকারা সজোরে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ঐ পেটিকার অভ্যন্তরে ধাক্কা দিয়া ঢুকাইয়া দিল। তাহাকে পেটিকায় আবদ্ধ করিয়া দণ্ডাধিপতিকে স্নান করাইবার ছলে একখানি বস্ত্রখণ্ড তাহাকে পরিধান করাইয়া পূর্বগামীদের ন্যায় যখন তাহার সর্বাঙ্গে ভুসাকালি মর্দন করাইতেছিল তখন রাত্রির শেষ প্রহরে বণিক আগমন করিলেন। বণিকের আগমনবার্তাদ্বারা সন্ত্রস্ত করিয়া তাহারা দণ্ডাধিপতিকেও ঐ পেটিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া বহির্দেশ হইতে উহা অর্গলদ্বারা বন্ধ করিল। (৫৫—৬২) মনে হইল যেন কি করিয়া অন্ধকারময় নরকে বাস করিতে হয় উহা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ঐ পেটিকার ভিতর আবদ্ধ হইয়া তাহারা অবস্থান করিতেছিল এবং যদিও তাহারা পরস্পরকে স্পর্শ করিতেছিল তবুও ভয়ে কোন কথাই বলিতে পারিতেছিল না। অতঃপর উপকোশা ঐ কক্ষের ভিতর একটি প্রদীপ আনয়ন করিয়া বণিককে সেখানে প্রবেশ করাইয়া বলিল, "আমার স্বামী আপনার নিকট যে ধন সঞ্চিত রাখিয়াছেন অবিলম্বে তাহা আমাকে প্রদান করুন।" এই কথা শ্রবণান্তর ঐ কক্ষ শূন্য দেখিয়া বণিক বলিল, "আমি ত বলিয়াছি যে তোমার স্বামী তোমার কাছে যে ধন গচ্ছিত রাখিয়াছেন তাহা তোমাকে প্রত্যর্পণ করিব।" তখন উপকোশা পেটিকায় আবদ্ধ ব্যক্তিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিল, "হে দেবগণ, আপনারা হিরণ্যগুপ্তের কথা শ্রবণ করুন।" এই কথা বলিয়া উপকোশা দীপ নির্বাণ করিল এবং তাহার পরিচারিকারা স্নান করাইবার উদ্দেশ্যে অন্যান্যদিগের ন্যায় ঐ বণিককে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভুসাকালি মাখাইতে লাগিল। "রাত্রি শেষ হইয়াছে, অন্ধকার অপগত, শীঘ্র প্রস্থান করুন," এই কথা বলিয়া তাহারা উহাকে উহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাহির করিয়া দিল। অতঃপর পদে পদে কুক্কুর কর্তৃক দংশিত হইয়া চীরখণ্ডমাত্রে নগ্নতা আবৃত করিয়া ভুসাকালিলিপ্ত বণিক মরমে মরিয়া স্বগৃহে প্রবেশ করিল। সেখানে উপস্থিত হইয়া পরিচারকেরা যখন তাহার গাত্র হইতে মসীবর্ণ ভুসাকালি প্রক্ষালন করিয়া উঠাইতেছিল তখন মুখ তুলিয়া উহাদের দিকে তাকাইবার সাহসও উহার ছিল না। দুষ্কর্মের পথ বাস্তবিকই কষ্টপ্রদ। প্রাতঃকালে উপকোশা পিতামাতাকে কিছু না বলিয়া পরিচারিকাদের সঙ্গে করিয়া রাজা নন্দের প্রাসাদে উপস্থিত হইল। (৬৩—৭১) 'বণিক হিরণ্যগুপ্ত তাহার স্বামীকর্তৃক ন্যস্ত ধন আত্মসাৎ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে'—এই কথা নিজেই রাজার নিকট সে নিবেদন করিল। এই বিষয়টি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত রাজা বণিককে তাহার নিকট আনয়ন করিলে সে বলিল, "রমণীর প্রাপ্য কোনবস্তুই আমার নিকট নাই।" উপকোশা বলিল, "রাজন্, প্রবাসে গমন করিবার সময় আমার পতি গৃহদেবতাদিগের একটি পেটিকার ভিতর আবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং এই বণিক তাহাদের সম্মুখে ন্যস্ত ধনের কথা স্বীকার করিয়াছিল। এই

কথা শুনিয়া নৃপতি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পেটিকাটিকে অনায়ন করিতে আদেশ করিলেন। (৭২--৭৫)

বহুজন কর্তৃক বাহিত হইয়া সেই পেটিকাটি অবিলম্বে আনীত হইলে উপকোশা বলিল, "হে দেবতাগণ, বণিকটি কি বলিয়াছিল আপনারা তাহা প্রকাশ করিয়া নিজেদের গৃহে গমন করুন। তাহা যদি না করেন তবে অগ্নিতে আপনাদিগকে দাহ করিব অথবা এই রাজসভাতে পেটিকাটি উন্মোচন করিব।" এই কথা শুনিয়া পেটিকার অভ্যন্তরস্থিত ব্যক্তিরা অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিল, "ইহা বাস্তবিকই সত্য যে, এই বণিক আমাদের সম্মুখে ন্যস্তধনের কথা স্বীকার করিয়াছে"। তখন বণিক নিরুপায় হইয়া নিজেই দোষ স্বীকার করিলে ভূপতি কৌতূহল পরবশে উপকোশার সম্মতিক্রমে অর্গলমুক্ত করিয়া রাজসভামধ্যে ঐ পেটিকার ডালা খুলিয়া ফেলিলেন এবং তাহার ভিতর হইতে মসীবর্ণ অন্ধকার পিণ্ডের মত তিনটি পুরুষ নিষ্ক্রান্ত হইল। রাজা ও তাহার মন্ত্রীগণ অতিকষ্টে উহাদের চিনিতে পারিলেন। সভাসদগণ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল এবং নৃপতি কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া উপকোশার নিকট হইতে সমস্ত ঘটনা জানিতে চাহিলে ঐ সাধ্বীমহিলা আনুপূর্বিক সব কাহিনীটি বিবৃত করিল এবং সেখানে যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা সকলে উপকোশার কার্যের অনুমোদন করিয়া বলিল, "ইহা বাস্তবিকই অচিন্তানীয় যে সদ্বংশজাতা কুলবধূদিগকে তাহাদের চরিত্রই রক্ষা করে।" (৭৬--৮৩)

অতঃপর সেই রাজ্য হইতে পরদারানুরক্ত সমস্ত ব্যক্তিগণ হৃতসর্বস্ব হইয়া নির্বাসিত হইল। দুশ্চরিত্রদিগের কি কখনও শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে? নৃপতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া উপকোশাকে ধনরত্ন দান করিয়া বলিলেন, "এখন হইতে তুমি আমার ভগিনী হইলে।" উপকোশাও গৃহে ফিরিয়া গেল। সমস্ত কাহিনী শ্রবণ করিয়া বর্ষ ও উপবর্ষ ঐ সতীসাধ্বী মহিলাকে অভিনন্দিত করিল এবং সেই নগরীর প্রতিটি ব্যক্তির মুখে বিস্ময়ের হাস্য ফুটিয়া উঠিল। (৮৪--৮৬)

ইতোমধ্যে সেই হিমপর্বতে আমি কঠোর তপস্যা করিয়া পার্বতীপতি সর্বমঙ্গলদাতা শিবের নিকট হইতে সেই পাণিনিগ্রন্থ প্রাপ্ত হইলাম এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে ঐ গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম। চন্দ্রমৌলীর অমৃত প্রসাদে আমি পথশ্রমের ক্লান্তি একটুও অনুভব করি নাই। মাতা ও গুরুজনদের চরণ অর্চনা করতঃ উপকোশার অদ্ভুত কাহিনী তাহাদের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইল এবং তাহার প্রতি সম্ভ্রম ও গভীর প্রেম বোধ করিতে লাগিলাম। (৮৭--৯১)

বর্ষ আমার মুখ হইতে নব্য-ব্যাকরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইলে কুমার কার্তিকেয় স্বয়ং তাহার নিকট ইহা ব্যক্ত করিলেন। ব্যাড়ি ও ইন্দ্রগুপ্ত গুরু বর্ষকে দক্ষিণা-স্বরূপ কি দান করিতে হইবে জানিতে চাহিলে বর্ষ বলিলেন, "আমাকে এককোটি

স্বর্ণমুদ্রা প্রদান কর।" গুরু যাহা চাহিয়াছেন তাহা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া তাহারা আমাকে বলিল, "বন্ধো, আমাদিগের সহিত রাজা নন্দের সমীপে আগমন করিয়া আমাদের গুরুদক্ষিণা যাচ্ঞা কর, কারণ অন্য কোথাও হইতে আমরা এই পরিমাণ মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারিব না। নৃপতি নন্দের ৯৯ কোটি স্বর্ণমুদ্রা আছে এবং সেইদিন সে তোমার পত্নী উপকোশাকে নিজের ভগিনী বলিয়া স্বীকার করিয়াছে ও সেই সূত্রে তুমি তাহার শ্যালক হইয়াছ। তোমার সদ্গুণের নিমিত্ত আমরা কিছু না কিছু পাইবই" —ইহা স্থির করিয়া আমরা তিন সহাধ্যায়ী অযোধ্যানগরে রাজা নন্দের শিবিরে গমন করিলাম। আমাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই নন্দ প্রাণত্যাগ করিল। সমস্ত রাজ্যে শোকের কোলাহল উত্থিত হইল এবং আমরাও হতাশ হইয়া পড়িলাম। তৎক্ষণাৎ যোগসিদ্ধ ইন্দ্রদত্ত বলিল, "আমি এই মৃত ভূপতির দেহে প্রবেশ করিব এবং বররুচি আমার নিকট স্বর্ণ প্রার্থনা করিলে আমি তাহাকে তাহা প্রদান করিব। আমি যে পর্যন্ত প্রত্যাগমন না করি ব্যাড়ি যেন আমার দেহরক্ষা করে।" (৯২—১০০) এইকথা বলিয়া ইন্দ্রদত্ত রাজা নন্দের দেহে প্রবেশ করিল। ভূপতি পুনরুজ্জীবিত হওয়াতে রাজ্যে উৎসবের ধূম পড়িয়া গেল। শূন্য মন্দিরে ব্যাড়ি ইন্দ্রদত্তের দেহরক্ষা করিতে লাগিল এবং আমি রাজপ্রাসাদে গমন করিলাম। যথাবিধি স্বস্তিবচন উচ্চারণ করিয়া আমি তথাকথিত নন্দের নিকট আমার গুরুদক্ষিণাবাবদ এককোটী স্বর্ণমুদ্রা যাচ্ঞা করিলাম। তখন সে প্রকৃত নন্দের শকটাল নামক মন্ত্রীকে আমায় এককোটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে আদেশ করিল। রাজাকে পুনরুজ্জীবিত এবং প্রার্থী চাহিবামাত্রই তাহার প্রার্থনা পূরণ হইতেছে দেখিয়া প্রকৃত ব্যাপার সেই মন্ত্রী অনুমান করিতে পারিল। বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি না বুঝিতে পারেন? "মহারাজ, আপনার আজ্ঞা পালন করিতেছি" এইকথা বলিয়া মন্ত্রী চিন্তা করিতে লাগিল, "নন্দের পুত্র শিশুমাত্র এবং আমাদের রাজ্যে বহু শত্রু আছে, সুতরাং এখনকার মত দেহটি সিংহাসনের উপরেই অধিষ্ঠিত থাকুক।" গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া সমস্ত মৃতদেহ আবিষ্কারান্তে সেগুলি দাহ করা হইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে ইন্দ্রদত্তের দেহও পাওয়া গেল এবং ব্যাড়িকে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া সেই দেহেরও সৎকার করা হইল। ইতোমধ্যে রাজা এককোটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিবার নিমিত্ত উত্যক্ত করিলে সন্দিগ্ধ শকটাল তাহাকে নিবেদন করিল, "সমস্ত পরিচারকেরা উৎসবে মত্ত রহিয়াছে, বিপ্র, ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করুন, আমি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতেছি।" তখন ব্যাড়ি তথাকথিত নন্দের নিকট উচ্চৈঃস্বরে অভিযোগ করিতে লাগিল, "আপনার যখন সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে তখন ঠিক সেই মুহূর্তে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয় নাই এমন একটি যোগসিদ্ধ বিপ্রের দেহ বলপূর্বক ভস্মীভূত করা হইয়াছে।" এইকথা শুনিয়া নকল নন্দ অকথ্যশোকে মুহ্যমান হইল। নন্দের দেহে অবরুদ্ধ থাকায় এবং স্বীয় দেহ ভস্মসাৎ হওয়ায় ইন্দ্রদত্ত নন্দের দেহে

বন্দী হইয়া রহিল। মহামতি শকটাল তখন বাহিরে আসিয়া আমাকে কোটিমুদ্রা প্রদান করিল। (১০১—১১৩)

তখন নকল নন্দ শোকাভিভূত হইয়া ব্যাড়িকে একান্তে বলিল, "ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও আমি এখন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। রাজৈশ্বর্যে আমার কি হইবে?" এই কথা বলিলে ব্যাড়ি তাহাকে সময়োচিত উপদেশ প্রদান করিয়া আশ্বস্ত করিল, "শকটাল তোমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং তুমি তাহার নিকট হইতে সাবধানে থাকিবে। সে প্রধানমন্ত্রী এবং শীঘ্রই যথাসময়ে তোমাকে হত্যা করিয়া নন্দের পুত্র চন্দ্রগুপ্তকে রাজা করিবে। সুতরাং যাহাতে তোমার শক্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় সেইজন্য বিধিদত্ত প্রজ্ঞায় প্রদীপ্ত বররুচিকে তোমার প্রধানমন্ত্রীত্বে বরণ কর।" এইকথা বলিয়া ব্যাড়ি গুরুকে দক্ষিণাপ্রদান করিবার জন্য প্রস্থান করিল এবং নকল-নন্দ আমাকে আনয়ন করিয়া মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিল। আমি তখন রাজাকে বলিলাম, —"যদিও তোমার ব্রাহ্মণত্বলুপ্ত হইয়াছে, তবুও যতদিন শকটাল মন্ত্রীপদে বহাল থাকিবে ততদিন তোমার সিংহাসনের নিরাপত্তা থাকিবে না। সুতরাং কোন কৌশলে তাহাকে হত্যা কর।" আমার উপদেশ শ্রবণান্তর "জীবিত ব্রাহ্মণকে অগ্নিতে দাহ করিয়াছে"—এই অপরাধে নকলনন্দ শকটালকে তাহার শত পুত্রসহ একটি অন্ধকার গভীর কূপে নিক্ষেপ করিল। (১১৪-১২১) প্রত্যহ একপাত্র শক্তু ও একপাত্র জল ঐ অন্ধকারময় কূপে শকটাল ও তাহার পুত্রদের জন্য স্থাপন করা হইত। শকটাল তাহার পুত্রদের বলিল, "বৎসগণ এক পাত্র শক্তুতে অতিকষ্টে একজন ব্যক্তি প্রাণধারণ করিতে পারে, এত সংখ্যক জনের ত প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং নকলনন্দের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে আমাদের মধ্যে এইরূপমাত্র একজন এই শক্তু ও জল গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকুক।" তাহার পুত্রেরা বলিল, "আপনিই উহাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতে পারিবেন সুতরাং আপনিই আহার করিবেন, কারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট নিজের প্রাণ অপেক্ষা শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করা শ্রেয়ঃতর।" এইরূপে শকটাল প্রতিদিন এই শক্তু ও বারি গ্রহণ করিতে লাগিল। হায়, জয়লাভের স্পৃহা প্রবল হইলে মানুষেরা নির্দয় হইয়া পড়ে। (১২২-১২৬) ঐ তমোময় কূপে অনাহারক্লিষ্ট স্বীয় পুত্রদের মৃত্যুযাতনা প্রত্যক্ষ করিয়া শকটাল মনে মনে চিন্তা করিল, "যে নিজের মঙ্গল ইচ্ছা করে সে শক্তিমানদের শক্তির পরিমাপ না করিয়া এবং তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদন না করিয়া কোন কার্যে অগ্রসর হইবে না।" তাহার একশত পুত্র তাহার চক্ষুর সম্মুখে মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং একমাত্র সে কঙ্কাল পরিবেষ্টিত হইয়া জীবিত রহিল। নকলনন্দের শক্তি রাজ্যে বদ্ধমূল হইল, এবং গুরুকে দক্ষিণাপ্রদানান্তর ব্যাড়ি তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "তোমার রাজত্ব চিরস্থায়ী হউক। আমাকে বিদায় দাও। আমি কোন স্থানে গমনপূর্বক তপশ্চর্যা

করিব।" এইকথা শ্রবণ করিয়া নকল নন্দ বাষ্পাকুলিত কন্ঠে তাহাকে বলিল, "তুমি এই স্থানেই থাকিয়া আমার রাজ্যে সুখে অধিষ্ঠান কর। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইও না।" ব্যাড়ি উত্তর করিল, "মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। কোন্ প্রাজ্ঞব্যক্তি এই ক্ষণস্থায়ী অসার সুখ ভোগ করিতে চায়? সৌভাগ্য মরীচিকার ন্যায়। ইহা জ্ঞানী ব্যক্তিদের মোহ উৎপাদন করিতে পারে না।" এই কথা বলিয়া সে তপস্যা করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিল। অনন্তর সমস্ত সৈন্য পরিবৃত হইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া সম্ভোগাভিলাষে নকল নন্দ রাজধানী পাটলীপুত্রে আগমন করিল। আমার মাতা এবং গুরুজনের সহিত উপকোশদ্বারা সেবিত হইয়া আমি বহুকাল রাজার প্রধানমন্ত্রী-রূপে ঐ রাজ্যে সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলাম। সেখানে আমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গাদেবী আমাকে প্রত্যহ প্রচুর ধনরত্ন প্রদান করিতেন এবং দেবী সরস্বতী সশরীরে উপস্থিত থাকিয়া আমার সকল কার্যে উপদেশ দান করিতেন। (১২৭-১৩৭)

--ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের কথাপীঠ লম্বকের
চতুর্থ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা--১৩৭
ক্রমিক শ্লোকসংখ্যা--৩৬৫

পঞ্চম তরঙ্গ

এই কথা বলিয়া বররুচি পুনরায় তাঁহার কাহিনী আরম্ভ করিলেন।

বররুচির কাহিনী

কালক্রমে নকলনন্দ কামান্ধ হইয়া মত্তগজের ন্যায় অবাধে আচরণ করিতে লাগিলেন। অভাবনীয় ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি কাহাকে না মত্ত করে? আমি তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, "রাজা অবাধে বিশৃঙ্খল আচরণ করিতেছেন এবং তাঁহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে গিয়া আমারও ধর্মকর্ম সব জলাঞ্জলি যাইতে বসিয়াছে। শকটালকে অন্ধকূপ হইতে মুক্ত করিয়া আমার সহায়ক পদে বৃত করি। যতদিন আমি স্বপদে অধিষ্ঠিত আছি সে কি করিয়া আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সমর্থ হইবে?" এইরূপ স্থির করিয়া আমি নৃপতির অনুমোদন লইয়া শকটালকে গভীর অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করিলাম। (১-৫)।

"ব্রাহ্মণদের অন্তঃকরণ স্বভাবতই কোমল। আমি বর্তমান পদে যতক্ষণ থাকিব সে নকল নন্দের কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না বরং প্রতিশোধ লইবার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করিতে হইবে"—এই কথা চিন্তা করিয়া শকটাল জলস্রোতের বক্র বেতসলতার ন্যায় আচরণ করিতে লাগিল এবং আমার অনুরোধে আবার মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়া রাজকার্যসম্পাদন করিতে লাগিল। একদা নকল নন্দ পুরীর বাহিরে আসিয়া পঞ্চাঙ্গুলি দৃঢ়বদ্ধ একটি হস্ত গঙ্গাবক্ষে অবলোকন করিল। তৎক্ষণাৎ সে আমাকে আহ্বান করিয়া উহার তাৎপর্য কি জানিতে চাহিল। আমি আমার দুইটি অঙ্গুলি ঐ হস্তের দিকে নির্দেশ করিলে সেই হস্তটি অদৃশ্য হইল দেখিয়া রাজা অতিশয় বিস্মিত হইয়া উহার কি অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলাম যে ঐ হস্ত পঞ্চটি অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিতে চাহিয়াছে যে, পঞ্চজন সংঘবদ্ধ হইলে এই জগতে কি কর্ম না সম্পাদন করিতে পারে? তখন আমি দুই অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিলাম যে দুই ব্যক্তিও একচিত্ত হইলে তাহাদের নিকট কিছুই অসাধ্য থাকে না। (৬-১২) রাজা ঐ প্রহেলিকার উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং শকটাল আমার দুর্জয় বুদ্ধি দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইল। একদিন নকল নন্দ দেখিতে পাইল যে তাহার রাজ্ঞী বাতায়নে হেলান দিয়া ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ একটি ব্রাহ্মণ অতিথির সহিত বাক্যালাপ করিতেছে। এই ক্ষুদ্র ঘটনায় রাজা অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ দ্বিজকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিল, কারণ ঐশ্বর্যান্বিত হইলে বিবেকবুদ্ধি লোপ পায়। যখন ঐ বিপ্রকে বধার্থে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইতেছিল তখন দোকানের একটি মৃত মৎস্য উচ্চ

হাস্য করিয়া উঠিলে রাজা তখনকারমত মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করিয়া আমাকে মৎস্যের হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে তাহাকে উত্তর দিব এই কথা বলিলাম। যখন আমি একান্তে চিন্তা করিতেছিলাম তখন দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হইয়া আমাকে এই উপদেশ দিলেন, "নিশীথে এই তালবৃক্ষের উপরিভাগে সকলের অলক্ষ্যে অবস্থান করিলে তুমি নিঃসন্দেহে এই মৎস্যের হাস্যের কারণ জানিতে পারিবে।" (১৩-১৯) এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি রজনীতে সেই স্থানে গমন করিয়া তালবৃক্ষের উপর অধিষ্ঠিত হইলে একটি ঘোরদর্শনা রাক্ষসীকে সন্তানদিগের সহিত আসিতে দেখিলাম। সন্তানেরা আহার করিতে চাহিলে সে বলিল, "অপেক্ষা কর, আগামীকল্য প্রাতঃকালে একটি ব্রাহ্মণের মাংস তোমাদিগকে আহার করিতে দিব, আজ উহাকে বধ করা হয় নাই।" কেন উহাকে অদ্য হত্যা করা হয় নাই, জননীর নিকট এই কথা জানিতে চাহিলে সে বলিল, উহাকে হত্যা করা হয় নাই, কারণ উহাকে দেখিয়া দোকানের একটি মৃত মৎস্য হাস্য করিয়াছিল। মৎস্যটি কেন হাস্য করিয়াছিল, পুত্রেরা এই কথা জানিতে চাহিলে সেই রাক্ষসী বলিতে লাগিল, "রাজার সমস্ত মহিষীরাই অসচ্চরিত্র। রাজান্তঃপুরে যখন সমস্ত স্থানে পুরুষেরা নারীর বেশে অধিষ্ঠান করিতেছে তখন একটি নিরপরাধ ব্রাহ্মণকে হত্যা করা হইবে এই কথা ভাবিয়া মৎস্যটি হাস্য করিতেছে, কারণ ভূতেরা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সর্বত্র প্রবেশ করে এবং নৃপতিদের অত্যন্ত অবিবেচনাপ্রসূত কর্ম দেখিয়া হাস্য করে।" রাক্ষসীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি সেই স্থান হইতে চলিয়া আসিয়া প্রাতঃকালে ভূপতিকে মৎস্যের হাস্যের কারণ নিবেদন করিলাম। নারীবেশধারী পুরুষদিগকে অন্তঃপুরে আবিষ্কার করিয়া আমার প্রতি অতিশয় সম্ভ্রম প্রদর্শন করতঃ রাজা ঐ বিপ্রকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা হইতে মুক্তি দিলেন। (২০-২৭)

এই ঘটনা এবং রাজার অন্যান্য অপকর্ম দেখিয়া আমি যখন বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছি তখন রাজসভায় একটি নূতন চিত্রকরের আবির্ভাব হইল। সে একটি পটে নন্দনন্দ ও তাহার প্রধানা মহিষীর চিত্র অঙ্কিত করিল। কেবলমাত্র বাক্য ও অঙ্গসঞ্চালন ব্যতীত উহা অত্যন্ত জীবন্ত বলিয়া বোধ হইল। রাজা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া ঐ চিত্রকরকে প্রভূত ধনরত্ন প্রদান করিল এবং ঐ চিত্রটিকে অন্তঃপুরে স্বীয় কক্ষের প্রাচীরে টাঙ্গাইয়া রাখিল। অতঃপর একদা নৃপতির ঐ কক্ষে প্রবেশ করিলে আমার মনে হইল যেন রাজ্ঞীর আলেখ্যে সমস্ত সুলক্ষণ অঙ্কিত হয় নাই। সমস্ত লক্ষণ মিলাইয়া লইলে নিজের প্রতিভাবলে আমার কাছে প্রতিভাত হইল যে রাজ্ঞী যে স্থলে মেখলা পরিধান করিয়াছেন সেখানে একটি তিল থাকার কথা এবং আমি তথায় একটি তিল অঙ্কিত করিয়া দিলাম। এই প্রকারে রাজ্ঞীর চিত্রে সমস্ত সুলক্ষণ-অঙ্কিত হইলে আমি সেই স্থান ত্যাগ করিলাম। অতঃপর নকলনন্দ সেই কক্ষে

প্রবেশ করিয়া ঐ অঙ্কিত তিলটি দেখিতে পাইল এবং পরিচারকদের নিকট, "কে ইহা অঙ্কিত করিয়াছে" জানিতে চাহিলে তাহারা আমার কথা বলিল। নকলনন্দ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "মহিষীর গুপ্তস্থানে অবস্থিত তিলের কথা আমি ব্যতীত আর কাহারও অবগত হইবার কথা নয়, তবে সেই বররুচি কি করিয়া ইহা জানিতে পারিল? নিঃসন্দেহে সে গোপনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া উহা দেখিতে পাইয়াছিল। মূর্খেরাও এই প্রকারে সমস্ত বিষয় জানিতে পারে।" (২৮-৩৬) অতঃপর ক্রোধে জ্বলিতে জ্বলিতে সে শকটালকে আহ্বান করিয়া তাহাকে আদেশ দিল, "বররুচি আমার মহিষীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে, এই অপরাধে উহাকে বধ করা হউক।" "মহারাজ, আপনার আদেশ পালিত হইবে," এই কথা বলিয়া সে রাজপ্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "বররুচিকে বধ করিবার মত ক্ষমতা আমার নাই। সে দিব্যজ্ঞানে সুরক্ষিত এবং আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে। উপরন্তু সে ব্রাহ্মণ। অতএব আমি তাহাকে লুক্কায়িত রাখিয়া আমার স্বপক্ষে আনয়ন করিব।" এইরূপ চিন্তাকরতঃ সে আমার নিকট আগমন করিয়া রাজার অকারণ ক্রোধবশতঃ আমার বধাজ্ঞার কথা বিজ্ঞাপিত করিয়া আমাকে বলিল, "যাহাতে সংবাদটি সর্বত্র প্রচারিত হয় এইজন্য অন্য কাহাকেও রাত্রিকালে হত্যা করা হইবে এবং ক্রুদ্ধ রাজার নিকট হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমার গৃহে আপনি লুক্কায়িত হইয়া অবস্থান করুন।" তাহার কথামত আমি তাহার গৃহে গুপ্তভাবে রহিলাম এবং যাহাতে আমার মৃত্যুকথা সর্বত্র প্রচারিত হয় সেই উদ্দেশ্যে নিশাযোগে অন্য একটি ব্যক্তিকে হত্যা করা হইল। সে এইরূপে তাহার প্রযুক্তিবিদ্যার পরিচয় দিলে আমি তাহাকে সস্নেহে বলিলাম, "আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা না করিয়া তুমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী মন্ত্রীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। আমি অবধ্য, কারণ স্মরণমাত্রেই আমার এক রাক্ষস মিত্র উপস্থিত হইবে এবং আমি অনুরোধ করিলেই সে সমস্ত জগৎ উদরসাৎ করিবে। এই নৃপতি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং আমার মিত্র, নাম ইন্দ্রদত্ত। সুতরাং তাহাকে বধ করা উচিত হইবে না।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই মন্ত্রী বলিল, "ঐ রাক্ষসটিকে আমাকে দেখাও।" (৩৭-৪৬) আমি চিন্তা করিবামাত্র সেই রাক্ষসটি উপস্থিত হইলে আমি শকটালকে উহাকে দেখাইলাম এবং সে ভীত ও আশ্চর্যান্বিত হইল। সেই রাক্ষস অন্তর্হিত হইলে শকটাল পুনরায় আমাকে শুধাইল, "এ রাক্ষস কি করিয়া আপনার মিত্র হইল?" প্রত্যুত্তরে আমি তাহাকে বলিলাম, "বহুকাল পূর্বে নগর-কোটালেরা রাত্রে রাত্রে যখন নগরে ভ্রমণ করিত তখন তাহারা একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ইহা জানিতে পারিয়া নকলনন্দ আমাকে কোটালের পদে নিযুক্ত করিল এবং একদিন রাত্রে নগরে পরিভ্রমণ করিবার সময় একটি ভ্রাম্যমান রাক্ষসের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই নগরীর

সর্বাপেক্ষা সুন্দরী মহিলা কে?" এই কথা শুনিয়া আমি সহাস্যে বলিলাম, "ওরে মূর্খ, যে নর যে নারীকে প্রশংসা করে সেই নারীই সেই ব্যক্তির কাছে সর্বাপেক্ষা সুরূপা বলিয়া প্রতিভাত হয়।" তাহা শুনিয়া সে বলিল, "তোমার কাছেই মাত্র আমি পরাজিত হইলাম।"(৪৭-৫২) তাহার ধাঁধার উত্তর দিতে সমর্থ হওয়াতে আম মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। সে পুনরায় আমাকে বলিল, "আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন হইতে তুমি আমার বন্ধু হইলে এবং আমাকে যখনই স্মরণ করিবে তখনই আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হইব।" এই কথা বলিয়া সে অন্তর্ধান করিলে আমি যে পথে আসিয়াছিলাম সেই পথে আবার প্রত্যাবর্তন করিলাম। এইরূপে আমি সেই রাক্ষসের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি এবং আমি বিপদে পতিত হইলে সে আমার সহায় হয়।" আমি এই কথা বলিলে শকটাল কর্তৃক দ্বিতীয়বার অনুরুদ্ধ হইয়া আমি স্মরণ করিতেই গঙ্গাদেবী মানুষীমূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়া তাহাকে দর্শনদান করিলেন। আমি গঙ্গাদেবীকে স্তবদ্বারা তুষ্ট করিলে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে অদৃশ্য হইলেন। তখন হইতে শকটাল আমার পরম সহায়ক মিত্র হইল।

লুক্কায়িত অবস্থায় থাকাতে আমি মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছি দেখিয়া সেই মন্ত্রী আমাকে একদিন বলিল "আপনিত সমস্তই অবগত আছেন তথাপি কেন খেদ করিতেছেন? আপনি কি জানেন না যে রাজাদের চিত্ত বিবেকজ্ঞানবর্জিত? আপনি শীঘ্রই সর্বদোষমুক্ত হইবেন। এখন আমার কথা শ্রবণ করুন।"(৫৩-৫৮)

শিবশর্মার কাহিনী

বহুকাল পূর্বে এই স্থানে আদিত্যবর্মা নামক এক নরপতি বাস করিত। তাহার শিবশর্মা নামে এক বুদ্ধিমান মন্ত্রী ছিল। কালক্রমে রাজ্ঞীদিগের মধ্যে একজন গর্ভবতী হইলে সেই ভূপতি অন্তঃপুররক্ষীদিগকে শুধাইল, আমি গত দুই বৎসর অন্তঃপুরে প্রবেশ করি নাই, তবে কি করিয়া এই রাজ্ঞী গর্ভবতী হইলেন, আমাকে বল।" তাহারা বলিল, "আপনার মন্ত্রী শিবশর্মা ব্যতীত আর কোন পুরুষকে এখানে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। শিবশর্মারই অন্তঃপুরে অবাধগতি।" এই কথা শুনিয়া রাজা মনে মনে চিন্তা করিল "এই মন্ত্রীই রাজদ্রোহী হইয়াছে। কিন্তু যদি আমি ইহাকে প্রকাশ্যে হত্যা করি তবে আমার অপযশ হইবে।" এই কথা চিন্তা করিয়া সে শিবশর্মাকে স্বীয় সুহৃদ ভোগবর্মা নামক এক প্রতিবেশী রাজার নিকট প্রেরণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে গোপনে এক দূতের সহিত সেই নৃপতির নিকট "শিবশর্মাকে হত্যা করিবে" এই মর্মে একটি লিপিকা প্রেরণ করিল। মন্ত্রীর গমনের পর এক সপ্তাহ অতীত হইলে সেই রাজ্ঞী ভীত হইয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলে প্রতিহারীগণ একটি পুরুষকে নারীর বেশে তাহার সহিত প্রেরণ করিল। আদিত্যবর্মা ইহা জানিতে পারিয়া "কেন আমি

আমার উত্তম মন্ত্রীকে অকারণে বধ করিয়াছি" এই কথা চিন্তা করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইল। ইতোমধ্যে শিবশর্মা ভোগবর্মার রাজসভায় আগত হইলে সেই রাজদূতও লিপিকা লইয়া উপস্থিত হইল এবং বিধির বিধানবশতঃ ভোগবর্মা সেই লিপিকা পাঠ করিয়া শিবশর্মাকে তাহার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার কথা গোপনে বলিল। শিবশর্মা সেই নৃপতিকে বলিল, "আমাকে এখনই বধ করুন। যদি আপনি আমাকে বধ না করেন তবে আমি নিজের হস্তে আমার মৃত্যু ঘটাইব।" এইকথা শুনিয়া ভোগবর্মা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিল, "হে বিপ্র, ইহার তাৎপর্য কি? যদি না বল তবে আমার অভিশাপ তোমার উপর বর্তাইবে।" তখন শিবশর্মা উত্তর করিল, "রাজন, যে দেশে আমাকে হত্যা করা হইবে বিধির বিধানে সে দেশে দ্বাদশ বৎসর বৃষ্টি হইবে না।"(৫৯-৭২) এই কথা শ্রবণ করিয়া ভোগবর্মা মন্ত্রীর সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলিল, "এই দুষ্ট নৃপতি আমার রাজ্যের ধ্বংস কামনা করেন। ইচ্ছা করিলে মন্ত্রীকে হত্যা করিবার নিমিত্ত তিনি নিজেই কি গুপ্তঘাতক নিয়োজিত করিতে পারিতেন না? কোন মতেই আমরা এই মন্ত্রীকে বধ করিব না, পরন্তু মন্ত্রী যাহাতে আত্মঘাতী না হন আমরা তাহার ব্যবস্থা করিব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া ভোগবর্মা রক্ষী নিযুক্ত করিলেন এবং শিবশর্মাকে সেই মুহূর্তেই দেশান্তর প্রেরণ করিলেন। এইরূপে স্বীয় প্রজ্ঞাবলে শিবশর্মা জীবন্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিল এবং অন্য প্রকারে তাহার নিরপরাধত্ব প্রমাণিত হইল। সততা কোন প্রকারেই পরাভূত হইতে পারে না। এবম্প্রকারে, হে কাত্যায়ন আপনিও নির্দোষ প্রমাণিত হইবেন। আমার গৃহে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করুন। রাজাও নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইবেন।"(৭৩-৭৭) বররুচি বলিতে লাগিলেন—

বররুচির কাহিনী

শকটাল এই কথা বলিলে আমি তাহার গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে দিন যাপন করিতে লাগিলাম।

অতঃপর, হে কাণভূতে, নকলনন্দের হিরণ্যগুপ্ত নামক পুত্র মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলে বেগবান অশ্ব তাহাকে বহুদূরে লইয়া গেল। দিবসান্তে অরণ্যে নিশিযাপন করিবার নিমিত্ত সে একটি বৃক্ষে আরোহণ করিল। অচিরে একটি ভল্লুক সিংহ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া সেই বৃক্ষে আরোহণ করিল। রাজকুমারকে সন্ত্রস্ত দেখিয়া মানুষের ভাষায় সে বলিল, "ভীত হইও না, তুমি আমার বন্ধু।" এইকথা বলিয়া তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত রাখিতে প্রতিশ্রুত হইল। ভল্লুক কর্তৃক আশ্বস্ত হইয়া রাজপুত্র নিদ্রিত হইল এবং ভল্লুকটি জাগ্রত রহিল। তখন সিংহ ভল্লুককে বলিল, "হে ঋক্ষ, তুমি ঐ মনুষ্যটিকে নিম্নে নিক্ষেপ কর, আমি চলিয়া যাই।" ভল্লুক বলিল, "রে দূরাত্মা, আমি এই বন্ধুর মৃত্যু কিছুতেই ঘটিতে দিব না।" কালক্রমে ভল্লুকটি সুপ্ত হইলে এবং কুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইলে সিংহ বলিল, "হে মানব, ভল্লুকটিকে আমার

নিকট নিম্নে নিক্ষেপ কর।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজের নিরাপত্তার ভয়ে সিংহকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত সে ভল্লুকটিকে নিম্নে নিক্ষেপ করিবার প্রয়াস পাইল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দৈববশে ঋক্ষটি জাগ্রত হইল এবং নিম্নে পতিত হইল না (৭৮-৮৬)। তখন ভল্লুকটি রাজপুত্রকে বলিল, "রে মিত্রদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, তুমি উন্মাদ হও। তৃতীয় কোন ব্যক্তি সমস্ত ঘটনাটি না জানা পর্যন্ত এই অভিশাপ বলবৎ থাকিবে।" সুতরাং পরদিন প্রভাতে রাজপুত্র প্রাসাদে আগমন করিয়া উন্মাদ হইয়া পড়িল এবং নকলনন্দ ইহা দেখিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়া বলিল, "বররুচি যদি জীবিত থাকিত তবে সব জানিতে পারা যাইত। ধিক্ আমাকে, কেন আমি তাহাকে হত্যা করাইলাম।" রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শকটাল মনে মনে চিন্তা করিল, "এইবার কাত্যায়নের গুপ্তবাস হইতে আত্মপ্রকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে, মানী কাত্যায়ন কখনও এখানে থাকিবে না এবং নৃপতি আমার উপর আস্থা স্থাপন করিবেন।" এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিয়া শকটাল রাজাকে বলিল "হে রাজন্, আপনি শোক করিবেন না, বররুচি জীবিত আছে।" নকলনন্দ বলিল, "তবে তাহাকে সত্বর এইস্থানে আনয়ন করা হউক।" অতঃপর শকটাল নকলনন্দের সমীপে আমাকে আনয়ন করিলে—আমি রাজপুত্রকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া সরস্বতী দেবীর কৃপায় সমস্ত ঘটনাটি বিবৃত করিতে সমর্থ হইলাম এবং রাজাকে বলিলাম, "রাজন্ মিত্রদ্রোহী হওয়াতে কুমার অভিশপ্ত হইয়াছিল।" কুমার শাপমুক্ত হইয়া আমাকে স্তুতি করিতে লাগিল। কি প্রকারে ঘটনাটি জানিতে পারিয়াছি রাজা জানিতে চাহিলে আমি তাহাকে বলিলাম, "রাজন, প্রাজ্ঞব্যক্তিরা তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাবে চিহ্নদৃষ্টে সমস্ত জানিতে পারে। রাজ্ঞীর তিলের কথা যে প্রকারে জানিতে পারিয়াছিলাম ইহাও সেই প্রকারে জানিতে পারিয়াছি।" আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা লজ্জায় অনুতাপানলে দগ্ধ হইল (৮৭-৯৭)। আমার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলাম তাহা ঘটিয়াছে দেখিয়া রাজপ্রদত্ত ধনরত্ন গ্রহণ না করিয়া আমি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম। কারণ, প্রাজ্ঞদিগের নিকট চরিত্রই মহামূল্যধন। আমি গৃহে সমাগত হইলে পরিচারকেরা রোদন করিতে লাগিল। ইহাতে আমার কষ্টবোধ হওয়াতে উপবর্ষ আমার নিকট আগমন করিয়া কহিল, "রাজা তোমাকে হত্যা করিয়াছে এই কথা জানিতে পারিয়া উপকোশা অগ্নিতে দেহত্যাগ করিয়াছে এবং তোমার মাতার হৃদয় শোকে ভগ্ন হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া আমি শোকাবেগে অজ্ঞান হইয়া বাত্যাহত বৃক্ষের ন্যায় ভূপতিত হইলাম এবং সদ্যপ্রাপ্ত শোকের গভীরতা অনুভব করিলাম। প্রিয় আত্মীয় স্বজনের বিনাশে কাহার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ না হয়? বর্ষ আগমন করিয়া এই মর্মে আমাকে উপদেশ দিল, "অনিত্যতাই এই পরিবর্তনশীল সংসারের একমাত্র নিত্যবস্তু। ঈশ্বরীমায়ার এই কথা তোমার জানা আছে। তবে

তুমি কেন শোকে মুহ্যমান হইয়াছ।" এই প্রকার অন্যান্য প্রবোধবাক্যে আমি অতি কষ্টে চিত্তের স্থৈর্য ফিরিয়া পাইলাম এবং সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া আত্মসংযমকে একমাত্র সঙ্গী করিয়া একটি তপোবনে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। (৯৮-১০৫)

কালক্রমে আমি যে তপোবনে ছিলাম একদা একটি বিপ্র অযোধ্যা হইতে তথায় আগমন করিল। নকল নন্দের রাজত্ব কেমন চলিতেছে এইকথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে আমাকে চিনিতে পারিয়া দুঃখের সহিত নিম্নলিখিত কাহিনী বিবৃত করিল। "আপনি নন্দকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলে তাহার কি হইয়াছিল শ্রবণ করুণ। বহু দিবস অপেক্ষান্তর শকটাল বুঝিতে পারিল যে নকলনন্দকে বিপদে ফেলিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কি উপায়ে নকলনন্দের মৃত্যু ঘটানো যাইতে পারে এইকথা যখন সে চিন্তা করিতেছিল তখন চাণক্য নামক পথের উপরে মৃত্তিকা খননরত এক বিপ্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। 'আপনি কেন মৃত্তিকা খনন করিতেছেন?' এইকথা জিজ্ঞাসা করিলে সেই ব্রাহ্মণ বলিল, 'কুশাঙ্কুর আমার পদ বিদ্ধ করিয়াছে এবং আমি তাহার মূলোৎপাটন করিতেছি।' ইহা শুনিয়া সেই মন্ত্রী ভাবিল, 'যে বিপ্র ক্রোধ দ্বারা তাড়িত হইয়া এইরূপ কার্য করিতে পারেন, নকল নন্দের বধার্থ তিনি উপযুক্ত পাত্র হইবেন।' সে বিপ্রের নাম জ্ঞাত হইয়া তাহাকে বলিল, 'হে বিপ্র, শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে ভূপতি নন্দের যে শ্রাদ্ধকার্য সম্পাদিত হইবে আপনি তাহার ভার গ্রহণ করিবেন। দক্ষিণাস্বরূপ আপনাকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হইবে এবং আপনার স্থান সবার অগ্রে হইবে। সম্প্রতি আমার আলয়ে আগমন করুন।' এই কথা বলিয়া শকটাল তাহাকে স্বগৃহে আনয়ন করিল এবং শ্রাদ্ধদিবসে তাহাকে রাজার নিকট লইয়া গিয়া এই প্রস্তাবে রাজার সম্মতি লাভ করিল। তখন চাণক্য শ্রাদ্ধের সময় সকলের অগ্রে আসন গ্রহণ করিলে সুবন্ধু নামক এক বিপ্র ঐ সম্মানিত পদের প্রার্থী হইলেন। তখন শকটাল রাজার নিকট বিষয়টির মীমাংসা প্রার্থী হইলে নন্দ উত্তর করিল, 'সুবন্ধুর স্থানই সকলের অগ্রে হইবে, অন্য কেহ উহার উপযুক্ত নহে।' (১০৬-১১৬)। তখন শকটাল সভয়ে বিনীতভাবে তাহার আদেশ চাণক্যের নিকট নিবেদন করিয়া বলিল, 'ইহাতে আমার দোষ লইবেন না'। চাণক্য ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া শিখা উন্মোচন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'সপ্তদিবসের মধ্যে এই নন্দকে নিপাত করিয়া আমার শিখা বন্ধন করিব'। এইকথা শুনিয়া নকল নন্দ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে চাণক্য সকলের অলক্ষ্যে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং শকটাল তাহাকে স্বগৃহে আশ্রয় প্রদান করিল। তখন শকটালের নিকট হইতে চাণক্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া কোথাও গমন করিয়া যোগক্রিয়া সম্পাদন করিলে প্রবলজ্বরে আক্রান্ত হইয়া নকলনন্দ সপ্তম-দিবসে প্রাণত্যাগ করিল। শকটাল নকলনন্দের পুত্র হিরণ্য-

গুপ্তকে হত্যা করিয়া পূর্ববর্তী প্রকৃত নন্দের পুত্র চন্দ্রগুপ্তকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করিল। বৃহস্পতিসম ক্ষমতাশালী চাণক্যকে প্রধানমন্ত্রী হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া এবং তাহাকে সেইপদে প্রতিষ্ঠিত করতঃ নকল নন্দের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া তাহার সমস্ত কার্য সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া শকটাল পুত্রদের বিরহে মুহ্যমান হইয়া অরণ্যে প্রস্থান করিল। (১১৭-১২৫)।

হে কাণভূতে, বিপ্রের মুখ হইতে এই কাহিনী শ্রবণ করতঃ 'সংসারে সমস্তই অনিত্য' এই কথা চিন্তা করিয়া শোকাপ্লুতচিত্তে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির দর্শন করিয়া তাহার প্রসাদে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল। হে বন্ধো, আমার পূর্বজন্মের কথা স্মরণপথে উদিত হইয়াছে।

দৈবাজ্ঞায় এই সুবৃহৎ কাহিনী তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। এখন আমি শাপমুক্ত হইতে চলিয়াছি এবং শীঘ্রই দেহ পরিত্যাগ করিব। তিনটি ভাষা বিস্মৃত অবস্থায় গুণাঢ্য নামক বিপ্র সশিষ্য এইস্থানে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি এখানে অবস্থান কর। মাল্যবান নামক সেই গণোত্তমও আমার পক্ষাবলম্বন করায় ক্রুদ্ধা দেবী কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া নরদেহ ধারণ করিয়াছে। আদিতে মহেশ্বর কর্তৃক কথিত এই কাহিনী তুমি তাহার নিকট বিবৃত করিলে তুমি ও সে, উভয়েই শাপমুক্ত হইবে। (১২৬-১৩১)।

কাণভূতিকে এইকথা বলিয়া বররুচি দেহত্যাগ করিবার নিমিত্ত পবিত্র বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করিল। গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে শাকাহারী এক তপস্বীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল এবং তাহার চক্ষুর সম্মুখে ঐ তপস্বীর হস্ত কুশবিদ্ধ হইলে যে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল বররুচি যাদুবলে তাহা রসে পরিণত করিয়া সকৌতুকে ঐ তপস্বীর অহংভাব পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইহা দেখিয়া তপস্বী বলিল, "অহো, আমি সিদ্ধিলাভ করিয়াছি"। তখন বররুচি ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহাকে বলিল, "আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তোমার রক্ত রসে পরিণত করিয়াছি, যেহেতু এখন পর্যন্তও হে তপস্বী, তুমি তোমার অহংভাব পরিত্যাগ করিতে পার নাই। জ্ঞানলাভের পথে অহংকার দুস্তর প্রতিবন্ধক। শত শত ব্রত সম্পাদন করিলেও জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ করা যায় না। স্বর্গের ক্ষণস্থায়ী সুখ মুক্তিকামীদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না, অতএব হে মুনিবর অহংকার পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান আহরণের প্রয়াস কর।' এইরূপে উপদিষ্ট হইলে সে বিনীত হইয়া বররুচির স্তুতি করিল এবং বররুচি বদরিকাশ্রমের সেই তপোবনের একটি নির্জন প্রান্তে প্রস্থান করিল। তথায় সে নরদেহ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত প্রগাঢ় ভক্তির সহিত কেবলমাত্র যে দেবী রক্ষা করিতে পারেন তাহার আশ্রয় ভিক্ষা করিল। তখন দেবী স্বীয়মূর্তিতে প্রকট হইয়া তাহাকে দেহত্যাগে সাহায্য করিবার নিমিত্ত অগ্নি হইতে যে তপশ্চর্যা উদ্ভূত হয় তাহার

রহস্য প্রকাশ করিলেন। বররুচি সেইরূপ তপস্যাদ্বারা নিজদেহ ভস্মসাৎ করিয়া স্বর্গবাসের নিমিত্ত প্রস্থান করিল এবং কাণভূতি গুণাঢ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাহার আগমনের প্রতীক্ষায় সেই বিন্ধ্যারণ্যে অপেক্ষা করিতে লাগিল। (১৩২-১৪১)

—ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেবভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের কথাপীঠ লম্বকের
পঞ্চম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক-সংখ্যা—১৪১
ক্রমিক শ্লোকসংখ্যা—৫০৬

ষষ্ঠ তরঙ্গ

অতঃপর মাল্যবান গুণাঢ্য নাম গ্রহণ করিয়া নরদেহে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে বিন্ধ্যবাসিনীদেবীর দর্শন মানসে শোকার্তচিত্তে তথায় আগমন করিল। সে সাতবাহন নৃপতির নিকট কর্মে নিযুক্ত থাকিবার সময় সংস্কৃত এবং অন্য দুইটি ভাষা ব্যবহার না করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল। দেবীর আদেশে সে কাণভূতির সহিত সাক্ষাৎ করিল। তখন অকস্মাৎ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় নিজের পূর্বকথা স্মরণে উদিত হইলে সে যে তিনটি ভাষা ব্যবহার করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল তাহা হইতে ভিন্ন পৈশাচী ভাষায় নিজের নাম প্রকাশ করিয়া কাণভূতিকে বলিল, 'হে সখে, যাহাতে আমরা উভয়ে শাপমুক্ত হইতে পারি সেই নিমিত্ত তুমি পুষ্পদন্তের নিকট যে কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলে সত্বর তাহা আমার নিকট বিবৃত কর।' এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার সম্মুখে প্রণত হইয়া কাণভূতি নিবেদন করিল, 'মহাত্মন্, আমি আপনাকে তাহা বলিব। কিন্তু জন্ম হইতে অদ্যাবধি আপনি যাহা যাহা করিয়াছেন তাহা শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহা বলুন।' কাণভূতি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া গুণাঢ্য বলিতে লাগিল (১-৭)—

গুণাঢ্যের কাহিনী

প্রতিষ্ঠান রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত নামক একটি নগরী আছে। তথায় একদা সোমশর্মা নামক বিপ্রবর বাস করিতেন। সখে, তাহার বৎস ও গুল্ম নামক দুইটি পুত্র ছিল এবং শ্রুতার্থানামা তৃতীয় একটি কন্যা সন্তানও হইয়াছিল। কালক্রমে সেই বিপ্র এবং তাহার ভার্য্যা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে ভগিনীর প্রতিপালনের নিমিত্ত মাত্র ঐ দুইটি ভ্রাতা জীবিত রহিল। ভগিনী অচিরে গর্ভবতী হইলে বৎস এবং গুল্ম একে অপরকে সন্দেহ করিতে লাগিল কারণ তাহারা ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ ভগিনীর সংশ্রবে আসে নাই। তাহারা কি ভাবিতেছে ইহা অনুমান করিয়া শ্রুতার্থা ভ্রাতাদের বলিল, 'তোমরা অন্যায় সন্দেহ করিও না, তোমাদের সত্যকথা বলিব, শ্রবণ কর। নাগরাজ বাসুকির ভ্রাতার কীর্তিসেন নামক এক কুমার আছেন। আমি যখন স্নান করিতে গমন করিতেছিলাম তখন তিনি মদনবাণে জর্জরিত হইয়া নিজের নাম ও বংশের পরিচয় প্রদান করিয়া আমাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করিয়া ভার্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার দ্বারাই আমি গর্ভবতী হইয়াছি।' ভগিনীর কথা শ্রবণ করিয়া বৎস ও গুল্ম বলিল 'কি করিয়া আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি?'(৮-১৫)। তখন সে নাগকুমারকে মনে মনে স্মরণ করিতেই নাগকুমার উপস্থিত হইয়া বৎস ও

গুল্মকে বলিল, 'তোমাদের ভগিনীকে আমি বাস্তবিকই ভার্যাত্বে বরণ করিয়াছি। এই নারী স্বর্গের একটি উত্তমা অপ্সরী, অভিশপ্ত হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তোমরাও ইহার ন্যায় শাপান্বিত হইয়া মর্তে আসিয়াছ। কিন্তু তোমাদের ভগিনীর অবশ্যই একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে এবং তখন তোমরা এবং তোমাদের ভগিনী শাপমুক্ত হইবে।' এই কথা বলিয়া সে অন্তর্হিত হইলে কিয়দ্দিবসান্তে শ্রুতার্থার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। হে সখে, আমিই সেই পুত্র। সেই মুহূর্তে আকাশ হইতে এক দিব্যবাণী হইল, '—এই সন্তানটি একটি গণের অবতার, জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং গুণাঢ্য নামে পরিচিত হইবে।' শাপমুক্ত হওয়ায় আমার মাতা এবং মাতুলেরা পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন এবং আমি শোকে অধীর হইয়া পড়িলাম। (১৬-২১) অল্প বয়স্ক বালক হওয়া সত্ত্বেও আমি স্বাবলম্বী হইয়া বিদ্যালাভার্থে দক্ষিণাপথে গমন করিলাম। তথায় সর্ববিদ্যায় পারঙ্গম ও খ্যাতিমান হইয়া নিজের গুণ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত স্বীয় জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিলাম। দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর সুপ্রতিষ্ঠিত নগরে শিষ্য পরিবৃত হইয়া প্রবেশ করিয়া তথায় একটি অপূর্ব দৃশ্য দেখিলাম। কোথাও উদ্গাতারা সামবেদোক্ত স্তুতি যথাবিধি গান করিতেছেন, কোথাও বা ব্রাহ্মণগণ পবিত্র শাস্ত্র বিচার করিতেছেন, এবং কোন স্থানে জুয়াড়িরা 'দ্যূতকলায় অভিজ্ঞব্যক্তিগণ বহু ধনের অধিকারী হইতে পারে' এই কথা বলিয়া দ্যূত ক্রীড়ার প্রশংসা করিতেছে। আবার একদল বণিক যখন নিজেদের বণিকবৃত্তির কলাকৌশল আলোচনা করিতেছেন তখন তাহাদের মধ্য হইতে একটি বণিক বলিতে লাগিল (২২-২৭)—

মূষিক বণিকের কথা

সংযমী পুরুষ যে অর্থদ্বারা অর্থ উপার্জন করিতে পারে তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। কিন্তু বহুপূর্বেই আমি অর্থ ব্যতীত শ্রীলাভ করিয়াছিলাম। আমার জন্মের পূর্বেই আমার পিতৃবিয়োগ হয় এবং দুষ্ট আত্মীয়েরা আমার মাতার সমস্ত ধন আত্মসাৎ করে। তাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া অজাত-পুত্রের নিরাপত্তার নিমিত্ত তিনি আমার পিতৃবন্ধু কুমারদত্তের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় সেই সতীসাধ্বী তাঁহার ভবিষ্যৎ পোষক আমাকে জন্মদান করিলেন এবং নানাপ্রকার শ্রমসাধ্য কার্যনির্বাহ করিয়া আমাকে ভরণ-পোষণ করিতে লাগিলেন। নিজের নিদারুণ দারিদ্র্যে পীড়িত হইয়া তিনি জনৈক উপাধ্যায়কে আমাকে লিপিকৌশল এবং গণিত-শাস্ত্রশিক্ষা দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, 'তুমি বণিকপুত্র, এখন তোমার বণিকবৃত্তি অবলম্বন করার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই বিশাখিল রাজ্যে একজন মহাধনী বণিক বাস করেন। তিনি সদ্বংশজাত দরিদ্র-দিগকে অর্থ ধার দিয়া থাকেন। তুমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া কিঞ্চিৎ ধন যাচঞা

কর।' আমি তাঁহার গৃহে গমন করিয়া দেখিলাম যে তিনি সেই মুহূর্তে বিশাখিল রাজ্যের এক বণিকপুত্রকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন, 'ভূতলে পতিত এই মৃত মূষিককে অবলোকন কর, কুশলী ব্যক্তি উহাদ্বারাও ধন উপার্জন করিতে পারে। আর, রে, অপদার্থ, আমি তোকে যে এক রাশ দীনার দিয়াছিলাম তাহা বর্ধিত করা দূরে থাকুক তাহা রক্ষা করিতেও অপারগ হইয়াছিস্।' এই কথা শ্রবণমাত্র আমি সেই বিশাখিলবাসীকে বলিলাম, '—আমি আপনার নিকট হইতে এই মূষিকটি আগাম অর্থ হিসাবে গ্রহণ করিতেছি।' এই কথা বলিয়া আমি সেই মূষিকটিকে হস্তদ্বারা উত্তোলন করিয়া তাহাকে একটি লিখিত রসিদ দিলে তিনি সহাস্যে তাহা পেটিকাভ্যন্তরে রাখিলেন এবং আমিও প্রস্থান করিলাম। (২৮-৩৯)। দুই মুষ্টি ছোলা মূল্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়া আমি এক বণিকের নিকট তাহার মার্জারের আহার্য হিসাবে উহা বিক্রয় করিলাম। সেই চানা পিষ্ট করিয়া এবং এক কলসী জল লইয়া আমি নগরের বহির্দেশে একটি ছায়ানিবিড় চত্বরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অতিশয় ভদ্রতাসহকারে একদল কাঠুরিয়াকে সেই চানা ও জল প্রদান করিলে তাহারা প্রত্যেকে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ সন্তুষ্ট চিত্তে আমাকে দুইখণ্ড করিয়া কাষ্ঠ প্রদান করিল। আমি সেই কাষ্ঠখণ্ডগুলি বিপণীতে বিক্রয় করিয়া যে মূল্য পাইতাম তাহার কিয়দংশদ্বারা ছোলা ক্রয় করিয়া দ্বিতীয় দিবসে আবার পূর্বের ন্যায় কাঠুরিয়াদিগের নিকট হইতে কাষ্ঠখণ্ড সংগ্রহ করিলাম। প্রত্যহ আমি এইরূপে মূলধন সংগ্রহ করিতে লাগিলাম এবং তিনদিন ঐ কাঠুরিয়াদিগের নিকট হইতে কাষ্ঠ ক্রয় করিলাম। অতঃপর সহসা অতিবৃষ্টিতে কাষ্ঠের অভাব উপস্থিত হইলে আমি ঐ কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া বহুশত পণ উপার্জন করিলাম। সেই ধনদ্বারা আমি একটি বিপণী স্থাপন করিয়া বাণিজ্য করিতে করিতে স্বীয় বুদ্ধিবলে এখন প্রভূত বিত্তশালী হইয়াছি। একটি স্বর্ণমূষিক নির্মাণ করিয়া আমি সেই বিশাখিলবাসীকে প্রদান করিলে তিনি আমাকে তাহার কন্যার সহিত পরিনয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। এই হেতু আমি জগতে 'মূষিক' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছি। এইরূপে কপর্দকবিহীন অবস্থা হইতে আমি বিত্তশালী হইয়াছি। এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া সেখানে উপস্থিত বণিকগণ অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল। প্রাচীর বিহীন স্থলে দোদুল্যমান আলেখ্য দেখিলে কাহার চিত্তপটে বিস্ময় না উদিত হয়? (৪০-৫০)।

সামবেদগায়ক এবং গণিকাগণের কাহিনী

অন্যত্র এক সামবেদ গায়ক দ্বিজ অষ্ট-স্বর্ণমুদ্রা উপহার-স্বরূপ প্রাপ্ত হইলে এক ঠগ তাহাকে নিম্নোক্ত উপদেশ প্রদান করিল। —'ব্রাহ্মণ বলিয়া তুমি এমনিতেই অনেক ধন প্রাপ্ত হও। এখন ওই স্বর্ণমুদ্রাদ্বারা সংসারের হালচাল শিক্ষা করিয়া বিদগ্ধ

হও।' সেই মূর্খ বলিল, 'কে আমাকে শিক্ষা দিবে?' সেই ঠগ বলিল, 'চতুরিকা নাম্নী গণিকার গৃহে গমন কর।' বিপ্র বলিল, 'তথায় গমন করিয়া আমাকে কি করিতে হইবে?' ঠগ বলিল, 'স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া তাহার সন্তোষ উৎপাদন করতঃ কিছু সামও তাহাকে প্রদান করিও।' এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই সামগাথা গায়ক ত্বরিৎগতিতে চতুরিকার আলয়ে উপস্থিত হইলে তাহার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সেই রমণী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং সে একটি আসনে উপবিষ্ট হইল। বিপ্র তাহাকে স্বর্ণ প্রদান করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'আমাকে এই মুদ্রার বিনিময়ে সংসারের হালচাল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিক্ষাদান কর।' সেই কথা শ্রবণ করিয়া তথায় উপস্থিত ব্যক্তিরা হাস্য করিয়া উঠিল। সে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা গোকর্ণের আকারে রবাব প্রস্তুত করিয়া বৃহৎ মূর্খের ন্যায় তারস্বরে সামগান আরম্ভ করিলে সেই গৃহে অবস্থিত সকলবিটেরা সেই হাস্যকর ব্যাপার দেখিতে একত্রিত হইল। তাহারা বলিল, 'কোথা হইতে শৃগালটি ভ্রমবশতঃ এইস্থানে প্রবেশ করিয়াছে? আইস, গলদেশে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিয়া উহাকে বিদায় করি।' অর্দ্ধচন্দ্রকে ঐ আকারের শর মনে করিয়া মস্তক ছিন্ন হইবার ভয়ে সে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া, 'সংসারের হালচাল আয়ত্ব করিয়াছি' —এইরূপ চিৎকার করিতে করিতে সেই গৃহ হইতে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হইল। অতঃপর তাহাকে যে ঐ স্থানে প্রেরণ করিয়াছিল সেই ব্যক্তির সকাশে উপস্থিত হইয়া তাহার নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে সে বলিল, 'তুমি ঐ স্থানে গমন করিয়া খুনসুটি করিবে, সামগান বলিতে আমি তোমাকে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম। ঐ স্থানে বেদবিদ্যা প্রকাশ করিবার পরিবেশ কোথায়? আমার মনে হয় প্রকৃত কথা এই যে, মস্তিষ্কে বেদ ঢুকিলে মানুষ মূর্খত্ব প্রাপ্ত হয়।" এই কথা বলিয়া হাস্য করিতে করিতে সেই ঠগ গণিকার আলয়ে উপনীত হইয়া তাহাকে বলিল, —'ঐ দ্বিপদ গরুটিকে তাহার সুবর্ণতৃণ প্রত্যর্পণ কর।' সেই রমণী সহাস্যে বিপ্রকে তাহার মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিলে 'যেন পুনর্জন্ম লাভ হইয়াছে' এইরূপ ধারণা করিয়া সে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। (৫১-৬৪)

গুণাঢ্যের কাহিনী

এইরূপে পদে-পদে কৌতূহলোদ্দীপক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতে করিতে আমি ইন্দ্রপুরীসম রাজার প্রাসাদে আগমন করিলাম। আমার আগমনবার্তা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত আমার শিষ্যরা অগ্রে গমন করিল এবং আমি রাজসভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম শর্ববর্মা এবং অন্যান্য মন্ত্রীগণ পরিবেষ্টিত নৃপতি সাতবাহন অমরগণ পরিবেষ্টিত বাসবের ন্যায় রত্নালঙ্কার-খচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছেন। নৃপতিকে আশীর্বাদ করিয়া এবং তৎকর্তৃক সম্মানিত হইয়া আমি আসনগ্রহণ করিলে

শর্ববর্মা ও অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ আমাকে প্রশংসা করিয়া বলিল, 'রাজন্, এই মহাত্মা জগতে সর্ববিদ্যাপারঙ্গম বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং ইহার গুণাঢ্য নাম বাস্তবিকই সার্থক্ হইয়াছে।' আমি এইরূপে মন্ত্রীবর্গদ্বারা প্রশংসিত হইলে সাতবাহন প্রীত হইয়া অবিলম্বে আমাকে মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত করিল। আমি দার পরিগ্রহ করিয়া রাজকার্য সম্পাদন করিতে লাগিলাম এবং শিষ্যদিগের অধ্যাপনা করিয়া তথায় সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলাম।

একদা কৌতূহলবশে গোদাবরী তটে ভ্রমণ করিতে করিতে ভূতলে নন্দনবন সদৃশ্য দেবীকৃতি নামক একটি অতি রমণীয় উদ্যান দেখিতে পাইয়া উদ্যানপালককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি করিয়া এই উদ্যানটি এখানে হইল?' সে বলিল, 'মহাত্মন্, প্রাচীন লোক মুখে শুনিয়াছি যে বহুপূর্বে একজন মৌনী ও নিরাহারী দ্বিজ মন্দিরসহ এই দিব্য উদ্যান নির্মাণ করিলে ব্রাহ্মণগণ কৌতূহলী হইয়া, এইস্থানে সমবেত হইয়া ঐ দ্বিজকে বারংবার সনির্বন্ধ প্রশ্ন করিলে তিনি ইহার বৃত্তান্ত এইরূপ বলিয়াছিলেন: (৬৫-৭৬)।

মায়া উদ্যানের কাহিনী

এই প্রদেশে নর্মদানদের তটে অবস্থিত ভরুকচ্ছ নামে একটি স্থান আছে। আমি তথায় দ্বিজরূপে জন্মগ্রহণ করি। কিন্তু আমি অলস ও দরিদ্র ছিলাম বলিয়া আমাকে পূর্বে কেহ ভিক্ষা দিত না। আমি বিরক্ত হইয়া এবং জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে বিন্ধ্যপর্বতবাসিনী দেবী দুর্গার মন্দিরে উপনীত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করতঃ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, 'লোকেরা এই বরদাত্রীদেবীর সন্তুষ্টিবিধানের নিমিত্ত পশুবলি প্রদান করে, আমি হতভাগ্য মূর্খ পশু, নিজেকেই বলি দিব।' এইরূপ সংকল্প করিয়া আমি নিজ মস্তক ছেদনের নিমিত্ত একটি খড়্গ হস্তে লইলাম। তৎক্ষণাৎ সেই দেবী করুণাপরবশ হইয়া স্বয়ং আমাকে বলিলেন, "বৎস তুমি সিদ্ধিলাভ করিয়াছ, আত্মঘাতী হইও না, আমার সমীপে অবস্থান কর।' দেবীর বরে আমার দিব্য ভাবের উদয় হইল। সেই দিবস হইতে আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা লুপ্ত হইল। ঐ স্থানে থাকিবার সময় একদা স্বয়ং দেবী আমাকে আদেশ করিলেন, 'বৎস, তুমি প্রতিষ্ঠানে গমন করিয়া একটি সুরম্য উদ্যান নির্মাণ কর।' এই কথা বলিয়া দেবী আমাকে স্বর্গীয় বীজ প্রদান করিলে দেবীর ইচ্ছামত আমি এই স্থানে আগমন করিয়া তাঁহারই শক্তি-প্রভাবে এই সুন্দর উদ্যানটি নির্মাণ করিয়াছি। তোমরা সযত্নে ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিও। —এই কথা বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। দেব, এই প্রকারে পুরাকালে দেবীকর্তৃক এই উদ্যানটি রচিত হইয়াছিল।

দেবীর অনুগ্রহের এই কাহিনী উদ্যানপালকের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গৃহে গমন করিলাম।

গুণাঢ্যের নিকট হইতে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কাণভূতি তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, 'নৃপতির কেন সাতবাহন নাম হইল?' গুণাঢ্য তখন উত্তর করিল, 'আমি বলিতেছি তুমি শ্রবণ কর।' (৭৭-৮৭)।

সাতবাহনের ইতিকথা

দ্বীপিকর্ণি নামে এক ক্ষমতাশালী ভূপতি ছিলেন। তাঁহার শক্তিমতি নামক প্রাণাধিক প্রিয় ভার্যা ছিল। একদিন উদ্যানে সুপ্তাবস্থায় রাজ্ঞী সর্প কর্তৃক দংশিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রাজা যদিও অপুত্রক ছিলেন তথাপি রাজ্ঞীর কথা মনে করিয়া আমৃত্যু ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করিলেন। অতঃপর একদা চন্দ্রমৌলী শিব তাহাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন, 'অরণ্যে ভ্রমণ করিবার কালে তুমি সিংহারূঢ় একটি বালককে দর্শন করিবে। তাহাকে গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিও। এই বালকই তোমার পুত্র হইবে।' রাজা উৎফুল্লচিত্তে জাগরিত হইলেন এবং স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া একদিন মৃগয়াব্যপদেশে দূরস্থিত অটবীতে প্রবেশ করিলেন। মধ্যাহ্নে রাজা একটি পদ্মদীঘির তীরে সিংহারূঢ় তপনকান্তি বালকের দর্শন লাভ করিলেন। সিংহটি বারিপানার্থ বালকটিকে নিম্নে অবতরণ করাইলে রাজা স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া একটি শরক্ষেপণ করিয়া সিংহটিকে হত্যা করিলে অকস্মাৎ পশুটি সিংহের আকার ত্যাগ করিয়া মনুষ্যরূপ ধারণ করিল। নৃপতি কর্তৃক 'কি ব্যাপার, আমাকে বল' এইরূপ পৃষ্ট হইয়া সে উত্তর করিল, "রাজন্, আমি ধনপতি কুবেরের অনুচর সাত নামক যক্ষ। বহু পূর্বে আমি গঙ্গায় স্নানরতা এক মুনিকন্যার দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। সেও আমাকে দেখিয়া আমারই মত মন্মথবানে জর্জরিত হইয়াছিল। তাহাকে আমি গান্ধর্বমতে বিবাহ করিলে তাহার আত্মীয়স্বজন ক্রুদ্ধ হইয়া এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিল, 'রে পাপাত্মারা! তোরা নিজেরা যাহা ভাল বুঝিয়াছিস্ তাহা করিয়াছিস্। তোরা দুইজনে সিংহ হইবি (৮৮-৯৯)।' মুনিরা অবশ্য বিধান করিলেন যে সন্তানের জন্ম হইলেই ঐ কন্যার শাপমুক্তি হইবে কিন্তু আমার আরও কিছুকাল ভুগিতে হইবে যে পর্যন্ত না তোমার শরাঘাতে আমার মৃত্যু হয়। অতএব আমরা একজোড়া সিংহ হইলাম এবং কালক্রমে সে গর্ভবতী হইয়া একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আমি অন্যান্য সিংহীদের দুগ্ধে উহাকে প্রতিপালন করিয়াছি। অহো, আমার কি সৌভাগ্য। আজ তোমার শরাঘাতে আমি শাপমুক্ত হইলাম। এই মহান্ পুত্রটিকে গ্রহণ কর, তোমাকে দান করিতেছি। বহুপূর্বে মুনিরা এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।" এই কথা বলিয়া সাত নামক গুহ্যক অন্তর্হিত হইলে রাজা বালকটিকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সাতের পৃষ্ঠে আরোহণ করিত বলিয়া ঐ বালকের নাম 'সাতবাহন' হইল এবং রাজা তাহাকে নিজের রাজ্যে

রাখিলেন। অতঃপর রাজা দ্বীপিকর্ণ অরণ্যবাসে গমন করিলে সাতবাহন সমগ্র ভূমণ্ডলের সার্বভৌম নরপতি হইলেন।

কাণভূতির প্রশ্নোত্তরের মধ্যে এই কাহিনী বিবৃত করিয়া প্রাজ্ঞ গুণাঢ্য পুনরায় মূল কাহিনী আরম্ভ করিল। (১০০-১০৭)।

গুণাঢ্যের কাহিনী

অতঃপর একদা বসন্তোৎসবের সময়ে নৃপতি সাতবাহন, দেবীকর্তৃক বিরচিত যে উদ্যানের কথা আমি পূর্বে বলিয়াছি, তাহা দর্শন করিতে গমন করিলেন। নন্দন-কাননে ইন্দ্রের মত তিনিও ঐ উদ্যানে বহুক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া ভার্যাদের সহিত জলক্রীড়া করিবার মানসে সরোবরে অবগাহন করিলেন। হস্তী যেমন হস্তিনীদের দ্বারা জলাপ্লুত হয় তিনিও সেইরূপ তাঁহার প্রিয়াদের উপর ক্রীড়াচ্ছলে হস্তদ্বারা জলসিঞ্চন করিলে রাজ্ঞীরাও তাঁহার গাত্রে জলসিঞ্চন করিল। জলদ্বারা ধৌত হওয়াতে তাঁহার ভার্যাদের অঞ্জনলিপ্ত নেত্র ঈষৎ তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছিল এবং সংলগ্নবস্ত্রের ভিতর দিয়া তাহাদের গাত্রের বিভাজন প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তাহারা প্রবল বেগে রাজার উপর জলনিক্ষেপ করিতেছিল। বায়ুতাড়িত হইয়া লতা যেরূপ অরণ্যে পুষ্প-ভ্রষ্ট হয় তাহার পত্নীরাও তদ্রূপ কপালের তিলক এবং অঙ্গের অলংকার বিমুক্ত হইয়া নিকটস্থ গুল্মচ্ছাদনের আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদের মধ্যে শিরীষ পুষ্পের ন্যায় সুকোমল দেহধারী স্তনভারে প্রপীড়িতা একজন মহিষী জলকেলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। নৃপতির জলসিঞ্চন অসহ্য হওয়াতে সে রাজাকে বলিল, 'দেব মোদকৈঃ পরিতাড়য়'। রাজা অবিলম্বে বহু মোদক (মিষ্টান্ন) আনয়ন করাইলেন। মহিষী উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, 'রাজন্, আমরা মোদকদ্বারা জলের ভিতর কি করিব? আমার দিকে উদক আর নিক্ষেপ করিবেন না--আমি এই কথাই বলিয়াছিলাম। আপনি কি মা এবং উদক শব্দের সন্ধি জ্ঞাত নহেন? ব্যাকরণের সেই প্রকরণ কি আপনার পাঠ করা হয় নাই? আপনি কি এতই মূর্খ?' শব্দশাস্ত্রে পারদর্শিনী রাজ্ঞী এই কথা বলিলে অনুচরেরা হাস্য করিয়া উঠিল এবং রাজা অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ জলক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্বক অপমানিত রাজা সকলের অলক্ষ্যে নতশিরে চিন্তাকুলিত চিত্তে প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন (১০৮-১১৯)। আহার ও বিলাস-ব্যসনে বীতরাগ হইয়া, প্রশ্ন করা হইলেও নিরুত্তর থাকিয়া তিনি চিত্রের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। এবং 'পাণ্ডিত্য অর্জন করিব অথবা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব' এইরূপ চিন্তা করতঃ শোকাকুলিতচিত্তে শয়ন করিয়া রহিলেন। অকস্মাৎ রাজা কেন এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন?--পরিজনেরা এই কথা চিন্তা করিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। যখন দিবা অবসান হইয়া আসিতেছে তখন রাজার এই অবস্থার কথা

আমার ও শর্ববর্মার গোচরীভূত হইল। রাজা তখনও অশান্ত অবস্থায় রহিয়াছেন দেখিয়া রাজহংস নামক রাজভৃত্যকে আহ্বান করা হইল। —'রাজার স্বাস্থ্য কিরূপ আছে?' আমরা তাহাকে এই প্রশ্ন করিলে সে বলিল, 'নৃপতিকে পূর্বে কখনও এইরূপ মনমরা অবস্থায় দেখি নাই। অন্যান্য মহিষীরা সক্রোধে আমাকে বলিয়াছেন যে বিষ্ণুশক্তির কন্যার মিথ্যা পাণ্ডিত্যদ্বারা তিনি অপমানিত হইয়াছেন।' রাজভৃত্যের মুখ হইতে নির্গত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি ও শর্ববর্মা উভয়েই হতাশ হইয়া চিন্তা করিলাম, 'রাজার যদি দৈহিক পীড়া হইত তবে চিকিৎসক নিযুক্ত করা যাইত, কিন্তু তাঁহার মানসিক পীড়ার কারণ নির্ধারণ করা অসম্ভব। এই রাজ্যে কোনও শত্রু নাই যাহার কণ্টক উন্মূলিত হয় নাই। প্রজারাও তাঁহার অনুরক্ত। কোন কিছুরই অভাব নাই। তবুও রাজা অকস্মাৎ কেন এত বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছেন?' আমরা যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলাম তখন শর্ববর্মা বলিল, "আমি ইহার কারণ অবগত আছি। রাজা নিজেকে মূর্খ মনে করিয়া সর্বদা দুঃখিত থাকেন এবং ব্যুৎপত্তি অর্জন করিবার মানসে বলেন যে 'আমি মহামূর্খ।' আমি বহুপূর্বেই নৃপতির এই বাঞ্ছার কথা অবগত হইয়াছিলাম এবং এখন শোনা গেল যে তিনি রাজ্ঞী কর্তৃক অপমানিত হইয়াছেন।" সমস্ত রাত্র এইকথা আমরা পরস্পর আলোচনা করিলাম এবং প্রাতঃকালে ভূপতির স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলাম.(১২০-১৩৩)। যদিও সেখানে কাহাকেও প্রবেশ করিতে না দিবার কঠোর আদেশ ছিল তবুও আমি অতিকষ্টে সেখানে প্রবেশ করিলাম এবং শর্ববর্মাও সত্বর আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিল। আমি রাজার সন্নিকটে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিলাম, 'হে রাজন্, বিনা কারণে কেন আপনি বিষাদমগ্ন হইয়া আছেন?' এই প্রশ্ন শ্রবণ করা সত্ত্বেও নৃপতি সাতবাহন নীরব রহিলেন। তখন শর্ববর্মা এই অদ্ভুত বাক্য বলিতে লাগিল, "হে রাজন্, বহুপূর্বে আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'আমাকে শিক্ষিত কর'। এই কথা মনে করিয়া আমি গত রাত্রে স্বপ্ন দেখিবার নিমিত্ত একটি উপায় নির্ধারণ করিয়াছিলাম। অতঃপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে জনৈক দিব্যপুরুষ স্বর্গ হইতে পতিত একটি পদ্মপুষ্পের দল উন্মোচন করিলে তাহা হইতে শুক্লাম্বর পরিহিতা এক দিব্য রমণী নির্গত হইয়া অবিলম্বে আপনার বদনে প্রবেশ করিল। এ পর্যন্ত দেখিয়াই আমি জাগ্রত হইলাম। আপনার মুখে যে সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রবেশ করিয়াছেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।" শর্ববর্মা স্বপ্নের বৃত্তান্ত এইরূপে প্রকাশ করিলে রাজা মৌনভঙ্গ করিয়া অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত আমাকে বলিলেন, 'আমাকে বলুন কত অল্প সময়ে যত্নপূর্বক শিক্ষাদান করিলে একজন পুরুষ বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ হয়? জ্ঞানশূন্য হইয়া এই রাজৈশ্বর্যে আমার কোনও আকর্ষণ নাই। ক্ষমতা ও বৈভব দ্বারা মূর্খ কি করিবে? উহারা কাষ্ঠখণ্ডে আরোপিত অলঙ্কারের ন্যায়।' তখন আমি

বলিলাম, 'রাজন্, সর্ববিদ্যার প্রবেশদ্বার স্বরূপ ব্যাকরণ অধিগত করিতেই একজনের দ্বাদশবৎসর লাগিবে। কিন্তু, দেব, আমি আপনাকে ছয় বৎসরেই উহা শিখাইয়া দিব।' শর্ববর্মা এই কথা শ্রবণ করিয়া ঈর্ষাপরবশ হইয়া আচম্বিতে বলিয়া উঠিল, 'সুখে লালিত পালিত ব্যক্তি কি করিয়া ঐ মত দীর্ঘকাল কষ্ট স্বীকার করিতে পারিবে? অতএব রাজন্, আমি আপনাকে ছয় মাসের মধ্যেই ব্যাকরণ শিখাইয়া দিব।' (১৩৪-১৪৬)। এই অসম্ভব প্রতিশ্রুতি শ্রবণ করিয়া আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, 'যদি তুমি ছয় মাসের মধ্যে ভূপতিকে শিক্ষিত করিতে পার তবে আমি সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং কথ্যভাষা যাহা মনুষ্যসমাজে প্রচলিত, এই তিনটি ভাষার ব্যবহারই পরিত্যাগ করিব।' শর্ববর্মা প্রত্যুত্তরে বলিল 'যদি আমি ইহা করিতে না পারি, তবে আমি শর্ববর্মা, দ্বাদশবর্ষ তোমার পাদুকাদ্বয় আমার মস্তকে বহন করিব।' এই কথা বলিয়া সে নিষ্ক্রান্ত হইলে আমিও গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম। আমাদের দুইজনের মধ্যে একজনের দ্বারা তাঁহার কার্যসিদ্ধি হইবে এই কথা মনে করিয়া রাজাও আশ্বস্ত হইলেন। এখন শর্ববর্মা তাহার প্রতিজ্ঞাপূরণ করিতে হইবে ইহা বুঝিতে পারিয়া এবং কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া নিজের পত্নীকে সমস্ত কথা বলিলে সে দুঃখিত হইয়া তাহাকে বলিল, 'প্রভো, এই কঠিন ব্যাপারে দেব কার্তিকেয়ের অনুগ্রহ ব্যতীত, আপনার সফল হইবার আর কোনও উপায় নাই।' 'ঠিক কথাই বলিয়াছ,' ইহা বলিয়া শর্ববর্মা তাহা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। অতঃপর নিশার শেষ প্রহরে উপবাস করিয়া শর্ববর্মা মন্দিরের দিকে যাত্রা করিল। গুপ্তচরদিগের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমি প্রাতঃকালে নৃপতির নিকট ইহা নিবেদন করিলে তিনি 'কি হইবে' ইহা ভাবিতে লাগিলেন। তখন সিংহগুপ্ত নামক একজন বিশ্বস্ত রাজপুত তাহাকে বলিল, "হে রাজন্, আপনার বিমর্ষতার কথা জ্ঞাত হইয়া আমি হতাশ হইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্তপূর্বক যখন আপনার সুখ-সমৃদ্ধির আশায় দেবীচামুণ্ডার সমীপে আমার শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম তখন দৈববাণী হইল, 'ঐ কর্ম করিও না, রাজার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।' সুতরাং আমার মনে হইতেছে আপনি নিশ্চয়ই সফলতা লাভ করিবেন।" এই কথা বলিয়া সিংহগুপ্ত রাজার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শর্ববর্মার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুইটি চর প্রেরণ করিল (১৪৭-১৬৮)। শর্ববর্মা বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্বক অবশেষে দেব কার্তিকেয়ের মন্দিরে উপস্থিত হইল। সেখানে শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তপস্যাদ্বারা কার্তিকেয়ের তুষ্টিবিধান করিলে তিনি তাহার ইচ্ছাপূরণ করিলেন। গুপ্তচরদ্বয় প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজাকে মন্ত্রীর সাফল্যের সংবাদ নিবেদন করিলে রাজা উৎফুল্ল হইলেন এবং আমি হতাশ হইলাম—মেঘদর্শনে চাতক যেরূপ প্রফুল্ল হয় এবং হংস যেরূপ বিষাদগ্রস্থ হয়। কার্তিকেয়ের কৃপায় সফলতালাভ করিয়া

শর্ববর্মা প্রত্যাবর্তন করিল এবং স্মরণমাত্রই সমস্তবিদ্যা আবির্ভূত হইলে নৃপতি সাতবাহন সর্ববিদ্যা অধিগত করিলেন। পরমেশ্বরের কৃপায় কি না হয়? রাজা সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হওয়াতে রাজ্যে উৎসবের ধূম পড়িয়া গেল। বহুদিন ধরিয়া এই উৎসব চলিল। প্রতি গৃহে পতাকা উত্তোলিত হইল। তাহারা বায়ুভরে কম্পিত হইলে মনে হইল যেন নৃত্য করিতেছে। নৃপতি শর্ববর্মাকে রাজোচিত বহুধনরত্ন প্রদান করিয়া সম্মানিত করিলেন এবং তাহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহার পদে নত হইলেন। শর্ববর্মা নর্মদাতীরে অবস্থিত ভরুকচ্ছ রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। রাজদূত সিংহগুপ্ত তাহার গুপ্তচর প্রমুখাৎ ষড়ানন প্রদত্ত বরের কথা প্রথমে শ্রবণ করিয়াছিল, নৃপতি তাহার প্রতি অতিশয় তুষ্ট হইয়া তাহাকে নিজের মত ঐশ্বর্য ও শক্তিতে ভূষিত করিলেন। তাহার বিদ্যালাভের কারণ বিষ্ণুশক্তির কন্যা সেই মহিষীকেও প্রীতিবশতঃ রাজা অন্যান্য সমস্ত মহিষীদিগের উপরে স্থান প্রদান করিয়া নিজহস্তে অভিষিক্ত করিলেন। (১৫৯-১৬৭)।

—ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেবভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎ সাগরের কথাপীঠলম্বকের
ষষ্ঠ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা—১৬৭
ক্রমিকসংখ্যা—৬৭৩

সপ্তম তরঙ্গ

গুণাঢ্যের কাহিনী

অতঃপর আমি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া রাজার সমীপে উপস্থিত হইলে একটি বিপ্র স্বরচিত শ্লোক আবৃত্তি করিল এবং নৃপতিও স্বয়ং শুদ্ধ সংস্কৃত-ভাষায় তাহার সহিত কথা বলিলেন। এতদ্দর্শনে রাজসভায় সমাগত ব্যক্তিরা আহলাদিত হইল। তখন রাজা শর্ববর্মাকে ভক্তিসহকারে বলিলেন, "আপনি কি প্রকারে দেবতার অনুগ্রহ লাভ করিলেন তাহা বর্ণনা করুন।' শর্ববর্মা তখন কার্তিকেয়ের কৃপা কি উপায়ে লাভ করিয়াছিল সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল :

নবব্যাকরণের উৎপত্তি

হে রাজন্, আমি এই স্থান হইতে মৌনী ও উপবাসী হইয়া যাত্রা করিলাম। যাত্রা শেষে তপঃক্লেশে আমার দেহ শীর্ণ হইয়াছিল এবং আমি ক্লান্ত হইয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইলাম। আমার স্মরণ হইতেছে, তখন বর্শা হস্তে একটি পুরুষ আমাকে পরিস্কার বলিলেন, 'বৎস, উত্থিত হও, সমস্তই তোমার অনুকূল হইবে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি সেইক্ষণে যেন অমৃতসিক্ত হইলাম। আমি জাগ্রত হইলাম, আমার ক্ষুৎপিপাসা লোপ পাইল এবং আমি সুস্থ বোধ করিতে লাগিলাম। ভক্তিভরে আকুলচিত্তে আমি দেবায়তনের নিকটে উপস্থিত হইলাম এবং স্নান সমাপনান্তে উন্মনা হইয়া দেবতার গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলাম। তখন প্রভু স্কন্দ আমাকে দর্শনদান করিলেন এবং সরস্বতী স্বীয় মূর্তিতে প্রকটিত হইয়া আমার আননে প্রবেশ করিলেন। দেবতা আবির্ভূত হইয়া তাঁহার কমল-সদৃশ ষড়াননে, 'সিদ্ধোবর্ণ সমাম্নায়' এই সূত্রটি আবৃত্তি করিলেন (১-১০)। তাহা শ্রবণ করিয়া আমিও মনুষ্যসুলভ চপলতাবশতঃ পরের সূত্রটি অনুমান করিয়া তাহা স্বয়ং আবৃত্তি করিলাম। দেবতা তখন বলিলেন, "তুমি যদি ইহা না বলিতে তাহা হইলে এই ব্যাকরণ—পাণিনিকে অতিক্রম করিত। এখন এই ব্যাকরণ সংক্ষিপ্ততা হেতু 'কাতন্ত্র' এবং আমার বাহন ময়ূরের পুচ্ছের নামে 'কালাপক' বলিয়া অভিহিত হইবে।" এই কথা বলিয়া সেই দেব মূর্তিমান হইয়া আমার নিকট এই অভিনব লঘু ব্যাকরণ ব্যক্ত করিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, "তোমার এই রাজা পূর্বজন্মে 'কৃষ্ণ' নামধারী একজন মহাতপামুনি ছিলেন এবং ভরদ্বাজ-মুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। একটি ঋষিকন্যাকে ভালবাসিয়াছিলেন এবং সেও তাহার প্রতিদান দিলে অকস্মাৎ তিনি পুষ্পধন্বারশরে আহত হইয়াছিলেন। ঋষিদের অভিশাপে এইস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই মুনিকন্যাও

উহার রাজ্ঞীরূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন। একটি পুণ্যশ্লোক ঋষির অবতার বলিয়া নৃপতি সাতবাহন তোমার সাক্ষাৎলাভ করিলেই তোমার বাসনানুযায়ী সর্ববিদ্যাপারঙ্গম হইবে, কারণ মহাত্মারা পূর্বজন্মের সংস্কারবশতঃ প্রবল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ায় অক্লেশে দুরূহ বিষয়ে জ্ঞানলাভে সমর্থ হন।" এই কথা বলিয়া দেবতা অন্তর্ধান করিলে আমিও বহির্দেশে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। দেবতার কিঙ্করেরা আমাকে কিঞ্চিৎ তণ্ডুলপ্রদান করিল। আমি তখন প্রত্যাবর্তন করিলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যদিও যাত্রাপথে প্রতিদিন আমি উহা ভক্ষণ করিতাম তথাপি ঐ তণ্ডুল কিঞ্চিৎমাত্রও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। (১১-২১)।

গুণাঢ্যের বৃত্তান্ত

শর্ববর্মা নিজের কাহিনী বলিয়া নীরব হইলে নৃপতি সাতবাহন হৃষ্টচিত্তে উত্থিত হইয়া স্নান করিতে গমন করিলেন। মৌনাবলম্বন করায় আমার কিছুই করিবার ছিল না। আমাকে ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি তাঁহাকে কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া দুইজন শিষ্য সমভিব্যাহারে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তপশ্চর্যার মানসে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দিরে আগমন করিলাম। দেবী কর্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া আমি তোমার সাক্ষাৎলাভের আশায় এই ভীষণ বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিয়াছি। জনৈক পুলিন্দের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া একটি সার্থবাহের সহিত কোনওক্রমে ভাগ্যদেবীর কৃপায় এই স্থানে আগমন করিয়া অসংখ্য পিশাচের সাক্ষাৎলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। দূর হইতে তাহাদের পরস্পরের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া আমি পৈশাচীভাষা শিক্ষা করিয়াছি এবং সেইজন্য আমার মৌনব্রতও ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তোমার সংবাদ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমি এই ভাষা ব্যবহার করিয়াছি এবং 'তুমি উজ্জয়িনী গমন করিয়াছ' এই বার্তা শ্রবণ করিয়া এই স্থানে তোমার প্রত্যাবর্তনের আশায় অপেক্ষা করিতেছি। তোমার দর্শনলাভ করিয়া তোমাকে এই চতুর্থভাষায় (পৈশাচী ভাষায়) স্বাগত জানাইতেছি এবং আমার পূর্বের কথা সমস্ত স্মরণ হইয়াছে। ইহাই আমার এই জন্মের কাহিনী। (২২-২৯)

গুণাঢ্য এইকথা বলিলে কাণভূতি তাহাকে বলিল, "গত যামিনীতে কি প্রকারে তোমার আগমনের সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ভূতিবর্মা নামক আমার একটি রাক্ষসমিত্র আছে। সে উজ্জয়িনীতে যে উদ্যানে বাস করে আমি তথায় গমন করিয়াছিলাম। 'কখন আমি অভিশাপমুক্ত হইব?' এই কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, 'দিবাভাগে আমাদের শক্তি থাকে না, অপেক্ষাকর, আমি রাত্রি হইলে তোমাকে বলিব।' আমি সম্মত হইলাম

এবং নিশাগমে তাহাকে ভূতগণের হর্ষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন ভূতবর্মা আমাকে বলিল, 'শ্রবণ কর, ব্রহ্মার সহিত কথোপকথনের সময়ে শিব যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত করিতেছি। সূর্যালোকে অভিভূত হওয়াতে দিবাভাগে রাক্ষস, যক্ষ এবং পিশাচদের কোনও শক্তি থাকে না। রাত্রিকালেই তাহাদের হর্ষের উৎপত্তি হয়। যেখানে দেবতা ও ব্রাহ্মণদের যথোচিত পূজা হয় না এবং যেখানে বিধিলঙ্ঘন করিয়া মনুষ্যেরা আহার করে সেখানেও উহাদের প্রভাব আছে। যেখানে মানুষ মাংসাহারে বিরত থাকে এবং সাধ্বী স্ত্রীলোককে বিরক্ত করে না সেখানে তাহাদের গতিবিধি নাই। সাধুপুরুষ, বীরপুরুষ এবং জাগ্রত পুরুষকেও ইহারা কদাচ আক্রমণ করে না।" ভূতিবর্মা বলিতে লাগিল, "যাও, তোমার শাপমুক্তির কারণ গুণাঢ্য আসিয়াছে।" ইহা শ্রবণ করিয়া আমি আগমন করিয়াছি এবং প্রভো, আপনার দর্শনলাভ করিয়াছি। এখন পুষ্পদন্ত আমাকে যে কাহিনী বলিয়াছিল তাহা বিবৃত করিতেছি। কিন্তু এক বিষয়ে আমার ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। বলুন, তাহার নাম কেন পুষ্পদন্ত হইল এবং আপনার নাম কেন মাল্যবান্ হইল? কাণভূতির নিকট হইতে এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া গুণাঢ্য তাহাকে বলিতে লাগিল (৩০-৪০)--

পুষ্পদন্তের কাহিনী

গঙ্গাতীরে বহুসুবর্ণক নামে একটি অগ্রহার আছে। তথায় গঙ্গাদত্ত নামে একজন খ্যাতিমান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার অগ্নিদত্তা নাম্নী এক পতিব্রতা ভার্যা ছিল। কালক্রমে উহার গর্ভে ব্রাহ্মণের পাঁচটি পুত্র লাভ হইল। তাহারা মূর্খ কিন্তু সুরূপ ছিল এবং কালক্রমে অভদ্র হইয়া উঠিল। গোবিন্দদত্তের গৃহে দ্বিতীয় অগ্নিদেবতার ন্যায় বৈশ্বানর নামক একজন ব্রাহ্মণ অতিথি আগমন করিলেন। গোবিন্দদত্ত তখন গৃহে না থাকায় তিনি তাঁহার পুত্রদের অভিবাদন করিলে তাহারা প্রত্যভিবাদনে হাস্য করিল। সেই বিপ্র ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে সেই মুহূর্তে গোবিন্দদত্ত গৃহে আগমন করিয়া অনুনয় সহকারে কারণ জানিতে চাহিলে সেই দ্বিজোত্তম বলিলেন, 'তোমার পুত্রেরা মূর্খতা হেতু জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে এবং তুমিও তাহাদের সংসর্গে থাকায় উক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার গৃহে অন্নগ্রহণ করিব না, কারণ তাহা করিলে কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও নিজেকে পবিত্র করিতে পারিব না।' তখন গোবিন্দদত্ত শপথ করিয়া বলিলেন, আমি আমার এ কুসন্তানদের স্পর্শও করিব না।' অতিথি বৎসলা পত্নী আসিয়াও অতিথিকে ঐ কথা বলিলেন এবং অতিকষ্টে বৈশ্বানরকে তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করান গেল। তখন দেবদত্ত নামক গোবিন্দদত্তের একটি তনয় পিতার ঘৃণাপূর্ণ ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া 'পিতামাতা কর্তৃক ঘৃণিত এই জীবনের কি মূল্য আছে?' এই কথা চিন্তা করিয়া দুঃখিত চিত্তে তপস্যার্থে বদরিকাশ্রমে

গমন করিল। (৪১-৫২)। তথায় প্রথমে পর্ণ মাত্র আহার করিয়া এবং পরে ধূমপায়ী হইয়া উমাপতির সন্তুষ্টিবিধানার্থ উগ্র তপস্যা করিতে লাগিল। তাহার তীব্র তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শম্ভু তাহাকে দর্শন দান করিলে সে 'আমি যেন চিরকাল আপনার অনুচর হইয়া থাকিতে পারি' তাহার নিকট এই বর প্রার্থনা করিল। শম্ভু তাহাকে আদেশ করিলেন, 'বিদ্যা উপার্জন করিয়া সমস্ত পার্থিব-সুখভোগান্তে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।' বিদ্যার্থী হইয়া পাটলিপুত্র নগরে গমন করিয়া সে যথাবিধি বেদকুম্ভ নামক আচার্যের সেবা করিতে লাগিল। তথায় তাহার গুরুপত্নী কামাতুরা হইয়া তাহাকে প্রেম নিবেদন করিল। হায়! স্ত্রীলোকদিগের চিত্তবৃত্তি কি চঞ্চল। অনঙ্গদেব কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া দেবদত্ত কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সেই দেশ পরিত্যাগপূর্বক প্রতিষ্ঠানে গমন করিল। তথায় বৃদ্ধাভার্যার স্বামী মন্ত্রস্বামী নামক এক বৃদ্ধ আচার্যের নিকট হইতে অখিলবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিল। এইরূপে কৃতবিদ্য হইলে সে বিষ্ণুর লক্ষ্মীরই ন্যায় নৃপতি সুশর্মার শ্রী নাম্নী তনয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সেও বাতায়নস্থিতা ঐ কন্যাকে দেখিতে পাইল। মনে হইল যেন চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবী মায়ারথে বিচরণ করিতেছেন। উভয়ে যেন কন্দর্পের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া স্থাণুবৎ পরস্পর অবিচ্ছিন্ন হইয়া রহিল। নৃপতিতনয়া একটি অঙ্গুলিদ্বারা তাহাকে নিকটে আসিতে সঙ্কেত করিলে মনে হইল যেন কামদেব সশরীরে স্বয়ং আদেশ করিতেছেন। অতঃপর সে তাহার নিকট আসিলে রাজকন্যা অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া দন্তে একটি পুষ্প লইয়া তাহার উপর নিক্ষেপ করিল। রাজকুমারীর এই গূঢ় সংকেতের অর্থ বোধগম্য না হওয়াতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সে গুরুর গৃহে গমন করিল। তথায় সে অন্তরবেদনার তাপে দগ্ধ হইয়া একটিও বাক্য উচ্চারণ করিতে অসমর্থ হইয়া মূকাবস্থায় ভূতলে অবলুণ্ঠিত হইল। তাহার অভিজ্ঞ গুরুদেব কাম বিকারের চিহ্ন দৃষ্টে সুকৌশলে প্রশ্ন করিয়া তাহার নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তখন বুদ্ধিমান গুরুদেব ব্যাপারটি অনুমান করিতে সমর্থ হইয়া তাহাকে বলিলেন, 'দন্ত হইতে পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া রাজকুমারী এই সংকেত করিয়াছেন যে তুমি পুষ্পসমৃদ্ধ পুষ্পদন্তদেবের মন্দিরে প্রতীক্ষা করিবে। অতএব তুমি অবিলম্বে তথায় গমন কর। (৫৩-৬৯)। এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং সংকেতের অর্থ জানিতে পারিয়া যুবক শোকপরিত্যাগপূর্বক সেই দেবায়তনে অবস্থান করিতে লাগিল। রাজকন্যাও 'অদ্য অষ্টমীতিথি' এই ছল করিয়া দেবতার সম্মুখে একাকিনী গমন করিবার নিমিত্ত গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলেন। দ্বারপটের পশ্চাতে অবস্থিত তাহার প্রেমিককে স্পর্শ করিলে সে সহসা উত্থিত হইয়া তাহার কণ্ঠদেশ আলিঙ্গনাবদ্ধ করিল। রাজকুমারী কহিলেন, 'কি অদ্ভুত কাণ্ড! আপনি কি করিয়া আমার সংকেতের অর্থ অনুধাবন করিলেন?' সে উত্তরে বলিল, 'আমি নই, তোমার উপাধ্যায় সমর্থ হইয়াছেন।'

এই কথা শ্রবণে রাজকুমারী ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন, "আমাকে ছাড়িয়া দাও, তুমি একটি মূর্খ।' গুপ্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে ইহা ভাবিয়া সে তৎক্ষণাৎ মন্দির হইতে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হইল। যে প্রিয়াদর্শনমাত্রেই দৃষ্টির অন্তরাল হইয়াছে তাহার কথা চিন্তা করিতে করিতে দেবদত্তও প্রস্থান করিল। তাহার এমন অবস্থা হইল যেন বিরহানলে জীবনদীপ জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইবে। শম্ভু, যিনি তাহার তপস্যায় পূর্বে প্রসন্ন হইয়াছিলেন, তখন তাহার ঐ অবস্থা দর্শন করিয়া পঞ্চশিখ নামক তাহার গণকে দেবদত্ত যাহাতে তাহার অভীপ্সিত ফললাভ করিতে পারে সেইরূপ কার্য করিতে আদেশ করিলেন। সেই উত্তমগণ দেবদত্তের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্বক নারীর বেশে সজ্জিত করিয়া স্বয়ং একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিল। সেই সুদর্শনা কন্যার পিতা মহীপতি সুশর্মার সম্মুখে দেবদত্তকে লইয়া উপস্থিত হইয়া সেই গণশ্রেষ্ঠ তাহার নিকট নিবেদন করিল, 'আমার পুত্র প্রবাসে প্রস্থান করিয়াছে, আমি তাহাকে অন্বেষণ করিতে গমন করিতেছি। আমার পুত্রবধূকে আপনার নিকট রাখিয়া যাইতেছি। রাজন্, আপনি উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।' (৭০-৭৯) ব্রহ্মশাপের ভয়ে নৃপতি সুশর্মা তাহাকে গ্রহণ করিলেন এবং ঐ যুবককে রমণী মনে করিয়া গুপ্তঅন্তঃপুরে স্বীয় কন্যার নিকট প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর পঞ্চশিখের প্রস্থানের পর ঐ দ্বিজ স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া প্রিয়ার সহিত বিশ্রব্ধ সখীর ন্যায় বাস করিতে লাগিল। একদা রাত্রিকালে রাজকুমারী ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলে সে তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহাকে গান্ধর্বমতে গোপনে বিবাহ করিল। রাজকুমারী গর্ভবতী হইলে সেই গণশ্রেষ্ঠ স্মরণ মাত্র সকলের অলক্ষ্যে একদিন রাত্রিতে আগমন করিয়া বিপ্রকে লইয়া প্রস্থান করিল। অতঃপর অবিলম্বে যুবকের স্ত্রীবেশ উন্মোচন করিয়া প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণের বেশধারণ করিয়া ঐ যুবককে সঙ্গে লইয়া রাজা সুশর্মার নিকট উপস্থিত হইয়া সে বলিল, 'আমি অদ্য আমার পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়াছি, অতএব হে রাজন্, আমার পুত্রবধূকে প্রত্যর্পণ করুন।' নিশাযোগে সে কোথাও পলায়ন করিয়াছে মনে করিয়া ব্রহ্মশাপের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া নৃপতি মন্ত্রীদের বলিল, 'ইনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ নহেন, কোন দেবতা হইবেন। আমাকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন। পৃথিবীতে কখন কখন এইরূপ ঘটিয়া থাকে। যথা'--(৭০-৮৭)।

ইন্দ্র এবং শিবিরাজার কাহিনী

পুরাকালে তপস্বী, করুণার্দ্রচিত্ত, দাতা, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সর্বজীবের অভয়দাতা, শিবি নামে এক রাজা ছিলেন। তাহাকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত ইন্দ্র স্বয়ং শ্যেনরূপ ধারণ করিয়া মায়াকপোতরূপী ধর্মের পশ্চাদ্ধাবন করেন। ভয়ার্ত কপোত শিবিরাজার অঙ্কে আশ্রয়-গ্রহণ করিলে শ্যেন মনুষ্যের ভাষায় বলিল, 'কপোত আমার ভক্ষ্য, আমি ক্ষুধার্ত,

উহাকে প্রদান কর। মনে রাখিবে উহাকে না দিলে অচিরাৎ আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইব। তোমার ধর্ম তখন কোথায় থাকিবে?' তখন শিবি বলিলেন, 'এই কপোতটি আমার শরণাগত। ইহার পরিবর্তে সমপরিমাণ অন্য মাংস তোমাকে প্রদান করিব।' শ্যেন বলিল, 'তবে তাহাই হউক। কিন্তু তোমার নিজের মাংসই প্রদান করিতে হইবে।' হৃষ্টচিত্তে রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন। নিজের মাংস কর্তন করিয়া যতই তুলাদণ্ডে স্থাপন করিতে লাগিলেন কপোতটির ভার ততই অধিক হইতে লাগিল। তখন রাজা নিজের সম্পূর্ণ স্বীয় দেহ তুলাদণ্ডে স্থাপন করিলে দৈববাণী শোনা গেল, 'সাধু, সাধু, এইবার কপোতটির সমপরিমাণ মাংস হইয়াছে।' তখন ইন্দ্র ও ধর্ম যথাক্রমে শ্যেন ও কপোতের ছদ্মবেশ পরিত্যাগপূর্বক রাজা শিবিকে পূর্বের ন্যায় অক্ষত দেহ করিয়া প্রসন্নচিত্তে প্রচুর আশীর্বাদকরতঃ উভয়েই অন্তর্হিত হইলেন।— সেইরূপ এই বিপ্রও কোন দেবতা হইবেন, আমাকে পরীক্ষা করিতে আগত হইয়াছেন। (৮৮-৯৭)।

পুষ্পদন্তের কাহিনী

মহীপতি সুশর্মা মন্ত্রীদিগকে এই কথা বলিয়া ভয়াকুলিতচিত্তে দ্বিজবেশী গণোত্তমের সম্মুখে প্রণত হইয়া স্বয়ং তাঁহাকে বলিলেন, 'আমাকে অভয়প্রদান করুন। দিবানিশি প্রহরা দেওয়া সত্ত্বেও আপনার পুত্রবধূ গতরাত্রে মায়াবলে অপহৃতা হইয়াছে।' সেই দ্বিজরূপী গণ যেন অতিশয় কষ্টসত্ত্বেও তাঁহাকে কৃপা করিতেছে—এইরূপ ছলনা করিয়া বলিল, 'রাজন্, তাহা হইলে আপনার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিন। (৯৮-১০০)' অভিশপ্ত হইবার ভয়ে রাজা স্বীয় দুহিতাকে দেবদত্তের হস্তে প্রদান করিলে পঞ্চশিখ প্রস্থান করিল। দেবদত্তও প্রকাশ্যভাবে এইরূপে তাহার প্রিয়াকে লাভ করিয়া পুত্রহীন নৃপতির মহিমায় মহীয়ান হইয়া বাস করিতে লাগিল। কালক্রমে সুশর্মা দেবদত্ত কর্তৃক তাঁহার কন্যাতে উপগত মহীধর নামক দৌহিত্রকে আপন উত্তরাধিকারীপদে অভিষিক্ত করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিল। দেবদত্ত পুত্রের ঐশ্বর্যদর্শন করিয়া নিজের সর্ব মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে এই জ্ঞানে রাজকন্যার সহিত বনে গমন করিল। তথায় সে পুনরায় শিবের আরাধনা করিতে লাগিল এবং তাঁহার প্রসাদে মর্ত্যদেহ ত্যাগ করিয়া গণত্ব প্রাপ্ত হইল। প্রিয়ার দন্ত হইতে পতিত পুষ্পের সংকেত বুঝিতে পারে নাই বলিয়া সে গণমণ্ডলীতে পুষ্পদন্ত নামে খ্যাত হইল। তাহার পত্নী, জয়া নামে দেবীর গৃহের দ্বারপালিকা হইল। এই প্রকারেই তাহার নাম পুষ্পদন্ত হইয়াছিল। এখন আমার নাম কেমন করিয়া হইল তাহা শ্রবণ করুন। (১০১-১০৭)

মাল্যবানের কাহিনী

দেবদত্তের পিতা সেই গোবিন্দদত্তই আমার জনক। আমার নাম সোমদত্ত। দেবদত্তের

ন্যায় একই কারণে আমিও ক্রোধপরবশে গৃহত্যাগ করিয়া হিমালয়ে তপস্যা করিয়াছিলাম। দিনের পর দিন বহুমাল্যদ্বারা শিবের অর্চনা করিলে চন্দ্রমৌলি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকেও সেই প্রকার দর্শন দান করিলেন। আমি ভোগলিপ্সার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া তাঁহার গণত্বে বৃত হইলাম। গিরিজাপতি আমাকে বলিলেন, 'দুর্গমবনে জাত পুষ্প সংগ্রহ করিয়া নিজহস্তে পুষ্পে গ্রথিত মাল্যদ্বারা আমার পূজা করিয়াছ বলিয়া তুমি মাল্যবান নামে অভিহিত হইয়া আমার একটি গণ হইবে।' অতঃপর আমি মরদেহ পরিত্যাগ করিয়া দেবতার পরিচারক হইলাম। এইরূপে ধূর্জটির প্রসাদে আমার মাল্যবান্ নাম হইল এবং হে কাণভূতে, এখন দেখিতে পাইতেছ আমিই সেই মাল্যবাণ নামক গণ, শৈল দুহিতার শাপে পুনরায় মরদেহ প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব এখন শিব কর্তৃক কথিত সেই কাহিনী বর্ণনা কর, যাহাতে উভয়েই শাপমুক্ত হইতে সমর্থ হই। (১০৮-১১৩)।

--ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের কথাপীঠ লম্বকের
সপ্তম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা--১১৩
ক্রমিক সংখ্যা--৭৮৬

অষ্টম তরঙ্গ

গুণাঢ্যের অনুরোধে কাণভূতি সপ্তগাথা সমন্বিত এই দিব্যকাহিনী নিজের ভাষায় বলিয়াছিলেন এবং গুণাঢ্যও সপ্তবর্ষে সেই পৈশাচী ভাষাতেই সপ্তলক্ষ শ্লোক রচনা করিয়া বিদ্যাধরেরা যাহাতে ইহা হরণ করিতে সমর্থ না হয় সেই উদ্দেশ্যে মসীর অভাবে সেই মহাকবি নিজের শোণিত দ্বারা ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কাণভূতি যখন এই কাহিনী বলিতেছিলেন তখন বিদ্যাধর সিদ্ধ এবং অন্যান্য গণেরা তাহা শ্রবণ করিতে আগমন করাতে মনে হইল যেন আকাশ ক্রমাগত বস্ত্রদ্বারা আহৃত হইতেছে। কাণভূতি, গুণাঢ্য কর্তৃক গ্রথিত এই 'বৃহৎ কথা' দর্শন করায় শাপমুক্ত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিল। তাহার সহিত আগত অন্যান্য পিশাচেরা এই দিব্যকাহিনী শ্রবণ করিয়া স্বর্গভূমিতে আগমন করিল। তখন সেই মহাকবি গুণাঢ্য চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই 'বৃহৎ কথা' আমাকে পৃথিবীতে প্রচার করিতে হইবে। কি প্রকারে আমি শাপমুক্ত হইব তাহা বলিবার সময় দেবী এই সর্তই আরোপ করিয়াছিলেন। কিন্তু কি প্রকারে ইহা পৃথিবীতে প্রচার হইবে? ইহা কাহাকে প্রদান করিব?" তখন গুণদেব ও নন্দীদেব নামক দুই শিষ্য যাহারা তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে বলিল, 'কেবলমাত্র শ্রুতকীর্তি সাতবাহনই এই কাব্য প্রচার করিতে পারিবেন, কারণ তিনি রসগ্রাহী, অনিল চালিত পুষ্পের সুগন্ধির ন্যায় তিনি উহা দিকে দিকে প্রেরণ করিতে পারিবেন।' (১-১০) 'তাহাই হউক', এই কথা বলিয়া গুণাঢ্য তাঁহার দুই গুণশালী শিষ্যের সহিত এই গ্রন্থ সেই নৃপতির নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি স্বয়ং সেই প্রতিষ্ঠান নগরীতে গমন করিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইবার আশায় নগরীর বহির্দেশে দেবীরচিত উদ্যানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিষ্যেরা 'ইহা গুণাঢ্যের রচিত', এই কথা বলিয়া রাজা সাতবাহনকে এই কাব্যগ্রন্থ প্রদান করিলেন। পৈশাচীভাষায় লিখিত এবং তাহাদের আকৃতিও পিশাচের ন্যায় ইহা অবলোকন করিয়া বিদ্যামদগর্বে গর্বিত রাজা অসূয়া পরবশ হইয়া বলিলেন, 'সপ্ত-লক্ষ শ্লোক খুবই মূল্যবান্, কিন্তু ইহা নীরস পৈশাচীভাষায় শোণিতদ্বারা লিখিত, এই পৈশাচিক কাহিনীকে ধিক।' তখন শিষ্যদ্বয় গ্রন্থটি গ্রহণ করিয়া যে পথে আসিয়াছিল সেইপথে প্রত্যাবর্তন করতঃ গুণাঢ্যকে সমস্ত কথা সবিস্তারে নিবেদন করিল। গুণাঢ্যও এই কথা শ্রবণ করিয়া অচিরে শোকান্বিত হইলেন। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলে কাহার না কষ্ট হয়? শিষ্যদ্বয়সহ নাতিদূরে অবস্থিত জনবিহীন রম্য শৈলে গমন করিয়া তিনি প্রথমে একটি অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করিলেন। অতঃপর পশু ও পক্ষী-

দিগের নিকট পাঠান্তে এক একটি পত্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন এবং শিষ্যদ্বয় সাশ্রুনয়নে তাহা দেখিতে লাগিল। (১১-১৯)। কিন্তু শিষ্যেরা অতিশয় পছন্দ করিয়াছিল বলিয়া এক লক্ষ শ্লোকসমন্বিত নরবাহনদত্তের চরিত সম্বলিত গ্রন্থটি মাত্র অবশিষ্ট রাখিলেন। তিনি যখন ঐ দিব্যকাহিনী পাঠ করিতেন তখন মৃগ, শূকর, মহিষ ও অন্যান্য পশুরা নিজেদের তৃণাহার ত্যাগ করিয়া বৃত্তাকারে তাঁহার চতুর্দিকে অবস্থান করিয়া নিশ্চল হইয়া সাশ্রুনয়নে তাহা শ্রবণ করিত।

ইতোমধ্যে রাজা সাতবাহন অসুস্থ হইয়া পড়িলে বৈদ্যগণ বলিল যে অপুষ্টিজনক মাংসাহারের জন্য রাজার ঐ পীড়া জন্মিয়াছে। তিরস্কৃত হইলে সূপকারেরা বলিল, 'ব্যাধেরা আমাদের এইরূপ মাংসই প্রদান করে।' ব্যাধেরা তিরস্কৃত হইলে বলিল, 'অনতিদূরে অবস্থিত শৈলের উপর একটি বিপ্র এক একটি পত্র পাঠ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। সমস্ত জন্তুরা আহার পরিত্যাগ পূর্বক তাহা শ্রবণ করিতে গমন করে। অনাহারের দরুণ তাহাদের মাংসে পুষ্টির অভাব হয়।' ব্যাধদিগের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদের প্রদর্শিত পথে রাজা কৌতূহলবশতঃ অরণ্য বাসহেতু অস্তপ্রায় অভিশাপাগ্নির ধূম বর্ণাভ জটাধারী গুণাঢ্যকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। রোদনাপ্লুত পশুদিগের মধ্যে দণ্ডায়মান গুণাঢ্যকে চিনিতে পারিয়া রাজা তাঁহার নিকট প্রণত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলে তিনি পৈশাচীভাষায় পুষ্পদন্ত নামে নিজের আখ্যায়িকা, অভিশাপের কথা এবং 'বৃহৎকথার' কি করিয়া মর্তে প্রচার হইল ইত্যাদি সমস্ত কাহিনী নিবেদন করিলেন। তখন তাঁহাকে গণের অবতার বলিয়া জ্ঞাত হইয়া নৃপতি তাঁহার পদে নত হইলেন এবং হরমুখোদ্গত দিব্যকাহিনী অবগত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন (২০-৩১)। তখন গুণাঢ্য নরপতি সাতবাহনকে বলিলেন, 'হে রাজন্, ষড়লক্ষ শ্লোক সমন্বিত একটি কাহিনী অবশিষ্ট আছে, তুমি উহা গ্রহণ কর। আমার শিষ্যদ্বয় তোমার নিকট উহার ব্যাখ্যা করিবে।' এই কথা বলিয়া গুণাঢ্য নৃপতির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া যোগবলে অভিশাপান্তে নরদেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরলোকে স্বীয় আবাসে গমন করিলেন। অতঃপর রাজা নরবাহনদত্ত চরিত-সম্বলিত গুণাঢ্যপ্রদত্ত 'বৃহৎকথা' গ্রহণ করিয়া স্বপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তথায় তিনি, যে কবি ঐ কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার গুণদেব এবং নন্দিদেব নামক শিষ্যদ্বয়কে ভূমি, স্বর্ণ, বস্ত্র, ভারবাহী পশু গৃহ এবং ধনরত্ন প্রদান করিলেন। তাহাদের সাহায্যে কথার মর্ম উদ্ধার করিয়া কি প্রকারে প্রথমে পৈশাচী ভাষায় এই কাহিনী পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত 'কথাপীঠ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। সেই কাহিনী এতই সরস হইয়াছিল যে সকলে দেবতাদিগের কাহিনী বিস্মৃত হইয়া কুতূহলবশে এই কথাই শুনিত এবং এই কথা

বিনা বাধায় নগর হইতে ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত হইয়া অবাধ খ্যাতিলাভ করিল। (৩২-৩৮)

—ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের কথাপীঠ লম্বকের
অষ্টম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা—৩৮
ক্রমিকসংখ্যা—৮২৪
'কথাপীঠ' নামক প্রথম লম্বক সমাপ্ত।

কথাসরিৎসাগর

দ্বিতীয় লম্বক / কথামুখ

প্রথম তরঙ্গ

দেবী গৌরীর সদ্য আলিঙ্গনাবদ্ধ শিবের স্বেদবারি, যাহা ভীত মদন শিবের নেত্রজাত অগ্নি নির্বাপণের ভয়ে বারুণী অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা তোমাদের রক্ষা করুক।

নিম্নে বর্ণিত বিদ্যাধরদিগের এক অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ কর।

কৈলাসপর্বতে গণোত্তম পুষ্পদন্ত ধূর্জটির মুখ হইতে ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং সেই পুষ্পদন্তই ভূতলে বররুচিরূপী কাণভূতির নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন। অবশেষে গুণাঢ্য ইহা কাণভূতির নিকট শ্রবণ করিলে, পরে সাতবাহন গুণাঢ্যের নিকট ইহা শ্রবণ করেন।

বৎসরাজ উদয়নের কাহিনী

স্বর্গের গর্ব খর্ব করিবার নিমিত্ত বিধাতা স্বর্গের প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ বৎস নামক জনপদ ভূতলে সৃষ্টি করেন। তাহার মধ্যভাগে পৃথিবীর কর্ণাভরণস্বরূপ লক্ষ্মীর প্রিয় আবাসস্থল কৌশাম্বী নামক বিশাল নগরী অবস্থিত। তথায় অভিমন্যুর প্রপৌত্র, নৃপতি পরীক্ষিতের পৌত্র, জন্মজয়ের পুত্র পাণ্ডববংশোদ্ভব শতানীক নামক নরপতি বাস করিতেন। তাঁহার বংশের আদিপুরুষ ছিলেন অর্জুন, যাঁহার দোর্দণ্ড প্রতাপ ত্রিপুরারী কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছিল। বসুন্ধরা তাঁহার পত্নী ছিলেন এবং বিষ্ণুমতী নামে তাঁহার অন্য এক মহিষীও ছিল। প্রথমা ধনরত্ন প্রসব করেন কিন্তু দ্বিতীয়া পুত্রোৎপাদন করিতে পারেন নাই। একদা যখন তিনি মৃগয়াব্যপদেশে অরণ্যে ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তাঁহার সহিত শাণ্ডিল্যমুনির পরিচয় হইল। রাজাকে পুত্রার্থী দেখিয়া সেই মুনিবর কৌশাম্বীতে আগমনপূর্বক রাজ্ঞীকে মন্ত্রপূত চরু প্রদান করিলেন। (৯-১০) তখন তাঁহার সহস্রানীক নামে পুত্রলাভ হইল। গুণ যেমন বিনয়দ্বারা দীপ্তিমান হয় সেই রাজাও তদ্রূপ পুত্রদ্বারা অলংকৃত হইয়াছিলেন। কালক্রমে শতানীক তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাজকীয় সুখসম্ভোগ উপভোগ করা সত্ত্বেও ভূভারচিন্তা হইতে মুক্ত রহিলেন। অতঃপর দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নৃপতির সাহায্য প্রার্থনা করিয়া মাতলিকে ইন্দ্র দূতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। প্রধানমন্ত্রী যোগন্ধর ও সেনাপতি সুপ্রতীকের হস্তে পুত্র ও রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া সমরে দানবদলনার্থে শতানীক মাতলির সহিত ইন্দ্রের সকাশে গমন করিলেন। যমদংষ্ট্র নামক মুখ্য দানব ও অন্যান্য অসুরদের হত্যা করিয়া তিনি ইন্দ্রের চক্ষুর সমীপেই সেই যুদ্ধে হত হইলেন। মাতলি তাঁহার দেহ আনয়ন করিলে রাজ্ঞী সহমৃতা হইলেন।

রাজলক্ষ্মী তাঁহার পুত্র সহস্রানীককে আশ্রয় করিলেন। আশ্চর্যের কথা, পিতার সিংহাসনে আরোহণ করিলে সেই ভারে স্বরাজ্যের চতুর্দিকস্থ অন্যান্য নৃপতিদের মস্তক নত হইল। শক্রবিজয় উৎসবে উপস্থিত থাকিবার নিমিত্ত ইন্দ্র মাতলিকে প্রেরণ করিয়া বন্ধুপুত্র সহস্রানীককে স্বর্গে আনয়ন করিলেন। সেখানে নন্দনকাননে সুন্দরী রমণীগণ পরিবৃত দেবতাগণ ক্রীড়া করিতেছেন দেখিয়া উপযুক্ত ভার্যা লাভের নিমিত্ত নৃপতি শোকাতুর হইলেন। তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া বাসব বলিলেন, 'রাজন্ বিষাদ পরিত্যাগ কর। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। তোমার উপযুক্ত পত্নী পৃথিবীতে ইতিপূর্বেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যে বৃত্তান্ত এখন বর্ণনা করিতেছি তাহা শ্রবণ কর। (১১-১২)

বহুপূর্বে ব্রহ্মার সভায় তাঁহার দর্শনমানসে বিধূম নামক বসুও আমার সহিত গমন করিয়াছিল। আমরা যখন সেখানে ছিলাম তখন বিরিঞ্চির দর্শনমানসে তথায় আগত অলম্বুষা নামক অপ্সরীর বসন বায়ুদ্বারা বিস্রস্ত হইয়াছিল। তদ্দৃষ্টে বসু কামপীড়িত হইলে অপ্সরীও বসুর দেহসৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইল। মনসিজ উহা দর্শন করিয়া আমার মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে আমি তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ঐ দুইজনকে শাপ দিলাম, "রে, নির্লজ্জেরা, তোরা উভয়ে মর্ত্যলোকে স্বামীস্ত্রী রূপে জন্মগ্রহণ কর।" সেই বসুই শতানীকের পুত্র সহস্রানীকরূপে চন্দ্রবংশের ভূষণস্বরূপ তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং সেই অপ্সরা অযোধ্যার নরপতি কৃতবর্মার কন্যা, মৃগাবতী নাম গ্রহণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই তোমার পত্নী হইবে।(২৩-২৯)

ইন্দ্রের এই বাক্যে নৃপতির হৃদয়ে বায়ুতাড়িত অগ্নির ন্যায় মদনানল পূর্ণমাত্রায় প্রজ্বলিত হইল। ইন্দ্র তখন বহুপ্রকারে সম্মানিত করিয়া স্বীয় রথে তাঁহাকে স্বর্গ হইতে বিদায় দিলেন এবং মাতলি সমভিব্যাহারে সে রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিল। রাজা গমনোদ্যত হইলে অপ্সরা তিলোত্তমা প্রীতিসহকারে তাঁহাকে বলিল, 'রাজন্, আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে আপনি এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন।'

মৃগাবতীর চিন্তায় ডুবিয়াছিলেন, বলিয়া সে কি বলিল তাহা না শ্রবণ করিয়াই রাজা প্রস্থান করিলেন। লজ্জিতা তিলোত্তমা ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিল, 'যাহার চিন্তা তোমার মনকে এতই অভিভূত করিয়াছে যে তুমি আমার কথা শ্রবণ করিলে না, তাহার সহিত চতুর্দশ বৎসর তোমার বিচ্ছেদ হইবে।' মাতলি এই অভিশাপ শ্রবণ করিয়াছিল কিন্তু প্রিয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকায় রাজার কর্ণে তাহা প্রবেশ করে নাই। রথারোহণে তিনি কৌশাম্বী প্রত্যাবর্তন করিলেন কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়া রহিল অযোধ্যাতে। রাজা উৎসুকচিত্তে যোগন্ধর ও অন্যান্য সচিবদের নিকট মৃগাবতী সম্বন্ধে ইন্দ্রের নিকট হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন তৎসমুদয় বিবৃত করিয়া বিলম্ব অসহ্য হওয়াতে মৃগাবতীর পিতা কৃতবর্মার নিকট তাঁহার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিয়া

অযোধ্যায় দূত প্রেরণ করিলেন। কৃতবর্মা দূত প্রমুখাৎ তাঁহার বার্তা শ্রবণ করিয়া সানন্দে রাজ্ঞী কলাবতীকে তাহা বলিলে সে রাজাকে বলিল, 'মৃগাবতীকে আমরা নিশ্চয়ই সহস্রানীকের হস্তে সমর্পণ করিব, কারণ আমার স্মরণ হইতেছে স্বপ্নে যেন এক বিপ্রও আমাকে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন।' প্রহৃষ্টচিত্তে নৃপতি দূতকে মৃগাবতীর নৃত্য, সংগীত ও অন্যান্য কলাবিদ্যায় পারদর্শিতার বিষয়ে এবং অপ্রতিম রূপের কথা অবগত করাইলেন। নৃপতি কৃতবর্মা সমগ্র চারুকলার অসামান্য আধার মূর্তিমান চন্দ্রের স্বরূপ দীপ্তিমতী কন্যা মৃগাবতীকে সহস্রানীকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বিদ্যার সহিত জ্ঞানের মিলনের ন্যায় সহস্রানীক ও মৃগাবতীর গুণরাজি পরস্পরের পরিপূরক হইল। (৩০-৪২)

অনতিবিলম্বে রাজার মন্ত্রিবর্গের পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। যোগন্ধরের পুত্রের নাম হইল যৌগন্ধরায়ণ। সুপ্রতীকের রুমন্বৎ ও রাজার নর্ম সুহৃদের বসন্তক নামক পুত্র হইল। অতঃপর কিয়দ্দিবসান্তে মৃগাবতী পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করায় রাজা সহস্রানীকের পুত্র সম্ভাবনার কথা মনে হইল। অতৃপ্ত নয়নে রাজা তাহাকে দেখিতেন। মহিষী দোহদপূরণার্থ তাঁহার নিকট অবগাহন করিবার নিমিত্ত একটি রুধিরপূর্ণ তড়াগ প্রার্থনা করিলে ধার্মিক রাজা লাক্ষা ও অন্যান্য লোহিতদ্রব্যজাতরসে একটি বাপী পূর্ণ করিলে তাহা শোণিতপূর্ণ বলিয়াই প্রতিভাত হইল। যখন রক্তরাগে লিপ্ত হইয়া রাজ্ঞী সেই তড়াগে স্নান করিতেছিল তখন গরুড় জাতীয় একটি পক্ষী অপক্ক মাংসখণ্ড মনে করিয়া অকস্মাৎ ছো মারিয়া তাহাকে হরণ করিয়া অজ্ঞাত স্থানে প্রস্থান করিল। তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে গমন করিবার নিমিত্ত বিহ্বলচেতা সহস্রানীকের ধৈর্য লুপ্ত হইল। প্রিয়ার প্রতি তিনি এতই অনুরক্ত ছিলেন যে মনে হইল যেন তাঁহার হৃদয় পক্ষীরাজ হরণ করিয়াছে। তাঁহার চেতনা লুপ্ত হইল এবং তিনি ভূমিতলে পতিত হইলেন। রাজার জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে মাতলি দৈবশক্তিবলে সমস্ত অবগত হইয়া আকাশপথে, নৃপতি যথায় অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে প্রবোধদানপূর্বক তিলোত্তমার অভিশাপের কথা যাহা জানিত তাহা নিবেদন করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। অতঃপর রাজা শোকাকুলিত চিত্তে বলিলেন, 'হায় প্রিয়ে, পাপীয়সী তিলোত্তমার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে।' কিন্তু অভিশাপের বিষয় জ্ঞাত হইয়া এবং মন্ত্রী-দিগের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া 'ভবিষ্যতে আবার মিলন হইবে'—এই আশায় কোন-প্রকারে জীবনধারণ করিয়া রহিলেন। (৪৩-৫৪)।

রাজ্ঞী মৃগাবতীকে জীবিত দেখিয়া পক্ষীরাজ তাঁহাকে দৈবক্রমে উদয়পর্বতে পরি-ত্যাগ করিল। এইরূপে পক্ষী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া রাজ্ঞী দুর্গম গিরিসানদেশে অরক্ষিত অবস্থায় নিজেকে স্থিত দেখিয়া ভয়ে শোকাকুলা হইলেন। অরণ্যে একবস্ত্রে ক্রন্দনরতা থাকা কালে একটি বৃহৎ অজগরসর্প তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল।

ভবিষ্যতে তিনি সুখসমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন সেইজন্য আকাশ হইতে একজন দিব্য বীরপুরুষ আবির্ভূত হইয়া সেই অজগরকে হত্যা করতঃ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। অতঃপর তিনি মৃত্যুকামনায় বন্য হস্তীর সম্মুখে নিজেকে নিক্ষেপ করিলে সেও দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার কোন ক্ষতি করিল না। আশ্চর্যের বিষয়, বন্য পশুর সম্মুখে পতিত হইলেও তিনি হত হইলেন না। ইহাতে অবশ্য আশ্চর্যান্বিত হইবার কী বা আছে? ঈশ্বরের ইচ্ছায় কি না ঘটিতে পারে?

গর্ভভারে অলসগমনা রাজ্ঞী তখন স্বামীর কথা চিন্তা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে পর্বতশিখর হইতে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। ফলমূল আহরণার্থী একটি মুনিবালক ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়া তথায় আগমন করিয়া দেখিতে পাইল যে, সেখানে শোক যেন মূর্তিমতী হইয়া অবস্থান করিতেছে। তৎকর্তৃক পৃষ্ট হইয়া রাজ্ঞীর কাহিনী শ্রবণান্তে দয়ার্দ্রচিত্তে মুনিবালক তাঁহাকে জমদগ্নির আশ্রমে আনয়ন করিল। তথায় তিনি মূর্তিমান আশ্বাসের ন্যায় জমদগ্নির সাক্ষাৎ লাভ করিলেন—যাহার তেজচ্ছটায় উদয়াচল আলোকিত হওয়ায় মনে হইল যেন উদীয়মান তরুণ সূর্য সেখানে সতত অবস্থান করেন। (৫৫-৬৪) তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইলে সেই আশ্রিতবৎসল দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মুনিবর বিরহবিহ্বলা রাজ্ঞীকে বলিলেন, 'বৎসে, ক্রন্দন করিও না। এখানে পিতার বংশধর তোমার একটি পুত্রের জন্ম হইবে এবং তুমি পুনরায় তোমার স্বামীর সহিত মিলিত হইবে।' আবার প্রিয়সঙ্গম হইবে এই আশায় সেই সাধ্বী মৃগাবতী মুনির আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। কতিপয় দিবসান্তে সেই শ্লাঘনীয়া অনিন্দিতা রাজ্ঞী একটি পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। সৎসঙ্গে সদাচারেরই জন্ম হয়। তৎক্ষণাৎ অন্তরীক্ষ হইতে দৈববাণী শ্রবণ করা গেল: 'উদয়ন নামক এক মহাযশা শ্রীমান অধিপতির জন্ম হইল। ইহার পুত্র বিদ্যাধরমণ্ডলীর অধীশ্বর হইবেন।' এই বাণী মৃগাবতীর হৃদয়ে বহুকাল বিস্মৃত প্রায় আনন্দের উৎপাদন করিল। বালক উদয়ন সেই তপোবনে স্বীয় গুণাবলীকে ক্রীড়াসঙ্গী করিয়া বর্ধিত হইতে লাগিল। জমদগ্নি সেই বীরবালকের ক্ষত্রোচিত সংস্কার সাধন করিয়া তাহাকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। মৃগাবতী স্বীয় প্রকোষ্ঠ হইতে সহস্রানীকের নামাঙ্কিত একটি বলয় উন্মোচন করিয়া সস্নেহে উদয়নের হস্তে পরাইয়া দিলেন। (৬৫-৭৩)।

অতঃপর একদা অরণ্যে মৃগানুসরণে রত উদয়ন শবর কর্তৃক সজোরে ধৃত একটি সর্প দেখিতে পাইল। এই সুন্দর সর্পটির উপর করুণা উদ্রেক হওয়াতে সে শবরকে বলিল, 'আমাকে আনন্দ প্রদান করিবার নিমিত্ত উহাকে ছাড়িয়া দাও।' শবর তাহাকে বলিল, 'ইহাই আমার জীবিকা। আমি দরিদ্র, সাপের খেলা দেখাইয়া আমি জীবিকা উপার্জন করি। পূর্বে আমার যে সর্পটি ছিল সেটি মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে এই মহারণ্যে অন্বেষণ করিয়া মন্ত্রৌষধিবলে এই সর্পটিকে বশ করিয়া ধৃত করিয়াছি।'

এই কথা শ্রবণ করিয়া মহামতি উদয়ন মাতৃপ্রদত্ত বলয়টি শবরকে প্রদান করিয়া সর্পটিকে মুক্ত করিল। (৭৪-৭৮) বলয়টি লইয়া শবর প্রস্থান করিলে সর্পটি উদয়নের প্রতি প্রীত হইয়া তাহার সম্মুখে নত হইয়া বলিল, 'আমি বাসুকীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং আমার নাম বসুনেমি। তুমি আমাকে রক্ষা করিয়াছ। শ্রুতিভাগে বিভক্ত এবং রম্য-ধ্বনির জনয়িত্রী এই বীণা গ্রহণ কর। অম্লান মালা তিলক প্রস্তুতের কৌশলসহ এই তাম্বুলও গ্রহণ কর।' নাগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ঐ সমস্ত দ্রব্যসহ মাতৃনয়নে অমৃতবর্ষণ করিতে করিতে উদয়ন জমদগ্নির আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিল।

ইতোমধ্যে সেই শবর অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবযোগে উদয়নের নিকট হইতে যে বলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, ভূপতির নামাঙ্কিত সেই বলয়টির বিক্রয়চেষ্টার সময় রাজপুরুষ কর্তৃক ধৃত হইয়া ভূপতির সম্মুখে নীত হইল। শোকাকুল নৃপতি সহস্রানীক স্বয়ং ঐ বলয়বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলে উদয়াচলে সর্প ধৃত করা হইতে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা শবর তাঁহার নিকট বিবৃত করিল। শবরের নিকট হইতে উহা শ্রবণ করিয়া এবং দয়িতার বলয় অবলোকন করিয়া রাজা সহস্রানীক সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান হইলেন।

বারিকণা যেরূপ নিদাঘে তাপদগ্ধ ময়ূরের আনন্দ উৎপাদন করে তদ্রূপ এক দৈববাণী বিরহকাতর নৃপতিকে আনন্দপ্রদান করিল। 'হে রাজন্, তুমি শাপমুক্ত হইলে। তোমার পত্নী মৃগাবতী তোমার পুত্রের সহিত জমদগ্নির আশ্রমে বাস করিতেছে।' উৎকণ্ঠায় দীর্ঘীকৃত সেই দিবসের কোনক্রমে অবসান হইলে পরের দিবসে প্রিয়তমাকে সত্বর উদ্ধার করিবার নিমিত্ত নৃপতি সহস্রানীক শবর প্রদর্শিত পথে সসৈন্যে উদয়চলাবস্থিত সেই আশ্রমের দিকে প্রস্থান করিল। (৭৯-৯০)

—ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের কথামুখ লম্বকের
প্রথম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা—৯০
ক্রমিক সংখ্যা—৯১৪

দ্বিতীয় তরঙ্গ

বহুদূর গমন করিবার পর রাজা সেদিন সরসী তীরে এক অরণ্যে স্কন্দাবার স্থাপন করিলেন। তথায় রাত্রে ক্লান্ত দেহে শয়ন করিবার সময় তিনি তাঁহার সেবায় নিয়ত সঙ্গতক নামক কথককে বলিলেন, 'মৃগাবতীর মুখপদ্ম দর্শনোৎসুক আমাকে একটি চিত্তবিনোদনী কাহিনী শ্রবণ করাও।' সঙ্গতক বলিল, 'আপনি কেন বিনা কারণে বিষাদগ্রস্ত হইয়াছেন? আপনার অভিশাপমুক্তির প্রতীকস্বরূপ রাজ্ঞীর সহিত পুনর্মিলন সমাগতপ্রায়। মিলন ও বিরহ ভোগ মানবের বহুবার হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ আমি একটি আখ্যায়িক নিবেদন করিতেছি, প্রভো, শ্রবণ করুন।' (১-৫)

শ্রীদত্ত ও মৃগাঙ্কবতীর কাহিনী

মালবদেশে পুরাকালে যজ্ঞসোম নামক বিপ্র বাস করিত। সেই সাধুব্যক্তির কালনেমি ও বিগতভয় নামক দুইটি জনপ্রিয় পুত্রসন্তান ছিল। পিতা স্বর্গত হইলে ভ্রাতৃদ্বয় শৈশব অতিক্রান্ত হওয়ায় বিদ্যাশিক্ষার্থে পাটলিপুত্র নগরে গমন করিল। শিক্ষান্তে তাহাদের উপাধ্যায় দেবশর্মা মূর্তিমতী বিদ্যার ন্যায় স্বীয় কন্যাযুগলকে উহাদের হস্তে প্রদান করিলেন।

কালনেমি তাহার চতুর্দিকে অবস্থিত প্রতিবেশীগণকে ঐশ্বর্যবান দৃষ্টে ঈর্ষান্বিত হইয়া হোমানলে লক্ষ্মীদেবীর উপাসনা করিল। দেবী তুষ্ট হইয়া সশরীরে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, 'তোমার একটি পৃথিবীশাসনকারী পুত্র এবং বহু বিত্ত লাভ হইবে। কিন্তু পাপমনে মাংসদ্বারা হোম করিয়াছ বলিয়া তুমি চৌরের ন্যায় হত হইবে।'

এই কথা বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলে কালক্রমে কালনেমি বহু ধনের অধিকারী হইল। পরন্তু কিয়দ্দিবসান্তে তাহার পুত্র সন্তান লাভও হইল। নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া পিতা পুত্রের নাম রাখিল শ্রীদত্ত। কারণ দেবী 'শ্রী'র বরেই সে তাহাকে লাভ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে অস্ত্রবিদ্যায় ও বাহুযুদ্ধে পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইল। (৬-১৫)

সর্পদংশনে ভার্যার মৃত্যু হওয়ায় কালনেমির ভ্রাতা বিগতভয় তীর্থদর্শন মানসে শোকে দেশান্তরী হইল। উপরন্তু সেই দেশের গুণগ্রাহী নৃপতি শ্রীদত্তকে তাঁহার পুত্র বিক্রমশক্তির সখ্যত্বে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং তাহাকেও একটি উদ্ধত রাজপুত্রের সহিত সহবাস করিতে হইয়াছিল। যেমন বাল্যে দুর্জয় ভীমকে দুর্যোধনের সহিত বাস করিতে হইত। অনন্তর অবন্তীবাসী বহুশালী ও বজ্রমুষ্টি নামক দুইজন

ক্ষত্রিয়ের সহিত ঐ বিপ্রের বন্ধুত্ব হইল। তাহার নিকট বাহুযুদ্ধে পরাজিত হইয়া দাক্ষিণাত্যের কয়েকজন গুণগ্রাহী মন্ত্রীপুত্রও নিজেদের ইচ্ছায় উহার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইল, যেমন, মহাবল, উপেন্দ্রবল, ব্যাঘ্রভট, এবং নিষ্ঠুরক নামক এক ব্যক্তি। কয়েকবর্ষ অতিক্রান্ত হইলে একদিন রাজপুত্রের সখা শ্রীদত্ত মিত্রদিগের সহিত আনন্দ উপভোগ করিতে গঙ্গাতটে উপস্থিত হইল। তথায় রাজপুত্রের অনুচরেরা রাজপুত্রকে নৃপতি করিল এবং শ্রীদত্তের বন্ধুরাও শ্রীদত্তকে রাজা করিল। মদোন্মত্ত রাজপুত্র ইহাতে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ বিপ্রবীরকে যুদ্ধে আহবান করিল। শ্রীদত্ত কর্তৃক দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত হইয়া অপদস্থ হওয়াতে সে মনে মনে স্থির করিল যে, এই ক্রমবর্ধমান বীরকে বধ করিতে হইবে। শ্রীদত্ত রাজপুত্রের মনের কথা বুঝিতে পারিয়া শঙ্কিতচিত্তে মিত্রদের সহিত তাহার সম্মুখ হইতে অপসৃত হইল। (১৬-২৬)

যাইতে যাইতে সে গঙ্গাবক্ষে সমুদ্রবক্ষস্থিত মূর্তিমতী লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় একটি রমণীর সাক্ষাৎ লাভ করিল। জলের তলায় কেহ যেন তাহাকে টানিয়া লইতেছিল। বাহুশালী অন্য পঞ্চজন সুহৃদকে নদীতটে রাখিয়া জলমধ্য হইতে ঐ রমণীকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সে ঝম্প প্রদান করিল। রমণীটির কেশাকর্ষণ করা সত্ত্বেও সে জলমগ্ন হইয়া যাইতে লাগিল এবং সেই বীরও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ জলে ডুব দিল। ডুবন্ত অবস্থায় অনেকদূর গমন করিলে সে একটি অপূর্ব শিবমন্দির দেখিতে পাইল। কিন্তু তথায় কোন জল কিংবা নারী ছিল না। এই অত্যন্ত আশ্চর্য দৃশ্য দর্শন করিয়া এবং বৃষধ্বজকে প্রণাম করিয়া সেই রাত্রি মন্দিরসংলগ্ন একটি অপরূপ উদ্যানে যাপন করিল। প্রাতঃকালে সে দেখিতে পাইল সর্বস্ত্রীগুণসমন্বিতা সাক্ষাৎ শ্রীর ন্যায় রূপসী সেই মহিলা শিবের আরাধনা করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিয়াছে। দেবপূজান্তে সেই চন্দ্রমুখী তাহার নিজের আলয়ে প্রস্থান করিলে শ্রীদত্তও তাহার পশ্চাদানুসরণ করিল। সেই সম্ভ্রান্তা মানিনী রমণী গর্বভরে তাহার সুরপুরী সদৃশ গৃহে প্রবেশ করিতেছেন দেখিতে পাইল। তাহার সহিত বাক্যালাপ না করিয়াই সেই সুন্দরী মহিলা অভ্যন্তরস্থ একটি কক্ষে সহস্রনারীদ্বারা সেবিতা হইয়া একটি পর্যঙ্কে উপবেশন করিল। শ্রীদত্তও তাহার সমীপবর্তী একটি আসনে উপবিষ্ট হইল। অতঃপর সেই সাধ্বী অকস্মাৎ রোদন করিতে আরম্ভ করিল। অঝোরে নেত্রবারি তাহার বক্ষে পতিত হইতেছে দেখিয়া শ্রীদত্তের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইল। তখন সে তাহাকে বলিল, 'সুন্দরি, আপনি কে এবং আপনার কিসের দুঃখ আমাকে বলুন। আমি উহা নিবারণ করিতে সমর্থ হইব।' তখন সে অনিচ্ছার সহিত বলিল, 'আমরা দৈত্যরাজ বলির সহস্র প্রপৌত্রী এবং আমি সর্বজ্যেষ্ঠা। আমার নাম বিদ্যুৎপ্রভা। আমাদের প্রপিতামহ বিষ্ণুকর্তৃক ধৃত হইয়া বহুকাল বন্দী ছিলেন এবং সেই বীর দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমাদের পিতাকে নিহত করিয়াছিলেন। তাহাকে হত্যা করিবার পর আমাদের

নিজেদের নগর হইতে আমাদিগকে বহিষ্কার করিয়া যাহাতে আবার আমরা তথায় প্রবেশ করিতে না সমর্থ হই তদুদ্দেশ্যে তথায় একটি সিংহ স্থাপন করিল। সেই স্থানে সিংহ অবস্থিত এবং আমাদের হৃদয়ে বিষাদ প্রতিষ্ঠিত। সিংহটি কুবের কর্তৃক অভিশপ্ত যক্ষ এবং পুরাকালে এইরূপ ভবিষ্যৎবাণী হইয়াছিল যে, যদি সে কোন মানব কর্তৃক বিজিত হয় তবেই তাহার শাপমুক্তি হইবে। আমরা কি প্রকারে পুনরায় আমাদের নগরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইব সবিনয়ে এই কথা বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাদের এই কথা বলিয়াছিলেন। সুতরাং আমাদের শত্রু সিংহকে বশ করিবেন এই নিমিত্ত, হে বীর, আপনাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছি! তাহাকে পরাজিত করিয়া তাহার নিকট হইতে মৃগাঙ্ক নামক খড়্গ লাভ করিবেন এবং উহার প্রভাবে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া ভূমণ্ডলের অধীশ্বর হইবেন।' (২২-৪৫)

ইহা শ্রবণ করিয়া, সেই দিবস অতিক্রান্ত হইলে পরদিবসে শ্রীদত্ত দৈত্যকন্যাগণকে অগ্রে স্থাপন করিয়া সেই নগরে আগমনকরতঃ দ্বন্দ্বযুদ্ধে ঐ উদ্ধত সিংহকে পরাজিত করিল। শাপমুক্ত হইয়া সিংহ মনুষ্যাকার ধারণ করিল এবং যে পুরুষ তাহাকে অভিশাপমুক্ত করিয়াছে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাহাকে নিজের খড়্গ প্রদান করিয়া অসুর কন্যাদিগের দুঃখভার সঙ্গে লইয়া অন্তর্ধান করিল। অতঃপর শ্রীদত্ত সানুজা দৈত্যকন্যাকে সঙ্গে লইয়া পৃথিবী হইতে বহির্গত অনন্তনাগসদৃশ সেই উত্তমপুরীতে প্রবেশ করিলে সেই দৈত্যকন্যা তাহাকে বিষনাশকারক একটি অঙ্গুরীয় প্রদান করিল। তথায় অবস্থান করিতে করিতে সেই যুবক ঐ দৈত্যদুহিতার প্রেমে পড়িলে সে শঠতাপূর্বক বলিল, 'আপনি এই বাপীতে অবগাহন করুন। নিমজ্জিত হইবার সময় ভয়াপহারী এই খড়্গ আপনার সঙ্গে লইবেন। সে তাহা করিতে সম্মত হইল এবং তড়াগে মগ্ন হইয়া গঙ্গাতটে যে স্থানে নিমজ্জিত হইয়াছিল ঠিক সেইস্থানে উত্থিত হইল। জলের নিম্নদেশ হইতে উত্থিত হইয়া যে অঙ্গুরীয় এবং খড়্গ দর্শন করতঃ 'অসুরকন্যা কর্তৃক বঞ্চিত হইয়াছি'—মনে করিয়া বিষণ্ণ হইল। অতঃপর সে স্বীয় মিত্রদিগের অন্বেষণে আপন গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। গমন করিতে করিতে পথে মিত্র নিষ্ঠুরকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে নিষ্ঠুরক তাহার নিকট আগমন করিয়া অভিবাদনান্তে সত্বর তাহাকে একটি নির্জন স্থানে লইয়া গেল। তথায় আত্মীয়স্বজনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে নিষ্ঠুরক তাহাকে উত্তর করিল, "তুমি সেই গঙ্গায় নিমজ্জিত হইলে বহু দিবস পর্যন্ত আমরা তোমাকে অন্বেষণ করিয়াছিলাম এবং শোকে বিহ্বল হইয়া নিজেদের শিরচ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলে একটি দৈববাণী আমাদের সেই কার্য হইতে বিরত করিয়া বলিল, 'হে বৎসগণ! এরূপ কার্য করিও না। তোমাদের মিত্র জীবিতাবস্থায় ফিরিয়া আসিবে' (৪৬-৫৭) যখন তোমার পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম, পথে একটি পুরুষ ত্বড়িৎগতিতে আমাদের নিকট আগমন করিয়া

বলিল, 'তোমরা সম্প্রতি এই নগরীতে প্রবেশ করিও না। কারণ নৃপতি বল্লভশক্তির মৃত্যু হইয়াছে এবং মন্ত্রীরা সর্বসম্মতিক্রমে বিক্রমশক্তিকে রাজপদে বরণ করিয়াছে। রাজা হইবার পরদিন সে কালনেমির গৃহে আগমন করিয়া তাহাকে সকোপে 'আমার পুত্র শ্রীদত্ত কোথায়?' এই কথা জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর করিল, 'আমি কিছুই অবগত নহি।' পুত্রকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছে ইহা স্থির করিয়া ক্রোধবশতঃ নৃপতি তাহাকে চৌর্যাপরাধে শূলবিদ্ধ করিয়া নিহত করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া কালনেমির ভার্যার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। দুষ্কৃতকারীরা একটার পর একটা দুষ্কর্ম করিয়া যায়। বিক্রমশক্তি এখন হত্যা করিবার নিমিত্ত শ্রীদত্তকে অন্বেষণ করিতেছে এবং যেহেতু তোমরা শ্রীদত্তের মিত্র সেহেতু অবিলম্বে এই স্থান পরিত্যাগ কর।' সে এইরূপে সতর্ক করিয়া দিলে বাহুশালী প্রমুখ পঞ্চজন শোকার্তচিত্তে উজ্জয়িনীতে স্বগৃহে প্রস্থান করিল। সখে, তোমার নিমিত্ত তাহারা আমাকে এইস্থানে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া গিয়াছে। মিত্রদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত চল আমরা তথায় গমন করি।" নিষ্ঠুরকের নিকট হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া এবং পিতামাতার নিমিত্ত শোকার্ত হইয়া প্রতিশোধ-গ্রহণে সমর্থ হইবে এই আশায় খড়্গের দিকে সে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতেছিল। কিছুকাল প্রতীক্ষার পর সেই বীরবন্ধুদের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত সে নিষ্ঠুরকের সহিত উজ্জয়িনী নগরীতে গমন করিল। (৫৮-৬৮)

জলে নিমজ্জিত হইবার সময় হইতে তাহার কাহিনী সখার নিকট বর্ণনা করিবার সময় শ্রীদত্ত পথের উপর একটি রোরুদ্যমানা রমণীকে দেখিতে পাইল। রমণী বলিল, 'আমি অবলা নারী, মালবে যাইবার সময় পথভ্রষ্ট হইয়াছি।' করুণাপরবশ শ্রীদত্ত সেই রমণীকে তাহার সহিত গমন করিতে বলিল। সে নিষ্ঠুরক ও যে রমণীকে দয়াপরবশ রাখিয়াছিল--উহারা সেইদিন একটি শূন্যপুরীতে থাকিয়া গেল। রাত্রে অকস্মাৎ জাগ্রত হইয়া সে দেখিতে পাইল যে ঐ নারী নিষ্ঠুরককে হত্যা করিয়া আনন্দে তাহার মাংস ভক্ষণ করিতেছে। উত্থিত হইয়া সে তাহার মৃগাঙ্ক নামক খড়্গ উত্তোলন করিতেই সেই নারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসীর বেশ ধারণ করিলে সেই নিশাচরীকে সে কেশাকর্ষণপূর্বক বধ করিতে উদ্যত হইল। তৎক্ষণাৎ সেই রমণী দিব্যমূর্তি ধারণ করিয়া বলিল, "হে বীর পুঙ্গব, আমাকে বধ করিও না। আমাকে মুক্তি দাও। আমি রাক্ষসী নই। বিশ্বামিত্রের শাপে আমার এই দশা হইয়াছে। কুবেরের পদ-প্রাপ্তির আশায় তিনি যখন তপস্যা করিতেছিলেন তখন বিঘ্নসৃষ্টির জন্য ধনপতি তথায় আমাকে প্রেরণ করিলে আমার সুন্দররূপে তাহাকে প্রলোভিত করিতে অসমর্থ হইয়া লজ্জায় আমি ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিয়াছিলাম। (৬৯-৭৭) তদ্দৃষ্ট সেই মুনি আমাকে আমার অপরাধানুযায়ী অভিশাপ দিলেন, 'রে পাপীয়সি, তুই নরহত্যাকারী রাক্ষসী হ।' তিনি এই বিধানও দিলেন যে, তুমি আমার কেশাকর্ষণ করিলে আমি

শাপমুক্ত হইব। অতএব তুমি যখন আমার কেশাকর্ষণ করিলে তখন আমাকে জঘন্য রাক্ষসীরূপ ধারণ করিতে হইয়াছিল। আমি এই নগরীর সমস্ত অধিবাসী-দিগকে ভক্ষণ করিয়াছি। বহুকাল পরে পূর্ব বর্ণিতরূপে তুমি আমাকে শাপমুক্ত করিয়াছ। এখন আমার নিকট হইতে একটি বর গ্রহণ কর।" তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীদত্ত সসম্ভ্রমে তাহাকে বলিল, 'মাতঃ আমার সখাকে পুনরুজ্জীবিত করুন। আমার কি আর কোন বরের প্রয়োজন আছে?' 'তাহাই হউক' এই বলিয়া বরপ্রদানা-ন্তর তিনি অন্তর্হিতা হইলেন। অক্ষত দেহে নিষ্ঠুরক আবার জীবিত হইল। তখন আশ্চার্যান্বিত হইয়া প্রহৃষ্টচিত্তে পরদিন প্রাতঃকালে তাহার সহিত যাত্রা করিয়া সে অবশেষে উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইল। নীলকণ্ঠ ময়ূর মেঘদর্শনে যেরূপ পুনরায় জীবন ফিরিয়া পায় তদ্রূপ তাহাকে দর্শন করিয়াও তাহার মিলনাকাঙ্ক্ষী সমুৎসুক বন্ধুগণও হৃষ্টচিত্ত হইল। তাহার কৌতুকপ্রদ কাহিনী বর্ণনা করিলে বাহুশালী তাহাকে স্বীয় আলয়ে আনয়নপূর্বক যথাবিধি অতিথি সৎকার করিল। তথায় শ্রীদত্ত বাহুশালীর পিতামাতা কর্তৃক সেবিত হইয়া বন্ধুদের সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। মনে হইল যেন নিজের গৃহেই বাস করিতেছে। (৭৮-৮৬)

একদা মধুমাসের মহোৎসব আগত হইলে বন্ধুগণের সহিত সে একটি উদ্যানে উৎসব দেখিতে আগমন করিলে তথায় মূর্তিমতী দেবী মধুশ্রীর ন্যায় উৎসবদর্শনে আগতা রাজা শ্রীবিম্বকের মৃগাঙ্কবতী নাম্নী দুহিতার সাক্ষাৎলাভ করিল। উন্মুক্ত অক্ষি-গোলকের অন্তরাল দিয়া সে যেন তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। প্রথম প্রেমের আবির্ভাব-সূচক তাহার মুগ্ধদৃষ্টিও শ্রীদত্তের উপর নিবদ্ধ হইয়া ফিরিয়া গেল। সে বৃক্ষরাজির অন্তরালে প্রবেশ করিলে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া শ্রীদত্তের হৃদয় শূন্য হইয়া গেল এবং সে আপন অস্তিত্ব বিস্মৃত হইল। ইঙ্গিতের অর্থগ্রাহী তদীয় মিত্র বাহুশালী বলিল, 'সখে তোমার হৃদয়ের কথা আমি জ্ঞাত আছি। প্রেমের অবমাননা করিও না, চল উদ্যানের যে প্রান্তে রাজদুহিতা আছেন আমরা তথায় গমন করি।' এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সে ইঙ্গিতজ্ঞ সুহৃদ বাহুশালীর সহিত রাজকুমারীর নিকট গমন করিল। (৮৭-৯৩) সেই মুহূর্তে শ্রীদত্তের হৃদয়বিদারণকারী একটি রব শ্রুত হইল, 'হায়! হায়! রাজকুমারীকে সর্পে দংশন করিয়াছে।' বাহুশালী তখন কঞ্চুকীর নিকট গমন করিয়া তাহাকে বলিল, 'আমার বন্ধুর বিষঘ্ন অঙ্গুরীয় ও বিষবিদ্যা জানা আছে।' কঞ্চুকী তৎক্ষণাৎ শ্রীদত্তের পদে নত হইয়া তাহাকে রাজকুমারীর নিকট লইয়া গেল। সে রাজকুমারীর অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় পরিধান করাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিল। সকলে হৃষ্ট হইয়া শ্রীদত্তের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নৃপতি বিম্বক স্বয়ং তথায় আগমন করিলেন। অতঃপর অঙ্গুরীয়টি গ্রহণ না করিয়াই সুহৃদগণের সহিত শ্রীদত্ত বাহুশালীর আলয়ে ফিরিয়া আসিল।

নৃপতি সন্তুষ্ট হইয়া যে ধনরত্ন তাহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন তৎসমুদায় সে বাহুশালীর পিতাকে প্রদান করিল। সেই সুন্দরী কন্যার কথা চিন্তা করিতে করিতে সে অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িলে তাহার বন্ধুরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল। (৯৪-১০১) অতঃপর অঙ্গুরীয় প্রত্যর্পণ ছলে রাজকুমারীর প্রিয়সখী ভাবনিকা আগমন করিয়া তাহাকে বলিল, 'হে সুভগ, আপনি আমার সখীর ভর্তা হইয়া তাহার প্রাণরক্ষা করুন নচেৎ সে মৃত্যুকে বিবাহ করিবে।' ভাবনিকা এই কথা বলিলে সে ভাবনিকা, বাহুশালী ও অন্যান্য মিত্রদের সহিত পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল, 'আমরা সুকৌশলে গোপনে রাজকুমারীকে হরণ করিয়া মথুরায় গমন করিয়া তথায় বাস করিব।' (৯৩-১০৫) এই প্রস্তাবটি সম্যকরূপে আলোচনা করিয়া ইহাকে সফল করিতে হইলে কাহার কি করিতে হইবে নির্দ্ধারিত করিয়া ভাবনিকা প্রস্থান করিল। পরদিবসে বাহুশালী তিনজন সুহৃদের সহিত বাণিজ্যব্যপদেশে মথুরায় গমন করিয়া রাজকুমারীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে বেগশালী ঘোটক গুপ্তভাবে স্থাপিত করিল। অতঃপর শ্রীদত্ত সকন্যা এক নারীকে আসব পান করাইয়া রাজকুমারীর গৃহে আনয়ন করিল এবং ভাবনিকা প্রাসাদে দীপালোক প্রদান করিবার ছলে অগ্নিসংযোগ করিয়া রাজপুত্রীকে বহির্দ্দেশে আনয়ন করিল। (১০৬-১১০) শ্রীদত্ত বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল এবং রাজকুমারীকে প্রাপ্ত হইয়া সেই মুহূর্তে দুই বন্ধুর উপর তাহার ও ভাবনিকার ভার অর্পণকরতঃ তাহাদিগকে বাহুশালীর নিকট প্রেরণ করিল। বাহুশালী ইতঃপূর্বেই প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়াছিল। সেই মত্ত নারী ও তাহার কন্যাকে দগ্ধাবস্থায় দর্শন করিয়া লোকেরা মনে করিল যে, রাজকুমারী তাহার সখীর সহিত অগ্নিসাৎ হইয়াছে। কিন্তু প্রাতঃকালে অন্যান্য দিবসের ন্যায় শ্রীদত্ত সেই নগরীতেই নগরবাসী কর্তৃক দৃষ্ট হইল। দ্বিতীয় দিবস রাত্রিকালে মৃগাঙ্ক খড়্গ হস্তে শ্রীদত্ত তাহার পূর্বেপ্রস্থিত প্রিয়ার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত যাত্রা করিল। প্রবল ইচ্ছাদ্বারা চালিত হইয়া সে নিশাযোগে বহু পথ অতিক্রম করিয়া প্রাতঃকালে এক প্রহর গত হইলে বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিল। প্রথমে সে বহু অশুভ লক্ষণ দর্শন করিল এবং পরে প্রহারজর্জরিত ভাবনিকা ও তাহার বন্ধুদের পথের উপর শায়িত অবস্থায় দেখিতে পাইল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাহাদের সমীপবর্তী হইলে তাহারা বলিল, 'বহু অশ্বারোহী পুরুষ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া সর্বস্ব অপহরণ করিয়াছে। আমাদের এই দুরবস্থা করিয়া জনৈক অশ্বারোহী ভয়াকুলা রাজকুমারীকে তাহার অশ্বোপরি স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিয়াছে। তিনি বহুদূরে নীত হইবার পূর্বেই তুমি ঐদিকে গমন কর। আমাদের নিকট থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই কারণ তাহার মূল্য আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক।' মিত্রদিগের দ্বারা এইরূপে প্রেরিত হইয়া সে দ্রুতবেগে রাজকুমারীর অনুসরণ করিল কিন্তু বারংবার পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া থাকিতে পারিল না। বহুদূর অতিক্রম

করিবার পর সে অশ্বারোহীদের ধরিয়া ফেলিল এবং দেখিতে পাইল যে একটি ক্ষত্রিয় যুবক রাজকন্যাকে তাহার অশ্বের উপর ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সে ধীরে ধীরে ক্ষত্রিয় যুবকটির নিকটবর্তী হইল এবং মিষ্ট বাক্যদ্বারা রাজকুমারীর উদ্ধার সাধনে অসমর্থ হইয়া পদাঘাতে যুবকটিকে অশ্বচ্যুত করতঃ শিলার উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিল। (১১১-১২৩) অন্যান্য অশ্বারোহীগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল সে যুবকটিকে হত্যা করিয়া তাহারই ঘোটকে আরোহণ করতঃ উহাদের মধ্যে অনেককে হত্যা করিল। হতাবশিষ্ট অশ্বারোহীগণ তাহার অমানুষিক বীর্যবত্তা-দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিল। শ্রীদত্ত অতঃপর রাজকুমারী মৃগাঙ্কবতীকে অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপিত করিয়া মিত্রদের অন্বেষণ করিতে প্রস্থান করিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর সে ও তাহার প্রিয়তমা অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। যুদ্ধে নিদারুণভাবে আহত হওয়ায় অশ্বটি ভূতলে পতিত হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। ভয়ে ও শ্রমে ক্লান্ত হওয়ায় তাহার প্রিয়া মৃগাঙ্কবতী অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হইল এবং তাহাকে সেখানে রাখিয়া শ্রীদত্ত যখন জলপ্রাপ্তির আশায় বহুদূর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল তখন সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। তখন সে আবিষ্কার করিল যে সে জলের সন্ধান পাইয়াছে বটে কিন্তু পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। চক্রবাকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে সে যামিনী অতিবাহিত করিল। উষাকালে মৃত অশ্বের দেহ দৃষ্টে অনায়াসেই সেই স্থানটি চিনিতে পারিল কিন্তু কোথাও তাহার প্রিয়তমাকে দেখিতে পাইল না। তখন সে মৃগাঙ্ক খড়্গ ভূতলে স্থাপিত করিয়া ব্যাকুলচিত্তে রাজকুমারীর দর্শনাশায় একটি বৃক্ষ-শীর্ষে আরোহণ করিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঠিক সেই মুহূর্তে একজন শবররাজ ঐ পথ অতিক্রম করিবার সময় তথায় আগমন করিয়া বৃক্ষমূল হইতে মৃগাঙ্ক খড়্গটিকে উত্তোলন করিলেন। শবরপতিকে দেখিতে পাইয়া শ্রীদত্ত বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করতঃ অতিশয় শোকার্ত চিত্তে তাহার প্রিয়ার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। শবররাজ তাহাকে বলিল, "আপনি এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমার গ্রামে গমন করুন। আপনি যাহাকে অন্বেষণ করিতেছেন নিঃসন্দেহে তিনি তথায় গমন করিয়াছেন। আমি তথায় প্রত্যাবর্তন করিয়া আপনাকে খড়্গ প্রত্যর্পণ করিব।' শবররাজ কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া শ্রীদত্ত পরম ঔৎসুক্যে তাহার অনুচরদিগের সহিত সেই পল্লীতে গমন করিল। তথায় অনুচরেরা 'এইবার আপনি নিদ্রিত হইয়া আপনার শ্রান্তি অপনোদন করুন' -এই কথা বলিলে সে গ্রামাধিপের গৃহে আগমন করিয়া ক্লান্তিবশতঃ অচিরাৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িল। সহস্রবার প্রয়াস সত্ত্বেও যখন ইষ্টলাভে অসমর্থ হইয়া প্রিয়া অলভ্যই রহিয়া গেল তখন জাগ্রত হইয়া সে দেখিতে পাইল যে তাহার দুইটি পদও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। দৈবযোগে যাহাকে প্রাপ্ত হইয়া একমুহূর্ত সুখ ভোগ করিয়া পরমুহূর্তেই তাহার সকল আশা বিচূর্ণিত

হইয়াছিল সেই প্রিয়ার নিমিত্ত রোরুদ্যমান অবস্থায় সে সেইখানেই অবস্থান করিতে লাগিল। (১২৪-১৩৯)

একদা মোচনিকা নাম্নী একটি পরিচারিকা তাহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, 'হে মহাভাগ, অজ্ঞতাবশতঃ আপনি এই স্থানে মৃত্যুর নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন। কোনও কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত শবররাজ কোথাও গমন করিয়াছে। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সে আপনাকে চণ্ডিকাদেবীর নিকট উপহার প্রদান করিবে। সেই উদ্দেশ্যেই সে ছলে বলে আপনাকে বিন্ধ্যারণ্যের সানুদেশ হইতে এইস্থানে আনয়ন করতঃ অচিরাৎ নিগড়াবদ্ধ করিয়াছে। দেবীর নিকট আপনি বলি হইবেন বলিয়া আপনাকে ক্রমাগত বস্ত্র ও আহার্য প্রদান করা হইতেছে। যদি আপনি সম্মত হন, আমার মতে আপনার মুক্তির মাত্র একটি উপায়ই আছে। এই শবরাধিপের সুন্দরী নাম্নী একটি কন্যা আছে। আপনাকে দর্শন করিয়া সে কামমোহিত হইয়াছে। আমার সেই সখীকে আপনি বিবাহ-করুন, তবেই আপনি মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।' সে এই কথা বলিলে মুক্তির আশায় শ্রীদত্ত সম্মত হইয়া সেই সুন্দরীর সহিত গান্ধর্ব মতে গুপ্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইল। প্রতিদিন রাত্রে সুন্দরী তাহার শৃঙ্খল মোচন করিয়া দিত এবং এইরূপে সে শীঘ্রই গর্ভবতী হইল। মোচনিকার মুখ হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সুন্দরীর মাতা জামাতা শ্রীদত্তের প্রতি স্নেহবশতঃ স্বেচ্ছায় তাহার নিকটে আগমন করিয়া বলিল, 'বৎস, সুন্দরীর পিতা শ্রীচণ্ডের অত্যন্ত কোপন স্বভাব। সে তোমার উপর কিঞ্চিৎ মাত্রও দয়া প্রদর্শন করিবে না। তুমি এইস্থান হইতে প্রস্থান কর কিন্তু সুন্দরীকে বিস্মৃত হইও না। এই কথা বলিয়া শ্বশ্রূমাতা তাহাকে মুক্ত করিলে, 'তোমার পিতার নিকট যে খড়্গটি আছে সেটি প্রকৃতপক্ষে আমার,' সুন্দরীকে এইকথা বলিয়া শ্রীদত্ত প্রস্থান করিল। (১৪০-১৫০)

চিন্তাকুলিতচিত্তে সে পুনরায় যে অরণ্যে পূর্বে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিল সেই অটবীতেই একটি শুভ চিহ্ন দর্শন করতঃ যথায় তাহার অশ্ব মৃত হইয়াছিল এবং যে স্থান হইতে তাহার প্রিয়তমা অপহৃতা হইয়াছিল সেইস্থানে উপস্থিত হইলে নিকটেই দেখিতে পাইল যে একটি ব্যাধ তাহার সমীপে আগমন করিতেছে। তাহাকে দেখিতে পাইয়া সে সেই মৃগ নয়নীর কোন সংবাদ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিল। তখন সেই লুব্ধক বলিল, 'আপনিই কি শ্রীদত্ত?' সে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, 'আমিই সেই মন্দভাগ্য পুরুষ।' এই কথা শুনিয়া সে বলিল, 'সখে, শ্রবণ কর, তোমার নিকট আমার কিছু বক্তব্য আছে। তোমার পত্নীকে তোমার নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে দেখিতে পাইয়া এবং তাহার কাহিনী শ্রবণ করিয়া আমি তাহাকে

প্রবোধদান করতঃ কৃপাবিষ্ট হইয়া এই অরণ্য হইতে বহির্দেশে আনয়ন করিয়া স্বীয় পল্লীতে লইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু তথায় পুলিন্দ যুবকদের দর্শনে আমি ভীত হইয়া তাহাকে মথুরার নিকটবর্তী নাগস্থল গ্রামে আনয়ন করতঃ বিশ্বদত্ত নামক এক বৃদ্ধ বিপ্রের হস্তে সযত্নে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত ন্যস্ত করিয়াছি; তাহার মুখ হইতে তোমার নাম শ্রবণ করিয়া আমি এইস্থানে আগমন করিয়াছি। অতএব তাহার অন্বেষনার্থ তুমি শীঘ্র নাগস্থলে গমন কর।' ব্যাধের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীদত্ত তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিল এবং দ্বিতীয় দিবসে দিনান্তে নাগস্থলে উপনীত হইল। অতঃপর সে শিবদত্তের গৃহে প্রবেশ করতঃ তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাহাকে বলিল, 'ব্যাধ আপনার নিকট আমার ভার্যাকে রাখিয়া গিয়াছে, আমাকে অর্পণ করুন।' এই বাক্য শ্রবণান্তর বিশ্বদত্ত উত্তরে বলিল, 'মথুরাতে সমস্ত গুণীজনের প্রিয় নৃপতি সুরসেনের গুরু ও অমাত্য একজন দ্বিজ বাস করেন। তোমার গৃহিণীকে আমি তাহার হস্তে প্রদান করিয়াছি; কারণ এই বিজন গ্রামে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ কষ্টসাধ্য হইত। অদ্য এইস্থানে বিশ্রাম কর, আগামী কল্য প্রাতঃকালে সেই নগরীতে গমন করিও।' বিশ্বদত্ত এই কথা বলিলে সে তথায় নিশাযাপন করতঃ পরদিবস প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া দ্বিতীয় দিবসে মথুরায় উপনীত হইল। দীর্ঘপথ ভ্রমণে পরিশ্রান্ত ও ধূলিধূসরিত হওয়ায় সে নগরের বহির্দ্দেশে একটি নির্মল জলপূর্ণ দীর্ঘিকায় স্নান করিল। (১৫১-১৬৬) সরোবরমধ্যে চৌরগণ কর্তৃক রক্ষিত বস্ত্র দেখিতে পাইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে তাহা গ্রহণ করিল। কিন্তু সেই বস্ত্রের এক প্রান্তে একটি হার বদ্ধ অবস্থায় ছিল। ভার্যার সহিত মিলিত হইবার প্রবল আগ্রহবশতঃ ঐ হার তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না। সে মথুরায় প্রবেশ করিলে নগররক্ষী ঐ বস্ত্র চিনিতে পারিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হারটিও প্রাপ্ত হইল। চৌর্যাপরাধে শ্রীদত্তকে ধৃত করিয়া বস্ত্রসহ যে অবস্থায় তাহাকে পাইয়াছিল ঠিক সেই অবস্থায় তাহাকে নগরাধিপের সম্মুখে উপস্থিত করিল। সে তাহাকে রাজার হস্তে প্রদান করিলে রাজা তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

ঢোলকবাদ্যসহকারে যখন সে বধ্যভূমিতে নীত হইতেছিল তখন তাহার পত্নী মৃগাঙ্কবতী দূর হইতে দেখিতে পাইয়া অতিশয় ক্লেশাবিষ্ট হইয়া যে প্রধানমন্ত্রীর আলয়ে সে বাস করিতেছিল তাহাকে বলিল, 'ঐ যে আমার স্বামীকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে।' মন্ত্রী তথায় গমন করিয়া জহ্লাদদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন এবং নৃপতির নিকট হইতে মার্জনা আদায় করিয়া শ্রীদত্তকে স্বগৃহে আনয়ন করিলেন। গৃহে আনীত হইলে সে মন্ত্রীকে চিনিতে পারিয়া তাহার পদতলে পতিত হইয়া বলিল, 'কি আশ্চর্য। আপনিই কি আমার সেই পিতৃব্য বিগতভয় যিনি বহুকাল পূর্বে বিদেশে প্রস্থান করিয়াছিলেন এবং আমার সৌভাগ্যবশতঃ যাহাকে এই রাজ্যের মন্ত্রীপদে

অধিষ্ঠিত দেখিতেছি?' (১৬৭-১৭৪) সেও শ্রীদত্তকে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া চিনিতে পারিয়া তাহাকে আলিঙ্গনকরতঃ তাহার পূর্ব বৃত্তান্তসমুদয় শ্রবণ করিতে চাহিলে শ্রীদত্ত পিতার মৃত্যু হইতে আরম্ভ করিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা পিতৃব্যের নিকট বিবৃত করিল। সে ক্রন্দন করিতে করিতে নিভৃতে শ্রীদত্তকে বলিল, 'বৎস, হতাশ হইও না। কোনও সময়ে যাদুমন্ত্রবলে এক যক্ষিনীকে বশ করিলে, সে, যদিও আমি অপুত্রক তথাপি আমাকে পঞ্চসহস্র ঘোটক এবং সপ্তকোটি সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়াছিল। সে সমস্তই এখন তোমার হইল।' এইকথা বলিয়া তাহার প্রিয়াকে আনয়ন করিলে বিত্তবান শ্রীদত্ত তাহাকে সেইস্থানেই বিবাহ করিল। কুমুদ যেরূপ রাত্রির সহিত সানন্দে মিলিত হয় শ্রীদত্তও তদ্রূপ প্রিয়া মৃগাঙ্কবতীর সহিত মিলিত হইয়া সানন্দে বাস করিতে লাগিল। কিন্তু পূর্ণমাত্রায় সুখভোগ সত্ত্বেও পূর্ণচন্দ্রে কলঙ্করেখার ন্যায় তাহার হৃদয় বাহুশালী এবং অন্যান্য বয়স্যের নিমিত্ত চিন্তান্বিত হইয়াছিল। (১৭৫-১৮২) অতঃপর একদিন শ্রীদত্তকে তাহার পিতৃব্য গোপনে বলিল, 'হে পুত্র, নৃপতি সুরসেনের একটি তনয়া আছে। রাজার আদেশে বিবাহ প্রদানার্থে তাহাকে অবন্তীতে লইয়া যাইতে হইবে। আমি সেই অজুহাতে তাহাকে তথায় লইয়া গিয়া তোমার সহিত উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ করিব। তখন রাজকুমারীর অনুচরবর্গ ও তোমাকে যে সৈন্য প্রদান করিয়াছি তাহাদের সাহায্যে তুমি লক্ষ্মীদেবীর প্রতিশ্রুতিমত রাজ্য অধিকার করিবে।' এইরূপ সংকল্প করিয়া শ্রীদত্ত ও তাহার পিতৃব্য সসৈন্যে ও সপরিষদে রাজকুমারীকে লইয়া চলিল। তথা হইতে বিন্ধ্যাটবীতে প্রবেশ করামাত্রই এক বিরাট দস্যুদল শরবর্ষণ করিতে করিতে তাহাদের আক্রমণ করিয়া শ্রীদত্তের সৈন্যদলকে পরাজিতকরতঃ তাহার ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিল এবং প্রহারমূর্ছিত স্বয়ং শ্রীদত্তকে বন্ধন করিয়া তাহাদের পল্লীতে আনয়ন করিল। তাহাকে বলিপ্রদানার্থ চণ্ডিকাদেবীর ভয়ঙ্কর মন্দিরে লইয়া গেলে—মনে হইল যেন ঘণ্টানিনাদে মৃত্যুকে আহ্বান করা হইয়াছে। তথায় পল্লীপতির কন্যা তাহারই একটি ভার্যা, সুন্দরী, বালকপুত্র সমভিব্যাহারে মন্দিরদর্শনে আগত হইয়াছিল। তখন আনন্দাপ্লুতচিত্তে তাহার ও তাহার পতির মধ্যে অবস্থিত দস্যুদিগকে সে অপসৃত হইতে বলিল এবং শ্রীদত্ত পল্লীর সহিত পল্লীর প্রাসাদে প্রবেশ করিল। অচিরাৎ শ্রীদত্ত সেই পল্লীর আধিপত্যলাভ করিল, কারণ অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুকালে সুন্দরীর পিতা কন্যাকে তাহার রাজত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। এইপ্রকারে শ্রীদত্ত তাহার পত্নী, মৃগাঙ্ক নামক খড়্গ এবং দস্যুকবলিত তাহার পিতৃব্য ও সৈন্যগণকে পুনরায় প্রাপ্ত হইল। তথায় অবস্থিতিকালে সুরসেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া মহান্ রাজা হইয়া সে অধিষ্ঠান করিতে লাগিল। তথা হইতে দুই শ্বশুর বিম্বক ও নৃপতি সুরসেনের নিকট দূত প্রেরণ করিল। দুহিতারা তাহাদের অত্যন্ত প্রিয় থাকাবিধায় শ্রীদত্তকে তাঁহারা আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং সৈন্য-

পরিবৃত হইয়া তাহার নিকট আগমন করিলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বাহুশালী এবং তাহার অন্যান্য মিত্রগণ যাহাদের সহিত তাহার বিচ্ছেদ হইয়াছিল, তাহারা আঘাত-মুক্ত হইয়া সুস্থদেহে তাহার নিকট আগমন করিল। তখন সেই বীর পুঙ্গব শ্বশুরদের সহিত মিলিত হইয়া তাহার পিতৃহন্তা বিক্রমশক্তিকে স্বীয় ক্রোধানলে আহুতিপ্রদান-পূর্বক বিরহদুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইল এবং মৃগাঙ্কবতীর সাহচর্য ভোগ করিতে লাগিল। হে রাজন্, এই প্রকারেই ধীরচেতারা বিরহসমুদ্র পার হইয়া পুনরায় কল্যাণ লাভ করিল। (১৮৩-২০০)

সঙ্গতকের নিকট হইতে এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া নৃপতি শতানীক প্রিয়ার কথা চিন্তা করিতে করিতে পথিমধ্যে সেই নিশি যাপন করিলেন। বাঞ্ছাপূরিত হৃদয়ে নিজের চিন্তারাজিকে অগ্রে প্রেরণ করিয়া সহস্রানীক প্রাতঃকালে প্রিয়াসন্দর্শনে যাত্রা করিলেন। এইরূপে কিয়দ্দিবসান্তে তিনি জমদগ্নির শান্তিপূর্ণ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন —সেথায় মৃগেরাও তাহাদের চাপল্য পরিত্যাগ করিয়াছে। তথায় দৃষ্টিমাত্র পূতকারী মূর্তিমান তপস্যার ন্যায় সে ভক্তিপূর্ণ চিত্তে জমদগ্নিমুনির দর্শন লাভ করিল। মুনি তাহার হস্তে সপুত্র রাজ্ঞীকে প্রদান করিলেন। দীর্ঘবিরহান্তে আনন্দের ন্যায় রাজা রাণী মৃগাঙ্কবতীকে প্রাপ্ত হইয়া এখন অভিশাপান্তে অশ্রুপূর্ণ নয়নে, পরস্পরের দৃষ্টি যেন অমৃতধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। এই সর্বপ্রথম পুত্র উদয়নকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে আলিঙ্গনকরতঃ রাজার কলেবর পুলকে রোমাঞ্চিত হইল এবং ভূপতি সহস্রানীক মহিষী মৃগাঙ্কবতী ও উদয়নকে লইয়া জমদগ্নির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণান্তর শান্তিপ্রদ আশ্রম হইতে স্বপুরে প্রস্থান করিবার সময় এমনকি মৃগেরাও আশ্রমের প্রান্তদেশ অবধি সাশ্রুনয়নে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল। পথে বিরহলীন কাহিনী ভার্যার নিকট হইতে শ্রবণ করিতে করিতে এবং স্বীয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে করিতে তোরণ ও পতাকাদ্বারা সুশোভিত কোশাম্বী নগরীতে তিনি উপনীত হইলেন। ভার্যা ও পুত্রের সহিত নগরে প্রবেশ করিবার সময় মনে হইল যেন উন্মীলিত নয়নপক্ষ্মদ্বারা পৌর-বাসীগণ তাহাদের পান করিতেছে। অচিরাৎ সুগুণসম্পন্ন পুত্র উদয়নকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বীয় মন্ত্রীপুত্রবর্গ বসন্তক, রুমণ্বৎ এবং যৌগন্ধরায়ণকে তাহার উপদেষ্টা নিযুক্ত করিলেন। তখন পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং আকাশ হইতে এই দৈববাণী শ্রুত হইল, 'এই উত্তম মন্ত্রীগণের সাহচর্যে কুমার সমগ্র মেদিনীর আধিপত্য লাভ করিবেন।' অতঃপর নৃপতি রাজ্যের ভার পুত্রের উপর অর্পণ করিয়া মৃগাবতীর সহিত বহু আকাঙ্খিত পার্থিব সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। রাজার কর্ণমূলে প্রশান্তির দূতীস্বরূপ জরার লক্ষণ প্রকট হওয়ায় তাঁহার বিষয়স্পৃহা দূরে গমন করিল। তখন প্রজানুরক্ত উত্তমপুত্র উদয়নকে জগতের কল্যাণার্থ সিংহাসনে স্থাপিত

করিয়া সহস্রানীক প্রিয়তমা ভার্যা ও সচিবদের সহিত মহাপ্রস্থানার্থ হিমালয়ে গমন করিলেন। (২০১-২১৭)

--ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের কথামুখ লম্বকের
দ্বিতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা--২১৭
ক্রমিক সংখ্যা--১১৩১

তৃতীয় তরঙ্গ

অতঃপর উদয়ন পিতৃপ্রদত্ত বৎসরাজ্য গ্রহণ করিয়া কৌশাম্বীতে অবস্থানকরতঃ প্রজাদের উত্তমরূপে শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যৌগন্ধরায়ণ ও অন্যান্য মন্ত্রী- দিগের হস্তে রাজ্যভার অর্পণকরতঃ স্বয়ং ভোগবিলাসে মত্ত হইলেন। সতত তিনি মৃগয়ায় রত থাকিতেন এবং বহু পূর্বে বাসুকীপ্রদত্ত সুমধুর বীণা বাদন করিতেন। বীণার ঝংকারদ্বারা মত্ত বন্যগজদিগকে মোহিত ও বশ করিয়া স্বীয় আলয়ে তিনি আনয়ন করিতেন।

বৎসরাজ বারনারীদিগের মুখচন্দ্রিমাবিম্বিত সুরা পান করিতেন এবং তৎসহ মন্ত্রীদিগের আননের লালিত্যও যেন গলাধঃকরণ করিতেন। তাঁহার কেবলমাত্র একটি দুশ্চিন্তা ছিল। --'আমার কুল ও রূপানুযায়ী কোন ভার্যা কোথাও নাই। কেবলমাত্র বাসবদত্তা নামক এক কন্যার কথা শ্রুত হইয়াছি। কিন্তু কি প্রকারে তাহাকে লাভ করা যায়?' --রাজা এই কথাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এদিকে উজ্জয়িনীতে চণ্ড মহাসেনও চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'উদয়ন ব্যতীত আমার কন্যার উপযুক্ত জামাতা পৃথিবীতে আর কোথায় পাওয়া যাইবে? কিন্তু সে ত চিরকাল আমার শত্রু। কি করিয়া তাহাকে আমার অনুরক্ত মিত্র ও জামাতা করিতে সক্ষম হইব? শুধু একটিমাত্র উপায়দ্বারাই ইহা সাধন করা যাইতে পারে। সেই নৃপতির মৃগয়াতে অত্যন্ত আসক্তি এবং সে হস্তী ধরিবার নিমিত্ত বনে একাকী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে! তাহার এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাকে এই স্থানে আনয়ন করিব। (১-১০) সে গান্ধর্ববিদ্যায় পারদর্শীবিধায় যখন আমার কন্যাকে তাহার শিষ্যা করিব তখন কন্যার উপর তাহার দৃষ্টি পতিত হইলে নিশ্চয়ই সে মুগ্ধ হইবে এবং আমার জামাতাও আমার বশংবদ মিত্র হইবে। আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া তাহাকে আমার বশে আনয়ন করিবার ইহা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া সাফল্যলাভের প্রত্যাশায় তিনি চণ্ডিকাদেবীর মন্দিরে গমন- পূর্বক তাঁহার অর্চনা করিলে একটি অশরীরী বাণী শ্রুত হইল: 'হে রাজন্, তোমার এই অভিলাষ শীঘ্রই পূর্ণ হইবে।' সন্তুষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্তন করিয়া চণ্ডমহাসেন মন্ত্রী বুদ্ধদত্তের সহিত এইরূপ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, 'এই নৃপতি গর্বদৃপ্ত, বীতলোভ, প্রজারা ইঁহার প্রতি অনুরক্ত এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। সুতরাং সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ইত্যাদি দ্বারা উঁহাকে বশীভূত করা অসাধ্য। তথাপি সামদ্বারাই প্রথমে আরম্ভ করা যাউক।' এইরূপ চিন্তাপূর্বক রাজা একটি দূতকে আদেশ করিলেন, "তুমি বৎস- রাজের নিকট গমন করিয়া আমার এই বার্তা তাঁহাকে প্রদান কর যে, 'আমার কন্যা

গান্ধর্ববিদ্যা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত আপনার শিষ্যা হইতে ইচ্ছা করে। সুতরাং আমাদের প্রতি আপনার অনুরাগ থাকিলে আপনি অত্র আগমনপূর্বক তাহাকে শিক্ষা দান করুন।"

এই বার্তাসহ প্রেরিত দূত কৌশাম্বীতে আগমনকরতঃ বৎসরাজের সমীপে যথাযথ বক্তব্য নিবেদন করিলে এই অভাব্য বার্তা শ্রবণ করিয়া উদয়ন সচিব যৌগন্ধরায়ণের সহিত নিভৃতে পরামর্শ করিয়া বলিলেন, 'ঐ নৃপতি কেন এরূপ একটি গর্বোদ্ধত বার্তা প্রেরণ করিয়াছে? দুরাত্মার কি অভিপ্রায়?' (১১-২১)

এইরূপে পৃষ্ট হইয়া নৃপতির সতত মঙ্গলকামী যৌগন্ধরায়ণ উত্তর করিলেন, 'রাজন্, আপনার ব্যসনের অখ্যাতি বল্লরীর ন্যায় পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং ইহা তাহার কটুকষায় ফল। নৃপতি চণ্ডমহাসেন আপনাকে ব্যসনের দাস মনে করিয়া স্বীয় সুন্দরী কন্যাদ্বারা আপনাকে প্রলোভিতকরতঃ কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া আপনাকে বশীভূত করিবার বাসনা করিয়াছে। সুতরাং আপনি রাজকীয় ব্যসনাদি ত্যাগ করুন, যেহেতু ব্যসনাসক্ত নৃপতিরা খাদে পতিত বন্যগজের ন্যায় সহজেই শত্রুর করায়ত্ত হয়।' মন্ত্রী এইরূপ বলিলে দৃঢ়চেতা বৎসরাজ নিম্নরূপ উত্তরসহ চণ্ডমহাসেনের নিকট একটি দূত প্রেরণ করিলেন: 'আপনার কন্যা আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে এইস্থানে প্রেরণ করুন।' এই উত্তর প্রেরণ করিয়া বৎসরাজ তাঁহার মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, 'চণ্ডমহাসেনকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় এই স্থানে আনয়ন করিবার নিমিত্ত আমি গমন করিতেছি।' এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রধান অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ বলিল, 'রাজন্, ইহা করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। পরন্তু আপনার সে সামর্থ্যও নাই। চণ্ডমহাসেন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি ইহা আপনি স্বীকার করিবেন এবং আপনি তাহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইবেন না। প্রমাণস্বরূপ তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন।' (২২-৪০)

নৃপতি চণ্ডমহাসেনের বৃত্তান্ত

এই প্রদেশে পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ উজ্জয়িনী নামক নগরী আছে। ইহার সুধাধৌত শ্বেতমর্মরে নির্মিত প্রাসাদসমূহ দেবতাদের অমরাবতীকেও উপহাস করে। কৈলাস পর্বতের রাজোচিত ব্যসন পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং বিশ্বেশ্বর শিব তথায় মহাকালরূপে বাস করেন। সেই নগরীতে নৃপশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রবর্মা বাস করিতেন এবং তাঁহার স্বানুরূপ জয়সেন নামক পুত্র ছিল। সেই জয়সেনের অমিতবলশালী নৃপতিকুঞ্জর মহাসেন নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। রাজ্যপালন করিতে করিতে একদিন তিনি চিন্তা করিলেন, 'আমার উপযুক্ত খড়্গও নাই, এবং সদ্বংশজাতা ভার্যাও নাই।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি চণ্ডিকাদেবীর আয়তনে গমন করিয়া অনাহারে বহুকাল দেবীর

আরাধনা করিলেন। নিজের গাত্র হইতে মাংস কর্তন করিয়া হোমানলে আহুতি প্রদান করিলে দেবী দুর্গা প্রসন্না হইয়া স্বমূর্তিতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন, 'আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার নিকট হইতে এই উত্তম খড়্গ গ্রহণ কর। ইহার যাদুবলে তুমি তোমার সমস্ত শত্রুদের নিকট অজেয় থাকিবে। পরন্তু তুমি শীঘ্রই অঙ্গারক অসুরের কন্যা ত্রিভুবনে অসামান্যা রূপবতী অঙ্গারবতীকে ভার্যারূপে লাভ করিবে এবং যেহেতু এইস্থানে তুমি প্রচণ্ড তপস্যা করিয়াছ সেইহেতু তোমার নাম হইবে চণ্ডমহাসেন।' (৩১-৪০)

এই কথা বলিয়া দেবী রাজাকে খড়্গ প্রদান করিয়া অদৃশ্য হইলেন। অভিলাষ পূর্ণ হওয়াতে রাজা সাতিশয় আহলাদিত হইলেন। ইন্দ্রের বজ্র ও ঐরাবতের মত এখন তিনি খড়্গ ও নড়াগিরি নামক প্রবল শক্তিসম্পন্ন মত্তহস্তী—এই দুইটি রত্নের অধিকারী হইলেন। এই দুই অস্ত্রের বলে বলীয়ান রাজা একদা মৃগয়ার নিমিত্ত এক মহা অটবীতে প্রবেশ করিলেন। তথায় দিবাভাগে সহসা নিশার পুঞ্জীভূত অন্ধকার পিণ্ডের ন্যায় একটি বিরাট ভীষণাকৃতি বরাহের দর্শন লাভ করিলেন। রাজার শরের তীক্ষ্নতা সত্ত্বেও সেই বরাহ অনাহত অবস্থায় রথ চূর্ণ করিয়া পলায়নকরতঃ একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। ক্রুদ্ধ নৃপতি রথ পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে অনুসরণ-করতঃ ধনুক ভিন্ন অপর কোন অস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকেই সেই গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। বহুদূর গমনের পর তিনি একটি বিশাল সুদৃশ্যপুরী অবলোকন করিয়া আশ্চার্যান্বিত হইলেন এবং পুরীমধ্যস্থ একটি সরোবরের তটে উপবেশন করিলেন। তথায় অবস্থিতিকালে তিনি শত শত রমণীপরিবৃতা মদনের শায়কের ন্যায় ধর্মভেদকারী ভ্রাম্যমাণ একটি কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। সেই রমণীও তাঁহাকে প্রেমরস-ধারাবর্ষী চক্ষে মহুর্মুহু অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার সমীপবর্তী হইয়া বলিল, 'হে সুভগ, আপনি কে এবং কি নিমিত্ত এই সময়ে আমাদের পুরীতে উপস্থিত হইয়াছেন?' রাজা যথাযথ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া কন্যার নেত্রযুগল হইতে অবিরত অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল এবং তাহার হৃদয় হইতে স্থৈর্যও লোপ পাইল। 'তুমি কে এবং কেন রোদন করিতেছ'—রাজা এই প্রশ্ন করিলে কামদেবের নিকট স্বেচ্ছা-বন্দিনী সেই কন্যা উত্তরে বলিল, 'যে বরাহ এখানে প্রবেশ করিয়াছে তাহার নাম দৈত্য অঙ্গারক। আমি তাহারই তনয়া। আমার নাম অঙ্গারবতী। তাহার দেহ বজ্রসারসম; বিভিন্ন নৃপতির প্রাসাদ হইতে সে এই শত রাজকুমারীকে হরণ করিয়া আমার পরিচারিকা হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছে। শাপবশতঃ এই অসুর এখন রাক্ষস হইয়াছে এবং বর্তমানে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হওয়াতে আপনাকে নিষ্কৃতি দিয়াছে। সম্প্রতি সে বরাহরূপ ত্যাগ করিয়া স্বরূপে বিশ্রাম করিতেছে। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ হইলে নিশ্চয়ই আপনার অনিষ্ট সাধন করিবে। আপনার কোন অকল্যাণ হইবে এইরূপ

আশঙ্কা করিয়া আমার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের এই অশ্রু নেত্র হইতে পতিত হইতেছে।' (৪১-৫৭)

অঙ্গারবতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি তাহাকে বলিলেন, "যদি তুমি আমাকে ভালবাসিয়া থাক তবে আমি যাহা বলিব তাহাই করিবে। তোমার পিতা জাগ্রত হইলে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তুমি ক্রন্দন করিবে। সে নিশ্চয়ই তোমার উদ্বেগের কারণ জানিতে চাহিবে। তখন তুমি তাহাকে অবশ্যই বলিবে, 'যদি তোমাকে কেহ হত্যা করে তখন আমার দশা কি হইবে? ইহাই আমার উদ্বেগের কারণ।' যদি তুমি ইহা কর তবে তোমার এবং আমার দুইজনেরই কল্যাণ হইবে।"

রাজা তাহাকে এই কথা বলিলে সে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। বিপদ আশঙ্কা করিয়া সেই অসুরকন্যা তখন রাজাকে লুক্কায়িত রাখিয়া নিদ্রিত পিতার সমীপে গমন করিল। অতঃপর দৈত্য জাগ্রত হইলে সে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। দৈত্য তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'পুত্রি, তুমি কেন ক্রন্দন করিতেছ?' সে বিষাদের ভান করিয়া কহিল, 'যদি কেহ তোমাকে বধ করে তবে আমার কি গতি হইবে?' সে সহাস্যে বলিল, 'পুত্রি, কে আমাকে হত্যা করিতে সমর্থ হইবে? কারণ আমার সমস্ত দেহ বজ্রময়, কেবলমাত্র আমার বামহস্তে একটি অরক্ষিত স্থান আছে, কিন্তু তাহাও ধনুর্দ্বারা রক্ষিত।'

এইরূপ বাক্যে দৈত্যকন্যাকে আশ্বাস প্রদান করিলে রাজা লুক্কায়িত থাকিয়া সমস্ত শ্রবণ করিলেন। অনতিবিলম্বে দানব গাত্রোত্থান করিয়া স্নানান্তে নীরবে মহাদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে সেই মুহূর্তে রাজা প্রকট হইয়া ধনুক আকর্ষণপূর্বক দৈত্যের নিকট গমন করিয়া তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সে নীরবতা ভঙ্গ না করিয়া রাজার দিকে তাহার বামহস্ত উত্তোলনপূর্বক কিয়ৎক্ষণ তাঁহাকে অপেক্ষা করিবার জন্য সংকেত করিল। নৃপতি কালক্ষেপ না করিয়া তড়িৎবেগে দৈত্যের বামহস্তের মর্মস্থলে শরাঘাত করিলে সেই মহাদানব অঙ্গারক মর্মস্থানে বিদ্ধ হওয়াতে বিকট চিৎকার করিয়া ভূতলে পতিত হইল এবং যখন তাহার প্রাণবায়ু নির্গত হইতেছিল তখন সে বলিল, 'তৃষ্ণার্ত অবস্থায় যে ব্যক্তি আমাকে হত্যা করিল সে যদি প্রতি বৎসর আমার পূর্বপুরুষদের তর্পণ না করে তবে তাহার পঞ্চমন্ত্রী বিনষ্ট হইবে।' এই কথা বলিয়া দৈত্য পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। নৃপতি তাহার কন্যা অঙ্গারবতীকে লইয়া উজ্জয়িনীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। (৫৮-৭৩)

তথায় চণ্ডমহাসেন দৈত্যকন্যার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহার গোপালক ও পালক নামে দুইটি পুত্র লাভ হইল। তাহাদের জন্মের সময় রাজা ইন্দ্রের সম্মানার্থে এক মহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রসন্ন হইয়া ইন্দ্র স্বপ্নে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'আমার প্রসাদে তোমার একটি অনন্যা কন্যারত্ন লাভ হইবে।"

কালক্রমে বিধাতা কর্তৃক সৃষ্ট দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় এবং চন্দ্র হইতেও অপূর্ব একটি কন্যা তিনি লাভ করিলেন। সেই সময়ে একটি দৈববাণী শ্রুত হইয়াছিল, "এই কন্যার কামদেবের অবতারস্বরূপ এক পুত্র লাভ হইবে। সে বিদ্যাধরদিগের অধিপতি হইবে। তুষ্ট বাসবকর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া রাজা তাহার নাম রাখিলেন বাসবদত্তা।

সমুদ্র মন্থন করিবার পূর্বে অর্ণব-গর্ভে অবস্থিত লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় সেই কুমারী এখনও অবিবাহিতা আছে। হে রাজন্, তুমি কদাপি সেই নৃপতি চণ্ডমহাসেনকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না কারণ সে অতিশয় বলশালী এবং তাহার রাজ্য অত্যন্ত দুর্গম-প্রদেশে অবস্থিত। উপরন্তু, সে সর্বদা তোমার সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু সেই মানী রাজা নিজের ও স্বপক্ষীয়দের বিজয় কামনা করে। আমার মনে হয় এই বাসবদত্তাকে তোমায় বিবাহ করিতে হইবে।" --এই কথা শ্রবণমাত্র রাজা বাসবদত্তাকে তাঁহার হৃদয় অর্পণ করিলেন। (৭৪-৮৩)

--ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের কথামুখ লম্বকের
তৃতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা--৮৩
ক্রমিক সংখ্যা--১২১৪

চতুর্থ তরঙ্গ

অতঃপর বৎসরাজ চণ্ডমহাসেনের দূতের প্রত্যুত্তরে যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন সে নৃপতিকে তাহার বার্তা প্রদান করিলে চণ্ডমহাসেন তাহা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "সেই মানী বৎসরাজ এখানে আসিবেন না এবং আমার কন্যাকে সেখানে প্রেরণ করাও হীনকার্য হইবে সুতরাং তাহাকে কোন কৌশলে বন্দী করিয়া এইস্থানে আনয়ন করিতে হইবে।" মন্ত্রীদের সহিত এইরূপ আলোচনা করিয়া স্বীয় হস্তীর ন্যায় একটি সুবৃহৎ যন্ত্রহস্তী নির্মাণকরতঃ তাহার মধ্যে বীর যোদ্ধাদের লুক্কায়িত রাখিয়া বিন্ধ্যাটবীতে স্থাপন করিলেন। তথায় গজবন্দীক্রীড়ায় আসক্ত বৎসরাজের অনুচরেরা দূর হইতে উহাকে দেখিতে পাইয়া ত্বড়িৎবেগে বৎসরাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিল, "দেব, গগন পরিব্যপ্ত করিয়া চলমান বিন্ধ্যগিরির শিখরের ন্যায় ভূলোকে অতুলনীয় এবং অন্যত্র অদৃষ্ট একটি গজ আমরা বিন্ধ্যারণ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি।"

অনুচরদিগের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা হর্ষান্বিত হইয়া উহাদিগকে একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিলেন। "নড়াগিরির উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ এই গজরাজকে যদি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হই তবে চণ্ডমহাসেন নিশ্চয়ই আমার বশ্যতা স্বীকার করিবে এবং তাহার কন্যা বাসবদত্তাকে স্বয়ং আমাকে সম্প্রদান করিবে।" সুতরাং মন্ত্রীদের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া গজ ধৃত করিতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া রাজা প্রাতঃকালে বিন্ধ্যারণ্যে যাত্রা করিলেন। সেই লগ্নে গমন করিলে নৃপতির কারাবাসসহ কন্যালাভ হইবে গণকদের এই বাক্যেও তিনি কর্ণপাত করিলেন না। (১-১২)

বিন্ধ্যাটবীতে আগমন করতঃ হস্তীটি ভীত হইবে আশঙ্কা করিয়া সৈন্যবর্গকে দূরে স্থাপনকরতঃ তিনি কেবলমাত্র অনুচরদের সঙ্গে লইয়া স্বীয় রাজকীয় বসনের ন্যায় সীমাহীন সেই সুবিস্তৃত বিন্ধ্যারণ্যে সুমধুর ধ্বনিস্রাবী বীণা হস্তে প্রবেশ করিলেন। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ সানুদেশে প্রকৃত হস্তীর ন্যায় প্রতীয়মান সেই গজকে দূর হইতে অনুচরেরা তাহাকে দেখাইল। রাজা একাকী বীণা সহযোগে সুমধুর সঙ্গীত করিতে করিতে কি করিয়া উহাকে বন্ধন করা যাইবে ইহা চিন্তা করিতে করিতে ধীরপদে উহার সমীপবর্তী হইতে লাগিলেন। সঙ্গীতে চিত্ত মগ্ন থাকায় এবং তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, বলিয়া রাজা বন্যগজকে মায়াগজ বলিয়া চিনিতে অসমর্থ হইলেন। সেই গজও যেন সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া কর্ণ আলোড়ন করিতেছে এই প্রকারে কখনও মায়াগজ হইতে একদল সুসজ্জিত সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী বহির্গত হইয়া বৎসরাজাকে

চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। ক্রুদ্ধ বৎসরাজ ছুরিকা বাহির করিয়া অগ্রস্থিত সৈন্যদের সহিত যুদ্ধে রত হইলে পশ্চাদ্দেশ হইতে অন্য সৈন্যগণ তাহাকে আক্রমণ করিল। পূর্বনির্দ্ধারিত সংকেতমাত্র অন্যান্য সৈনিকেরা তাহাদের সহিত মিলিত হইলে তাহাদের সাহায্যে বৎসরাজকে ধৃত করিয়া তাহাকে উহারা চণ্ডমহাসেনের সম্মুখে আনয়ন করিল। চণ্ডমহাসেন নির্গত হইয়া প্রভূত সম্মান প্রদর্শনকরতঃ বৎসরাজসহ উজ্জয়িনী নগরীতে প্রবেশ করিলেন। (১৩-২৩)

যদিও অবমাননায় কলঙ্কিত তথাপি চন্দ্রমার ন্যায় নয়নানন্দকারক নবাগত বৎসরাজ পৌরজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। উহাকে বধ করা হইবে ইহা সন্দেহ করিয়া তাহার গুণমোহিত নগরবাসীগণ সকলে মিলিত হইয়া ধর্ণা দিল। —"বৎসরাজকে হত্যা করা হইবে না কিন্তু তাহার মিত্রত্ব কামনা করা হইবে"—এই কথা পৌরজনদিগকে বলিয়া চণ্ডমহাসেন তাহাদের ক্ষোভ নিবারণ করিলেন। তখন তথায় বাসবদত্তাকে গান্ধর্ববিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত বৎসরাজের হস্তে অর্পণ করিয়া চণ্ডমহাসেন তাহাকে বলিলেন, "রাজন্, দুঃখ করিবেন না। ইহাকে গান্ধর্ববিদ্যায় শিক্ষিতা করিলে আপনার কল্যাণ হইবে।" সেই কন্যাকে দর্শন করিয়া বৎসরাজের হৃদয় স্নেহাপ্লুত হইল এবং ক্রোধ দূরে প্রস্থান করিল। বাসবদত্তার হৃদয় ও মন তাহার দিকে ধাবিত হইল এবং যদিও লজ্জাবশতঃ চক্ষু অন্যদিকে ফিরিল তথাপি মন সেই দিকেই রহিল। অতঃপর বৎসরাজ চণ্ডমহাসেনের গান্ধর্বশালায় বাস করিতে লাগিলেন এবং সতত বাসবদত্তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাহাকে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাহার অঙ্কে বীণা, কন্ঠে গীতশ্রুতি এবং সম্মুখে চিত্তবিনোদনকারিণী বাসবদত্তা অবস্থান করিতে লাগিল। লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় রাজকুমারী একাগ্রচিত্তে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাঁহাকে সতত পরিচর্যা করিত, যদিও তিনি ছিলেন বন্দীমাত্র। (২৪-৩৩)

ইতোমধ্যে রাজার অনুচরবর্গ কৌশাম্বীতে প্রত্যাবর্তন করিলে 'রাজা বন্দী হইয়াছেন'—এই বার্তা শ্রবণ করিয়া সমস্ত রাজ্যে ক্ষোভের উৎপত্তি হইল। বৎসরাজের অনুরক্ত প্রজাবৃন্দ উজ্জয়িনী আক্রমণ করিতে চাহিলে রুমণ্বৎ তাহাদিগের রোষ প্রতিনিবৃত্ত করিল। সে তাহাদের বলিল, "চণ্ডমহাসেন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি, বলদ্বারা তাহাকে পরাজিত করা যাইবে না। তাহাকে আক্রমণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে না, বরং ইহাতে বৎসরাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবে। বুদ্ধিপ্রয়োগে এই কার্য সিদ্ধ করিতে হইবে।" রাষ্ট্র রাজার অনুরক্ত এবং তাহার বিরুদ্ধাচরণ ন'রিবে না বুঝিতে পারিয়া প্রাজ্ঞ যৌগন্ধরায়ণ রুমণ্বৎ ও অন্যান্য ব্যক্তিদের বলিল, তোমরা সকলে সতত সাবধানে এই স্থানে অবস্থানকরতঃ রাষ্ট্র রক্ষা করিবে। উপযুক্ত সময়ে তোমাদের বলবত্তা প্রকাশ করিবে। সম্প্রতি আমি কেবলমাত্র বসন্তক সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়া

বুদ্ধিবলে বৎসরাজকে মুক্ত করিয়া অবশ্যই তাহাকে গৃহে আনয়ন করিব। প্রবল ধারাবর্ষণের সময় যেমন বিদ্যুতের প্রভা বিশেষভাবে স্ফুরিত হয় তদ্রূপ বিপদের সম্মুখীন হইলে এই ধীর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নরপতির প্রজ্ঞাও উদ্দীপ্ত হয়। প্রয়োজনমত প্রাকার ভগ্ন করিয়া যাতায়াত করিবার, শৃঙ্খল ভঙ্গ করিবার ও অদৃশ্য হইবার কৌশল আমার জানা আছে।" (৩৪-৪২)

এই কথা বলিয়া রুমণ্বতের হস্তে প্রজাদের ভার অর্পণকরতঃ যৌগন্ধরায়ণ বসন্তকের সহিত কৌশাম্বী যাত্রা করিল। নিজের প্রজ্ঞা, পৌরুষ ও নীতি সম্বল করিয়া তাহার সহিত সে দুর্গম বিন্ধ্যাচলের মহারণ্যে প্রবেশ করিল। অতঃপর সে বিন্ধ্য-পর্বতে একটি চূড়ানিবাসী পুলিন্দকদের অধিপতি ও বৎসরাজের মিত্র পুলিন্দকের প্রাসাদ অবলোকন করিল। সেই পথ দিয়া বৎসরাজের প্রত্যাবর্তনের সময় তাহার আরক্ষার নিমিত্ত পুলিন্দকের নিকট বহু সৈন্য স্থাপনকরতঃ সে বসন্তকের সহিত চলিতে চলিতে অবশেষে উজ্জয়িনী-নগরীর মহাকালের শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইল। তথায় শ্মশানের শ্যামধূম্ররাজির প্রতিদ্বন্দ্বী রাত্রির ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পূতিগন্ধময় অসংখ্য বেতাল ইতঃস্ততঃ চলাচল করিত। তথায় যোগেশ্বর নামক ব্রহ্মরাক্ষস তাহাকে দেখিতে পাইয়া অচিরাৎ তাহার নিকট আগমনকরতঃ মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলে তাহার নিকট হইতে মন্ত্রশিক্ষা করিয়া যৌগন্ধরায়ণ সেই মন্ত্রবলে স্বীয় আকৃতি পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইল। সেই মন্ত্র তাহাকে কদাকৃতি কুব্জপৃষ্ঠ ও বৃদ্ধ করিল। উপরন্তু তাহার উন্মাদের বেশ দেখিয়া তথায় উপস্থিত সকলেই উপহাস করিয়া উঠিল। যৌগন্ধরায়ণ একই মন্ত্রের দ্বারা বসন্তকের দেহ শিরাময়, বৃহৎ উদরযুক্ত এবং দন্তুর কদাকার আননবিশিষ্ট করিল। অতঃপর সে বসন্তককে অগ্রে প্রাসাদদ্বারে প্রেরণ করিয়া মৎকথিত আকৃতি গ্রহণ করিয়া উজ্জয়িনীতে প্রবেশ করিল। নৃত্য ও গীত করিতে করিতে দ্বিজবালকগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া এবং সকলের সৌৎসুক দৃষ্টি উৎপাদন করিয়া সে রাজপ্রাসাদের দিকে গমন করিল। তথায় রাজমহিষীগণ কৌতুকান্বিত হইলে অবশেষে ইহা বাসবদত্তার কর্ণগোচর হইল। সে সত্বর একটি চেটিকা প্রেরণ করিয়া তাহাকে গান্ধর্বশালায় আনয়ন করিল, কারণ নবীন বয়স ও কৌতুক যেন যমজ ভ্রাতা। উন্মাদের বেশ ধারণ করা সত্ত্বেও যৌগন্ধরায়ণ তথায় আগমনকরতঃ শৃঙ্খলিত বৎসরাজকে দর্শন করিয়া ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারিল না। বৎসরাজকে সংকেত করিলে তাহার ছদ্মবেশ সত্ত্বেও বৎসরাজ তাহাকে অবিলম্বে চিনিতে পারিলেন। তখন যৌগন্ধরায়ণ মায়াবলে নিজেকে বাসবদত্তা ও তাহার চেটিকাদের নিকট অদৃশ্য করিলেন। সুতরাং কেবল নৃপতি কর্তৃকই সে দৃষ্ট হইল। —"সেই উন্মাদটি আচম্বিতে যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে"—তাহাদিগকে এইপ্রকার বলিতে শ্রবণ করিয়া এবং যৌগন্ধরায়ণকে তাহার সম্মুখে দৃশ্যমান দেখিয়া তিনি

অনুধাবন করিলেন যে মায়াবলেই এইরূপ সংঘটিত হইয়াছে। সে তখন কৌশলে বাসবদত্তাকে বলিল, "সুকনো, তুমি দেবী সরস্বতীর অর্চনার সামগ্রী লইয়া আইস। এইবাক্য শ্রবণকরতঃ "আমি তাহাই করিব" —এই কথা বলিয়া সে সহচরীদের সহিত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।" (৪৩-৬২)

অতঃপর যৌগন্ধরায়ণ নৃপতির সম্মুখে আগমনকরতঃ তাহাকে যথারীতি নিগড়-ভঙ্গ করিবার মন্ত্রশিক্ষা দিল। এবং তৎসহিত বাসবদত্তার হৃদয় জয় করিবার নিমিত্ত বীণাতন্ত্রীর সহিত সংযুক্ত মন্ত্রাদিও তাহাকে প্রদান করিল। পরন্তু সে ইহাও বলিল যে, ভিন্নাকৃতি গ্রহণ করিয়া বসন্তক দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে এবং সেই দ্বিজকে যেন তৎসমীপে আহ্বান করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সে এই কথাও বলিল যে, 'বাসবদত্তা আপনার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিলে আমি আপনাকে যাহা বলিব তাহাই করিবেন। সম্প্রতি নিশ্চুপ থাকুন।' এই কথা বলিয়া যৌগন্ধরায়ণ সত্বর প্রস্থান করিলে সেই মুহূর্তে বাসবদত্তা সরস্বতীপূজার উপকরণাদি লইয়া প্রবেশ করিল। নৃপতি তাহাকে বলিলেন, 'দ্বারে একটি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা করিতেছে। সরস্বতীর অর্চনা করিয়া সে কিছু দক্ষিণা প্রাপ্ত হউক।' বাসবদত্তা সম্মত হইয়া কদাকৃতি বসন্তককে দ্বার হইতে গান্ধর্বশালায় আনয়ন করিল। তথায় নীত হইলে সে বৎসরাজকে দেখিয়া দুঃখে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। যাহাতে গোপন কথা প্রকাশ না হইয়া পড়ে সেই নিমিত্ত নরপতি তাহাকে বলিলেন, 'হে দ্বিজ, রোগজনিত তোমার ক্লেশ আমি দূর করিয়া দিব। তুমি ক্রন্দন করিও না, আমার নিকট অবস্থান কর।' বসন্তক বলিল, 'হে রাজন্, আপনার অসীম দয়া।' তাহার কদাকৃতি দর্শন করিয়া রাজা গাম্ভীর্য রক্ষা করিতে পারিলেন না, স্মিত হাস্য করিলেন। তদ্দৃষ্টে রাজার মনে কি আছে অনুমান করিতে পারিয়া বসন্তকও হাস্য করিতে লাগিল। ইহাতে উত্তরোত্তর তাহার মুখের বিকৃতি আরও বর্ধিত হইল এবং বাসবদত্তা তাহাকে ক্রীড়নকের ন্যায় হাস্য করিতে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং উচ্চরবে হাস্য করিতে লাগিল। অতঃপর সেই বালা বসন্তককে সকৌতুকে প্রশ্ন করিল, 'হে বিপ্র, কোন্ বিদ্যা আপনার আয়ত্তে আছে আমাদের জ্ঞাপন করুন।' সে বলিল, 'রাজকুমারী আমি ভাল গল্প বলিতে পারি।' রাজপুত্রী বলিল, 'তবে আমাকে একটি গল্প বলুন।' তখন রাজকুমারীর মনোরঞ্জনার্থ বসন্তক হাস্য ও বিচিত্র রসপূর্ণ নিম্নবর্ণিত কাহিনী বলিতে লাগিল। (৬৩-৭৭)

রূপনিকার কাহিনী

এই রাজ্যে কংসারির জন্মভূমি মথুরা নামক এক নগরী আছে। তথায় রূপনিকা নামক এক বারবিলাসিনী বাস করিত। মকরদংষ্ট্রা নামক এক বৃদ্ধা কুট্টনী ছিল তাহার মাতা, সে তাহার কন্যার রূপে আকৃষ্ট যুবকদিগের নিকট বিষপিণ্ডবৎ প্রতীয়-

মান হইত। একদিন রূপনিকা দেবার্চনার সময় মন্দিরে তাহার কর্তব্যকার্য করিতে যাইয়া দূর হইতে একটি যুবকের দর্শন লাভ করিল। সেই সুদর্শন যুবক তাহার হৃদয়ের উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করিল যে সে মাতার সমস্ত উপদেশ বিস্মৃত হইয়া তাহার পরিচারিকাকে বলিল, 'ঐ পুরুষটির নিকট গমন করিয়া বল যে অদ্য তাহাকে আমার গৃহে আগমন করিতে হইবে।' 'আমি তাহাই করিব'—এই কথা বলিয়া পরিচারিকা অচিরাৎ তাহাকে সেই বার্তা নিবেদন করিল। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া সেই ব্যক্তি বলিল, 'আমি লোহজঙ্ঘ নামক বিত্তহীন এক ব্রাহ্মণ। ধনাঢ্যগণের প্রবেশিতব্য রূপনিকার গৃহে আমার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?' 'আমার স্বামিনী আপনার নিকট হইতে ধনবাঞ্ছা করেন না'—চেটিকার নিকট হইতে এই কথা শুনিয়া লোহজঙ্ঘ তাহার ঈপ্সিত কর্ম করিতে সম্মত হইল। পরিচারিকার নিকট হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া সমুৎসুকচিত্তে গৃহে গমন করিয়া যে পথ দিয়া সে আসিবে সেই পথের দিকে রূপনিকা দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া রাখিল। লোহজঙ্ঘ তাহার গৃহে আগমন করিলে তাহাকে দেখিয়া কুট্টনী মকরদংষ্ট্রা সবিস্ময়ে চিন্তা করিতে লাগিল, 'এই পুরুষ কোথা হইতে আগমন করিয়াছে!' অপরদিকে রূপনিকা তাহার দর্শনমাত্র গাত্রোত্থানকরতঃ অতিশয় উৎফুল্লচিত্তে তাহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া সাদরে তাহাকে স্বীয় কক্ষে লইয়া গেল। সে লোহজঙ্ঘের গুণে বশীভূতা হইয়া মনে করিল যে, উহাকে ভালবাসিবার নিমিত্তই তাহার জন্ম হইয়াছে। সে অন্য পুরুষের সঙ্গ পরিত্যাগ করিল এবং সেই যুবক মহাসুখে তাহার গৃহে বাস করিতে লাগিল। (৭৮-৯০)

রূপনিকার মাতা মকরদংষ্ট্রা বহু বারবনিতাকে শিক্ষা দিয়াছিল। এক্ষণে তাহার এইরূপ আচরণ দেখিয়া সে বিরক্ত হইয়া কন্যাকে একান্তে বলিল, 'বৎসে, তুমি কেন এই দরিদ্রের পরিচর্যা করিতেছ? সুশিক্ষিতা গণিকারা নির্ধনকে পরিত্যাগ করিয়া বরং শবদেহ আলিঙ্গন করে। বারবনিতা প্রেমদ্বারা কি করিবে? তুমি এই মহতী নীতি কি প্রকারে বিস্মৃত হইলে? সূর্যাস্তের রক্তরাগ ক্ষণস্থায়ী, প্রেমাবিষ্ট বারবনিতার দীপ্তিও সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী হয়। নটীর ন্যায় গণিকাও ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত কৃত্রিম প্রেমের অভিনয় করিবে। এই দরিদ্রকে পরিত্যাগ কর, নিজের বিনাশসাধন করিও না।' মাতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রূপনিকা সক্রোধে বলিল, 'এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিও না; কারণ আমি উহাকে আপন প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভালবাসি। ধনের কথা বলিতেছ—আমার অনেক ধন আছে, আর বেশী দিয়া কি হইবে? সুতরাং তুমি আমাকে এইরূপ কথা আর বলিও না।' এইকথা শ্রবণ করিয়া মকরদংষ্ট্রা অতিশয় কুপিত হইয়া কি প্রকারে লোহজঙ্ঘকে নির্বাসিত করা যায় তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। অতঃপর সে শস্ত্রপাণী অনুচর পরিবৃত মুক্তবিত্ত এক রাজপুত্রকে পথ দিয়া আসিতে দেখিতে পাইল। ত্বড়িৎগতিতে সে তাহার নিকট উপস্থিত

হইয়া একান্তে তাহাকে বলিল, 'আমার গৃহে একটি নির্ধন প্রেমিক বাস করিতেছে। সুতরাং অদ্য তথায় তুমি আগমনকরতঃ তাহার সহিত এমত আচরণ কর যাহাতে সে আমার গৃহ পরিত্যাগ করে। তখন তুমি আমার কন্যাকে উপভোগ করিবে।' 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া রাজপুত সেই গৃহে প্রবেশ করিল। (৯১-১০০)

ঠিক সেই মুহূর্তে রূপনিকা দেবায়তনে ছিল এবং লোহজঙ্ঘও বাহিরে কোথাও গিয়াছিল। কিয়ৎপরে কিছুই সন্দেহ না করিয়া তথায় প্রত্যাবর্তন করিলে রাজপুতের অনুচরেরা লোহজঙ্ঘকে পাদপ্রহার করিয়া ও আঘাতে জর্জরিত করিয়া মলপূর্ণ একটি গর্তে নিক্ষেপ করিল। লোহজঙ্ঘ অতিকষ্টে তথা হইতে বহির্নির্গত হইল। যাহা ঘটিয়াছে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া রূপনিকা তাহা শ্রবণ করিয়া শোকবিহ্বলা হইল এবং রাজপুত তদ্দৃষ্টে যথা হইতে আগমন করিয়াছিল তথায় প্রস্থান করিল। কুট্টনীর অভব্য ক্রিয়াকলাপে প্রিয়া হইতে বিযুক্ত হইয়া লোহজঙ্ঘ প্রাণত্যাগের নিমিত্ত তীর্থের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল। কুট্টনীর প্রতি ক্রোধে হৃদয় প্রজ্বলিত ও নিদাঘতাপে গাত্রচর্ম তাপিত হওয়ায় সে অরণ্যপ্রদেশ অতিক্রম করিতে করিতে ছায়া অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোন বৃক্ষ দেখিতে পাইল না। সে এক মৃতহস্তীর দেহ দেখিতে পাইল। উহার পশ্চাৎদেশ দিয়া প্রবেশ করিয়া শৃগালেরা সমস্ত মাংস আহার করাতে উহার চর্মমাত্র অবশিষ্ট ছিল। মুক্তবায়ু অনায়াসে প্রবেশ করাতে উহা শীতল হইয়াছিল বলিয়া সে নিদ্রার্থে তথায় প্রবেশ করিল। (১০১-১০৯) অকস্মাৎ দিঙ্মণ্ডল পরিবৃত করিয়া মেঘের উৎপত্তি হইল এবং মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। বৃষ্টিতে হস্তী চর্ম সংকোচিত হওয়াতে কোন ছিদ্রই রহিল না এবং তৎক্ষণাৎ প্রবল বন্যার উৎপত্তি হওয়ায় হস্তীচর্ম বন্যার প্রকোপে তাড়িত হইয়া গঙ্গার স্রোতে অবশেষে সমুদ্রে নীত হইল। গরুড়বংশোদ্ভব একটি পক্ষী সেই গজচর্মকে মাংস মনে করিয়া সমুদ্রের অপর তীরে লইয়া গেল। নখদ্বারা সেই চর্ম বিদারণ করিয়া ভিতরে একটি মনুষ্য দেখিতে পাইয়া সে পলায়ন করিল। নিজেকে সমুদ্রতীরে দেখিতে পাইয়া লোহজঙ্ঘ আশ্চর্যান্বিত হইল। সমস্ত ব্যাপারটি তাহার নিকট দিবাস্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইল। তখন সে ভয়াকুলিতচিত্তে দুইটি রাক্ষস দেখিতে পাইল এবং দূর হইতে তাহাকে চলিতে দেখিতে পাইয়া রাক্ষসেরাও সন্ত্রস্ত হইল। রামকর্তৃক পরাভবের কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে এবং লোহজঙ্ঘও একটি মনুষ্য যে সাগরপার হইয়া আসিয়াছে ইহা চিন্তা করিয়া পুনরায় ভয়ে তাহারা ব্যাকুল হইল। দুইজনে যুক্তি করিয়া তাহাদের মধ্যে একজন তৎক্ষণাৎ প্রভু বিভীষণের নিকট গমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে নৃপতি বিভীষণও, যে রামের প্রতাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, মনুষ্যের আগমনে ভীত হইয়া সেই রাক্ষসকে বলিল, 'তুমি সেই ব্যক্তির নিকট গমন করিয়া অত্যন্ত বন্ধুভাবে তাহাকে আমার আলয়ে আসিতে অনুরোধ কর।' 'আমি তাহাই করিব'—

এই কথা বলিয়া সেই ভীত রাক্ষস লোহজঙ্ঘের সমীপবর্তী হইয়া তাহার নিকট স্বীয় নৃপতির অনুরোধ জ্ঞাপন করিল। লোহজঙ্ঘ সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণপূর্বক প্রশান্তচিত্তে সেই রাক্ষসের সহিত লঙ্কায় আগমন করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া সুবর্ণনির্মিত বহু হর্ম্যরাজি দেখিয়া সে বিস্মিত হইল এবং রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া নৃপতি বিভীষণের দর্শন লাভ করিল। (১১০-১২৪)

বহু সমাদরে রাজা তাহাকে অভ্যর্থনা করিলে সেই বিপ্রও তাহাকে আশীর্বাদ করিল। তখন বিভীষণ বলিল, 'দ্বিজবর, কি প্রকারে আপনি এই রাজ্যে আগমন করিলেন?' তখন লোহজঙ্ঘ বলিল, "আমি মথুরাবাসী লোহজঙ্ঘ নামক ব্রাহ্মণ। দারিদ্র্যের তাড়নায় আমি দেবমন্দিরে গমনপূর্বক বহুকাল অনাহারে নারায়ণের তপশ্চর্যা করিলে ভগবান হরি স্বপ্নে আমাকে আদেশ দিলেন, 'আমার ভক্ত বিভীষণের নিকট গমন কর, সে তোমাকে ধন দান করিবে।' 'বিভীষণ যথায় আছে তথায় আমি গমন করিতে অশক্ত'—আমি তাঁহাকে এই কথা বলিলে প্রভু কহিলেন, 'অদ্যই তুমি তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিবে।' দেবতা এই কথা বলিলে আমি জাগরিত হইয়া আপনাকে এই সমুদ্রপারে দেখিতে পাইলাম। আমি আর কিছুই অবগত নহি।" লোহজঙ্ঘের নিকট হইতে এই কথা শুনিয়া বিভীষণ চিন্তা করিল, 'লঙ্কায় আগমন করা অতিশয় কষ্টসাধ্য। এই ব্রাহ্মণ সত্য সত্যই দৈবশক্তির অধিকারী।' বিপ্রকে সে বলিল, 'এই স্থানেই আপনি অবস্থান করুন। আমি আপনাকে বিত্ত প্রদান করিব।' তখন কয়েকটি নরঘাতী রাক্ষসের হস্তে সুরক্ষার নিমিত্ত তাহাকে অর্পণ করিয়া সে কতিপয় প্রজাকে তাহার রাজ্যে অবস্থিত স্বর্ণমূলা নামক পর্বতে প্রেরণ করিল। তাহারা তথা হইতে একটি গরুড়বংশোদ্ভব তরুণ পক্ষী আনয়ন করিলে বিভীষণ লোহজঙ্ঘকে পক্ষীটি দান করিল, যাহাতে বহু দূরবর্তী মথুরায় গমনাকাঙ্ক্ষী লোহজঙ্ঘ ইতোমধ্যে তাহাকে বশ মানাইতে পারে। লোহজঙ্ঘও উহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণকরতঃ বিভীষণের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তথায় কিছুকাল যাপন করিল। (১২৫-১৩৫)

একদা লঙ্কার সমস্ত ভূমি কাষ্ঠাবৃত দেখিয়া ঔৎসুক্যবশতঃ রাক্ষসরাজের নিকট কারণ জানিতে চাহিলে বিভীষণ বলিল, "আপনি যদি এই বিষয়ে আগ্রহী হন, তবে আমি সেই বৃত্তান্ত আপনার নিকট বর্ণনা করিতে পারি। কশ্যপতনয় গরুড়ের মাতাকে প্রতিজ্ঞাপালনার্থ সর্পদের দাসীত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই দাসীত্ব হইতে তাহার মুক্তির মূল্য ছিল দেবতাদিগের নিকট হইতে অমৃত আহরণ করা। কশ্যপাত্মজ গরুড় বলশালী হইবার নিমিত্ত কিছু ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিয়া পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলে তৎকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাহার পিতা তাহাকে বলিয়াছিল, 'সমুদ্রে বিরাট গজ ও কচ্ছপ আছে। কোনও অভিশাপে তাহারা উক্ত আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। তুমি তথায়

গমন করিয়া তাহাদের ভক্ষণ কর।' গরুড় তথায় গমনকরতঃ তাহাদের আনয়ন করিয়া স্বর্গে বৃহৎ কল্পবৃক্ষের একটি শাখায় উপবেশন করিল। তাহাদের ভারে শাখাটি অকস্মাৎ ভগ্ন হইলে বৃক্ষাধোস্থিত তপস্যারত বালখিল্যদের নিরাপত্তার নিমিত্ত সে শাখাটি চঞ্চুদ্বারা ধারণ করিয়াছিল। শাখাটি যত্রতত্র পতিত হইলে নরকুলধ্বংস হইয়া যাইবে এই ভয়ে ভীত হইয়া সে পিতৃাদেশে এই জনশূন্য স্থানে উহা নিক্ষেপ করিয়াছিল। এই শাখার উপরিদেশে নির্মিত বলিয়া লঙ্কা এমন কাষ্ঠময় হইয়াছে।" এই কথা শ্রবণে লোহজঙ্ঘ সম্যক পরিতোষ লাভ করিল।

লোহজঙ্ঘ মথুরায় গমনেচ্ছু হইলে বিভীষণ তাহাকে বহু ধনরত্ন প্রদান করিল এবং মথুরাস্থিত বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিবশতঃ তাঁহাকে প্রদান করিবার নিমিত্ত সুবর্ণনির্মিত পদ্ম, গদা, শঙ্খ এবং চক্র লোহজঙ্ঘের হস্তে সমর্পণ করিল। এই সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া বিভীষণকর্তৃক প্রদত্ত লক্ষযোজন গমন করিতে সমর্থ পক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আকাশপথে অক্লেশে বারিধি অতিক্রম করিয়া সে মথুরায় উপস্থিত হইল। আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া সে নগরের বহির্দেশে একটি শূন্যবিহারে তাহার প্রভূত ধনরত্নাদি স্থাপনপূর্বক পক্ষীটিকে তথায় বন্ধন করিয়া রাখিল। (১৩৬-১৪৯) অতঃপর সে বিপনীতে গমনপূর্বক একটি রত্ন বিক্রয় করিয়া বস্ত্র, অঙ্গরাগাদি এবং ভোজ্যদ্রব্য ক্রয় করিল। যে বিহারে সে অবস্থান করিতেছিল তথায় আগমনকরতঃ কিঞ্চিৎ খাদ্য ভক্ষণ করিল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণ আহার্য পক্ষীটিকেও প্রদান করিল। নিজে বস্ত্রাদি, অঙ্গরাগ ও পুষ্পাদিতে ভূষিত হইয়া শঙ্খ, চক্র ও গদাহস্তে লইয়া সেই পক্ষীতে আরোহণ করিয়া রূপনিকার গৃহের সমীপবর্তী হইল। সেই স্থানটি তাহার খুবই পরিচিত ছিল এবং উড্ডীয়মান অবস্থায় গৃহের উপরিভাগে আগমন করিয়া একাকিনী নিভৃতস্থিত প্রিয়তমার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত গম্ভীর শব্দ করিল। সেই শব্দ শ্রবণমাত্র রূপনিকা বহির্গত হইয়া নারায়ণের ন্যায় রত্নালংকার ভূষিত একজনকে রাত্রিতে আকাশে উড্ডীয়মান অবস্থায় দেখিতে পাইল। 'আমি নারায়ণ, তোমার নিমিত্ত হেথা আগমন করিয়াছি'—লোহজঙ্ঘ এই কথা বলিলে তাহা শ্রবণ করিয়া ভূমিতে আনন নত করিয়া সে বলিল, 'নারায়ণ, আমাকে কৃপা করুন।' তখন লোহজঙ্ঘ অবতরণ করিয়া পক্ষীটিকে বন্ধনকরতঃ কান্তার কক্ষে প্রবেশ করিয়া কিছুক্ষণ তথায় সম্ভোগান্তর পূর্বের ন্যায় পক্ষীপৃষ্ঠে ব্যোমপথে প্রস্থান করিল। (১৫০-১৫৭)

'আমি দেবতা বিষ্ণুর ভার্যা, কোন মর্তবাসীর সহিত বাক্যালাপ করিব না'—এই কথা চিন্তা করিয়া রূপনিকা প্রাতঃকালে মৌনাবলম্বী হইল। তখন তাহার মাতা মকরদংষ্ট্রা বলিল, 'বৎসে, তুমি কি নিমিত্ত এইরূপ আচরণ করিতেছ?' বারংবার মাতা কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া সে মাতা ও তাহার মধ্যে একটি পর্দা স্থাপন করিয়া তাহার মৌনতার কারণ রাত্রির সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। কুট্টনীর সন্দেহ হইল। কিন্তু

শীঘ্রই নিশীথে পক্ষীর উপর উপবিষ্ট লোহজঙ্ঘকে দর্শন করিয়া প্রাতঃকালে একান্তে পর্দার অন্তরালে অবস্থিত রূপনিকার নিকট আগমনপূর্বক সবিনয়ে তাহাকে অনুরোধ করিল, 'হে পুত্রি, দেবতার কৃপায় তুমি পৃথিবীতেই দেবীত্ব অর্জন করিয়াছ। আমি তোমার পার্থিব মাতা এবং তোমাকে জন্মদান করিয়াছি বলিয়া আমি যেন এই দেহেই স্বর্গে প্রবেশ করিতে সমর্থ হই। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, দেবতার প্রসাদে আমাকে এই অনুগ্রহ কর।' রূপনিকা সম্মত হইয়া সেই রাত্রে বিষ্ণুবেশী লোহজঙ্ঘ পুনরায় আগমন করিলে তাহার নিকট ঐ বর প্রার্থনা করিল। দেববেশধারী লোহজঙ্ঘ তখন তাহাকে বলিল, 'তোমার মাতা পাপীয়সী, তাহাকে প্রকাশ্যে স্বর্গে লওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না। (১৫৮-১৬৬) একাদশীর দিন স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং অন্য কেহ প্রবেশ করিবার পূর্বে তথায় শিবের অনুচরগণেরা প্রবেশ করে। যদি তাহাদের বেশ ধারণ করিতে সমর্থ হয় তবে তোমার মাতাকেও তাহাদের মধ্যে লইয়া যাইব। সুতরাং তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া কেবলমাত্র পঞ্চশিখা রাখিবে। তাহার গলদেশে নরমুণ্ড-মালা পরাইয়া দিবে। তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিবস্ত্র করিয়া তাহার দেহের এক অংশ কাজলে লিপ্ত করিবে এবং অপরাংশ সিন্দুরে আবৃত করিবে। এইরূপে গণের আকৃতি ধারণ করিলে তাহাকে অনায়াসে স্বর্গে লইয়া যাইতে পারিব।' এই কথা বলিয়া লোহজঙ্ঘ তথায় ক্ষণমাত্র অবস্থান করিয়া প্রস্থান করিল। প্রাতঃকালে রূপনিকা মাতাকে লোহজঙ্ঘ কথিতরূপে সজ্জিত করিলে মকরদংষ্ট্রা কেবলমাত্র স্বর্গের কথাই চিন্তা করিতে লাগিল। রাত্রিতে লোহজঙ্ঘ পুনরায় আগমন করিলে রূপনিকা তাহার হস্তে মাতাকে সমর্পণ করিল। তখন সে নগ্না, বিকৃতবেশা কুট্টনীর সহিত বিহগপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অতিবেগে নভোদেশে উত্থিত হইল। ব্যোমপথ হইতে সে মন্দিরের সম্মুখস্থিত চক্রলাঞ্ছিত শিলাস্তম্ভ দেখিতে পাইয়া সেই কুট্টনীকে স্তম্ভোপরি স্থাপন করিল। চক্রমাত্র অবলম্বন করিয়া সে তথায় পতাকার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। —'তুমি এইস্থানে অধিষ্ঠান কর, আমি পৃথিবীকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া আসি।' এই কথা বলিয়া লোহজঙ্ঘ তাহার দৃষ্টিপথের অন্তরালে চলিয়া গেল। তখন রাত্রি-কালে যাত্রা উৎসব দর্শনে মন্দিরের সম্মুখে আগত জনতাকে আকাশ হইতে উচ্চৈঃস্বরে সে বলিল, 'হে জনগণ, অবধান কর, অদ্য এই স্থানে সর্বসংহারিণী মারীদেবী তোমা-দের উপর পতিত হইবেন। সুতরাং তোমরা রক্ষা পাইবার নিমিত্ত বিষ্ণুর শরণ লও।' আকাশ হইতে আগত এই বাণী শ্রবণ করিয়া উপস্থিত মথুরাবাসী যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা সকলে অত্যন্ত ভীত হইয়া দেবতার আশ্রয়প্রার্থী হইয়া ভক্তিভরে স্তব করিতে লাগিল। এদিকে লোহজঙ্ঘ আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া তাহাদের প্রার্থনা করিতে উৎসাহিত করিল এবং সকলের অলক্ষ্যে বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া জনতার মধ্যে আগমন করিল। (১৬৭-১৮০)

স্তম্ভের উপর উপবিষ্টা কুট্টনী ভাবিতে লাগিল, 'দেবতা এখনও আগমন করেন নাই, এবং আমারও স্বর্গে গমন করা হয় নাই।' অবশেষে তথায় আর অবস্থান করা অসম্ভব বোধ করিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে আরম্ভ করিলে, 'আমি পতিত হইতেছি, আমি পতিত হইতেছি।' মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত ব্যক্তিরা তাহা শ্রবণ করিয়া পূর্বকথিত দেববাণীমত মারীদেবী তাহাদের উপর পতিত হইবেন আশঙ্কা করিয়া তারস্বরে চিৎকার করিয়া বলিল, 'দেবী আপনি পতিত হইবেন না, পতিত হইবেন না।' মারীদেবী তাহাদের উপর পতিত হইবেন সতত এই আশঙ্কায় অস্থির মথুরার জনগণ বালক ও বৃদ্ধ সকলেই তথায় রাত্রিযাপন করিল। ক্রমে নিশার অবসান হইল। তখন কুট্টনীকে পূর্ববর্ণিত অবস্থায় স্তম্ভোপরি অধিষ্ঠিত দেখিয়া রাজা ও পৌরজনেরা তাহাকে অবিলম্বে চিনিতে পারিল এবং ভয়ের কথা বিস্মৃত হইয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। রূপনিকাও সেই ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। সে মাতাকে দেখিয়া লজ্জিতা হইল এবং তথায় আগত জনগণের সাহায্যে তাহাকে স্তম্ভের উপর হইতে নিম্নে অবতরণ করাইল। তথায় সমাগত জনগণ উৎসুক হইয়া কুট্টনীকে সমস্ত কাহিনী বলিতে বলিতে, সে আদ্যোপান্ত তাহা বিবৃত করিল। তখন নৃপতি সমবেত বিপ্র ও শ্রেষ্ঠীগণ এই হাস্যকর ব্যাপারটি কোন সিদ্ধাদির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে মনে করিয়া ঘোষণা করিলেন, 'অসংখ্য প্রেমিকের বঞ্চনাকারী এই কুট্টনীকে যে বোকা বানাইয়াছে সে আত্মপ্রকাশ করিলে এই স্থানে তাহাকে পট্টবন্ধ প্রদান করা হইবে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া লোহজঙ্ঘ প্রকট হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করিল। অতঃপর বিভীষণ কর্তৃক প্রেরিত সুবর্ণনির্মিত পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্র দেবতাকে অর্পণ করিলে সকলে আশ্চর্যান্বিত হইল। মথুরাবাসীরা সকলে মিলিয়া তখনই তাহাকে পট্টবন্ধে ভূষিত করিল এবং নৃপতির আদেশে রূপনিকাকে স্বাধীনতা প্রদান করা হইল। অতঃপর সেই কুট্টনীর উপর প্রতিশোধগ্রহণান্তে লোহজঙ্ঘ লঙ্কা হইতে আনীত প্রভূত ধনরত্নের সাহায্যে প্রিয়ার সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে মথুরায় বাস করিতে লাগিল।

রূপান্তরিত বসন্তকের মুখ হইতে এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া বৎসরাজের পার্শ্বে উপবিষ্টা বাসবদত্তা পরম সন্তোষ লাভ করিল। (১৮১-১৯৫)

—ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের কথামুখ লম্বকের
চতুর্থ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—১৯৫
ক্রমিক সংখ্যা—১৪০৯

পঞ্চম তরঙ্গ

কালক্রমে বাসবদত্তার বৎসরাজের প্রতি অনুরাগ বর্ধিত হইতে থাকিলে সে পিতার বিরুদ্ধে বৎসরাজের পক্ষ লইতে আরম্ভ করিল। তথায় উপস্থিত সকলের দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য থাকিয়া যৌগান্ধরায়ণ বৎসরাজের সহিত দেখা করিতে আসিয়া কেবলমাত্র বসন্তকের উপস্থিতিতে তাহাকে বলিল, 'আপনি চণ্ডমহাসেন কর্তৃক কৌশলে বন্দী হইয়াছেন। তিনি আপনাকে মুক্তি প্রদানপূর্বক সসম্মানে আপনার হস্তে তনয়াকে প্রদান করিতে ইচ্ছুক। আসুন তাহার কন্যাকে লইয়া আমরা পলায়ন করি। এই প্রকারে ঐ অহঙ্কারী রাজার উপর প্রতিশোধ লওয়া হইবে এবং জগতের কেহই আমাদিগকে দুর্বল বলিয়া তুচ্ছ করিবে না। রাজা তাঁহার দুহিতা বাসবদত্তাকে ভদ্রাবতী নাম্নী হস্তিনী প্রদান করিয়াছেন, নড়াগিরি ব্যতীত অন্য কোন হস্তীই তাহার অনুগমন করিতে পারিবে না এবং ভদ্রাবতীকে দেখিতে পাইলেও সে তাহার সহিত যুদ্ধ করিবে না। সেই হস্তিনীর মাহুত আষাঢ়ককে বহু অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া আমাদের পক্ষে আনিয়াছি। সুতরাং সেই হস্তিনীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আপনি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নিশাযোগে গোপনে এই স্থান হইতে যাত্রা করিবেন। হস্তীরক্ষক মহামাত্য হস্তীদিগের সমস্ত সংকেত অনুধাবন করিতে সমর্থ। তাহাকে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করাইবেন যাহাতে সে কিছুই বুঝিতে না পারে। আমি আপনার মিত্র পুলিন্দকের নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার নির্গমনের পথ রক্ষা করিতে প্রস্তুত থাকিতে বলিব।' এই কথা বলিয়া যৌগন্ধরায়ণ প্রস্থান করিল। (১-১৯)

বৎসরাজ তাহার বাক্যগুলি হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া রাখিল। শীঘ্রই বাসবদত্তা তাহার নিকট আগমন করিলে তাহার সহিত নানাপ্রকার বিশ্রম্ভালাপ করিয়া অবশেষে যৌগন্ধরায়ণ যাহা যাহা বলিয়াছিল তৎসমস্তই তাহার নিকট বলিল। সে এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিল। দেবার্চনায় মন্দিরে যাইবার ছলে মাহুত আষাঢ়ককে আনয়নকরতঃ হস্তিনীকে সজ্জিত করা হইল এবং আসব দ্বারা হস্তিরক্ষক মহামাত্য এবং অন্যান্য মাহুতদের মত্ত করা হইল। অতঃপর প্রদোষকালে মেঘ গর্জন করিতে থাকিলে আষাঢ়ক হস্তিনীকে সজ্জিত করিয়া আনয়ন করিলে সজ্জিত হইবার সময়ে সেই করিণী শব্দ করিল। সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া হস্তিশব্দে অভিজ্ঞ মহামাত্য মদস্খলিত বচনে আধ আধ ভাষায় বলিল, 'হস্তিনী বলিতেছে যে আজ ত্রিষষ্ঠি যোজন গমন করিতে হইবে।' কিন্তু মত্তাবস্থায় সে চিন্তা করিতে অশক্ত ছিল এবং অন্যান্য মদমত্ত হস্তি পাকরা সে যাহা বলিল তাহা শুনিতেও পাইল না। তখন বৎসরাজ যৌগন্ধরায়ণপ্রদত্ত মন্ত্রবলে শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া তাহার বীণা গ্রহণ করিল

এবং বাসবদত্তাও স্বেচ্ছায় নৃপতির অস্ত্রশস্ত্র আনয়নকরতঃ তাহাকে প্রদান করিলে বসন্তকের সহিত হস্তিনীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। বাসবদত্তা তাহার সখী ও নর্ম-সঙ্গিনী কাঞ্চনমালার সহিত সেই করিণীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে বৎসরাজ তাহাকেও মাহুতসহ সর্বসাকুল্যে পঞ্চজনসহ মত্ত হস্তিনী নগরীপ্রাকার ভেদকরতঃ যে পথ করিয়াছিল সেই পথে উজ্জয়িনী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। (১২-২৩)

নৃপতি, বীরবাহু ও তালভট নামক দুই প্রাকাররক্ষক বীর যোদ্ধাদের আক্রমণ করিয়া হত্যা করিল। দয়িতাসহ হৃষ্ট রাজা মাহুত আষাঢ়কের হস্তে অঙ্কুশ ন্যস্ত করিয়া ঐ হস্তিনীপৃষ্ঠে আরাহণকরতঃ দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। ইতোমধ্যে উজ্জয়িনী নগরীতে নগররক্ষক প্রাকার রক্ষকদের নিহত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে রাজার নিকট সেই রাত্রেই সমস্ত নিবেদন করিলে চণ্ডমহাসেন ব্যাপারটি অনুধাবন করিয়া আবিস্কার করিলেন যে বৎসরাজ বাসবদত্তাকে হরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। নগরীতে কোলাহল উত্থিত হইলে নৃপতির পালক নামক এক পুত্র নড়াগিরি গজের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বৎসরাজকে অনুসরণ করিল। সে অগ্রসর হইলে বৎসরাজ শর নিক্ষেপদ্বারা তাহার সহিত যুদ্ধ করিল এবং নড়াগিরি সেই হস্তিনীকে আক্রমণ করিল না। তখন পিতার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা গোপালকের যুক্তিযুক্ত বাক্য গ্রহণ করিয়া পালক নৃপতির অনুসরণ হইতে বিরত হইল।

বৎসরাজ সাহসভরে গমন করিতে থাকিলে ক্রমে ক্রমে শর্বরীর অবসান হইল। দ্বিপ্রহরে রাজা বিন্ধ্যাটবীতে প্রবেশ করিল এবং ত্রিষষ্ঠি যোজন পথ অতিক্রম করার পর হস্তিনী তৃষ্ণার্ত হইল। রাজা ও তাহার দয়িতা অবরোহণ করিলে দূষিত জল পান করিয়া সেই স্থানেই হস্তিনী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন বৎসরাজ ও বাসবদত্তা আকাশবাণী শ্রবণ করিল, 'রাজন্, আমি মায়াবতী নাম্নী বিদ্যাধরী, শাপগ্রস্ত হইয়া এতকাল হস্তিনী হইয়াছিলাম। হে বৎসরাজ, আমি তোমার একটি উপকার করিয়াছি এবং তোমার যে পুত্র হইবে তাহারও একটি উপকার করিব। তোমার এই পত্নী বাসবদত্তাও সামান্যা মানুষী নহেন, তিনি দেবী, কোনও কারণবশতঃ পৃথিবীতে মনুষ্য-রূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন।' রাজা হৃষ্টচিত্তে বিন্ধ্যাচলের অধিত্যকায় বসন্তককে তাহার আগমনবার্তা জ্ঞাপনার্থ মিত্র পুলিন্দকের নিকট প্রেরণ করিল। স্বয়ং প্রিয়-তমার সহিত পদব্রজে গমন করিবার সময় গুপ্তস্থানে লুক্কায়িত দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে, নরপতি বাসবদত্তার চক্ষুর সম্মুখে কেবলমাত্র ধনুকের সাহায্যে তাহাদের একশত পঞ্চজনকে বধ করিল। অচিরাৎ তাহাদের পথপ্রদর্শন করিবার নিমিত্ত যৌগন্ধরায়ণ ও বসন্তকের সহিত বন্ধু পুলিন্দক তথায় আগমন করিল। ভীলরাজ অবশিষ্ট দস্যুদের বিরত হইতে আদেশ করিয়া বৎসরাজের সম্মুখে আনত হইয়া কান্তার সহিত তাহাকে নিজের পল্লীতে আনয়ন করিল। (২৪-৪২)

বাসবদত্তার পদযুগল কুশাঙ্কুরে বিক্ষত হওয়াতে সেই রাত্রে তাহারা তথায় যাপন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে যৌগন্ধরায়ণ প্রেরিত দূত কর্তৃক আহূত হইয়া সেনাপতি রুমণ্বৎ তাহার সহিত মিলিত হইল। রুমণ্বতের সহিত সৈন্যবাহিনী আগমনকরতঃ দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিলে মনে হইল যেন বিন্ধ্যাটবী আক্রান্ত হইয়া চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। বৎসরাজ স্কন্দাবারে প্রবেশ করিয়া সেই অরণ্যদেশে উজ্জয়িনী হইতে বার্তার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সে যখন তথায় অবস্থান করিতেছিল তখন উজ্জয়িনী হইতে যৌগন্ধরায়ণের এক বণিকমিত্র তথায় আগমনকরতঃ এই সংবাদ প্রদান করিল, 'নৃপতি চণ্ডমহাসেন আপনাকে প্রসন্নচিত্তে জামাতৃপদে বরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া আপনার নিকট তাহার প্রতিহার প্রেরণ করিয়াছেন। সে পথেই আছে, আমি প্রচ্ছন্নভাবে তাহার অগ্রবর্তী হইয়া এই বার্তা প্রদান করিবার নিমিত্ত যত শীঘ্র সম্ভব উপস্থিত হইয়াছি।'

এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বাসবদত্তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলে সেও অত্যন্ত প্রীত হইল। আত্মীয়-স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এবং সত্বর বিবাহ সম্পাদনের নিমিত্ত অস্থিরা, লজ্জাশীলা ও সমুৎসুকা বাসবদত্তা চিত্ত-বিনোদনের নিমিত্ত সমীপস্থ বসন্তককে বলিল—'আমাকে একটি গল্প বলুন।' তখন ধীমান বসন্তক বল্লভের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির নিমিত্ত সেই মুগ্ধলোচনার নিকট নিম্ন বর্ণিত কাহিনী নিবেদন করিল। (৪৩-৫৩)

দেবস্মিতার কাহিনী

এই পৃথিবীতে তাম্রলিপ্ত নামক প্রসিদ্ধ নগর আছে। তথায় ধনদত্ত নামক একজন মহাধনী বণিক বাস করিত। নিঃসন্তানবিধায় সে একদা বহু বিপ্রকে একত্রিত করিয়া সসম্মানে তাহাদের বলিল, 'আমার যাহাতে পুত্রলাভ হয়, আপনারা তদ্রূপ ব্যবস্থা করুন।' তখন সেই দ্বিজেরা বলিল, "ইহা মোটেই কষ্টসাধ্য নহে। ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রানুমোদিত কর্মদ্বারা এই জগতে সমস্তই সম্পাদন করিতে সমর্থ। (৪২-৫৬) উদা-হরণস্বরূপ বলিতেছি। পুরাকালে এক নৃপতির অন্তঃপুরে একশতপঞ্চটি ভার্যা থাকা সত্ত্বেও কোন পুত্রসন্তান ছিল না। পুত্র কামনায় যজ্ঞ করার ফলে তাহার মহিষীদিগের চক্ষে নবেন্দুর ন্যায় জন্তু নামক তাহার এক পুত্রের জন্ম হইল। একদা যখন সে হামাগুড়ি দিতেছিল তখন উরুদেশ পিপীলিকা কর্তৃক দংশিত হওয়ায় সে কাতরকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। অন্তঃপুরে মহিষীরা দুঃখে উদভ্রান্ত হইল এবং রাজা স্বয়ং সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় 'হা পুত্র! হা পুত্র!' বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই পিপীলিকাটি অপসৃত হইলে বালক শান্ত হইল এবং 'আমার একটি মাত্র পুত্র থাকা হেতুই এই দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে'—রাজা এই কথা ভাবিয়া নিজের ভাগ্যকে

ধিক্কার দিতে লাগিলেন। দুঃখিত চিত্তে ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এমন কোন উপায় আছে কি যাহাতে আমার বহু পুত্র লাভ হইবে?' তাহারা উত্তর করিল, 'রাজন্, কেবল একটি মাত্র উপায়ই আপনার সম্মুখে আছে। এই পুত্রকে বধ করিয়া তাহার মাংস অগ্নিতে আহুতি প্রদান করুন। যজ্ঞাগ্নির সেই গন্ধ আপনার মহিষীরা আঘ্রাণ করিলেই তাহাদের পুত্র সন্তান লাভ হইবে।' রাজা তাহাদের আদেশে সেই যজ্ঞ করিলে তাহার যতগুলি মহিষী ছিল তাহাদের প্রত্যেকের এক একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। —আমরাও তদ্রূপ হোম সম্পাদন করিয়া তোমাকে পুত্রবান করিতে সমর্থ হইব।" ব্রাহ্মণেরা এই কথা বলিলে এবং ধনদত্ত দক্ষিণাদানে প্রতিশ্রুত হইলে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ সম্পাদন করিল। অতঃপর বণিকের গুহসেন নামক পুত্রের জন্ম হইল। ক্রমে ক্রমে পুত্রের বয়োবৃদ্ধি হইলে ধনদত্ত তাহার নিমিত্ত পুত্রবধূ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল। (৫৭-৬৭)

অতঃপর পিতা পুত্রকে লইয়া বাণিজ্যব্যপদেশে দেশান্তরে গমন করিল। কিন্তু তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পুত্রবধূ সংগ্রহ করা। তথায় সে ধর্মগুপ্ত নামক একজন উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠীকে তাহার কন্যা দেবস্মিতার সহিত স্বীয় পুত্র গুহসেনের বিবাহ দিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু তাম্রলিপ্তি বহুদূরে অবস্থিত এই কথা চিন্তা করিয়া দুহিতা-বৎসল ধর্মগুপ্ত এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল না। পরন্তু, গুহসেনের দর্শনে তাহার রূপে ও গুণে আকৃষ্ট হইয়া আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগকরতঃ দেবস্মিতা সখিমুখে সংকেত প্রেরণ করিয়া রাত্রিকালে তাহার প্রিয়তম ও প্রিয়তমের পিতাসহ সেই কন্যা দেশান্তরে প্রস্থান করিল। তাম্রলিপ্তিতে আগমন করিলে তাহাদের বিবাহ হইল এবং তাহারা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে দৃঢ় প্রেমপাশে আবদ্ধ হইল। পিতার মৃত্যু হইলে আত্মীয়স্বজনেরা গুহসেনকে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত কটাহদেশে প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক হইল। কিন্তু স্বামী তথায় অন্য কোন রমণী কর্তৃক আকৃষ্ট হইবে আশঙ্কা করিয়া দেবস্মিতা এই প্রস্তাবে সম্মত হইল না। পত্নীর সম্মতি নাই, কিন্তু আত্মীয়স্বজনেরা বারংবার প্ররোচিত করিতেছে এই অবস্থায় কর্তব্যপরায়ণ গুহসেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল। অতঃপর সে দেবায়তনে গমনকরতঃ দেবতার নির্দেশলাভার্থ অনাহারে ব্রত করিতে লাগিল। তাহার সহিত দেবস্মিতা যোগ দিয়াছিল। তুষ্ট মহাদেব তখন স্বপ্নে তাহাদের দর্শন প্রদান করিয়া তাহাদের দুইটি রক্তকমল প্রদান করিয়া বলিলেন, 'তোমরা উভয়ে এক একটি রক্তপদ্ম হস্তে গ্রহণ কর। তোমাদের মধ্যে বিচ্ছেদের পর একজন অবিশ্বাসজনক কার্য করিলেই অন্যের হস্তস্থিত পদ্মটি ম্লান হইয়া যাইবে, অন্যথা-নহে।' (৬৮-৮০)

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা জাগরিত হইয়া একে অন্যের হস্তে রক্তপদ্ম দেখিতে পাইল, মনে হইল যেন একে অন্যের হৃদয় ধারণ করিয়া আছে। অতঃপর

গুহসেন কমলটি হস্তে করিয়া যাত্রা করিল কিন্তু দেবস্মিতা তাহার পদ্মের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গৃহেই রহিয়া গেল। গুহসেন অবিলম্বে কটাহ দ্বীপে উপস্থিত হইয়া মণিরত্ন ক্রয় বিক্রয় করিতে লাগিল। সেই দেশের চারিটি তরুণ বণিক সতত গুহসেনের হস্তে অম্লান পদ্মটি দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইল। কৌশলে তাহাকে তাহাদের গৃহে লইয়া প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করাইলে সে মদমত্ত অবস্থায় পদ্মসংবলিত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। রত্নাদি ক্রয় বিক্রয় সমাধা করিতে বহু সময় গত হইবে এইরূপ বুঝিতে পারিয়া ঐ চারিটি পাপাত্মা বণিকপুত্র ঔৎসুক্যবশতঃ গুহসেনের ভার্যার চরিত্র নষ্ট করিবার নিমিত্ত সকলের অলক্ষ্যে তাম্রলিপ্তি যাত্রা করিল। তথায় উপায় চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে তাহারা বৌদ্ধবিহারস্থিতা যোগকরণ্ডিকা নামিকা এক প্রব্রাজিকার সন্ধান প্রাপ্ত হইল। তাহাকে সবিনয়ে বলিল, 'ভগবতি, আপনার সাহায্যে আমাদের কার্যসিদ্ধি হইলে আপনাকে বহুবিত্ত প্রদান করিব।' সে উত্তর করিল, 'নিশ্চয়ই তোমরা এই নগরীর কোন নারীর সন্ধানে আসিয়াছ। আমাকে সমস্ত বিস্তারিত বল, তোমাদের বাঞ্ছিতাকে আনিয়া দিব। কিন্তু আমি কোন ধন লিপ্সা করি না। আমার সিদ্ধিকরী নাম্নী একটি বুদ্ধিশালিনী শিষ্যা আছে। আমি তাহার প্রসাদে বহু ধনের অধিকারী হইয়াছি।' 'কি প্রকারে শিষ্যার অনুকম্পায় আপনি বহু বিত্তশালিনী হইয়াছেন?' বণিকপুত্রগণ কর্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া প্রব্রাজিকা উত্তর করিল, 'বৎসগণ, তোমাদের সেই বৃত্তান্ত জানিতে আগ্রহ থাকিলে আমি তোমাদিগের নিকট সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করিব, শ্রবণ কর।' (৮১-৯৩)

ধূর্তা সিদ্ধিকরীর কাহিনী

বহুপূর্বে উত্তরাপথ হইতে একটি বণিক আগমন করিয়াছিল। সে যখন হেথায় অবস্থান করিতেছিল তখন আমার শিষ্যা দুষ্কর্ম করিবার মানসে প্রথমতঃ স্বীয় আকৃতি পরিবর্তন করিয়া সেই গৃহে পরিচারিকার বৃত্তি গ্রহণ করিল এবং অতঃপর বণিকের বিশ্বাস অর্জন করিয়া তাহার গৃহ হইতে সমস্ত সুবর্ণ অপহরণ করিয়া প্রত্যুষের অন্ধকারে যখন সে গোপনে নগরীর বাহিরে সভয়ে ত্রস্ত পদে গমন করিতেছিল তখন মৃদঙ্গহস্তে একটি ডোম তাহার সমীপবর্তী হইয়াছে দেখিতে পাইয়া সেই চতুরা সিদ্ধিকরী রোদন করিতে করিতে তাহাকে বলিল, 'স্বামীর সহিত কলহ করিয়া আমি প্রাণ ত্যাগ করিবার নিমিত্ত গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি, অতএব ভদ্র, আপনি আমার মৃত্যুর নিমিত্ত একটি পাশ প্রস্তুত করুন।' তখন ডোম চিন্তা করিল, 'এই নারী নিজেই উদ্বন্ধনে আত্মঘাতী হউক, আমি কেন একটি স্ত্রীলোকের মৃত্যুর জন্য দায়ী হইব?' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে বৃক্ষোপরি একটি পাশ প্রস্তুত করিল। তখন সিদ্ধিকরী অজ্ঞতার ভান করিয়া ডোমকে বলিল, 'কি প্রকারে পাশের রজ্জু আমার

গলদেশে বন্ধন করিব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহা দেখাইয়া দিন।' তখন ডোম মৃদঙ্গটি তাহার পদতলে ন্যস্ত করিয়া রজ্জুপাশটি নিজের কণ্ঠ সংলগ্ন করিয়া বলিল, 'এইরূপ করিতে হইবে।' সিদ্ধিকরী তৎক্ষণাৎ পদাঘাতে মৃদঙ্গটি চূর্ণ বিচূর্ণ করিলে ঐ ডোম উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল। সেই মুহূর্তে তাহার প্রভূত বিত্ত অপহরণকারিণী সিদ্ধিকরীর অন্বেষণে আসিয়া সেই বণিক তাহাকে বৃক্ষমূলে দেখিতে পাইল। সিদ্ধিকরীও তাহাকে আগমন করিতে দেখিতে পাইয়া অলক্ষ্যে বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া একটি শাখার উপর ঘন পত্রাবলীর অন্তরালে দেহকে লুক্কায়িত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। (৯৪-১০৪)

বণিক ভৃত্যদের সহিত তথায় আগমন করিয়া রজ্জুপাশে দোদুল্যমান ডোমকেই দেখিতে পাইল কিন্তু সিদ্ধিকরী কোথাও দৃষ্ট হইল না। তৎক্ষণাৎ তাহার একটি ভৃত্য বলিল, 'দেখা যাউক সে এই বৃক্ষের উপর আছে কিনা।' এই কথা বলিয়া স্বয়ং বৃক্ষোপরি আরোহনোদ্যত হইলে সিদ্ধিকরী বলিল, 'আমি চিরকাল তোমাকে ভালবাসিয়াছি, এখন যখন তুমি বৃক্ষারোহণ করিয়া আমার সমীপে আগমন করিয়াছ তখন, হে সৌম্য, এই সমস্ত ধনরত্ন তোমারি। অগ্রসর হইয়া আমাকে আলিঙ্গন কর।' অতএব সে বণিকের ভৃত্যটিকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বনের সময় সমূলে তাহার জিহ্বা দন্ত দ্বারা কর্তন করিল। রক্তবমন করিতে করিতে ভৃত্যটি 'লালাল্লা' এইরূপ অস্ফুট শব্দ করিতে করিতে বৃক্ষ হইতে অধঃপতিত হইল। এতদ্দৃষ্টে কোনও ভূত ভর করিয়াছে মনে করিয়া সন্ত্রস্ত বণিক সেইস্থান হইতে দ্রুত পলায়নকরতঃ ভৃত্যদের সহিত স্বগৃহে গমন করিল। তখন তাপসী সিদ্ধিকরীও অত্যন্ত ভীত হইয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্বক ঐ সমস্ত ধনরত্নসহ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। এইরূপে হে পুত্রগণ, বহু বুদ্ধিশালিনী আমার শিষ্যার প্রসাদে আমি ধন লাভ করিয়াছি। (১০৫-১১২)

দেবস্মিতার কাহিনী

সেই মুহূর্তে তাহার শিষ্যা তথায় আগমন করিলে প্রব্রাজিকা তরুণ বণিকদের তাহাকে দর্শন করাইয়া বলিল, 'এখন বৎসগণ আসল কথা বল, কোন্ নারীকে তোমরা পাইতে ইচ্ছা কর? আমি অবিলম্বে তোমাদের নিমিত্ত তাহাকে সংগ্রহ করিব।' সেই কথা শুনিয়া তাহারা বলিল, 'বণিক গুহসেনের ভার্যা দেবস্মিতার সহিত আমাদের মিলন ঘটাইয়া দিন।' এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রব্রাজিকা তাহাদের কার্য সম্পাদন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ঐ তরুণ বণিকদিগকে স্বগৃহে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করিল। তৎপর সে গুহসেনের গৃহভৃত্যদিগকে মিষ্টান্নাদি প্রদানকরতঃ পরিতৃপ্ত করিয়া শিষ্যার সহিত সেই গৃহে প্রবেশ করিল। দেবস্মিতার কক্ষের সমীপবর্তী হইলে শৃঙ্খলাবদ্ধা একটি কুক্কুরী কোন প্রকারেই তাহাকে অগ্রসর হইতে দিল না এবং অত্যন্ত

দৃঢ়তার সহিত তাহার প্রবেশপথ রোধ করিল। তখন তাহাকে দেখিতে পাইয়া, 'ইনি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন?'—এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবস্মিতা স্বীয় চেটিকাকে প্রেরণকরতঃ স্বেচ্ছায় প্রব্রাজিকাকে আনয়ন করিল। কক্ষে প্রবেশ করিয়া পাপীয়সী প্রব্রাজিকা দেবস্মিতাকে আশীর্বাদ করিল এবং সেই সাধ্বীকে মিথ্যা সম্মান প্রদর্শন করতঃ বলিল, 'বহুদিন যাবৎ আমি তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু তোমাকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া সাগ্রহে এবং সৌৎসুক্যে তোমার দর্শনলাভার্থ এই স্থানে আগমন করিয়াছি। স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছ দেখিয়া আমি অতিশয় ক্লেশ বোধ করিতেছি, কারণ প্রিয়তমের সঙ্গ বিচ্যুত হইলে রূপ ও যৌবন সমস্তই বৃথা।' এবম্প্রকার স্তোকবাক্যাদি দ্বারা সেই সাধ্বীর বিশ্বাস অর্জনের প্রয়াস করিয়া কিয়ৎপরেই সে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। (১১৩-১২৩)

দ্বিতীয় দিবসে সে গোলমরিচচূর্ণলিপ্ত একটি মাংসখণ্ডসহ পুনরায় দেবস্মিতার গৃহে আগমনকরতঃ ঐ মাংসখণ্ড কুক্কুরীকে প্রদান করিলে সে সাগ্রহে গোলমরিচাদিসহ উহা গলাধঃকরণ করিল। তখন গোলমরিচচূর্ণের কল্যাণে তাহার চক্ষু হইতে প্রচুর অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল এবং নাসিকা হইতে বারিধারা ঝরিতে লাগিল। শঠ প্রব্রাজিকা অবিলম্বে দেবস্মিতার কক্ষে প্রবেশ করিয়া সমাদরে অভ্যর্থিত হইলে ক্রন্দন করিতে লাগিল। দেবস্মিতা তাহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে অত্যন্ত অনিচ্ছার ভান করিয়া বলিল, 'পুত্রি, ঐ রোরুদ্যমানা কুক্কুরীটির দিকে দৃষ্টিপাত কর। পূর্বজন্মে উহার সঙ্গিনী ছিলাম বলিয়া আমাকে চিনিতে পারিয়া ক্রন্দন করিতেছে, তন্নিমিত্ত অনুকম্পাবশতঃ আমারও অশ্রু নির্গত হইতেছে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং বহির্দেশে কুক্কুরীকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে অবস্থিত দেখিয়া মনে মনে সে চিন্তা করিল, 'এই অদ্ভুত দৃশ্যের কি অর্থ হইতে পারে?' তখন প্রব্রাজিকা বলিল, 'পূর্বজন্মে আমি ও এই কুক্কুরী এক বিপ্রের দুই পত্নী ছিলাম। আমাদের পতি প্রায়ই নৃপতির আদেশে দৌত্যকার্যে দেশান্তরে গমন করিতেন। তাঁহার প্রবাসকালে আমি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ না করিয়া অন্য পুরুষসঙ্গমে তাহাদের প্রাপ্য আনন্দ প্রদান করিতাম। কারণ ইন্দ্রিয়াদির সংযত সম্ভোগ শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সেই নিমিত্ত এই জন্মে আমি জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু ঐ কুক্কুরী পূর্বজন্মে তাহার চরিত্ররক্ষায় মনঃসন্নিবেশ করায় এই জন্মে কুক্কুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যদিও তাহার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ আছে।' (১২৪-১৩৫)

দেবস্মিতা মনে মনে চিন্তা করিল, 'ইহা দেখিতেছি ধর্মের অভিনব ব্যাখ্যা। এই ধূর্তা আমার জন্য নিশ্চয়ই কোন ফাঁদ পাতিয়াছে।' সে তাহাকে বলিল, 'ভগবতি, এতকাল পর্যন্ত আমি এই কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলাম না। আপনি আমাকে কোন সৌম্যকান্তি পুরুষের সহিত সংযোগ সাধন করিয়া দিন।' এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রব্রাজিকা

বলিল, 'এই স্থানে দেশান্তর হইতে কয়েকটি তরুণ বণিক আগমন করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে তোমার নিকট আনয়ন করিব।' এই কথা বলিয়া প্রব্রাজিকা হৃষ্টচিত্তে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল এবং দেবস্মিতা তাহার পরিচারিকাদিগকে নিজেই বলিল, 'নিশ্চয়ই ঐ পাপাত্মারা আমার স্বামীর হস্তে অম্লান পদ্ম দেখিতে পাইয়াছে এবং তিনি যখন কোন সময়ে আসবপানে রত ছিলেন তখন ঔৎসুক্যবশতঃ পদ্মের বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলে তিনি ইহাদের কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া সমস্ত বলিয়াছেন এবং উহারা সেই দ্বীপ হইতে আমাকে প্রলোভিত করিয়া নষ্ট করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছে। আর ঐ পাপীয়সী প্রব্রাজিকাকে উহারা এই কার্যে নিযুক্ত করিয়াছে। সুতরাং ধুতুরামিশ্রিত করিয়া মদ্য আনয়ন কর এবং যত শীঘ্র পার সঙ্গে সঙ্গে একটি লৌহনির্মিত কুক্কুরের পদও প্রস্তুত রাখিও। (১৩৬-১৪২)

দেবস্মিতা কর্তৃক আদিষ্টা হইয়া চেটিকারা অবিকল তাহাই করিল এবং তাহাদের একজন স্বামিনীর ন্যায় পরিচ্ছদে ভূষিত হইল। সেই চারিজন বণিক প্রত্যেকেই 'আমি সর্বাগ্রে যাইব' এই কথা বলিলে প্রব্রাজিকা তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে তাহার সঙ্গে লইল এবং তাহাকে শিষ্যার বেশে সজ্জিত করিয়া সন্ধ্যাকালে দেবস্মিতার গৃহে রাখিয়া স্বয়ং অন্তর্হিত হইল। তখন দেবস্মিতার বেশে সজ্জিতা চেটিকাটি তরুণ বনিকটিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া অতিশয় ভদ্রভাবে তাহাকে ধুতুরামিশ্রিত মদ্য পান করাইল। নিজেরই অভব্যতার ন্যায় সেই আসব তাহার চেতনা লুপ্ত করিলে, চেটি-কারা তাহার সমস্ত বস্ত্রাদিমোচন করিয়া ললাটে কুক্কুরের পদ দাগিয়া দিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় রাত্রিকালে একটি পূতিগন্ধময় অশুচি গর্তে নিক্ষেপ করিল। নিশার শেষ যামে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে সে নিজেকে স্বীয় পাপের শাস্তিস্বরূপ অবীচি নরক সদৃশ একটি গহ্বরে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাইল। তথা হইতে উত্থিত হইয়া দেহ ধৌত করিয়া সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় অঙ্গুলিদ্বারা ললাটের চিহ্ন অনুভব করিতে করিতে প্রব্রাজিকার গৃহে আগমন করিল। 'নিজেই মাত্র উপহাসাস্পদ হইব এবং আর কেহ কেন হইবে না' এই কথা মনে করিয়া সে তাহার বন্ধুদের বলিল যে পথে যাইতে যাইতে সে সর্বস্বান্ত হইয়াছে। পরদিন প্রাতঃকালে নিশাজাগরণ ও মদ্যপানের নিমিত্ত মস্তকে বেদনা বোধ করিতেছে, এই অজুহাতে সে চিহ্নিত ললাট একটি বস্ত্র-দ্বারা বেষ্টন করিল। সেইরূপ সায়াহ্নে পুনরায় দ্বিতীয় তরুণ, দেবস্মিতার গৃহে ঐরূপে প্রহৃত হইয়া নগ্নাবস্থায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল, 'আমি অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়াছিলাম এবং যখন বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলাম তখন দস্যুরা আমার সমস্ত অলঙ্কারাদি অপহরণ করিয়াছে।' প্রাতঃকালে সেও মস্তকে শূলবেদনা অনুভূত হইতেছে এই ছল করিয়া তাহার চিহ্নিত ললাট বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিল। (১৪৩-১৫৭)

এই প্রকারে ঐ চারিজন বণিকপুত্রই একে একে ললাটে চিহ্নিত ও অন্যান্য অব-

মাননাকর আচরণ প্রাপ্ত হইল এবং তাহাদের অর্থনাশও হইল। প্রব্রাজিকাও যেন অনুরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হয় এই আশা করিয়া তাহার নিকট কিছুই প্রকাশ না করিয়া তাহারা সেইস্থান ত্যাগ করিল।

পরদিবস প্রব্রাজিকা প্রতিশ্রুত কর্মসাধন করায় হৃষ্টচিত্তে শিষ্যাসহ দেবস্মিতার গৃহে আগমন করিলে দেবস্মিতা তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ তাহাকে ধুতুরামিশ্রিত মদ্যপান করাইল। প্রব্রাজিকা ও তাহার শিষ্যা মদমত্ত হইলে তাহাদের কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিয়া সেই সতী তাহাদিগকে অশুচি পঙ্কে নিক্ষেপ করিল। হয়ত ঐ তরুণ বনিকেরা তাহার স্বামীকে হত্যা করিবে এই কথা চিন্তা করিয়া সে তাহার শ্বশ্রূমাতার নিকট সমস্ত নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন, 'পুত্রি, তুমি মহৎ কার্য করিয়াছ, কিন্তু হয়তো তোমার কৃতকর্মের নিমিত্ত আমার পুত্রের কোন অমঙ্গল ঘটিতে পারে।' তখন দেবস্মিতা বলিল, 'পুরাকালে শক্তিমতী স্বীয় বুদ্ধিবলে যেরূপ ভর্তাকে রক্ষা করিয়াছিল আমিও সেইরূপ করিব।' কিরূপে শক্তিমতী তাহার স্বামীকে রক্ষা করিয়াছিল, শ্বশ্রূমাতা কর্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া দেবস্মিতা নিম্নবর্ণিত আখ্যায়িকা বিবৃত করিল।(১৫৮-১৬৪)

শক্তিমতী ও তাহার স্বামীর কাহিনী

আমাদেরই দেশে নগরের অভ্যন্তরে আমাদের পূর্বপুরুষ কর্তৃক মণিভদ্র নামক একজন পরাক্রান্ত যক্ষের মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। তথায় সকলে মনস্কামনা সিদ্ধার্থে বহুপ্রকার দ্রব্য উপহার স্বরূপ প্রদান করিত। পরস্ত্রীর সহিত কোন ব্যক্তি ধরা পড়িলে তাহাদের যক্ষের মন্দিরের গর্ভগৃহে বদ্ধ করিয়া রাখা হইত। প্রাতঃকালে ঐ নারীর সহিত ঐ পুরুষকে রাজসভায় লইয়া গিয়া তাহাদের কীর্তিকলাপ প্রকাশিতকরতঃ তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করা হইত। তথায় এইরূপ প্রথাই চলিয়া আসিতেছে। একদা সমুদ্রদত্ত নামক ঐ নগরের একটি বণিক পরস্ত্রীর সহিত ধৃত হইয়া ঐ মন্দিরের গর্ভগৃহে নীত হইল এবং গর্ভগৃহের দ্বারের অর্গল দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করা হইল। অচিরাৎ এই বার্তা ঐ বণিকের শক্তিমতী নাম্নী স্বামীতে অনুরক্তা সতীসাধ্বী বুদ্ধিমতী ভার্যার কর্ণে প্রবেশ করিল। সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নারী ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সখীদের সহিত পূজার অর্ঘ্য হস্তে লইয়া রাত্রিতে মন্দিরে প্রবেশ করিল। দক্ষিণার লোভে নৈবেদ্য-ভোজক পূজারী দ্বার উন্মোচনকরতঃ তাহাকে প্রবেশ করিতে দিয়া পুরাধিপকে তাহার কৃতকর্মের কথা বিজ্ঞাপিত করিল। শক্তিমতী অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া একটি স্ত্রীলোকের সহিত ম্লানবদনেস্থিত তাহার পতির সাক্ষাৎ লাভ করিল। সে নারীটিকে নিজের বস্ত্র পরিধান করাইয়া তাহাকে বহির্গত হইতে বলিলে সে নিশাকালে প্রস্থান করিল। কিন্তু শক্তিমতী স্বামীসহ সেই মন্দিরেই রহিয়া গেল। প্রাতঃকালে যখন

রাজপুরুষেরা বণিককে পরীক্ষা করিতে আসিল তখন সকলে দেখিতে পাইল যে বণিক তাহার স্বীয় ভার্যার সহিত রহিয়াছে। রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া যক্ষায়তন হইতে ঐ বণিককে মুক্তি দিলেন এবং নগরাধিপকে শাস্তি প্রদান করিলেন। বণিক যেন মৃত্যুর মুখ হইতে নিষ্কৃতি পাইল। এই প্রকারে শক্তিমতী পুরাকালে বুদ্ধিবলে তাহার স্বামীকে মুক্ত করিয়াছিল এবং আমিও তদ্রূপ প্রজ্ঞাবলে আমার স্বামীকে রক্ষা করিব। (১৬৫-১৭৮)

দেবস্মিতার কাহিনী

শ্বশ্রূমাতাকে গোপনে এই কাহিনী বলিয়া বুদ্ধিমতী দেবস্মিতা বণিকের বেশ ধারণ করিয়া তাহার চেটিকাদের সহিত একটি অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া বাণিজ্যব্যপদেশে তাহার স্বামী যেথায় অবস্থান করিতেছিলেন সেই কটাহদ্বীপে আগমন করিল। তথায় আগমনকরতঃ সে বহির্দেশে মূর্তিমান আশ্বাসের মূর্তিধারী স্বীয় পতি গুহসেনের সাক্ষাৎলাভ করিল। সে দূর হইতে দেবস্মিতাকে পুরুষবেশে দেখিয়া নয়নদ্বারা যেন তাহাকে পান করিতে লাগিল এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমার প্রিয়তমা-পত্নীর মত দেখিতে এই বণিকটি কে হইতে পারে?' তথা হইতে বহির্গত হইয়া দেবস্মিতা নৃপতির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিল যে তাহার একটি আবেদন আছে এবং নৃপতির সমস্ত প্রজাদিগকে যেন একত্রিত করা হয়। তখন পৌরবাসীরা একত্রিত হইলে রাজা উৎসুক হইয়া বণিকের ছদ্মবেশধারী ঐ রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার কি আবেদন আছে?' তখন দেবস্মিতা বলিল, 'আপনাদের মধ্যে আমার চারিজন দাস আছে। তাহারা পলায়ন করিয়া এই স্থানে আসিয়াছে। রাজা তাহাদিগকে আমার হস্তে প্রত্যর্পণ করিবেন।' তখন রাজা তাহাকে বলিলেন, 'আমার সমস্ত পৌরজনেরা এখানে উপস্থিত আছে, তুমি প্রতিটি ব্যক্তিকে নিরীক্ষণ করিয়া তোমার কিঙ্করদের চিনিয়া বাহির কর।' তখন সে স্বগৃহে অপমানিত মস্তকে পট্ট-বন্ধনীসমেত চারিজন তরুণ বণিককে ধৃত করিলে তথায় উপস্থিত বণিকেরা ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে বলিল, 'ইহারা সম্মানিত বণিকদিগের পুত্র, ইহারা তোমার দাস হইবে কেন?' তখন সে উত্তর করিল, 'যদি আমার বাক্যে প্রত্যয় না হয় তবে উঁহাদের ললাট পরীক্ষা করিয়া দেখুন। আমি উঁহাদের ললাটে কুক্কুরপদের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছি।' তাহারা সম্মত হইয়া ঐ চারিজনের পট্টবন্ধন উন্মোচন করিয়া তাহাদের কপালে কুক্কুরের পদ চিহ্নিত দেখিয়া সমস্ত বণিকেরা লজ্জিত হইল এবং নৃপতি স্বয়ং আশ্চর্যান্বিত হইয়া দেবস্মিতার নিকট ইহার অর্থ কি জানিতে চাহিলেন। তখন দেবস্মিতা সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করিলে তথায় সমবেত ব্যক্তিরা উচ্চরবে হাস্য করিয়া উঠিল এবং রাজা ঐ মহিলাকে বলিলেন, 'উঁহারা সর্বতোভাবে তোমার দাস।'

তখন অন্যান্য বণিকেরা উহাদের মুক্তিপণস্বরূপ ঐ মহিলাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিল এবং রাজকোষে তাহাদের দণ্ডমুদ্রাও অর্পণ করিল। দেবস্মিতা সমস্ত সুজন কর্তৃক সম্মানিত হইয়া ঐ অর্থগ্রহণকরতঃ স্বীয় পতিকে সঙ্গে লইয়া স্বনগরী তাম্রলিপ্তিতে প্রত্যাবর্তন করিল এবং পরবর্তীকালে আর কখনও তাহার স্বামীর সহিত বিচ্ছেদ হয় নাই।

অতএব হে রাজ্ঞি! সদ্বংশজাতা রমণীরা শুদ্ধ চিত্তে তাহাদের পতির পূজা করে এবং অন্য কোন পুরুষের কথা চিন্তা করে না, কারণ সাধ্বী পত্নীর নিকট পতি পরম দেবতা। —বসন্তকের মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া বাসবদত্তার মনে সদ্য পিতৃগৃহত্যাগজনিত লজ্জা আর রহিল না এবং তাহার হৃদয়, যাহা পূর্বেই গভীর প্রেমের বন্ধনে স্বামীর সহিত যুক্ত ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে পতির সেবায় রত রহিল। (১৭৯-১৯৬)

—ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের কথামুখ লম্বকের
পঞ্চম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা—১৯৬
ক্রমিক সংখ্যা—১৬০৫

ষষ্ঠ তরঙ্গ

বৎসরাজ যখন বিন্ধ্যারণ্যে বাস করিতেছিলেন তখন নৃপতি চণ্ডমহাসেনের প্রতিহার তাহার নিকট আগমন করিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "নৃপতি চণ্ডমহাসেন আপনাকে এই বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন, 'তুমি স্বয়ং বাসবদত্তাকে হরণ করিয়া উপযুক্ত কার্যই করিয়াছ, কারণ ঐ নিমিত্তই আমি তোমাকে আমার নিকট আনয়ন করিয়াছিলাম। বন্দী অবস্থায় আমি স্বয়ং তোমার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করি নাই, কারণ আমার ভয় হইয়াছিল তুমি হয়ত আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছে। এখন রাজন্, তোমাকে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে বলিতেছি, কারণ বিধিমতভাবে যেন আমার কন্যার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আমার পুত্র গোপালক সত্বর তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া যথাবিধি তাহার ভগিনীর বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিবে।" প্রতিহার বৎসরাজের নিকট এই বার্তাই আনয়ন করিয়াছিল এবং সে বাসবদত্তার সহিত নানা বিষয়ের আলোচনাও করিল।

হৃষ্ট বৎসরাজ উৎফুল্ল বাসবদত্তার সহিত কৌশাম্বী গমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি মিত্র পুলিন্দক ও শ্বশুর প্রেরিত প্রতিহারকে তাহারা যেস্থানে ছিল তথায় গোপালকের আগমন পর্যন্ত অপেক্ষাকরতঃ অতঃপর তাহাকে লইয়া কৌশাম্বীতে আগমন করিতে বলিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে রাজ্ঞী বাসবদত্তার সহিত তিনি স্বীয় নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। বিন্ধ্যপর্বতের চলমান বিরাটশৃঙ্গের ন্যায় মদস্রাবী হস্তিগণ প্রীতিবশতঃ তাহার অনুগমন করিল। তুরঙ্গদিগের ক্ষুরাঘাতে উত্থিত এবং সৈন্যদিগের পদাঘাতজনিত শব্দদ্বারা পৃথিবী যেন রাজকীয় বন্দীদিগের স্তুতিকেও অতিক্রম করিল। সেনানী গমনজনিত ঊর্ধ্বে নভোদেশে উত্থিত ধূলি পক্ষবিশিষ্ট পর্বতদিগের ক্রীড়াসম্ভূত মনে করিয়া ইন্দ্র শঙ্কিত হইলেন। (১-১৩)

অতঃপর দুই তিনদিনের মধ্যেই একরাত্র রুমণ্বতের প্রাসাদে বিশ্রাম করিয়া পরের দিন দীর্ঘ অনপস্থিতির পর প্রিয়তমার সহিত কৌশাম্বীতে প্রবেশ করিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন। উন্মুক্ত পৌরবাসীগণ উৎসুকচিত্তে তাঁহার পথের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধকরতঃ তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর পতির আগমনে প্রিয়া যেরূপ শুচি স্নানান্তে বেশভূষা পরিধান করিতে আরম্ভ করে পুরনারীগণের আচরণে নগরীর অবস্থাও তদ্রূপ হইল। শিখিগণ যেরূপ সবিদ্যুৎমেঘ দর্শনে উৎফুল্ল হয়, বিগতশোক পুরবাসিগণেও সস্ত্রার্যা বৎসরাজকে দর্শন করিয়া আনন্দাপ্লুত হইল। পুরস্ত্রীগণ হর্ম্যোপরিদণ্ডায়মান হইলে তাহাদের আননরাজি ব্যোমগঙ্গায় প্রস্ফুটিত স্বর্ণকমলের ন্যায় প্রতিভাত হইল। অতঃপর বৎসরাজ দ্বিতীয়া

রাজলক্ষ্মীস্বরূপিণী বাসবদত্তার সহিত রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলে মনে হইল রাজসেবার্থ নৃপতিগণ ও বন্দিগণের মঙ্গলগীতিতে মুখরিত হইয়া উহার যেন সদ্য নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। অনতিকাল পরেই বাসবদত্তার ভ্রাতা গোপালক পুলিন্দক ও প্রতিহারের সহিত সমুপস্থিত হইল। রাজা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন এবং বাসবদত্তা আনন্দের প্রতিমূর্তিস্বরূপ ভ্রাতাকে হর্ষোৎফুল্ললোচনে অভ্যর্থনা করিল। ভ্রাতার দিকে দৃষ্টিপাত করায় লজ্জায় তাহার নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়াছিল কিন্তু ভ্রাতাপ্রমুখাৎ পিতার বার্তা শ্রবণে উৎসাহিত হইয়া তাহার মনে হইল যেন স্বজনের সহিত পুনর্মিলনে সে তাহার জীবনের লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছে। (১৪-২৫)

পরদিবসে ব্যগ্র গোপালক বৎসরাজের সহিত বাসবদত্তার বিবাহোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন করিল। অতঃপর বৎসরাজ রতিবল্লরীতে সদ্য পত্রাঙ্কুরের ন্যায় বাসবদত্তার হস্ত গ্রহণ করিলে সেও প্রিয়তমের করস্পর্শজনিত সুখে নয়ন নিমীলিত করিল। তাহার সর্বাঙ্গ কম্পিত, স্বেদাক্ত ও রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, মনে হইল যেন পুষ্পধন্বা বায়ু ও বরুণের শায়কদ্বারা তাহাকে নিরন্তর বিদ্ধ করিতেছেন। অগ্নিকে দক্ষিণে রাখিয়া সে যখন ধূমান্বিত অশ্রুলোচনে প্রদক্ষিণ করিতেছিল তখন বোধ হইল যেন এই প্রথম মধু ও আসবের মাধুর্য আস্বাদন করিতেছে। তখন গোপালক আনীত রত্ন ও অন্যান্য-ভূপতিদিগের প্রদত্ত উপহারদ্বারা ভূষিত হইলে বৎসরাজ প্রকৃতই রাজরাজেন্দ্র রূপ ধারণ করিলেন।

বিবাহান্তে বধূ ও বর প্রথমতঃ সমাগত জনগণকে দর্শন প্রদান করিয়া অতঃপর তাহাদের স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই শুভ দিবসে বৎসরাজ গোপালক ও পুলিন্দককে সম্মানপূর্বক পট্টবন্ধনাদি উপহার প্রদান করিলেন এবং যৌগন্ধরায়ণ ও রুমণ্বতকে তদ্দর্শনে সমাগত নৃপতিবর্গ ও পৌরজনদের যথাযোগ্য সম্মানিত করিতে আদেশ করিলেন। তখন যৌগন্ধরায়ণ রুমণ্বতকে বলিল, —'রাজা, আমাদিগকে একটি কঠিন কার্যে নিযুক্ত করিলেন। কারণ, মানবমনের প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করা দুরূহ ব্যাপার। তুষ্ট না হইলে রুষ্ট বালকও উৎপাত করিতে পারে। বন্ধো, এই প্রসঙ্গে বালক বিনষ্টকের কাহিনী শ্রবণ কর—(২৬-৩৬)

চতুর বিকৃতাঙ্গ বালকের কাহিনী

পুরাকালে রুদ্রশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। গৃহস্থাশ্রমে তাহার দুই পত্নী ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে বিপ্র পুত্রটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার বিমাতার উপর অর্পণ করিল। সে বড় হইলে বিমাতা তাহাকে জঘন্য খাদ্য ভোজন করাইত এবং তাহার ফলে বালকটি মলিন ও স্ফীতোদর হইল। তখন ব্রাহ্মণ তাহার দ্বিতীয়া পত্নীকে বলিল, 'আমার এই মাতৃহীন বালকটিকে

তুমি কেন অযত্ন করিয়াছ?' তখন সে পতিকে বলিল, 'আমার প্রভূত সস্নেহ যত্ন সত্ত্বেও তুমি যেমনটি দেখিতেছ সেইরূপ হইয়াছে, উহাকে লইয়া আমি কি করিতে পারি?' তৎশ্রবণে ব্রাহ্মণ চিন্তা করিল, 'ইহার গঠনই নিশ্চয়ই ঐ প্রকার।' স্ত্রীলোকদিগের মিথ্যা সরল বাক্য কে অবিশ্বাস করিতে পারে?' বিকৃতাঙ্গ হওয়াতে পিতৃগৃহে বালকের 'বালবিনষ্টক' নাম প্রদত্ত হইল।

তখন বালবিনষ্টক চিন্তা করিল, 'আমার এই বিমাতা সর্বদা আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করে সুতরাং কোনপ্রকারে উহার উপর প্রতিশোধ লইতে হইবে।' পঞ্চবর্ষ বয়স্ক হইলেও বালকটি বেশ বুদ্ধিমান ছিল। একদিন পিতা রাজসভা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে সে অর্ধস্ফুট বাক্যে বলিল, 'তাত, আমার দুইটি পিতা আছে।'

বালকটি এইরূপ বলাতে তাহার স্ত্রীর নিশ্চয়ই কোন উপপতি আছে সন্দেহ করিয়া সে ভার্যাকে স্পর্শও করিত না। অন্যদিকে পত্নী মনে করিত, 'আমি ত কোন পাপ-কার্য করি নাই তথাপি পতি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন কেন? বালবিনষ্টক কোন দুষ্কার্য করে নাই ত?' সুতরাং বালবিনষ্টককে সযত্নে স্নান করাইয়া তাহাকে উত্তম খাদ্য প্রদান করিয়া স্বীয় অঙ্কে স্থাপনকরতঃ জিজ্ঞাসা করিল, 'বৎস আমার বিরুদ্ধে তোমার পিতা রুদ্রশর্মাকে কেন কুপিত করিয়াছ?' তখন সে বিমাতাকে বলিল, 'যদি অবিলম্বে আমার প্রতি দুর্ব্যবহার পরিত্যাগ না কর তবে আমি তোমার আরও অপকার করিব। নিজের সন্তানদের ত খুবই যত্ন কর, কিন্তু আমাকে সতত ক্লেশ প্রদান কর কেন?'

এই কথা শ্রবণ করিয়া সে বালকের নিকট নতিস্বীকারকরতঃ শপথ করিয়া বলিল, 'আমি আর ঐপ্রকার দুর্ব্যবহার করিব না, পতির সহিত আমার মিলন ঘটাইয়া দাও।' তখন বালক বলিল, 'পিতা গৃহে আগমন করিলে তোমার কোনও পরিচারিকা-কে তাহাকে একটি দর্পণ দেখাইতে বলিবে। বাকিটা আমার উপর ছাড়িয়া দাও।' বিমাতা, 'তাহাই করিব', এই কথা বলিয়া পতি গৃহে আগমন করা মাত্র একটি পরি-চারিকা পত্নীর আদেশ মত রুদ্রশর্মাকে একখানি দর্পণ দেখাইল। (৩৭-৫৪)

তখন দর্পণে পিতার প্রতিবিম্ব দেখাইয়া বালক বলিল, 'ঐ যে আমার দ্বিতীয় পিতা'। রুদ্রশর্মা এই কথা শ্রবণ করিয়া সন্দেহ পরিত্যাগপূর্বক যে পত্নীর প্রতি বিনাদোষে ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, পুনরায় তাহার প্রতি প্রসন্ন হইল।

এই প্রকারে বিরক্ত হইলে বালকও দুষ্কর্ম করিতে পারে। সুতরাং সাবধানতা সহকারে এইসকল পরিকরদের মনোরঞ্জন করিতে হইবে।" —এইকথা বলিয়া যৌগন্ধরায়ণ রুমন্বতের সহায়তায় বৎসরাজের মহোৎসবের দিন সকলকে সম্মানিত করিয়াছিল। তাহারা সমাগত নৃপতিদের এইরূপ সফলতার সহিত তুষ্টিবিধান করিয়াছিল যে প্রত্যেকেই মনে করিল যে 'এই দুইজন আমাতেই অনুরক্ত।' বৎসরাজ

তাহার দুই সচিব ও বসন্তককে নিজ হস্তে বস্ত্রাদি, অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারাদি প্রদান করিলেন এবং তাহাদের গ্রামদানও করিলেন। তখন বৎসরাজ বিবাহোৎসবান্তে মনে করিলেন যে বাসবদত্তার সহিত মিলনে তাহার সমস্ত বাঞ্ছাপূরণ হইয়াছে।(৫৫-৬১) অনেক আশার পর তাহাদের পরস্পরের গভীর প্রেম মুকুলিত হওয়ায় নিশান্তে ক্লিষ্ট চকোর চকোরীর মিলনের ন্যায় মনে হইত এবং সেই যুগল যতই পরস্পরের নিকট আসিতে লাগিল তাহাদের প্রেম ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অতঃপর পিত্রাদেশে শীঘ্রই বিবাহ করিতে হইবে বলিয়া গোপালক উজ্জয়িনীতে প্রত্যাবর্তন করিল। বৎসরাজ তাহাকে অনুরোধ করিলেন সে যেন সত্বরই পুনরায় কৌশাম্বীতে আগমন করে।

কালক্রমে বৎসরাজ অবিশ্বাসের কার্য করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্বপরিচিত অন্তঃপুরে বিরচিতা নাম্নী দাসীর সহিত গোপনে প্রেম করিতে লাগিলেন। একদিন ভ্রমবশতঃ মহিষীকে বিরচিতা বলিয়া আহ্বান করিলে তাঁহাকে মহিষীর পদপ্রান্তে পতিত হইতে হইয়াছিল এবং রাজ্ঞী স্বীয় অশ্রুধারে তাহার অভিষেক সম্পন্ন করিয়াছিলেন। উপরন্তু গোপালক কর্তৃক ভুজবলে ধৃত এবং রাজ্ঞীর নিকট উপহারস্বরূপ প্রেরিত রূপ-সমুদ্র হইতে উত্থিত দ্বিতীয় লক্ষ্মীরন্যায় বন্ধুমতী নাম্নী এক রাজকন্যাকে তিনি বিবাহ করিলেন। রাজ্ঞী তাহাকে মঞ্জুলিকা নাম প্রদান করিয়া গোপনে লুক্কায়িত রাখিয়া-ছিলেন। একদিন নৃপতি যখন বসন্তকের সহিত বিহার করিতেছিলেন সেই রাজ-কুমারী তাহার নয়নপথে পতিত হইয়াছিল এবং রাজা তাহাকে উদ্যানলতাগৃহে গান্ধর্ব-মতে বিবাহ করিয়াছিলেন। বাসবদত্তা লুক্কায়িত থাকিয়া গোপনে তাহা দর্শন করিয়া বসন্তককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছিলেন। নৃপতি রাজ্ঞীর পিতৃগৃহ হইতে আগতা তাহার বান্ধবী সংকৃত্যাননী নামিকা এক প্রব্রাজিকার শরণাপন্ন হইলেন। তিনি রাজ্ঞীর কোপ সংবরণ করাইতে সমর্থ হইলেন এবং সাধ্বী নারীর হৃদয় কোমল বিধায় রাজ্ঞী তাহার আদেশ পালন করিয়া বন্ধুমতীকে নৃপতির হস্তে সমর্পণ করিল এবং বসন্তকও কারামুক্ত হইল। সে রাজ্ঞীর নিকট আগমন করিয়া তাহাকে সহাস্যে বলিল, 'বন্ধুমতী আপনার অপকার করিয়াছিল কিন্তু আমি আপনার নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলাম? আপনি বিষধর সর্পের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া জলের ঢোঁড়া সাপ বধ করিতেছেন।' রাজ্ঞী এই তুলনার তাৎপর্য জানিতে চাহিলে বসন্তক বলিল,—(৬২-৭৫)

রুরুর কাহিনী

পুরাকালে রুরু নামক এক ঋষিপুত্র যথেচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে এক বিদ্যাধর কর্তৃক মেনকায় উপজাতা এবং স্থূলকেশ মুনির স্বকীয় আশ্রমে প্রতিপালিতা অতীব প্রিয়দর্শনা প্রমদ্বরা নাম্নী একটি অপ্সরা কন্যা দেখিতে পাইল। সে মুনিপুত্রের হৃদয় এরূপভাবে হরণ করিয়াছিল যে সে স্থূলকেশের নিকট গমন করিয়া সেই অপ্সরা কন্যাকে

বিবাহার্থ যাচ্ঞা করিল। স্থূলকেশ তদনুরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল। এবং বিবাহের দিন নিকটবর্তী হইলে আচম্বিতে একটি বিষধর সর্প প্রমদ্বরাকে দংশন করিল। রুরুর হৃদয় হতাশায় ব্যাকুল হইলে সে একটি আকাশবাণী শ্রবণ করিল, 'হে বিপ্র, ইহার আয়ুষ্কাল নিঃশেষিত হইয়াছে সুতরাং তোমার আয়ুর অর্দ্ধাংশ দ্বারা ইহাকে জীবিত কর।' রুরু তদনুরূপ করিলে সে জীবিতা হইল এবং রুরু তাহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইল। তখন হইতে সর্প দেখিবামাত্রই, 'হয়ত এই ভুজঙ্গটি আমার প্রিয়াকে দংশন করিয়াছিল,—ইহা মনে করিয়া প্রত্যেকটি সর্পকে সে বধ করিত। একদিন একটি জলজ ঢোঁড়া সাপকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে সেই সর্পটি মনুষ্যের ভাষায় বলিল, 'হে বিপ্র, তুমি বিষাক্ত সর্পের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছ, জলজ ঢোঁড়া সাপ হত্যা করিবে কেন? যে বিষাক্ত সর্প তোমার ভার্যাকে দংশন করিয়াছিল তাহার জাত ভিন্ন। ঢোঁড়াসাপ নির্বিষ।' ইহা শ্রবণ করিয়া ঢোঁড়াসাপটিকে প্রত্যুত্তরে সে বলিল, 'বন্ধো, তুমি কে?' ঢোঁড়া সাপটি বলিল, 'বিপ্র আমি একজন ঋষি, অভিশপ্ত হইয়া আমার এই অধঃপতন হইয়াছে এবং এইরূপ বিধান ছিল যে তোমার সহিত কথা না বলা পর্যন্ত আমার শাপমুক্তি হইবে না।' এই কথা বলিয়া সে অন্তর্হিত হইল এবং রুরুও তদবধি আর ঢোঁড়াসাপ হত্যা করিত না।

হে রাজ্ঞি, এই নিমিত্তই আমি উপমাচ্ছলে আপনাকে বলিয়াছিলাম, 'আপনি বিষধর সর্পের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ঢোঁড়াসাপ হত্যা করিতেছেন।' সহাস্যে এইকথা বলিয়া বসন্তক বিরত হইলে পতিপার্শ্বে উপবিষ্টা বাসবদত্তা তাহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। বসন্তক সুকৌশলে এইরূপ অতিমধুর কাহিনী বলিত এবং বৎসরাজ উদয়ন তাহার সুযোগ লইয়া বাসবদত্তার পদতলে বসিয়া ক্রুদ্ধা ভার্যার ক্রোধ শান্ত করিত। সেই সুখী নৃপতির রসনা সতত মদিরা আস্বাদনে নিযুক্ত থাকিত। তাহার কর্ণে সর্বদা মধুর বীণাধ্বনি নিনাদিত হইত এবং তাহার নয়ন অনবরত প্রিয়তমার আননে আবদ্ধ থাকিত।(৭৬-৯০)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের কথামুখ লম্বকের
ষষ্ঠ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা—৯০
ক্রমিক সংখ্যা—১৬৯৫

ইতি কথামুখ নামক দ্বিতীয় লম্বক সমাপ্ত।

তৃতীয় লম্বক—লাবাণক

মন্দার পর্বত কর্তৃক মন্থনে সমুদ্র হইতে যেরূপ অমৃতের উৎপত্তি হইয়াছিল, এই সুধারস নিষক্ত কাহিনীও তদ্রূপ হিমালয় দুহিতার প্রেমে আলোড়িত হইয়া পুরাকালে হরমুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। যাহারা এই অমৃতকাহিনী পান করে, মহাদেবের প্রসাদে তাহাদের সমস্ত বিঘ্ন নাশ হইয়া ঐশ্বর্যলাভ হয় এবং ভূতলে জীবিতাবস্থায় তাহারা উচ্চ অমর পদ লাভ করে।

প্রথম তরঙ্গ

নির্বিঘ্নে বিশ্বনির্মাণ কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত যাহার প্রসাদ স্বয়ং বিধাতা বাঞ্ছা করেন বলিয়া আমার মনে হয় সেই বিঘ্নজিৎকে প্রণাম করি।

প্রিয়া কর্তৃক আলিঙ্গনাবদ্ধ শঙ্কর যাহার আজ্ঞায় সতত কম্পিত, সেই পঞ্চশর ভুবনজয় করুন।

সেই বৎসেশ বাসবদত্তাকে পাইয়া ক্রমে ক্রমে একান্তে তাহার সঙ্গসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। তাহার প্রধানমন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ এবং সেনাপতি রুমন্বৎ দিবানিশি রাজ্য-ভার বহন করিতে লাগিল। একদা মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ রাত্রিবেলায় রুমন্বৎকে স্বীয় গৃহে আনিয়া তাহাকে বলিল, 'বৎসাধিপতি পাণ্ডুবংশসম্ভূত এবং উত্তরাধিকারীসূত্রে সমস্ত মেদিনীর এবং হস্তীর নামে পরিচিত নগরীর অধিপতি হইয়াছেন। দিগ্বিজয়ের বাঞ্ছাশূন্য হইয়া তিনি এই সমস্তও ত্যাগ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি তাহার রাজত্ব এই ক্ষুদ্রমণ্ডলেই আবদ্ধ। রাজ্যচিন্তার ভার আমাদের উপর ছাড়িয়া দিয়া তিনি নারী, মদিরা এবং মৃগয়াতে মত্ত হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং বুদ্ধিদ্বারা আমরা এইরূপ ব্যবস্থা করিব যাহাতে উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্তব্য সমস্ত পৃথিবী ক্রমে ক্রমে তাহার অধিকারে আসে। এইরূপ করিতে পারিলে আমাদের মন্ত্রীজনোচিত-কার্য করা হইবে, কারণ বুদ্ধিদ্বারাই যে সব করা যায় তাহার প্রমাণস্বরূপ এই কাহিনীটি শ্রবণ কর। (১-১০)

বুদ্ধিমান বৈদ্যের কাহিনী

পুরাকালে মহাসেন নামক এক ভূপতি ছিল। সে তাহা হইতেও বলশালী এক প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। রাজার মন্ত্রীরা যুক্তি করিয়া রাজ্যের ধ্বংস যাহাতে না হয় সেইজন্য মহাসেনকে শত্রুকে কর প্রদান করিতে সম্মত করাইল। কর প্রদান করিয়া সেই গর্বিত নৃপতি চিন্তা করিতে লাগিল, "কেন আমি শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করিলাম"। চিন্তায় চিন্তায় তাহার নাড়ীতে একটি বিস্ফোটকের উৎপত্তি হইল।

অত্যন্ত দুঃখে ও বিস্ফোটকের যন্ত্রণায় সে মরণোন্মুখ হইল। তখন একজন প্রাজ্ঞ বৈদ্য ঔষধপ্রয়োগে বিস্ফোটক আরাম করা যাইবে না দেখিয়া মিথ্যামিথ্যি রাজাকে বলিল, "রাজন্, আপনার ভার্যার মৃত্যু হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া রাজা সহসা ভূতলে পতিত হইল এবং তাহার প্রবল শোকাবেগের নিমিত্ত বিস্ফোটকটি স্বয়ং বিদারিত হইল। রোগমুক্ত হইয়া রাজা বহুকাল পর্যন্ত রাজ্ঞীর সঙ্গসুখ উপভোগ করিল এবং শত্রুদিগকেও পরাজিত করিল।

সেই চিকিৎসক বুদ্ধিবলে যেরূপ রাজার উপকার করিয়াছিল, আইস, আমরাও তদ্রূপ সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব অর্জন করিয়া রাজার জন্য একটি সৎকাজ করি। এই কার্যে মগধরাজ প্রদ্যোৎতই আমাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে কারণ সেই শত্রু পশ্চাতে থাকিয়া শুধু পশ্চাদ্দেশই আক্রমণ করিবে। অতএব সেই নৃপতির নিকট আমরা আমাদের রাজার জন্য তাহার কন্যারত্ন রাজকুমারী পদ্মাবতীকে প্রার্থনা করি। বুদ্ধিবলে কোথাও বাসবদত্তাকে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার গৃহে অগ্নিসংযোগকরতঃ সর্বত্র প্রচার করিয়া দিব যে রাজ্ঞী অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। অন্যথা মগধরাজ তাহার কন্যাকে আমাদের রাজাকে প্রদান করিবে না, কারণ পূর্বে আমি তাহাকে এইরূপ অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "বৎসরাজ স্বীয় পত্নী বাসব-দত্তাকে অতিমাত্রায় ভালবাসেন, সেইজন্য আমি তাহার হস্তে আমার প্রাণাধিক কন্যাকে সমর্পণ করিব না।" উপরন্তু রাজ্ঞী যতকাল জীবিত থাকিবেন বৎসরাজ আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না, কিন্তু রাজ্ঞী অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত হইয়াছেন, এই গুজব যদি রটিয়া যায় তবে আমাদের কার্যসিদ্ধি হইবে। পদ্মাবতীকে লাভ করিলে আমরা মগধরাজের বৈবাহিকসূত্রে আত্মীয় হইব এবং তিনি আমাদিগকে পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রমণ করিবেন না বরং আমাদের মিত্র হইবেন। তখন আমরা পূর্বদেশ জয় করিতে বহির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে অন্যান্য রাজ্যও জয় করিয়া বৎসরাজের আয়ত্তে সমস্ত পৃথিবীই আনয়ন করিতে সমর্থ হইব। আমাদের একটু চেষ্টা করিতে হইবে। বহুপূর্বে এই প্রকার একটি দৈববাণী হইয়াছিল।" মন্ত্রীবর যৌগন্ধরায়ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রুমণ্বতের আশঙ্কা হইল যে এই কৌশল সফল হইবে না এবং সে তাহাকে বলিল, "পদ্মাবতী লাভের নিমিত্ত এই কৌশল আমাদের উভয়ের ধ্বংসের কারণ হইতে পারে, ইহার প্রমাণস্বরূপ একটি কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ কর। (১১-২৯)

ভণ্ড সন্ন্যাসীর কথা

জাহ্নবীতীরে মাকন্দিকা নাম্নী নগরী আছে। তথায় পুরাকালে একজন মৌনব্রতধারী ভিক্ষোপজীবী সন্ন্যাসী স্বীয় অনুরূপ ভিক্ষুদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া একটি মঠাভ্যন্তরে বিহারে অবিস্থিতি করিত। একদা ভিক্ষার্থে কোন বণিক গৃহে প্রবেশ করিলে ভিক্ষা

প্রদানার্থ একটি কুমারী কন্যা বহির্গত হইলে সে তাহার অপূর্বরূপে কামপীড়িত হইয়া 'হায়! কি কষ্ট!' বলিয়া চিৎকার করিলে তাহা বণিকের কর্ণগোচর হইল। ভিক্ষাগ্রহণান্তর স্বালয়ে প্রত্যাবর্তন করিলে বিস্ময়ান্বিত বণিক তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি অদ্য আপনার মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া এইরূপ কথা বলিলেন কেন?" তাহা শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসী বলিল, "তোমার ঐ কন্যার অনেক অশুভ লক্ষণ আছে। এই কন্যা বিবাহ করিলে, তুমি, তোমার পত্নী, তোমার পুত্রগণ, তোমরা সকলেই নিঃসংশয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তুমি, আমার ভক্ত বলিয়া উহাকে দর্শনমাত্রই তোমার জন্যই আমার মৌনভঙ্গ করিয়া ঐ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলাম। সুতরাং রাত্রিকালে তোমার ঐ দুহিতাকে একটি মঞ্জুষার অভ্যন্তরে ন্যস্ত করতঃ তাহার উপরিভাগে একটি প্রদীপ রাখিয়া সেই মঞ্জুষাটি গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিও।" 'আমি তাহাই করিব,' এই কথা বলিয়া বণিক প্রস্থান করিল এবং রাত্রিবেলায় শংকিতচিত্তে কথামত তদ্রূপ কার্য করিল। ভীরুরা চিন্তাশক্তিহীন। এদিকে সন্ন্যাসী তাহার শিষ্যদের বলিল, "গঙ্গাতীরে গমন কর। যখন একটি দীপসম্বলিত মঞ্জুষা ভাসিয়া আসিতেছে দেখিতে পাইবে তখন তাহা গোপনে এই স্থানে আনয়ন করিবে। মঞ্জুষার অভ্যন্তরে কোন শব্দ শুনিতে পাইলেও উহা উন্মুক্ত করিও না।" 'আমরা তাহাই করিব' এই কথা বলিয়া শিষ্যেরা অন্তর্ধান করিল। আশ্চর্যের বিষয়, তাহারা গঙ্গাতটে উপস্থিত হইবার পূর্বেই একজন রাজপুত্র স্নানার্থ তথায় আগমন করিয়াছিল। বণিক কর্তৃক নিক্ষিপ্ত মঞ্জুষাটি তদুপরিস্থিত দীপালোকে দেখিতে পাইয়া সে পরিচারকদের উহা আনয়ন করিতে প্রেরণ করিল এবং ঔৎসুক্যবশতঃ উহা উদ্ঘাটিত করিয়া একটি হৃদয়োন্মাদকারিণী কন্যাকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করিল (৩০-৪৪)। মঞ্জুষার অভ্যন্তরে একটি দুর্দান্ত বানর স্থাপন করিয়া উপরিভাগে প্রদীপ স্থাপিত করিয়া পূর্বের ন্যায় আবার উহাকে গঙ্গায় ভাসাইয়া দিল। সেই কন্যারত্নকে লইয়া রাজকুমার প্রস্থান করিলে পর সন্ন্যাসীর শিষ্যেরা অন্বেষণ করিতে করিতে ঐ মঞ্জুষাটি দর্শনমাত্রই উহা সন্ন্যাসীর নিকট আনয়ন করিল। হৃষ্টচিত্তে সন্ন্যাসী তাহাদিগকে বলিল, "আমি ইহা উপরে লইয়া একাকী মন্ত্রাদিদ্বারা পূত করিব, তোমরা তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া নীরবে এই নিম্নতলেই শয়নকরতঃ নিশিযাপন কর।" এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী মঠের উপরিতলে মঞ্জুষাটি আনয়নকরতঃ বণিকদুহিতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উহা উদ্ঘাটিত করিলে তাহার দুর্নীতির দেহধারী-প্রতিমূর্তিস্বরূপ একটি ঘোরাকৃতি বানর বহির্গত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। ক্রুদ্ধ বানর দক্ষ ঘাতকের ন্যায় দন্তদ্বারা দুষ্ট সন্ন্যাসীর নাসিকাকর্তন এবং নখদ্বারা তাহার কর্ণচ্ছেদন করিলে সে দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া নিম্নে আগমন করিল এবং তাহার অবস্থা দেখিয়া শিষ্যেরা

অতিকষ্টে হাস্য সংবরণ করিল। পরদিবস প্রাতঃকালে ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সকলে হাস্য করিল। বণিক অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং তাহার কন্যাও উত্তম পতিলাভ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইল। আমাদের কৌশলসিদ্ধ না হইলে আমরাও হয়ত সন্ন্যাসীর ন্যায় উপহাসাস্পদ হইব। বাসবদত্তার সহিত রাজার বিচ্ছেদ হইলে নানাপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হইবে।" রুমম্বতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যৌগান্ধরায়ণ উত্তর করিল, "কার্যসিদ্ধির আর কোন উপায়ই দেখি না। যদি এই কার্য সম্পাদন না করা যায় তবে ব্যসনাসক্ত নৃপতির প্রসাদে যে স্বল্পরাজ্য আছে তাহাও আমরা হারাইব এবং ধুরন্ধর মন্ত্রী বলিয়া আমরা যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছি তাহাও কলঙ্কিত হইবে। কেহ আমাদিগকে নৃপতির অনুরক্ত বলিয়া মনে করিবে না। যখন নৃপতি স্বয়ং নিজের উপর নির্ভর করিয়া সফলতা অর্জন করেন তখন মন্ত্রীরা রাজার প্রজ্ঞার যন্ত্রমাত্র বলিয়া বিবেচিত হন এবং রাজার সাফল্য অথবা অসাফল্যের জন্য তাহাদের কিছুই করণীয় থাকে না। কিন্তু যখন সাফল্যের জন্য রাজাকে মন্ত্রীদের উপর নির্ভর করিতে হয় তখন তাহাদের প্রজ্ঞাই সেই কার্য সম্পাদন করে সুতরাং তাহারা নিরুৎসাহ হইলে নৃপতির শ্রীবৃদ্ধির আশা জলাঞ্জলি দিতে হয়। কিন্তু যদি তুমি রাজ্ঞীর পিতা চণ্ডমহাসেনের নিমিত্ত শঙ্কিত হও তবে আমি তোমাকে বলিতেছি সেই নৃপতি, তাহার পুত্র এবং মহিষী, আমি তাহাদিগকে যাহা করিতে বলিব তাহারা তাহাই করিবেন।" প্রাজ্ঞদিগের মধ্যে প্রাজ্ঞতম যৌগান্ধরায়ণ এই কথা বলিলে কোনও প্রকার প্রমাদ হইতে পারে ইহা আশঙ্কা করিয়া রুমম্বৎ পুনরায় তাহাকে বলিল, "বৎসরাজের কথা আর কি বলিব, বিবেকবান নরপতিও প্রিয়ার বিরহে অতিশয় ক্লিষ্ট হন। প্রমাণস্বরূপ আমি একটি বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর: (৪৫-৬৫)

উন্মাদিনীর কাহিনী

পুরাকালে প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ দেবসেন নামক এক নৃপতি ছিল। শ্রাবস্তীপুরী তাহার রাজধানী ছিল। সেই নগরীতে একটি বিত্তবান বণিক বাস করিত। তাহার একটি অলোকসামান্যা রূপসীকন্যার জন্ম হইল। তাহার রূপ যে দেখিত সেই উন্মাদ হইত বলিয়া তাহার নাম রাখা হইয়াছিল 'উন্মাদিনী'। তাহার বণিকপিতা চিন্তা করিল, 'নৃপতিকে না বলিয়া আমার কন্যাকে কাহাকেও সম্প্রদান করিব না কারণ ঐরূপ করিলে রাজা ক্রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে।" অতঃপর সে নৃপতি দেবসেনের নিকট গমন করিয়া তাহার নিকট নিবেদন করিল, "রাজন্, আমার একটি কন্যারত্ন আছে, আপনার উপযুক্ত মনে করিলে তাহাকে আপনি গ্রহণ করুন।" তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা বিশ্বস্ত দ্বিজদিগকে প্রেরণকরতঃ বলিলেন, "কন্যাটি সুলক্ষণা কিনা গমন করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া আইস।" "আমরা তাহাই করিব" এই বলিয়া তাহারা তথায় প্রস্থান করিল। কিন্তু

বণিকদুহিতা উন্মাদিনীকে দৃষ্টমাত্রই তাহাদের অন্তরে প্রেমের উদ্দীপনা হইল এবং তাহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। চেতনা ফিরিয়া আসিলে বিপ্রেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "এই কন্যাকে বিবাহ করিলে রাজা কেবল ইহার কথাই চিন্তা করিবেন। তিনি রাজকার্য অবহেলা করিবেন এবং সমস্ত বিনষ্ট হইবে। সুতরাং এই কন্যাদ্বারা কি হইবে?" অতএব তাহারা রাজার নিকট উপনীত হইয়া তাহাকে মিথ্যামিথ্যি বলিল, "ঐ কন্যা কুলক্ষণাক্রান্তা।" নৃপতি কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়াতে উন্মাদিনীর অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল এবং বণিক তাহাকে রাজার সেনাপতির হস্তে অর্পণ করিল। স্বামীগৃহে অবস্থানকালে একদা সে হর্ম্যোপরি উত্থিত হইয়া, রাজা সেই পথ দিয়া গমন করিবেন জানিতে পারিয়া তাহাকে স্বীয় রূপ প্রদর্শন করাইল। (৬৩-৭৩) কন্দর্প প্রয়োজিত ভুবনমোহনকারী ঔষধের প্রতিমূর্তিস্বরূপ সেই কন্যাকে দর্শনমাত্রই রাজা উন্মাদবৎ হইলেন। প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজা আবিষ্কার করিলেন যে এই কন্যাই পূর্বে তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। উন্মনা নৃপতি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। কন্যার স্বামী সেনাপতি নৃপতির নিকট আগমন করিয়া সেই কন্যাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত রাজাকে প্রচুর অনুনয়বিনয় করিল। সে বলিল, "এই কন্যা দাসী, কাহারও ধর্মপত্নী নহে। যদি প্রয়োজন হয় আমি দেবমন্দিরে গমন করিয়া উহাকে পরিত্যাগ করিলে, প্রভো, আপনি উহাকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন।" কিন্তু রাজা তাহাকে বলিলেন, "আমি কোনমতেই পরদার গ্রহণ করিব না। আর তুমি যদি উহাকে পরিত্যাগ কর তোমার ধর্মলোপ হইবে এবং আমার হস্তে শাস্তি প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইবে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া অন্যান্য মন্ত্রীরা নীরব রহিল এবং রাজা কামজ্বরে পীড়িত হইয়া ক্রমে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে উন্মাদিনীর বিরহে দৃঢ়চেতা নৃপতি প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু বাসবদত্তার বিরহে বৎসরাজের কি দশা হইবে?" রুমন্বতের নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া যৌগন্ধরায়ণ প্রত্যুত্তরে বলিল, "রাজকার্যে যে নৃপতিদের দৃষ্টি দৃঢ়রূপে আবদ্ধ তাহারা ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ হন। রাবণবধের নিমিত্ত কৌশলে দেবতাগণ কর্তৃক নিযুক্ত রামচন্দ্র কি সীতার বিরহজনিত ক্লেশ সহ্য করে নাই?" এই কথা শ্রবণ করিয়া রুমন্বৎ প্রত্যুত্তর করিল, "রামের ন্যায় পুরুষেরা দেবতা, তাহাদের হৃদয় সব ক্লেশই সহ্য করিতে সমর্থ। কিন্তু মানুষের নিকট ইহা অসহ্য। প্রমাণস্বরূপ একটি কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ কর। (৭৪-৮৪)

বিরহবেদনায় মৃত প্রেমিকযুগলের কাহিনী

এই পৃথিবীতে বহুরত্নভূষিত মথুরানাম্নী এক মহানগরী আছে। তথায় যইল্লক নামে এক বণিকপুত্র বাস করিত এবং তাহার একটিমাত্র প্রিয়ভার্যা ছিল। যখন সে তাহার

সহিত বাস করিতেছিল তখন বিষয়ব্যপদেশে বণিকপুত্রের দেশান্তর গমন করিবার প্রয়োজন হইল। তাহার ভার্যাও তাহার সহিত গমন করিতে ইচ্ছুক হইল, কারণ স্ত্রীলোকেরা কাহারও প্রতি অতিশয় আসক্ত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। বণিকপুত্র সাফল্যের নিমিত্ত যথাবিধি অর্চনান্তে, যদিও তাহার পত্নী যাত্রার নিমিত্ত সজ্জিত হইয়াছিল, তথাপি তাহাকে সঙ্গে না লইয়াই যাত্রা করিল। বণিকপুত্র যাত্রা করিলে সাশ্রুনয়নে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সে প্রাঙ্গনদ্বার কবাট অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। বণিকপুত্র দৃষ্টিবহির্ভূত হইলে সে আর কষ্ট-সংবরণ করিতে পারিল না। কিন্তু ভয়ে তাহার পশ্চাদানুসরণও করিল না। এই অবস্থায় তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। এই বার্তা শ্রবণ করিবামাত্র বণিকপুত্র প্রত্যাবর্তন করিয়া বিগতজীবন ভার্যার মৃতদেহ দর্শন করিল। তাহার সুন্দর দেহ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল এবং কেশ আলুলায়িত ছিল, মনে হইল যেন সৌন্দর্যের-দেবী শ্রী সুপ্তাবস্থায় চন্দ্রমা হইতে দিবাভাগে ভূতলে পতিত হইয়াছেন। সে তাহাকে অঙ্কে লইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং শোকাগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত তাহার দেহে প্রাণ সন্ত্রস্ত হইয়া আর অবস্থান করিতে পারিল না। এইরূপে বিরহবিধুর দম্পতি প্রাণত্যাগ করিয়াছিল এবং আমাদের সাবধানে দেখিতে হইবে যে নৃপতি যেন তাহার মহিষী হইতে বিযুক্ত না হন।" এই কথা বলিয়া আশঙ্কাব্যাকুলিত চিত্তে রুমন্বৎ নীরব হইলে সেই ধৈর্যজলধিস্বরূপ ধীমান যৌগন্ধরায়ণ উত্তরে তাহাকে বলিল, "আমি সমস্ত ব্যাপারটির সুব্যবস্থা করিয়াছি, কারণ কখন কখন নৃপতিদিগের বিষয়ে এইরূপ করিতে হয়, প্রমাণস্বরূপ একটি কাহিনী বলিতেছি। (৮৫-৯৬)

পুণ্যসেনের কাহিনী

বহুপ্রাচীনকালে উজ্জয়িনীতে পুণ্যসেন নামক নরপতি বাস করিতেন এবং এক পরাক্রান্ত নৃপতি আগমনকরতঃ তাহাকে আক্রমণ করিল। তখন আক্রমণকারী রাজাকে পরাজিত করা কঠিন হইবে দেখিয়া পুণ্যসেনের প্রাজ্ঞ মন্ত্রীবর্গ একটি মিথ্যা সংবাদ সর্বত্র প্রচার করিয়া দিল যে তাহাদের রাজা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। পুণ্যসেনকে গোপনে লুক্কায়িত রাখিয়া অন্য এক ব্যক্তির মৃতদেহ রাজোচিত সমারোহে সৎকারকরতঃ একজন দূত প্রমুখাৎ শত্রু নরপতির নিকট বার্তা প্রেরণ করিল তাহারা নৃপতিহীন হওয়াতে তিনি যেন আগমনকরতঃ তাহাদের রাজা হন। শত্রু নৃপতি হৃষ্টচিত্তে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে মন্ত্রীরা সসৈন্যে তাহার স্কন্ধাবার আক্রমণ করিল। শত্রুসৈন্যেরা নিহত হইলে পুণ্যসেনের মন্ত্রীরা রাজাকে গুপ্তস্থান হইতে প্রকাশ্যে আনয়ন করিলে পুনর্বার শক্তিলাভ করিয়া তাহারা শত্রু রাজাকে নিহত করিল।

রাজকার্যে কখন কখন এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে হয় সুতরাং আইস, "মহিষী

অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত হইয়াছেন এই সংবাদ প্রচার করিয়া রাজার কার্য সম্পাদন করি।" কৃতসংকল্প যৌগন্ধরায়ণের নিকট হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া রুমন্বৎ বলিল, "এইরূপ যদি করিতে হয় তবে রাজ্ঞীর সম্মানিত ভ্রাতা গোপালককে হেথায় আনয়নকরতঃ তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।" যৌগন্ধরায়ণ 'তাহাই হইবে', এই কথা বলিলে রুমন্বৎ কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় ব্যাপারে তাহার উপর সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপন করিল। পরদিবস আত্মীয়েরা তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত উদ্গ্রীব হইয়াছেন এই বার্তাসহ সুনিপুণ মন্ত্রীরা তাহাদের একজন দূত গোপালকের নিকট প্রেরণ করিল। কোনও বিশেষ প্রয়োজনে মাত্র কিছুদিন পূর্বেই সে গমন করিয়াছিল। এখন দূতের অনুরোধে সে মূর্তিমান উৎসবের ন্যায় পুনরায় আগমন করিল। যে দিবস সে আগমন করিয়াছিল সেই দিবসেই রজনীতে যৌগন্ধরায়ণ রুমন্বৎসহ তাহাকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়া রুমন্বতের সহিত যে কৌশল অবলম্বন করিবে বলিয়া পূর্বে আলোচনা করিয়াছিল তৎসমুদয় গোপালকের নিকট বিবৃত করিল। কর্তব্য-বৎসল গোপালক বৎসরাজের হিতের জন্য তাহার ভগিনীর নিকট পীড়াদায়ক হইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থায় সম্মতি প্রদান করিল। তখন রুমন্বৎ পুনরায় বলিল, "এই সমস্তই সুচিন্তিত, কিন্তু ভার্যা অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মৃত হইয়াছে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলে বৎসরাজ স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইবেন। (৯৭-১১২) কি প্রকারে উঁহাকে ঐ কার্য হইতে বিরত করা হইবে? এই বিষয়টি আমাদের চিন্তা করিতে হইবে। রাজনীতিতে সদুপায় অবলম্বন করা উচিত ইহা খুবই সত্য কিন্তু প্রতিরোধ করাই হইতেছে সফল রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য।" অতঃপর যৌগন্ধরায়ণ, যিনি কখন কি করিতে হইবে ভাবিয়া চিন্তিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "এই বিষয়ে চিন্তিত হইবার কিছু নাই। মহিষী নৃপতিকন্যা, রাজকুমারী এবং গোপালকের প্রাণাধিক প্রিয়া কনিষ্ঠা ভগিনী। বৎসরাজ যখন দেখিবেন যে গোপালক বিশেষ ক্লেশ বোধ করিতেছেন না তখন তিনি মহিষী হয়ত জীবিত আছেন এই কথা চিন্তা করিয়া ধৈর্যধারণ করিতে সমর্থ হইবেন। পরন্তু রাজা বীরচেতা এবং পদ্মাবতীর সহিত পরিণয়কার্য দ্রুত সম্পাদিত হইলে বাসবদত্তাকে গুপ্তস্থান হইতে বহির্দেশে আনয়ন করা যাইবে। এইরূপ সংকল্প করিয়া যৌগন্ধরায়ণ, গোপালক এবং রুমন্বৎ মন্ত্রণা করিতে লাগিল। "নৃপতি ও তাহার মহিষীকে কৌশলে মগধরাজ্যের সমীপবর্তী লাবাণকে লইয়া যাওয়া হউক। তথায় উত্তম মৃগয়াভূমি থাকায় রাজা প্রাসাদের বাহিরে বাহিরে থাকিতে লুব্ধ হইবেন এবং আমরাও অন্তঃপুরে অগ্নিসংযোগ করিয়া আমাদের সংকল্পসিদ্ধ করিব। সুকৌশলে মহিষীকে পদ্মাবতীর প্রাসাদে আনয়ন করা হইবে যাহাতে পদ্মাবতী মহিষী গুপ্ত থাকার সময় সতীসাধ্বী ছিলেন এ বিষয়ের সাক্ষিনী হইতে পারিবে।" রাত্র এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া পরদিবস যৌগন্ধরায়ণকে

অগ্রে স্থাপিত করিয়া তাহারা সকলে রাজপুরীতে প্রবেশ করিল। তখন রুমন্বৎ নিবেদন করিল, "রাজন্ বহুদিন আমাদের লাবাণকে গমন করা হয় নাই। সেই স্থান অতীব রমণীয়, উপরন্তু তথায় উত্তম মৃগয়াভূমি আছে এবং অশ্বদিগের নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণ ঘাসও সহজে পাওয়া যায়। নৈকট্যহেতু মগধরাজ সেই প্রদেশে যথেষ্ট উৎপাত করেন। উহার রক্ষণার্থ এবং আমাদের চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত তথায় গমন করা হউক। (১১৩-১২৫) রাজার মন সতত সম্ভোগ লালসা করিত এবং তিনি বাসবদত্তার সহিত তথায় গমন করিবার নিমিত্ত মনঃস্থির করিলেন। পরদিবস জ্যোতিষীগণকর্তৃক শুভলগ্ন সুস্থির করিয়া সংকল্পিত যাত্রা আরম্ভ করিবার সময় সহসা নারদমুনি নৃপতিসন্দর্শনে উপস্থিত হইলেন। নভোমধ্য হইতে অবতরণের সময় সমস্ত প্রদেশ স্বীয় জ্যোতিতে আলোকিত করিয়া এবং দর্শকদিগের নয়নে আনন্দ উৎপাদিত করিয়া মনে হইল যেন চন্দ্রবংশীয়দিগের প্রীত্যর্থে চন্দ্র হইতে তিনি অবতীর্ণ হইলেন। যথাবিধি অতিথিসৎকার সমাধা হইলে তিনি তৎসম্মুখে প্রণত নৃপতিকে একটি পারিজাত পুষ্পের মালাপ্রদান করিলেন। মহিষীর আপ্যায়নে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অভিনন্দিত করিয়া তিনি বলিলেন যে কন্দর্প দেবাংশ স্বরূপ বিদ্যাধর নিচয়ের অধিপতি তাহার এক পুত্র লাভ হইবে। যৌগন্ধরায়ণ দণ্ডায়মান অবস্থায় নিকটে থাকার কালে তিনি বৎসরাজকে বলিলেন, "রাজন্, তোমার ভার্যা বাসবদত্তাকে অবলোকন করিয়া আশ্চর্যভাবে একটি কথা আমার স্মৃতিতে উদিত হইয়াছে। তোমার প্রপিতামহ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার দ্রৌপদী নাম্নী কেবল একটিমাত্র পত্নী ছিল। সে বাসবদত্তার মতই অপরূপ রূপসী ছিল। তাহার রূপ হইতে বিপদের উৎপত্তি হইবে আশঙ্কা করিয়া আমি তাহাদিগকে ঈর্ষা পরিহার করিতে বলিয়াছিলাম। কারণ ঈর্ষা সমস্ত আপদের বীজ। ইহার প্রমাণস্বরূপ আমি তোমাদিগকে একটি কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ কর। (১২৬-১৩৪)

সুন্দ ও উপসুন্দের কাহিনী

অসুরবংশে সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দুই ভ্রাতার জন্ম হইয়াছিল। তাহাদের দুর্দমনীয় সাহস ছিল এবং ত্রিভুবনে তাহাদের সমকক্ষ কেহ ছিল না। ব্রহ্মা তাহাদের বিনাশের নিমিত্ত বিশ্বকর্মাকে আদেশ করিলে সে তিলোত্তমা নাম্নী এক দিব্যরমণী সৃষ্টি করিল। তাহার রূপ দর্শন করিবার নিমিত্ত এমন কি, স্বয়ং শিবও চতুর্মুখ হইলেন যাহাতে তিলোত্তমা যখন ভক্তিভরে তাহাকে প্রদক্ষিণ করে তখন যুগপৎ তিনি তাহাকে চতুর্দিকে দর্শন করিতে সমর্থ হন। পদ্মযোনির আদেশে সুন্দ ও উপসুন্দকে প্রলোভিত করিবার উদ্দেশ্যে সে কৈলাস পর্বতের উদ্যানে গমন করিল যেথায় তখন তাহারা অবস্থিতি করিতেছিল। তাহাদের নিকটবর্তী হইলে তাহাকে দর্শনমাত্রই সেই মুহূর্তে কামমোহিত

হইয়া তাহারা উভয়েই যুগপৎ সেই সুন্দরীর দুই বাহু আকর্ষণ করিতে করিতে পরস্পর যুধ্যমান অবস্থায় নিহত হইল। নারী নামকবস্তুটি কাহার না দুর্ভাগ্য আনয়ন করে? তোমরা সংখ্যায় বহু কিন্তু তোমাদের মাত্র একটি প্রিয়া দ্রৌপদী আছে। সুতরাং তোমরা কদাপি উহার নিমিত্ত কলহে প্রবৃত্ত হইও না এবং আমার উপদেশানুসারে উহার সম্বন্ধে একটি নিয়ম প্রতিপালন করিবে। যখন সে সর্বজ্যেষ্ঠের সহিত অবস্থান করিবে তখন কনিষ্ঠেরা তাহাকে মাতার ন্যায় দেখিবে এবং যখন সে সর্বকনিষ্ঠের সহিত অবস্থান করিবে তখন জ্যেষ্ঠেরা তাহাকে পুত্রবধূ মনে করিবে। হে রাজন্, সদুপদেশ গ্রহণে প্রস্তুত তোমার পূর্বপুরুষেরা সর্বসম্মতিক্রমে আমার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের প্রীত্যর্থে হে বৎসরাজ, আমি তোমাকে দর্শন করিতে আগমন করিয়াছি। তোমাকে আমি এই উপদেশ প্রদান করিতেছি, তোমার পূর্বপুরুষেরা যেরূপ আমার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তুমিও তদ্রূপ তোমার মন্ত্রীদের উপদেশ গ্রহণ করিলে স্বল্প সফলতালাভ কালের মধ্যেই মহতী সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে। কিয়ৎকাল তোমাকে দুঃখভোগ করিতে হইবে, কিন্তু তাহাতে ক্লিষ্ট হইও না, কারণ অন্তিমে তোমার সুখলাভ হইবে।" ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির কথা তির্যকভাবে বলিতে পটু নারদমুনি বৎসরাজকে এইকথা বিধিমত বলিয়া অচিরে অন্তর্ধান করিলেন।

যৌগন্ধরায়ণ ও অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ মুনিপুঙ্গবের বাক্য হইতে তাহাদের সংকল্পসিদ্ধির আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণোদ্যমে তাহা সাধন করিতে যত্নবান হইল।(১৩৫-১৪৯)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের লাবাণক লম্বকের
প্রথম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা--১৪৯
ক্রমিকসংখ্যা—১৮৪৪

দ্বিতীয় তরঙ্গ

অতঃপর যৌগন্ধরায়ণ ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ পূর্বোক্ত যুক্তিমত বৎসরাজ ও তাহার প্রিয়-তমাকে লাবাণকে লইয়া গেল। সৈন্যদিগের নির্ঘোষে রাজা তথায় উপস্থিত হইলে মনে হইল যেন মন্ত্রীদিগের সংকল্প সিদ্ধ হইবে। বৎসরাজ প্রচুর সৈন্যসহ আগমন করিয়াছেন জানিতে পারিয়া আক্রমণ আশঙ্কায় মগধরাজ কম্পিত হইতে লাগিলেন। প্রাজ্ঞ বলিয়া তিনি যৌগন্ধরায়ণের নিকট একটি দূত প্রেরণ করিলে সেই কর্তব্যপরায়ণ কর্মজ্ঞ মন্ত্রী তাহাকে সানন্দে অভিনন্দন করিল। এদিকে বৎসরাজ তথায় অবস্থান কালে মৃগয়ার্থ বিশাল অরণ্যে প্রত্যহ গমন করিত। একদিন রাজা মৃগয়ায় প্রস্থান করিলে রুমণ্বৎ ও বসন্তকের সহ গোপালককে সঙ্গে করিয়া কর্তব্যকার্য সুস্থিরকরতঃ বুদ্ধিমান যৌগন্ধরায়ণ গোপনে রাজ্ঞী বাসবদত্তার নিকট উপস্থিত হইলে সে তাহাদের সমাগত দেখিয়া প্রণাম করিল। পূর্বেই তাহার ভ্রাতা তাহাকে সমস্ত বিষয়টি বলিয়াছিল। যৌগন্ধরায়ণ রাজকার্যের সাফল্যের নিমিত্ত বাসবদত্তার সাহায্য প্রার্থনা করিলে বিরহবেদনা ভোগ করিতে হইবে জানিয়াও সে তাহার সম্মতি প্রদান করিল। সদ্বংশজাত স্বামীভক্ত কুলাঙ্গনারা কি না সহ্য করিয়া থাকেন? কৃতী যৌগন্ধরায়ণ আকৃতি পরিবর্তনের মন্ত্র শিক্ষা দিলে সে ব্রাহ্মণীর রূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইল। (১-১০) বসন্তককে একচক্ষু ব্রাহ্মণ বালকের বেশে রূপান্তরিত করিয়া স্বয়ং সেই প্রকারে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিল। সেই মহামতি অতঃপর রূপান্তরিত রাজ্ঞীর সহিত বসন্তককে সঙ্গে লইয়া ধীরপদে মগধের দিকে যাত্রা করিল। এইরূপে বাসব-দত্তা গৃহ হইতে নির্গত হইল। তাহার দেহ পথ অতিক্রম করিতেছিল কিন্তু তাহার চিত্ত পতির নিকট গমন করিতেছিল। তখন বসন্তক রাজ্ঞীর আলয়ে অগ্নিসংযোগ-করতঃ "হায়! হায়! বসন্তক ও মহিষী অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছেন" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। তখন সেই স্থান হইতে অগ্নিশিখা ও ক্রন্দনধ্বনি যুগপৎ নভোদেশ উত্থিত হইল। অগ্নি ক্রমশঃ নির্বাপিত হইল, কিন্তু ক্রন্দনধ্বনি থামিল না। তখন যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তা ও বসন্তকের সহিত মগধেশ্বরের নগরীতে প্রবেশকরতঃ উদ্যানে রাজকুমারী পদ্মাবতীকে দেখিতে পাইয়া উদ্যানের রক্ষীদিগের বারণ সত্ত্বেও ঐ দুইজনকে লইয়া তাহার সমীপে উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণী বেশে সজ্জিতা বাসবদত্তাকে দর্শনমাত্রই পদ্মাবতী তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিল। রক্ষীদিগকে প্রতিরোধ করিতে নিষেধ করিয়া সে ব্রাহ্মণবেশী মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকে তাহার সমীপে আনয়ন করিল। সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হে মহান্ বিপ্র, আপনার সহিত আগতা এই বালিকাটি কে এবং কি নিমিত্ত আপনি হেথায় আগমন করিয়াছেন?" সে উত্তর করিল,

"রাজকুমারি, এই বালিকাটি আমার কন্যা। ইহার স্বামী অতিশয় ব্যসনাসক্ত এবং ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে। হে যশস্বিনি, আপনার হস্তে ইহার ভার ন্যস্ত করিয়া আমি ইহার স্বামীকে অন্বেষণ করিয়া অচিরে পুনরায় তাহাকে লইয়া এইস্থানে আগমন করিব। একাকিনী থাকিবে বলিয়া যাহাতে উহার মন বিষাদক্লিষ্ট না হয় সেই নিমিত্ত উহার এই একচক্ষু ভ্রাতাকেও উহার নিকট রাখিয়া গেলাম।" রাজকুমারীকে এইকথা বলিলে, সে তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইল এবং রাজ্ঞীর নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়া ঐ উত্তম মন্ত্রীবর শীঘ্র লাবাণকে প্রত্যাবর্তন করিল। (১১-২৪) তখন তৎকালে আবন্তিকা নামে খ্যাত বাসবদত্তা ও একচক্ষু বসন্তকসহ পদ্মাবতী স্বীয় সুসজ্জিত প্রাসাদে প্রবেশ করিল এবং বহু সমাদরের সহিত তাহাদের সঙ্গে হৃদ্যতা-পূর্ণ ব্যবহার করিতে লাগিল। তথায় প্রাসাদ-প্রাচীরে রামায়ণের সীতার চিত্র অঙ্কিত দর্শন করিয়া বাসবদত্তা নিজের মনের ব্যথা কথঞ্চিৎ সহ্য করিতে সমর্থ হইল। তাহার সুকুমার আকৃতি, সুষ্ঠু উপবেশন ও আহারভঙ্গী এবং নীলোৎপলের সৌরভযুক্ত দেহ দর্শন করিয়া পদ্মাবতী অনুমান করিল যে ইনি কোন উচ্চবংশীয়া মহিলা হইবেন এবং স্বয়ং যেরূপ আরাম ও সুখাদি-সম্ভোগ করিত তাহাকেও ইচ্ছামত সেইরূপ স্বচ্ছন্দে রাখিল। সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "ইনি নিশ্চয়ই কোন মহীয়সী নারী হইবেন! এবং গোপনে এইস্থানে বাস করিতে আসিয়াছেন। দ্রৌপদীও কি বিরাটরাজের প্রাসাদে গুপ্তভাবে অবস্থান করেন নাই?" বাসবদত্তাও বৎসরাজ হইতে পূর্বশিক্ষামত রাজকুমারীর নিমিত্ত অম্লান-মালা তিলক রচনা করিয়া দিল। পদ্মাবতীর মাতা কন্যাকে এইরূপে সজ্জিত দেখিয়া একান্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ঐ মালাতিলক প্রস্তুত করিয়াছে?" তখন পদ্মাবতী বলিল, "আমার গৃহে আবন্তিকা নাম্নী এক মহিলা বাস করে, সে আমার নিমিত্ত ইহা রচনা করিয়া দিয়াছে।" ইহা শ্রবণ করিয়া তাহার কন্যাকে তিনি বলিলেন, "পুত্রি, ইনি সামান্যা রমণী নহেন, নিশ্চয়ই এই বিদ্যায় অভিজ্ঞা কোনও দেবী হইবেন। দেবতা ও মুনিরা ছল করিয়া কখন কখন সদ্ব্যক্তিদিগের গৃহে অবস্থান করেন। প্রমাণস্বরূপ একটি কাহিনী বলিতেছি শ্রবণ কর: (২৫-৩৫)

কুন্তীর কাহিনী

পুরাকালে কুন্তিভোজ নামে এক নরপতি ছিল। দুর্বাসা নামক এক বঞ্চনাপ্রবণ মুনি আগমনকরতঃ তাহার প্রাসাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা স্বীয় দুহিতা কুন্তীর উপর তাহার পরিচর্যার ভার অর্পণ করিল। কুন্তীকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত একদা মুনি তাহাকে বলিলেন, "শীঘ্র পরমান্ন প্রস্তুত কর। আমি স্নানান্তে উহা ভক্ষণ করিব।" ওই কথা বলিয়া মুনি তাড়াতাড়ি স্নান সমাপন করিয়া আগমন করিল।

কুন্তী পরমান্ন দ্বারা একটি পাত্র পূর্ণ করিয়া তাহার নিকট আনয়ন করিলে তপ্ত পরমান্নে পাত্রটি অতিশয় উত্তপ্ত হইয়াছে এবং কুন্তী উহা হস্তে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না অনুধাবন করিয়া ঋষি কুন্তীর পৃষ্ঠদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মুনির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কুন্তী তাহার পৃষ্ঠোপরি পাত্রটি স্থাপন করিল। কুন্তীর পৃষ্ঠ দগ্ধ হইতে লাগিল এবং মুনি প্রাণ ভরিয়া সেই পরমান্ন ভক্ষণ করিলেন। অতিমাত্রায় দগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কুন্তীর কিছুমাত্র বিকার হয় নাই দেখিয়া ঋষি তাহার আচরণে সন্তুষ্ট হইয়া ভোজনান্তে কুন্তীকে একটি বর প্রদান করিলেন। সুতরাং একজন ঋষি যেমন তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন তোমার প্রাসাদে নিবাসিনী আবন্তিকাও সেই প্রকার কোন মাননীয় মহিলা হইবেন। তাহার সহিত সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিও।" মাতার মুখ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সে তাহার প্রাসাদে ছদ্মবেশে অবস্থিতা বাসবদত্তার প্রতি সম্মানসূচক আচরণ করিতে লাগিল। এদিকে বাসবদত্তা পতি হইতে বিযুক্তা হইয়া বিরহদুঃখে রাত্রিকালের কমলের ন্যায় বিধুর অবস্থায় বাস করিতে লাগিল। বসন্তকের বালকোচিত আচরণে কখনও কখনও সে স্মিত হাস্য করিত। (৩৬-৪৬)

ইতোমধ্যে বৎসরাজ মৃগয়াব্যপদেশে বহুদূরে গমন করিয়া সায়ংকালে লাবাণকে প্রত্যাবর্তনকরতঃ অন্তঃপুর অগ্নিতে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে দেখিতে পাইল এবং মন্ত্রীদিগের নিকটে শ্রবণ করিল যে বসন্তকসহ রাজ্ঞী অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছেন। এই কথা শ্রবণমাত্র তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইল এবং সে ভূপতিত হইল। মনে হইল যেন যাহাতে ক্লেশ ভোগ না করিতে হয় সেই হেতুই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। মুহূর্তকাল মধ্যে সে সংজ্ঞা লাভ করিলে মনে হইল যেন তাহার হৃদয়ে অগ্নি প্রবেশ-করতঃ তথায় অঙ্কিত দেবীর মূর্তি শোকানলে দগ্ধ করিয়াছে। শোকাভিভূত হইয়া দুঃখার্তচিত্তে সে আত্মহত্যার কথাও ভাবিতে লাগিল। কিন্তু চিন্তা করিতে করিতে তাহার অচিরাৎ দৈববাণীর কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল—"এই রাজ্ঞী হইতে তুমি এক পুত্র লাভ করিবে, যে সমস্ত বিদ্যাধরদিগের অধিপতি হইবে।" "নারদমুনিও আমাকে এই কথাই বলিয়াছিলেন এবং ইহা মিথ্যা হইতে পারে না। উপরন্তু সেই মুনিই আমাকে সাবধান করিয়াছিলেন যে কিয়ৎকাল আমাকে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। মনে হইতেছে গোপালক অতি অল্পই শোকার্ত হইয়াছে। যৌগন্ধরায়ণ এবং অন্যান্য মন্ত্রীদিগেরও অতিশয় দুঃখিত মনে হইতেছে না। আমার সন্দেহ হইতেছে মহিষী হয়ত জীবিত আছেন। মন্ত্রীরা হয়ত কোন রাজনীতির খেলা খেলিতেছেন এবং আমি হয়ত কোন সময় রাজ্ঞীর সহিত পুনর্মিলিত হইতে সমর্থ হইব। অতএব শোক পরিত্যাগ করি।" এইরূপ চিন্তা করিয়া এবং মন্ত্রীদের কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া তিনি ধৈর্যাবলম্বন করিলেন। ভগিনীকে শান্ত করিবার নিমিত্ত ঘটনার পূর্ণ বিবৃতিসহ গোপালক সকলের অজ্ঞাতে তাহার নিকট একটি চর প্রেরণ করিল। লাবাণকে যখন

এই ঘটনা ঘটিতেছিল তখন তথায় অবস্থিত মগধরাজের গুপ্তচরেরা তাহার নিকট গমন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিল। মগধেশ্বর উপযুক্ত সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন এবং এই সংবাদ শ্রবণমাত্র বৎসরাজের হস্তে তাহার কন্যা পদ্মাবতীকে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত পুনরায় সাতিশয় ব্যগ্র হইলেন। তাহার মন্ত্রীরা ইতঃপূর্বে এই বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়াছিল। (৪৭-৫৯) বৎসরাজও যৌগন্ধরায়ণের নিকট দূত প্রমুখাৎ তাহার মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করিলেন। যৌগন্ধরায়ণ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া নৃপতি এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিল। সে মনে করিল হয়ত এই কারণেই রাজ্ঞীকে লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে। তখন যৌগন্ধরায়ণ শীঘ্র শুভলগ্ন স্থির করিয়া মগধেশ্বরের নিকট তাহার প্রস্তাবের এইরূপ উত্তর দূত প্রমুখাৎ প্রেরণ করিল, "আপনার ইচ্ছায় আমাদের সম্মতি আছে, সুতরাং অদ্য হইতে সপ্তমদিবসের মধ্যে বৎসরাজ যাহাতে অতি সত্বর বাসবদত্তাকে বিস্মৃত হইতে সমর্থ হন তন্নিমিত্ত পদ্মাবতীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে আপনার নিকট গমন করিবেন।" মহামতি মন্ত্রী মগধরাজের নিকট এই বার্তাই প্রেরণ করিয়াছিল। দূত এই বার্তা মগধরাজের নিকট প্রদান করিলে তিনি সানন্দে তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন। তখন মগধেশ্বর কন্যার প্রতি স্নেহ ও স্বীয় বাঞ্ছা এবং বিত্তানুরূপ বিবাহোৎসবের সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন। এবং পদ্মাবতীও ইচ্ছানুরূপ পতি লাভ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। বাসবদত্তা কিন্তু এই সংবাদ শ্রবণে মর্মাহত হইল। তাহার আননের বৈবর্ণ্য তাহার প্রচ্ছন্ন বাসের সহায়ক হইল। বসন্তক কিন্তু তাহাকে বলিল, "এই উপায়ে শত্রু মিত্র হইবে এবং তোমার পতি তোমা হইতে বিযুক্ত হইবে না।" বসন্তকের এই উক্তি সখীবাক্যের ন্যায় তাহাকে ধৈর্যধারণে সাহায্য করিল। পদ্মাবতীর বিবাহ আসন্ন দেখিয়া সেই মনস্বিনী বাসবদত্তা তাহার নিমিত্ত স্বর্গের দেবীদের উপযুক্ত অম্লানমালাতিলক রচনা করিল এবং সপ্তমদিবসে বৎসরাজ সসৈন্যে মন্ত্রিবর্গ সমভিব্যাহারে পদ্মাবতীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিল। "রাজ্ঞীকে পুনরায় প্রাপ্ত হইব," হৃদয়ে এই আশা না থাকিলে সে কি প্রকারে বিরহাবস্থায় এই প্রকার কার্য করিবার কথা চিন্তা করিতে সমর্থ হইত? মগধরাজ অতিশয় পুলকিতচিত্তে সমুদ্র যেরূপ উদীয়মান চন্দ্রকে দর্শনার্থ আগত হয় তদ্রূপ বৎসরাজের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। তাহার পৌরজনের নেত্রে বৎসরাজ মহোৎসবের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেন। বৎসরাজ মগধেশ্বরের পুরীতে প্রবেশ করিলে নিখিল পৌরজন আনন্দমুখর হইয়া উঠিল এবং মুগ্ধ নয়নে পুররমণীগণ তাহার বিরহক্লিষ্ট মূর্তি দর্শন করিয়া মনে করিল যেন কন্দর্প রতিবিহীন হইয়া আগমন করিয়াছেন। অতঃপর বৎসরাজ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া সধবানারীপূর্ণ বিবাহকার্যের নিমিত্ত সুসজ্জিত কক্ষের দিকে গমন করিল। তথায় সে বিবাহার্থ সুসজ্জিত পদ্মাবতীকে নিরীক্ষণ

করিল। তাহার বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের মণ্ডলকেও সৌন্দর্যে অতিক্রম করিয়াছিল। তাহার দেহে যে মালাতিলক সে ব্যতীত আর কেহ প্রস্তুত করিতে অসমর্থ তাহা দেখিয়া বৎসরাজ সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল, "কোথা হইতে পদ্মাবতী ইহা সংগ্রহ করিয়াছে?" যখন বেদীতে আরোহণ করিয়া সে তাহার কর ধারণ করিল তখন মনে হইল সে যেন পৃথিবীর হস্ত হইতে কর গ্রহণ করিতেছে। (৬০-৭৯) যজ্ঞের ধূম তাহার নয়ন বাষ্পান্বিত করিল, মনে হইল বাসবদত্তা তাহার অতিশয় প্রিয় বলিয়া তাহার নয়ন এই বিবাহানুষ্ঠান দর্শন করিতে অপারগ। পতির হৃদয়ে কি ভাবের উদয় হইয়াছে ইহা অনুমান করিয়া অগ্নি প্রদক্ষিণের সময় পদ্মাবতীর আনন রক্তবর্ণ ধারণ করিল। বিবাহানুষ্ঠানান্তে রাজা বধূর হস্ত মুক্ত করিল। কিন্তু হৃদয় হইতে বাসবদত্তার মূর্তি এক মুহূর্তের নিমিত্তও মোচন করিতে সমর্থ হইল না। মগধেশ্বর তাহাকে এত পরিমাণ মণি-মুক্তাদি প্রদান করিলেন মনে হইল যেন ধরণীর সমস্ত রত্নাদি নিঃশেষিত হইয়াছে। যৌগন্ধরায়ণ অগ্নিসাক্ষী করিয়া মগধেশ্বরের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিল তিনি যেন কখনও তাহার প্রভুর অমঙ্গল সাধন না করেন। বস্ত্র অলঙ্কারাদি সম্প্রদানে, উৎকৃষ্ট চারণগণের সুমধুর সঙ্গীতে, পটিয়সী নর্তকীদিগের নৃত্যে বিবাহোৎসব চলিতে লাগিল। এতাবৎকাল বাসবদত্তা অলক্ষ্যে স্বামীর মহিমা দর্শনের নিমিত্ত দিবাভাগে চন্দ্রের ন্যায় সুপ্ত ছিল বলিয়া মনে হইল। অতঃপর বৎসরাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে কৌশলী যৌগন্ধরায়ণ নৃপতি বাসবদত্তার দর্শনলাভ করিলে গোপন ব্যাপার প্রকাশিত হইয়া পড়িবে আশঙ্কা করিয়া মগধেশ্বরকে বলিল, "রাজন্ অদ্যই বৎসরাজ আপনার গৃহ হইতে যাত্রা করিবেন।" মগধেশ্বর সম্মত হইলে যৌগন্ধরায়ণ বৎসরাজকে এই কথা বলিলে সেও সম্মত হইল।

অতঃপর বৎসরাজ অনুচরদিগের পানাহার সমাপ্ত হইলে মন্ত্রিবর্গসহ বধূকে লইয়া সেই স্থান হইতে যাত্রা করিল। বাসবদত্তাও পদ্মাবতী কর্তৃক প্রেরিত বৃহদাকার অশ্বসংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া ছদ্মবেশী বসন্তককে তাহার সম্মুখে রাখিয়া সৈন্যদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গোপনে চলিতে লাগিল। অবশেষে বৎসরাজ বধূসহ লাবাণক আগমন করিয়া গোপালকের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিল। গৃহের চতুর্দিকে অনুচরগণ অপেক্ষা করিতে লাগিল। তথায় ভ্রাতা গোপালকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে সাদরে তাহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিল। সেই মুহূর্তে পূর্বপ্রতিশ্রুতি-মত যৌগন্ধরায়ণ রুমন্বতের সহিত তথায় আগমন করিলে রাজ্ঞী তাহাদিগকে সাদরে আপ্যায়ন করিল। যখন সে বাসবদত্তার পতি-বিরহজনিত ক্লেশ অপনোদনের চেষ্টা করিতেছিল তখন অনুচরেরা পদ্মাবতীর নিকট গমন করিয়া তাহাকে বলিল, "রাজ্ঞী, আবন্তিকা আগমন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি আমাদিগকে অদ্ভুতভাবে পরিত্যাগ করিয়া কুমার গোপালকের গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন।" (৮০-৯৮) অনুচরদিগের নিকট হইতে

এই কথা শ্রবণ করিয়া শঙ্কিতচিত্তে বৎসরাজের সম্মুখেই পদ্মাবতী তাহাদিগকে বলিল, "আবন্তিকার নিকট গমন করিয়া তাহাকে বল, "রাজ্ঞী বলিতেছেন, তুমি আমার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিলে, ঐ স্থানে তোমার কোন্ প্রয়োজন আছে? আমি যেথায় আছি তুমি তথায় আগমন কর।" ইহা শুনিয়া তাহারা প্রস্থান করিলে নৃপতি পদ্মাবতীকে একান্তে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে অম্লানমালাতিলক কে রচনা করিয়া দিয়াছে?" সে প্রত্যুত্তর করিল, "কোন এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক আমার নিকট গচ্ছিত আবন্তিকা নাম্নী একটি নারীর এই সূক্ষ্ম শিল্পকার্য।" এই কথা শ্রবণমাত্র বাসবদত্তা নিশ্চয়ই গোপালকের গৃহে আছে, এই কথা চিন্তা করিয়া রাজা তথায় প্রবেশ করিল। দ্বারদেশে অনুচরেরা দণ্ডায়মান ছিল এবং গৃহাভ্যন্তরে বাসবদত্তা, গোপালক, মন্ত্রীদ্বয় এবং বসন্তক অবস্থান করিতেছিল। তথায় সে গ্রহণমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় নির্বাসন হইতে প্রত্যাবৃত্ত বাসবদত্তার সাক্ষাৎলাভ করিল। রাজা শোকবিষে জর্জরিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং বাসবদত্তার হৃদয়ও কম্পিত হইতে লাগিল। বাসবদত্তাও বিরহজনিত ক্লেশে পাণ্ডুর ম্লানদেহে স্বীয় আচরণকে দোষী করিয়া শোক করিতে লাগিল। শোকক্লিষ্ট দম্পতিকে দেখিয়া যৌগন্ধরায়ণের আননও অশ্রুপ্লাবিত হইল। তৎকালের অনুপযোগী ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া পদ্মাবতী, যে স্থান হইতে উহা উত্থিত হইতেছিল আকুলিত হইয়া তথায় আগমন করিল। ক্রমে ক্রমে বাসবদত্তা ও নৃপতির সম্বন্ধে সত্য বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পদ্মাবতীরও সেই প্রকার অবস্থা হইল কারণ সৎ নারীরা স্নেহশীলা ও করুণহৃদয়া। বাসবদত্তা বারংবার অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিতে লাগিল, "ভর্তার দুঃখদায়িনী হইয়া প্রাণধারণ করার কি প্রয়োজন?" তখন জ্ঞানী এবং ধীর যৌগন্ধরায়ণ নৃপতিকে বলিল, "মগধেশ্বরকন্যার সহিত পরিণীত করিয়া আপনাকে সম্রাট করিবার নিমিত্ত আমিই এইরূপ করিয়াছি। মহিষীর বিন্দুমাত্রও দোষ নাই, উপরন্তু প্রবাসে উঁহার সপত্নীই উঁহার সৎচরিত্রের সাক্ষিণী।" তখন রাজা বলিলেন, "আমিই সম্পূর্ণ দোষী, কারণ আমার নিমিত্তই মহিষীকে দুঃখভোগ করিতে হইয়াছে (৯৯-১১৫)।" বাসবদত্তা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিল, "রাজার সন্দেহ ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত আমি অতি অবশ্যই অগ্নিতে প্রবেশ করিব।" তখন, কৃতীশ্রেষ্ঠ ধীমান যৌগন্ধরায়ণ আচমনপূর্বক পূর্বদিকে মুখস্থাপন করিয়া এই শুদ্ধ বাক্য বলিল, "হে লোকপালগণ, আপনারা বলুন, আমি রাজার হিতাকাঙ্ক্ষী কিনা এবং মহিষীও সতী সাধ্বী কিনা। ইহা যদি সত্য না হয় তবে আমার প্রাণ দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে।" এই কথা বলিয়া সে নীরব হইলে একটি দৈববাণী শ্রুত হইল, "হে নরপতি, যৌগন্ধরায়ণের মত মন্ত্রী এবং বাসবদত্তার মত পত্নী পাইয়া আপনি ধন্য হইয়াছেন। বাসবদত্তা পূর্বজন্মে দেবী ছিলেন এবং তিনি বিন্দুমাত্রও দোষ করেন নাই।" এই বাণী নীরব হইলে তথায় যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা চতুর্দিকে নিনাদিত ঐ বাণী শ্রবণকরতঃ

বহুকাল সন্তপ্ত হইবার পর প্রাবৃট্ কালের প্রথম মেঘধ্বনি শ্রবণে নীলকণ্ঠকেকা যেরূপ আনন্দিত হয় তাহারাও তদ্রূপ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া হস্ত উত্তোলন করিল। বৎসরাজ ও গোপালক যৌগন্ধরায়ণের কার্যের প্রশংসা করিল এবং বৎসেশ মনে করিল সমগ্র পৃথিবী তাহার করতলগত হইয়াছে। দুই পত্নীর অনুরাগ নৃপতির সহবাসে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং মূর্তিমতী আনন্দ ও শান্তি তাহাকে দর্শন করিতে আগমন করিয়াছে এই জ্ঞানে নৃপতি পরমসুখে বাস করিতে লাগিল। (১১৬-১২৩)

—ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের লাবাণক নামক লম্বকের
দ্বিতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা—১২৩
ক্রমিকসংখ্যা—১৯৬৭

তৃতীয় তরঙ্গ

পরদিবস বৎসরাজ বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীর সহিত প্রমোদ করিতে করিতে যৌগন্ধরায়ণ, গোপালক, রুমন্বৎ ও বসন্তককে আনয়নকরতঃ তাহাদের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিলেন অতঃপর মহিপতি সকলের সম্মুখে স্বীয় বিরহ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত কাহিনী বর্ণনা করিলেন:

উর্বশীর কাহিনী

পুরাকালে পুরূরবা নামে এক পরম বৈষ্ণব নরপতি বাস করিতেন। তিনি নির্বিবাদে পৃথিবীতে ও স্বর্গে বিচরণ করিতে করিতে দেবতাদিগের নন্দনকাননে কামদেবের অন্যতম মোহন অস্ত্রস্বরূপ উর্বশীর দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। রাজাকে দর্শনমাত্রই তাহার চেতনা এরূপ বিলুপ্ত হইলে যে রম্ভা ও তাহার অন্যান্য সখীরা শঙ্কিত হইল। নৃপতিও সেই লাবণ্যরসনির্ঝরিণীস্বরূপাকে না পাইয়া তৃষ্ণায় হতচেতন হইলেন। তখন ক্ষীরদসাগরে অবস্থিত সর্বজ্ঞ হরি তাহাকে দর্শনার্থ আগত মুনিবর নারদকে আদেশ করিলেন, "হে দেবর্ষি নারদ, নৃপতি পুরূরবা সম্প্রতি নন্দন কাননে অবস্থিতি করিতেছে। উর্বশী তাহার হৃদয় হরণ করিয়াছে এবং রাজা প্রিয়তমার বিরহজ্বালা সহ্য করিতে অসমর্থ। সুতরাং, হে মুনিবর, তুমি ইন্দ্রের সমীপে গমনকরতঃ তাহাকে বলিবে উর্বশীকে সত্বর রাজার হস্তে সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত আমি তাহাকে আদেশ করিতেছি।" হরি কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সেই আদেশ পালনার্থ উক্তরূপ অবস্থায় স্থিত পুরূরবার নিকট উপস্থিত হইয়া নারদ পুরূরবাকে প্রবোধদানপূর্বক বলিলেন, "রাজন্, বিষ্ণু তাহার একান্ত ভক্তদের বেদনা উপেক্ষা করেন না বলিয়া আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।" নারদমুনি পুরূরবাকে এই প্রকার আশ্বাস প্রদান করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া দেবরাজের নিকট গমন করিলেন। (১-১৩)

বিষ্ণুর আদেশ ইন্দ্রকে বিজ্ঞাপিত করিলে ইন্দ্র তাহা প্রণত হইয়া গ্রহণ করিলেন এবং উর্বশীকে পরূরবার হস্তে প্রদান করা হইল। উর্বশীবিহনে স্বর্গবাসিগণ যেন প্রাণহীন হইল, কিন্তু উর্বশীর নিকট উহা মৃতসঞ্জীবনী ঔষধের কার্য করিল। পুরূরবা তাহার সহিত ভূলোকে প্রত্যাবর্তন করিলে মর্ত্যগণ অনুপম স্ববধূর দর্শন লাভ করিল। তখন হইতে উহারা দুইজন, উর্বশী এবং সেই নরপতি পরস্পরের দৃষ্টিপাশে বদ্ধ হইয়া একত্রে বাস করিতে লাগিল। দানবদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় সাহায্যের নিমিত্ত ইন্দ্র কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া পুরূরবা একদা স্বর্গে গমন করিল। সেই যুদ্ধে অসুরাধিপতি মায়াধর নিহত হইলে ইন্দ্র একটি মহোৎসবের ব্যবস্থা করিলেন। তথায় স্বর্গের অপ্সরাগণ তাহাদের নৃত্যবিদ্যার পটুতা প্রদর্শন করিল। সেই উৎসবে গুরু

তুম্বুরুর উপস্থিতিতে অপ্সরা রম্ভা যখন 'চলিতা' নৃত্য করিতেছিল তখন পুরূরবা হাস্য করিয়া উঠিলে রম্ভা অসূয়াপরবশ তাহাকে বলিল, "হে মর্তবাসি, আশাকরি তোমার হয়ত স্বর্গের নৃত্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে।" প্রত্যুত্তরে পরূরবা বলিল; "উর্বশীর সাহচর্য্যে বাস করিয়া তোমার গুরু তুম্বুরুও যে সব নৃত্যের কথা অবগত নহেন আমি তাহা জ্ঞাত আছি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ তুম্বরু তাহাকে অভিশাপ দিল, "কৃষ্ণের উপাসনা না করা পর্যন্ত তোর যেন উর্বশীর সহিত বিচ্ছেদ হয়।" উর্বশীর নিকট উপস্থিত হইয়া বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত দুঃখে এই নিদারুণ অভিশাপের কথা তাহাকে বলিল। অকস্মাৎ নৃপতির অলক্ষ্যে গন্ধর্বেরা আগমনকরতঃ উর্বশীকে হরণ করিয়া কোনও অজ্ঞাত স্থানে লইয়া গেল। অভিশাপের ফলেই এই বিপদ ঘটিয়াছে বুঝিতে পারিয়া পুরূরবা বদরিকাশ্রমে গমন পূর্বক বিষ্ণুর আরাধনা করিল। (১৪-২৬) গন্ধর্ব রাজ্যে আগমন করিয়া বিরহাতুর উর্বশী মৃত, সুষুপ্ত অথবা পটে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় হতচেতন হইয়া বাস করিতে লাগিল। শাপান্ত হইবে এই আশায় দীর্ঘ নিশীথে চক্রবাকের সঙ্গ বিচ্যুত হইয়া চক্রবাকী যেরূপ জীবিত থাকে আশ্চর্যের বিষয় উর্বশীও সেইরূপ প্রাণ ধারণ করিয়া রহিল। পুরূরবার তপস্যায় বিষ্ণু তুষ্ট হইলে গন্ধর্বেরা উর্বশীকে নৃপতির নিকট প্রত্যর্পণ করিল। শাপান্তে উর্বশীর সহিত পুনর্মিলিত হইয়া পুরূরবা পৃথিবীতেই স্বর্গ সুখে বাস করিতে লাগিল।

রাজা এই কথা বলিয়া নীরব হইলে স্বামীর প্রতি উর্বশীর অনুরাগের কথা শ্রবণ করিয়া বাসবদত্তা বিরহব্যথা সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিল বলিয়া লজ্জা অনুভব করিল।

নৃপতি কর্তৃক প্রকারান্তরে ভর্ৎসিত হইয়াছেন বলিয়া রাজ্ঞী লজ্জিতা হইয়াছেন দেখিয়া রাজাকেও সেইরূপ অনুভূতি প্রদান করিবার নিমিত্ত যৌগন্ধরায়ণ বলিল, "রাজা, যদি পূর্বে শ্রবণ না করিয়া থাকেন তবে এই কাহিনীটি শ্রবণ করুন:

বিহিতসেনের কাহিনী

এই পৃথিবীতে লক্ষ্মীদেবীর আলয় তিমিরা নাম্নী একটি নগরী আছে। তথায় বিহিত-সেন নামক একজন খ্যাতিমান নৃপতি ভূতল অপ্সরাসমা তেজোবতী নাম্নী পত্নীর সহিত বাস করিতেন। (২৭-৩৪) রাজা তাহার আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া কণ্ঠলগ্ন হইয়া থাকিতেন। নিজের দেহে কিয়ৎকালের নিমিত্ত লৌহবর্মের চিহ্ন পড়িবে ইহাও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। একদা তিনি দীর্ঘস্থায়ী জ্বরে আক্রান্ত হইলে বৈদ্যরা তাহাকে রাজ্ঞীর স্পর্শ হইতে দূরে অবস্থান করিবার ব্যবস্থা প্রদান করিলে তাহার হৃদয় এমন একটি ব্যাধিতে আক্রান্ত হইল যাহা ঔষধ কিম্বা অন্য কোনরূপ চিকিৎসার

অতীত ছিল। বৈদ্যরা গোপনে মন্ত্রীদিগকে বলিল যে ভয়াহত অথবা শোকাহত হইলে তিনি হয়তো রোগমুক্ত হইবেন। মন্ত্রীরা চিন্তা করিতে লাগিল, "এই সাহসী নৃপতির হৃদয়ে কি প্রকারে ভয়ের উৎপত্তি করান যাইতে পারে? একদা তাহার পৃষ্ঠদেশে একটি বিরাট সর্প পতিত হইলে তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও কম্পিত হন নাই। শত্রুসৈন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেও তাহার চিত্তবৈকল্য হয় নাই। ভীতি উৎপাদনের কোনো কৌশলের কথা চিন্তা করা বৃথা। আমরা মন্ত্রীরা রাজাকে লইয়া কি করিব?" মন্ত্রীরা এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজ্ঞীর সহিত পরামর্শকরতঃ তাহাকে লুক্কায়িত রাখিয়া রাজাকে বলিল, "মহিষী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।" অতি দুঃখে প্রবল ভাবে শোকার্ত হইলে তাহার হৃদয়ের এই পীড়ার উপশম হইল। নৃপতি ব্যাধিমুক্ত হইলে দ্বিতীয় সুখসম্পদস্বরূপা সেই মহতী রাজ্ঞীকে মন্ত্রীবর্গ পুনরায় রাজার সহিত মিলিত করাইয়া দিল। তাহার প্রাণরক্ষাকর্ত্রী সেই রাজ্ঞীকে তিনি বহু মান্য করিতেন এবং কোন কালে তাহার নিকট হইতে দূরে ছিল বলিয়া রাজ্ঞীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতে বিরত থাকিতেন।

রাজার হিতৈষিণীবিধায় তাহার পত্নী 'দেবী' আখ্যা লাভ করেন। কেবলমাত্র রাজার মর্জিমত চলিলেই 'দেবী' আখ্যা লাভ করা যায় না। সেইরূপ মন্ত্রী রাজার কার্যভার অখণ্ড মনোযোগের সহিত বহন করিবে। রাজার সাময়িক খুশীমত যে চলে তাহাকে মন্ত্রী বলা চলে না, সে উপজীবক মাত্র। সেইজন্য আপনি যাহাতে সমগ্র পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হন তন্নিমিত্ত আমরা আপনার শত্রু মগধরাজের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিবার জন্য এই প্রয়াস করিয়াছিলাম। আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ রাজ্ঞী অসহ্য বিরহব্যথা সহ্য করিয়া আপনার কোনও অনিষ্ট সাধন করেন নাই। পক্ষান্তরে আপনার মহদুপকার করিয়াছেন।" প্রধান মন্ত্রীর এই যথার্থ বচন শ্রবণ করিয়া নিজের দোষ হইয়াছিল মনে করিয়া রাজা তুষ্ট হইল। (৩৫-৪৯)

রাজা বলিল, "আমি উত্তমরূপে অবগত আছি যে তোমাদের কর্তৃক উদ্বোধিত হইয়া মূর্তিমতী রাজনীতির ন্যায় রাজ্ঞী আমাকে সমস্ত মেদিনীর নৃপতি করিয়াছে। অত্যধিক অনুরাগবশতঃই আমি অনুচিত বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলাম। অনুরাগে অন্ধ হইলে কেহ কি স্থির চিত্তে বিচার করিতে সমর্থ হয়?" এই প্রকার বাক্যালাপ দ্বারা রাজমহিষীর লজ্জা ও দিবসের অবসান ঘটাইয়াছিল। পরদিবস প্রকৃত ব্যাপার অনুধাবনান্তে মগধেশ্বর বৎসরাজের নিকট একজন দূত প্রেরণ করিয়াছিল। সেই দূত তাহার প্রভুর নিকট হইতে বক্ষ্যমান বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছিল, "আমরা তোমাদের মন্ত্রীদের দ্বারা বঞ্চিত হইয়াছি। এই পৃথিবী যাহাতে ভবিষ্যতে আমাদের নিকট শোকের আধার না হয় অধুনা তাহার ব্যবস্থা করিবে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি সসম্মানে সেই দূতকে উত্তর প্রাপ্তির নিমিত্ত পদ্মাবতীর নিকট প্রেরণ করিল।

বাসবদত্তার প্রতি অনুরক্ত পদ্মাবতী তাহার সম্মুখে দূতের সহিত সাক্ষাৎ করিল, কারণ বিনয় সতীনারীর ভূষণ। দূত তাহাকে পিতার বার্তা বিজ্ঞাপিত করিল, "পুত্রি, কৌশলপূর্বক তোমার বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে। তোমার পতি অন্য নারীর প্রতি আসক্ত। এই প্রকারে আমি শোকার্ত হৃদয়ে কন্যার পিতা হইবার ফল অর্জন করিয়াছি।" কিন্তু পদ্মাবতী তাহাকে বলিল আমার নিকট হইতে পিতাকে এই কথা বলিও, "দুঃখ করিবার কি আছে? আর্যপুত্র আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় এবং বাসবদত্তা আমার স্নেহশীলা ভগিনী। সুতরাং পিতা যদি নিজের সত্য এবং আমার হৃদয় যুগপৎ ভঙ্গ করিতে না অভিলাষী হন তবে আর্যপুত্রের উপর যেন বিরক্ত না হন।" পদ্মাবতী কর্তৃক এই প্রকার উপযুক্ত উত্তর প্রদত্ত হইলে রাজ্ঞী বাসবদত্তা যথাবিধি অতিথিসৎকার করিয়া দূতকে ফিরাইয়া দিল। দূত প্রস্থান করিলে পিতৃগৃহের কথা স্মরণ করিয়া পদ্মাবতী কিঞ্চিৎ বিমনা হইল। অতঃপর তাহার চিত্তবিনোদনার্থ বসন্তক তৎসমীপে আনীত হইলে, এই কাহিনী বর্ণনা করিল। (৫০-৬৩)

সোমপ্রভার বৃত্তান্ত

পৃথিবীর অলংকারস্বরূপা পাটলিপুত্র নগরীতে ধর্মগুপ্ত নামক এক মহাবণিক বাস করিত। তাহার চন্দ্রপ্রভা নাম্নী পত্নী সন্তানসম্ভাবিতা হইয়া একটি সর্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যা প্রসব করিয়াছিল। জন্মমাত্রই সৌন্দর্যে কক্ষ আলোকিত করিয়া সে স্পষ্ট কথা বলিতে এবং উঠিতে ও বসিতে লাগিল। আতুরঘরে নারীরা আশ্চর্যান্বিত ও ভীত হইয়াছে দেখিয়া ধর্মগুপ্ত স্বয়ং তথায় শঙ্কিত চিত্তে প্রবেশ করিল। বিনীত-ভাবে তাহার সম্মুখে প্রণত হইয়া সে তাহাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিল, "ভগবতি, কে আপনি আমার গৃহে অবতীর্ণা হইয়াছেন?" সে প্রত্যুত্তর করিল, "যতকাল আপনার গৃহে থাকিব আমাকে বিবাহ দিবেন না। পিতঃ আমি আপনার নিকট আশীর্বাদ-স্বরূপ আগমন করিয়াছি। আর কোনও প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন আছে কি?" সে তাহাকে এই কথা বলিলে ধর্মগুপ্ত তাহাকে গৃহে লুক্কায়িত রাখিয়া বাহিরে প্রচার করিল যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সোমপ্রভা নাম্নী সেই বালিকা মর্ত্যদেহে স্বর্গের সৌন্দর্য লইয়া দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। একদা বসন্তোৎসব দেখিবার নিমিত্ত হর্ম্যোপরি দণ্ডায়মান অবস্থায় গুহচন্দ্র নামক এক বণিকপুত্র তাহাকে দেখিতে পাইল। (৫০-৭২) বল্লরীর ন্যায় সোমপ্রভা তাহার হৃদয়ে জড়াইয়া রহিল এবং হতচেতন অবস্থায় তথায় বাসকালে পিতা ও মাতা তাহার কষ্টের কারণ জানিতে চাহিলে সে তাহার এক বয়স্যপ্রমুখাৎ তাহাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। পুত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ তাহার পিতা গুহসেন ধর্মগুপ্তের আলয়ে গমনকরতঃ পুত্র গুহচন্দ্রের সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিতে অনুরোধ করিল। তখন পুত্রবধূলাভাকাঙ্ক্ষী গুহসেনকে ধর্মগুপ্ত,

"আমার কন্যা মানসিক বিকারগ্রস্তা" এই কথা বলিয়া নিরস্ত করিল। কন্যাকে প্রদান করিবার ইচ্ছা নাই এই কথা ভাবিতে ভাবিতে গুহসেন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুত্রকে কামজ্বরে শায়িত দেখিয়া চিন্তা করিল, "কোন কালে আমি নৃপতির উপকার করিয়াছিলাম, আমি এই ব্যাপারে তাহার সাহায্য ভিক্ষা করিয়া আমার মরণোন্মুখ পুত্রের নিমিত্ত ঐ কন্যাটিকে আদায় করিব।" এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া বণিক নৃপতিকে একটি বহুমূল্য রত্ন প্রদান করিয়া নিজের মনোবাঞ্ছা তাহার নিকট ব্যক্ত করিল। নৃপতিও তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া নগরপালের সহায়তায় তাহার সহিত ধর্মগুপ্তের আলয়ে আগমনকরতঃ সৈন্য দ্বারা গৃহ চতুর্দিকে অবরোধ করিলেন। চূড়ান্ত সর্বনাশ আশঙ্কা করিয়া ধর্মগুপ্তের কণ্ঠ অশ্রুতে রুদ্ধ হইল। তখন সোমপ্রভা ধর্মগুপ্তকে বলিল, "তাত! আমার বিবাহ দিন। আমার নিমিত্ত আপনার যেন কোনও বিপদ না ঘটে। আমার যিনি শ্বশুর হইবেন তাহার সহিত এই সর্ত করিবেন যে আমার পতি যেন আমার সহিত ভার্যার ন্যায় ব্যবহার না করে।" কন্যা এই কথা বলিলে তাহার সহিত পত্নীর ন্যায় ব্যবহার করা হইবে না এই সর্তে ধর্মগুপ্ত তাহার বিবাহ দিতে সম্মত হইল। এই সর্তে সম্মত হইয়া গুহসেন মনে মনে হাস্য করিল, "একবার আমার পুত্রের সহিত উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হউক না!" অতঃপর গুহসেনের পুত্র গুহচন্দ্র পত্নী সোমপ্রভাসহ স্বগৃহে আগমন করিল। সায়ংকালে পিতা তাহাকে বলিল, "পুত্র, উহার সহিত পত্নীবৎ আচরণ করিবে, কারণ কোন্ পতি স্বীয় ভার্যার সঙ্গ না আকাঙ্ক্ষা করে?" বধূ সোমপ্রভা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সক্রোধে শ্বশুরের দিকে তর্জনী ঘূর্ণন করিলে মনে হইল যম যেন তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেছেন। পুত্রবধূর অঙ্গুলি দর্শনমাত্র গুহসেনের প্রাণবায়ু নির্গত হইল এবং তথায় উপস্থিত সকলে শঙ্কাগ্রস্ত হইল। পিতাকে মৃত দেখিয়া গুহচন্দ্র মনে মনে চিন্তা করিল, মৃত্যুর দেবতা আমার গৃহে আমার পত্নীরূপে প্রবেশ করিয়াছেন। (৭৩-৯০) স্ত্রী গৃহে থাকিলেও সে তখন হইতে তাহার সাহচর্য ত্যাগ করিল—মনে হইল সে যেন তীক্ষ্নধার অসির উপর দণ্ডায়মান থাকিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। অন্তরে শোকে দগ্ধ হইতে হইতে সে ভোগ বিলাসের লিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যহ ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্রত গ্রহণ করিল। কান্তিমতী তাহার পত্নী মৌন থাকিয়া সর্বদা ব্রাহ্মণদের ভোজনান্তে দক্ষিণা প্রদান করিত। একদা তথায় আগত ভোজনেচ্ছু এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই রূপদ্বারা জগৎমুগ্ধকারিণীকে দেখিতে পাইয়া কৌতূহলবশতঃ গুহচন্দ্রকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এই তরুণী ভার্যাটি কে আমাকে বল?" বিপ্র কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শোকান্বিত হৃদয়ে গুহচন্দ্র তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। তৎশ্রবণে সেই উত্তম দ্বিজ অনুকম্পাবশতঃ যাহাতে তাহার অভিলাষ পূর্ণ হয় সেই নিমিত্ত অগ্নিদেবকে তুষ্ট করিবার মন্ত্র তাহাকে প্রদান করিল। অতঃপর গুহচন্দ্র গোপনে মন্ত্র উচ্চারণ করিলে অগ্নি হইতে এক ব্রাহ্মণ

নির্গত হইলেন। সেই বিপ্রবেশী অগ্নির চরণে পতিত হইলে তিনি গুহচন্দ্রকে বলিলেন, "অদ্য তোমার গৃহে ভোজন করিয়া রাত্রি যাপন করিব। তোমার পত্নী সম্বন্ধে সত্য বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।" গুহচন্দ্রকে এই কথা বলিয়া তিনি তাহার গৃহে প্রবেশকরতঃ অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় আহার করিয়া রাত্রির এক যাম মাত্র গুহচন্দ্রের নিকট নিদ্রাহীন অবস্থায় শয়ন করিয়া রহিলেন। রাত্রির সেই ক্ষণে যখন গুহচন্দ্রের গৃহে সকলে নিদ্রিত ছিল তখন গুহচন্দ্রের পত্নী সোমপ্রভা স্বামীর গৃহ হইতে বহির্গত হইল। তন্মুহূর্তে ব্রাহ্মণ গুহচন্দ্রকে জাগরিত করিয়া বলিল, "আইস তোমার পত্নীর কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ কর।" (৯১-১০৩)

যোগবলে গুহচন্দ্র এবং স্বয়ং ভ্রমরের রূপ ধারণ করিয়া বহির্দেশে আগমন করিলে ব্রাহ্মণ গুহচন্দ্রকে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত ভার্যাকে দেখাইল। সেই সুন্দরী নগরের বাহিরে বহুদূরে গমন করিলে ব্রাহ্মণ ও গুহচন্দ্র তাহাকে অনুসরণ করিল। গুহচন্দ্র তাহার সম্মুখে ছায়া সমন্বিত একটি বিরাট ন্যগ্রোধ বৃক্ষ দেখিতে পাইল। তাহার অধোদেশে বীণা বেণুরব সমন্বিত দিব্যসঙ্গীত শ্রবণ করিল। বৃক্ষের পাদদেশে তাহার পত্নীর সদৃশাকৃতি একটি দিব্য ললনাকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিল, যাহার রূপে জ্যোৎস্নাও পরাজিত হইয়াছিল। তাহাকে শ্বেত চামরদ্বারা বাতাস করা হইতেছিল এবং মনে হইতেছিল তিনি যেন চন্দ্রের সমস্ত লাবণ্যরত্নের অধিশ্বরী। অতঃপর গুহচন্দ্র দেখিল যে তাহার ভার্যা সেই বৃক্ষে আরোহণপূর্বক সেই সুন্দরীর পার্শ্বে অর্ধেক সিংহাসন অধিকার করিয়া উপবেশন করিল। সমকান্তিমতী দুইটি দিব্য রমণীকে একত্রে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহার মনে হইল সেই যামিনী যেন তিনটি চন্দ্রদ্বারা আলোকিত হইয়াছে।

কৌতুকাবিষ্ট হইয়া মুহূর্তকাল সে চিন্তা করিল, "ইহা কি স্বপ্ন, অথবা ভ্রান্তি অথবা দুই ই? ইহা সৎসঙ্গে অবস্থানজনিত সদ্বৃক্ষের মঞ্জরী যাহা প্রস্ফুটিত হইলে তদুপযুক্ত ফল জন্মিবে।" সে যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিল তখন ঐ দুই দিব্য কন্যা তাহাদের উপযুক্ত খাদ্যগ্রহণ করিয়া স্বর্গীয় আসব পান করিল এবং গুহচন্দ্রের পত্নী দ্বিতীয় দিব্যরমণীকে বলিল, "অদ্য এক মহাতেজা বিপ্র আমাদের গৃহে আগমন করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত হে ভগিনি, আমার চিত্ত শঙ্কিত হইতেছে এবং আমাকে এখনই অবশ্য অবশ্য প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।" এই কথা বলিয়া ঐ দিব্যকন্যার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল। তৎদৃষ্টে গুহচন্দ্র এবং সেই ব্রাহ্মণ ভৃঙ্গরূপে তাহার অগ্রে অগ্রে রাত্রিকালে তাহার আগমনের পূর্বেই গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। (১০৪-১১৭) গুহচন্দ্রের পত্নীও সকলের অলক্ষ্যে গৃহে প্রবেশ করিল। তখন বিপ্র স্বেচ্ছায় গুহচন্দ্রকে বলিল, "তোমার পত্নী যে দেবী, মানুষী নহেন, তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ অদ্য পাইয়াছ এবং তাহার দিব্য ভগিনীকেও দর্শন করিয়াছ।

তুমি কি করিয়া প্রত্যাশা কর যে একজন দিব্য রমণী মনুষ্যের সংগম ইচ্ছা করিবে? উহার কক্ষদ্বারের উপরে লিখিয়া রাখিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে একটি মন্ত্র প্রদান করিতেছি এবং ঐ মন্ত্রের শক্তি যাহাতে গৃহের বহির্দেশে বর্ধিত হয় তোমাকে তাহার কৌশল শিক্ষা দিব। বাতাস না পাইলেও অগ্নি জ্বলিতে থাকে কিন্তু বায়ুসংযোগে তাহা যেরূপ বর্ধিত হয় তদ্রূপ কোন সহায়তা বিনাই ঐ মন্ত্র অভীষ্ট ফল প্রদান করিবে। কিন্তু উহার সহিত কৌশল যুক্ত হইলে উহা অধিকতর ফলপ্রসূ হইবে।" এই কথা বলিয়া বিপ্র গুহচন্দ্রকে একটি মন্ত্র প্রদান করিয়া প্রাতঃকালে অন্তর্ধান করিলেন। এদিকে গুহচন্দ্র ঐ মন্ত্র তাহার পত্নীর কক্ষের দ্বারোপরি লিপিবদ্ধ করিয়া সায়ংকালে পত্নীর অনুরাগ উৎপত্তির নিমিত্ত বক্ষ্যমান কৌশল অবলম্বন করিল। সে উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়া ভার্যার চক্ষের সম্মুখেই এক বারবনিতার সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিল। উহা দর্শন করিয়া মন্ত্রদ্বারা তাহার বাক্য মুক্তি পাওয়ায় ঈর্ষান্বিতা হইয়া, "ঐ নারীটি কে?" স্বামীর নিকট তাহা জানিতে চাহিলে সে মিথ্যামিথ্যি বলিল, "ঐ বরাঙ্গনা আমার অতিশয় অনুরাগিনী, আমার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছে এবং অদ্য আমি উহার নিকট গমন করিব"। তখন সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বামহস্ত দ্বারা অবগুণ্ঠন উত্তোলনকরতঃ তাহাকে বলিল, "সেই নিমিত্তই তুমি বুঝি উত্তম সাজ পোশাক করিয়াছ? তুমি কেন উহার নিকট গমন করিবে? তুমি আমার কাছে আসিবে, আমি তোমার গৃহিণী।" মন্ত্রবলে দুষ্ট অপদেবতার হাত হইতে মুক্তি পাইয়া যখন সে পুলকিত হইয়া আবেগপূর্ণ অন্তরে তাহাকে এইরূপ অনুরোধ করিল তখন সে অতিশয় প্রফুল্লচিত্তে পত্নীর সহিত তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া মানুষ হইয়াও কল্পনাতীত স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ করিল। মন্ত্রবলে তাহাকে প্রেমিকা পত্নীরূপে লাভ করিলে সে তাহার স্বর্গবাসিনীর দাবি ত্যাগ করিল এবং গুহচন্দ্র তাহার সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। (১১৮-১৬২)

এই প্রকার শাপগ্রস্তা দিব্যাঙ্গনাগণ যজ্ঞ ও দানাদি দ্বারা সুকৃতি অর্জনের পুরস্কার—স্বরূপ সৎ মানবদিগের পত্নীত্ব স্বীকার করে। দেবদ্বিজে ভক্তি সদ্ব্যক্তিদিগের কামধেনুস্বরূপ। উহা দ্বারা কি না প্রাপ্ত হওয়া যায়? সামদানাদি নীতিসমূহ উহার পরিপোষক মাত্র। ঝটিকা যেরূপ পুষ্পের পতনের কারণ সেইরূপ দুষ্কর্ম করিলে দেবতাদিগের ন্যায় উচ্চকোটিতে যাহাদের জন্ম তাহারাও অধঃপতিত হয়। রাজকন্যাকে এই কথা বলিয়া বসন্তক পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল, "অহল্যার কি হইয়াছিল শ্রবণ করুন:

অহল্যার কাহিনী

পুরাকালে ত্রিকালজ্ঞ মহামুনি গৌতম ছিলেন। স্বর্গীয় অপ্সরাদিগের হইতেও অধিকতর

সুন্দরী তাহার অহল্যা নাম্নী পত্নী ছিল। একদা ইন্দ্র তাহার রূপে মোহিত হইয়া গোপনে তাহাকে প্রলুব্ধ করিল, কারণ ক্ষমতায় অন্ধ হইয়া নৃপতিগণ দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

মূঢ়া অহল্যা কামাসক্তা হইয়া শচীপতিকে প্রলুব্ধ করিল। গৌতমমুনি তাহার অলৌকিক শক্তিবলে সমস্ত অবগত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলে ইন্দ্র ভীত হইয়া মার্জাররূপ ধারণ করিল। 'এখানে কে আছে?' গৌতম অহল্যাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে অহল্যা প্রাকৃতে দ্ব্যর্থবাচক ভাষায় বলিল, 'এখানে মজ্জার আছে'। (মজ্জার—মৎ+জার—আমার প্রেমিক, অথবা মার্জার—বিড়াল)। গৌতম সহাস্যে বলিলেন, "এখানে সত্যসত্যই তোর প্রেমিক আছে, তোকে শাপ দিতেছি, কিন্তু সত্যের সম্পূর্ণ অপলাপ করিস নাই বলিয়া একসময় তোর শাপমুক্তি হইবে।" তিনি এই অভিশাপ দিলেন, "রে পাপিয়সি, বহুকাল এইস্থানে প্রস্তরীভূত অবস্থায় অবস্থিতি কর, যে পর্যন্ত না রামচন্দ্র অরণ্য পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে হেথায় উপস্থিত হন"। সঙ্গে সঙ্গে গৌতম ইন্দ্রদেবকেও এই শাপ দিলেন, "তুই যে স্ত্রী অঙ্গ অভিলাষ করিয়াছিলি তোর সমস্ত দেহ তাহার আকৃতিতে পূর্ণ হইবে। বিশ্বকর্মা সৃষ্ট তিলোত্তমার দর্শনে সেই সমস্ত নয়নে পরিবর্তিত হইবে।" এই শাপ উচ্চারণ করিয়া গৌতমঋষি ঈপ্সিত তপশ্চর্যা করিতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু অহল্যা সেই স্থানেই নিদারুণ শিলীভূত অবস্থায় রহিয়া গেল। ইন্দ্রের দেহ তৎক্ষণাৎ হীন চিহ্নে আবৃত হইল, কারণ দুশ্চরিত্রের অবমাননাকর অবস্থা কেন না হইবে? (১৩৩-১৪৭)

ইহা অতীব সত্য যে মনুষ্যেরা তাহাদের কুকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিবে। যে যেরূপ বীজ বপন করে সে সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। মহদাশয় ব্যক্তিগণ প্রতিবেশীদিগের গ্লানিকর কর্ম করিতে ইচ্ছা করেন না। সদ্ব্যক্তিদিগের নিকট ইহাই বিধির বিধান। পূর্বজন্মে তোমরা দুই দেবী পরস্পরের ভগিনী ছিলে। শাপ-গ্রস্ত হইয়া তোমাদের এই দশা হইয়াছে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের ভাব নাই, তোমরা সর্বদা একে অন্যের হিতসাধনে উদ্‌গ্রীব।" বসন্তকের নিকট হইতে এই কথা শুনিবার পর বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীর অন্তরে লেশমাত্রও ঈর্ষার বীজ রহিল না। রাজ্ঞী বাসবদত্তা নিজের স্বামীকে উভয়ের সাধারণ সম্পত্তি করিল এবং আত্মবৎ পদ্মা-বতীর মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল।

পদ্মাবতী প্রেরিত দূত প্রমুখাৎ বাসবদত্তার এই মহত্ত্বের কথা অবগত হইয়া মগধেশ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। পরদিবস মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বৎসরাজের নিকট

আগমন করিয়া রাজ্ঞী ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে তাহাকে বলিল, "প্রভো, আমাদের সংকল্পিত কার্য আরম্ভ করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি কৌশাম্বীতে গমন করি না কেন, কারণ যদিও মগধেশ্বর প্রবঞ্চিত হইয়াছেন তথাপি তাহার নিকট হইতে ভয়ের কোন কারণ উপস্থিত হইবে না। কন্যাসম্প্রদানরূপ নীতি দ্বারা তিনি সম্পূর্ণ রূপে বিজিত হইয়াছেন। এখন প্রাণাপেক্ষা প্রিয় কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন কেন? তিনি তাহার বাক্য নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন। উপরন্তু আপনি তো তাহাকে প্রবঞ্চনা করেন নাই। উহা আমারই কীর্তি। কিন্তু তিনি তাহাতে অসন্তুষ্ট হন নাই। বস্তুতঃ আমি আমার গুপ্তচর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি তিনি আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ করিবেন না। এই নিমিত্তই আমরা এতদিন এই স্থানে অবস্থান করিয়াছি। (১৪৮-১৫৮) অভিলষিত কর্ম সম্পাদনের পর যৌগন্ধরায়ণ যখন এই কথা বলিতেছিল তখন মগধেশের নিকট হইতে এক দূত তথায় আগমন করিলে প্রতিহার প্রমুখাৎ সেই বার্তা শ্রবণ করা মাত্র তাহাকে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল। সে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইয়া বৎসরাজকে বলিল, "রাজ্ঞী পদ্মাবতী কর্তৃক প্রেরিত সংবাদে মগধেশ হৃষ্ট হইয়া দেবকে এই বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন: 'আর বেশী কথায় কাজ কি? সমস্ত শ্রবণ করিয়া আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমি তোমার পক্ষেই আছি। যে কার্য সাধন করিবার নিমিত্ত ইহার সূচনা এক্ষণে তাহা সম্পাদন কর"। যৌগন্ধরায়ণ কর্তৃক রোপিত নীতিবৃক্ষের পুষ্পস্বরূপ দূতের এই সুস্পষ্ট বার্তা বৎসরাজ সানন্দে গ্রহণ করিল। বাসবদত্তার সহিত পদ্মাবতীকে আনয়নকরতঃ পুরস্কার দ্বারা দূতকে সম্মানিত করিয়া বিদায় করা হইল। তখন চণ্ডমহাসেনের নিকট হইতেও জনৈক দূত আগমনকরতঃ তথায় প্রবেশ করিয়া বিধিমত নৃপতিকে প্রণাম করিয়া বলিল, "রাজন্, রাজনীতিজ্ঞ নরপতি চণ্ডমহাসেন আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হৃষ্টচিত্তে এই বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, "তোমার সাফল্যের একমাত্র কারণ যৌগন্ধরায়ণ, তোমার মন্ত্রী। আর বেশী কথার কি প্রয়োজন আছে? বাসবদত্তাও ধন্য, তোমার প্রতি প্রেমবশতঃ সে এমন কার্য করিয়াছে যাহাতে সদ্ব্যক্তিদিগের মধ্যে আমাদের শির চিরকাল উন্নত থাকিবে। পদ্মাবতীকে আমি বাসবদত্তা হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিতেছি না, কারণ দুইজন অভিন্ন হৃদয়। সুতরাং অচিরাৎ সংকল্প সাধনে ব্রতী হও।"

তাহার শ্বশুরের প্রেরিত দূতের মুখ হইতে এই বাণী শ্রবণ করিয়া সহসা তাহার হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইল এবং রাজ্ঞীর প্রতি অনুরাগ ও তাহার উত্তম মন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা আরও বর্ধিত হইল। রাজ্ঞীদের সাহচর্যে দূতকে যথারীতি অতিথি সৎকার দ্বারা প্রীত করিয়া সে হৃষ্টচিত্তে দূতকে বিদায় দিল এবং মন্ত্রীদের সহিত

পরামর্শকরতঃ সংকল্প সাধনোদ্দেশ্যে কৌশাম্বীতে প্রত্যাবর্তন করিতে মনস্থ করিল। (১৫৯-১৭১)

—ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের লাবাণক লম্বকের
তৃতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা—১৭১
ক্রমিক সংখ্যা—২১৩৮

চতুর্থ তরঙ্গ

পরদিবস বৎসরাজ সচিব ও পত্নীদিগের সহিত লাবাণক হইতে কৌশাম্বী যাত্রা করিলেন। তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন অসময়ে উদ্বেলিত জলরাশির ন্যায় উপত্যকা-ভূমিতে অবস্থিত তাহার সৈন্যদিগের কলরব শ্রুত হইতে লাগিল। পূর্বাচলের সহিত গগনে রবি যদি গমন করিত তবে গজেন্দ্রের উপর অধিষ্ঠিত নৃপতির গমনের সহিত তাহার তুলনা করা যাইত। শ্বেতছত্রচ্ছায়ার অন্তরালে রাজা যেন ইন্দ্র কর্তৃক সেবিত হইয়া অর্কতেজকে পরাভূত করিয়া প্রহৃষ্ট হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছিল। ধ্রুব নক্ষত্রের চতুর্দিকে কক্ষস্থিত গ্রহদিগের ন্যায় সমস্ত গণপরিবৃত নৃপতি সকলের উপরে সতেজে নিজ কক্ষে যেন অবস্থিতি করিতেছিলেন। নৃপতির হস্তীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটি হস্তিনীর উপর আরোহণ করিয়া রাজ্ঞীরা গমন করিতে থাকিলে তাহারা অনু-রাগভরে গমনশীল মূর্তিমতী ধরণীদেবী ও লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। তাহার সম্মুখ ভূমিতে অবস্থিত পথ বেগশালী তুরঙ্গদিগের ক্ষুরাঘাতের চিহ্ন ধারণ করাতে মনে হইল যেন রাজা নখরাঘাতে উহাকে সম্ভোগ করিয়াছেন। এইরূপে বন্দিগণ কর্তৃক নিরত স্তুত হইয়া রাজা কতিপয় দিবসেই উৎসবমুখরিত কৌশাম্বী নগরে আগত হইলেন। স্বামী প্রবাস ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করায় সেদিন নগরীকে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। রক্তাংশুক পতাকা হইয়াছিল তাহার পরিধেয় বস্ত্র, গবাক্ষ হইয়াছিল তাহার আয়ত চক্ষু, দ্বারদেশের সম্মুখে অবস্থিত পূর্ণকুম্ভ হইয়াছিল তাহার পীনোন্নত কুচযুগ, জনতার আনন্দ কোলাহল হইয়াছিল তাহার আনন্দের ভাষা এবং শ্বেতসৌধ হইয়াছিল তাহার হাস্য। এই প্রকারে ভার্যাদ্বয় সহ রাজপুরীতে প্রবেশ করিলে তাহার দর্শনে পুরনারীগণ অতিশয় আহ্লাদিত হইল। (১-১০) সুদৃশ্য হর্ম্যোপরি দণ্ডায়মান শত শত সুন্দরীর আনন দ্বারা নভোদেশ পূর্ণ হইয়াছিল। রাজ্ঞী-দিগের বদন শোভার নিকট পরাজিত হইয়া চন্দ্রের সৈন্যরা যেন তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আগমন করিয়াছে। গবাক্ষে অবস্থিত অনিমেষলোচনা অন্যান্য পুরস্ত্রীগণকে দেখিয়া মনে হইল যেন স্বর্গের অপ্সরাগণ রথে আরোহণ করিয়া কৌতূ-হলবশতঃ আকাশপথে তথায় আগমন করিয়াছে। অন্য রমণীগণ গবাক্ষজালে আয়ত-নয়ন পক্ষ্মলগ্ন করাতে মনে হইল যেন মনসিজকে বন্দী করিবার নিমিত্ত শায়কের পিঞ্জর নির্মাণ করা হইয়াছে। কোনও রমণীর সোৎসুক নয়ন নৃপসন্দর্শনের নিমিত্ত বিস্তৃত হইতে হইতে নৃপতিকে দেখিতে না পাইয়া যেন কর্ণকে বলিতে তাহার পার্শ্ব-দেশ পর্যন্ত আগমন করিয়াছে। দ্রুতগতিতে আগত কাহারও প্রকম্পিত স্তনদ্বয় যেন তাহার দর্শনের আগ্রহাতিশয্যে কাঁচুলী হইতে নির্গত হইতে চাহিতেছিল। উৎসাহের

উদ্দীপনায় কাহারও গলদেশের ছিন্ন হার হইতে হৃদয়ের আনন্দাশ্রুরূপে মুক্তারাজি বিন্দু বিন্দু পতিত হইতেছিল। কেহ কেহ বাসবদত্তার অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইবার বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া সোৎকন্ঠে বলিতেছিল, "লাবাণকে অগ্নি যদি তাহার কোন ক্ষতি করিয়া থাকে তবে সূর্যদেব যেন স্বীয় প্রকৃতি বিস্মৃত হইয়া জগতে তমোরাশি বিকিরণ করিতে থাকুন," অন্য কোনও রমণী পদ্মাবতীকে দেখিয়া স্বীয় বয়স্যাকে বলিল, "আমার দেখিয়া আনন্দ হইতেছে যে সখীবৎ সপত্নীর নিকট বাসবদত্তার লজ্জিত হইবার কিছু নাই।" (১১-২০) প্রমোদপ্রফুল্ল নীলপদ্মসদৃশ নয়নমালা রাজ্ঞীদ্বয়ের দিকে নিক্ষিপ্ত করিয়া কোন কোন রমণী বলিতেছিল, "এই দুই জনের সৌন্দর্য নিশ্চয়ই হর ও মুরারির দৃষ্টিপথে পতিত হয় না, অন্যথা কি প্রকারে তাহারা উমা ও লক্ষ্মীকে এত সম্মান প্রদর্শন করেন?" এই প্রকারে পৌরজনের নয়নে আনন্দ-বিধানকরতঃ মঙ্গলকার্যাদি সম্পাদন করিয়া বৎসরাজ রাণীদিগের সহিত তাহার প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। প্রভাতে পদ্ম সরোবরের অথবা চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের যে শোভা হয় তৎকালে রাজপ্রাসাদও তদ্রূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল। সৌভাগ্য লাভার্থে সামন্তগণের আনীত উপহারে প্রাসাদ মুহূর্তে পূর্ণ হইয়া অন্যান্য অসংখ্য নৃপতিদিগের নিকট হইতে উপহার আগমনের সূচনা করিল। সামন্তগণকে সম্মানিত করিয়া এবং তথায় উপস্থিত সকলের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া বৎসরাজ মহোৎসবে স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রতি ও প্রীতি দেবীর মধ্যে অবস্থিত কামদেবের ন্যায় নৃপতিও রাজ্ঞীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থানকরতঃ দিবসের অবশিষ্টাংশ পানভোজনাদিতে যাপন করিলেন।

পরদিবস রাজা যখন মন্ত্রিবর্গের সহিত রাজসভায় আসীন ছিলেন তখন একজন বিপ্র দ্বারদেশে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল, "রাজন্, ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা কর। কতি-পয় দুষ্ট গোপালক অরণ্য প্রদেশে আমার পুত্রের চরণচ্ছেদন করিয়াছে। (২১-২৯) এই কথা শ্রবণমাত্র রাজা দুই তিনজন গোপালককে তাহার সম্মুখে আনয়নকরতঃ তাহা-দের প্রশ্ন করিলে তাহারা প্রত্যুত্তরে বলিল, "আমরা গোপালক, অরণ্যে বিচরণ করি। আমাদের মধ্যে দেবসেন নামক একব্যক্তি অরণ্যে একটি শিলাসনে উপবিষ্ট হইয়া 'আমি তোদের রাজা' এই কথা বলিয়া আমাদিগকে নানাপ্রকার আদেশ প্রদান করিলে আমাদের মধ্যে কেহই তাহা অমান্য করিতে সমর্থ হই না। হে রাজন, এই প্রকারে সে অরণ্যে আধিপত্য করে। অদ্য এই বিপ্রের পুত্র তথায় উপস্থিত হইয়া গোপালক নৃপতিকে সম্মান প্রদর্শন না করাতে রাজার আদেশে আমরা যখন তাহাকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন না করিয়া এইস্থান পরিত্যাগ করিও না,— এই কথা বলিয়াছিলাম তখন আমাদের সাবধানবাণী সত্ত্বেও ঐ যুবক হাস্যকরতঃ আমাদিগকে ধাক্কা দিয়া প্রস্থান করিল। তখন গোপালক নৃপতি ঐ দুর্বিনীত যুবকের পাদচ্ছেদন করিতে

আমাদিগকে আদেশ করিলে উহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আমরা উহার চরণ কর্তন করিয়াছি। আমাদের মত ব্যক্তিগণ কি প্রকারে রাজার আদেশ অমান্য করিতে পারে?" রাজার নিকট এইরূপ নিবেদন করিলে, প্রাজ্ঞ যৌগন্ধরায়ণ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাহাকে একান্তে বলিল, "নিশ্চয়ই ঐ স্থানে রত্নাদি আছে যাহার প্রভাবে একটি গোপালকও শক্তিমান হয়, সুতরাং চলুন, আমরা তথায় গমন করি।" মন্ত্রী এই কথা বলিলে রাজা গোপালকদিগকে পন্থা প্রদর্শন করিতে বলিয়া মন্ত্রী, সৈন্যদল ও অনুচর সমভিব্যাহারে অরণ্যে সেইস্থলে গমন করিলেন। (৩০-৪০)

যখন সেইস্থান পরীক্ষা করিয়া কর্মীরা ভূমি খনন করিতেছিল তখন নিম্নদেশ হইতে পর্বতাকার এক যক্ষ বহির্গত হইয়া নৃপতিকে বলিল, "রাজন্, এতাবৎকাল আমি যে ধন এই স্থানে রক্ষা করিতেছিলাম তাহা তোমার পূর্বপুরুষেরা এইস্থানে প্রোথিত করিয়াছিলেন, এখন তুমি উহা অধিকার কর।" যক্ষ এই কথা বলিয়া রাজা কর্তৃক সম্পূজিত হইয়া অন্তর্ধান করিলে খনন দ্বারা ঐ স্থান হইতে রাশি রাশি ধন বাহির করা হইল। তাহাদের মধ্যে একটি মহামূল্য রত্নসিংহাসন ছিল। সমৃদ্ধির উদয়ে পরপর বহু প্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়া থাকে। বৎসরাজ সোৎফুল্ল চিত্তে তথা হইতে সমস্ত ধনরত্ন গ্রহণ করিয়া গোপালকদিগের শাস্তিবিধানকরতঃ স্বপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। নগরবাসিগণ নৃপতি কর্তৃক আনীত সেই স্বর্ণসিংহাসন দর্শন করিল। উহার রক্তরাগখচিত মনি হইতে অরুণাভ দ্যুতি বিচ্যুত হইয়া ভবিষ্যতে রাজার সমস্ত প্রদেশ বলদ্বারা অধিকৃত হইবার আভাস সূচনা করিতেছিল। উহার মুক্তাখচিত রৌপ্যদণ্ডসমূহ যেন দন্তবিকাশপূর্বক রাজমন্ত্রিগণের বিস্ময়কর প্রতিভাদর্শনে পুনঃপুনঃ হাস্য করিতেছিল। দুন্দুভিনিনাদের মধুর শব্দদ্বারা নগরবাসিগণ তাহাদের আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল। এবং রাজার জয় সুনিশ্চিত জানিয়া মন্ত্রিবর্গ সাতিশয় উল্লসিত হইয়াছিল। কার্যারম্ভে এই প্রকার শুভ ঘটনা ভবিষ্যৎ সাফল্য সূচিত করে। বিদ্যুৎপ্রভার মত পতাকারাজি নভোদেশ আবৃত করিল, এবং রাজা জলদের ন্যায় অনুগতদের উপর স্বর্ণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। (৪১-৫০) ঐ দিবস উৎসবে অতিবাহিত করিয়া পরদিবস বৎসরাজের মনোগত অভিপ্রায় জানিবার উদ্দেশ্যে যৌগন্ধরায়ণ তাহাকে বলিল, 'হে রাজন্, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আপনার পূর্বপুরুষদের এই সিংহাসনে আরোহণ করিয়া উহাকে অলংকৃত করুন।" রাজা বলিলেন, "নিখিল রাজ্য জয় করিয়াই আমি ঐ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কীর্তি অর্জন করিতে সমর্থ হইব। আমার প্রথিতযশাঃ পূর্বপুরুষগণ সমগ্র মেদিনী জয় করিয়াই ঐ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সসাগরা রত্নগর্ভা পৃথিবী জয় না করিয়া আমি পূর্বপুরুষদিগের ঐ মহারত্নসিংহাসন অলংকৃত করিতে পারিব না।" এই কথা বলিয়া রাজা তখন ঐ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন না। অভিজাতবংশে যাহাদের জন্ম তাহারা

অকৃত্রিম মহৎগুণের অধিকারী হন। এই কথা শ্রবণ করিয়া যৌগন্ধরায়ণ পুলকিত হইয়া বলিল, "সাধু, মহারাজ, সাধু! প্রথমে পূর্বদেশ জয় করিবার উদ্যম করা যাউক।" এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন, "অন্যান্য দিক থাকিতে নৃপতিরা প্রথমে কেন পূর্বদিকে যাত্রা করেন?" ইহা শুনিয়া যৌগন্ধরায়ণ পুনরায় বলিল, "বিত্তশালী হইলেও উত্তরদিক ম্লেচ্ছ দ্বারা অধ্যুষিত। সূর্য ও অন্যান্য গ্রহাদির অস্তগমন হয় বলিয়া পশ্চিম দিকের গৌরব নাই। দক্ষিণ দিকে রাক্ষসেরা এবং যমরাজা বাস করেন। কিন্তু পূর্বদিকে রবি উদিত হন, দেবরাজ ইন্দ্র অধিষ্ঠান করেন এবং ঐ দিকেই জাহ্নবী প্রবাহিতা হন। সেইজন্য পূর্বদিকেরই গৌরব বেশী। অধিকন্তু হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী প্রদেশসমূহ গঙ্গাবারিতে পূত হওয়াতে ঐ দেশই প্রশস্ততম বলিয়া বিবেচিত হয়। সেইজন্য বিজয়েচ্ছু নৃপতিগণ সুরনদী অলঙ্কৃত ঐ রাজ্যেই বাস করিতে ইচ্ছা করেন। আপনার পূর্বপুরুষেরাও প্রাচীদেশ জয় করিতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরে হস্তিনাপুরে তাহাদের আবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্য পৌরুষাধীন, কোথায় তাহা অবস্থিত তাহার উপর নির্ভর করে না। সেইজন্য রম্য পরিবেশে অধিষ্ঠিত হওয়ায় শতানীক কৌশাম্বী নগরী আশ্রয় করিয়াছিলেন।' এই কথা বলিয়া যৌগন্ধরায়ণ নীরব হইলে, পুরুষকারে বিশ্বাসী রাজা বলিলেন, "ইহা অতীব সত্য যে কোন নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করিলেই পৃথিবীতে সাম্রাজ্য গঠন করা যায় না। স্বকীয় পৌরুষই সহায়তা লাভের একমাত্র উপায়। সাহসী পুরুষ কাহারও সহায়তা ব্যতীত নিজের পৌরুষে সফলতা অর্জন করে। এই প্রসঙ্গে সত্ত্ববান্ পুরুষের কাহিনী কি তুমি শ্রবণ কর নাই?" এই কথা বলিলে মন্ত্রিদের কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রাজ্ঞীদিগের সম্মুখে বৎসরাজ বক্ষ্যমান কাহিনী বিবৃত করিলেন। (৫১-৬৮)

বিদূষকের কাহিনী

ভূতলে বিখ্যাত উজ্জয়িনী নগরীতে পুরাকালে আদিত্যসেন নামক মহীপতি বাস করিতেন। তিনি ছিলেন সাহসের নিলয় এবং তাহার প্রতাপে তাহার রথ সূর্যের রথের ন্যায় সর্বত্র অপ্রতিহত গতি ছিল। যখন তাহার তুষার ধবল উচ্চ ছত্র আকাশ আলোকিত করিত তখন অন্যান্য নৃপতিবর্গ গ্রীষ্মের তাপ নিবারিত হওয়ায় তাহাদের ছত্র বন্ধ করিত। অম্বুনিধি যেরূপ জলের আধার তিনি সেইরূপ সমগ্র ভুবনে জাত রত্নাদির আধার ছিলেন। একদা কোন কারণে জাহ্নবীতীরে আগমন করিয়া তিনি সসৈন্যে তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তথায় তৎদেশজ গুণবর্মা নামক এক বিত্তবান বণিক একটি কন্যারত্নকে উপহারস্বরূপ আনয়নকরতঃ নৃপতি সকাশে আগমন করিয়া প্রতিহার প্রমুখ নৃপতিকে এই বার্তা প্রেরণ করিল, "ত্রিভুবনের রত্ন এই কন্যা আমার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আমি অন্য কাহাকেও ইহাকে সম্প্রদান করিতে পারি না,

কারণ দেব! একমাত্র আপনিই এই কন্যার স্বামী হইবার যোগ্য।" অতঃপর গুণবর্মা প্রবেশ করিয়া স্বয়ং নৃপতিকে তাহার কন্যা প্রদর্শন করাইল। রাজা তেজস্বতী নাম্নী সেই কন্যাকে দর্শন করিলেন। স্মরদেবের মন্দিরস্থিত রত্নসমূহের আভা শিখার ন্যায় সেই কন্যা তাহার দীপ্তিতে গগনমণ্ডলের সমস্ত দিক আলোকিত করিয়া স্বীয় সৌন্দর্যে চতুর্দিক আবৃত করিল। (৬৯-৭৭) নৃপতি তাহার প্রেমে পতিত হইয়া কামানলে দগ্ধ হইতে থাকিলেন এবং ঘর্মবিন্দুতে গলিত হইবার মত হইলেন। তিনি প্রধানা মহিষী হইবার উপযুক্ত সেই কন্যাকে গ্রহণ করিয়া গুণবর্মাকে আত্মবৎ সম্মানিত করিলেন। তেজস্বতীকে বিবাহ করিয়া জীবনের সকল উদ্দেশ্য সম্পাদিত হইয়াছে মনে করিয়া তাহার সহিত উজ্জয়িনীতে গমন করিলেন। তথায় রাজা সর্বদা তাহার মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন এবং অতীব প্রয়োজনীয় রাজকার্যের দিকেও দৃষ্টিপাত করিতেন না। তেজস্বতীর সঙ্গীতালাপে তাহার কর্ণ রুদ্ধ থাকায় দুঃস্থ প্রজাবর্গের ক্রন্দন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতে পারিত না। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তথায় বহুক্ষণ অবস্থান করিতেন এবং তথা হইতে বহির্গত হইতেন না, কিন্তু তাহার শত্রুদের হৃদয় হইতে ভীতিজ্বর নিষ্ক্রান্ত হইল। কিছুকাল পরে তেজস্বতীর গর্ভে অখিলজন কর্তৃক সমাদৃত তাহার এক কন্যারত্নের জন্ম হইল এবং তাহার হৃদয়েও প্রজাবর্গ কর্তৃক সমভাবে অভিনন্দিত বিজয়েচ্ছা জাগ্রত হইল। সেই অতিশয় সুরূপা কন্যা সৌন্দর্যে ত্রিভুবনকে তৃণসম করিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দ উৎপাদন করিয়াছিল এবং তাহার প্রতাপ তাহার হৃদয়ে বিজয়েচ্ছা জাগরিত করিয়াছিল। সেই নৃপতি আদিত্য সেন একদা এক উদ্ধত সামন্তকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত উজ্জয়িনী হইতে যাত্রা করিলে মহিষী তেজস্বতী একটি হস্তীর উপর আরূঢ়া হইয়া সৈন্যদিগের রক্ষাকর্ত্রীরূপে তাহার সহিত গমন করিলেন। তিনিও স্রোতস্বিনীর ন্যায় বেগবান ও সচল পর্বতের ন্যায় বিরাট এক উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ করিলেন। অশ্বটির বক্ষে ও মেখলায় কুঞ্চিত কেশর ছিল। সেই অশ্ব মুখ পর্যন্ত তাহার পদোত্তলন পূর্বক মনে হইত যেন স্বর্গে দৃষ্ট গরুড়ের গতির সহিত স্বীয় গতিবেগের প্রতিযোগিতা করিত এবং মস্তক ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্তকরতঃ ভয়হীন দৃষ্টিতে পৃথিবী পরিমাপ করিয়া যেন বলিতে চাহিত, "আমার গতির সীমা কতদূর হইবে?" কিয়দ্দূর গমন করিয়া রাজা একটি সমতল ভূমি প্রাপ্ত হইয়া তেজস্বতীকে দেখাইবার নিমিত্ত দ্রুতবেগে অশ্বকে ধাবিত করিলেন। রাজা গোড়ালি দ্বারা আঘাত করিলে যন্ত্র হইতে নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় সেই অশ্ব তীব্র বেগে লোকচক্ষুর অন্তরালে এক অজ্ঞাত দিকে প্রস্থান করিল। সৈন্যেরা বিহ্বলচিত্তে ইহা দেখিতে থাকিলে অশ্বারূঢ় সৈন্যগণ রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সহস্র দিকে ধাবিত হইয়াও অশ্বকর্তৃক অপহৃত নৃপতিকে ধরিতে সমর্থ হইল না। মন্ত্রী ও সৈন্যবর্গ বিপদ আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত আকুল হইয়া ক্রন্দনরতা রাজ্ঞীসহ উজ্জয়িনীতে প্রত্যাবর্তন

করিল। তাহারা পৌরবাসীদিগকে উৎসাহপ্রদানকরতঃ দ্বার রুদ্ধ করিল এবং প্রাচীররক্ষার ব্যবস্থা করিয়া নৃপতির সংবাদ প্রাপ্তির আশায় তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। (৭৮-৯৫)

এদিকে সেই ঘোটক অচিরাৎ ভূপতিকে দুর্দান্ত সিংহ অধ্যুষিত দুর্গম বিন্ধ্যারণ্যে আনয়ন করিল। তথায় অশ্ব বেগ সংবরণ করিয়া স্থির হইল। সেই মহারণ্যে কোথায় আগমন করিয়াছেন তাহা বুঝিতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ হইয়া তিনি বিহ্বল চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিপদ হইতে মুক্ত হইবার কোনও পথ দেখিতে না পাইয়া, রাজা, যিনি অশ্বটির পূর্বজন্মবৃত্তান্ত অবগত ছিলেন, বাজিসত্তমের পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া তাহার চরণতলে পতিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, "তুমি একটি দেবতা। তোমার ন্যায় জন্তু তাহার প্রভুর বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে না। সুতরাং তোমাকে আমার রক্ষাকর্তা বলিয়া মনে করিয়া তোমার শরণ লইলাম। এখন আমাকে কোন মঙ্গলপ্রদ পথে চালিত কর।" ঘোটকটি এই কথা শ্রবণ করিয়া অনুতপ্ত হইল এবং পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে নৃপতির অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইল, কারণ উত্তম অশ্বেরা দেবতার মত। তখন রাজা পুনরায় অশ্বে আরোহণ করিলে সেই তুরঙ্গম স্বচ্ছ শীতল তড়াগপূর্ণ একটি পথ দিয়া চলিতে থাকিলে রাজার পথশ্রম ক্লান্তি দূর হইল। সায়ংকালে সে শত যোজন অতিক্রম করিয়া নৃপতিকে উজ্জয়িনীর নিকট আনয়ন করিল। একটি অশ্ব গতিবেগে তাহার সপ্ত অশ্বকেও পরাজিত করিয়াছে দেখিয়া মনে হইল ভাস্কর যেন লজ্জায় পশ্চিমে পর্বতের অন্তরালে অস্তগমন করিল। চারিদিক অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে, উজ্জয়িনীর দ্বার রুদ্ধ এবং তৎকালে নগর প্রাচীরের বহির্দেশে অবস্থিত শ্মশান ভীষণরূপ ধারণ করিয়াছে দেখিয়া সেই বুদ্ধিমান অশ্ব নৃপতিকে প্রাচীরের বাহিরে একটি নির্জন স্থানে অবস্থিত ব্রাহ্মণদিগের গুপ্তবিহারে আশ্রয় লাভের নিমিত্ত আনয়ন করিল। সেই বিহার নিশিযাপনের উপযুক্ত স্থান হইবে মনে করিয়া এবং অশ্বটিও অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে দেখিয়া আদিত্য সেন উহাতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শ্মশানের রক্ষক অথবা চোর মনে করিয়া তথায় বসতকারী ব্রাহ্মণেরা তাহাকে প্রবেশ করিতে বাধা দিল। (৯৬-১০৭) তাহারা কলহপরায়ণ হইয়া নিষ্ঠুর অঙ্গভঙ্গী করিয়া বহির্দেশে আগমন করিল। সাম বেদাধ্যয়নরত ব্রাহ্মণেরা ভয়, কর্কশতা এবং ক্রোধের নিলয়। তাহারা যখন কোলাহল করিতেছিল তখন অসমসাহসিক ও গুণবান্ বিদূষক নামক একজন বিপ্র বিহার হইতে নির্গত হইল। সেই যুবকের বাহুতে শক্তি ছিল এবং অগ্নিদেবের তপস্যা করিয়া সেই দেবতার নিকট হইতে সে একটি উত্তম খড়্গ লাভ করিয়াছিল, যাহা স্মরণ করিবামাত্রই তাহার নিকট উপস্থিত হইত। নিশীথে আগত নৃপতির ভব্যবেশ দেখিয়া সে মনে মনে চিন্তা করিল ইনি নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশী

দেবতা হইবেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে দূরে অপসৃত করিয়া সে তাহার সম্মুখে নত হইয়া তাহাকে সসম্মানে মঠের অভ্যন্তরে আনয়ন করিল। বিশ্রামান্তে দাসীরা ধূলি-ধৌত করিলে বিদূষক রাজার নিমিত্ত তাহার উপযুক্ত আহার্য প্রস্তুত করিল এবং ঘোটকটিকে ঘাস, যব ইত্যাদি প্রদান করিয়া তাহার ক্লান্তি অপনোদন করিল। অতঃপর নৃপতির নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহাকে বলিল, "প্রভো, আমি আপনার শরীর রক্ষা করিব, আপনি সুখে নিদ্রা যান।" শ্রান্ত রাজা যখন সুপ্ত ছিলেন তখন ব্রাহ্মণ অগ্নিদেব প্রদত্ত খড়্গ হস্তে দ্বার রক্ষা করিতেছিল। স্মরণ করিবা মাত্রই খড়্গটি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। (১০৮-১১৬)

পরদিবস প্রাতঃকালে কোন আদেশ না প্রাপ্ত হইয়াই নৃপতি জাগ্রত হইবামাত্রই বিদূষক স্বেচ্ছায় তাহার নিমিত্ত অশ্ব সজ্জিত করিলে, তিনি স্বীয় ঘোটকে আরোহণ—পূর্বক উজ্জয়িনী নগরীতে প্রবেশ করিলেন এবং পৌরজন দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া আনন্দবিহ্বল হইল। তিনি নগরীতে প্রবেশ করিবামাত্রই তাহার প্রত্যাবর্তনে আনন্দিত হইয়া পুরবাসিগণ কলকোলাহল করিতে করিতে তাহার সমীপবর্তী হইল। মন্ত্রীদের সহিত রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলে মহিষী তেজস্বতীর বক্ষ হইতে নিদারুণ কষ্ট অন্তর্হিত হইল। আনন্দের সহিত বায়ুতাড়িত চীনাংশুকের পতাকাশ্রেণী দৃষ্টে মনে হইল নগরী হইতে শোক অন্তর্ধান করিয়াছে। সমস্তদিবস রাজ্ঞী উৎসবানন্দে মত্ত রহিলেন এবং পৌরজন ও দিবাকর সিন্দুররাগরঞ্জিত না হওয়া পর্যন্ত ঐরূপ চলিতে লাগিল। পর দিবস ভূপতি আদিত্যসেন সমস্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত বিদূষককে বিহার হইতে আনয়ন করিয়া রাত্রের ঘটনা বিবৃত করিয়া তাহার উপকারী বিদূষককে এক সহস্র গ্রাম দান করিলেন। কৃতজ্ঞ নরপতি সেই বিপ্রকে ছত্র এবং হস্তী প্রদান-পূর্বক তাহাকে রাজপুরোহিত পদে নিযুক্ত করিলে জনগণ কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাহার দিকে নয়নপাত করিতে লাগিল। বিদূষক সম্মানে একজন সামন্তরাজের তুল্য হইল। মহৎ ব্যক্তির উপকার সাধন করিলে তাহা ফলপ্রসূ না হইয়া কি পারে! মহামতি বিদূষক নৃপতি প্রদত্ত গ্রামসমূহ মঠবাসী অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের সহিত দখল করিলেন এবং রাজসভায় রাজার নিকট অবস্থানকরতঃ অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের সহিত গ্রামগুলির উপসত্ব ভোগ করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ধনমদে মত্ত ব্রাহ্মণগণ বিদূষককে গ্রাহ্য না করিয়া প্রত্যেকেই প্রধান হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল এবং বিভিন্ন স্থানে সপ্ত জন করিয়া গোষ্ঠী সংগঠন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতাকরতঃ দুষ্টগ্রহের ন্যায় গ্রাম-সমূহের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। বিদূষক তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি উদাসীন ছিল, কারণ হীনচেতা ব্যক্তির প্রতি ধীমানদিগের অবজ্ঞা প্রকাশ করাই শোভা পায়। একদা উহাদিগকে কলহরত দর্শন করিয়া চক্রধর নামক একজন নিষ্ঠুরচেতা ব্রাহ্মণ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল। চক্রধর স্বয়ং কানা হওয়া সত্ত্বেও অপরের

বিষয়ে কি ন্যায্য হইবে তাহা পরিষ্কার দেখিতে পাইত এবং কুব্জ হইয়াও সরলভাবে কথা বলিত। (১১৭-১৩৩) সে বলিল, "রে শঠেরা, তোরা যখন ভিক্ষাপূর্বক জীবনধারণ করিতিস তখন তোদের অকস্মাৎ এই সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল, তবে কেন তোরা পরস্পরের প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া গ্রামগুলি ধ্বংস করিতেছিস? তোদের এইরূপ করিতে দিয়া বিদূষক নিজে দোষী হইয়াছে; অতএব তোদের যে পুনরায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভিক্ষা করিতে হইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বিবিধ মতাবলম্বী বহু নায়ক কর্তৃক সর্বনাশ ঘটা হইতে নায়কবিহীন অবস্থা, যেথায় প্রত্যেকে প্রত্যেকের বুদ্ধিতে দৈব দ্বারা চালিত হয় তাহা শ্রেয়তর। সুতরাং আমার উপদেশ গ্রহণ কর। যদি নিজেদের অবিচ্ছিন্ন সমৃদ্ধি রক্ষা করিতে চাস্ তবে একজন দৃঢ়চেতা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে তোদের নায়ক পদে বৃত কর, কারণ একজন সমর্থ নিয়ামকই উহা সাধন করিতে পারিবে।" উহা শ্রবণ করিয়া প্রত্যেকেই নায়ক হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে চক্রধর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পুনরায় ঐ মূর্খদিগকে বলিল, "তোরা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিস, আমি এই বিরোধ নিরসন করিবার একটি উপায় বলিতেছি। সমীপবর্তী শ্মশানে তিনটি চোরকে শূলে বধ করা হইয়াছে। রাত্রিবেলা ঐ তিন জনের নাসিকা কর্তনকরতঃ সেইগুলি হেথায় আনয়ন করিতে যাহার সাহস আছে সেই ব্যক্তিই তোদের নায়কত্বে বৃত হইবে, কারণ বীরপুরুষই নায়ক হইবার যোগ্য।" যখন চক্রধর ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে এই প্রস্তাব করিতেছিল তখন তাহাদের নিকটে দণ্ডায়মান বিদূষক বলিল, "ইহাই করা হউক, ইহাতে ভীত হইবার কি আছে?" তখন বিপ্রেরা তাহাকে বলিল, "আমাদের ইহা করিবার সাহস নাই, যে ইহা করিতে সমর্থ হইবে আমরা তাহার অধিনায়কত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত।" তখন বিদূষক বলিল, "বেশ, তবে আমিই ইহা করিব। রাত্রিযোগে ঐ চৌরদিগের নাসিকা ছেদন করিয়া আমি শ্মশান হইতে ঐগুলি আনয়ন করিব।" তখন ঐ মূঢ়গণ এই কার্য করা দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া বলিল, "তুমি যদি উহা করিতে সমর্থ হও তবে তুমি আমাদের প্রভু হইবে। আমরা এই সর্ত করিলাম।" তাহারা এই সর্ত করিলে রজনী আগত হইলে বিদূষক বিপ্রদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্মশানে গমন করিল। অগ্নিদেব প্রদত্ত খড়্গ স্মরণমাত্র তাহার নিকট উপস্থিত হইলে সেই খড়্গটিকে একমাত্র সঙ্গী করিয়া নিজের ভীষণ কার্যসাধন করিবার নিমিত্ত সে বীরপুরুষের ন্যায় শ্মশানে প্রবেশ করিল। (১৩৪-১৪৬) ডাকিনীদিগের চিৎকারে গৃধিনী ও শৃগালদিগের কলরব বর্ধিত হইয়াছিল এবং চিতানল অগ্নিস্রাবী উল্কামুখী ভূতদিগের নিঃশ্বাসে দ্বিগুণিত হইয়াছিল। সেই আলোকে সে দেখিতে পাইল নাসিকা কর্তিত হইবার ভয়ে ভীত হইয়া ঐ চোরগুলির মুখ ঊর্ধ্বদিকে প্রসারিত হইয়াছে। তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে বেতাল কর্তৃক আশ্রিত ঐ তিন চোর উহাকে মুষ্টিদ্বারা আঘাত

করিলে সেও খড়্গ দ্বারা তাহাদের প্রত্যাঘাত করিল, কারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ধীমান্ ব্যক্তির হৃদয়ে ভয় প্রবেশ করিতে পারে না। অতঃপর শবগুলি আর বেতালদ্বারা বিকারগ্রস্ত হইল না এবং সফলকাম বীর উহাদের নাসিকা ছেদনকরতঃ সেগুলি স্বীয় বস্ত্রে বন্ধন করিয়া আনয়ন করিল। তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় সে দেখিতে পাইল একটি প্রব্রাজক শবের উপর উপবেশন করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে এবং প্রব্রাজক কি করিতে যাইতেছে তাহা দেখিবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সে তাহার পশ্চাতে গোপনে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। অচিরাৎ প্রব্রাজক অধঃস্থিত শবটি ফুৎকার করিলে তাহার মুখ হইতে অগ্নিশিখা এবং নাভিদেশ হইতে সর্ষপ নির্গত হইল। তখন পরিব্রাজক সর্ষপগুলি হস্তে গ্রহণ করিল এবং উত্থিত হইয়া হস্ততল দ্বারা শবটিকে আঘাত করিলে উত্তালবেতাল অধ্যুষিত ঐ শব দণ্ডায়মান হইল এবং পরিব্রাজক তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। বিদূষকও অলক্ষ্যে নীরবে তাহার অনুসরণ করিল। অল্প দূর অতিক্রম করিতেই বিদূষক কাত্যায়ণীদেবীর মূর্তি সংবলিত একটি শূন্য মন্দির দেখিতে পাইল। তখন পরিব্রাজক বেতালের স্কন্ধ হইতে অবতরণ করিয়া মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলে বেতাল ভূতলে পতিত হইল। পরিব্রাজকের অলক্ষ্যে থাকিয়া বিদূষক তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। দেবীর অর্চনা করিয়া প্রব্রাজক বলিতে লাগিল, "দেবি, আমার উপর তুষ্ট হইয়া থাকিলে আপনি আমাকে আমার ঈপ্সিত বর প্রদান করুন। যদি তাহা না করেন তবে নিজেকে বলিপ্রদান করিয়া আপনার পূজা করিব।" (১৪৭-১৬১) স্বীয় শক্তিশালী মন্ত্রের সাফল্যে গর্বিত প্রব্রাজক এই কথা বলিলে গর্ভগৃহ হইতে একটি বাণী তাহাকে বলিল, "নৃপতে, আদিত্যসেনের কন্যাকে হেথায় আনয়নকরতঃ বলিপ্রদান করিলে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রব্রাজক বাহিরে আগমনকরতঃ পুনরায় হস্তদ্বারা বেতালকে আঘাত করিলে সে ফুৎকার পূর্বক দণ্ডায়মান হইল এবং তাহার মুখ হইতে অগ্নিশিখা বহির্গত হইতে লাগিল। প্রব্রাজক তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক রাজকুমারীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত আকাশপথে গমন করিল। গুপ্তস্থান হইতে এই সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিয়া বিদূষক চিন্তা করিতে লাগিল, "আমি জীবিত থাকিতেও কি রাজপুত্রীকে হত্যা করিবে? ঐ পাপাত্মা প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আমি এইস্থানেই অবস্থান করিব।" এইরূপে কৃতসংকল্প হইয়া বিদূষক সেই স্থানেই থাকিয়া গেল। প্রব্রাজক গবাক্ষ দ্বারা রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া নিশাকালে রাজার দুহিতাকে নিদ্রিত দেখিতে পাইল। রাজকুমারীর কান্তি রাহুগ্রস্ত শশীকলার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিল এবং তাহাকে লইয়া সে তমোময় আকাশপথে ফিরিয়া আসিল। শোকে মুহ্যমান রাজকন্যা, "হা মাতঃ! হা পিতঃ!" বলিয়া ক্রন্দন করিতেছিল এবং তাহাকে লইয়া সে সেই দেবীমন্দিরেই অবতরণ করিল। অতঃপর বেতালকে বিদায় প্রদান করিয়া

সে ঐ কন্যাসহ গর্ভগৃহে প্রবেশকরতঃ যখন রাজকন্যাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল তখন বিদূষক খড়্গ লইয়া তথায় প্রবেশ করিল। সে প্রব্রাজককে বলিল, "রে পাপাত্মা, তুই এই মালতীকুসুমসদৃশ কোমল অঙ্গ বজ্রকঠিন শস্ত্রদ্বারা আঘাত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিস্ ?" এই কথা বলিয়া কেশাকর্ষণ পূর্বক ঐ কম্পমান প্রব্রাজকের মস্তক খড়্গ দ্বারা ছেদন করিল। ভয়াকুলা রাজপুত্রী তাহাকে চিনিতে পারিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলে সে তাহাকে প্রবোধ দান করিল। তখন সেই বীর চিন্তা করিতে লাগিল, 'এখন আমি কি প্রকারে রাজদুহিতাকে এই স্থান হইতে রাজান্তঃপুরে লইয়া যাইব ?" (১৬২-১৭৬) তখন অন্তরীক্ষ হইতে এক দৈববাণী তাহাকে বলিল, 'বিদূষক শ্রবণ কর। তোমা কর্তৃক নিহত প্রব্রাজক একটি বেতাল ও কতিপয় সর্ষপবীজের অধিকারী হইয়া পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়া রাজপুত্রীদিগকে বিবাহ করিতে বাঞ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু অদ্য ঐ মূঢ় তাহা হইতে বঞ্চিত হইল। যাহাতে আকাশমার্গে বিচরণ করিতে সমর্থ হও সেইজন্য হে বীর, মাত্র অদ্য রজনীর নিমিত্ত ঐ সর্ষপ বীজসমূহ গ্রহণ কর।" এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া বিদূষক অতিশয় হৃষ্ট হইল। কখন কখন দেবতারা এই প্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রব্রাজকের বস্ত্রাঞ্চল হইতে সর্ষপ হস্তে গ্রহণ করিয়া এবং রাজকুমারীকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া যখন সে ঐ দেবীমন্দির হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল তখন পুনরায় দৈববাণী হইল, "মাসান্তে তুমি এই দেবীমন্দিরে পুনরায় আগমন করিবে, হে মহাবীর, এই কথা বিস্মৃত হইবে না।" এই কথা শ্রবণকরতঃ "আমি তাহাই করিব"—এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া সে তৎক্ষণাৎ দেবীর অনুগ্রহে রাজকুমারীসহ আকাশপথে উড্ডীন হইল। অতঃপর নভঃপথে আগমনকরতঃ রাজকুমারীকে অন্তঃপুরে তাহার কক্ষে সত্বর স্থাপিত করিয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিল, "কল্য প্রভাতে আমি আকাশপথে গমন করিতে সমর্থ হইব না, কারণ আমি সকল ব্যক্তির নয়নগোচর হইব, সুতরাং আমাকে এইক্ষণেই চলিয়া যাইতে হইবে।" সে এই কথা বলিলে রাজদুহিতা শঙ্কিত হইয়া বলিল, "আমি এতই ভয়ে ব্যাকুলা হইয়াছি যে আপনি চলিয়া যাওয়া মাত্র আমার নিঃশ্বাস আমার দেহ পরিত্যাগ করিবে। সুতরাং হে মহাবীর, আপনি প্রস্থান করিবেন না, পুনর্বার আমার জীবন রক্ষা করুন। সদ্ব্যক্তিগণ আজন্ম তাহাদের কর্তব্য কর্ম গ্রহণ করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া বীরপ্রবর বিদূষক চিন্তা করিল, "এই কুমারীকে পরিত্যাগ করিয়া আমি যদি গমন করি তবে হয়ত সে ভয়ে মৃতা হইবে। তবে আমি রাজভক্তির কি নিদর্শন রাখিব ?" এই কথা চিন্তা করিয়া সে রাত্রিতে অন্তঃপুরেই থাকিয়া গেল এবং জাগরণ ও শ্রান্তিতে সে ক্রমে ক্রমে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। সন্ত্রস্তা রাজকুমারী বিনিদ্র অবস্থায় নিশিযাপন করিল। (১৭৭-১৯১)। এমন কি প্রভাত হইলেও সে নিদ্রিত বিদূষককে

জাগ্রত করিল না। প্রেমার্দ্র চিত্তে ভাবিতে লাগিল, "উনি আরও ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন।" অন্তঃপুর পরিচারিকারা প্রবেশ করিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া সসম্ভ্রমে সেইকথা রাজার নিকট ব্যক্ত করিল। রাজা প্রতিহারকে সত্য কথা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলে সে প্রবেশ করিয়া বিদূষককে তথায় দেখিতে পাইল। রাজকুমারীর নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সে নৃপতি সকাশে গমনপূর্বক তাহা নিবেদন করিল। বিদূষকের প্রকৃতি মহৎ ইহাতে স্থির নিশ্চিত হইয়া তিনি উদভ্রান্ত চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "ইহার মর্মার্থ কি হইতে পারে?" তিনি বিদূষককে রাজকুমারীর কক্ষ হইতে আনয়ন করিলেন। রাজকুমারীর প্রেমসিক্ত হৃদয়ও তাহার অনুগমন করিল। নৃপতি কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া বিদূষক আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল এবং বস্ত্রাঞ্চল হইতে চোরদিগের ছিন্ন নাসিকা ও প্রব্রাজিকের অপার্থিব সর্ষপ দেখাইল। এই সমস্ত নিদর্শন হইতে, বিদূষকের কাহিনী নিশ্চয়ই সত্য হইবে ইহা অনুমান করিয়া মহামতি নৃপতি তথা হইতে চক্রধরসহ সমস্ত বিপ্রদিগকে আনয়নকরতঃ ঘটনাটির মূল কারণ জানিতে চাহিলেন। (১৯২-২০০) স্বয়ং শ্মশানে গমন করিয়া ছিন্ননাসিকা চোরগণকে এবং ছিন্নমস্তক প্রব্রাজককে দর্শনকরতঃ কাহিনীটির উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া তাহার দুহিতার প্রাণরক্ষাকর্তা বিদূষকের উপর প্রীত হইয়া সেই স্থানেই স্বীয় কন্যাকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিলেন। উদারচেতা ব্যক্তি উপকারীর উপর তুষ্ট হইয়া তাহাকে কি না প্রদান করেন? কমলপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবী নিশ্চয়ই রাজকুমারীর হস্ততলে বাস করিতেন কারণ বিবাহের সময় সেই হস্ত গ্রহণ করিবার পর তাহার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল। বিদূষক খ্যাতি লাভ করিয়া নৃপতি আদিত্যসেনের সেবায় নিযুক্ত হইয়া তাহার প্রাসাদে প্রিয় ভার্যার সহিত বাস করিতে লাগিল। কতিপয় দিবস অতিক্রান্ত হইলে রাজকুমারী একদা রাত্রিকালে কোন অদৃষ্ট শক্তি কর্তৃক পরিচালিতা হইয়া বিদূষককে বলিল, "নাথ! আপনার কি স্মরণে আছে যখন আপনি দেবীমন্দিরে ছিলেন তখন এক দৈববাণী হইয়াছিল, 'মাসান্তে তুমি এই স্থানে আসিও।' আজ মাসের শেষ দিবস, আপনি সেই কথা বিস্মৃত হইয়াছেন।" কান্তা এই কথা বলিলে, "সাধু, সুন্দরি, সাধু! তোমার সেই কথা মনে আছে, কিন্তু আমি সম্পূর্ণই বিস্মৃত হইয়াছিলাম।" এই কথা বলিয়া পারিতোষিক স্বরূপ সে তাহাকে আলিঙ্গন প্রদান করিল। রাজকন্যা নিদ্রিত হইলে সে রজনীতে অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হইয়া খড়্গ হস্তে দেবীর মন্দিরে আগমনকরতঃ বাহির হইতে বলিল, "আমি বিদূষক, আগমন করিয়াছি।" অভ্যন্তর হইতে সে একটি বাক্য উচ্চারিত হইতে শুনিতে পাইল, "বিদূষক, ভিতরে আইস।" সে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া একটি দিব্যপ্রাসাদ দেখিতে পাইল। তাহার অভ্যন্তরে দিব্য পরিচ্ছদভূষিতা এক দিব্যপ্রভা রমণী প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়

স্বীয় দ্যুতিতে অন্ধকার অপনোদন পূর্বক হরকোপানলে দগ্ধ সুরদেবের সঞ্জীবনী ঔষধের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। (২০১-২১৩) সে যখন আশ্চর্যান্বিত হইয়া, "ইহার কি অর্থ হইতে পারে?" এই কথা চিন্তা করিতেছিল, তখন সেই রমণী তাহাকে সস্নেহে বহু সম্মান প্রদর্শনপূর্বক স্বয়ং সানন্দে অভ্যর্থনা করিল। তাহার স্নেহে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া সে উপবিষ্ট হইল এবং বিষয়টির প্রকৃত তাৎপর্য অবগত হইবার নিমিত্ত উৎসুক হইলে রমণী তাহাকে বলিল, "আমি ভদ্রা নাম্নী উচ্চবংশীয়া একজন বিদ্যাধরী, স্বেচ্ছামত বিচরণ করিবার সময় তৎকালে আমি তোমার দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। তোমার সদ্গুণে আকৃষ্ট হইয়া সেই সময় অদৃষ্ট থাকিয়া তুমি যাহাতে পুনরায় এইস্থানে প্রত্যাবর্তন কর সেইজন্য ঐ কথা উচ্চারণ করিয়াছিলাম। অদ্য মায়াবলে রাজকুমারীকে বিভ্রান্ত করিয়া মৎ কর্তৃক প্রবুদ্ধা হইয়া সে তোমাকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। তোমার নিমিত্তই আমি এইস্থানে আগমন করিয়াছি। হে, সুন্দর! আমার দেহ তোমাকে অর্পণ করিতেছি, তুমি আমার পাণিগ্রহণ কর।" বিদ্যাধরী ভদ্রার এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ভব্য বিদূষক গান্ধর্বমতে তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া স্বীয় পৌরুষের পুরস্কার স্বরূপ প্রিয়া ভার্যার সহিত স্বর্গভোগ করিতে করিতে সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিল।

ইতোমধ্যে নিশান্তে স্বামীর অদর্শনে রাজকুমারী হতাশায় মগ্ন হইয়া পড়িল এবং গাত্রোত্থানপূর্বক স্খলিতপাদ কম্পিত দেহে অশ্রুপূর্ণ লোচনে বিহ্বলচিত্তে মাতৃসকাশে গমন করিল। (২১৪-২২৩) সে মাতাকে বলিল রজনীতে তাহার স্বামী কোথায় প্রস্থান করিয়াছে এবং নিজে কোনও অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইল। কন্যার প্রতি স্নেহবশতঃ তাহার জননীও শোকে বিহ্বল হইলেন। ক্রমে ক্রমে রাজার নিকট এই বার্তা নীত হইলে তিনিও অত্যন্ত আকুল হইয়া তথায় আগমন করিলেন। "আমি অবগত আছি আমার পতি শ্মশানের বহির্দেশেঅব স্থিত দেবীমন্দিরে গমন করিয়াছেন।" রাজকুমারীর নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা স্বয়ং তথায় গমন করিলেন। বিদ্যাধরীর মায়াবিদ্যাবলে বিদূষক গুপ্ত থাকায় বহু অন্বেষণ করিয়াও রাজা তাহার দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। রাজা প্রত্যাবর্তন করিলে তাহার দুহিতা যখন প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইল তখন এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহার নিকট আগমন করিয়া বলিল, "দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিও না। তোমার পতি সম্প্রতি স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ করিতেছে। সে শীঘ্রই তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে।" "পতি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিবেন" এই কথা হৃদয়ে গভীরভাবে মুদ্রিত হওয়াতে সেই আশায় রাজকুমারী প্রাণ ধারণ করিয়া রহিল। (২২৪-২৩০)

যখন বিদূষক ঐস্থানে বাস করিতেছিল তখন তাহার পত্নীর যোগেশ্বরী নাম্নিকা এক সখী ভদ্রার নিকট আগমন করিয়া তাহাকে গোপনে বলিল, "সখি, তুমি একজন

মনুষ্যের সঙ্গে বাস কর বলিয়া বিদ্যাধরেরা ক্রোধবশতঃ তোমার ক্ষতি করিতে চাহিতেছে, সুতরাং তুমি এইস্থান পরিত্যাগ কর। পূর্ব সমুদ্রের পারে কর্কোটক নামক নগর আছে। তাহাকে অতিক্রম করিয়া শীতোদা নাম্নী পূতসলিলা নদী আছে। তাহা অতিক্রম করিলে সিদ্ধদিগের ভূমিতে উদয় নামক এক বিরাট পর্বত আছে। বিদ্যাধরেরা সেই প্রদেশ আক্রমণ নাও করিতে পারে। মর্তের মনুষ্যটিকে এইস্থানে পরিত্যাগকরতঃ তুমি সত্বর তথায় গমন কর এবং তথায় যাত্রা করিবার পূর্বে তাহাকে এইসব কথা বলিলে সে পরে ত্বড়িৎগতিতে তোমার নিকট গমন করিতে সমর্থ হইবে।" তাহার সখী এই কথা বলিলে ভদ্রা যদিও বিদূষকের উপর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল তথাপি অতিশয় শঙ্কিত হইয়া সেইস্থান পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইল। বিদূষকের নিকট তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া এবং স্বীয় অঙ্গুরীয়ক তাহাকে প্রদানকরতঃ রজনীর অবসান সময়ে সে তথা হইতে তিরোধান করিল। তৎক্ষণাৎ বিদূষক দেখিতে পাইল সে সেই দেবীমন্দিরে রহিয়াছে, ভদ্রাও নাই এবং কোন প্রাসাদও নাই। ভদ্রার মায়াবিদ্যার প্রভাব মনে করিয়া এবং অঙ্গুরীয়কটি অবলোকন করিয়া সে বিস্ময়ে এবং হতাশায় মুহ্যমান হইল। ভদ্রার বাক্যকে স্বপ্ন মনে করিয়া সে চিন্তা করিতে লাগিল, "যাত্রা করিবার পূর্বে সে আমাকে উদয়াচলে তাহার সহিত মিলিত হইতে বলিয়াছিল। কিন্তু এই দেশবাসিগণ আমাকে দেখিলে ইহাদের নৃপতি আমাকে গমন করিতে দিবেন না, সুতরাং যাহাতে আমার কার্যসিদ্ধি হয় তন্নিমিত্ত একটি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। (২৩১-২৪৩) এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্য বেশ ধারণকরতঃ ছিন্নবস্ত্রে ধূলি-ধূসরিত হইয়া, "হা ভদ্রা! হা ভদ্রা!" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে সেই মন্দির হইতে নির্গত হইল। তৎক্ষণাৎ তৎস্থানবাসী জনগণ, "ঐ যে বিদূষককে পাইয়াছি" বলিয়া কলরব করিয়া উঠিল। ইহা শ্রবণকরতঃ নৃপতি স্বয়ং তথায় আগমনকরতঃ বিদূষককে উন্মাদ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধৃতপূর্বক পুনরায় নিজের প্রাসাদে লইয়া গেলেন। তথায় অবস্থিতিকালে স্নেহাকুল ভৃত্য ও বান্ধবেরা তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে কেবল, "হা ভদ্রা! হা ভদ্রা!" বলিয়া প্রত্যুত্তর করিল। বৈদ্যদিগের কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গরাগ গাত্রে লেপন করিলে সে প্রচুর ভস্মরেণু দ্বারা দেহ মলিন করিত। অনুরাগবশতঃ রাজকুমারী স্বহস্তে যে খাদ্য তাহাকে দিত সে তৎক্ষণাৎ তাহা নিক্ষেপ করিয়া পদ দ্বারা দলিত করিত। কোন বিষয়ে আগ্রহ না দেখাইয়া সে বস্ত্রাদি ছিন্ন করিয়া তথায় উন্মাদবৎ আচরণ করিয়া কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিল। আদিত্যসেন মনে মনে চিন্তা করিলেন, "ইহার রোগ আরোগ্যের অতীত, সুতরাং ইহাকে কষ্ট দিয়া আর কি হইবে? সে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আমার ব্রহ্মহত্যার পাপ হইবে। সে ইচ্ছামত ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইলে হয়ত কালক্রমে রোগমুক্ত হইতে প রিবে, সুতরাং এই ব্যক্তি চলিয়া

যাউক।" বিদূষক এইরূপে মুক্তি পাইলে স্বেচ্ছামত পদচারণা করিতে করিতে পর-দিবস অঙ্গুরীয়কটি সঙ্গে লইয়া ভদ্রার অন্বেষণে যাত্রা করিল। পূর্বদিকে যাইতে যাইতে পৌণ্ড্রবর্ধন নামক এক নগর তাহার যাত্রাপথে পড়িল। তথায় বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর গৃহে প্রবেশ করিয়া সে বলিল, "মাতঃ, আমি অদ্য রজনী এইস্থানে যাপন করিতে চাই।" তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া অতিথিসৎকারান্তে বৃদ্ধা অন্তর বেদনায় তাহাকে বলিল, "বৎস, তোমাকে এই গৃহাদি দান করিলাম, আমি আর এই স্থানে বাস করিতে সমর্থ হইব না।" বিস্ময়াভূত হইয়া সে তাহাকে বলিল, "আপনি এইরূপ কথা বলিতেছেন কেন?" তখন বৃদ্ধা বলিল, "আমি সমস্ত বৃত্তান্ত তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর।" সে বলিতে লাগিল। "বৎস, এই নগরে দেবসেন নামক নরপতি বাস করেন। তাহার ভূতলের ভূষণ এক কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সন্তান-বৎসল রাজা বলিলেন, "আমি অতি কষ্টে একটি মাত্র কন্যা লাভ করিয়াছি সুতরাং ইহার নাম 'দুঃখলব্ধিকা' রাখিলাম। (২৪৪-২৬১)

কালক্রমে সেই কন্যা যৌবন প্রাপ্তা হইলে নৃপতি স্বীয় প্রাসাদে কচ্ছপরাজকে আনয়নকরতঃ তাহার সহিত দুহিতাকে বিবাহ দিলেন। কচ্ছপাধীশ রাত্রে রাজ-কুমারীর অন্তঃপুরে প্রথমবার প্রবেশ করিতেই মৃত হইলেন। অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া নৃপতি আবার তাহাকে অন্য রাজার সহিত বিবাহ দিলে সেও তদ্রূপ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। যখন ঐরূপ ঘটিবে ভয় করিয়া অন্য কোনও নৃপতি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইল না তখন সেনাপতিকে তিনি স্বয়ং আদেশ করিলেন, তুমি প্রত্যহ এই রাজ্যের প্রতিগৃহ হইতে একজন ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়কে আনয়নকরতঃ তাহাকে আমার দুহিতার অন্তঃপুরে প্রেরণ করিবে। দেখা যাউক, কয়জন মৃত্যুবরণ করে এবং কতকাল এইরূপ চলে। যে নিষ্কৃতি পাইবে সে পরে আমার কন্যার পতি হইবে। বিধির বিধান লঙ্ঘন করা অসম্ভব।" নৃপতির নিকট হইতে এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সেনাপতি নগরের প্রতিগৃহ হইতে এক একজনকে আনয়ন করে এবং এইরূপে শত শত ব্যক্তি রাজকুমারীর কক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। হয়ত পূর্ব জন্মে অনেক পাপ করিয়াছিলাম। আমার একটি পুত্র সন্তান আছে। অদ্য প্রাসাদে গমনকরতঃ তথায় মৃত্যু হইবার পালা তাহার আসিয়াছে। পুত্রহীন হইয়া আমি আগামীকল্য অগ্নিতে প্রবেশ করিব। সুতরাং পরজন্মে যাহাতে আমার এই দশা না হয় আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে তোমার ন্যায় যোগ্য ব্যক্তিকে আমার গৃহ স্বহস্তে দান করিলাম।" সে এই কথা বলিলে পর দৃঢ়চেতা বিদূষক বলিল, "ঘটনাটি যদি ইহাই হইয়া থাকে তবে মাতঃ আপনি হতাশ হইবেন না। অদ্যই আমি তথায় গমন করিব। আপনার একমাত্র পুত্র জীবিত রহুক।" "আমি কেন এই ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হইব?" এই কথা মনে করিয়া আপনি বিষাদগ্রস্ত হইবেন না, কারণ

আমি মায়াবলে বলীয়ান, তথায় গমন করিলে আমার কোন বিপদ হইবে না।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণী বলিল, "তুমি নিশ্চয়ই কোন দেবতা হইবে। আমার পুণ্যের পুরস্কার প্রদান করিতে হেথায় আগমন করিয়াছ। বৎস আমার প্রাণ দান কর এবং তোমার নিজেরও কুশল লাভ হউক।" (২৬১-২৭৫) বৃদ্ধা তাহার কার্যে সম্মতি প্রদান করিলে সেনাপতি কর্তৃক নিযুক্ত কিঙ্কর সায়ংকালে তাহাকে রাজকুমারীর কক্ষে লইয়া গেল। তথায় সে যৌবনগর্বে গর্বিতা অনচয়িত বহু পুষ্পভারাবনত বল্লরীর ন্যায় রাজকুমারীর দর্শন লাভ করিল। নিশাগমে রাজপুত্রী তাহার শয্যায় গমন করিলে বিদূষক খড়্গ হস্তে সেই কক্ষে জাগ্রত থাকিয়া মনে মনে চিন্তা করিল, "এই স্থানে কে ব্যক্তিদিগকে হত্যা করে তাহা আমাকে জানিতেই হইবে।" সমস্ত ব্যক্তি নিদ্রিত হইলে সে দেখিতে পাইল কক্ষের প্রবেশদ্বার প্রথমে উন্মোচন করিয়া এক বিরাটকায় রাক্ষস শত শত ব্যক্তির যমদণ্ড স্বরূপ হস্তবিস্তার করিয়া তথায় দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু ক্রুদ্ধ বিদূষক লম্ফপ্রদানপূর্বক সম্মুখে অগ্রসর হইয়া অকস্মাৎ খড়্গের এক কোপে রাক্ষসের বাহু ছেদন করিল। ছিন্নবাহু নিশাচর তাহার অপূর্ব সাহসে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভয়ে পলায়ন করিল এবং আর ফিরিয়া আসিল না। জাগ্রত হইয়া রাজকুমারী রাক্ষসের ছিন্নবাহু দর্শন করিয়া যুগপৎ ভীত, হৃষ্ট এবং বিস্ময়ান্বিত হইল। প্রাতঃকালে নৃপতি দেবসেন কন্যার কক্ষদ্বারে ছিন্নবাহু পতিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। মনে হইল, এখন হইতে আর কোনও ব্যক্তি এখানে প্রবেশ করিবে না--এই কথা বলিবার নিমিত্তই যেন দ্বারটি সুদীর্ঘ অর্গল দ্বারা বদ্ধ করিয়াছিল। অতঃপর হৃষ্ট নৃপতি দিব্যশক্তি সমন্বিত বহু ধনরত্নাদিসহ তাহার কন্যা সম্প্রদান করিলেন। মূর্তিমতী সৌভাগ্যস্বরূপ এই সুন্দরীর সহিত বিদূষক তথায় কিয়দ্দিবস বাস করিল। একদা রাজকুমারী যখন নিদ্রিতা ছিল তখন বিদূষক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভদ্রার অন্বেষণার্থ নিশীথে দ্রুত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। প্রাতঃকালে রাজপুত্রী তাহাকে দেখিতে না পাইয়া শোকে বিহ্বল হইলে বিদূষকের প্রত্যাবর্তনের আশা প্রদান করিয়া রাজা কন্যাকে আশ্বস্ত করিলেন। (২৭৬-২৯০) বিদূষক দিনের পর দিন পথ পরিক্রমা করিতে করিতে প্রাচী সমুদ্রের অদূরবর্তী তাম্রলিপ্তি নগরীতে আগমন করিল। তথায় স্কন্ধদাস নামক সমুদ্রযাত্রায় অভিলাষী এক বণিকের সহিত সে মিলিত হইয়া বণিকের ধনরত্নপূর্ণ একটি পোতে সমুদ্রপথে যাত্রা করিল। জলধির মধ্যস্থলে আগত হইলে জলযানটির গতি অকস্মাৎ রুদ্ধ হইল, মনে হইল কে যেন উহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। সমুদ্রকে রত্নাদি দ্বারা অর্চনা করা সত্ত্বেও যখন উহা চলিতে আরম্ভ করিল না তখন ব্যথিত চিত্তে বণিক স্কন্ধদাস বলিল, "যে আমার এই রুদ্ধ পোতকে মুক্ত করিতে পারিবে তাহাকে আমি আমার ধনের অর্ধাংশ এবং কন্যা দান করিব।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধীরচিত্ত

বিদূষক বলিল, "আমি সমুদ্রসলিলে অবতরণকরতঃ চতুর্দিকে অন্বেষণ করিয়া আপনার এই রুদ্ধ জলযান এক মুহূর্তে মুক্ত করিব কিন্তু আপনি আমার দেহ রজ্জুতে আবদ্ধ করিয়া আমাকে সাহায্য করিবেন। পোতটি নড়িতে আরম্ভ করিলেই আপনি আবদ্ধ রজ্জু আকর্ষণ করিয়া আমাকে সমুদ্র মধ্য হইতে উত্তোলন করিবেন।" তাহার বাক্যে হৃষ্ট হইয়া বণিক তদ্রূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে কর্ণধারগণ তাহার বগলের তলায় রজ্জু বন্ধন করিল। এইরূপ অবস্থায় বিদূষক সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করিল। কার্যকাল আগত হইলে সাহসী পুরুষ কখনও পশ্চাদপদ হন না। (২৯১-৩০১) স্মরণমাত্রই অগ্নিদেবের খড়্গ তাহার নিকট উপস্থিত হইলে সেই বীরপুরুষ জলযানের তলদেশে সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করিয়া দেখিতে পাইল যে একটি দানব পাদ দ্বারা পোতটিকে রুদ্ধ করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। সে তৎক্ষণাৎ খড়্গ দ্বারা তাহার পদ ছেদন করিলে বাধামুক্ত হইয়া অর্ণব পোতটি চলিতে আরম্ভ করিল। দুষ্ট বণিক ইহা দেখিবামাত্র প্রতিশ্রুত ধনরত্নের লোভে বিদূষকের অবলম্বনরজ্জু কর্তন করিয়া তাহার লোভের সদৃশ বিশাল জলধির অপরতীরে মুক্ত জলযানে সত্বর গমন করিল। এদিকে বিদূষক মধ্য সমুদ্রে তাহার বন্ধনরজ্জু কর্তিত হইলে জলোপরি উত্থিত হইয়া সমস্ত অবলোকন করিয়া সুস্থির মনে ক্ষণকাল চিন্তা করিল, "এই বণিক কেন এইরূপ আচরণ করিল? 'কৃতঘ্ন ব্যক্তিরা ধনলোভে অন্ধ হইয়া উপকারের মূল্য বোধগম্য করিতে সমর্থ হয় না।' এই প্রবাদ বাক্যটি নিঃসংশয়ে প্রযোজ্য। এখন যেন আমার বৈক্লব্য উপস্থিত না হয়, আমার সাহস দেখাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, কারণ এই সময় সাহসের অভাব হইলে সামান্য বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইব না। এই কথা চিন্তা করিয়া সে জলধিতে সুপ্ত মৃত দানবের ছিন্নপদে আরোহণ করিয়া হস্তদ্বারা নৌকার মত উহা চালিত করিয়া অম্বুধি অতিক্রম করিল। সাহসী ব্যক্তিকে দৈব এই প্রকারেই সাহায্য করে। (৩০২-৩১১) শ্রীরামের নিমিত্ত হনুমান যেরূপ সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছিল সেই বীরপুঙ্গবও তদ্রূপ কার্য সাধন করিল। তখন আকাশ হইতে দৈববাণী হইল, "সাধু, বিদূষক, সাধু! তোমার মত সাহস আর কাহার আছে? তোমার এই কার্যে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব শ্রবণ কর। তুমি এখন একটি জনশূন্য স্থানে আগমন করিয়াছ। কিন্তু সপ্তমদিবসে তুমি এই স্থান হইতে কর্কোটক নগরে উপনীত হইবে। তথায় নববলে বলীয়ান হইয়া তুমি তোমার অভীষ্ট বস্তু লাভ করিবে। আমি অগ্নি দেবতা, যাহার উপাসনা তুমি পূর্বে করিয়াছিলে। দেবতাদিগকে এবং পূর্বপুরুষদিগের আত্মাকে প্রদত্ত হব্য আমি ভোজন করি। আমার প্রসাদে তোমার ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধ লুপ্ত হইবে। সুতরাং সফলতা লাভের নিমিত্ত নিঃশঙ্কচিত্তে অগ্রসর হও। এই কথা বলিয়া আকাশবাণী বিরত হইল। ইহা শ্রবণ করিয়া বিদূষক অগ্নিদেবতাকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে গমন করিতে করিতে সপ্তমদিবসে

কর্কোটক নগরে উপনীত হইল। তথায় সে নানাদেশ হইতে আগত অতিথিবৎসল মহৎ বিপ্রগণ কর্তৃক অধ্যুষিত এক মঠে প্রবেশ করিল। এই বিত্তশালী মঠটি তদ্দেশীয় নৃপতি আর্যবর্মা কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল এবং তিনি ইহার সহিত সুবর্ণখচিত বহু সুন্দর মন্দির সংযুক্ত করিয়াছিলেন। তথায় সমস্ত দ্বিজেরা তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে একজন বিপ্র স্বীয়কক্ষে অতিথিকে লইয়া গিয়া তাহাকে স্নান, আহার এবং বস্ত্রদ্বারা আপ্যায়ন করিল। এই মঠে অবস্থানকালে সে সায়ংকালে ঢক্কানিনাদসহ একটি ঘোষণা শ্রবণ করিল, "ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় যে কেহ প্রাতঃকালে রাজার দুহিতার পাণিপ্রার্থী থাকিলে রাজকুমারীর কক্ষে অদ্য রজনীযাপন করিতে হইবে।" এই কথা শ্রবণকরতঃ প্রকৃত তথ্য সন্দেহ করিয়া কঠিন কর্ম করিতে উৎসাহী সাহসী বিদূষক তৎক্ষণাৎ রাজকুমারীর কক্ষে প্রবেশ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলে মঠস্থ বিপ্রেরা তাহাকে বলিল, "দ্বিজ, এইরূপ ধৃষ্টতা করিও না; রাজকুমারীর কক্ষ না বলিয়া উহাকে মৃত্যুর মুখবিবর বলাই সংগত, কারণ ঐ স্থানে যে প্রবেশ করে সে আর জীবিতাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে না, বহু সাহসী ব্যক্তি ঐখানে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।" উহাদের উপদেশ গ্রহণ না করিয়া বিদূষক ভৃত্যদিগের সহিত রাজপ্রাসাদে গমন করিল। নৃপতি আর্যবর্মা তাহাকে দর্শন করিয়া স্বয়ং তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং বিদূষক রাজপুত্রীর কক্ষে প্রবেশ করিল। (৩১২-৩২৬)

মনে হইল যেন সূর্যদেব অগ্নিতে প্রবেশ করিতেছেন। সে রাজকুমারীর দর্শন লাভ করিল। রাজকুমারীর আকৃতি দেখিয়া বোধ হইল, সে যেন বিদূষকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। দুরন্ত নৈরাশ্যবিধূর শোকপূর্ণ দৃষ্টিতে সে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহাকে দেখিতে লাগিল। স্মরণমাত্র আগত অগ্নিদেবের খড়্গহস্তে বিদূষক সমস্ত রজনী জাগ্রত থাকিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিল। অকস্মাৎ সে দেখিতে পাইল একটি বিরাটাকার রাক্ষস বামবাহু প্রসারিত করিয়াছে কারণ তাহার দক্ষিণ বাহু ছিন্ন ছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া সে মনে মনে বলিল, "পৌণ্ড্রবর্ধন নগরে আমি যাহার বাহু ছেদন করিয়াছিলাম এই সেই রাক্ষস। সুতরাং পুনরায় যাহাতে আমার নিকট হইতে পলায়ন করিতে না পারে সেইজন্য উহার বাহু কর্তিত না করিয়া উহাকে বধ করাই শ্রেয় হইবে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া বিদূষক অগ্রসর হইয়া কেশাকর্ষণপূর্বক উহার মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলে অচিরাৎ অত্যন্ত ভীত হইয়া নিশাচর তাহাকে বলিল, "তুমি সাহসী পুরুষ, আমাকে হত্যা করিও না, আমার প্রতি করুণা প্রদর্শন কর।" বিদূষক তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া বলিল, "তুমি কে এবং এইস্থানে কি কর্ম করিতে আগমন করিয়াছ?" বীরবর কর্তৃক এই প্রকারে পৃষ্ট হইয়া সে বলিল, "আমার নাম যমদংষ্ট্র। আমার দুইকন্যা। এই রাজকুমারী একটি এবং অন্যটি

পৌণ্ড্রবর্ধনে বাস করে। (৩২৭-৩৩৬) মহাদেব অনুগ্রহপূর্বক আমাকে এই আদেশ করিয়াছিলেন যে বীরপুরুষ ব্যতীত অন্য কাহারও হস্তে এই রাজকুমারীদ্বয়কে যেন সম্প্রদান না করা হয়।" এই কার্যে যখন ব্যাপৃত ছিলাম তখন পৌণ্ড্রবর্ধনে আমার একটি বাহু কর্তিত হইয়াছিল এবং অধুনা তোমা কর্তৃক বিজিত হওয়াতে আমার কর্তব্য সম্পাদিত হইয়াছে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া বিদূষক সহাস্যে তাহাকে প্রত্যুত্তর করিল, "পৌণ্ড্রবর্ধনে আমিই তোমার বাহু ছেদন করিয়াছিলাম।" রাক্ষস উত্তর করিল, "তবে তুমি মনুষ্যমাত্র নহ, কোনও দেবতার অংশ হইবে। আমার বোধ হইতেছে শঙ্কর তোমার নিমিত্তই আমাকে অনুগ্রহ করিয়া ঐরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এখন হইতে আমাকে তোমার মিত্ররূপে গণ্য করিবে এবং স্মরণমাত্রই আমি উপস্থিত হইয়া তোমাকে সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিব।" এই বলিয়া যমদংষ্ট্র তাহাকে মন্ত্রীত্বে বরণ করিলে এবং বিদূষক তাহার প্রস্তাব গ্রহণ করিলে সে অন্তর্হিত হইল। রাজকুমারী বিদূষকের সাহসিকতার প্রশংসা করিলে সে হৃষ্টচিত্তে তথায় নিশিযাপন করিল। প্রাতঃকালে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং বিদূষকের শৌর্যের পতাকাস্বরূপ বহু রত্নাদিসহ রাজকুমারীকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিলেন। বিদূষক কতিপয় রাত্র তাহার সহিত বাস করিল, বোধ হইল লক্ষ্মীদেবী যেন তাহার গুণে সুদৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া এক পা-ও অগ্রসর হইতে সমর্থ হন নাই। একদিন রজনীতে প্রিয়তমা ভদ্রার নিমিত্ত অতিশয় উদ্‌গ্রীব হইয়া সে স্বেচ্ছায় সেইস্থান পরিত্যাগ করিল। যে স্বর্গের সুখভোগ করিয়াছে সে কি অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হইতে সমর্থ হয়? নগরের বহির্দেশে আগমন করিয়া সে রাক্ষসকে স্মরণ করিতেই রাক্ষস উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। (৩৩৭-৩৪৭) সে তাহাকে বলিল, "বন্ধো! আমাকে বিদ্যাধরী ভদ্রার উদ্দেশ্যে পূর্বাচলে সিদ্ধদিগের দেশে অবশ্যই গমন করিতে হইবে। অতএব তুমি আমাকে তথায় লইয়া চল।" রাক্ষস বলিল, "বেশ ভাল কথা।" সে তখন তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া একরাত্রে ষষ্ঠি যোজন দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া মর্ত্যজন কর্তৃক অনতিক্রম্য শীতোদা নদী পার হইয়া প্রাতঃকালে অক্লেশে সিদ্ধগণের দেশের সীমান্তে উপস্থিত হইলে রাক্ষস তাহাকে বলিল, "তোমার সম্মুখে পবিত্র অরুণাচল, কিন্তু উহা সিদ্ধদিগের রাজ্যে অবস্থিত হওয়ায় আমি উহার উপর পদক্ষেপ করিতে অপারগ।" রাক্ষসকে বিদায় দিলে সে প্রস্থান করিল। তথায় বিদূষক একটি সুরম্য সরোবর নিরীক্ষণ করিয়া তাহার তটে উপবেশন করিল। প্রস্ফুটিত পদ্মে সেই সরোবর অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল. উড্ডীয়মান ভ্রমর-বৃন্দ যেন সুমধুর গুঞ্জনে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছিল। তথায় অবিসংবাদিতভাবে রমণীগণের অগণিত পদচিহ্ন দেখিতে পাইল, মনে হইল তাহারা যেন বলিতেছে, "এই যে তোমার প্রিয়তমার গৃহে যাইবার পথ।" যখন সে মনে মনে চিন্তা করিতে-

ছিল, "মর্ত্যজন ঐ পর্বতে পদক্ষেপ করিতে অসমর্থ, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ইহা কাহাদের পদচিহ্ন তাহা দেখিতে চেষ্টা করি," তখন সেই সরোবরের বারি লইবার নিমিত্ত স্বর্ণকুম্ভ হস্তে বহু সুন্দরী রমণী আগমন করিল। কুম্ভ বারিপূর্ণ হইলে সে অতিশয় ভব্যভাবে তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার নিমিত্ত তোমরা এই জল লইতেছ?" তখন সেই স্ত্রীগণ উত্তর করিল, "মহাশয়, এই পর্বতে ভদ্রা নাম্নী বিদ্যাধরী বাস করেন। এই বারি তাহার স্নানের নিমিত্ত লওয়া হইতেছে।" কি আশ্চর্যের বিষয়! মনে হয় দৃঢ়চেতা ব্যক্তিগণ কোন কার্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক হইলে দৈব সানন্দে তাহাদের সাহায্য করেন। তাহাদের মধ্যে অকস্মাৎ একজন রমণী তাহাকে বলিল, "মহাশয়, এই কলসীটি আমার স্কন্ধে স্থাপন করুন।" (৩৪৮-৩৬০) সে সম্মত হইয়া তাহার স্কন্ধে কুম্ভটি স্থাপন করিবার সময় ভদ্রার নিকট হইতে প্রাপ্ত রত্নাঙ্গুরীয়কটি কুম্ভের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ঐ স্থানেই উপবেশন করিয়া রহিল এবং স্ত্রীগণ জল লইয়া ভদ্রার গৃহে গমন করিল। যখন ভদ্রার মস্তকে স্নানের জল ঢালা হইতেছিল তখন ঐ অঙ্গুরীয়কটি ভদ্রার ক্রোড়ে পতিত হইল। উহা দর্শন করিয়া ভদ্রা উহা চিনিতে পারিয়া তাহার সখীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে তাহারা কোনও অপরিচিত পুরুষকে দর্শন করিয়াছে কিনা। তাহারা উত্তর করিল, "আমরা বাপিকাতটে একটি মর্ত্যবাসী যুবককে দেখিয়াছি। সে এই কলসীটি তুলিয়া দিয়াছিল।" ভদ্রা তখন বলিল, "সত্বর তথায় গমনপূর্বক তোমরা তাহাকে স্নান করাইয়া এবং পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া এইখানে আনয়ন কর, তিনি আমার পতি, এইদেশে আগমন করিয়াছেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সখীরা তথায় গমনকরতঃ বিদূষককে এই বৃত্তান্ত বলিলে স্নানান্তে সখীরা তাহাকে ভদ্রার সম্মুখে আনয়ন করিল—যে ভদ্রা তাহার পথ চাহিয়া এতকাল উন্মুখ হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। স্বীয় শৌর্যের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তিস্বরূপ পক্কফলের ন্যায় দীর্ঘ বিরহের পর তাহার দর্শন লাভ করিল। ভদ্রা হর্ষজনিত আনন্দাশ্রুর অর্ঘ্য-দ্বারা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া মালার ন্যায় ভুজবল্লরীর দ্বারা তাহার কণ্ঠ আবেষ্টন করিল। পরস্পর আলিঙ্গন করিলে তাহাদের বহুকাল সঞ্চিত প্রেম অতিশয় পীড়নে ঘর্মবৎ দেহ হইতে নির্গত হইতে লাগিল। অতঃপর তাহারা উপবিষ্ট হইয়া পরস্পরের প্রতি দীর্ঘকাল দৃষ্টিপাত করিয়াও তৃপ্ত হইল না, মনে হইল তাহাদের উৎকণ্ঠা যেন শতগুণ বর্ধিত হইয়াছে। ভদ্রা তখন বলিল, "তুমি কি প্রকারে এইস্থানে আগমন করিয়াছ?" ভদ্রা কর্তৃক এইরূপে পৃষ্ট হইলে বিদূষক উত্তর করিল, "সুন্দরি, তোমার প্রেমের উপর নির্ভর করিয়া বহুবার জীবনকে বিপন্ন করিয়া আমি এইস্থানে আগমন করিয়াছি, ইহার অতিরিক্ত আর কি বলিতে পারি?" তাহার প্রতি অতিরিক্ত প্রেমবশতঃ জীবন তুচ্ছ করিয়া বহুকষ্টে সে আগমন করিয়াছে এই কথা শ্রবণ করিয়া ভদ্রা তাহাকে বলিল, "আর্যপুত্র, আমি সখীদিগকে গ্রাহ্য করি না, মন্ত্রশক্তিও আকাঙ্ক্ষা করি না, তুমিই

আমার প্রাণ, আমি তোমার গুণে প্রীত হইয়া তোমার চরণে দাসী হইয়াছি।" বিদূষক বলিল, "প্রিয়ে, তবে স্বর্গের সুখ পরিত্যাগ পূর্বক তুমি আমার সহিত বাস করিবার নিমিত্ত উজ্জয়িনীতে আগমন কর।" ভদ্রা তৎক্ষণাৎ তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কোনপ্রকার অনুশোচনা না করিয়া তাহার মন্ত্রশক্তি ইত্যাদি তৃণবৎ পরিত্যাগ করিল। ভদ্রার সখী যোগেশ্বরী কর্তৃক সেবিত হইয়া সেই রজনী তথায় বিশ্রামকরতঃ প্রাতঃকালে অরুণাচল হইতে ভদ্রাসহ নিম্নে অবতরণ করিয়া বিজয়ী বীর পুনরায় রাক্ষস যমদংষ্ট্রকে স্মরণ করিবামাত্র সে তথায় উপস্থিত হইলে কৃতী বিদূষক তাহাকে গন্তব্য স্থলের কথা বলিয়া ভদ্রাকে প্রথমে তাহার স্কন্ধে স্থাপনকরতঃ পরে স্বয়ং আরোহণ করিল (৩৬১-৩৮০)। কুরূপ রাক্ষসের স্কন্ধারোহণ ভদ্রা সহ্য করিল। প্রেমাসক্ত হইলে রমণী কি না করিতে পারে? অতএব বিদূষক প্রিয়তমার সহিত রাক্ষসের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পুনরায় কর্কোটক নগরে আগমন করিল। রাক্ষসের সহিত তাহাকে দেখিয়া পুরবাসিগণ সন্ত্রস্ত হইল। নৃপতি আর্যবর্মার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাহার কন্যাকে দাবী করিলে স্বীয় বাহুবলে অর্জিত সেই রাজকুমারীকে তাহার পিতার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া রাক্ষস স্কন্ধারূঢ় অবস্থাতেই সেই নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কিয়দ্দূর গমন করিবার পর যে দুষ্ট বণিক সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় তাহার রজ্জু ছেদন করিয়াছিল তাহাকে সাগরতীরে দেখিতে পাইল। অর্ণব পোতটিকে বারিধিবক্ষে মুক্ত করিয়া সে যে বণিককন্যাকে পারিতোষিক স্বরূপ লাভ করিয়াছিল, তাহাকে গ্রহণ করিয়া বণিকের সমস্ত ধনরত্নাদি লুন্ঠন করিল। সে মনে করিল যে ধনরত্নাদি বঞ্চিত হইলে সেই পাপাত্মার পক্ষে তাহা মৃত্যুর সমান হইবে কারণ নীচ জনের নিকট সঞ্চিত ধন প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর। তখন বিদূষক কন্যার সহিত রাক্ষসরথে আরোহণ করিয়া রাজকুমারী ও ভদ্রার সহিত আকাশপথে বারিধি অতিক্রম করিতে করিতে ভার্যাদিগকে তাহারই পৌরুষের সমতুল্য সমুদ্রের শৌর্য দেখাইল। পুনরায় পৌণ্ড্রবর্ধনে আগমন করিলে তাহাকে রাক্ষসের স্কন্ধারূঢ় দেখিয়া সকলে আশ্চর্যান্বিত হইল। তথায় পরাজিত রাক্ষস হইতে প্রাপ্ত দেবসেনের কন্যা স্বীয় ভার্যাকে সে অভিনন্দিত করিল। সেই রাজকুমারী বহুকাল অবধি তাহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। যদিও নৃপতি তাহাকে থাকিবার নিমিত্ত বহু অনুরোধ করিলেন তথাপি জন্মভূমিতে আগমন করিবার উদ্দেশ্যে সে রাজকুমারীকে লইয়া উজ্জয়িনীর দিকে প্রস্থান করিল। রাক্ষসের বেগে গমন হেতু শীঘ্র সে উজ্জয়িনীতে আগমনকরতঃ স্বীয় গৃহ দর্শন করিয়া মনে করিল যে তাহার আনন্দ মূর্তি ধরিয়া তাহার নিকট আগমন করিয়াছে। তথায় স্কন্ধারূঢ় পত্নীদিগকে শোভায় দীপ্যমান বিরাটাকার রাক্ষসোপরি অধিষ্ঠিত বিদূষককে পৌরবাসিগণ দেখিতে পাইল। (৩৮১-৩৯০) মনে হইল যেন চন্দ্র উদিত হইয়া পূর্বাচলের উপরিস্থিত ওষধিবর্গকে আলোকিত করিয়াছে। পৌরজন

ভীত ও আশ্চর্যান্বিত হইলে শ্বশুর ভূপতি আদিত্যসেন নগরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র বিদূষক রাক্ষসস্কন্ধ হইতে শীঘ্র অবতরণ পূর্বক রাজার নিকট আগমন করিয়া তাহাকে প্রণাম করিলে রাজাও তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন। তখন সে ভার্যাদিগকে রাক্ষসস্কন্ধ হইতে অবতরণ করাইয়া রাক্ষসকে যথেচ্ছা গমন করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া তাহাকে মুক্তি প্রদান করিল। রাক্ষস প্রস্থান করিলে পর সে শ্বশুর নৃপতি ও পত্নীদের সহিত রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিল। তথায় তাহার দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিতে শোকান্বিতা সেই নৃপতির তনয়া, তাহার প্রথমা ভার্যা তাহার আগমনে অতিশয় হৃষ্ট হইল। রাজা যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সকল পত্নীদিগকে কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছ এবং ঐ রাক্ষসই বা কে?" সে তখন আনুপূর্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। তখন সেই কর্মজ্ঞ নৃপতি জামাতার শৌর্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অর্ধেক রাজত্ব প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও বিদূষক তৎক্ষণাৎ রাজপদে অধিষ্ঠিত হইল। তাহার মস্তকোপরি শ্বেত ছত্র শোভা পাইতে লাগিল এবং উভয় পার্শ্বে চামর আন্দোলিত হইল। তখন দুন্দুভিনিনাদে এবং মঙ্গলসংগীতে উজ্জয়িনী কলরবমুখর হইয়া আনন্দে পরিপ্লুত হইল। এইরূপে রাজপদ লাভ করিয়া সে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভুবন জয় করিল এবং নরপতিবৃন্দ তাহার পাদপূজা করিতে লাগিল। মহিষী ভদ্রা এবং বিগতঈর্ষা তাহার ঐ হৃষ্ট পত্নীদিগের সহিত সে বহুকাল সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করিতে থাকিল। এইরূপে দেব দৃঢ়চেতা ব্যক্তিদিগকে অনুগৃহীত করেন এবং তাহাদের পৌরুষ মহাশক্তিশালী মন্ত্রের কার্য করিয়া সৌভাগ্যকে আকর্ষণ করে।

বৎসরাজের মুখ হইতে এই অপরূপ কাহিনী শ্রবণ করিয়া পার্শ্বে উপবিষ্ট মন্ত্রিগণ ও তাহার মহিষীদ্বয় পরম আনন্দ উপভোগ করিলেন। (৩৯১-৪০৭)

--ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের লাবাণক লম্বকের
চতুর্থ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা--৪০৭
ক্রমিক সংখ্যা--২৫৪৫

পঞ্চম তরঙ্গ

তখন যৌগন্ধরায়ণ বৎসরাজকে বলিল, "রাজন্, আপনার প্রতি দৈবের অনুগ্রহ আছে, এবং আপনার নিজেরও পৌরুষ আছে। আমিও এই ব্যাপারে কি নীতি অনুসরণ করা কর্তব্য তাহা নির্ধারিত করিয়াছি সুতরাং অনতিবিলম্বে আপনার ভুবন বিজয়ের প্রস্তাব কার্যে পরিণত করুন।" প্রধানমন্ত্রী এই কথা বলিলে বৎসরাজ তাহাকে বলিলেন, "ইহা অতীব সত্য। কিন্তু শুভকার্য সম্পাদনে বহু বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। সুতরাং আমি সফলতা লাভের উদ্দেশ্যে শম্ভুর তপশ্চর্যা করিব, কারণ তাহার কৃপা ব্যতীত কি প্রকারে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে? ইহা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণ তাহার তপস্যার অনুমোদন করিল যেমন রামচন্দ্র সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিতে কৃত-সংকল্প হইলে কপীশ্বরেরা করিয়াছিল। তিনরাত্র উপবাসী থাকিয়া রাজ্ঞী ও মন্ত্রীদিগের সহিত তপশ্চর্যা করিলে শঙ্কর তাহাকে স্বপ্নে বলিলেন, "আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি নির্বিঘ্নে জয়ী হইবে এবং সত্বরই একটি পুত্রলাভ করিবে যে সমগ্র বিদ্যাধরদিগের অধিপতি হইবে।" প্রতিপদের চন্দ্র যেরূপ সূর্যরশ্মিতে বর্ধিত হয় রাজা জাগরিত হইয়া শিবের প্রসাদে তদ্রূপ ক্লান্তিমুক্ত হইলেন। প্রাতঃকালে তিনি মন্ত্রীদিগকে এবং ব্রতোপবাসক্লিষ্ট পুষ্পকোমল ভার্যাদ্বয়কে স্বপ্নের কথা বলিলে তাহারা সাতিশয় আহ্লাদিত হইল। স্বপ্নের বৃত্তান্ত কর্ণদ্বারা পান করিলে তাহা স্বাদু ঔষধের ন্যায় তাহাদের তৃপ্তি বিধান করিল। তপঃপ্রভাবে রাজা তাহার পূর্ব-পুরুষদিগের ন্যায় শক্তি লাভ করিলেন এবং তাহার ভার্যাদ্বয় পুণ্যবতী পতিব্রতার কীর্তি লাভ করিল। পরদিবস যখন উপবাসান্তে উৎসব হইতেছিল এবং পৌরবাসিগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়াছিল, তখন যৌগন্ধরায়ণ নৃপতিকে এইরূপ সম্ভাষণ করিল, "দেব, আপনি সৌভাগ্যবান, ভগবান হরের প্রসন্নতা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এখন বিশ্বজয় করিয়া আপনার বাহুবললব্ধ সমৃদ্ধি সম্ভোগ করুন। নৃপতির স্বগুণে অর্জিত সৌভাগ্য তাহার বংশেই থাকিয়া যায় কারণ নিজ ধর্মার্জিত সম্পদের কখনও বিনাশ হয় না। এই কারণে আপনার পূর্বপুরুষার্জিত ধন যাহা বহুকাল মৃত্তিকাতলে গুপ্ত ছিল, আপনি তাহা পুনরায় লাভ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী শ্রবণ করুন। (১-১৫)

দেবদাসের বৃত্তান্ত

বহুকাল পূর্বে পাটলিপুত্র নগরীতে ধনীবংশজাত দেবদাস নামক এক বণিকপুত্র ছিল। সে পৌণ্ড্রবর্ধন নগরীর এক বিত্তবান বণিকের কন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছিল।

পিতার মৃত্যুর পর দেবসেন দ্যূত ক্রীড়াসক্ত হইয়া সমস্ত ধন নষ্ট করিল। কন্যাকে দারিদ্র্য এবং অন্যান্য কষ্টে পীড়িত দেখিয়া তাহার পিতা, দেবদাসের শ্বশুর, তাহাকে পৌণ্ড্রবর্ধনে নিজের গৃহে লইয়া গেল। ক্রমে তাহার স্বামী দুর্ভাগ্যপীড়িত হইয়া পৌণ্ড্রবর্ধনে আগমনকরতঃ বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত শ্বশুরের নিকট হইতে প্রয়োজন মত মূলধন ধার স্বরূপ যাচঞা করিতে মনস্থ করিল। সায়ংকালে ছিন্নবস্ত্রে এবং ধূলিধূসরিত অবস্থায় পৌণ্ড্রবর্ধন নগরীতে আগমন করিয়া সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "এই অবস্থায় কি করিয়া শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করিব? ইহা সত্য যে দৈন্যাবস্থায় স্বজনের নিকট গমন করা অপেক্ষা মানী জনের মৃত্যু অধিকতর কাম্য।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে একটি বিপণির বহির্দেশে যামিনীযোগে মুদ্রিত পদ্মের ন্যায় দেহ সঙ্কুচিত পূর্বক রজনীতে অবস্থান করিতে লাগিল। অচিরাৎ সে দেখিতে পাইল যে বিপণির দ্বার উন্মোচনকরতঃ একটি তরুণ বণিক অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। মুহূর্ত মাত্র গত হইলে সে দেখিল যে একটি রমণী নিঃশব্দ পদক্ষেপে ত্বড়িৎবেগে তথায় প্রবেশ করিল। বিপণির মধ্যে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল এবং অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া সে চিনিতে পারিল যে ঐ রমণীটি তাহারই পত্নী। তখন স্বীয় ভার্যা অন্য পুরুষের কাছে গমন করিয়া কক্ষটি অর্গল বদ্ধ করিয়াছে দেখিয়া সে শোকে বজ্রাহত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "বিত্তহীন ব্যক্তি নিজের দেহকেও হারায় তবে কি করিয়া সে আশা করিতে পারে যে নারীর প্রেম অটুট থাকিবে। নারীরা স্বভাবতঃই বিদ্যুতের ন্যায় চপল। ব্যসনার্ণবে পতিত দুর্ভাগ্যগ্রস্ত মানব এবং পিতৃগৃহনিবাসিনী স্বাধীনা ভার্যার আচরণই ইহার দৃষ্টান্ত। বহির্দেশে স্থিতাবস্থায় সে তাহার ভার্যাকে যেন উপপতির সহিত গোপনে আলাপ করিতেছে শুনিতে পাইল। (১৬-৩০) দ্বারদেশে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া সেই মুহূর্তেই সে শুনিতে পাইল সেই নষ্টা স্ত্রী তাহার উপপতি বণিককে গোপনে বলিতেছে, "শ্রবণ কর, তোমার প্রতি আমি এতই অনুরক্ত যে অদ্য তোমাকে একটি গোপন কথা বলিব। বহুকাল পূর্বে আমার পতির বীরবর্মা নামক প্রপিতামহ ছিল। তাহার গৃহ-প্রাঙ্গণের চতুষ্কোণে তিনি এক একটি করিয়া স্বর্ণপূর্ণ কলস মৃত্তিকাভ্যন্তরে গোপনে প্রোথিত করিয়াছিলেন। তিনি তাহার একটি ভার্যাকে এই কথা বলিয়াছিলেন এবং সে তাহার মৃত্যুকালে তাহার পুত্রবধূকে ইহা বলিয়াছিল। সেই পুত্রবধূ তাহার পুত্রবধূ অর্থাৎ আমার শ্বশ্রূকে তাহা বলিয়াছিল এবং আমার শ্বশ্রূ আমাকে তাহা বলিয়াছেন। আমার স্বামীর পরিবারে শ্বশ্রূক্রমে এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। পতি দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও আমি তাহার নিকট এই কথা প্রকাশ করি নাই কারণ দ্যূত ক্রীড়ায় আসক্ত হওয়াতে সে আমার অপ্রিয় কিন্তু তুমি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম। সুতরাং তুমি আমার স্বামীর নগরে গমনপূর্বক কিঞ্চিৎ মুদ্রার মূল্যে তাহার গৃহ ক্রয়করতঃ ঐ স্বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া হেথায় আগমন করিয়া আমার সহিত সুখে বাস কর।"

ঐ কুটিলা রমণীর নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া বণিক তাহার উপর অত্যন্ত প্রীত হইল। এদিকে দেবদাস বহির্দেশে অবস্থিত হইয়া ধন লাভের আশা করিল এবং তাহার দুষ্টাভার্যার বাক্য শল্যের মত তাহার হৃদয়ে প্রোথিত হইয়া রহিল। অতঃপর সে প্রকৃত পাটলিপুত্রে তাহার গৃহে আগমনকরতঃ সেই ধনরাশি আয়ত্ত করিল। তাহার পত্নীর উপপতি বণিক সেই ধনলাভের আশায় বাণিজ্যের ছল করিয়া তথায় আগমনকরতঃ দেবদাসের নিকট হইতে বহুমূল্যে তাহার গৃহ ক্রয় করিল। অতঃপর দেবদাস অন্য একটি গৃহ ক্রয় করিয়া কৌশলে শ্বশুরগৃহ হইতে তাহার পত্নীকে আনয়ন করিল। যখন এইরূপ চলিতেছিল তখন তাহার ভার্যার উপপতি ঐ শঠবণিক ধনপ্রাপ্ত না হইয়া তাহার নিকট আগমনকরতঃ বলিল, "তোমার গৃহ পুরাতন, আমার ইহা পছন্দ হইতেছে না, সুতরাং আমার ক্রয়মূল্য আমাকে প্রত্যর্পণ করিয়া তুমি তোমার গৃহ পুনরায় গ্রহণ কর।" সে এইরূপ দাবী করিলে দেবদাস তাহা প্রত্যাখ্যান করিল। এইরূপ বিবাদ চলিতে থাকায় তাহারা উভয়ে নৃপতির নিকট গমন করিল। (৩১-৪৬) নৃপতির সম্মুখে সে হৃদয়ে ক্লেশপ্রদ বিষবৎ লুক্কায়িত তাহার স্ত্রীর সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা তখন তাহার স্ত্রীকে আনয়নকরতঃ এই বৃত্তান্তের সত্যতা নিরূপণ করিয়া ঐ পরদারাসক্ত বণিকের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহার শাস্তিবিধান করিলেন। এদিকে দেবদাস তাহার দুষ্টা স্ত্রীর নাসিকা কর্তনকরতঃ অন্য এক রমণীকে বিবাহ করিয়া তাহার সহিত স্বনগরীতে সেই লব্ধধনের সহায়তায় সুখে বাস করিতে লাগিল।

সদুপায়ে অর্জিত ধন এইরূপে বংশানুক্রমে থাকিয়া যায় কিন্তু অন্য উপায়ে উপার্জিত বিত্ত তুষারের ন্যায় গলিত হয়। সুতরাং ন্যায় পথে থাকিয়া পুরুষদিগের অর্থ উপার্জন করা উচিত, বিশেষ করিয়া নৃপতির পক্ষে ইহা প্রযোজ্য, কারণ বিত্তই রাজবৃক্ষের মূল। সুতরাং মন্ত্রিবর্গকে যথাযথ সম্মানকরতঃ সাফল্য লাভ করুন এবং দিগ্বিজয় পূর্বক ধর্মের সহিত বিত্তও অর্জন করুন। বিবাহসূত্রে আপনার দুইজন শক্তিশালী শ্বশুর লাভ হওয়ায় অতি অল্পসংখ্যক নরপতিই আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিবে, প্রায় সকলেই আপনার সহিত মিলিত হইবে। কিন্তু এই কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত আপনার চিরকালের শত্রু। প্রথমে উহাকে জয় করুন। কাশী নরেশকে পরাজিত করিয়া অখিল প্রাচী প্রদেশ অধিকারকরতঃ ক্রমে ক্রমে সমস্ত দিক জয় করিয়া শ্বেতকমলের ন্যায় পাণ্ডুবংশ উজ্জ্বল করুন।" মুখ্যসচিবের এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বিজয়েচ্ছু নরপতি প্রজাগণকে যুদ্ধযাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। শ্যালক গোপালককে তাহার সহায়তার নিমিত্ত পুরস্কারস্বরূপ বিদেহ রাজ্য অর্পণ করিয়া তিনি রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিলেন এবং সসৈন্যে সাহায্য করিতে আগত পদ্মাবতীর ভ্রাতা সিংহবর্মাকে সসম্মানে চেদিরাজ্য প্রদান করিলেন। মিত্র ভীলরাজ পুলিন্দককে নৃপতি আহ্বান

করিলে সে প্রাবৃটকালের জলদের মত চতুর্দিক সৈন্যদ্বারা আবৃত করিয়া আগমন করিল। মহান্ নৃপতির রাজ্যে যখন এইপ্রকার যুদ্ধ প্রস্তুতি চলিতেছিল তখন তাহার শত্রুদের হৃদয়ে একপ্রকার আকুলতা উপস্থিত হইল। যৌগন্ধরায়ণ প্রথমতঃ কাশী-নরেশ ব্রহ্মদত্তের কার্যকলাপ অবগত হইবার নিমিত্ত বারাণসীতে গুপ্তচর প্রেরণ করিল। অতঃপর শুভদিনে বিজয়চিহ্নের শুভ লক্ষণ দৃষ্টে বৎসরাজ একটি সুউচ্চ বিজয়ী কুঞ্জরে আরোহণ করিয়া পূর্বদিকে ব্রহ্মদত্তের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। (৪৭-৬২) সেই হস্তীর পৃষ্ঠে শ্বেতছত্র শোভা পাইতেছিল এবং মনে হইল যেন একটি দুর্মদ সিংহ একটি মাত্র প্রস্ফুটিত পুষ্পসমৃদ্ধ তরু সম্বলিত গিরিতে আরোহণ করিতেছে। সৌভাগ্যের অগ্রদূত স্বরূপ শরৎকাল স্বল্পতোয়া নদীপ্রদেশে অতি সুগম পথ দেখাইয়া তাহার যুদ্ধ-যাত্রার সাহায্য করিল। তাহার সৈন্যদের কলকোলাহলে মনে হইল যেন অকস্মাৎ মেঘবিহীন বর্ষাকালের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহার সৈন্যদিগের গর্জনে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিতে মুখরিত হইয়া তাহার আগমন-ভীতি প্রচার করিল। তাহার তুরঙ্গগণের স্বর্ণময় সজ্জা সূর্যকিরণে ঝলমল করিতেছিল এবং মনে হইল অগ্নি যেন সৈন্যদলকে শুদ্ধি প্রদান করিবার নিমিত্ত উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সানন্দে গমন করিতেছে।

তাহার হস্তীদিগের গণ্ডদেশে সিন্দুরসিক্ত মদস্রাব হইতেছিল এবং তাহাদের কর্ণগুলি ছিল শ্বেতচামরের ন্যায়। যখন তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন তখন মনে হইল যেন ভীত পর্বতপিতৃগণ হস্তিপুত্রগণকে শরৎকালের শুভ্রমেঘে অঙ্কিত করিয়া রক্ত ধাতব পদার্থ মিশ্রিত জলধারা বর্ষণ করিতে করিতে নৃপতির যুদ্ধযাত্রায় অংশগ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছে। ভূতল হইতে উত্থিত ধূলিরাজি রবির কিরণ আবৃত করিয়া-ছিল, বোধ হইল নৃপতি যেন প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতাপ সহ্য করিবেন না। নৃপতির গুণ-রাজিতে আকৃষ্ট হইয়া দুই মহিষী কীর্তিদেবী ও জয়দেবীর ন্যায় তাহার পশ্চাতে থাকিয়া পদে পদে তাহাকে অনুসরণ করিতেছিল। সৈন্যবৃন্দের ধ্বজাংশুক পবন দ্বারা ইতস্ততঃ তাড়িত হইয়া শত্রুগণকে যেন বলিতেছিল, "হয় অধীনতা স্বীকার কর অথবা পলায়ন কর।" পৃথিবীর ধ্বংস আগত ভয়ে উদভ্রান্ত উদ্ধত, ফণাসমূহের ন্যায় ফুল্লশ্বেত পদ্মে অলঙ্কৃত ভূমির উপর দিয়া তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যৌগন্ধরায়ণ প্রেরিত গুপ্তচরগণ কাপালিক ব্রতধারীর ছদ্মবেশে বারাণসীতে উপস্থিত হইল। (৬৩-৭৪) তাহাদের মধ্যে যাদুবিদ্যায় পারদর্শী একজন গুরু হইল এবং অন্যেরা হইল তাহার শিষ্য। ইতস্ততঃ ভিক্ষা করিতে করিতে শিষ্যগণ বলিতে লাগিল, "আমাদের এই গুরু ত্রিকালজ্ঞ।" ভবিষ্যত জানিবার উদ্দেশ্যে তাহার নিকট অনেকে আগমন করিত এবং অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি সম্বন্ধে সে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিত তাহার শিষ্যেরা গোপনে সেই সমস্ত কার্য সমাধান করাতে তাহার খ্যাতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকিল। এই হীন চক্রে পতিত হইয়া নৃপতির প্রিয় একজন রাজপুত অমাত্য

গুরুর উপাসক হইল। যখন নৃপতি ব্রহ্মদত্তের সহিত বৎসরাজের যুদ্ধ আরম্ভ হইল তখন এই গুরুর সহিত মন্ত্রণা করিতে অভিলাষী হইলে সেই রাজপুত প্রমুখাৎ ঐ রাজ্যের বহু রহস্য অবগত হওয়া গেল। ব্রহ্মদত্তের মন্ত্রী যোগকরণ্ডক বৎসরাজের অগ্রসর হইবার পথে অনেক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিল। বিষাদি দ্রব্যদ্বারা সে বৎস-রাজের গমনপথোপরি বৃক্ষ, মঞ্জরিত বল্লরী, জল এবং তৃণ বিষাক্ত করিল এবং সৈন্যদিগের ভিতর বিষকন্যা, নর্তকী এবং নিশাযোগে হত্যাকারী গুপ্তঘাতক প্রেরণ করিল। কিন্তু যে চর ভবিষ্যৎবক্তার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল সে তাহার শিষ্যগণ প্রমুখাৎ যৌগন্ধরায়ণের নিকট সমস্ত সংবাদ প্রেরণ করিলে যৌগন্ধরায়ণ তাহা অবগত হইয়া বিষ প্রতিষেধক ঔষধদ্বারা গমন পথের তৃণ, বারি ইত্যাদি শোধন করিল। কটকদিগের শিবিরে স্ত্রীলোকের যাতায়াত নিষিদ্ধ করিয়া সে রুমন্বতের সাহায্যে গুপ্ত-ঘাতকদিগকে বন্দী করিয়া হত্যা করিয়াছিল। এইসব শ্রবণ করিয়া নিজের সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হইতেছে দেখিয়া সে কৃত নিশ্চয় হইল যে, বৎসরাজ, যিনি স্বয়ং স্বীয় সৈন্যবাহিনী দ্বারা সমস্ত রাজ্য ভরিয়া দিয়াছিলেন, তাহাকে জয় করা দুষ্কর হইবে। এই কথা চিন্তা করিয়া দূত প্রেরণকরতঃ সে স্বয়ং সন্নিকট শিবিরে অবস্থিত বৎসরাজের সমীপে বশ্যতার চিহ্নস্বরূপ শিরোপরি অঞ্জলিবদ্ধ অবস্থায় আগমন করিল। (৭৫-৮৮)

কাশী নরেশ যখন উপহারসহ বৎসরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন তখন তিনি তাহাকে সসম্মানে করুণাপ্রদর্শনকরতঃ অভ্যর্থনা করিলেন কারণ বশ্যতা স্বীকার করা বীরদিগের নিকট প্রিয়। তাহাকে এই প্রকারে বশীভূত করিয়া পরাক্রান্ত নরপতি প্রাচী দেশ জয় করিতে চলিলেন। ঝটিকা যেরূপ বৃক্ষের সহিত আচরণ করে তিনিও তদ্রূপ বশ্যমানকে প্রণত করতঃ এবং উদ্ধতদিগকে উন্মূলিত করিয়া বঙ্গ বিজিত হওয়ার ভয়ে কম্পমান বীচিক্ষুব্ধ পূর্ব সমুদ্র তীরে আগমন করিয়া বেলা তটপ্রান্তে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিলেন। মনে হইল যেন পাতাল যাহাতে রক্ষা পায় সেই নিমিত্ত নাগরাজ ভূতলের অধস্তল হইতে উত্থিত হইয়াছেন। অতঃপর কলিঙ্গবাসীরা বশ্যতাস্বীকার-পূর্বক কর প্রদান করিয়া তাহাকে মহেন্দ্র পর্বতের পথ দেখাইয়া দিল। এইরূপে সেই যশস্বীর যশঃ মহেন্দ্র পর্বতে আরোহণ করিল। মহেন্দ্র পর্বত বিজিত হওয়াতে বিন্ধ্যা-চলের শিখর সদৃশ ভয়ে ভীত হস্তীপালের সাহায্যে নৃপতিদিগের অরণ্য অধিকার করিয়া তিনি দক্ষিণ দেশে গমন করিলেন। শরৎকাল যেরূপ বারিদের সহিত আচরণ করে তিনিও তদ্রূপ গর্জনকারী শত্রুদিগকে পর্বতে বিতাড়িত করিয়া তাহাদিগকে নিঃসার এবং পাণ্ডুর করিলেন। তাহার বিজয় যাত্রায় কাবেরী নদী অতিক্রম করিয়া তিনি চোলকেশ্বরের কীর্তি ম্লান করিয়া দিলেন। তিনি মুরলদিগের (মুরল—কেরলবাসী) শির আর উন্নত করিতে দিলেন না কারণ করভারে তাহারা সম্পূর্ণ রূপে অবনমিত হইয়াছিল। তাহার গজেরা গোদাবরীর সপ্তধারায় জলপান করিয়া মদরূপে

তাহা সপ্তগুণে মোচন করিয়াছিল। অতঃপর তিনি রেবানদী অতিক্রমকরতঃ নৃপতি চণ্ডসেনকে অগ্রে করিয়া উজ্জয়িনী নগরীতে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি মাল্য পরিহিত ও আলুলায়িতকুন্তলে দ্বিগুণ শোভিত মালব রমণীদিগের কটাক্ষের লক্ষ্য হইয়া শ্বশুর কর্তৃক আদৃত হইয়া এত আরামে বাস করিতে লাগিলেন যে স্বদেশের ঈপ্সিত সম্ভোগসুখও বিস্মৃত হইলেন। বাসবদত্তা সতত পিতামাতার পার্শ্বে থাকিয়া বাল্যকালের কথা শ্রবণকরতঃ এতসুখেও বিমনা হইয়া রহিল। (৮৯-১০১) পদ্মাবতীকে দর্শন করিয়া নৃপতি চণ্ডমহাসেন নিজ তনয়ার দর্শনসুখ অনুভব করিলেন। কতিপয় রজনী তথায় পরম সুখে বিশ্রামান্তে শ্বশুরসৈন্যে বলীয়ান হইয়া বৎসরাজ পশ্চিমদিকে যাত্রা করিলেন। তাহার লতাসদৃশ খড়্গ নিঃসন্দেহে তাহার শৌর্যাগ্নির ধূমস্বরূপ ছিল কারণ উহা লাট রমণীদিগের নয়নজল মলিন করিয়াছিল। তাহার হস্তীদিগের চরণে অরণ্যমথিত হওয়ায় মন্দার পর্বত পুনরায় সমুদ্র মন্থনের নিমিত্ত উন্মূলিত হইবার আশঙ্কায় কম্পমান হইল। রবি ও অন্যান্য গ্রহদের অপেক্ষাও তাহাকে অধিক তেজস্বী মনে হইল কারণ তিনি পশ্চিম গগনে বিজয়দীপ্তিতে উদিত হইলেন। অতঃপর তিনি কুবের তিলক অলকায় গমন করিলেন। কৈলাসের মৃদু হাস্যে উহা অপরূপ সৌন্দর্য ধারণ করিয়াছিল। অশ্বারোহী সৈন্যদের সাহায্যে সিন্ধু-প্রদেশ বশীভূত করিয়া তিনি স্লেচ্ছদিগকে পরাজিত করিলেন, রামচন্দ্র বানর সৈন্যের সহায়তায় রাক্ষসদিগকে যেরূপ করিয়াছিলেন। সমুদ্রতীরস্থ বনরাজি সাগরের উদ্বেল তরঙ্গে যেরূপ ছিন্নভিন্ন হয়, তুরস্কদিগের অশ্বারোহী সৈন্যেরাও তদ্রূপ গজযূথ দ্বারা দলিত হইয়াছিল, বিষ্ণু যেরূপ রাহুর মুণ্ড ছেদন করিয়াছিলেন সেই মহাবীরও সেইরূপ শত্রুদিগের নিকট হইতে করগ্রহণ করিয়া দুষ্ট পারসিক নৃপতির শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন। হুণদিগকে পরাজিত করার পর তাহার কীর্তি দিগ্দেশ মুখরিত করিয়া হিমালয় হইতে দ্বিতীয় গঙ্গার ন্যায় নির্গত হইল। শত্রুগণ তাহার সৈন্যদিগের প্রতাপে ভয়ে স্তব্ধ হইয়াছিল এবং কেবলমাত্র শৈলরন্ধ্র হইতেই উহাদের কলনাদের প্রত্যুত্তর আসিতেছিল। কামরূপের নৃপতি যে তাহার নিকট নতশির হইয়া ছত্রবর্জিত ও নিষ্প্রভ হইয়াছিল তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। করস্বরূপ কামরূপরাজ তাহাকে সচল পর্বতসদৃশ যে হস্তিরাজি উপহার প্রদান করিয়াছিল তাহারা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতে লাগিল। এইরূপে পৃথিবী জয় করিয়া বৎস-রাজ সপার্ষদ পদ্মাবতীর পিতা মগধরাজের পুরীতে আগমন করিলেন। নিশাকর রজনীকে আলোকিত করিলে স্মরদেব যেরূপ প্রফুল্ল হন মহিষীদিগের সহিত তাহার আগমনে মগধেশ্বরও তদ্রূপ আনন্দিত হইলেন। পূর্বে অবিজ্ঞাত অবস্থায় বাসবদত্তা তাহার নিকট অবস্থান করিতেছিল, এখন সে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিলে নৃপতি তাহাকে অধিকতর প্রশ্রয় দিবার উপযুক্ত মনে করিলেন।

এই প্রকারে বিজয়ী বৎসরাজ সপৌরবাসী মগধরাজ কর্তৃক সম্মানিত হইয়া এবং তাহাদের সকলের অনুরক্ত হৃদয়ের প্রীতির সহিত বিরাট সৈন্যবলের সাহায্যে বসুধা গ্রাস করিয়া নিজের রাজ্য লাবাণকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। (১০২-১১৮)

--ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের লাবাণক লম্বকের
পঞ্চম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা--১১৮
ক্রমিক সংখ্যা--২৬৬৩

ষষ্ঠ তরঙ্গ

সৈন্যদিগের বিশ্রামের নিমিত্ত লাবাণকে অবস্থানকালে বৎসেশ যৌগন্ধরায়ণকে একান্তে বলিলেন, "তোমার বুদ্ধিবলে আমি পৃথিবীর সমস্ত নৃপতিদিগকে জয় করিয়াছি এবং নীতিগতভাবে তাহারা বিজিত হওয়ায় আমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। কিন্তু এই কাশীনরেশ অত্যন্ত দুরাশয় এবং আমার মনে হয় কেবলমাত্র সে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে পারে। দুরাত্মাদিগের উপর কি প্রকারে আস্থাস্থাপন করা যায়? এইরূপে পৃষ্ট হইয়া যৌগন্ধরায়ণ প্রত্যুত্তরে বলিল, "দেব, নৃপতি ব্রহ্মদত্ত আপনার বিরুদ্ধে আর ষড়যন্ত্র করিবে না, কারণ আপনাকর্তৃক বিজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিলে আপনি তাহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। শুভাচারীর বিরুদ্ধে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অশুভ আচরণ করিবে? এরূপ করিলে দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অশুভচারীর উপরই উহার প্রতিফল বর্তাইবে। এই প্রসঙ্গে আমি আপনাকে যাহা বলিব, আপনি শ্রবণ করুন--আপনাকে একটি কাহিনী বলিতেছি। (১-৬)

ফলভূতির কাহিনী

পুরাকালে পদ্মদেশে অগ্নিদত্ত নামক খ্যাতিসম্পন্ন এক দ্বিজোত্তম নৃপতি প্রদত্ত অগ্রহারে বাস করিত। তাহার দুইটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। জ্যেষ্ঠ সোমদত্ত এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল বৈশ্বানর দত্ত। প্রথমটি দেখিতে সুপুরুষ হইলেও মূর্খ এবং দুর্বিনীত ছিল কিন্তু অপরটি ধীমান, বিনীত এবং অধ্যয়নপ্রিয় ছিল। পিতার মৃত্যুর পর ঐ দুইজন বিবাহ করিয়া রাজপ্রদত্ত অগ্রহার এবং অন্যান্য সম্পত্তি ভাগ করিয়া প্রত্যেকে অর্ধাংশ গ্রহণ করিল। কনিষ্ঠকে রাজা সম্মানিত করিলেন কিন্তু জ্যেষ্ঠ চপল সোমদত্ত ক্ষেত্রের কর্মেই নিযুক্ত রহিল। একদা পিতৃবন্ধু এক বিপ্র তাহাকে শূদ্রদের সহিত আলাপরত দেখিয়া বলিল, "রে মূঢ়, অগ্নিদত্তের পুত্র হইয়াও তুই শূদ্রবৎ আচরণ করিতেছিস? নৃপতি কর্তৃক সম্মানিত সহোদরকে দেখিয়াও তোর লজ্জা করে না।" এই বাক্য শ্রবণে সোমদত্ত ব্রাহ্মণকে সমুচিত অভ্যর্থনা না করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইয়া তাহাকে পদাঘাত করিলে, পদাঘাত প্রাপ্ত সেই দ্বিজ অন্য কতিপয় দ্বিজকে সাক্ষী রাখিয়া তৎক্ষণাৎ নৃপতির নিকট অভিযোগ করিল। ভূপতি সোমদত্তকে বন্দী করিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করিলে এবং সোমদত্তের মিত্রগণ অস্ত্রগ্রহণপূর্বক তাহাদিগকে হত্যা করিলে রাজা দ্বিতীয়বার সৈন্য প্রেরণপূর্বক সোমদত্তকে বন্দীকরতঃ ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহাকে শূলে বিদ্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। শূলে আরোহণ করিবার সময় সে অকস্মাৎ ভূতলে পতিত হইল, বোধ হইল যেন

কেহ তাহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছে এবং পুনর্বার ঘাতকেরা তাহাকে শূলে তুলিতে উদ্যত হইলে তাহারা অন্ধ হইয়া গেল। যাহার কল্যাণ হইবে তাহাকে ভাগ্যই রক্ষা করে। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার অনুরোধে হৃষ্টচিত্তে রাজা সোমদত্তকে মুক্তি প্রদান করিলেন। মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া সোমদত্ত নৃপতির অবমাননাকর আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া ভার্যাসহ দেশান্তরে গমন করিতে অভিলাষী হইল। আত্মীয়-স্বজনেরা সকলে তাহার কার্য অনুমোদন না করাতে সে রাজপ্রদত্ত অগ্রহারের অর্ধাংশ ত্যাগ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে সংকল্প করিল। গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের নিমিত্ত অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া সে কৃষিকার্য করিতে মনস্থ করিয়া একটি শুভদিনে এক খণ্ড উপযুক্ত ভূমি সংগ্রহের নিমিত্ত অরণ্যে আগমন করিয়া প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদিত হইবার উপযুক্ত এক খণ্ড জমি অধিকার করিল। উহার মধ্যস্থলে একটি বিরাট অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। ইহা শুভ ঘনচ্ছায়া দ্বারা রৌদ্রকে দূরে অপসারিত করিয়া প্রাবৃট কালের ন্যায় শীতল ছিল দেখিয়া সে অত্যন্ত তুষ্ট হইল। (৭-২৫)

"এই বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যিনিই হোন না কেন আমি তাহার ভক্ত"—এই কথা বলিয়া সে বৃক্ষটিকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিল। সাফল্যের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া মঙ্গলমন্ত্র উচ্চারণকরতঃ বৃক্ষকে নৈবেদ্য প্রদান করিয়া যুগল বলীবর্দের সাহায্যে সে তথায় ভূমি কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সে দিবারাত্র ঐ বৃক্ষতলে অবস্থান করিত এবং তাহার ভার্য্যা সতত তাহার আহার্য্য তথায় আনয়ন করিত। কালক্রমে শস্য পক্ব হইলে সেই ভূমি দুর্ভাগ্যবশতঃ শত্রুরাজ্যের সৈন্য কর্তৃক লুণ্ঠিত হইল। শত্রুসৈন্য চলিয়া গেলে পর সেই সাহসী পুরুষ অল্প যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা রোরুদ্যমানা পত্নীকে প্রদানকরতঃ তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া পূর্বের মত নৈবেদ্য প্রদান করিয়া সেই স্থানেই সেই বৃক্ষতলে অবস্থান করিতে লাগিল। সত্ত্ববান্ ব্যক্তির চরিত্রই এইরূপ, দুঃসময়ে তাহার অধ্যবসায় বর্ধিত হয়। একদিন রাত্রে যখন সে চিন্তাব্যাকুলিত চিত্তে নিদ্রাহীন অবস্থায় ছিল তখন সেই অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতে একটি দৈববাণী হইল, "হে সোমদত্ত, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। শ্রীকণ্ঠ রাজ্যের নৃপতি আদিত্যপ্রভের নিকট গমনকরতঃ প্রত্যহ নৃপতির দ্বারদেশে সন্ধ্যাকালে গীত অগ্নিদেবতার স্তব অনবরত উচ্চারণ করিতে থাকিবে এবং বলিবে, 'আমি ফলভূতি নামক বিপ্র, আমার কথা শ্রবণ কর, যে ভাল করে তাহার ভালই হইবে, যে মন্দ করে তাহার মন্দ হইবে।' পুনঃপুনঃ এই বাক্য উচ্চারণ করিলে তোমার অতি মাত্রায় সৌভাগ্য লাভ হইবে। এখন আমার নিকট হইতে অগ্নিদেবতার সন্ধ্যাস্তব শিক্ষা কর। আমি একজন যক্ষ।" এই কথা বলিয়া এবং অচিরাৎ তাহাকে স্বীয় শক্তি-বলে সন্ধ্যাস্তব শিক্ষা প্রদান করিয়া বৃক্ষ হইতে নির্গত সেই দৈববাণী নীরব হইল। যক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ফলভূতি নাম গ্রহণ করিয়া বুদ্ধিমান সোমদত্ত পরদিবস প্রাতঃকালে

পত্নীর সহিত যাত্রা করিল। নিজেরই দুর্দশার ন্যায় অনেক জটিল অসম অরণ্যানী অতিক্রম করিয়া সে শ্রীকন্ঠ রাজ্যে উপস্থিত হইল। (২৬-৩৯) তথায় সে রাজদ্বারে অগ্নিদেবের সন্ধ্যাস্তোত্র আবৃত্তি করিয়া পূর্ব নির্দেশমত ফলভূতি নাম গ্রহণপূর্বক জনগণের কৌতূহল বৃদ্ধিকরতঃ নিম্নোক্তরূপ বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিল, "যে ভাল করিবে তাহার ভাল হইবে, যে মন্দ করিবে তাহার মন্দ হইবে।" এই বাক্য বারংবার উচ্চারণ করিলে নৃপতি আদিত্যপ্রভ কৌতূহলবশতঃ তাহাকে প্রাসাদে আনয়ন করিলে সে নৃপতির সম্মুখে পুনঃপুনঃ একই বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিল। রাজা ও তাহার সমস্ত অমাত্যবর্গ হাস্য করিতে লাগিল। ভূপতি ও সামন্তগণ তাহাকে বস্ত্র, ভূষণ ও গ্রামাদি দান করিল। মহদ্ব্যক্তিদিগের তুষ্টি ফলপ্রসূ হয়। ফলভূতি পূর্বে দরিদ্র ছিল, এখন গুহ্যকের (যক্ষের) অনুকম্পায় সে অচিরাৎ রাজার নিকট হইতে বহুধন লাভ করিল। পুনঃপুনঃ উপরিউক্ত একই বাক্য উচ্চারণ করাতে সে রাজার বিশেষ প্রিয় হইল, কারণ রাজার চিত্ত রসগ্রহণেচ্ছু। নৃপতির প্রিয়পাত্র হওয়াতে সে ক্রমে ক্রমে রাজপ্রাসাদে, রাজ্যে এবং রাজার অন্তঃপুরে প্রীতি ও সম্মানের স্থান অধিকার করিল। একদা ভূপতি আদিত্যপ্রভ অরণ্যে মৃগয়ান্তে সহসা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দ্বারস্থ প্রতিহারদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া সন্দেহাকুল হইলেন। তিনি রাজ্ঞী কুবলয়াবলীকে দিগম্বর অবস্থায় দেবার্চনায় নিযুক্ত দেখিলেন। তাহার রোমরাজি খাড়া হইয়াছিল, চক্ষু অর্ধনিমীলিত ছিল, তাহার ললাটে ছিল বিরাট এক সিন্দুরতিলক, মন্ত্রোচ্চারণে অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতেছিল। সে বিচিত্র বর্ণে অঙ্কিত একটি বৃহৎমণ্ডলীর মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া রক্ত, মদ এবং নরমাংস দ্বারা আহুতি-প্রদান করিতেছিল। এদিকে মহিষী নৃপতিকে দর্শনমাত্রই পরিচ্ছদাদি গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হইল এবং ভূপতি প্রশ্ন করিলে নিজের কৃতকর্মের জন্য অবিলম্বে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল, "প্রভো, আপনার সমৃদ্ধির নিমিত্তই এই পূজা করিতেছি, আমার মায়া-মন্ত্রের গোপন রহস্য এবং কিপ্রকারে ইহা লাভ করিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন।" (৪০-৫৩)

কুবলয়াবতী এবং ডাকিনী কালরাত্রির কাহিনী

বহুপূর্বে একদা পিতৃগৃহে বসন্তোৎসবের সময় যখন উদ্যানে আনন্দ করিতেছিলাম তখন আমার সখীরা তথায় উপস্থিত হইয়া আমাকে বলিল, "এই প্রমদোদ্যানে তরুরাজি কর্তৃক গঠিত কুঞ্জের মধ্যস্থলে দেবাদিদেব গণেশের মূর্তি আছে। তিনি বর প্রদান করেন এবং তাহার শক্তি পরীক্ষিত হইয়াছে। যাহাতে উপযুক্ত পতি লাভ করিতে সমর্থ হও তন্নিমিত্ত ভক্তি সহকারে সেই ইচ্ছাপূরণকারীর অর্চনা কর।' এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি আমার অজ্ঞতাবশতঃ সখীদিগকে বলিলাম, "কি বলিতেছ? বিনায়কের পূজা করিয়া কি কুমারীরা স্বামীপ্রাপ্ত হয়?" প্রত্যুত্তরে তাহারা বলিল,

"এইরূপ প্রশ্ন করিতেছ কেন? উহার পূজা না করিয়া এই পৃথিবীতে কেহ সফলতা অর্জন করিতে সমর্থ হয় না। ইহার প্রমাণস্বরূপ উহার শক্তির একটি উদাহরণ বর্ণনা করিতেছি।" এই কথা বলিয়া আমার সখীরা নিম্নোক্ত কাহিনী বিবৃত করিল। (৫৪-৫৯)

কার্তিকেয়ের জন্ম বৃত্তান্ত

পুরাকালে তারকাসুর কর্তৃক উত্যক্ত হইয়া ইন্দ্র যখন দেবতাদিগের সেনাপতিত্ব করিবার নিমিত্ত মহাদেবের একটি পুত্র বাঞ্ছা করিলেন তখন পুষ্পধন্বাও দগ্ধ হইয়াছে। গৌরী তপস্যা করিয়া সুদীর্ঘ তপশ্চর্যায় রত উর্ধ্বরেতা ত্র্যম্বককে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর তিনি পুত্রলাভেচ্ছায় কন্দর্পদেবকে পুনরুজ্জীবিত করিবার আকাঙ্ক্ষা করিলেন। কিন্তু সাফল্য লাভের নিমিত্ত গণেশকে অর্চনা করিতে তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। যখন তিনি প্রিয়তমকে তাহার ইচ্ছাপূরণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন তখন মহাদেব তাহাকে বলিলেন, "প্রিয়ে, ব্রহ্মার মানস হইতে কামদেব বহুপূর্বেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু জন্মিবামাত্রই সে দর্পভরে বলিল, 'আমি কাহাকে উদ্ভ্রান্ত করিব? (কান্ দর্পয়ামি)' এই নিমিত্ত ব্রহ্মা তাহার নাম কন্দর্প রাখিয়া বলিলেন, 'তোমার যখন এতই আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়াছে তখন তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, যদি মৃত্যু না আকাঙ্ক্ষা কর তবে শিবকে কখনও ঘাটাইও না।' যদিও সৃষ্টিকর্তা তাহাকে সতর্ক করিয়াছিলেন তথাপি সে আমার তপোভঙ্গ করিতে আগমন করিলে আমি তাহাকে ভস্মীভূত করিয়াছিলাম। সুতরাং সে আর তাহার দেহ ফিরিয়া পাইবে না। কিন্তু স্বীয় শক্তিবলে তোমাতে আমি একটি পুত্র উৎপাদন করিব, কারণ সন্তান লাভের নিমিত্ত মর্ত্যবাসীদিগের ন্যায় আমার মদনের শক্তির প্রয়োজন হয় না।" বৃষলক্ষণ শিব যখন পার্বতীকে এই কথা বলিতেছিলেন তখন ইন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া ব্রহ্মা তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। শিবের স্তুতিবাদ করিয়া যখন তাহারা তারকাসুরের ধ্বংস প্রার্থনা করিলেন তখন শিব দেবীর গর্ভে আত্মজের জন্ম প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাহাদের অনুরোধে তিনি ইহাও স্বীকার করিলেন যে সৃষ্টি যাহাতে ধ্বংস না হয় তন্নিমিত্ত দেহীদিগের চিত্তে কামদেব বিদেহী হইয়া বাস করিবে। মনসিজকে নিজের চিত্তে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রদান করিলেন। ইহাতে বিধাতা সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিলেন এবং পার্বতীও হৃষ্ট হইলেন। (৬০-৭১) অতঃপর কিয়দ্দিবস গত হইলে উমার সহিত শঙ্কর রতিক্রীড়া সম্ভোগ করিলে একশত বৎসর গত হইলেও তাহা শেষ হইল না এবং ত্রিভুবন মর্দনে কম্পিত হইতে লাগিল। তখন পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইবে ভয়ে শিবকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত পিতামহের নির্দেশে দেবতাগণ অগ্নিকে স্মরণ করিল। স্মরণমাত্রেই অগ্নি, মনসিজ-

শত্রু অজেয় মনে করিয়া দেবতাদের সান্নিধ্য হইতে পলায়নপূর্বক ভয়ে জলে প্রবেশ করিল। তাহার তাপে দগ্ধ হইয়া ভেকগণ অন্বেষণরত দেবতাদিগকে বলিল যে সে জলের ভিতর আছে, তখন ভেকদিগকে অব্যক্ত শব্দকারী হইবার অভিশাপ প্রদান করিয়া অগ্নি তথা হইতে তিরোধান করিয়া মন্দার পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। দেবতারা তখন অগ্নিকে বৃক্ষকোটরে শম্বুকরূপে আবিষ্কার করিল। অগ্নি গজ এবং শুকপক্ষীদিগের নিকট প্রকট হইয়াছিল এবং তাহারাই দেবতাদিগকে এই সন্ধান দিয়াছিল। হস্তী ও শুকদিগের জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া অব্যক্ত ধ্বনি করিবে, অগ্নি এইরূপে অভিশপ্ত করিলে দেবতাদিগের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া সে তাহাদের অভিপ্রায় মত কার্য করিতে স্বীকৃত হইল এবং শম্ভুর নিকট অভিশপ্ত হইবার ভয়ে নত মস্তকে দেবতাদিগের বক্তব্য তাহাকে বলিল। তখন শিব তাহার বীর্য অগ্নিকে প্রদান করিলে সে অথবা অম্বিকাদেবী কেহই তাহা ধারণ করিতে সমর্থ হইল না। দেবী কুপিত এবং শোকান্বিত, হইয়া, "আপনার নিকট হইতে সন্তান লাভ হইল না" এই কথা বলিলে শঙ্কর বলিলেন, "বিঘ্নেশ গণেশকে উপাসনা কর নাই বলিয়া এই বিষয়ে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং যাহাতে অগ্নি হইতে আমাদের একটি সন্তানের উৎপত্তি হয় তন্নিমিত্ত তাহার পূজা কর।" শিব কর্তৃক এই প্রকারে আদিষ্ট হইয়া দেবী বিঘ্নেশের অর্চনা করিলে শিবের ঔরসে অগ্নির গর্ভ হইল এবং শিবের বীর্যধারণ করায় অগ্নি দিবাভাগেও দীপ্তিমান হইল, মনে হইল সূর্যদেব তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। শিবের তেজধারণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় অগ্নি উহা গঙ্গায় নিক্ষেপ করিল এবং হরের আদেশে গঙ্গা উহা মেরু পর্বতের যজ্ঞকুণ্ডে স্থাপিত করিল। (৭২-৮৬) তথায় শিবের অনুচরগণ উহা সহস্র বৎসর রক্ষা করিবার পর উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ষড়ানন বিশিষ্ট পুত্র হইল। গৌরী কর্তৃক ধাত্রীরূপে নিযুক্ত ষষ্ঠ কৃত্তিকার পয়োধর হইতে ষন্মুখে দুগ্ধ পান করিয়া ঐ শিশু অল্প কয়েক দিবসেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। ইতোমধ্যে তারকাসুর কর্তৃক বিজিত হইয়া দেবরাজ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ-পূর্বক মেরু পর্বতের দুরধিগম্য শৃঙ্গে লুক্কায়িত হইল। দেবতারা ঋষিদিগের সহিত ষড়ানন কার্তিকেয়ের শরণ লইলে সে তাহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিল। ইহা শ্রবণ করিয়া, "রাজ্য হারাইতে বসিয়াছি" এই কথা মনে করিয়া ক্ষুব্ধ ইন্দ্র ঈর্ষাপরবশ কার্তিকেয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কিন্তু ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে কার্তিকেয়ের দেহ হইতে শাখ ও বিশাখ নামক সমতেজা দুই পুত্রের জন্ম হইল। তখন শিব তথায় আগমনকরতঃ ইন্দ্র হইতেও প্রভাবশালী স্বীয় পুত্র কার্তিকেয় এবং তাহার দুই পুত্রকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে বলিয়া কার্তিকেয়কে নিম্নোক্তরূপে ভৎসনা করিলেন, "তারকাসুরকে বধ করিয়া ইন্দ্রের রাজ্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত তোর জন্ম হইয়াছে। সুতরাং নিজের কর্তব্য কার্য সম্পাদন কর।" এই

কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র হরষিত চিত্তে তাহাকে বন্দনা করিয়া কার্তিকেয়কে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিতে উদ্যত হইয়া স্বয়ং বারিকুম্ভ উত্থিত করিল কিন্তু বাহু আড়ষ্ট হইয়া পড়িলে সে অত্যন্ত বিমর্ষ হইল। তখন শিব তাহাকে বলিলেন, "তুমি সেনাপতি পদ প্রাপ্তির আশায় গজমুখ দেবের উপাসনা কর নাই, তন্নিমিত্তই তোমার সম্মুখে এই বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। এখন তাহার পূজা কর।" তৎশ্রবণে সেইরূপ করিলে ইন্দ্রের বাহু সচল হইল এবং সে সেনাপতির শুভ অভিষেক কার্য সুসম্পন্ন করিল। (৮৭-৯৮) তাহার অনতিকাল পরেই দেবসেনাপতি তারকাসুরকে বধ করিলে দেবগণ গৌরীর পুত্রলাভ হইয়াছে এবং তাহাদেরও কার্যসিদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া হর্ষান্বিত হইল। সুতরাং রাজকুমারি, দেখিতেই পাইতেছ যে গণেশের পূজা না করিলে দেবতাদিগেরও কার্যসিদ্ধি হয় না। আশীর্বাদ লাভের নিমিত্ত তাহার অর্চনা কর।"

সখীদিগের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া, আর্যপুত্র, আমি উদ্যানের নিভৃত প্রান্তে অবস্থিত গণেশমূর্তির পূজা করিলাম। অর্চনান্তে আমি সহসা দেখিতে পাইলাম যে আমার সখীগণ নিজেদের শক্তিবলে উড্ডীয়মান হইয়া গগনাঙ্গনে বিহার করিতেছে। কৌতূকবশতঃ আমি তাহাদিগকে আহ্বান করিলে তাহারা নভোদেশ হইতে নিম্নে অবতরণ করিল। তাহাদের যাদুবল সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তাহারা অচিরে উত্তর করিল, "ইহা নৃমাংসভোজী ডাকিনীদিগের মন্ত্রবল এবং কালরাত্রি নাম্নী এক ব্রাহ্মণী আমাদিগের গুরু।" সখীরা এই কথা বলিলে খেচরীর শক্তিলাভ করিতে উৎসুক হইলাম কিন্তু নরমাংসভোজন করিতে হইবে বলিয়া কিয়ৎকাল দ্বিধাগ্রস্ত থাকিয়া ঐ মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া সখীদিগকে বলিলাম, "তোমরা আমাকেও ঐ বিদ্যায় শিক্ষিত কর।" মৎকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ বিকটাকৃতি কালরাত্রিকে আনয়ন করিল। তাহার ভ্রূদ্বয় ছিল সংযুক্ত, চক্ষু ছিল নিষ্প্রভ, নাসিকা ছিল সমতল, গণ্ডদেশ ছিল স্থূল, ওষ্ঠ ছিল সুবিস্তৃত, স্কন্ধদেশ ছিল বিরাট এবং পাদদ্বয় ছিল বিস্তারিত। সেই দন্তুর, লম্বস্তনী উদরিণীকে দেখিয়া মনে হইল বিধাতা যেন তাহার বৈরূপ্য সৃষ্টির বৈদগ্ধ্যের পরিচয় প্রদান করিবার নিমিত্তই তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। স্নানান্তে গণেশপূজা সমাপন করিয়া আমি তাহার পদপ্রান্তে পতিত হইলে সে আমাকে বিবস্ত্রাকরতঃ একটি মণ্ডলে স্থাপিত করিয়া ভীমদর্শন ভৈরবের অর্চনা করাইল। আমার উপর বারিসিঞ্চনকরতঃ সে আমাকে দেবতাদিগকে বলিপ্রদত্ত নরমাংস ভোজন করিতে দিল। নরমাংস ভোজনকরতঃ নানা প্রকার মন্ত্র শিক্ষা করিয়া আমি নগ্নাবস্থায় আকাশে উড্ডীন হইয়া সখীদিগের সহিত বিহারান্তে গুরুর আদেশে নিম্নে অবতরণ করিয়া, হে দেব! আমি, রাজকুমারী, অন্তঃপুরে স্বকক্ষে প্রবেশ করিলাম। (৯৯-১১৩) এই প্রকারে কুমারী অবস্থাতেই আমি ডাকিনীদিগের

সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের সহিত একত্রে বহু নরমাংস ভোজন করিয়াছি। কিন্তু রাজন্, মূলকাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন একটি বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন:

সুন্দরকের কাহিনী

ঐ কালরাত্রির বিষ্ণুস্বামী নামক এক বেদবিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণ পতি ছিল। নানা দেশ হইতে আগত শিষ্যদের ঐ উপাধ্যায় অধ্যাপনা করিত। শিষ্যদের মধ্যে সুন্দরক নামে এক যুবক ছিল। যেমন ছিল তাহার রূপ তেমনি ছিল তাহার চরিত্র। একদা স্বামী স্থানান্তরে গমন করিলে গুরুপত্নী কালরাত্রি কামার্ত হইয়া গোপনে তাহার নিকট আগমন করিল। স্মরদেব বাস্তবিকই কুরূপাদিগকে লইয়া হাস্যপ্রদ ক্রীড়া করিতে ভালবাসেন তাহা না হইলে নিজেকে ঐ প্রকার কুরূপা জানা সত্ত্বেও কেন সে সুন্দরকের প্রেমে পড়িবে! প্রলুব্ধ হওয়া সত্ত্বেও সুন্দরক মনে প্রাণে ঐ পাপ কার্য করিতে বিরত থাকিল। স্ত্রীলোকেরা যতই দুরাচরণ করুক সদ্ব্যক্তির মন অবিচলিত থাকে। সে প্রস্থান করিলে কালরাত্রি ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় অঙ্গ দন্ত ও নখ দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিয়া বস্ত্র ও কেশ বিকীর্ণ এবং আলুলায়িতকরতঃ উপাধ্যায় বিষ্ণুস্বামী যে পর্যন্ত গৃহে প্রত্যাবর্তন না করিল সে পর্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিল। বিষ্ণুস্বামী গৃহে প্রবেশ করিলে সে বলিল, "স্বামিন্, দেখুন, বলাৎকার করিবার নিমিত্ত সুন্দরক আমার কি দশা করিয়াছে?" এই কথা শ্রবণমাত্র সে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইল, কারণ স্ত্রীলোকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে প্রাজ্ঞব্যক্তিও চিন্তাশক্তিবিহীন হইয়া পড়ে। সুন্দরক গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে উপাধ্যায় ও তাহার শিষ্যগণ তাহাকে পদ, মুষ্টি ও লগুড় দ্বারা তাড়না করিল এবং সে যখন আঘাতে অজ্ঞান হইয়া পড়িল তখন তাহার নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করিয়াই বিষ্ণুস্বামী শিষ্যদিগকে রজনীতে তাহাকে পথোপরি নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলে তাহারা তাহাই করিল। তখন সুন্দরক রজনীর শীতল অনিলে চৈতন্য লাভ করিয়া নিজের অবস্থা দৃষ্টে চিন্তা করিতে লাগিল, "হায়, হায়, ধূলি হইতে দূরে অবস্থিত সরোবরও যেরূপ ঝটিকায় অশান্ত হয় স্ত্রীলোকের প্ররোচনায় ধীর ব্যক্তিদিগের মনও তদ্রূপ বিচলিত হয়। এই নিমিত্ত আমার বৃদ্ধ ও প্রাজ্ঞ গুরুদেব অতিরিক্ত ক্রোধে চালিত হইয়া আমার প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছেন। দৈবের এইরূপই রীতি, সে জন্মসময় হইতেই কাম ও ক্রোধ এমন কি, ব্রাহ্মণ-দিগেরও মোক্ষদ্বারের দুইটি অর্গলস্বরূপ কার্য সম্পাদন করে। (১১৪-১৩০) পুরাকালে দেবদারু বনে তাহাদের ভার্যারা বিপথগামী হইবে আশঙ্কা করিয়া ঋষিরাও কি শিবের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন না? ঋষিরাও অশান্তচিত্ত উমাকে প্রদর্শনার্থ উদ্যত হইলে হর ক্ষপণকের বেশ ধারণ করাতে উঁহারা তাহাকে দেবতা বলিয়া চিনিতে অসমর্থ হইয়াছিল। অভিশাপ প্রদানের পর যখন তাহাদের বোধগম্য হইল যে তিনিই ত্রিভুবনের

পালক তখন তাহারা আশ্রয় লাভার্থ পলায়ন করিয়া তাহার নিকট আগমন করিয়াছিল। দেখা যাইতেছে যে এমনকি সাধুরাও মানুষের ষড় রিপু লোভ, ক্রোধ ও তাহাদের সহচরদিগের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অপরের ক্ষতিসাধন করেন, বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগের ত কথাই নাই।" এইরূপ চিন্তা করিয়া রজনীতে দস্যুভয়ে নিকটবর্তী একটি শূন্য গোশালায় সে আশ্রয় গ্রহণ করিল। যখন সে ঐ গোশালার এক প্রান্তে অলক্ষ্যে অবস্থান করিতেছিল তখন একদল ডাকিনীসহ মুখ হইতে অগ্নিশিখা ও বায়ু নির্গত করিয়া বীভৎস আকার ধারণপূর্বক কালরাত্রি মুক্ত অসি হস্তে তথায় প্রবেশ করিল। কালরাত্রিকে এই বেশে দেখিয়া সে রাক্ষস বিতাড়নমন্ত্র স্মরণ করিলে সেই মন্ত্রে মোহগ্রস্ত হইয়া কালরাত্রি তাহাকে ভয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঙ্কুচিত পিণ্ডাকার অবস্থায় একপ্রান্তে নিভৃতে অবস্থিত থাকাতে দেখিতে পায় নাই। তখন উড্ডয়ন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সসখী এবং গোশালাদিসহ সে আকাশে উড্ডীয়মান হইল। (১৩১-১৪০)

সুন্দরক সেই মন্ত্র মনে করিয়া রাখিল এবং কালরাত্রি আকাশপথে উজ্জয়িনী আগমনকরতঃ মন্ত্রবলে একটি ওষধি উদ্যানে অবতরণ করিয়া শ্মশানে গমন করিল। সেখানে সে যখন ডাকিনীদিগের সহিত বিহার করিতেছিল তখন সুন্দরক গোশালা হইতে বহির্গত হইয়া ওষধি উদ্যানে গমনকরতঃ খনন করিয়া কতিপয় মূলসংগ্রহ করিল। সেইগুলি আহার করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তিকরতঃ পুনরায় সে গোশালায় আগমন করিলে কালরাত্রি মধ্যরাত্রিতে তাহার আসর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া গোশালায় প্রবেশ-করতঃ পূর্বের ন্যায় মন্ত্রবলে শিষ্যাদিগের সহিত আকাশমার্গে রাত্রিকালেই স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। যে গোশালাটিকে যানরূপে ব্যবহার করিয়াছিল সেটিকে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া সে তাহার সহচরীদিগকে বিদায়করতঃ নিজের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। এদিকে বিস্মিত সুন্দরক বিপদসঙ্কুল নিশিযাপন করিয়া গোশালা হইতে বহির্গত হইয়া পরদিন প্রাতে নিকটস্থ সুহৃদ্‌বর্গের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃতকরতঃ দেশান্তরে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বন্ধুরা তাহাকে আশ্বস্ত করিল। তখন সে গুরুগৃহ পরিত্যাগ করিয়া মিত্রদের সহিত তথায় অবস্থানকরতঃ সত্রে ভোজন করিয়া তাহাদের সহিত যথেচ্ছ স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল (১৩১-১৪৯)। একদা গৃহোপকরণাদি ক্রয় করিবার নিমিত্ত কালরাত্রি বিপণীতে আগমন করিলে তথায় সুন্দরকের দর্শন লাভ করিল। পুনরায় কামাতুর হইয়া সে তাহার নিকট গমন করিয়া তাহাকে দ্বিতীয়বার বলিল, "সুন্দরক, এখনও আমার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন কর কারণ আমার জীবন তোমার উপর নির্ভর করে।" তাহাকে এইরূপে সম্ভাষণ করিলে পুণ্যাত্মা সুন্দরক তাহাকে বলিল, "আপনার এই প্রকার কথা বলা যুক্তিসংগত নহে, গুরুপত্নী হওয়ায় আপনি আমার মাতা।" তখন কালরাত্রি বলিল, "তোমার যদি এতই ন্যায় জ্ঞান তবে জীবন রক্ষাপেক্ষা আর কি বৃহত্তর ধর্ম আছে?"

তখন সুন্দরক বলিল, "মাতঃ, এইরূপ অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করিবেন না, গুরুর শয্যা অধিকার করাতে কি ধর্ম লাভ করা যায়?" তৎ কর্তৃক এইরূপে নিবারিত হইয়া ক্রোধে তর্জন গর্জন করিতে করিতে সে সহস্তে স্বীয় উত্তরীয় ছিন্ন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনকরতঃ পতিকে তাহা দেখাইয়া বলিল, "দেখুন, সুন্দরক আমাকে আক্রমণ করিয়া আমার পরিচ্ছদের কি দশা করিয়াছে। তাহার পতি ক্রোধান্বিত হইয়া সত্রে গমনকরতঃ, "সুন্দরক, পাপী এবং মৃত্যুদণ্ড পাইবার উপযুক্ত" এই কথা বলিয়া তাহার তথায় আহার বন্ধ করিয়া দিল। সুন্দরক তখন দুঃখিত হইয়া সেই দেশ পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিল। গোশালায় আকাশপথে উড্ডীন হইবার যে মন্ত্র সে শিক্ষা করিয়াছিল তাহা তাহার স্মরণে ছিল। কিন্তু আকাশ হইতে অবতরণ করিবার মন্ত্র শ্রবণ করিয়া তাহা শিক্ষা করা সত্ত্বেও বিস্মৃত হইয়াছে বোধ করিয়া সে পুনর্বার রাত্রিকালে সেই শূন্য গোশালায় গমন করিল। তাহার তথায় অবস্থিতি কালে কালরাত্রি পূর্বের ন্যায় তথায় আগমন করিল এবং পূর্বের ন্যায় গোশালায় আকাশ পথে উড্ডীন হইয়া পূর্ববৎ উজ্জয়িনীতে আগমন করিল। আকাশ হইতে ওষধি উদ্যানে অবতরণ করিয়া সে পুনরায় রাত্রিকালের কার্যাদি সাধন করিবার নিমিত্ত শ্মশানে গমন করিল। (১৫০-১৬১)

সুন্দরক পুনর্বার সেই মন্ত্র শ্রবণ করিল কিন্তু তাহা শিক্ষা করিতে অপরাগ হইল, কারণ গুরু ব্যাখ্যা না করিলে কেহ কি যাদুমন্ত্র সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়? অতঃপর সে কতিপয় মূল ভোজনকরতঃ কয়েকটি তাহার সঙ্গে গোশালায় আনয়ন করিয়া পূর্বের ন্যায় তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। কালরাত্রি আগমনকরতঃ গোশালায় প্রবেশ করিয়া আকাশমার্গে নিশাকালে আগমন করিয়া যানের গতিরুদ্ধকরতঃ স্বগৃহে প্রবেশ করিল। প্রাতঃকালে সুন্দরকও সেই গোশালা পরিত্যাগ করিয়া মূলগুলি বিক্রয় করিয়া খাদ্য ক্রয় করিবার নিমিত্ত বিপণীতে আগমন করিলে। মূলগুলি বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে নৃপতির কতিপয় মালবদেশীয় ভৃত্য স্বদেশজাত দ্রব্য দেখিয়া মূল্য প্রদান না করিয়াই ঐ সমুদায় গ্রহণ করিল। ক্রুদ্ধ হইয়া সুন্দরক কলহ করিলে তাহারা তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, "তাহাদের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছে," এই অভিযোগে নৃপতির সম্মুখে তাহাকে আনয়ন করিল। সুন্দরকের বন্ধুরাও তাহার অনুগমন করিয়াছিল। ঐ দুরাত্মারা রাজার নিকট অভিযোগ করিল, "কি প্রকারে মালবদেশ জাত মূল আনয়ন করিয়া ক্রমাগত সে এই কান্যকুব্জতে বিক্রয় করে।' এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে উহার উত্তর প্রদান ত করেই নাই পক্ষান্তরে আমাদের উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছে।"

নৃপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে এই আশ্চর্যজনক ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার বন্ধুরা বলিল, "আমাদের সহিত যদি ইহাকে রাজপ্রাসাদে লইয়া যাওয়া

হয় তবেই এই অদ্ভুত ঘটনার কথা বলা হইবে নচেৎ নহে। (১৬২-১৭০) রাজা সম্মত হইলে সুন্দরককে প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হইল এবং সে মন্ত্রবলে সহসা প্রাসাদ সহ আকাশপথে উড্ডীন হইল। মিত্রদিগের সহিত প্রাসাদে উড়িতে উড়িতে সে ক্রমে ক্রমে প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া ক্লান্তিবশতঃ তথায় প্রাসাদসহ থামিল। কোনও নরপতিকে তথায় স্নান করিতে দেখিয়া সে আকাশ হইতে গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিল। সকলে বিস্ময়াভূত হইয়া ইহা নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে সে নৃপতির সমীপে আগমন করিল। তাহার নিকট দণ্ডায়মান থাকিয়া রাজা তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কে এবং কেনই বা আকাশ হইতে অবতরণ করিলে?" সুন্দরক উত্তর করিল, "আমি সুন্দরক নামক ধূর্জটির অনুচর এবং তাহার আদেশে মনুষ্যোচিত ভোগ সম্ভোগ করিতে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি।" তৎশ্রবণে "ইহা সত্য হইবে" মনে করিয়া রাজা তাহাকে শস্যসমৃদ্ধ রত্নপূর্ণ এবং উপকরণ ও নারীগণসহ একটি নগরী প্রদান করিলেন। তখন সুন্দরক সেই নগরীতে প্রবেশ করিয়া অনুচরবর্গসহ আকাশে উড্ডীন হইয়া দারিদ্র্যমুক্ত হইল এবং বহুকাল ইচ্ছামত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিল। সুবর্ণ পর্যঙ্কে শায়িত হইয়া সুন্দরী নারীগণ কর্তৃক আন্দোলিত চামর ব্যজনদ্বারা সেবিত হইয়া সে ইন্দ্রের ন্যায় সুখ ভোগ করিতে লাগিল। অতঃপর তাহার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ এক সিদ্ধ যখন আকাশপথে বিচরণ করিতেছিল তখন তাহার নিকট হইতে আকাশ হইতে অবতরণের মন্ত্র শিক্ষা করিয়া সুন্দরক সেই মন্ত্রবলে নভোমার্গ হইতে স্বনগরী কান্যকুব্জে অবতরণ করিল। সমৃদ্ধ অবস্থায় একটি নগরীসহ সে অবতরণ করিয়াছে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাজা স্বয়ং ঔৎসুক্যবশতঃ তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। রাজা তাহাকে চিনিতে পারিয়া প্রশ্ন করিলে কখন কি বলিতে হয় সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ সুন্দরক তাহাকে কালরাত্রিঘটিত নিজের ঘটনাবলী সমস্ত সবিস্তারে বিবৃত করিলে তিনি কালরাত্রিকে আনয়নকরতঃ তাহাকে প্রশ্ন করিলে সে নির্ভয়ে তাহার কুকার্যের বৃত্তান্তসমূহ নিবেদন করিল। ক্রুদ্ধ নৃপতি তাহার নাসিকা ছেদন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া তাহাকে ধৃত করিলে সে সমস্ত দর্শকদিগের চক্ষুর সমক্ষেই অদৃশ্য হইল। নৃপতি তাহার রাজ্যে কালরাত্রির বাস নিষিদ্ধ করিলে সুন্দরক পূজিত হইয়া আবার আকাশমার্গে যাত্রা করিল।(১৭১-১৮৫)।

স্বামী নৃপতি আদিত্যপ্রভকে এই কথা বলিয়া রাজ্ঞী কুবলয়াবলী পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "দেব, ডাকিনী সম্ভূত এবম্প্রকার যাদুমন্ত্র বাস্তবিকই আছে এবং পৃথিবীতে সুবিদিত ঘটনা আমার পিতৃরাজ্যে সংঘটিত হইয়াছিল। আমি সূচনাতেই আপনাকে বলিয়াছিলাম যে আমি কালরাত্রির শিষ্যা। কিন্তু আমি পতিব্রতা বলিয়া তাহা অপেক্ষাও অধিক শক্তির অধিকারী। অদ্য যখন আমি আপনার মঙ্গল কামনায়

অর্চনান্তে মন্ত্রবলে বলি প্রদানার্থ একটি নরকে আহ্বান করিতেছিলাম তখন আপনার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছি। এখন আপনিও আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত নৃপতিগণকে পরাভূত করিয়া তাহাদের মস্তকে চরণ স্থাপন করুন।" এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া রাজা প্রথমতঃ সম্মত না হইয়া বলিলেন, "ডাকিনীদিগের নরমাংস ভোজনের সহিত রাজত্বের কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে?" কিন্তু রাজ্ঞী যখন আত্মহত্যা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন তখন রাজা স্বীকৃত হইলেন, কারণ বিষয় সম্ভোগে আকৃষ্ট কোন্ ব্যক্তি সৎপথে থাকিতে সমর্থ হয়? রাজা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে তাহাকে মন্ত্রপূত সেই মণ্ডলে স্থাপন করিয়া রাজ্ঞী বলিল, "আমি তোমার প্রতি অনুরক্ত সেই বিপ্র ফলভূতিকে এইস্থানে আকৃষ্ট করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহা করা এখন কঠিন হইবে। সুতরাং কোন সূপকারকে আমাদের কর্মে দীক্ষিত করিলে সে স্বয়ং তাহাকে হত্যা করিয়া রন্ধন করিতে সমর্থ হইবে।(১৮৬-১৯৫)। কিন্তু আপনি এই কার্যে ঘৃণাবোধ করিবেন না, কারণ সে সর্বোচ্চ বংশজাত বলিয়া অনুষ্ঠানান্তে বলি প্রদত্ত তাহার মাংস ভোজন করিলে মন্ত্রের বল পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।" প্রিয়তমা এই কথা বলিলে পাপভয়ে ভীত হওয়া সত্ত্বেও রাজা পুনরায় সম্মত হইলেন। হায়! স্ত্রীর অনুরোধ বাস্তবিকই কণ্টকর। তখন সেই রাজদম্পতি সাহসিক নামক সূপকারকে আহ্বানকরতঃ তাহাকে কর্মে দীক্ষান্তে সাহস প্রদান করিয়া উভয়ে বলিলেন, "আগামীকাল প্রাতঃকালে যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে আগমনকরতঃ তোমাকে বলিবে, 'অদ্য রাজা ও রাণী একত্র ভোজন করিবেন সুতরাং শীঘ্র তাহাদের নিমিত্ত খাদ্য প্রস্তুত কর', তুমি তাহাকে হত্যাকরতঃ তাহার মাংসদ্বারা আমাদের নিমিত্ত স্বাদু ভোজ্যবস্তু প্রস্তুত করিবে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সূপাকার সম্মতিপ্রদানপূর্বক স্বগৃহে গমন করিল। পরদিন প্রাতে ফলভূতি আগমন করিলে নৃপতি তাহাকে বলিলেন, "সূপকার সাহসিককে রন্ধনশালায় গমন করিয়া বলিবে, 'অদ্য নৃপতি ও রাজ্ঞী একত্রে আহার করিবেন, সুতরাং যতশীঘ্র সম্ভব স্বাদু ভোজ্য প্রস্তুত কর।" "আমি তাহাই করিব" এইকথা বলিয়া ফলভূতি তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সে বহির্দেশে থাকাকালীন কুমার চন্দ্রপ্রভ তাহার সমীপে আগমন করিয়া বলিল, "আমার মহান্ পিতার নিমিত্ত যে প্রকার কুণ্ডল আপনি পূর্বে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এই সুবর্ণ দ্বারা আমার নিমিত্ত সেই প্রকার কুণ্ডল অদ্যাই প্রস্তুত করাইবেন।" তাহার সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত ফলভূতি সেই মুহূর্তে কুণ্ডল প্রস্তুত করাইবার নিমিত্ত গমন করিল এবং রাজকুমার, ফলভূতি কথিত বার্তাসহিত একাকী মহানসে গমন করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া নৃপতির বার্তা প্রদান করিলে সূপকার সাহসিক পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত তৎক্ষণাৎ ছুরিকাদ্বারা তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার মাংসে ভোজ্য প্রস্তুত করিল। নৃপতি ও মহিষী অর্চনান্তে প্রকৃত তথ্য অবজ্ঞাত না হইয়া উহা ভক্ষণ করিলেন। সন্তপ্ত হৃদয়ে নৃপতি

নিশিযাপন করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে কুণ্ডল হস্তে ফলভূতিকে আগমন করিতে দেখিলেন। (১৯৬-২০৯)

উদভ্রান্ত হইয়া কুণ্ডল সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া ফলভূতির নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা ভূতলে পতিত হইয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হা পুত্র!" এবং নিজেকে ও মহিষীকে দোষ দিতে লাগিলেন। সচিবেরা তাহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি তাহাদের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া ফলভূতি তাহাকে যাহা বলিত তাহারই পুনরাবৃত্তি করিলেন, "যে ভাল করে তাহার ভাল হইবে এবং যে মন্দ করে তাহার মন্দ হইবে।" প্রাচীরে নিক্ষিপ্ত কন্দুক যেরূপ প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া প্রত্যাগমন করে সেইরূপ যে অন্যের ক্ষতি করিতে চায় তাহার নিজের ক্ষতি হয়। আমরা দুই পাপাচারী একটি ব্রাহ্মণ হত্যা করিতে মনস্থ করিয়া নিজেদের পুত্রকেই নিহত করিয়া তাহার মাংস ভোজন করিয়াছি।" ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধকরতঃ অধোমুখে দণ্ডায়মান মন্ত্রীদিগকে এই কথা বলিয়া এবং সেই ফলভূতির অভিষেক সম্পাদন করিয়া নিজের পরিবর্তে তাহাকে নৃপতি পদে বৃতপূর্বক অপুত্রক রাজা সমস্ত ধনরত্ন বিতরণ করিয়া পাপশুদ্ধির নিমিত্ত ভার্যাসহ অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন, যদিও ইতঃপূর্বে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন। রাজাপদ প্রাপ্ত হইয়া ফলভূতি পৃথিবী শাসন করিতে লাগিল। এইরূপে মনুষ্যকৃত ভাল অথবা মন্দ পুনরায় তাহার উপরই বর্তায়। (২১০-২১৭)

বৎসরাজের সম্মুখে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া যৌগন্ধরায়ণ পুনরায় নৃপতিকে বলিল, "হে মহান্ নৃপতি, আপনি ব্রহ্মদত্তকে পরাজিত করিয়া তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। এখন যদি সে আপনার বিরুদ্ধাচরণ করে তবে তাহাকে বধ করাই সমীচীন হইবে।" মুখ্যমন্ত্রীর এই বাক্য অনুমোদন করিয়া রাজা গাত্রোত্থানকরতঃ দিবসের কর্তব্য কার্যাদি সমাধান করিলেন এবং দিগ্বিজয় সমাপ্ত হইবার পরদিবস লাবাণক হইতে স্বীয় নগরী কৌশাম্বীর দিকে যাত্রা করিলেন। যথাকালে পারিবারবৃন্দসহ তিনি স্বনগরীতে উপস্থিত হইলেন। নর্তকীদিগের উর্ধোৎক্ষিপ্ত ভুজবল্লরীর ন্যায় পতাকা দ্বারা সজ্জিত প্রফুল্ল নগরী যেন নৃত্য করিতেছিল। নৃপতির প্রতি পদক্ষেপ অনিলচালিত কমলের ন্যায় পৌরনারীগণের নয়ন নগরীকে কমল উদ্যানের শোভা প্রদান করিয়াছিল। এইরূপে তিনি নগরীতে প্রবেশ করিলেন। চারণদিগের সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বন্দীদিগের দ্বারা স্তুত হইয়া এবং নৃপতিবৃন্দের প্রণাম গ্রহণ করিয়া রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন বৎসরাজ অন্যদেশের নৃপতিদিগের উপর নিজের অধিকার স্থাপন করিলে তাহারা তাহার নিকট নত হইয়া প্রণাম করিল এবং তিনি বিজয়ী বীরের মত রত্নস্তূপ হইতে বহুপূর্বে আহৃত পূর্বপুরুষদিগের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তখন শুভকার্যাদি সম্পাদনকালে নভোমণ্ডল উচ্চগম্ভীর

তূর্যনাদে পূর্ণ হইল। বৎসরাজের মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় লোকপালেরা সমস্তদিক হইতে সমস্বরে সাধুবাদ করিতে থাকিল। তখন নির্লোভ নৃপতি ভুবনজয়লব্ধ বিত্ত-রাজি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিতরণ করিলেন এবং মহোৎসব সম্পাদন করিয়া নৃপতি-সঙ্ঘ ও স্বীয় মন্ত্রীদিগের মনোরথপূর্ণ করিলেন। তখন মেঘগর্জনসম দুন্দুভি নিনাদে-পূর্ণ নগরীতে যখন গুণানুসারে জনগণের ক্ষেত্রে ধনবর্ষণ করিতেছিলেন তখন প্রচুর শস্যের সম্ভাবনায় প্রতিগৃহ উৎসব মুখরিত হইয়াছিল। নিখিল পৃথিবী জয় করিয়া যৌগন্ধরায়ণ এবং রুমন্বতের উপর রাজ্যের সমস্ত ভার অর্পণকরতঃ বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীসহ নৃপতি সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন। তখন চারণগণের সংগীতে প্রশংসিত হইয়া কীর্তি ও লক্ষ্মীদেবী সদৃশ দুই মহিষীর মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া স্বীয় যশের মত শ্বেত চন্দ্রোদয় দেখিতে দেখিতে দুর্দান্ত শত্রুদিগের পরাক্রম যেরূপ গ্রাস করিয়াছিলেন তদ্রূপ অনবরত আসব পান করিতে লাগিলেন (২১৮-২৩০)।

—ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের লাবাণক লম্বকের
ষষ্ঠ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা—২৩০
ক্রমিক সংখ্যা—২৮৯৩

লাবাণক নামক তৃতীয় লম্বক সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	মুদ্রণ প্রমাদ	হওয়া উচিত
৫	১৩	লম্বক	তরঙ্গ
৬	৬	কাশীবাসীদের	কাশ্মীরবাসীদের
১৩	১৯	Brockhavs	Brockhaus
২০	৮	জনন্	জনন
২৭	২৬	স্থলশিরা	স্থূলশিরা
২৮	২৮	বন্ধুরা নটনন্দনৃত্য	বন্ধু নট নন্দ নৃত্য
২৯	৫	পুনরাভিনয়	পুনরভিনয়
৪৯	২৮	বৃক্ষ	ঋক্ষ
৫১	৮	করুণ	করুন
৫৩	১	ভস্মস্যাৎ	ভস্মসাৎ
৫৪	২৪	মদনবানে	মদনবাণে
৫৯	১৮	মন্মথবানে	মন্মথবাণে
৬৫	১৩	বিন্ধাবাসিনী	বিন্ধ্যবাসিনী
৬৬	১৫	অস্ত্রহার	অগ্রহার
৬৭	৩২	তোমার	আমার
৭১	৬	আহত	আবৃত
৭৭	১৬	অর্জন	অর্জুন
৭৭	১৬	ত্রিপুরারী	ত্রিপুরারি
৭৯	১১	কুমন্ধৎ	কুমন্বৎ
৮২	২৭	হইয়াছিল।	হইয়াছিল,
৮৪	৭	শক্র	শক্র
৮৪	২৭	তুমি সেই	সেই তুমি
৮৬	১০	করিয়াও	করিয়া
৮৭	২১	গড়গ	খড়গ
৯০	৪	সযত্নে তাহার	সযত্নে
৯০	২৭	জহলদদিগকে	জল্লাদদিগকে
৯১	১৭	সপরিষদে	সপারিষদে
৯২	৭	করিল	করেন
৯২	২০	বিরহলীন	বিরহকালীন
৯২	২২	কোশাম্বী	কৌশাম্বী
৯২	২৪	সৌররাজ্যে	যৌবরাজ্যে
৯৪	২৭	দন্দ	দণ্ড
৯৫	১৬	ইচ্ছক	ইচ্ছুক
৯৮	১০	তোমায়	তোমার
৯৯	৯	পরিব্যপ্ত	পরিব্যাপ্ত
৯৯	২০	বসনের	ব্যসনের

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	মুদ্রণ প্রমাদ	হওয়া উচিত
১০৭	১০	পূর্বে	পূর্বেই
১০৭	২১	চক্রলাঞ্জিত	চক্রলাঞ্ছিত
১০৮	৬	দেবী	দেবি
১০৮	১৪	বলিতে বলিতে	বলিতে বলিলে
১০৮	১৮	পটবন্ধ	পট্টবন্ধ
১০৯	২৮	হস্তিপাকরা	হস্তিপকেরা
১১১	১	রাত্রে	রাত্র
১১১	৯	ইচ্ছক	ইচ্ছুক
১১২	২১	ইচ্ছক	ইচ্ছুক
১১২	২৫	দেবয়াতনে	দেবায়তনে
১১২	২৭	দেবস্মিতা	দেবস্মিতাও
১১২	৩০	অন্যথা-নহে	অন্যথা নহে.

কথাসরিৎসাগর

দ্বিতীয় খণ্ড

অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স
৫এ ভবানী দত্ত লেন : কলিকাতা-৭৩

প্রথম সংস্করণ ১৯৬০

আকাডেমিক পাবলিশার্স' ৫-এ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭৩-এর পক্ষে শ্রীবিমলকুমার
ধর কর্তৃক প্রকাশিত এবং মলয় ঘোষ ও সুভাষ দত্ত কর্তৃক এম. আর. প্রিণ্টার্স'
২-বি গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

পিতৃদেব ৺বকুলাল বিশ্বাসের স্মরণে —

যাঁহার উৎসাহ ও উদ্দীপনায়

তরুণ বয়সেই দেবভাষার সহিত

পরিচিত হইবার প্রেরণা লাভ করি।

INTRODUCTION

The narrative and story literature of India is perhaps the greatest in the world in any language, in the extent of its output and in its quality and character. If India has produced great philosophy and some great ideas in the realm of higher thought and literature, and has given great things in the arts and architecture as well as in music and science, she can further boast of a literature which has an appeal to all classes of humanity, from the thinker, the poet and the scholar to the average man in the street—whether he is a townsman or a villager. There is thus a universal quality of this extensive artistic creation of the Indian mind during some thirty centuries, from the Vedic period onwards. Leaving aside the rich storymaterial which we find in Vedic literature, we come down to the great Epics which stand along with half a dozen work of supreme value like the Greek Epics, the old Germanic and Old Irish Hero Tales, the stories of ancient Iran as well as of the Old Semitic world as being among the supreme creations of the human mind. After the Epics and Puranas in which works are embodied quite a mass of popular literature, we have the creations of sophisticated Sanskrit literature as well as literatures in Pali and the various Prakrits, then we find the so called artificial Epics of Sanskrit and the vast domain of story literature of both Buddhism and Jainism. It is not necessary to enter into a detailed account of this literature, which is the glory of India.

India was always in love with her own great literary heritage, and the ancient stories once they came into existence never lost their vogue—they remained popular as the centuries passed by. Thus for example, the story of Rama is found in hundreds of different versions with expansions of the central theme for the last 2500 years, and the Rama story also made its exodus to the countries of Greater India throughout the greater part of Asia and everywhere it developed new ramifications and new additions. The story of Pururavas and Urvasi starts from the Rig-Veda and it takes a beautiful narrative form in the Sata-

patha Brahmana, and subsequently it is transformed in the hands of Kalidasa and the different narrators of the Puranas. To study the origin and development of a great literary theme has become one of the basic subjects of literary research for India's literary inheritance in Old and Middle Indo-Aryan and down to the New Indo-Aryan periods. In the process of treatment and expansion of a particular story theme, the greatest writers of India took a hand, and thus we have in Sanskrit, in Pali and Prakrit, in Apabhrams and in New Indo-Aryan languages as well as in the Dravidian languages like Tamil, Kannada, Telugu etc. a remarkable concert of literary themes throughout the ages This concert of themes has a great harmony, and through this harmonious concert was successful in making most of the main themes of literature become natural to the languages spoken in the different parts of India. Indian literature, no matter what language it is written in, is in its totality of forms, a single entity, and it is also expressive of the basic unity of Indian culture.

Among one such theme in Indian literature which has remained immortal for the last 2500 years and more is the romantic story of Udayana, king of Vatsa or Kosala (in present day Eastern U.P.) and Princess Vasavadatta, daughter of King Prodyota (known also as Chanda Mahasena, the powerful king of Malava with his capital at Ujjain). This beautiful romantic story goes back in its historical core to the 6th century B.C., and it is found first narrated, possibly in its oldest and simplest form, so far available in the Pali JATAKATTHA KATHA. This story very early captivated the minds of the Indian people and became immensely popular. It was one of the earliest Indian stories to be treated in art—in sculpture as in the Orissa bas-reliefs at Bhubaneswar in the 2nd century B.C. and in stone plaques giving scenes from the stories. Kalidas has noted in his MEGHADUTA, about the popularity with the people of his time (C. 400 A.D.) of this old story. It was a story which some present day scholars trying to find out the origins of the RAMAYANA story, thought might perhaps be older than the story of Rama and Sita in its finished form. The story of Udayana and Vasavadatta however, inspite of its high antiquity and its artistic and literary excellence, be-

came completely over-shadowed by the story of RAMAYANA; and that was because of the very profound human qualities of the characters of the Ramayana character which became exemplars for mankind particularly in their intimate domestic relations.

But nevertheless, the Udayana story lived on. As we can see from Kalidasa, it was quite popular even a thousand years after the story first began, about the middle of the first thousand years after Christ. Then later on, other Prakrit and Sanskrit writers took up the story and wrote extensions of it, which did not bring any detriment to its high literary qualities. Subandhu, the Sanskrit romance writer, in his most oranate prose wrote his romance of Vasavadatta in Sanskrit. Gunadhya, possibly in the 6th or 7th century A.D., wrote a big work in Prakrit on the same story, and this great work now unfortunately is lost. There is controversy among scholars about the nature of the Prakrit which Gunadhya used and about the time and place of his *floruit*. Later on, other Indian poets essayed to follow in the footsteps of Gunadhya in Sanskrit and the most exalted among such poets was Somadeva.

Somadeva was a Brahman from Kashmir who lived in the 11th century during the rule of the eminent king of Kashmir, Avantivarman He wrote his KATHA SARIT-SAGARA, which is a huge narrative poem in Sanskrit, rivalling in extent, though not in popularity, the Ramayana. This huge work is looked upon as a repository of quite a mass of Sanskrit stories which are romantic as well as heroic, and which are stories which belong to the court and the masses both, to the city and to the village, giving stories embracing the life of Indian people of the late classical period in all walks of life. It, in a way, seeks to emulate the MAHABHARATA in the wide extent and variety of its story material The KATHA SARIT SAGARA, however, has built up its narrative framework of all sorts of romantic stories round the core with which it begins; namely, the story of Vasavadatta. There were some earlier extensions of this story which are also made full use of by Somadeva. But the original core is completely covered up by this ancillary material.

Such a book written in very lucid and easy Sanskrit, could

never miss its proper homage from the public at a time when Sanskrit was no longer the spoken language of the people in their homes. In North India, some kind of easy Sanskrit was generally well understood by the people even without serious study, even as late as the second half of the first thousand years A.D. and the early centuries of the second thousand years A.D. as well. So the popularity of the story made it a romance book for the masses, as much as the two great Epics, the RAMAYANA and MAHABHARATA, and the BHAGAVATA PURANA dealing with the life of Krishna, were the religious Bible as well as Book of Tales and Romances for all and sundry.

Round about the close of the first millenniam A.D., the neighbouring nations of India, particularly Iran, and under the influence of Iran, Muslim Arabia, besides Central Asia with its Turkish population, became in a new way attracted by the romantic story lore of India. These stories passed on to Iran in the first instance, from the time of the great Sasanian Emperors. The best fables of India which were current from the days of early Buddhism, and were re-written for popular consumption in simple Sanskrit in works like Hitopadesa and the Pañcatantra, easily made a conquest of the Iranian mind; and from Iran, these stories were taken up with avidity by the Arabs, and then passed on to the European world in the west where these stories attained to the position of classics in western language as "The Fables of Pilpay" (Pilpay being the ultimate corruption of the Prakrit word BIDPAI i.e. Sanskrit VIDYAPATI). In their great hunger for romantic stories, the Iranians would appear to have taken up Sanskrit works like the Katha-Sarit-Sagar and began to make adaptations in their own language as early as 500 A.D., and even earlier On the model of the framework of the KATHA-SARIT-SAGARA was gradually established one of the most popular works of world literature of the present day in the hands of the Iranians and the Arabs namely the Arabian work KITAB ALF LAYLAH WA LAYLAH or The Book of Thousand Nights and One. This great repository of medieval stories of love and adventure and worldly wisdom ultimately goes back in some of its bases to the KATHA-SARIT-SAGARA. A detailed comparative study of the origins of the Alf Laylah and that of Indian collection of tales like

the KATHA-SARIT-SAGARA would be a subject of most interesting international research in literature.

The Katha-Sarit-Sagara has been translated in full in English by C. H. Tawney, and it was an achievement which could be placed almost alongside of the translations of the Mahabharata into English by Pratap Chandra Roy and Manmatha Nath Datta and of the RAMAYANA by the Italian Sanskritist Gaspare Gorresio, by the French translation by Jules Mohl, and the verse translation into English by H. H. Griffiths. This translation has made the proper study of this magisterial work in Sanskrit easy for scholars all over the world, and a new edition of this was published some years ago with full anthropological and historical notes by N. M. Penzer, which is now out of print.

The KATHA-SARIT-SAGARA is unquestionably one of the great works of romance in world literature. But it was a great pity that it has not been until recently accessible through translations in the modern Indian languages in its own country. An attempt was made in Bengali by Mahamahopadhyay Kamal Krishna Bhattacharya, many decades ago, but I am told that it was not a complete translation, and it is already long out of print. But mention must be made of a fine Hindi translation giving Sanskrit text and the Hindi version in opposite pages, the work of Pandits Kedar Nath Sarma Saraswat and Jatasankar Jha and Praphulla Chandra Ojha, which has been published in three volumes (A.D. 1960-1973), by the Bihar Rashtrabhasha Parishad of Patna. There are also, as I understand, translations in one or two other Indian languages like Tamil and Marathi.

Now it is a matter for congratulation that Sri Hirendralal Biswas, M.A., has taken in hand a complete Bengali version of the entire KATHA-SARIT-SAGARA. The original work consists of 18 LAMBAKAS or "Sections", and so far, Sri Biswas has brought out his first volume in 200 pages which gives the first three LAMBAKAS (nearly 3000 verses of the entire work, which consists of 23,000 verses—a work which is almost as long as the RAMAYANA). This first volume has a brief but useful introduction from Dr. Ramesh Chandra Majumdar. The second volume is published herewith, and it now brings up the

story upto the end of the 7th Lambaka (1500 verses). Three more volumes are now expected to come out bringing the book to its end with its 18 Lambaka and 23,000 verses. The translation, I understand, is ready, and the only delay will be to see it through the press.

The translator Sri Hirendralal Biswas is a retired officer of the Indian Railways, and he took up this work as a labour of love after having been retired from office completing full span of his employment only two years ago. He is a great lover of Sanskrit and other ancient literatures of India, and unless there is this kind of love which makes a man dedicate himself to the completion of a great work which he has taken up voluntarily, we cannot hope to have fulfilment of an endeavour of this type which has also a great national value.

I am glad to know that the Government of West Bengal, Education Ministry, has given a financial subvention—50% of the expenses, in order to make the book available at a cheaper price to the members of the body politic. But considering the time and labour involved, I think it will not be too much to expect the Government to find out the entire funds necessary for the publication of the next three volumes. The amount will not be much, but the work is of monumental quality and character. I only wish that the authorities would take this matter into serious consideration and do the proper thing in this connection.

মুখবন্ধ

ভারতের কথাসাহিত্য বৈচিত্র্যে এবং গুণে বোধহয় জগতের কথা-সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিরাট দর্শন-শাস্ত্রের জনয়িত্রী এবং উচ্চভাব-সংবলিত সাহিত্যের উৎস, কলা, স্থপতিবিদ্যা, সঙ্গীত ও বিজ্ঞানের উচ্চাদর্শনের প্রসবিত্রী হওয়া সত্ত্বেও ভারত সর্ব্বস্তরের জনগণের —চিন্তাবিদ্, কবি ও পণ্ডিত হইতে সাধারণ পর্য্যায়ের নগরবাসী অথবা গ্রামবাসীদিগের নিমিত্ত সাহিত্যসৃষ্টির গর্ব্ব করিতে পারে। বৈদিকযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিংশশতাব্দী যাবৎ ভারতীয় মনীষা বিপুল শিল্পসম্ভার সৃষ্টি করিয়াছে। বৈদিকসাহিত্যের উচ্চপর্য্যায়ের কাহিনীসমূহ ব্যতীত গ্রীক পুরাণ, প্রাচীন জার্ম্মান কাহিনী, আয়র্ল্যাণ্ডের বীর যোদ্ধৃবর্গের বৃত্তান্ত, ইরাণ ও প্রাচীন সেমিটিক, এই জাতীয় কয়েকটি মানব কল্পনার উৎকৃষ্ট সৃষ্টি বিশাল পুরাণ শাস্ত্রসমূহের সমপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বীররসাশ্রিত পৌরাণিক বিপুল গণসাহিত্য বাদ দিলেও আমরা কৃত্রিম-কাহিনী সংবলিত বিরাট সংস্কৃত, পালি ও নানাপ্রকার প্রাকৃত ভাষায় বিরচিত বৌদ্ধ এবং জৈন কথাসাহিত্যের অধিকারী। ভারতের এই গর্ব্বোজ্জ্বল সাহিত্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ভারত তাহার সাহিত্যসম্পদ সম্বন্ধে সতত সচেতন ছিল। সুতরাং কোন কাহিনী একবার প্রচলিত হইলে তাহা আর বিস্মৃতির গর্ভে লুপ্ত হইত না—শতাব্দীর পর শতাব্দী তাহার সর্ব্বজনপ্রিয়তা অটুট থাকিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে গত আড়াই হাজার বৎসরে শ্রীরামচন্দ্রের মূল আখ্যায়িকা বৃহত্তর ভারতে এশিয়ার প্রায় সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া নূতন নূতন যোজনাদ্বারা রূপসমৃদ্ধ হইয়াছে। পুরূরবা ও উর্ব্বশীর বৃত্তান্ত বৈদিকযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া শতপথ ব্রাহ্মণে অপূর্ব্বভাবে রূপান্তরিত হইয়া কালিদাস এবং পুরাণকারদিগের হস্তে নবকলেবর লাভ করিয়াছে। প্রাচীন, মধ্য এবং নব্যভারতীয় আর্য্যযুগের কাহিনীসম্পদের উৎপত্তি এবং অনুশীলন একটি গবেষণার বিষয় হইয়াছে। আখ্যায়িকা বস্তুর আলোচনা ও সমৃদ্ধি বিষয়ে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকমণ্ডলী অংশ-গ্রহণ করায় সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশের ন্যায় নবভারতীয় আর্য্যভাষায় এবং তামিল, তেলুগু ও কানাড়ীর মত দ্রাবিড়ভাষার যুগে

যুগে বিপুল সাহিত্যসম্ভারের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐক্যবন্ধভাবে এই সাহিত্যসম্পদ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কথ্য ভাষায় স্থানলাভ করিয়াছে। ভারতীয় যে প্রাদেশিক ভাষাতেই লিখিত হউক না কেন সামগ্রিকভাবে উহা ভারতের কৃষ্টি যে মূলতঃ এক তাহাই প্রমাণ করিয়াছে।

বর্ত্তমান উত্তরপ্রদেশের পূর্ব্বাংশের বৎস বা কোশলরাজ্যের রাজা উদয়ন ও রাজধানী উজ্জয়িনীর শক্তিশালী মালবরাজ প্রদ্যোত অথবা চণ্ডমহাসেনের দুহিতা রাজ্ঞী বাসবদত্তার অপরূপ প্রেমের আখ্যায়িকা ভারতসাহিত্যের এইরূপ একটি কাহিনী যাহা গত আড়াই হাজার বৎসর অথবা তাহারও অধিককাল অমর হইয়া রহিয়াছে। এই মনোরম প্রেমোপাখ্যানের মূল উৎস হইতেছে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী অথবা তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী কালের "জাতকথা কথা"—যে জাতককাহিনীতে উহা সর্ব্বপ্রাচীন এবং সর্ব্বাপেক্ষা অলংকৃতরূপে স্থান লাভ করিয়াছিল। এই আখ্যায়িকা প্রথম হইতেই প্রাচীনযুগে ভারতীয় জনগণের হৃদয় অধিকার করিয়া অতিমাত্রায় সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে স্থপতিশিল্পের ও অন্যান্য শিলাপটের খোদিত চারুকলায় যে সমস্ত ভারতীয় কাহিনী রূপ লাভ করিয়াছিল এই আখ্যায়িকা হইতে গৃহীত বিষয়বস্তুসমূহ তাহার সুপ্রাচীন নিদর্শন। আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কালিদাস তাহার মেঘদূতকাব্যে এই প্রাচীন কাহিনীর জনপ্রিয়তার উল্লেখ করিয়াছেন। রামায়ণ কাহিনীর বর্ত্তমান গবেষকদিগের কাহারও কাহারও মতে এই আখ্যায়িকাটি হয়ত রামসীতার কাহিনীর পূর্ণাকার প্রাপ্তির পূর্ব্বেই প্রচলিত ছিল। উদয়ন-বাসবদত্তা কথা প্রাচীনত্ব এবং শিল্পশৈলীর সৌকুমার্য্যসত্বেও কালক্রমে রামায়ণ কাহিনী দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অধিগত হইয়াছিল। রামায়ণের কাহিনীসমূহের অন্তরঙ্গ পারিবারিক সম্পর্কের মানবীয়তার উদাহরণই ইহার কারণ।

এতদ্‌সত্বেও উদয়নকাহিনী প্রচলিত রহিয়া গেল। কালিদাসের কাব্যে আমরা দেখিতে পাই যে কাহিনীটি উদ্ভবকাল হইতে খৃষ্টীয় প্রথম সহস্র শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় সহস্র বৎসর জনপ্রিয় ছিল। পরবর্ত্তীকালে প্রাকৃত এবং সংস্কৃত ভাষার লেখকগণ এই আখ্যায়িকার যে সম্প্রসারণ করিয়াছিলেন তাহাতে ইহার উচ্চ সাহিত্যিক মর্য্যাদা এবং গুণাবলী ক্ষুন্ন হয় নাই। সংস্কৃত প্রেমোপাখ্যান-লেখক সুবন্ধু তাঁহার অনবদ্য অলঙ্কৃত গদ্য ভাষায় বাসবদত্তার প্রেমকাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। হয়ত খৃষ্টীয় ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দীতে গুণাঢ্য একই আখ্যায়িকা লইয়া

প্রাকৃত ভাষায় একটি বিরাটগ্রন্থ রচনা করেন। দুঃখের বিষয় সেই গ্রন্থটি এখন লুপ্ত হইয়াছে। গুণাঢ্য যে প্রাকৃত ভাষায় তাঁহার পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কাল ও দেশ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে বিরাট মতভেদ আছে। পরবর্ত্তীকালে গুণাঢ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় এই আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া যে কবিগণ গ্রন্থ রচনা করেন তাঁহাদের মধ্যে সোমদেবই প্রধান ছিলেন।

কাশ্মীরী-ব্রাহ্মণ সোমদেব প্রসিদ্ধ কাশ্মীর-নরপতি অবন্তীবর্ম্মার সময়ে একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি তাঁহার বিরাট কথাসরিৎসাগর গ্রন্থ সংস্কৃতভাষায় রচনা করেন। ইহা আকারে রামায়ণের তুলাই বিশাল ছিল, কিন্তু অতটা জনপ্রিয় হয় নাই। এই বিরাটাকার গ্রন্থ প্রেম ও বীরত্বের কাহিনী সংবলিত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বহু উপাখ্যানের আকর হিসাবে গণিত হইয়াছে। উত্তরপুরাণযুগের উচ্চবিদগ্ধ ও সাধারণ সমাজের, অর্থাৎ গ্রামীণ এবং নাগরিক ইত্যাদি সর্ব্বস্তরের জনগণের কাহিনী ইহাতে আছে। এক কথায় বলিতে গেলে ইহা কাহিনীসমূহের সংখ্যায় এবং প্রকারভেদে মহাভারতের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু যে বাসবদত্তাকাহিনী কথাসরিৎসাগরের মূল বিষয়বস্তু তাহার চতুর্দ্দিকেই ইহার গল্পসমূহ রচিত হইয়াছে। এই আখ্যায়িকার উত্তরকালের সংযোজনাও সোমদেব তাঁহার রচনায় পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। সেই সমস্ত আনুষঙ্গিক বৃত্তান্ত দ্বারা ইহার মূল আখ্যায়িকা সম্পূর্ণভাবে আবৃত হইয়া গিয়াছে।

সহজবোধ্য এবং অতিশয় সরল ভাষায় রচিত এই প্রকার একখানি গ্রন্থ ঐ ভাষা যখন আর জনসাধারণের কথ্যভাষা ছিল না তখন তাহাদিগের নিকট হইতে যথাযোগ্য সমাদর লাভ না করিয়া পারে নাই। উত্তর ভারতে বিশিষ্টভাবে পঠিত না হওয়া সত্ত্বেও একপ্রকার সংস্কৃত ভাষা এমন কি খৃষ্টীয় প্রথম সহস্র বৎসরের মধ্য হইতে দ্বিতীয় সহস্র বৎসরের প্রথমদিক পর্য্যন্তও জনগণের নিকট সহজবোধ্য ছিল। সুতরাং রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় দুইটি বীরসাশ্রিত কাব্য এবং কৃষ্ণচরিত্র সংবলিত ভাগবত পুরাণ বাইবেলের মত যেরূপ জনসাধারণের ধর্ম্মগ্রন্থ হইয়াছিল, তদ্রূপ ইহাও সর্ব্বজনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়া জনসাধারণের কাহিনী ও প্রেমোপাখ্যানের অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় প্রথম সহস্র বৎসরের শেষদিকে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ, বিশেষতঃ ইরাণ এবং উহার প্রভাবে মুশ্লিম আরব ও তুরস্কজাতি অধ্যুষিত

মধ্য এশিয়া ভারতের প্রেমোপাখ্যান দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রথম যুগের সাসানীয় সম্রাটদের সময়েই এই কাহিনীসমূহ ইরাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধযুগের আদিকাল হইতেই হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের মত পুস্তকসমূহে সহজ সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ ভারতবর্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আখ্যানসমূহ ইরাণ দেশবাসীদিগের মন হরণ করিয়াছিল। ইরাণ হইতে এই আখ্যায়িকাসমূহ আরবদেশ সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিল এবং সেখান হইতে পশ্চিম ইউরোপে প্রচলিত হইয়া ইহারা "পিল্পের কাহিনী" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ("পিল্পে" শব্দটি প্রাকৃত "বিদপাই" অর্থাৎ সংস্কৃত "বিদ্যাপতি" শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।) প্রেমকাহিনীর ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ইরাণ দেশবাসীগণ পঞ্চম শতাব্দী অথবা তাহার পূর্ব্বেই কথাসরিৎসাগরের মত সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে নিজেদের ভাষায় কাহিনীসমূহ রূপান্তরিত করিয়াছিল। কথাসরিৎসাগরের আদর্শে রচিত ইরাণীয় এবং আরবীয় পুস্তক "কিতাব আলফলাইলা ওয়ালাইলা" অর্থাৎ "সহস্র এবং এক রজনী"র কাহিনী ক্রমে ক্রমে বিশ্বসাহিত্যে একটি বহুল সমাদৃত গ্রন্থরূপে স্থান করিয়া লইয়াছিল।

প্রেম, দুঃসাহসিক অভিযান এবং সাংসারিক অভিজ্ঞতার কাহিনী সংবলিত এই মধ্যযুগীয় গ্রন্থের কোন কোন অংশের মূলে উৎস কথাসরিৎসাগর পুস্তকে নিহিত আছে। "আলফালাইলা" এবং কথাসরিৎসাগরের মত কাহিনী পুস্তকের তুলনামূলক বিশদ আলোচনা আন্তর্জাতিক সাহিত্যের গবেষণার বিষয় হইতে পারে।

কথাসরিৎসাগর C. H. Tawney কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনূদিত হইয়াছিল। তাহার এই মহৎ কার্য্য প্রতাপচন্দ্র রায় ও মন্মথনাথ দত্তের মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ এবং রামায়ণের ইতালীয় সংস্কৃতজ্ঞ Gaspare Gorresio-র অনুবাদ, Jules Mohl-এর ফরাসী অনুবাদ এবং H. H. Griffiths-এর পদ্যে অনুবাদের সমকক্ষ বিবেচিত হইতে পারে। Tawney-র অনুবাদ এই বিরাট সংস্কৃত গ্রন্থের আলোচনা সহজ করিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে N. M. Penzer ঐতিহাসিক ও মানবিক নিবন্ধসহ এই গ্রন্থের একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা এখন দুষ্প্রাপ্য।

কথাসরিৎসাগর অবিসংবাদিত ভাবে বিশ্বপ্রেম সাহিত্যের একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপন দেশে বহুকাল পর্যান্ত এই গ্রন্থ ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয় নাই। কয়েক দশক পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায়

কমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ইহার একটি বঙ্গানুবাদ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন ! কিন্তু শোনা যায় তাহা পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ছিল না এবং বহুকাল যাবৎ ঐ মুদ্রিত পুস্তক বাজারে পাওয়া যায় না। কিন্তু ১৯৬০-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ্ কর্ত্তৃক পাটনা হইতে কেদারনাথ শর্ম্মা সারস্বত, ঝটাশঙ্কর ঝা এবং প্রফুল্লচন্দ্র ওঝা কর্ত্তৃক হিন্দি ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া এই গ্রন্থের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। পাশাপাশি এক পৃষ্ঠায় হিন্দি অনুবাদ এবং অপর পৃষ্ঠায় মূল সংস্কৃত শ্লোক মুদ্রিত হইয়াছে। জানিতে পারিলাম তামিল এবং মারাঠীর মত দুই একটি ভাষাতেও এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

আনন্দের কথা সম্প্রতি শ্রীহীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস এম. এ. সম্পূর্ণ কথা-সরিৎসাগরের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মূলগ্রন্থ অষ্টাদশ লম্বক অথবা অধ্যায়ে বিভক্ত। এ পর্য্যন্ত শ্রীমান বিশ্বাস তাহার প্রথম খণ্ডে দুইশত পৃষ্ঠায় প্রথম তিন লম্বক মুদ্রিত করিয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থে রামায়ণের মতই প্রায় ২৩,০০০ শ্লোক আছে এবং প্রথম তিন লম্বকে ১,০০০ শ্লোক স্থান পাইয়াছে। সেই খণ্ডে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক লিখিত একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান মুখবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে। বর্ত্তমান দ্বিতীয় খণ্ডে প্রায় ৪৫০০ শ্লোকে সপ্তম লম্বক পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইল। আরও তিন খণ্ডে অবশিষ্ট লম্বকগুলি মুদ্রিত হইলে ২৩,০০০ শ্লোক সংবলিত সম্পূর্ণ অষ্টাদশ লম্বকের মুদ্রণকার্য্য সমাপ্ত হইবে। জানিতে পারিলাম অনুবাদ কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে, এখন কেবল মুদ্রণের অপেক্ষায় আছে।

অনুবাদক শ্রীহীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস ভারতীয় রেলবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। সম্পূর্ণ কার্য্যকাল অতিবাহিত করিয়া মাত্র দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষা এবং ভারতের অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্য তাঁহার অতিশয় প্রিয়। তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রীতিবশতই এই বিরাট কর্ম্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এই প্রকার উৎসাহ ও উদ্যম না হইলে মূল্যবান জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি করার আশা আমরা করিতে পারি না।

জানিয়া সুখী হইলাম যে যাহাতে স্বল্প মূল্যে এই গ্রন্থ জনসাধারণের লভ্য হয় তন্নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ মুদ্রণ ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্তু সময় এবং পরিশ্রমের কথা চিন্তা করিলে আমার মনে হয় সরকার যদি পরবর্ত্তী তিন খণ্ডের সম্পূর্ণ মুদ্রণ

ব্যয় বহন করেন এইরূপ আশা করা অযৌক্তিক হইবে না। কার্যটির বিরাটত্ব ও মহদ্‌গুণের তুলনায় ব্যয় অতি সামান্যই হইবে। আমার একমাত্র আশা ও ভরসা যে সরকার বিশদভাবে চিন্তা করিয়া এই বিষয়ে উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিবেন।

অনুবাদকের নিবেদন

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড সম্বন্ধে বহু পরিচিত ও অপরিচিত সুধীজনের নিকট হইতে প্রশংসাসূচক ও গঠনমূলক সমালোচনা পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি এবং এইখণ্ডে পূর্বের ত্রুটি কিছু কিছু সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ছাপার অক্ষর বড় করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের নির্ঘণ্ট মুদ্রিত করা হইল। ইচ্ছা আছে পরবর্ত্তী খণ্ডগুলিতেও নির্ঘণ্ট মুদ্রিত হইবে।

জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অজস্র কার্য্যে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও এই খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া এই অভাজনকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই খণ্ডেরও আংশিক মুদ্রণ ব্যয় বহন করিয়া আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। মুখবন্ধের শেষ দিকে ডঃ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তৎপ্রতি আমি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন জানাইয়াছেন যে "ঈশান অনুবাদমালা ফাণ্ড" হইতে আর্থিক সাহায্যের বিষয়টি এখনও বিবেচনাধীন আছে।

প্রকাশক অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্সের সত্ত্বাধিকারী শ্রীবিমলকুমার ধর প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন যে এই বৃদ্ধের অবর্ত্তমানেও সমস্ত খণ্ডগুলির মুদ্রণ যাহাতে সুসম্পাদিত হয় সে বিষয়ে সচেতন রহিবেন। তাঁহার এই আশ্বাস বাক্য যে আমাকে কি পরিমাণে উৎসাহিত করিয়াছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না।

মুদ্রণের নিমিত্ত পাণ্ডুলিপির নকল বিষয়ে বধূমাতাদ্বয় ও কল্যাণীয়া সুজাতা বসুর নিকট হইতে যে সাহায্য পাইয়াছি তাহা কোনদিনও বিস্মৃত হইব না।

শ্রীমান দিলীপ মজুমদার অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া প্রেসের সহিত সংযোগরক্ষাকরতঃ প্রুফ ইত্যাদি দেখিয়া দিয়াছেন এবং এইজন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে আশাকরি প্রথম খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডও পাঠক-পাঠিকাদিগের নিকট আদৃত হইবে।

সূচীপত্র

মদনমঞ্চুকা লম্বক

রত্নপ্রভা লম্বক

কথাসরিৎসাগর

"এই কথামৃত প্রাচীনকালে শিব এবং পার্বতীর প্রণয়রূপ মন্দার পর্বতের আলোড়নের ফলে হরমুখ সমুদ্র হইতে উদ্গত হইয়াছিল। যাহারা এই অমৃত কাহিনী পান করে মহাদেবের প্রসাদে তাহাদের সমস্ত বিঘ্ননাশ হইয়া ঐশ্বর্য লাভ হয় এবং ভূতলে জীবিতাবস্থায় তাহারা উচ্চ অমরপদ লাভ করে।"

ভূমিকা

এই খণ্ডে নরবাহনদত্ত জননঃ, চতুর্দ্দারিকা, মদনমঞ্চুকা ও রত্নপ্রভা, এই চারিটি লম্বকের ৪৫০০ শ্লোকের অনুবাদ মুদ্রিত হইল। পরবর্ত্তী তিনখণ্ডে অবশিষ্ট একাদশ লম্বক, প্রায় ১৫,৫০০ শ্লোকের অনুবাদ থাকিবে। অনুবাদকার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে—কেবলমাত্র মুদ্রণের অপেক্ষায় আছে।

গুণাঢ্য যে পৈশাচী ভাষায় বৃহৎকথা রচনা করিয়াছিলেন নৃপতি সাতবাহনের তাহার সহিত পরিচয় ছিল না। গুণাঢ্যের শিষ্যদ্বয় গুণদেব ও নন্দিদেবের সাহায্যে তিনি উহা পাঠ করিয়াছিলেন। কথাপীঠ লম্বকে এই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। নৃপতি সাতবাহন সংস্কৃতে এই পুস্তক রূপান্তরিত করেন, প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় এই কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু অনুমান করা যায় যে তিনি তৎকালের প্রচলিত কোন প্রাকৃত ভাষাই ব্যবহার করিয়াছিলেন, যাহা কাশ্মীরী কবিদ্বয় ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব তাঁহাদের "বৃহৎ-কথামঞ্জরী" এবং "কথাসরিৎসাগর" রচনা করিবার সময় ব্যবহার করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে অনুসন্ধান করিয়া ১২৮৬ সালে, (১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ) প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে রচিত পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত কবিরত্ন কর্ত্তৃক অনূদিত কথাসরিৎসাগরের "পূর্ব্বার্দ্ধ" প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। কলিকাতা ৮নং ডিকসন লেনস্থিত নিউ স্কুলবুক প্রেস হইতে শ্রী বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা উহা মুদ্রিত হইয়াছিল। কবিরত্ন মহাশয় সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ ছিলেন এবং তিনি স্বয়ং গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমান গ্রন্থ মূল গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। স্থানে স্থানে যে সকল অংশ নিতান্ত অশ্লীল ও নিরস বোধ হইয়াছে, এতাবৎ পরিত্যাগ করিয়া উপাখ্যানের সৌন্দর্য্যরক্ষার জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছি।" এই পুস্তকের "উত্তরার্দ্ধ" মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, কারণ সংস্কৃতকলেজ লাইব্রেরী এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কোথাও ইহার সন্ধান মিলিল না।

মুখবন্ধে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ্, পাটনা হইতে প্রকাশিত কথাসরিৎসাগরের তিনখণ্ডে মুদ্রিত হিন্দি অনুবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। পণ্ডিত কেদারনাথ শর্ম্মা সারস্বত সম্পূর্ণ

গ্রন্থ অনুবাদ করিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎ কর্ত্তৃক অনূদিত একাদশ লম্বক প্রথম দুইখণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। এমন কি তিনি প্রথম খণ্ডের মুদ্রণ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। অবশিষ্ট অনুবাদ কার্য্য পণ্ডিত-দ্বয় জটাশঙ্কর ঝা এবং প্রফুল্লচন্দ্র ওঝা সম্পন্ন করেন।

কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ডঃ বাসুদেব শরণ অগ্রবাল উহার একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সংঘদাসগণি কর্ত্তৃক রচিত "বসুদেবহিণ্ডী" অর্থাৎ "বসুদেবের পর্য্যটন" নামক জৈন প্রাকৃত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই পুস্তক বৃহৎকথা রচিত হইবার একশত বৎসরের মধ্যেই ঐ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া খৃষ্টীয় সপ্তশতাব্দীতে ১৭০০০ শ্লোকে রচিত হইয়াছিল। উদয়নের স্থলে অন্ধকবৃষ্ণি বংশের প্রসিদ্ধ বসুদেবকে গ্রন্থের নায়ক করা হইয়াছে। নরবাহনদত্তের স্থান "ধম্মিল" অধিকার করিয়াছেন। সত্যভামা ও রুক্মিণীর কাহিনীও এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে এবং ইহাতে কথোৎপত্তি, জীবিকা, মুখ, প্রতিমুখ ও শরীর (উপসংহার) এই কয়েকটি পরিচ্ছেদ আছে। এই গ্রন্থের নায়ক বসুদেব নরবাহনদত্তপিতা উদয়নের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নানাদেশ ভ্রমণ করিবার সময় বহু বিবাহ করিয়াছিলেন।

জার্ম্মাণ পণ্ডিত আলস্ ডোর্ফ এই জৈন গ্রন্থের বিস্তৃত পর্য্যালোচনা করিয়াছেন।

ডঃ অগ্রবাল তাঁহার ভূমিকায় আলোচনা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহা অনুধাবনযোগ্য এবং তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে দ্যোতনসূরি বিরচিত "কুবলয়মালা" পুস্তকে বলা হইয়াছে "বৃহৎকথা সাক্ষাৎ সরস্বতী এবং গুণাঢ্য স্বয়ং ব্রহ্মা। কবিজন ইহা পাঠ করিয়া শিক্ষালাভ করেন।" গুপ্তকালের স্বর্ণযুগে বুধস্বামী (Keith "বুদ্ধস্বামী" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন) কর্ত্তৃক রচিত "বৃহৎ কথা শ্লোকসংগ্রহ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ "লম্বকের" বদলে "সর্গে" বিভক্ত করা হইয়াছে। হেমচন্দ্র "কাব্যানুশাসনের" টীকায় বলিয়াছেন বৃহৎকথা "লম্বকে" বিভক্ত। "শালভঞ্জিকার" গ্রন্থকারও ঐ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। পঞ্চম শতাব্দীতে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের কিছু পরে রচিত সুবন্ধুকৃত "বাসবদত্তা" পুস্তকেও "লম্বক" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। মূল পৈশাচী বৃহৎকথায় লম্বক শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছিল কিনা অথবা সুবন্ধুই প্রথমে ঐ শব্দ ব্যবহার করেন তাহা বলা কঠিন। "দশরূপ" রচয়িতা ধনঞ্জয় রামায়ণের সহিত বৃহৎকথার উল্লেখ করিয়াছিলেন। ২৯ লম্বকে

রচিত "বসুদেবহিন্ডী" গ্রন্থে "উপসংহার" নামে একটি অন্তিম পরিচ্ছেদ ছিল যাহা এখন লুপ্ত হইয়াছে। ডঃ অগ্রবাল মনে করেন বৃহৎকথারও উপসংহার ছিল যাহা সোমদেব বর্জন করিয়াছেন। কাশ্মীরী রূপান্তরে বৃহৎকথার এক বৃহৎ অংশ বর্জন করা হইয়াছে এবং যাহা বৃহৎকথায় ছিল না সেইরূপ একটি অংশ সংযোজিত হইয়াছে। কাশ্মীরী লেখকদিগের সম্মুখে দুই বৃহৎকথার "হাড় পঞ্জর" মাত্র ছিল কিন্তু "বৃহৎকথা শ্লোকসংগ্রহ" এবং "বসুদেবহিণ্ডীর" রচয়িতারা বৃহৎকথার এক জীবন্ত ও পূর্ণতর রূপের সহিত পরিচিত ছিলেন।

ভূমিকার শেষে ডঃ অগ্রবাল বলিয়াছেন, "সমুদ্র যেরূপ সমস্ত রত্নের আকর সেরূপ মানবচরিত্রের যতপ্রকার বৈচিত্র্য আছে সোমদেব নিজের গ্রন্থে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ, স্ত্রীচরিত্র বিশ্লেষণে সোমদেব অদ্ভুত দক্ষতা দেখাইয়াছেন। একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরে স্ত্রীচরিত্র হয়ত অধিকতর সম্মানসূচক ছিল না এবং উহার হীনতা ও অমর্যাদাযুক্ত উচ্ছৃঙ্খলতা সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে সোমদেব দ্বিধা করেন নাই।"

চতুর্থ লম্বক

নরবাহনদত্ত জনন

মন্দার পর্ব্বত কর্ত্তৃক মন্থনে সমুদ্র হইতে যেরূপ অমৃতের উৎপত্তি হইয়াছিল এই সুধারস নিষিক্ত কাহিনীও তদ্রূপ হিমালয় দুহিতার প্রেমে আলোড়িত হইয়া পুরাকালে হরমুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। যাহারা এই অমৃত কাহিনী পান করে, মহাদেবের প্রসাদে তাহাদের সকল বিঘ্ন নাশ হইয়া ঐশ্বর্য্য লাভ হয় এবং ভূতলে জীবিতাবস্থায় তাহারা উচ্চ অমর পদ লাভ করে।

প্রথম তরঙ্গ

স্বীয় কর্ণের প্রবল আলোড়ন দ্বারা মূলে পর্ব্বত সমূহকে বিভক্তকরতঃ সীমন্তের ন্যায় সাফল্যের পন্থার সৃষ্টিকর্ত্তা বিঘ্নজিতের জয় হউক।

অতঃপর বৎসরাজ উদয়ন কৌশাম্বীতে অবস্থানপূর্ব্বক একছত্রের তলে আনীত বিজিত পৃথিবী ভোগ করিতে লাগিলেন। সুখী নৃপতি যৌগন্ধ-রায়ণ ও রুমন্বতের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া কেবলমাত্র বসন্তকের সহিত আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। স্বয়ং বীণাবাদন করিয়া মহিষী বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীর সহিত তিনি সতত সঙ্গীতরস উপভোগ করিতে লাগিলেন। মহিষীদিগের কন্ঠনিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীত যখন বীণানিঃস্বনের সহিত মিলিত হইত তখনই শুধু নৃপতির অঙ্গুলি সঞ্চালনে ধ্বনির বৈষম্য বোধগম্য হইত। হর্ম্ম্যোপরি স্বীয় কীর্ত্তির ন্যায় ধবল জ্যোৎস্না যখন পতিত হইত তখন তিনি শত্রুদিগের গর্ব্ব যেরূপ গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন তদ্রূপ প্রচুর আসব পান করিতেন। তিনি যখন উপবিষ্ট থাকিতেন তখন বারাঙ্গনাগণ স্বর্ণপাত্রে কামদেবের রাজ্যাভিষেক বারির ন্যায় রাগোজ্জ্বল রক্তবর্ণ মদিরা আনয়ন করিত। যে সুপেয়, স্বচ্ছ, রক্তবর্ণ মদ্যে মহিষী-দিগের মুখচ্ছায়া প্রতিফলিত হইয়া নৃত্য করিত তিনি তাহা দুই মহিষীর ভিতর বণ্টন করিয়া দিতেন। তাঁহার চিত্তেও সেই প্রতিবিম্ব স্ফুরিত হইত। রাজ্ঞীদিগের প্রেমরাগে রঞ্জিত ক্রোধ ও ঈর্ষ্যাবর্জিত বঙ্কিম ভ্রূসংযুক্ত আননে তাঁহার দৃষ্টি সতত নিবদ্ধ থাকিয়াও যেন তৃপ্তি লাভ করিত না। শ্বেতপদ্মপূরিত সরোবরে বালারুণের রক্তরাগের মত স্ফটিক নির্ম্মিত সিধুপূর্ণ পাত্র সমুদয় পানস্থলে শোভা পাইত। তিনি কখন কখন শিকারীদিগের সহিত ধনুর্ব্বাণ হস্তে পলাশ-শ্যাম কঞ্চুক পরিধান করিয়া স্বীয় বর্ণের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে বিচরণ করিতেন। প্রবল রবিরশ্মিতে গাঢ় তিমির যেরূপ অপসারিত হয় তিনিও পঙ্কলিপ্ত বন্য বরাহকুল শর দ্বারা তদ্রূপ হত্যা করিতেন। কৃষ্ণসারগুলির দিকে যখন তিনি ধাবিত হইতেন তখন তাহারা নৃপতি কর্তৃক ইতঃপূর্ব্বে বিজিত দিগ্বালাদিগের কটাক্ষের ন্যায় সভয়ে পলায়ন করিত। (১-১৩)

যখন তিনি মহিষ হত্যা করিতেন তখন মনে হইত তাহাদের রক্তে রঞ্জিত মহীষ যেন উহাদের শৃঙ্গাঘাত হইতে বিমুক্ত হইয়া নতমস্তকে তাঁহাকে

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। যখন উন্মুক্ত মুখে তাহার বর্শাঘাতে গর্জন করিতে করিতে সিংহদিগের প্রাণবায়ু নির্গত হইত তখন তিনি আনন্দানুভব করিতেন। সেই অরণ্যে পর্ব্বতমধ্যবর্ত্তী গহ্বরে তিনি কুক্কুর প্রেরণ করিতেন এবং উপত্যকায় জাল ব্যবহার করিতেন। তাঁহার শিকারের রীতি এই প্রকারই ছিল এবং তিনি মৃগয়াতে স্বীয় আয়ুধের উপরই নির্ভর করিতেন। এই প্রকার সুখ সম্ভোগ করিয়া তিনি যখন রাজসভায় উপবিষ্ট ছিলেন তখন একদা নারদমুনি সূর্য্যবংশের প্রতি প্রীতিবশতঃ তথায় আগমন করিলেন। তাঁহার দেহ হইতে সূর্যামন্ডলের ন্যায় প্রভা বিচ্ছুরিত হইতেছিল। রাজা তাঁহার সম্মুখে বারংবার নত হইয়া অভ্যর্থনা করিলে তিনি তুষ্ট হইয়া তথায় ক্ষণকাল দন্ডায়মান থাকিয়া নৃপতিকে বলিলেন, "অল্প কথায় তোমাকে যাহা বলিতেছি, হে রাজন্, তাহা শ্রবণ কর। তোমার পূর্ব্বপুরুষ পান্ডু রাজারও তোমার ন্যায় দুই পত্নী ছিল। সেই প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতির এক ভার্য্যার নাম ছিল কুন্তী এবং অপরটির নাম মাদ্রী। সেই পান্ডু এই সাগরমেখলা পৃথিবী জয় করিয়া অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী হইয়াছিল এবং মৃগয়াসক্ত বিধায় একদিন অরণ্যে গমন করিয়াছিল। তথায় ভার্য্যার সহিত সুরতক্রীড়ারত মৃগরূপ-ধারী কিন্দম নামক মুনিকে শরাঘাত করিলে সে মৃগবেশ পরিত্যাগ করিয়া পান্ডুরাজা, যে শোকান্বিত হইয়া কার্ম্মুক দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিল, সম্ভোগাবস্থায় তুই যেমন আমাকে বধ করিয়াছিস্, রে অবিবেচক, তোরও সেইরূপ পত্নীর আলিঙ্গনাবস্থায় মৃত্যু হইবে।' অভিশাপ ভয়ে ভীত হইয়া পান্ডু স্ত্রী-সম্ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভার্যাদের সহিত শান্তিপূর্ণ তপোবনে বাস করিতে লাগিলেন (১৪-২৬)। সেথায় অবস্থিতিকালে একদা অভিশাপ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া মাদ্রীর নিকট গমন করিলে তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং তুমি নিশ্চিন্ত হইতে পার মৃগয়াব্যসন নৃপতিদিগের পক্ষে একটা পাগলামী। জন্তুদিগকে যেমন বধ করা হয় সেইরূপ অনেক রাজা মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছেন। মৃগয়া কখনও শুভ ফলপ্রসূ হইতে পারে না। উহা অপক্ক ধূলি-জর্জরিত মাংসপ্রিয় ঘোরনাদী রাক্ষসীর ন্যায়,—বর্শাফলক উহার তীক্ষ্ণ দন্তরাজি। সুতরাং ঐ নিষ্ফল মৃগয়াব্যসন পরিত্যাগ কর। বন্যহস্তী ও তাহার হননকারী, উহাদের উভয়েরই সমভাবে প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। তোমার ত সমৃদ্ধি হইবে। তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত আমার বন্ধুত্ব থাকায় তুমি আমার প্রিয়পাত্র। এখন অবধান

কর, কি প্রকারে তোমার কন্দর্পসম পুত্র লাভ হইবে। যখন মনসিজের দেহের পুনরুজ্জীবনের নিমিত্ত রতি ভক্তিপূর্ব্বক শিবের তপস্যা করিয়াছিলেন তখন তিনি তুষ্ট হইয়া তাহাকে গোপনে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, 'পুত্রার্থিনী গৌরী একাংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া আমাকে অর্চ্চনা করিয়া কামদেবকে জন্ম প্রদান করিবেন।' সেই নিমিত্ত চন্ড মহাসেনের কন্যা বাসবদত্তারূপে দেবী জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার পত্নী হইয়াছেন। শম্ভুকে আরাধনা করিয়া তিনি মনসিজের অংশে এক পুত্র প্রসব করিবেন, যে সমস্ত বিদ্যাধরদিগের সম্রাট হইবে। রাজা নারদমুনিকে উপহারস্বরূপ পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন—এই কথা বলিয়া ঋষি নারদ তাহাকে পৃথিবী প্রত্যর্পণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। বাসবদত্তার হৃদয়ে পুত্রপ্রাপ্তির অভিলাষ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। নারদমুনি প্রস্থান করিলে বৎসরাজ বাসবদত্তার সহিত সমস্ত দিন এই চিন্তায় অতিবাহিত করিলেন (২৭-৩৭)।

পরদিবস নিত্যোদিত নামক প্রতীহার প্রধান, নৃপতি যখন রাজসভায় অবস্থান করিতেছিলেন তখন তথায় আগমন করিয়া তাহাকে বলিল, 'দেব, এক দরিদ্র ব্রাহ্মণী দুইটি সন্তানসহ আপনার দর্শনাভিলাষী হইয়া দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে।' ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা তাহাদের তথায় প্রবেশের অনুমতি প্রদান করিলে সেই কৃশা, পান্ডুর, ধূসরা আত্মসম্মানক্ষুণ্ণা, ছিন্ন-বসনপরিহিতা ব্রাহ্মণী দুঃখ ও দৈন্যের প্রতিমূর্তি স্বরূপ দুই সন্তানকে বক্ষে করিয়া তথায় প্রবেশ করিল। নৃপতিকে যথাবিধি প্রণামপূর্ব্বক সে বলিল, 'দেব, আমি সম্বংশজাতা ব্রাহ্মণী রমনী, এই প্রকার দৈন্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছি। দুর্ভাগ্যবশতঃ একই সময়ে এই যমজ পুত্রের জন্মদান করিয়াছি, অনাহারে থাকায় ইহাদের নিমিত্ত আমার স্তনে দুগ্ধ নাই। সুতরাং দৈন্য-দশায় পতিত হইয়া নিতান্ত অসহায় অবস্থায় শরণার্থীদিগের প্রতি দয়াশীল এবং তাহাদের রক্ষক নৃপতির নিকট শরণলাভের আশায় আগমন করিয়াছি। এখন প্রভো, আমার ভাগ্যে কি হইবে আপনিই তাহা সুস্থির করুন।' এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা করুণার্দ্রচিত্তে প্রতীহারকে বলিলেন, 'এই নারীকে মহিষী বাসবদত্তার নিকট লইয়া যাও।' তখন সেই স্ত্রীলোকটি নিজের সুকৃতিকে অগ্রে করিয়া সেই প্রতীহারের সহিত রাজ্ঞীর সমীপে উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে প্রেরণ করিয়াছেন,—প্রতীহারের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞীর উহার উপর শ্রদ্ধা জন্মিল। মহিষী যখন দুইটি সন্তানসহ তাহাকে দেখিলেন তখন মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'বিধাতার কি অবিচার!

আমি বিত্তশালিনী, আমাকে একটি পুত্রসন্তান প্রদান করিতে তিনি অনিচ্ছুক, কিন্তু এই দীনা নারীর প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমার এখন পর্যন্ত একটিও পুত্র সন্তান লাভ হয় নাই কিন্তু এই রমণীর দুইটি যমজ পুত্র আছে। (৩৭-৪৯) এই কথা চিন্তা করিতে করিতে স্নানেচ্ছুকা রাজ্ঞী পরিচারিকাদিগকে ব্রাহ্মণীর স্নানাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। স্নান সমাপনান্তে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া এবং উত্তম খাদ্য ভক্ষণ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণীর অবস্থা বৃষ্টিসিক্তা উত্তপ্ত ধরণীর ন্যায় হইল। এইরূপে সে তৃপ্ত হইলে রাজ্ঞী বাসবদত্তা বাক্যালাপ দ্বারা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সুকৌশলে তাহাকে বলিলেন, 'ব্রাহ্মণি, আমাকে কোনও আখ্যায়িকা বলুন।' এই কথা শ্রবণ করিয়া সে সম্মত হইয়া বক্ষ্যমান কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল ঃ—

দেবদত্তের কাহিনী

পুরাকালে জয়দত্ত নামক এক সামন্ত নরপতি ছিল এবং তাহার দেবদত্ত নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পুত্রের বয়োবৃদ্ধি হইলে সেই প্রাজ্ঞ নৃপতি তাহার বিবাহেচ্ছু হইল। মনে মনে চিন্তা করিল, 'নৃপতিদিগের সমৃদ্ধি বারযোষিতের ন্যায় বলভোগ্যা। কিন্তু বণিকদিগের সমৃদ্ধি সদ্বংশজাতা স্ত্রীলোকের ন্যায় অবিচলিত থাকে এবং অন্যগামী হয় না। সুতরাং আমার পুত্রের সহিত কোনও বণিককন্যার বিবাহ দিব যাহাতে বহু আত্মীয়স্বজন দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও উহার সিংহাসন যেন বৈরীশূন্য থাকে!' এইরূপ সংকল্প করিয়া ঐ নৃপতি পুত্রের সহিত পাটলিপুত্র নিবাসী বসুদত্ত নামক এক বণিকের কন্যার বিবাহ দিতে মনস্থঃ করিল। বর বহুদূরদেশে বাস করা সত্ত্বেও বসুদত্ত এইপ্রকার ভাল সম্বন্ধ দেখিয়া রাজপুত্রের সহিত তাহার কন্যার বিবাহ প্রদান করিল। (৫০-৫৯)।

জামাতাকে প্রভূত ধনসম্পদ প্রদান করাতে পিতার ঐশ্বর্যের গৌরব আর তাহার নিকট থাকিল না। অতঃপর ভূপতি জয়দত্ত ধনী বণিক কন্যার স্বামী, তাহার পুত্রের সহিত সুখে বাস করিতে লাগিল। একদিন কন্যার দর্শনেচ্ছু হইয়া বৈবাহিকের প্রাসাদে আগমনপূর্বক তাহার কন্যাকে স্বীয় গৃহে লইয়া গেল। অল্পকাল পরেই জয়দত্তের সহসা মৃত্যু হইলে আত্মীয়স্বজনেরা তাহার রাজ্য অধিকার করিল। তাহাদের ভয়ে ভীত

হইয়া দেবদত্তের মাতা পুত্রকে লইয়া নিশাযোগে দেশান্তরে গমন করিল। অতঃপর শোকাভিভূতা মাতা বলিল, 'পুত্র, পূর্ব্বদেশের প্রভু আমাদের সম্রাটের নিকট গমন কর। তিনি তোমার রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দিবেন।' মাতার নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া সে প্রত্যুত্তর করিল, 'অনুচর বিহীন হইয়া তথায় গমন করিলে কে আমাকে সম্মান করিবে?' এই কথা শুনিয়া তাহার মাতা বলিল,—'শ্বশুরালয়ে গমনপূর্ব্বক বিত্ত লাভ করিয়া তদ্দ্বারা বহু অনুচর সংগ্রহপূর্ব্বক সম্রাটের নিকট গমন কর।' মাতা কর্ত্তৃক এই প্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া সে মন্থর গতিতে অতিশয় লজ্জিত অবস্থায় সায়ংকালে শ্বশুরালয়ে আগমন করিল, কিন্তু পিতৃশোকে রোরুদ্যমান এবং হৃতসর্ব্বস্ব অবস্থায় এই অসময়ে তথায় প্রবেশ করিতে লজ্জা তাহাকে বাধা দিল। সুতরাং সে নিকটবর্ত্তী একটি সত্রের প্রাঙ্গণে রজনী যাপন করিতে লাগিল। সহসা সে দেখিতে পাইল তাহার শ্বশুরালয় হইতে একটি রমণী রজ্জুহস্তে নির্গত হইল। তৎক্ষণাৎ সে তাহাকে স্বীয় ভার্য্যা বলিয়া চিনিতে পারিল, কারণ অলঙ্কারাদিতে সজ্জিত হওয়ায় তাহাকে মেঘ হইতে পতিত সৌদামিনীর ন্যায় দেখাইতেছিল। সে অতিশয় দুঃখিত হইল, কিন্তু রমণীটি তাহাকে দেখিতে পাইয়াও কৃশ এবং ধূলিধূসরিত হওয়ায় তাহাকে চিনিতে পারিল না। 'আপনি কে?' রমণীটি এই প্রশ্ন করিলে সে বলিল 'আমি একজন পথিক।'

(৬০-৭৩) বণিককন্যা সত্রে প্রবেশ করিলে রাজকুমার তাহাকে গোপনে অনুসরণ করিল। তথায় সে একটি পুরুষের দিকে অগ্রসর হইলে সেই পুরুষটিও তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া—'কেন এত বিলম্ব করিয়াছিস্?' এই বলিয়া বারংবার তাহাকে পদাঘাত করিতে লাগিল। ইহাতে সেই দুষ্টার কামেচ্ছা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল এবং সে বহুক্ষণ নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধাবস্থায় তাহার সহিত অবস্থান করিল, এতদ্দৃষ্টে সেই বিজ্ঞ রাজপুত্র মনে মনে চিন্তা করিল, 'এখন আমার ক্রোধ প্রদর্শন করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই, কারণ আমার অন্যান্য অনেক কার্য হস্তে আছে। যে অসি শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিব তাহা আমার পত্নী ও আমার অনিষ্টকারী পুরুষ, এই দুই ঘৃণ্যদের প্রতি ব্যবহার করিব কেন? এই ব্যাভিচারিণীর বিরুদ্ধে কলহ করিবার মত আমার কি আছে? ইহা ঈর্ষ্যাপরায়ণ দৈবের কার্য্য, বিপদের উপর বিপদে পতিত করিয়া আমার চিত্তের স্থৈর্য্য পরীক্ষা করিবার ক্রীড়া কৌশল দেখাইতেছে। আমাপেক্ষা নীচ বংশোদ্ভবার সহিত বিবাহই ইহার কারণ, ঐ নারীটির কোন দোষ নাই। কোন্ বায়সী

স্বীয় বায়সকে পরিত্যাগ করিয়া কোকিলের সঙ্গসুখ সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করে ?' এই প্রকার চিন্তা করিয়া সে তাহার পত্নীকে উহার উপপতির সহিত অবস্থান করিতে দিল। প্রবল বিজয়েচ্ছা হৃদয়ে পোষণকারী বীরের নিকট তৃণবৎ মূল্যহীনা নারীর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে ? উপপতিকে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করার সময় তাহার কর্ণ হইতে বহুমূল্য রত্নাদিখচিত একটি কর্ণাভরণ ভূতলে পতিত হইল। সে ইহা লক্ষ্য করিল না এবং সম্ভোগান্তে উপপতির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া যে প্রকার ত্বরিৎগতিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল পুনরায় সেই প্রকার ত্বড়িৎগতিতে সে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং তাহার উপপতিও অন্যত্র কোথাও গমন করিল। সেই অলঙ্কারটি রাজকুমারের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেই সে উহা গ্রহণ করিল। মনে হইল যেন নানাপ্রকার রত্নের প্রভায় তাহার হতাশাকে দীপ্ত করিয়া নষ্ট-সম্পত্তি উদ্ধার করিতে সাহায্য করিবার নিমিত্ত উহা তাহার হস্তে আলোকবর্ত্তিকার ন্যায় আগমন করিয়াছে। অলঙ্কারটি যে বহুমূল্য ইহা তাহার বোধগম্য হইল এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তু সংগ্রহ করিয়া সে কান্যকুব্জে গমন করিল। শত-সহস্র স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্ত্তে উহা বন্ধক রাখিয়া সে অশ্ব এবং হস্তী প্রভৃতি ক্রয় করিয়া সম্রাট সমীপে উপস্থিত হইল। সম্রাটপ্রদত্ত সেনাদলের সাহায্যে সে যুদ্ধে শত্রুদিগকে বধ করিয়া পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করিলে মাতা তাহাকে সাফল্যের নিমিত্ত প্রশংসাবাদ করিল। (৭৪-৮৮) তখন বন্ধকী অলংকারটি মুক্ত করিয়া অশংকিত গুপ্তরহস্য প্রকাশের নিমিত্ত উহা তাহার শ্বশুরের নিকট প্রেরণ করিলে কন্যার কর্ণাভরণ দেখিয়া এবং এই প্রকারে তাহার হস্তগত হওয়ায় সে কন্যাকে উহা দেখাইল। আপন সতীত্বের ন্যায় বহুপূর্ব্বে স্খলিত উহা সে উদ্ভ্রান্তচিত্তে দর্শন করিল এবং তাহার স্বামী উহা প্রেরণ করিয়াছেন জ্ঞাত হইয়া পূর্ব্বকথা তাহার স্মরণপথে উদিত হইল।—'অজানিত পথিক যখন সত্রে দণ্ডায়মান ছিল তখন এই অলংকারটিই কর্ণ হইতে সত্রে পতিত হইয়াছিল। সেই পথিকই নিশ্চয় আমার স্বামী, আমার সতীত্ব পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিয়াছিলেন এবং উহা কুড়াইয়া লইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই।' এই চিন্তারাশি বণিককন্যার মনে উদিত হওয়ায়, তাহার দুশ্চরিত্রের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া দুঃখে তাহার হৃদয় মথিত হইল। তখন কন্যার সমস্ত রহস্যের কথা জ্ঞাত আছে এমন একটি পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সুকৌশলে সে সমস্ত তথ্য অবগত

হইয়া কন্যার নিমিত্ত শোক পরিত্যাগ করিল। সেই রাজপুত্রও হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া স্বীয় বীর্য্যবলে সম্রাটপুত্রীকে বিবাহ করিয়া পরম শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য লাভ করিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, পাপকার্য্য সম্পাদন করিতে স্ত্রীলোকের চিত্ত হীরকের ন্যায় সুকঠিন কিন্তু হৃদয়ে ভীতির উৎপাদন হইলে উহা পুষ্পের ন্যায় সুকোমল হইয়া পড়ে। কিন্তু কতিপয় সদ্বংশজাতা নারী আছে যাহাদের সদ্গুণাবলী স্বচ্ছ বিশুদ্ধতায় পৃথিবীর মুক্তাভরণের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। রাজাদিগের সৌভাগ্য সতত নৃত্যশীলা চপলা হরিণীর ন্যায়। কিন্তু আমার কাহিনীতে যেরূপ বলা হইয়াছে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা কি প্রকারে উহা দৃঢ়তার রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিতে হয় তাহা জ্ঞাত আছে। সুতরাং যাহারা সৌভাগ্যলাভের ইচ্ছা করে তাহারা বিপদে পতিত হইলেও সততা পরিত্যাগ করিবে না। আমার বর্ত্তমান অবস্থা এই নীতির দৃষ্টান্ত। বিপদে পতিত হওয়া সত্ত্বেও আমি আমার ধর্ম্ম বিসর্জন করি নাই এবং তাহার ফলে, হে রাজ্ঞি, আমি আপনার দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছি।

ব্রাহ্মণী প্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী বাসবদত্তার তাহার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিল এবং সে তৎক্ষণাৎ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'এই ব্রাহ্মণী নিশ্চয়ই সদ্বংশজাতা হইবে। যে প্রকারে সে পরোক্ষে নিজের সততার উল্লেখ করিয়াছে এবং যে প্রকার প্রত্যয়পূর্ণ ভাষা ব্যবহার করিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে উচ্চবংশে ইহার জন্ম। এই নিমিত্তই সে নৃপতির ধর্ম্মাধিকরণে প্রবেশ করিবার সময় উত্তম কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল।' এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজ্ঞী ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কাহার পত্নী? অর্থাৎ তোমার জীবনের ইতিহাস আমাকে বল, আমি শ্রবণ করিতে আগ্রহান্বিত।' এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণী পুনরায় বলিতে লাগিল ঃ

—(৮৯-১০৫)

পিঙ্গলিকার কাহিনী

রাজ্ঞি, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর আবাসস্থল মালবদেশে অগ্নিদত্ত নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি স্বেচ্ছায় প্রার্থীদিগকে সমস্ত বিত্ত প্রদান করিয়া দারিদ্র্য বরণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে তিনি নিজের মতই দুইটি পুত্র লাভ করিলেন। জ্যেষ্ঠটির নাম ছিল শঙ্করদত্ত এবং কনিষ্ঠের

শান্তিকর। হে মহিয়সি, এই দুইজনের মধ্যে বাল্যাবস্থাতেই বিদ্যালাভের আকাঙ্ক্ষায় শান্তিকর অকস্মাৎ পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোনও অজ্ঞাত স্থানে প্রস্থান করিল এবং অন্য পুত্র, তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, কেবলমাত্র যজ্ঞ সম্পাদনার্থে বিত্ত আহরণকারী যজ্ঞদত্তের কন্যা আমাকে বিবাহ করিল। কালক্রমে আমার স্বামীর জনক, যাঁহার নাম অগ্নিদত্ত, তিনি বার্দ্ধক্যে পরলোক গমন করিলে তাঁহার পত্নীও সহমৃতা হইলেন। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় স্বামী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তীর্থদর্শন করিতে বহির্গমন করিলেন এবং পিতৃ-মাতৃ বিয়োগে অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া দেবী সরস্বতী কর্ত্তৃক শোধিত অগ্নিতে দেহ বিসর্জন দিলেন। তাঁহার সঙ্গীরা তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই সংবাদ প্রদান করিলে আমি গর্ভবতী থাকায় আত্মীয়-স্বজনেরা আমাকে সহমৃতা হইতে দিলেন না। আমার শোক তখন তরুণ থাকিতেই সহসা দস্যুরা আমাদিগকে আক্রমণকরতঃ আমাদের গৃহ হইতে নৃপতির দান সহ সমস্ত সম্পত্তি লুন্ঠন করিল। তৎক্ষণাৎ তিনজন ব্রাহ্মণীর সহিত সতীত্বনাশের ভয়ে অল্প কয়েকটি বস্ত্র সম্বল করিয়া তথা হইতে পলায়ন করিলাম। তখন সমস্ত রাজ্য বিধ্বস্ত হইতেছিল এবং তাহাদের সহিত বহু দূরদেশে গমনকরতঃ নানাপ্রকার হীনকার্য দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া তথায় মাসাবধি অবস্থান করিয়াছিলাম। লোকমুখে —'বৎসরাজ নিরাশ্রয়ের আশ্রয়'—এই কথা শ্রবণ করিয়া কেবলমাত্র আমার ধর্ম্মকে পথের সম্বল করিয়া ঐ ব্রাহ্মণীর সহ এই রাজ্যে আগমন করিয়াই যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছি। অতএব যদিও তিনটি ব্রাহ্মণীর নিকট হইতে মিত্রজনোচিত ব্যবহার পাইয়াছি তথাপি আমি বিরহ, নির্ব্বাসন ও দারিদ্র্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি এবং তদুপরি এখন আবার এই যমজেরা জন্মগ্রহণ করিল। হায়! বিধি আমার নিমিত্ত বিপদের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং এই সন্তানদের প্রতিপালন করিবার কোনও উপায় নাই দেখিয়া আমি স্ত্রীলোকের ভূষণ লজ্জাপরিত্যাগকরতঃ নৃপতির ধর্ম্মাধিকরণে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিকট আবেদন করিয়াছি। শিশুদিগের কষ্টের দৃশ্য কে সহ্য করিতে সমর্থ? নৃপতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আপনার ন্যায় সম্ভ্রান্তা মহীয়সীর নিকট উপস্থিত হওয়ামাত্র আমার দুরদৃষ্ট যেন আপনার দ্বার হইতে পশ্চাদগমন করিয়াছে। ইহাই আমার ইতিহাস। শিশুকাল হইতেই যজ্ঞধূমে আমার চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করাতে আমার নাম দেওয়া হইয়াছে 'পিঙ্গলিকা'। (১০৬-১২২) আমার দেবর শান্তিকর বিদেশে বাস করিতেছে। কিন্তু সে যে কোন্ স্থান তাহা এখন পর্য্যন্তও আমি

আবিষ্কার করিতে সমর্থ হই নাই।' ব্রাহ্মণী তাহার ইতিহাস এইরূপে বিবৃত করিলে রাজ্ঞী সিদ্ধান্ত করিলেন যে সে নিশ্চয়ই উচ্চবংশজাতা এবং কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া এই প্রকার স্নেহপূর্ণ বাক্যে তাহাকে বলিলেন, 'শান্তিকর নামক বিদেশাগত এক ব্রাহ্মণ আমাদের পারিবারিক পুরোহিত রূপে বাস করিতেছে। সে নিশ্চয়ই তোমার দেবর।' সমুৎসুক ব্রাহ্মণীকে এই কথা বলিয়া রাজ্ঞী সেই রজনী অতিবাহিত হইতে দিলেন এবং পরদিন প্রাতঃকালে শান্তিকরকে আনয়নকরতঃ তাহার বংশপরিচয় জানিতে চাহিলেন। তাহার বংশপরিচয় জ্ঞাত হইয়া দুইটি কাহিনী হুবহু মিলিয়া গিয়াছে দেখিয়া তাহাকে সেই ব্রাহ্মণীকে দেখাইয়া বলিলেন, 'এই যে তোমার ভ্রাতার পত্নী।' তাহারা পরস্পরকে চিনিতে পারিল এবং আত্মীয়দিগের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া তাহার ভ্রাতৃপত্নী সেই ব্রাহ্মণীকে সে স্বগৃহে লইয়া গেল। তথায় সে স্বভাবতঃই স্বীয় পিতা, মাতা ও ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে অতিশয় শোকাকুল হইল এবং দুই যমজ পুত্র সহ আগত ব্রাহ্মণীকে অনেক আশ্বাস প্রদান করিল। রাজ্ঞী বাসবদত্তা নির্দেশ প্রদান করিলেন যে ঐ দুই পুত্র তাঁহার ভবিষ্যৎ পুত্রের রাজপুরোহিত হইবে। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রের শান্তিসোম এবং কনিষ্ঠের বৈশ্বানর নাম রাখিয়া উহাদিগকে অনেক বিত্ত প্রদান করিলেন। এই পৃথিবীর মনুষ্যেরা অন্ধের ন্যায় নিজেদের পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম দ্বারা পরিচালিত হইয়া উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হয়, নিজেদের পুরস্কার অস্ত্র মাত্র। বিত্ত লাভ করিয়া সেই দুইটি সন্তান ও তাহাদের মাতা শান্তিকরের সহিত একত্রে অবস্থান করিতে লাগিল। (১২৩-১৩৩)

অতঃপর এই প্রকারে দিবস অতিবাহিত হইতে থাকিলে রাজ্ঞী বাসবদত্তা একদা তাঁহার প্রাসাদ হইতে নিরীক্ষণ করিলেন যে কুম্ভকারজাতীয়া একটি রমণী মালিকাদি সহ পঞ্চপুত্রের সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া পার্শ্বস্থিতা পিঙ্গলিকাকে তিনি বলিলেন, 'সখি, অবলোকন কর, ঐ নারী পঞ্চপুত্রের জননী হইয়া কত পুণ্য অর্জন করিয়াছে, আমার এ পর্য্যন্ত একটি পুত্রও হয় নাই সুতরাং আমি কোনরূপ পুণ্য অর্জন করিতে সমর্থ হই নাই।'

তখন পিঙ্গলিকা বলিল, 'রাজ্ঞি, এই পুত্রনিচয় পূর্বজন্মে বহু পাপ করিয়াছিল বলিয়া সেই কার্য্যাবলীর ফলভোগ করিবার নিমিত্ত দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আপনার যে পুত্রের জন্ম হইবে সে পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই অনেক সৎকার্য্য করিয়াছিল। আপনি অধীর হইবেন না। আপনার নিশ্চয়ই উপযুক্ত পুত্রলাভ হইবে। পিঙ্গলিকা এইরূপ বলা সত্ত্বেও পুত্র-

ল্রাভাতুরা বাসবদত্তা অত্যন্ত মানসিক উদ্বেগে রহিল। সেই সময় বৎসরাজ তথায় আগমন করিয়া মহিষীর মনের কথা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বলিলেন 'রাজ্ঞি, নারদমুনি বলিয়াছেন যে শিবার্চ্চনা করিয়া তোমার পুত্রলাভ হইবে। সুতরাং আমাদিগকে সেই বরদাতার নিরন্তর উপাসনা করিতে হইবে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী তৎক্ষণাৎ একটি ব্রত গ্রহণ করিলে, রাজা, মন্ত্রিগণ এবং সমস্ত রাজ্য শিবার্চ্চনার ব্রত গ্রহণ করিল। রাজদম্পতী ত্রিরাত্র উপবাস করিলে হর তুষ্ট হইয়া স্বয়ং আগমনকরতঃ স্বপ্নে তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন, 'উত্থিত হও, কন্দর্পের অংশে তোমাদের যে পুত্র হইবে সে আমার প্রসাদে সমস্ত বিদ্যাধরদিগের রাজচক্রবর্ত্তী হইবে।' চন্দ্রমৌলি এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে রাজদম্পতী জাগ্রত হইয়া তাহাদের বরলাভ হইয়াছে এবং তাহাদের মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া আনন্দাপ্লুত হইলেন। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানকরতঃ নৃপতি ও রাজ্ঞী তাহাদের অমৃতোপম স্বপ্নবৃত্তান্ত দ্বারা প্রজাবর্গের সন্তুষ্টিবিধান করিয়া স্বজন ও পরিচারকদের সহিত উপবাসব্রত ভঙ্গ করিলেন। কিয়দ্দিবসান্তে জটাধারী এক ব্যক্তি স্বপ্নে বাসবদত্তাকে একটি ফল প্রদান করিলে রাজ্ঞী সেই সুস্পষ্ট স্বপ্নের কথা বৎসরাজের নিকট বলিলে মন্ত্রীরা তাহাকে অভিনন্দিত করিল। দেব চন্দ্রমৌলি পত্নীকে ফলরূপে পুত্র দান করিয়াছেন চিন্তা করিয়া মনোরথ শীঘ্রই পূর্ণ হইবে বলিয়া রাজা মনে করিলেন। (১৩৪-১৪৮)



ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের নরবাহনদত্ত জনন
লম্বকের প্রথম তরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্লোক সংখ্যা—১৪৮
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—৩০৪৯

দ্বিতীয় তরঙ্গ

নরবাহনদত্ত জনন

অল্পকাল পরেই বৎসরাজের নয়নে আনন্দপ্রদানকরতঃ মনসিজের অবতারস্বরূপে সন্তানসম্ভাবনায় বাসবদত্তা গর্ভবতী হইল। ঘূর্ণমান চক্ষুদ্বারা শোভিত তাহার পাণ্ডুর আনন দীপ্তি পাইতে লাগিল, মনে হইত যেন চন্দ্রদেব কামদেবের জনয়িত্রীকে দেখিতে আসিয়াছেন। উপবিষ্টা বাসবদত্তার প্রতিমূর্ত্তি রত্নপালঙ্কের দুই পার্শ্বে প্রতিফলিত হইলে বোধ হইত যেন রতি ও প্রীতি দুই ভার্য্যা স্বামীর প্রতি অনুরাগবশতঃ তথায় আগমন করিয়াছে। বাসবদত্তার গর্ভস্থ বিদ্যাধরদিগের ভবিষ্য নৃপতির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ নিখিল বিদ্যারাজি যেন তাহার সেবারতা পরিচারিকাদের মধ্যে মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া আগমন করিয়াছিল। অজাতপুত্রের অভিষেক-বারিপূর্ণ কুম্ভের ন্যায় তাহার স্তনদ্বয়ের অগ্রভাগ অপুষ্ট মুকুলের মত শ্যামশোভা ধারণ করিয়াছিল। স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও দ্যুতিমান রত্নখচিত আরামপ্রদ পর্য্যংক প্রাসাদের মধ্যস্থলে স্থাপিত ছিল। বাসবদত্তা তদুপরি শায়িত হইলে বোধ হইত যেন তাহার অনাগত পুত্র কর্তৃক বিজিত হইবার ভয়ে ভীত হইয়া কম্পমান বারিরাশি তাহাকে অর্চ্চনা করিতেছে। রথমধ্যস্থ রত্নরাজিতে প্রতিফলিত তাহার প্রতিবিম্ব দেখিয়া মনে হইত যেন শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার নিমিত্ত বিদ্যাধরগণের ভাগ্যলক্ষ্মী স্বর্গে আগমন করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ যাদুকরগণের মন্ত্রসিদ্ধির বৃত্তান্ত কথাপ্রসঙ্গে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সে আগ্রহান্বিত হইল। স্বপ্নে যখন সে ঊর্ধ্বাকাশে গমন করিত তখন বিদ্যাধরীগণ সুমধুর সঙ্গীতে তাহার মনোরঞ্জন করিত। (১-১০) জাগরিত হইয়া আকাশে বিচরণকরতঃ নিম্নস্থিত ধরণীর শোভা নিরীক্ষণ করিতে ইচ্ছা হইত। যৌগন্ধরায়ণ যন্ত্র, মন্ত্র, ইন্দ্রজাল ইত্যাদির দ্বারা তাহার বাসনাপূর্ণ করিত! এইরূপে গগনে উড্ডীন হইয়া বিচরণ করিবার কালে সে পৌরনারীবৃন্দের ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত নয়নে আশ্চর্য্য অনুভূতি উৎপাদন করিত। একদা প্রাসাদে অবস্থিতিকালে বিদ্যাধরদিগের চমকপ্রদ কাহিনী শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইলে রাজ্ঞী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া যৌগন্ধরায়ণ এই কাহিনীটি বিবৃত করিল এবং উপস্থিত সকলেই তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল।

জীমূতবাহনের কাহিনী

অম্বিকাদেবীর জনক হিমবৎ নামক মহদ্‌গিরি আছেন। তিনি শুধু পর্ব্বতাদিগের মধ্যেই সর্বশ্রেষ্ঠ নহেন কিন্তু গৌরীপতিরও গুরু ছিলেন। সেই মহাচল বিদ্যাধরদিগের আবাসস্থল এবং তথায় তাহাদের ভূপতি জীমূতকেতু বাস করিতেন। তাহার গৃহে বংশানুক্রমে প্রাপ্ত একটি কল্পতরু অর্থাৎ মনোরথ পূরণকারীরূপে বিখ্যাত বৃক্ষ ছিল। একদা নৃপতি জীমূতকেতু সেই দিব্য কল্পতরুর নিকট উপস্থিত হইয়া সানুনয় নিবেদন করিলেন—'আপনার নিকট হইতে আমরা সতত ইচ্ছানুরূপ বস্তু লাভ করিয়া থাকি ; হে দেব, আমি অপুত্রক ; আমাকে একটি সর্বগুণান্বিত ধার্মিক পুত্র প্রদান করুন।' তখন কল্পদ্রুম বলিলেন, 'তোমার একটি জাতিস্মর দানবীর সর্বভূতহিতেরত পুত্রলাভ হইবে। (১১-২১) এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা হৃষ্টচিত্তে বৃক্ষকে প্রণাম করিয়া মহিষীর নিকট এই বার্ত্তা নিবেদনকরতঃ তাহাকেও আনন্দ প্রদান করিলেন। অচিরে তাহার পুত্র লাভ হইলে পিতা তাহার নাম দিলেন 'জীমূতবাহন'। সৎ-প্রকৃতিযুক্ত জীমূতবাহন দিনে দিনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে সর্বজীবের প্রতি অনুকম্পাও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কালক্রমে যৌবরাজে অভিষিক্ত হইলে সর্বভূতে দয়াশীল জীমূতবাহন তাঁহার পরিচর্য্যায় তুষ্ট পিতাকে গোপনে বলিলেন,—'পিতঃ, আমি জ্ঞাত আছি যে এই জগতে সমস্ত বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, মহদ্ব্যক্তির অমল যশঃই মাত্র কল্পান্ত স্থায়ী হয়। পরোপকার সাধনপূর্বক যদি তাহা লভ্য হয় তবে মহদাশয়দিগের নিকট প্রাণাপেক্ষাও আর কোন্ বস্তু প্রিয়তর হইতে পারে? সম্পদ পরোপকারে ব্যবহৃত না হইলে উহা সৌদামিনীর ন্যায় স্বল্পকাল চক্ষুর পীড়া উৎপন্নকরতঃ লয় প্রাপ্ত হইয়া কোথাও না কোথাও প্রস্থান করে। সুতরাং আমাদের এই কামদকল্পবৃক্ষ যদি পরার্থে নিয়োজিত হয় তবে আমরা তাহার ফল উপভোগ করিব। আমাকে এখন এই প্রকার কার্য্য সাধন করিতে হইবে যাহাতে ইহার সম্পদে অভাব-গ্রস্ত অখিলজনের দারিদ্র্য মোচন হয়।' সে পিতার নিকট এই প্রকার নিবেদন করিল এবং তাঁহার সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া কল্পদ্রুমের নিকট আগত হইয়া বলিল,—'হে দেব; তুমি সতত আমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাক। হে সখা, অদ্য আমার একটি অভিলাষ পূর্ণ কর। এই অখিল পৃথিবীর দারিদ্র্য মোচন কর। তোমার জয় হউক। বিত্তপ্রার্থী জন-সমূহকে বিত্ত প্রদান কর। (২২-৩০) এই প্রকারে আত্মস্বার্থত্যাগী

জীমূতবাহন কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কল্পবৃক্ষ পৃথিবীর উপর কনকবৃষ্টি করিলে জনসমূহ আহ্লাদিত হইল। মহান জীমূতবাহন ব্যতীত আর কোন্ দয়াশীল বোধিসত্ত্ব কল্পদ্রুম হইতে প্রাপ্ত ধনরাজি অর্থীদিগের ভিতর এই প্রকারে বিতরণ করিতে সমর্থ হয়? দিগ্দিগন্তের জনসমূহ জীমূত-বাহনের প্রতি অনুরক্ত হইল এবং তাঁহার নিষ্কলঙ্ক যশঃ আরও বর্দ্ধিত হইল।

পুত্রের গৌরবে জীমূতকেতুর সিংহাসন দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণ ঈর্ষ্যাপরবশ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। দানশীল উত্তম কল্পদ্রুম সুরক্ষিত স্থানে না থাকায় তাহারা মনে করিল যে উহা জয় করা সহজ হইবে। তাহারা সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলে নিঃস্বার্থ জীমূতবাহন পিতাকে বলিলেন, 'আমাদের দেহ জলবুদ্বুদের মত। যে সম্পদ বাতাহত প্রদীপের ন্যায় চপল তাহার কি প্রয়োজন আছে? অন্যকে হত্যা করিয়া কোন্ মনীষী বিত্তলাভের প্রয়াসী হয়? অতএব হে তাত, স্বজনদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া উচিত হইবে না। রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক কোনও অরণ্যে প্রস্থান করিব। এই হতভাগারা বাঁচিয়া থাকুক; স্ববংশীয়দিগকে নিধন করিব না (৩৪-৪২)। জীমূতবাহন এই কথা বলিলে তাহার পিতা জীমূতকেতু একটি সংকল্প করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'বৎস, আমিও তোমার সহিত যাইব। তোমার বয়স অল্প, তথাপি তুমি অনুকম্পাবশতঃ তোমার রাজত্ব তৃণবৎ পরিত্যাগ করিতেছ। আমি ত বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার আর রাজত্ব করিবার কি কোনও স্পৃহা থাকিতে পারে? তিনি এই প্রকার বাক্য দ্বারা জীমূতবাহনের প্রস্তাব অনুমোদন করিলে জীমূতবাহন পিতা ও পিতৃ-ভার্য্যার সহিত মলয়পর্বতে গমন করিলে তথায় সে চন্দন তরুরাজির অন্তরালে অবস্থিত সিদ্ধগণ কর্তৃক অধ্যুষিত এক তপোবনে অবস্থানকরতঃ পিতৃপরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিল। সিদ্ধদিগের প্রধান ভূপতি বিশ্বাবসুর মিত্রাবসু নামক নিঃস্বার্থ পুত্রের সহিত তিনি মিত্রতা পাশে আবদ্ধ হইলেন। একদা সর্বজ্ঞ জীমূতবাহনের একটি নির্জনস্থানে মিত্রাবসুর কুমারী ভগিনী, তাহার পূর্বজন্মের প্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইলে দুই যুবকযুবতীর পরস্পরের কোমল দৃষ্টিজালে যেন তাহাদের মনোমৃগ ধরা পড়িল (৪৩-৪৯)।

অতঃপর একদা সহসা মিত্রাবসু হৃষ্টচিত্তে ত্রিজগতের পূজার্হ জীমূত-বাহনের নিকট আগমনকরতঃ তাহাকে বলিল, 'আমার মলয়বতী নাম্নী একটি কনিষ্ঠা সহোদরা আছে। তাহাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিতে চাই।

তুমি আমার এই মনোবাঞ্ছা পূরণ করিতে অস্বীকৃত হইও না।' এই কথা শ্রবণ করিয়া জীমূতবাহন তাহাকে বলিল, 'কুমার, পূর্ব্বজন্মে সে আমার পত্নী ছিল এবং তুমি তখন আমার দ্বিতীয় হৃদয়ের ন্যায় আমার সুহৃদ ছিলে। আমি জাতিস্মর হওয়ায় পূর্বজন্মে কি ঘটিয়াছিল তাহা আমার সমস্ত স্মরণে আছে।' সে এই কথা বলিলে মিত্রাবসু তাহাকে বলিল, 'তোমার পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত বিবৃত কর, আমার চিত্ত তাহা শ্রবণ করিতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছে।' মিত্রাবসুর নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া সুকৃতী জীমূতবাহন তাহার পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত এইরূপে বর্ণনা করিল।

(৪৩-৫৫)

জীমূতবাহনের পূর্বজন্মবৃত্তান্ত

পূর্বজন্মে আমি নভশ্চরী বিদ্যাধর ছিলাম। একদা যখন হিমালয়ের একটি শৃঙ্গের উপর দিয়া গমন করিতেছিলাম, তখন নিম্নে অবস্থিত হর-গৌরীর সহিত ক্রীড়ারত ছিলেন। তাঁহার উপর দিয়া গমন করিতেছিলাম বলিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে শাপ দিলেন, 'তুই মর্ত্ত্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবি। একটি বিদ্যাধরীকে ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হইয়া পুত্রকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলে পূর্বকথা তোর স্মরণপথে উদিত হইবে এবং তুই পুনরায় বিদ্যাধররূপে জন্মগ্রহণ করিবি।' কখন আমার শাপান্ত হইবে এই কথা বলিবার পর তিনি নীরব হইয়া অন্তর্ধান করিলেন। অল্পকাল পরেই এক বণিককুলে আমি জন্মগ্রহণ করিলাম এবং বল্লভী নগরে একজন বিত্তশালী বণিকরূপে আমি অবস্থান করিতে থাকিলাম। আমার নাম হইল বসুদত্ত। কালক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হইলে পিতা আমাকে বহু অনুচর প্রদান করিলেন এবং আমি তাঁহার আদেশে বাণিজ্যার্থে দেশান্তরে গমন করিলাম। পথে গমন করিবার সময় এক অরণ্যে তস্করেরা আমাকে আক্রমণকরতঃ আমার সমস্ত সম্পত্তি অপহরণ করিল। পশুগ্রাসেচ্ছু যমের জিহ্বার ন্যায় রক্তাংশুক নির্ম্মিত একটি দীর্ঘ পতাকা আন্দোলিত করিতে করিতে তাহারা আমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় স্বগ্রামস্থ ভীষণদর্শনা চন্ডিকা দেবীর মন্দিরে আনয়ন করিল। বলিপ্রদান উদ্দেশ্যে তাহারা আমাকে অর্চ্চনায়নিরত তাহাদের অধিপতি পুলিন্দকের সম্মুখে উপস্থিত করিল। শবর হওয়া সত্ত্বেও দৃষ্টি মাত্রই তাহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল এবং আমার উপর তাহার অনুকম্পা জন্মিল। অকারণে কাহারও হৃদয়ে অনুরাগ জন্মিলে বুঝিতে হইবে তাহা

পূর্বজন্মের মিত্রতার চিহ্ন। (৫৬-৬৫) আমাকে হত্যা হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়া সেই শবরপতি যখন অর্চ্চনা সমাপনান্তে নিজেকে বলি দিতে উদ্যত হইল তখন দৈববাণী হইল,—'এই কার্য্য করিস্ না। আমি তোর প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।' সে হৃষ্ট হইয়া বলিল, 'দেবি, আপনি তুষ্ট হইয়াছেন, আমার আর কোন্ বরের প্রয়োজন আছে? তবে আপনার নিকট প্রার্থনা করি এই বণিকপুত্রের সহিত পরজন্মের যেন আমার মৈত্রী থাকে।' 'তাহাই হইবে'—এই কথা বলিয়া বাণী স্তব্ধ হইল। সেই শবরও বহু বিত্ত প্রদান করিয়া আমাকে আমার দেশে প্রেরণ করিল। মৃত্যুমুখ হইতে এবং বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছি বলিয়া আমার নিকট হইতে সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া পিতা আমার সম্মানে মহোৎসব করিলেন। কালক্রমে আমি তথায় সেই শবরপতির সাক্ষাৎ লাভ করিলাম। কোনও সার্থবাহলুণ্ঠনের অপরাধে তাহাকে বন্দী করিয়া নৃপতি সকাশে আনয়ন করা হইয়াছিল। আমি তৎক্ষণাৎ পিতাকে বলিয়া নৃপতির নিকট আবেদন করিলাম এবং একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রোধ করিলাম। আমার প্রাণদানের এই প্রকার প্রত্যুপকারকরতঃ তাহাকে আমার গৃহে আনয়নপূর্বক প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে বহুকাল সসম্মানে তাহার পরিচর্য্যা করিলাম এবং এই আতিথ্যের সমাপনান্তে সেই শবরাধিপ আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া নিজ পল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আমার অনুকম্পার প্রতিদান-স্বরূপ আমাকে কি উপহার প্রেরণ করা যথাযথ হইবে এই কথা চিন্তা করিতে করিতে তাহার মনে হইল যে তাহার নিকট যে মণিমুক্তা কস্তুরী ইত্যাদি আছে এই ব্যাপারে সেগুলি তেমন মূল্যবান নয়। অতঃপর আমাকে একটি অতি উত্তম মুক্তামালা প্রদান করিবার নিমিত্ত সে গজ শিকার করিতে ধনুক গ্রহণ করিয়া হিমালয়ে গমন করিল। তথায় বিচরণ করিতে করিতে সে একটি বিরাট সরোবরের নিকট উপনীত হইল। উহার তটদেশে একটি মন্দির ছিল এবং আমার উপর তাহার প্রীতির ন্যায় রবির উপর প্রীত সরোবরস্থ অজস্র কমলিনী তাহাকে অভিনন্দিত করিল। (৬৬-৭৭) বন্য হস্তীরা তথায় জলপানার্থ আগমন করিবে সন্দেহ করিয়া সে তাহাদিগকে শিকার করিবার নিমিত্ত ধনুক হস্তে গোপনে তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। তখন সে সরোবরতীরস্থ মন্দিরে হরোপাসনায় আগত এক অপূর্ব সুন্দরী সিংহবাহিনী তরুণীকে দেখিতে পাইল। মনে হইল যেন সেই তরুণী হিমালয়ের দ্বিতীয়া কন্যা কুমারী অবস্থায় শিবের পরিচর্য্যার নিমিত্ত আগমন করিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট শবর চিন্তা করিতে লাগিল, 'এই

রমণী কে ? যদি মর্ত্যের নারী হইয়া থাকে তবে সিংহোপরি আসীনা কেন ? আর যদি দিব্য রমণী হইবে তবে মাদৃশ ব্যক্তির দৃষ্টিপথে পতিত হইবে কেন ? নিশ্চয়ই এই নারী আমার পূর্বজন্মের সুকৃতি মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্বক চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। যদি ইহাকে আমার মিত্রের সহিত বিবাহ দিতে সমর্থ হই তবে তাহাকে একটি নূতন রকমের আশ্চর্যজনক প্রতিদান দেওয়া হইবে। সুতরাং নিকটে গমনকরতঃ সর্বাগ্রে উহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করি।' এই প্রকার চিন্তা করিয়া মদীয় মিত্র শবর দর্শনপ্রার্থী হইয়া উহার দিকে অগ্রসর হইল। ইতাবসরে সে সিংহ হইতে অবতরণপূর্বক সিংহটিকে ছায়ায় রাখিয়া সরোবরে আগমন করিয়া পদ্মফুল চয়ন করিতে লাগিল। অচেনা শবর নতমস্তকে তাহার দিকে আসিতেছে দেখিয়া অতিথির প্রতি প্রীতিবশতঃ সে তাহাকে স্বাগত অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল। সেই তরুণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কে এবং কিসের জন্য এই অত্যন্ত দুর্গম স্থানে আগমন করিয়াছেন ?' সে প্রত্যুত্তর করিল, 'আমি শবরাধিপতি, ভবানীর শ্রীচরণই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল। আমি গজমুক্তা আহরণের উদ্দেশ্যে এই অরণ্যে আগমন করিয়াছি। হে দেবি, আপনাকে দর্শন করিয়া আমার প্রাণদানকারী বণিকশ্রেষ্ঠের পুত্র, মদীয় মিত্র শ্রীমান বাসুদেবের কথা আমার স্মরণপথে উদিত হইল। (৭৮-৮৯) কারণ, হে সুন্দরি, সে আপনার মতই যৌবনজাত অতুলনীয় সৌন্দর্যে দীপ্ত, জগৎবাসীর চক্ষুর অমৃতের উৎসস্বরূপ। এই পৃথিবীতে সেই কন্যা ধন্য হইবে যাহার কঙ্কণশোভিত হস্ত, মৈত্রী, দান, দয়া ও ধৈর্য্যের আধার তাহার হস্ত কর্তৃক গৃহীত হইবে। যদি আপনার বরতনু এতাদৃশ ব্যক্তির সহিত সংযোজিত না হয় তবে কন্দর্পদেব বৃথাই তাঁহার কোদণ্ড ধারণ করিয়াছেন।' ব্যাধ-রাজের এই বাক্যে সেই কুমারী যেন কামদেবের উচ্চারিত মন্ত্রাক্ষর দ্বারা অচিরাৎ অভিভূত হইয়া মনসিজ দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া শবরকে বলিল, 'তোমার বন্ধু কোথায় ? তাহাকে এখানে আনিয়া আমাকে দেখাও।' এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, 'আমি তাহাই করিব'—ইহা বলিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায়-গ্রহণপূর্বক কৃতকৃতার্থ শবর সানন্দে যাত্রা করিল। নিজ পল্লীতে গমন করিয়া সে শতশত ভারবাহী সহ মুক্তা এবং কস্তুরী ইত্যাদি সঙ্গে করিয়া আমাদের গৃহে আগমন করিল। তথায় সসম্মানে তাহাকে অভ্যর্থনা করা হইলে সে ঐ বহুলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা মূল্যের দ্রব্যসমূহ মদীয় পিতৃদেবকে উপহার প্রদান করিল। (৭৮-৯৭) সেই দিবস ও রজনী উৎসবে অতিবাহিত করিয়া সে গোপনে সেই কুমারীর সহিত তাহার সাক্ষাতের বৃত্তান্ত আমার

নিকট আদ্যোপান্ত বিবৃত করিল। আমাকে অত্যন্ত সমুৎসুক দেখিয়া বলিল,—'চল, আমরা তথায় গমন করিব'—এবং সেই রাত্রিতেই আমাকে সঙ্গে করিয়া শবরাধিপ যথেচ্ছ প্রস্থান করিল। আমি শবরাধিপের সহিত কোথাও গমন করিয়াছি প্রাতঃকালে আমার পিতা এই কথা বিদিত হইয়া তাহার উপর সম্পূর্ণ আস্থা থাকায় ধৈর্যধারণ করিয়া রহিলেন। দ্রুতগামী শবর সমস্ত পথ আমাকে সযত্নে পরিচর্য্যা করিয়া হিমালয়ে লইয়া আসিল।

একদা সায়ংকালে আমরা সেই সরোবরে আগমনকরতঃ স্নান সমাপনান্তে একটি রজনী স্বাদুফলাদি আহার করিয়া অরণ্যে যাপন করিলাম। সেই পর্বতারণ্যের ভূমিতল সুমধুর ভৃঙ্গসঙ্গীতে মুখরিত লতাপুষ্পে আকীর্ণ ছিল। তথায় শুভগন্ধবহ বায়ু বহিতেছিল এবং দেদীপ্যমান ওষধির আভায় প্রদীপ্ত হওয়াতে মনে হইল যেন সেই অরণ্য সরসীর জলপারী আমাদের উভয়ের রাত্রিযাপনের নিমিত্ত রতির আবাসগৃহ। পরদিবস সেই কুমারী তথায় আগমন করিলে প্রতিপদক্ষেপে তদ্দর্শনাভিলাষী আমার হৃদয় তাহার দিকে ধাবিত হইতেছিল এবং তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় ঔৎসুক্যে আমার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত হইয়া তাহার আগমনবার্ত্তা সূচিত করিল। সেই সুভ্রূযুক্তা কুমারীকে গ্রন্থিময় কেশরসংযুক্ত সিংহ-পৃষ্ঠে অধিরূঢ়া দেখিয়া মনে হইল যেন শরৎকালের একখণ্ড মেঘ শশিকলার অঙ্কে অবস্থান করিতেছে। বিস্ময়ে ঔৎসুক্যে এবং ভয়ে আমার হৃদয় উদ্বেলিত হওয়াতে আমার মনে যে তখন কি ভাব জাগ্রত হইয়াছিল তাহা বলিতে আমি অপারগ। (৯৮-১০৮) কুমারী সিংহপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া পুষ্পচয়ন করিল এবং সরসীতে স্নানসমাপনান্তে তটস্থিত দেবায়তনে অবস্থিত শিবের অর্চনা করিল। তাহার পূজাসমাপন হইলে আমার সখা শবর তাহার নিকট গমন করিল এবং তৎকর্তৃক সাদরে আপ্যায়িত হইলে নিজের পরিচয় প্রদানকরতঃ বলিল, 'দেবি, আপনার উপযুক্ত পতি হইবে মনে করিয়া আমি আমার সেই বন্ধুকে আনয়ন করিয়াছি। যদি উচিত মনে করেন তবে আমি এই মুহূর্তেই তাহাকে দেখাইতে পারি।' শবর এই কথা বলিলে সে বলিল, 'তাহাকে দেখাও'—এবং তখন শবর আগমনকরতঃ আমাকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিল। সপ্রেম নয়নে সেই কুমারী আমার দিকে তির্য্যক দৃষ্টিপাত করিলে কামদেব তাহার হৃদয় অধিকার করিল এবং সে শবরাধিপতিকে বলিল, 'তোমার এই সখা মনুষ্য নহেন, তিনি নিশ্চয়ই কোনও দেবতা, অদ্য আমাকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত হেথায় আগমন করিয়াছেন। মর জগতের

মনুষ্যের আকৃতি এইরূপে কি করিয়া হইতে পারে?' এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার হৃদয় হইতে সমস্ত সন্দেহ অপনোদনার্থে বলিলাম, 'সুন্দরি, আমি বাস্তবিকই মর জগতের নর। তোমার ন্যায় একজন সৎমহিলাকে কেন প্রতারণা করিব? আমি বল্লভী নগরবাসী মহাধন নামক বণিকের পুত্র এবং আমার পিতা হরের আরাধনা করিয়া তাহার আশীর্বাদে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুত্রলাভার্থে চন্দ্রমৌলিকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে তপশ্চর্যা করিলে স্বপ্নে সেই দেবতা আমার পিতাকে আদেশ করিলেন,— 'উত্তিষ্ঠিত হও, তোমার এক মহাত্মা তনয়ের জন্ম হইবে। এই পরম-রহস্যের বিস্তারিত বর্ণনা করিবার কি প্রয়োজন আছে?' এই কথা শ্রবণ করিয়া পিতৃদেব জাগ্রত হইলেন এবং কালক্রমে আমি তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলাম। আমার নাম বসুদত্ত। বহুকাল পূর্বে আমি দেশান্তরে গমন করিলে বিপদে প্রকৃত মিত্রের ন্যায় এই শবরাধীশকে সুহৃদ রূপে লাভ করিয়াছিলাম। সংক্ষেপে ইহাই আমার কাহিনী।' এই কথা বলিয়া আমি বিরত হইলে কুমারী লজ্জায় অধোবদনা হইয়া বলিল, 'তাহাই হইবে। অদ্য মৎকর্তৃক অর্চ্চিত হইয়া মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহপূর্বক স্বপ্নে আমাকে বলিলেন, "কল্য প্রাতঃকালে তুমি পতিলাভ করিবে।" (১০৯-১১২) সুতরাং তুমিই আমার পতি এবং তোমার এই বন্ধু আমার ভ্রাতা।' এই প্রকার সুধাময়ী ভাষায় আমার আনন্দ বর্ধন করিয়া সে নীরব হইল। আমি তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া মিত্রসহ স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কৃতসংকল্প হইলাম যাহাতে বিবাহ যথাবিধি সুসম্পন্ন হইতে পারে। তখন সেই সুন্দরী ইঙ্গিত দ্বারা সিংহকে আনয়নকরতঃ তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আমাকে বলিল, 'আর্যপুত্র আপনিও আরোহণ করুন।' তখন বন্ধু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া আমার সকল বাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ায় প্রিয়াকে বাহুবন্ধকরতঃ সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম এবং বন্ধু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া তথা হইতে স্বগৃহে যাত্রা করিলাম। মিত্র কর্ত্তৃক শায়ক দ্বারা নিহত মৃগমাংস ভোজনকরতঃ জীবনধারণপূর্বক আমরা সকলে যথাকালে বল্লভী নগরীতে আগমন করিলাম। নগরবাসিগণ প্রিয়তমাসহ সিংহপৃষ্ঠে আমাকে আগমন করিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে দ্রুতপদে আমার পিতৃসমীপে গমনকরতঃ তাহাকে এই বার্ত্তা প্রদান করিল। তিনিও সানন্দে আমাকে দর্শন করিতে আসিলে আমি সিংহপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্বক তাহার পদতলে পতিত হইলাম এবং তিনি আমাকে সবিস্ময়ে স্বাগত জ্ঞাপন করিলেন। (১১৩-১৩০)

যখন তিনি তাঁহার পদতলে অবনতা অতুলনীয়া সুন্দরীকে নিরীক্ষণ করিলেন তখন আমার উপযুক্ত ভার্য্যালাভ হইয়াছে মনে করিয়া আনন্দাপ্লুত হইলেন। তিনি গৃহে প্রবেশপূর্বক আমাদের নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শবরাধিপতির মৈত্রীর ভূয়সী প্রশংসাকরতঃ মহোৎসবের আয়োজন করিলেন। পরদিবস জ্যোতিষীদিগকর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সময়ে অখিলবন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের উপস্থিতিতে আমি সেই সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিলাম। আমার পত্নীর বাহন সেই সিংহ আমাদিগের উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে সকলের চক্ষের সমক্ষে মনুষ্যাকৃতি ধারণ করিল। উপস্থিত সকলে উদ্ভ্রান্তচিত্তে ভাবিতে লাগিল, 'ইহার কি তাৎপর্য্য হইতে পারে ?' দিব্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া সে আমাকে বলিল,—'আমি চিত্রাঙ্গদ নামক বিদ্যাধর এবং এইটি আমার প্রাণাধিক প্রিয় দুহিতা মনোবতী। আমি ইহাকে ক্রোড়ে করিয়া সতত ভ্রমণ করিতে করিতে একদা বহু তপোবন-সমন্বিত গঙ্গানদীতে উপস্থিত হইলাম। তপস্বীগণের বিরক্তি উৎপাদনের ভয়ে গঙ্গার মধ্যস্থল দিয়া যখন চলিতেছিলাম তখন অকস্মাৎ আমার মালা নদীনীরে পতিত হইল। তখন নারদমুনির পৃষ্ঠদেশে মালাটি পতিত হওয়ায় তিনি নদীজল হইতে সক্রোধে উত্থিত হইয়া আমাকে অভিশাপ দিলেন, 'রে পাপাত্মা, তোর ধৃষ্টতার শাস্তিস্বরূপ তুই সিংহ হইয়া তোর কন্যাকে পৃষ্ঠে স্থাপনপূর্বক হিমাদ্রিতে বিচরণ করিতে গমন কর। তোর কন্যা একটি মর্ত্ত্য নরকে বিবাহ করিলে সেই উদ্বাহ ক্রিয়া দর্শন করিয়া তোর শাপ-মোচন হইবে।' (১৩১-১৪১) মুনি কর্ত্তৃক এই প্রকারে অভিশপ্ত হইয়া আমি হরপূজাপরায়ণা আমার এই কন্যাকে বহনকরতঃ হিমালয়ে বাস করিতে লাগিলাম। কি প্রকারে শবরাধীশের প্রচেষ্টায় এই অতি শুভকর ঘটনা পরে ঘটিয়াছে সে বৃত্তান্ত ত তুমি অবগত আছ। আমি এখন প্রস্থান করিব। তোমাদের সকলের সৌভাগ্য লাভ হউক। আমার এখন শাপমুক্তি হইয়াছে।' এই কথা বলিয়া সেই বিদ্যাধর নভোদেশে উড্ডীয়মান হইলেন। অতঃপর আমার পিতা এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনায় অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া শ্লাঘনীয় বিবাহবন্ধন সংঘটিত হইয়াছে এবং আত্মীয়-স্বজনও সাতিশয় হৃষ্ট হইয়াছেন দর্শন করিয়া একটি মহোৎসবের আয়োজন করিলেন। তথায় এমন একটি পুরুষও ছিল না যে নাকি শবরাধিপতির মহৎ প্রয়াসের কথা পুনঃপুনঃ চিন্তা করিয়া একথা বলেন নাই, 'ভ্রাতারূপে স্বীকৃত ব্যক্তিগণের জীবনদান করিয়াও অতৃপ্ত থাকে এমন প্রকৃত বান্ধব কে কল্পনা করিতে সমর্থ ?' সেই দেশের নরপতিও এই ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

রাজাকে হৃষ্ট দেখিয়া আমার পিতা তাহাকে রত্নাদি উপহার প্রদানকরতঃ তৎকর্ত্তৃক শবরকে এক বিরাট অরণ্যপ্রদেশ প্রদান করাইলেন। মনোবতীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া এবং শবরাধিপতিকে মিত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া আমার সকল মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় আমি সুখে তথায় বাস করিতে লাগিলাম। পূর্বের ন্যায় নিজের দেশে বসতি করা কম সুখপ্রদ হওয়ায় শবররাজ অধিকাংশ সময়ই আমার নিকট অবস্থান করিত। পরস্পরের উপকার করিয়া আমরা সর্বদাই যেন অতৃপ্ত থাকিয়া যাইতাম। এইরূপে সে ও আমি আমরা দুই বন্ধু কালযাপন করিতেছিলাম। অনতিকাল পরেই মনোবতীর গর্ভে সমস্ত পরিবারের হৃদয়ানন্দের বহিঃপ্রতিমূর্তিস্বরূপ হিরণ্যদত্ত নামক আমার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। কালক্রমে বয়োবৃদ্ধি হইলে সে কৃতবিদ্য হইয়া পরিণীত হইল। তদ্দর্শনে জীবনের সকল উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে মনে করিয়া আমার পিতা তাহার ভার্যাসহ দেহ বিসর্জন করিবার নিমিত্ত গঙ্গায় গমন করিলেন। পিতার মৃত্যুতে আমি শোকার্ত্ত হইলাম। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া হৃদয়াবেগ সংবরণপূর্বক আমি সংসারভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলাম। তৎকালে মনোবতীর সুচারু আনন ও শবররাজের সাহচর্য আমার আনন্দবিধান করিত। এইরূপে সৎপুত্র, সুমনোরম পত্নী এবং মিত্রসঙ্গসুখে আমার দিবস আনন্দে অতিবাহিত হইতে লাগিল। (১৪২-১৫৮)'

কালক্রমে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলে জরা আমার চিবুক আক্রমণ করিয়া আমাকে যেন মধুর ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, 'বৎস, এতকাল কেন গৃহে রহিয়াছ ?' তখন সংসারের প্রতি আমার বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে অরণ্যে গমনেচ্ছা প্রবল হইল এবং পুত্রের উপর কুটুম্বদিগের ভার অর্পণকরতঃ পত্নীর সহিত কালঞ্জর পর্বতে গমন করিলাম, এবং আমার প্রতি স্নেহবশতঃ শবরাধিপও স্বরাজ্য পরিত্যাগপূর্বক আমার অনুগমন করিল। তথায় উপস্থিত হইলে আমার স্মরণপথে তৎক্ষণাৎ উদিত হইল যে পূর্বজন্মে আমি বিদ্যাধর ছিলাম এবং শিবপ্রদত্ত অভিশাপ নিঃশেষিত হইয়াছে। মরদেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমি আমার পত্নী এবং মিত্র শবরাধীশকে অচিরে ইহা বিজ্ঞাপিত করিলাম। আমি বলিলাম, 'ভবিষ্যৎ কোন জন্মে আমি যেন জাতিস্মর হইয়া এই পত্নী এবং এই মিত্র লাভ করি।' তখন মনে মনে শিবের ধ্যান করিয়া পর্বতের সানুদেশে নিপতিত হইয়া ভার্যা ও মিত্রের সহিত অচিরে প্রাণ বিসর্জন করিলাম। এখন যেরূপ দেখিতে পাইতেছ আমি জীমূতবাহন নাম গ্রহণপূর্বক এই বিদ্যাধর পরিবারে

জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং আমার পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ আছে। তুমি শবরাধিপতি মহাদেবের অনুগ্রহে সিদ্ধদিগের নরপতি বিশ্বাবসুর পুত্র মিত্রাবসু নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং বন্ধো, আমার স্ত্রী বিদ্যাধরী মনোবতী মলয়বতী নাম গ্রহণপূর্বক তোমার ভগিনীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তোমার ভগিনী আমার পূর্বজন্মের প্রিয়া এবং তুমি আমার পূর্বজন্মের সুহৃদ্‌ সুতরাং ইহাকে বিবাহ করা যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু প্রথমে আমার পিতামাতার নিকট এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে তোমার অভিলাষ সফলতা লাভ করিবে। (১৫৯-১৭০)

জীমূতবাহনের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া মিত্রাবসু হৃষ্টচিত্তে জীমূতবাহনের পিতামাতার নিকট গমন করিয়া সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিল। তাহারা উহার প্রস্তাব সানন্দে অনুমোদন করিলে মিত্রাবসু হৃষ্ট-চিত্তে স্বীয় পিতামাতার নিকট নিবেদন করিলে তাহারাও তাহাদের মনোরথ সিদ্ধ হওয়ায় প্রীতিলাভ করিলেন এবং যুবরাজ সত্বর ভগিনীর বিবাহের আয়োজন করিল। তখন সিদ্ধাধিপতি কর্তৃক সম্মানিত হইয়া জীমূত-বাহন প্রথামত মলয়বতীর পাণিগ্রহণ করিল। দিব্যচারণদিগের সঙ্গীতে, সম্মিলিত সিদ্ধদিগের উপস্থিতিতে এবং বিদ্যাধরদিগের নৃত্যে মুখরিত একটি মহা উৎসব সম্পাদিত হইল। জীমূতবাহন পরিণীত হইয়া সভার্য্যা প্রচুর সমৃদ্ধিতে মলয় পর্বতে বাস করিতে লাগিল। একদা সে শ্যালক মিত্রাবসুর সহিত সমুদ্রতটস্থ অরণ্য পরিদর্শন করিতে গমন করিলে তথায় সে দেখিতে পাইল যে একটি যুবক মাতাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতেছে এবং মাতা—'হা বৎস ' হা বৎস !' বলিয়া বিলাপ করিতেছে। অপর একটি পুরুষ, কোন সৈন্য হইবে, যুবকটির অনুগমন করিয়া তাহাকে একটি উচ্চ এবং প্রশস্ত শিলার উপর স্থাপিত করিল। তখন জীমূতবাহন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে ? তুমি কোন্‌ কার্য করিতে উদ্যত হইয়াছ এবং তোমার মাতাই বা তোমার নিমিত্ত কেন ক্রন্দন করিতেছে ?' তখন সে তাহার নিজের কাহিনী বলিতে লাগিল—(১৭১-১৮০)

বহুপূর্বে কাশ্যপের দুই পত্নী কদ্রু এবং বিনতা কথাপ্রসঙ্গে বিবাদ করিয়াছিল। প্রথম জন বলিল যে সূর্য্যদেবের ঘোটকগুলি কৃষ্ণবর্ণ এবং অপর জন বলিল যে তাহারা শ্বেতবর্ণ। তখন তাহারা পণ করিল, যে পরাজিত হইবে সে অন্যের দাসী হইবে। তখন জয়লাভেচ্ছায়, কদ্রু তাহার পুত্র সর্পদিগকে সূর্য্যের অশ্বদিগের উপর বিষ ফুৎকারকরতঃ কৃষ্ণবর্ণ

করিতে বলিল এবং বিনতাকে অশ্বগুলি দেখাইয়া কৌশলে তাহাকে পরাজিতকরতঃ তাহাকে নিজের দাসী করিল। রমণীদিগের পরস্পরের প্রতি বিশ্বেষ অতিশয় দারুণ! বিনতার তনয় ইহা শ্রবণ করিয়া কদ্রুর নিকট আগমনকরতঃ শান্তবাক্যে বিনতাকে দাসীত্ব হইতে মুক্তি প্রদান করিতে অনুরোধ করিল। তখন কদ্রুপুত্র সর্পগণ মনে মনে চিন্তা করিয়া তাহাকে বলিল, 'হে গরুড়, তুমি বীরাগ্রগণ্য, দেবতারা ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তথা হইতে অমৃত আনয়নপূর্বক আমাদিগকে ইহার পরিবর্ত্তে প্রদান করিয়া তোমার মাতাকে তোমার সহিত লইয়া প্রস্থান কর।' এই কথা শ্রবণ করিয়া গরুড় ক্ষীরসমুদ্রের নিকট গমন করিয়া সুধা আহরণার্থে স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন করাইতে লাগিলে বিষ্ণু তাহার পরাক্রমে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'আমি তোমার উপর তুষ্ট হইয়াছি, তুমি কোন বর প্রার্থনা কর।' মাতা দাসী হওয়ায় ক্রুদ্ধ গরুড় বিষ্ণুর নিকট হইতে এই বর প্রার্থনা করিল, 'সর্পেরা যেন আমার ভক্ষ্য হয়।' বিষ্ণু সম্মত হইলেন এবং গরুড় স্বীয় পৌরুষে অমৃত লাভ করিল। ইন্দ্র সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন এবং তিনি বৈনতেয়কে বলিলেন, 'তুমি দেখিবে মূর্খ সর্পেরা যেন এই অমৃত পান না করে এবং আমি যেন পুনরায় তাহাদিগের নিকট হইতে ইহা আনয়ন করিতে সমর্থ হই।' গরুড় এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বিষ্ণুর বরে দীপ্ত হইয়া সুধা-কলস সহ নাগদিগের নিকট গমন করিল। (১৮১-১৯৩)

বরপ্রভাবে গরুড়ের প্রতি ভীত মূঢ় সর্পদিগকে গরুড় দূরে হইতে বলিল, 'এই যে আমি অমৃত আনয়ন করিয়াছি, আমার মাতাকে মুক্ত করিয়া ইহা গ্রহণ কর। যদি তোমরা ভীত হইয়া থাক তবে আমি ইহা দর্ভতৃণের উপর স্থাপন করিব। আমার মাতা মুক্তিলাভ করিলেই আমি প্রস্থান করিব। তোমরা ঐ স্থান হইতে অমৃত ভাণ্ড গ্রহণ করিও।' নাগেরা সম্মত হইলে সে ঐ অমৃতকলস বিশুদ্ধ কুশতৃণের উপর স্থাপিত করিল এবং নাগেরা তাহার মাতাকে মুক্ত করিল। এই প্রকারে মাতাকে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিয়া গরুড় প্রস্থান করিলে সর্পেরা যখন নিঃশঙ্কচিত্তে সুধাকলস লইয়া গমন করিতেছিল তখন ইন্দ্র স্বীয় শক্তিতে উহাদের অভিভূত করিয়া সহসা কুশতৃণের উপর হইতে সুধাভাণ্ড লইয়া প্রস্থান করিলেন। দর্ভতৃণের উপর দুই এক বিন্দু অমৃত পতিত হইয়া থাকিলেও থাকিতে পারে এই কথা চিন্তা করিয়া হতাশ নাগেরা উহা লেহন করিলে উহাদের জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় উহারা বৃথা দ্বিজিহ্ব হইয়া রহিল।

অতিলোভীদিগের ভাগ্যে উপহাস ব্যতীত আর কি লাভ হইতে পারে? অমৃত ভক্ষণকরতঃ অমর হইতে অসমর্থ হইলে তাহাদের শত্রু গরুড় বিষ্ণুর বলে বলীয়ান হইয়া সর্পদিগের উপর পুনঃ পুনঃ পতিত হইয়া উহাদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। সে যখন নাগদিগকে এইরূপে আক্রমণ করিতেছিল তখন পাতালস্থ সর্পেরা ভয়ে মৃতবৎ হইল, সর্পিণীগণের গর্ভপাত হইতে লাগিল এবং নাগবংশ প্রায় নির্মূল হইবার উপক্রম হইল। সর্পরাজ বাসুকি প্রত্যহ তাহাকে তথায় দেখিতে পাইয়া মনে করিত যে তাহার এক আঘাতে সর্পকুল ধ্বংস হইয়া যাইবে। কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া সে দুর্ব্বার বলশালী গরুড়ের নিকট আবেদন করিয়া এই চুক্তি করিল, 'হে পক্ষীরাজ, আমি প্রত্যহ সমুদ্র বালুকা হইতে সমুদ্ভূত পর্ব্বতের উপর তোমার ভোজনার্থে একটি করিয়া সর্প প্রেরণ করিব। তুমি মূর্খের মত পাতালে প্রবেশ করিও না, কারণ সর্পকুল ধ্বংস হইলে তোমার উদ্দেশ্য সফল হইবে না!' বাসুকির এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে প্রত্যহ এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক সে বাসুকি প্রেরিত একটি করিয়া সর্প ভক্ষণ করে। আমি শংখচূড় নামক সর্প, আজ আমার দিন আসিয়াছে এবং নাগরাজ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া গরুড়ের আহাররূপে এই বধ্যভূমি-শিলার উপর আগমন করিয়াছি এবং আমার জননী ক্রন্দন করিতেছেন। (১৯৪-২০৯)

জীমূতবাহন শংখচূড়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইয়া বিষাদ-গ্রস্ত হৃদয়ে তাহাকে বলিল, 'হায়! হায়! বাসুকি এই প্রকার নিজহস্তে স্বকীয় প্রজাদিগকে শত্রুর আহার্য্যে পরিণত করিয়া কাপুরুষের ন্যায় রাজশক্তির অপব্যবহার করিতেছে। সে প্রথমেই কেন গরুড়ের নিকট আত্মসমর্পণ করিল না? স্বজাতির ধ্বংস এই প্রকারে ক্লীবের ন্যায় স্বচক্ষে দর্শন করিতেছে? কশ্যপের পুত্র হইয়াও গরুড় কি প্রকারে এই মহৎ পাপে লিপ্ত হইয়াছে? এই দেহের নিমিত্ত মহৎ ব্যক্তিগণও কিপ্রকার দুষ্কর্ম করিয়া থাকেন! সুতরাং অদ্য আমার দেহ প্রদান করিয়া গরুড়ের নিকট হইতে তোমাকে মুক্ত করিব। হে বন্ধো! হতাশ হইও না।' এই কথা শ্রবণ করিয়া পরম ধৈর্য্যশীল শংখচূড় তাহাকে বলিল, "হে মহাত্মন্, ইহা হইতে পারে না। আপনি পুনর্ব্বার এই কথা উচ্চারণ করিবেন না। একখণ্ড কাঁচের নিমিত্ত একটি মুক্তা ধ্বংস করা উচিত নয়। উপরন্তু, 'আমি আমার কুলে কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছি'—এই কথা যেন আমাকে শ্রবণ করিতে না হয়।" সেই সাধু নাগ শংখচূড় জীমূতবাহনকে এই

প্রকারে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলে গরুড়ের আগমনকাল এক মুহূর্ত্তেই উপস্থিত হইবে মনে করিয়া সমুদ্রোপরি অবস্থিত গোকর্ণ নামক শিবমূর্ত্তি আরাধনা করিবার নিমিত্ত সে অন্তিমকালে গমন করিল। সে প্রস্থান করিলে সেই করুণার আধার জীমূতবাহন মনে করিল যে নিজের প্রাণের বিনিময়ে সর্পের প্রাণরক্ষা করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কোন কার্য্য করিতে সে স্বয়ং বিস্মৃত হইয়াছে কৌশলে এই ছল করিয়া সেই কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত মিত্রাবসুকে সত্বর তাহার গৃহে প্রেরণ করিল। সেই মুহূর্ত্তে আগমনকারী গরুড়ের পক্ষসঞ্চালননিঃসৃত বায়ুদ্বারা আলোড়িত হইয়া গরুড়ের বলপ্রভাবে ধরণী কম্পিত হইতে লাগিল। জীমূতবাহনের বোধ হইল যে অহিকুলের শত্রু আগমন করিতেছে এবং সে করুণাপূর্ণ হৃদয়ে বধ্যশিলার উপর আরোহণ করিল। এক মুহূর্ত্তে গরুড় আপন ছায়া দ্বারা গগন অন্ধকার করতঃ সেই মহাত্মাকে চঞ্চু দ্বারা আঘাত করিয়া তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিল। তাহার দেহ হইতে রক্তবিন্দু পতিত হইতে লাগিল এবং তাহার শিখামণি গরুড় কর্তৃক ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। গরুড় তাহাকে পর্ব্বত শিখরে আনয়ন করতঃ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই মুহূর্ত্তে স্বর্গ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং তদ্দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া গরুড় চিন্তা করিতে লাগিল, 'ইহার কি তাৎপর্য্য হইতে পারে?' (২১০—২২৫)

ইতোমধ্যে গোকর্ণপূজান্তে শংখচূড় তথায় উপস্থিত হইয়া বধ্যশিলাটি রুধিরাসিক্ত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'হায়, হায়, সেই মহাত্মা নিশ্চয়ই আমার পরিবর্ত্তে নিজেকে বলিপ্রদান করিয়াছেন, এই অল্পসময়ের ভিতর গরুড় তাঁহাকে কোথায় লইয়া গিয়াছে ভাবিয়া আমি আশ্চর্যান্বিত হইতেছি। সত্বর তাঁহার অনুসন্ধান করি। নিশ্চয়ই তাঁহার দেখা পাইব।' সাধু নাগ তখন রক্তচিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে চলিতে লাগিল। তৎকালে জীমূতবাহনকে হৃষ্ট দেখিয়া আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক সবিস্ময়ে গরুড় চিন্তা করিতে লাগিল, 'যাহাকে আনিবার কথা ছিল এ নিশ্চয়ই সে নয়, অন্য কেহ হইবে, কারণ ইহাকে ভক্ষণ করিতেছি তথাপি কিঞ্চিন্মাত্রও বিষণ্ন না হইয়া এই ধীর আনন্দ প্রকাশ করিতেছে।'' গরুড় যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিল তখন জীমূতবাহন স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তাহাকে বলিল, ''হে খগরাজ, আমার দেহেত রক্ত এবং মাংস আছে, আপনার ক্ষুন্নিবৃত্তি না হওয়া সত্ত্বেও আপনি কেন আহার পরিত্যাগ করিলেন?' এই কথা শ্রবণ করিয়া পক্ষিরাজ বিস্ময়াপন্ন্ত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

'হে সজ্জন তুমি ত সর্প নহ। বল, তুমি কে?' জীমূতবাহন যখন প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন,—'আমি নাগই বটে, আমাকে ভক্ষণকরতঃ যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছ তাহা সমাপ্ত কর, কারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞজন আরব্ধকর্ম্ম কখনও অসমাপ্ত রাখে না।' তখন শঙ্খচূড় উপস্থিত হইয়া দূরে হইতে চিৎকার করিয়া বলিল, 'গরুড়, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, ইনি সর্প নহেন, আমিই তোমার জন্য নির্দিষ্ট নাগ। উহাকে মুক্তি প্রদান কর, তুমি কি প্রকারে এইরূপ ভুল করিয়া বসিলে?' এতদশ্রবণে খগরাজ অতিমাত্রায় বিহ্বল হইল এবং জীমূতবাহনও নিজের অভিলাষ পূর্ণ না হওয়ায় অতিশয় দুঃখিত হইল। তখন পরস্পরের বাক্যালাপ প্রসঙ্গে রোরুদ্যমান বিদ্যাধরাধিপকে প্রমাদবশতঃ ভক্ষণ করিতেছিল জানিতে পারিয়া গরুড় অতিশয় শোকান্বিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'হায়! হায়! নৃশংসতার দরুণ আমি পাপকার্য্যে লিপ্ত হইয়াছি। সত্য সত্যই উন্মার্গগামীরা সহজে পাপ কার্য্য করে। পরার্থে প্রাণদানকারী এই মহাত্মা মোহজালে আবৃত পৃথিবীকে তুচ্ছ করিয়া আমার সম্মুখীন হওয়ায় শলাঘার পাত্র হইয়াছেন।' এই কথা চিন্তা করিয়া আত্মকৃত পাপশুদ্ধির নিমিত্ত সে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে জীমূতবাহন তাহাকে বলিল, 'পক্ষিরাজ, আপনি কেন বিষাদগ্রস্ত হইয়াছেন? যদি কৃত পাপকর্ম্মের নিমিত্ত ভীত হইয়া থাকেন তবে প্রতিজ্ঞা করুন যে আর কখনও নাগ ভক্ষণ করিবেন না এবং পূর্ব্বে যে সর্প ভক্ষণ করিয়াছেন তন্নিমিত্ত অনুতপ্ত হইবেন। ইহার এই একমাত্র প্রতিকার, আর অন্য কোনও চিন্তা করিবেন না। (২২৬—২৪৩) জীবে দয়াশীল জীমূতবাহন গরুড়কে এই কথা বলিলে, সে হৃষ্টচিত্তে নৃপতিকে গুরুজ্ঞানে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সেইমত কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল এবং স্বর্গ হইতে অমৃত আনয়ন করিয়া আহত নৃপতি ও অস্থিমাত্র অবশিষ্ট অন্যান্য সর্পদিগের প্রাণদান করিতে প্রস্তুত হইল। জীমূতবাহনের পত্নীর ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া গৌরী দেবী স্বয়ং জীমূতবাহনের উপর অমৃতধারা বর্ষণ করিলেন। ইহাতে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি অধিকতর সৌন্দর্যশালী হইল এবং তৎকালে স্বর্গ হইতে দেবতা-দিগের দুন্দুভিনাদ শ্রুত হইল। সে সুস্থ হইয়া উত্থান করিলে গরুড় স্বর্গ হইতে আনীত অমৃতধারা দ্বারা সমগ্র বেলাতট সিঞ্চিত করিলে এবং মৃত সর্পেরা জীবিত হইল। তখন সমুদ্রতীরবর্ত্তী অরণ্যপ্রদেশ নানা জাতীয় নাগে পূর্ণ হওয়ায় মনে হইল যেন পূর্ব্বকালের গরুড়ভীতি হইতে মুক্ত হইয়া সমস্ত পাতালপুরী জীমূতবাহনকে দর্শন করিতে আগমন করিয়াছে। জীমূত-বাহনকে অক্ষতদেহে কীর্ত্তিভূষিত দেখিয়া তাহার আত্মীয়স্বজন অতিশয়

আহ্লাদিত হইল এবং তাহার ভার্য্যা এবং পিতামাতাও তাহাতে অংশ গ্রহণ করিল। দুঃখের সুখপূর্ণ অবসানে কে না আনন্দিত হয়? জীমূত-বাহনের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া শংখচূড় রসাতলে প্রস্থান করিলে তাহার যশোগাথা ত্রিভুবনে ছড়াইয়া পড়িল। তখন পার্ব্বতীর প্রসাদে মতঙ্গ প্রমুখ তাহার অন্যান্য স্বজনেরা, যাহারা এতকাল গরুড়ের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিল, তাহারা সকলে অনুরক্ত দেবগণ পরিবেষ্টিত এবং বিদ্যাধরদিগের কীর্ত্তিতে কীর্ত্তিমান গরুড়ের পদতলে পতিত হইল। তাহাদের অনুরোধে পরোপ-কারী জীমূতবাহন হিমালয়ের সানুদেশে অবস্থিত মলয় পর্ব্বতে স্বগৃহে গমন করিল। তথায় পিতামাতা মিত্রাবসু ও মলয়বতী সমভিব্যাহারে সেই বীর বহুকাল বিদ্যাধর সম্রাটের সম্মান উপভোগ করিল। যাহারা স্বীয় কার্য্য-দ্বারা ত্রিভুবনের প্রশংসা অর্জন করে পর পর কল্যাণপ্রদ ঘটনারাজি স্বতঃই তাহাদের পদাংক অনুসরণ করে। গর্ভস্থ পুত্রের মহিমা শ্রবণে উৎসুক বাসবদত্তা যৌগন্ধরায়ণের মুখনিঃসৃত এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিল। দেবতাদিগের কৃপার উপর অগাধ বিশ্বাস থাকায় সে কাহিনী অনুসারে বিদ্যাধরগণের ভবিষ্যৎ নৃপতি স্বীয় পুত্রের কথা আলোচনা করিতে করিতে স্বামীর সাহচর্য্যে সেই দিবস অতিবাহিত করিল। (২৪৪—২৫৯)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের নরবাহনদত্ত জনন
লম্বকের দ্বিতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত
শ্লোকসংখ্যা—২৫৯
ক্রমিক সংখ্যা—৩১০০

তৃতীয় তরঙ্গ

নরবাহনদত্ত জনন

পরদিবস বৎসরাজ যখন মন্ত্রী পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছিল তখন বাসবদত্তা তাহাকে একান্তে বলিল, 'যতদিন ধরিয়া এই পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি, ইহার রক্ষার নিমিত্ত ততদিন আমার অতিশয় ক্লেশ হইতেছে। এই কথা চিন্তা করিতে করিতে গত রাত্রিতে যখন অতিকষ্টে আমি নিদ্রিত হইলাম স্বপ্নে আমার এক পুরুষের দর্শন লাভ হইল। তাহার অঙ্গ ভস্মবিভূষিত হওয়ায় শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, তাঁহার মস্তকে ছিল পিঙ্গলবর্ণ জটা এবং হস্তে ছিল ত্রিশূল। তিনি আমার সমীপে আগমনকরতঃ দয়ার্দ্রচিত্তে বলিলেন, 'পুত্রি, তুমি তোমার গর্ভস্থ সন্তানের নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইও না, কারণ আমি তোমাকে ইহা প্রদান করিয়াছি এবং আমিই উহাকে রক্ষা করিব। আমার উপর যাহাতে তোমার বিশ্বাস জন্মে সেইজন্য আমি তোমাকে আরও কিছু বলিব। আগামীকল্য একটি নারী তোমার নিকট কোনও কিছু নিবেদন করিবার নিমিত্ত আগমন করিবে। পঞ্চপুত্রের সহিত বহু আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হইয়া বন্দী অবস্থায় স্বামীকে আকর্ষণ করিতে করিতে এবং তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে এই দুশ্চারিণী নারী স্বজন কর্তৃক স্বামীকে বধেচ্ছায় আগমন করিয়া যাহা বলিবে তাহা সমস্তই মিথ্যা। যাহাতে ঐ দুষ্টা ভার্য্যার কবল হইতে সৎপুরুষটি মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় সেইজন্য তুমি পূর্ব্ব হইতেই বৎসাধিপকে সমস্ত কথা বলিয়া রাখিবে।' এই আদেশ প্রদান করিয়া সেই মহাত্মা অন্তর্ধান করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আমি জাগ্রত হইয়া দেখিলাম যে ভোর হইয়াছে।'' রাজ্ঞী এই কথা বলিলে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে করিলে ইহা শিবের অনুকম্পা এবং ঔৎসুক্য সহকারে স্বপ্ন সফল হইবে এই আশা করিতে লাগিল। সেই মুহূর্ত্তেই মুখ্য প্রতীহার আগমনকরতঃ আর্ত্তের উপর দয়াশীল বৎসরাজকে বলিল, 'দেব, বন্ধুবান্ধব পরিবৃতা পঞ্চপুত্রসহ অসহায় পতিকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে একটি নারী আপনার নিকট কোনও কিছু নিবেদন করিবার

নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে।' (১-১৩) মহিষীর স্বপ্নের সহিত যথাযথ মিলিয়া যাইতেছে দেখিয়া রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং ঐ নারীকে তাহার নিকট আনয়ন করিবার নিমিত্ত প্রতীহারকে আদেশ করিল। রাজ্ঞী বাসবদত্তার স্বপ্নের কথা সত্য হইতেছে দেখিয়া নিশ্চয়ই সুপুত্রলাভ হইবে মনে করিয়া সে অতিশয় আনন্দিত হইল। সকলের সকৌতুক দৃষ্টি যখন দ্বারদেশে নিবদ্ধ ছিল, তখন প্রতীহারের আদেশে সেই রমণী স্বীয় পতিসহ তথায় প্রবেশ করিল। প্রবেশান্তর শোকমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রাজ্ঞী ও সচিব পরিবৃত নৃপতিকে যথারীতি প্রণাম করিয়া সে নিবেদন করিল, 'এই ব্যক্তি আমার স্বামী হওয়া সত্ত্বেও আমাকে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করে না, যদিও আমি উহার নিকট কোন দোষ করি নাই।'

সে এই কথা বলিলে তাহার পতি বলিল, 'স্বজন কর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া এই নারী মিথ্যাভাষণ করিতেছে। ইহার ইচ্ছা যে আমার মৃত্যু হউক। আমি পূর্ব্বেই ইহাকে সংবৎসরের গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিয়াছি এবং এ বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে উহার নিরপেক্ষ আত্মীয় স্বজনেরা আমার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিবে।' নৃপতিকে এই কথা বলিলে সে স্বেচ্ছায় প্রত্যুত্তর করিল, 'ত্রিশূলধারী স্বয়ং রাজ্ঞীর নিকট স্বপ্নে উপস্থিত হইয়া এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, অন্য কোন সাক্ষীর আর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? জ্ঞাতিদিগের সহিত এই নারীকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।' রাজা এইরূপ বলিলে ধীমান যৌগন্ধরায়ণ বলিল, যাহাই হউক না, আমরা সাক্ষীদিগের ভাষণমত যাহা করা উচিত তাহা করিব, নতুবা স্বপ্ন বৃত্তান্ত জ্ঞাত না থাকায় আমাদের ন্যায়বিচার সম্পর্কে লোকেরা সন্দিহান হইবে।' তাহার কথায় রাজা সম্মত হইল এবং সাক্ষীদিগকে আহ্বান করা হইলে তাহারা বলিল যে ঐ নারী মিথ্যা কথা বলিতেছে। তখন রাজা সুপতিরূপে খ্যাত পতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে ঐ নারীকে তাহার আত্মীয়স্বজন ও পুত্রসহ স্বরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিল। অনুকম্পায় হৃদয় দ্রবিত হওয়ায় নৃপতি ঐ নারীর উত্তম পতিকে মুক্তি প্রদানকরতঃ সে যাহাতে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে সমর্থ হয় তাহাকে তদুপযোগী যথেষ্ট ধনরত্ন প্রদান করিল। সমস্ত ব্যাপারটি সম্বন্ধে নৃপতি এইরূপ মন্তব্য করিল, 'নির্দ্দয়া কু স্ত্রী দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবিত পতিকে নেকড়ে বাঘিনীর ন্যায় খণ্ড বিখণ্ড করে আর বহু পুণ্যবলে প্রাপ্তা মহিয়সী অনুরক্তা পত্নী পথপ্রান্তস্থিত তাপহারিণী ছায়ার ন্যায় দুঃখকষ্ট দূরে রাখে।' তখন নৃপতির পার্শ্বস্থিত বাক্‌পটু বসন্তক এই প্রসঙ্গে

তাহাকে বলিল, 'দেব, পূর্ব্বজন্মের বাসনা ও অভ্যাসবশতঃ দেহীদিগের হৃদয়ে ঘৃণা ও অনুরাগের জন্ম হয়। ইহার প্রমাণ স্বরূপ আমি একটি কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ করুন—(১৩-৩০)

সিংহপরাক্রমের কাহিনী

পুরাকালে বারাণসীতে বিক্রমচণ্ড নামক নরপতি বাস করিতেন। তাঁহার সিংহপরাক্রম নামক একটি প্রিয় ভৃত্য ছিল যে যুদ্ধে ও দ্যূত ক্রীড়ায় অদ্ভুত সফলতা লাভ করিত। তাহার কলহকারী নাম্নী দেহে ও মনে বিকৃত এক ভার্য্যা ছিল—নামেই তাহার স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যাইত। ঐ ব্যক্তি রাজার নিকট হইতে এবং দ্যূত ক্রীড়ায় লব্ধ যে যে ধন প্রাপ্ত হইত তাহা সমস্তই তাহার পত্নীকে প্রদান করিত। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সেই কলহপ্রিয়া রমণী তাহার শঠ তিনটি পুত্র কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া এক মুহূর্ত্তও কোন্দল না করিয়া থাকিতে পারিত না। সে ও তাহার পুত্রগণ অনবরত সরবে এই কথা বলিয়া তাহাকে পীড়া দিত, 'তুমি নিরন্তর গৃহের বাহিরে ভোজনপানাদি সম্পাদন কর, আমাদের কখনই কিছু দাও না।' যদিও তাহার স্বামী তাহাকে মাংস, মদ্য ও পরিচ্ছদাদি প্রদান করিত, তথাপি অতৃপ্ত তৃষ্ণার ন্যায় তাহার স্ত্রী তাহাকে সর্ব্বদা যাতনা প্রদান করিত। অবশেষে সিংহপরাক্রম বিরক্ত হইয়া সেই গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তীর্থযাত্রা উপলক্ষ্যে বিন্ধপর্ব্বতবাসিনী দুর্গা দেবীর নিকট অনাহারে অবস্থান করিলে দেবী তাহাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন, 'বৎস, উত্তিষ্ঠিত হও, স্বনগরী বারাণসীতে গমন করিয়া একটি বৃহৎ ন্যগ্রোধ বৃক্ষের মূল দেশ খনন করামাত্র অনেক ধন লাভ করিবে। সেই ধনরাশির মধ্যে পৃথিবীতে পতিত একটি খণ্ডাকাশের ন্যায় গরুড়মাণিক্যময় একটি উজ্জ্বল পাত্র আছে। উহাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে যে কোন ব্যক্তির পূর্ব্বজন্মের যে কোন বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলে তাহা উহার উপরিভাগে প্রতিফলিত হইবে। উহা হইতে তোমার পত্নীর এবং তোমার পূর্ব্বজন্মের কথা জ্ঞাত হইয়া শোকমুক্ত অবস্থায় তথায় বাস করিতে সমর্থ হইবে।' দেবী কর্তৃক এই প্রকার আদিষ্ট হইয়া সিংহপরাক্রম উপবাস ভঙ্গ করিয়া প্রাতঃকালে বারাণসী যাত্রা করিল। সেই নগরীতে উপস্থিত হইয়া ন্যগ্রোধ বৃক্ষমূলে ধনরত্নাদির অভ্যন্তরে একটি বৃহৎ মণিময় পাত্র দেখিতে পাইল। সত্য

ঘটনা জানিতে উৎসুক হইলে সে ঐ পাত্রে দেখিতে পাইল যে পূর্ব্বজন্মে তাহার ভার্য্যা বিকটদর্শনা ভল্লুকী ছিল এবং সে স্বয়ং একটি সিংহ ছিল। পূর্ব্বজন্মে উভয়ের মধ্যে প্রবল শত্রুতা থাকায় তাহার ও তাহার পত্নীর ভিতর বিরোধ মিটিবার নহে ইহা জানিতে পারিয়া সে শোক ও মোহ পরিত্যাগ করিল। অতঃপর সেই পাত্রে সিংহপরাক্রম অনেক কন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া যখন জানিতে পারিল যে পূর্ব্বজন্মে তাহারা ভিন্ন জাতীয়া ছিল তখন সে তাহাদের বর্জন করিল। কিন্তু পরে একজন পূর্ব্বজন্মে সিংহী ছিল দেখিয়া সে উপযুক্ত পাত্রীজ্ঞানে তাহাকে দ্বিতীয়া পত্নীরূপে গ্রহণ করিল। তাহার নাম ছিল সিংহশ্রী। কলহকারীকে ভরণপোষণের নিমিত্ত একটি গ্রাম প্রদান করিয়া সে অর্জিত ধনরাশিসহ নববধূর সাহচর্য্যে সুখে বাস করিতে লাগিল। অতএব, দেখা যাইতেছে পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশতঃ এই জগতে ভার্য্যা ইত্যাদি শত্রুভাবাপন্ন অথবা মিত্রভাবাপন্ন হয়। (৩১-৫১)

বসন্তকের নিকট হইতে এই অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিয়া বৎসরাজ ও মহিষী বাসবদত্তা উভয়েই অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। দিবারাত্রি গর্ভবতী রাজ্ঞীর চন্দ্রমুখদর্শন করিয়াও তাহার তৃপ্তি হইত না। কালক্রমে তাহার মন্ত্রিবর্গের শুভচিহ্নযুক্ত ভাবী কল্যাণসূচক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। প্রথমে মুখ্যসচিব যৌগন্ধরায়ণের মরুভূতি নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। রুমন্বতের পুত্রের নাম হইল হরিশিখ এবং বসন্তকের পুত্রের নাম হইল তপন্তক। মুখ্য প্রতীহার নিত্যোদিতের, যাহার অপর নাম ছিল ইত্যক, একটি তনয় জন্মগ্রহণ করিল যাহার নাম রাখা হইল গোমুখ । ইহাদের জন্ম হইলে মহোৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল। তখন আকাশ হইতে একটি দৈববাণী শ্রুত হইল, 'এই মন্ত্রীরা বৎসরাজের ভাবী চক্রবর্ত্তী রাজ-রাজেশ্বর পুত্রের অখিল অরিবংশ মর্দ্দন করিবে।' ক্রমে ক্রমে যতই দিন যাইতে লাগিল বাসবদত্তার বৎসরাজকে উপহার প্রদান করিবার সন্তানের জন্ম-সময় নিকটবর্ত্তী হইল। বাসবদত্তা পুত্রবতী পরিচারিকাদিগের দ্বারা সুসজ্জিত সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন। উহার গবাক্ষসমূহ অর্ক এবং শমীবৃক্ষ দ্বারা শোভিত ছিল। রত্নদীপপ্রভায় আলোকিত পুত্ররক্ষায় সমর্থ বহুপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র তথায় স্থাপন করা হইয়াছিল। ঐন্দ্রজালিকাদিগের মন্ত্রাদি দ্বারা সম্পূত হইয়া ঐ সূতিকাগৃহ পরিচারিকাদিগের সুসংরক্ষিত দুর্জয় দুর্গে পরিণত হইয়াছিল। নভোদেশে যেরূপ ইন্দু হইতে বিশুদ্ধ অমৃতরশ্মি নির্গত হয় তদ্রূপ উপযুক্ত সময়ে রাজ্ঞী এক সুন্দরকান্তি পুত্র

প্রসব করিলেন। সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া কেবলমাত্র সেই গৃহই আলোকিত করিল না, পরন্তু মাতৃহৃদয় হইতে শোক তামসেরও অপনোদন করিল। দেখিতে দেখিতে অন্তঃপুরবাসীদিগের আনন্দ ছড়াইয়া পড়িল এবং যাহাদিগকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল তাহা-দিগের নিকট হইতে রাজা পুত্রের জন্মের বার্ত্তা প্রাপ্ত হইল। নৃপতি যাহার নিকট হইতে ঐ সংবাদ পাইয়াছিল তাহাকে যে রাজ্য দান করে নাই, অনুচিত হইবে এই ভয় করিয়া, লোভের নিমিত্ত নহে। নৃপতি পুত্রদর্শনের নিমিত্ত সোৎসুকচিত্তে অচিরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে এতকাল পরে তাহার আশা ফলবতী হইয়াছে। (৫২-৬৮) শিশুটির অধর পত্রের ন্যায় রক্তবর্ণ ছিল, কেশদাম ছিল পশমের ন্যায় এবং সাম্রাজ্যলক্ষ্মী স্বীয় চিত্ত বিনোদনার্থ যে লীলাপদ্ম হস্তে ধারণ করেন, তাহার আনন ছিল সেইরূপ। তাহার কোমল পদতলে ছত্র এবং চামর চিহ্ন অঙ্কিত ছিল, মনে হইল যেন অন্যান্য নৃপতিদিগের ভাগ্যলক্ষ্মীগণ ভীত হইয়া নিজেদের প্রতীকচিহ্ন পরি-ত্যাগ করিয়াছে। যখন নৃপতির আনন্দোৎফুল্ল নয়ন হইতে পিতৃস্নেহবারি-নির্গত হইতেছিল এবং যৌগন্ধরায়ণ প্রমুখ মন্ত্রিবর্গ উল্লসিত হইয়াছিল তখন আকাশ হইতে দৈববাণী শ্রুত হইল, 'রাজন্, তোমার পুত্র, কন্দর্পের অবতার নরবাহনদত্ত অচিরেই বিদ্যাধর নৃপতিগণের সম্রাট হইয়া দেবতাদিগের এক কল্পকাল অতন্দ্রিত হইয়া নির্ব্বিবাদে স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিবে।' এই পর্য্যন্ত বলিয়া দৈববাণী নীরব হইলে অচিরে স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দভিনাদ হইতে লাগিল। অতিমাত্রায় হৃষ্ট হইয়া নৃপতি মহোৎসবের আয়োজন করিল। উহা দেবতাদিগের কর্তৃক সূচিত হওয়ায় অধিকতর প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। দেবায়তনসমূহ হইতে নভোদেশে উত্থিত তূর্য্যনিনাদ যেন বিদ্যাধরদিগকে তাহাদের নৃপতির জন্মবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিল। হর্ম্ম্যোপরি সমীরণে আন্দোলিত রক্তবর্ণ পতাকাসমূহ যেন পরস্পরের প্রতি রক্তরাগ নিক্ষেপ করিতেছিল। ভূতলে সুন্দরী রমণীগণ সমবেত হইয়া সর্ব্বত্র নৃত্য করিতেছিল। মনে হইল যেন স্বর্গের অপ্সরাগণ, অনঙ্গ দেহধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া উৎফুল্ল হইয়াছে। আনন্দবিহ্বল নৃপতি কর্তৃক প্রদত্ত রত্নালঙ্কার ও পরি-চ্ছদে ভূষিত হইয়া নগরীও যেন উহাদের মত সুন্দর দেখাইতেছিল। বিত্তশালী নৃপতি যখন অনুগতজনদিগের উপর ধনবর্ষণ করিতেছিল, তখন রাজকোষ ব্যতীত আর কিছুই রিক্ত হয় নাই। প্রতিবেশী সামন্ত পরিবারের ললনাগণ নর্ত্তকীবৃন্দসহ প্রতীহার কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া

নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনিসহ বহুমূল্য উপহারহস্তে চতুর্দিক হইতে আগমন করিল। তথায় প্রতি অঙ্গসঞ্চালনই নৃত্যময় ছিল, প্রতি বাক্যই পূর্ণ পাত্রময় ছিল, প্রতি কার্যেই ছিল বদান্যতা, নগরী তূর্যধ্বনিতে নিনাদিত হইয়াছিল, প্রতি পৌরজন সিন্দূররাগে রঞ্জিত হইয়াছিল এবং ধরণী চারণ-দিগের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল—উৎসবে আনন্দময় নগরের এই অবস্থাই হইয়াছিল। (৬৯-৮৫) বহুদিবস পর্যন্ত পৌরজনদিগের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া এই উৎসব ক্রমাগত বর্দ্ধিতাকার ধারণ করিতেছিল। প্রতিপদের চন্দ্রের ন্যায় সেই শিশু দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং তাহার পিতা দৈববাণী কর্তৃক পূর্ব্বনির্দেশমত রাজপুত্রের যথাবিধি নরবাহনদত্ত নামকরণ করিল। যখন সে মসৃণ নখপ্রভা প্রদর্শনকরতঃ হেলিয়া দুলিয়া দুই তিন পা হাঁটিতে লাগিল এবং যখন সে কুসুমকোরকসদৃশ দন্ত বিকশিত করিয়া দুই চারিটি অস্ফুট বাক্য উচ্চারণ করিত তখন তাহার পিতা অতিশয় আহ্লাদিত হইত। অতঃপর মন্ত্রিবরেরা তাহাদের শিশুপুত্রদিগকে আনয়ন করিলে রাজা সন্তুষ্টচিত্তে তাহাদিগকে শিশুরাজকুমারের সঙ্গীরূপে গ্রহণ করিল। যৌগন্ধরায়ণ প্রথমে মরুভূতিকে আনয়ন করিয়াছিল, পরে রুমন্বত হরিশিখকে, মুখ্য প্রতীহার ইত্যক গোমুখকে এবং বসন্তক তাহার তপন্তক নামক পুত্রকে আনয়ন করিয়াছিল। রাজপুরোহিত শান্তিকর ও পিঙ্গলিকার যমজ তনয় তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র শান্তিসোম ও বৈশ্বানরকে উপহারস্বরূপ প্রদান করিল। সেই মুহূর্ত্তে দেবতারা আনন্দ-ধ্বনি সহকারে আকাশ হইতে শুভ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন এবং নৃপতি ও মহিষীরা সচিবপুত্রমণ্ডলীকে সানন্দে পুরস্কৃত করিলেন। কুমার নরবাহন-দত্ত সতত তাহাতে অনুরক্ত এই ছয়জন সচিবপুত্রসহ পরিবেষ্টিত থাকিত। ইহারা বাল্যকালেই সমৃদ্ধিপ্রদ শমদমাদি ষড়নীতিগুণে পারঙ্গম হইয়া সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। যখন রাজকুমার অর্দ্ধোচ্চারিত কল কল বাক্যে তাহাতে অনুরক্ত নৃপতিদিগের ক্রোড়ে ক্রোড়ে ঘুরিত তখন পুত্রের সহাস্য কমলাননের দিকে সস্নেহে দৃষ্টিপাতকরতঃ বৎসরাজ পরম সুখে দিবস যাপন করিতেন। (৮৬-৯৪)

—ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের নরবাহনদত্ত
জনন লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।
নরবাহনদত্তজনন নামক চতুর্থ লম্বক সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা—৯৪
ক্রমিক সংখ্যা—৩৩৯৪

পঞ্চম লম্বক

চতুর্দ্দারিকা

মন্দার পর্ব্বত কর্ত্তৃক মন্থনে সমুদ্র হইতে যেরূপ অমৃতের উৎপত্তি হইয়াছিল এই সুধারসনিষিক্ত কাহিনীও তদ্রূপ হিমালয় দুহিতার প্রেমে আলোড়িত হইয়া পুরাকালে হরমুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। যাহারা এই অমৃত কাহিনী পান করে, মহাদেবের প্রসাদে তাহাদের সকল বিঘ্ন নাশ হইয়া ঐশ্বর্য্য লাভ হয় এবং ভূতলে জীবিতাবস্থায় তাহারা উচ্চ অমরপদ লাভ করে।

প্রথম তরঙ্গ

মদঘূর্ণিত শুণ্ড হইতে উৎক্ষিপ্ত সিন্দুর চূর্ণদ্বারা ভূমিতলমন্থনকারী হেরম্ব যিনি স্বতেজ দ্বারা সমস্ত বিঘ্ন বিনাশ করেন তিনি তোমাদের রক্ষা করুন।

এইপ্রকারে বৎসরাজ ও তাঁহার মহিষী তাঁহাদের একমাত্র পুত্র নরবাহনদত্তকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। রাজা পুত্ররক্ষা নিমিত্ত অত্যন্ত আকুল হইয়াছেন দেখিয়া একদিন তিনি যখন একাকী ছিলেন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ তাঁহাকে বলিলেন, "কুমার নরবাহনদত্ত সম্বন্ধে আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। বিদ্যাধর নৃপতিদিগের ভাবী সম্রাট করিয়া পূজ্য মহাদেব উহাকে আপনার গৃহে সৃষ্টি করিয়াছেন। বিদ্যাধর নৃপতিগণ দিব্যশক্তি বলে তাহা জ্ঞাত হইয়া উহা সহ্য করিতে অপারগ হইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছে। ইহা জানিতে পারিয়া স্বয়ং চন্দ্রমৌলি স্তম্ভকনামক গণাধিপতিকে কুমারের রক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছেন। সে অদৃশ্য হইয়া হেথায় অবস্থান করিতেছে। নারদমুনি ত্বরিৎগতিতে আগমন করিয়া আমাকে এই কথা বলিয়াছেন।" মন্ত্রী যখন এই কথা বলিতেছিল তখন আকাশ হইতে কিরীট ও কুণ্ডলে সজ্জিত খড়্গহস্তে এক দিব্যপুরুষ তথায় অবতরণ করিল। সে প্রণাম করিলে বৎসরাজ তাহাকে সাদরে আপ্যায়ন করিয়া কুতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে এবং কি কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত হেথায় আগমন করিয়াছ?" সে বলিল, "রাজন্, আমি পূর্ব্বে মনুষ্য ছিলাম, সম্প্রতি শক্তিবেগ নামে বিদ্যাধরদিগের একজন নৃপতি হইয়াছি। আমার অনেক শত্রু আছে। দেব, আমি দিব্যশক্তিবলে জানিতে পারিয়াছি যে আপনার তনয় আমাদিগের সম্রাট হইবে এবং আমি তাহার দর্শনার্থী।" শক্তিবেগ তাহার ভাবী সম্রাটকে শ্রদ্ধাপূর্ণ নয়নে দর্শন করিয়া এই কথা বলিলে বৎসরাজ হৃষ্টচিত্তে সবিস্ময়ে তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিদ্যাধরপদ কি প্রকারে লাভ করা যায়? ইহার তাৎপর্য্য কি? এবং তুমিই বা কি প্রকারে এই পদ প্রাপ্ত হইয়াছ? হে বন্ধো! আমাকে তাহা বল।" এই কথা শ্রবণ করিয়া বিদ্যাধর শক্তিবেগ

বিনয়াবনত হইয়া প্রত্যুত্তর করিল, "হে রাজন্, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই জন্মে অথবা পূর্ব্বজন্মে শিবের আরাধনা করিয়া তাহার প্রসাদে বিদ্যাধরপদ প্রাপ্ত হয়। খড়্গমাল্যাদির অলৌকিক জ্ঞান ভেদে এই পদ নানা প্রকারের হইতে পারে। তবে আমি কি করিয়া এই পদ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা শ্রবণ করুন।" এইরূপ বলিয়া রাজ্ঞী বাসবদত্তার উপস্থিতিতে নিজের সম্বন্ধে সে বক্ষ্যমান কাহিনী বিবৃত করিল।—(১—১৭)

বিদ্যাধরাধিপ শক্তিবেগের কাহিনী

বহুকাল পূর্ব্বে ভূতলভূষণ বর্ধমান নগরীতে শত্রুদিগের ভীতি উৎপাদক পরোপকারী নামক নৃপতি বাস করিতেন। সেই মহান্ নৃপতির কনকপ্রভা নাম্নী মহিষী ছিল। সে ছিল জলদস্থিত সৌদামিনীর ন্যায় কিন্তু তাহার মধ্যে সৌদামিনীর চপলতা ছিল না। কালক্রমে সেই মহিষীর গর্ভে এক কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। বিধাতা যেন লক্ষ্মীদেবীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্তই তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। লোকলোচনচন্দ্রিকা সেই কন্যা পিতা কর্তৃক পালিত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে মাতা কনকপ্রভার নামানুসারে পিতা আত্মজার নাম রাখিলেন 'কনকরেখা'। সে যৌবনপ্রাপ্তা হইলে নৃপতি সমীপে একান্তে আগতা রাজ্ঞী কনকপ্রভাকে কনকরেখার পিতা বলিলেন, 'যুবতী কন্যাকে গৃহে রাখা সমীচীন নয়। কনকরেখার উপযুক্ত বিবাহের নিমিত্ত আমার হৃদয় আকুল হইয়াছে। সৎ পরিবারের কুমারী কন্যার উপযুক্ত বিবাহ না হইলে তাহা বেসুরা সঙ্গীতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। উহা অপরিচিতেরও কর্ণপীড়া উৎপাদন করে। মোহবশতঃ অপাত্রে কন্যা প্রদান করিলে উহা অপাত্রে বিদ্যাদান করিবার মত হয়—যশঃ কিংবা ধর্ম্ম লাভ হয় না, লাভ হয় শুধু অনুশোচনা। সুতরাং আমি কোন্ ভূপতিকে আমার কন্যা সম্প্রদান করিব এবং কে উহার উপযুক্ত পাত্র হইবে সেইজন্য আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি।' কনকপ্রভা এই কথা শ্রবণ করিয়া সহাস্যে বলিল, "তুমি ত এই কথা বলিতেছ, কিন্তু তোমার কন্যা ত বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। অদ্যই সে যখন একটি পুত্তলিকাকে কৃত্রিম পুত্র করিয়া ক্রীড়া করিতেছিল, আমি উপহাস করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, 'পুত্রি, তোমার বিবাহ আমি কবে দেখিতে পাইব?' (১৮-২৯) আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া সে সকোপে বলিল, 'কখনও এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিবে না। কাহারও সহিত আমাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিবে না। তোমার সহিত আমার কখনও বিচ্ছেদ হইবে না, জানিয়া রাখিও, আমাকে

বিবাহ দিলে আমার মৃত্যু হইবে। কারণ আছে।' সে এই কথা বলাতে, দেব, আমি শোকার্ত্তচিত্তে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। সে যখন বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নয় তখন তাহার নিমিত্ত বর অন্বেষণ করিবার কি প্রয়োজন ?" রাজ্ঞীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপতি শোকবিহ্বলচিত্তে কন্যার কক্ষে গমনপূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন, "যখন দেবতা ও অসুরেরাও পুত্রলাভের নিমিত্ত তপশ্চর্য্যা করে তখন, হে পুত্রি, তুমি কেন পতিলাভে ইচ্ছুক নও ?" পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজকুমারী কনকরেখা ভূতলে নয়ন আনতপূর্ব্বক বলিল, "তাত, আমি সম্প্রতি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নই, তবে আপনি কেন এই ব্যাপারে জোর করিতেছেন ?" কন্যা এই প্রকার বলিলে ধীমান্ রাজা পরোপকারী তাহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "পুত্রি, দুহিতার বিবাহ প্রদান না করিয়া আমি কি প্রকারে পাপ হইতে বিমুক্ত হইব ? স্বজনপরাধীনা কন্যার স্বাধীনতা কোথায় ? সত্যকথা বলিতে হইলে, কন্যা অন্যের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে এবং তন্নিমিত্তই তাহাকে লালনপালন করিতে হয়। বাল্যকাল ব্যতীত পিতৃগৃহ তাহার পক্ষে বাস করিবার উপযুক্ত স্থান নহে। অবিবাহিতা রজস্বলা কন্যা গৃহে থাকিলে তাহার আত্মীয়-স্বজনেরা নরকে গমন করে এবং তাহার পতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।" পিতা এইরূপ বলিলে রাজপুত্রী তৎক্ষণাৎ তাহার মনের কথা খুলিয়া বলিল, 'তাহাই যদি হয় তবে পিতঃ, ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় যে কেহ কনকপুরী নামক নগরী দর্শন করিয়াছে সে আমার ভর্ত্তা হইবে। যদি এরূপ কাহাকেও না পাওয়া যায় তবে আমাকে অন্যায়ভাবে ভর্ৎসনা করিবেন না। (৩০-৪৩) কন্যা এই কথা বলিলে রাজা মনে মনে চিন্তা করিলেন "যা হোক্, কন্যা যে কোন একটি সর্ত্তে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে ইহা একটি শুভ কথা। সে নিশ্চয়ই দেবী, কোনও বিশেষকারণবশতঃ আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, নতুবা এই বালিকা কি প্রকারে এতকথা জ্ঞাত আছে !" তখন নৃপতি এই প্রকারই চিন্তা করিয়া কন্যাকে 'তোমার ইচ্ছামতই আমি কার্য্য সম্পাদন করিব'—এই কথা বলিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দিবসের কর্ম্ম সম্পাদন করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। পর দিবস রাজা যখন সভায় অধিষ্ঠান করিতেছিলেন তখন অমাত্যদিগকে বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে কেহ কি কনকপুরী নগরী দর্শন করিয়াছে ? বিপ্রই হোক্ অথবা ক্ষত্রিয়ই হোক্ যে সেই নগরী দর্শন করিয়াছে তাহার সহিত মদীয়া কন্যার বিবাহ প্রদানকরতঃ তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব।" তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "দেখা দূরে থাকুক আমরা

উহার নামও শ্রবণ করি নাই।" তখন মহীপতি প্রতীহারকে আহ্বানকরতঃ বলিলেন, "যাও, এই নগরে সর্ব্বত্র পটহধ্বনি দ্বারা ঘোষণাকরতঃ আবিষ্কার কর কেহ সেই নগরী দর্শন করিয়াছে কিনা!" এই প্রকারে আদিষ্ট হইয়া "আমি তাহাই করিব"—এই কথা বলিয়া সে প্রস্থান করিল। প্রস্থানকরতঃ সে অবিলম্বে রাজপুরুষদিগকে আদেশ করিলে তাহারা জনগণের ঔৎসুক্য জন্মাইবার নিমিত্ত নগরীর সর্ব্বত্র পটহনিনাদ দ্বারা এইরূপ ঘোষণা করিল, "ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়, যে কোন যুবক 'কনকপুরী' নাম্নী নগরী দর্শন করিয়া থাকিলে তাহা রাজসমীপে নিবেদন করুক। রাজা স্বীয় কন্যা প্রদানকরতঃ তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।" পটহধ্বনির দ্বারা এই বিস্ময়কর ঘোষণা শ্রবণ করিয়া পৌরজনেরা বলাবলি করিতে লাগিল,— "আমাদের নগরীতে ঘোষিত এই "কনকপুরী" কি হইতে পারে? আমাদের মধ্যে প্রাচীনতম ব্যক্তিরাও ত উহার কথা শ্রবণ করে নাই অথবা উহা দর্শন করে নাই।" কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজনও বলিল না যে "আমি উহা দেখিয়াছি।" (৪৪—৫৬)

ইতোমধ্যে সেই নগরীর অধিবাসী বলদেবের পুত্র শক্তিদেব নামক একজন বিপ্র এই ঘোষণার কথা শ্রবণ করিল। সেই ব্যসনাসক্ত যুবক দ্যূতক্রীড়ায় নির্ধন হইয়াছিল এবং রাজকুমারীর বিবাহ সম্বন্ধীয় ঘোষণা শ্রবণ করিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিল, দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হওয়াতে রিক্ত অবস্থায় আমি সম্প্রতি পিতৃগৃহ অথবা কোন পণ্যাঙ্গনার গৃহে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইব না, সুতরাং এখন আমি বরং পটহধ্বনি দ্বারা ঘোষণাকারীদিগের নিকট মিথ্যাভাষণ করি যে আমি ঐ নগরী দর্শন করিয়াছি। ঐ নগরী কেহ অবলোকন করে নাই, সুতরাং আমি যে উহার সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহি কে তাহা আবিষ্কার করিতে পারিবে? হয়ত এই প্রকারে আমি রাজকন্যা লাভ করিতে সমর্থ হইব।" এইরূপ চিন্তাকরতঃ শক্তিদেব রাজপুরুষদিগের নিকট গমন করিয়া মিথ্যা কথা বলিল, "আমি ঐ নগরী দর্শন করিয়াছি।" তাহারা তৎক্ষণাৎ বলিল, "অতি উত্তম কথা। আমাদের সহিত রাজপ্রতীহারের নিকট আগমন কর।" প্রতীহারের নিকট আগমনকরতঃ, "আমি ঐ নগরী অবলোকন করিয়াছি" এই প্রকার মিথ্যা কথা বলিলে সে তাহাকে সদয়াভ্যর্থনাপূর্ব্বক নৃপতির সমীপে আনয়ন করিল। কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সে রাজার নিকট একই কথা বলিল। দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্তের পক্ষে কোন্ কার্য্যই বা দুরূহ হইতে পারে? সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত তখন নৃপতি সেই বিপ্রকে কন্যা কনকরেখার নিকট প্রেরণ করিলেন।

প্রতীহারের নিকট হইতে এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ তাহার নিকট আগমন করিলে রাজকুমারী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কনকপুরী দর্শন করিয়াছ?" সে প্রত্যুত্তর করিল, "হাঁ, যখন আমি জ্ঞানান্বেষণে পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছিলাম তখন ঐ নগরী আমি দর্শন করিয়াছিলাম।" (৫৭—৬৮) রাজকুমারী তখন আবার প্রশ্ন করিল, "তুমি কোন্ পথে ঐ নগরীতে গমন করিয়াছিলে, এবং উহা দেখিতে কি রকম?" তখন সেই বিপ্র বলিয়া যাইতে লাগিল, "এই স্থান হইতে আমি হরপুরা নগরীতে গমন করি। তথা হইতে বারাণসীপুরী এবং বারাণসী হইতে কতিপয় দিবসান্তে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীতে আগমন করি। তথা হইতে সুকৃতিকর্ম্মীদিগের বিলাসভূমি ইন্দ্রপুরীবৎ কনকপুরীতে আগমন করিলাম। যাহাদের চক্ষের পলক পড়ে না সেই দেবতাদিগের নিমিত্তই ঐ সুশোভিত পুরী নির্ম্মিত হইয়াছে। তথায় বিদ্যা-শিক্ষাকরতঃ কিয়দ্দিবসান্তে আমি হেথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। সেই নগরী ঐ প্রকার এবং আমি ঐ পথেই তথায় গমন করিয়াছিলাম।" কপট ব্রাহ্মণ শক্তিদেব ঐ কল্পিত কাহিনী বিবৃত করিলে রাজকুমারী সহাস্যে বলিল, "মহান বিপ্র, তুমি ঐ নগরী দেখিয়াছ বটে কিন্তু বল, কোন্ পথে তুমি তথায় গমন করিয়াছিলে?" শক্তিদেব এই কথা শ্রবণ করিয়া ঐ প্রকার ধৃষ্টতা করিলে রাজপুত্রীর আদেশে চেটিরা তাহাকে অবরুদ্ধ করিল। অচিরাৎ রাজকুমারী পিতার নিকট গমন করিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ ব্রাহ্মণ, কি সত্য কথা বলিয়াছিল?" রাজকুমারী তাহার পিতাকে বলিল, "তাত! রাজা হইয়াও আপনি অবিবেচকের ন্যায় কার্য্য করেন। আপনি কি জ্ঞাত নহেন যে ধূর্ত্তেরা সজ্জনকে প্রতারণা করে? ঐ ব্রাহ্মণ আমাকে মিথ্যা কথা বলিয়া ছলনা করিতে চায়। ঐ মিথ্যুক কোনদিনও কনকপুরী দর্শন করে নাই। ধূর্ত্তেরা বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার কর্ম্ম করে। আপনাকে শিব ও মাধবের কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সে বলিতে লাগিল।—(৬৯—৮৯)

শিব ও মাধবের কাহিনী

রত্নপুর নামক যথার্থই একটি উত্তম নগরী আছে। তথায় শিব ও মাধব নামক দুইটি ধূর্ত্ত বাস করিত। অন্যান্য অনেক ধূর্ত্তের সাহায্যে তাহারা নানাপ্রকার কৌশলে তত্রস্থ ধনী ব্যক্তিদিগকে বহুকাল যাবৎ লুণ্ঠন করিতে-ছিল। একদা দুই জনে মন্ত্রণা করিল, "এই নগর ত বিশদভাবে লুণ্ঠন

কিয়ৎকাল তাহার সহিত কথোপকথন করিয়া মাধব তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পরদিবস পুনরায় দুই খন্ড বস্ত্র উপহার প্রদান করিয়া সে পুরোহিত সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিল, "অনুচরবর্গের তুষ্টি বিধান করিবার নিমিত্ত আমি সেবার্থী হইয়া আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। কিন্তু আমি প্রভূত বিত্তশালী।" তাহার নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ বিত্ত লাভার্থে রাজপুরোহিত মাধবের মনোরথ পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া অচিরাৎ নৃপতির নিকট ঐরূপ নিবেদন করিলে পুরোহিতের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ নৃপতি তদনুরূপ কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। পরদিবস রাজপুরোহিত যথাবিধি সম্মানপুরঃসর মাধব ও তাহার পার্শ্বচরদিগকে নৃপতির সমীপে আনয়ন করিল। মাধবের রাজপুত্রের ন্যায় আকৃতি দেখিয়া রাজা তাহাকে সদয় অভ্যর্থনাপূর্ব্বক একটি বৃত্তিপ্রদপদে নিযুক্ত করিলেন। মাধব রাজ-সেবার্থে তথায় অবস্থানকরতঃ প্রত্যহ রাত্রে শিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল। উপহার প্রাপ্তেচ্ছু হইয়া লোভী পুরোহিত মাধবকে তাহার গৃহে তাহার সহিত বাস করিতে অনুরোধ করিল। অতঃপর মাধব অনুচরদিগের সহিত পুরোহিতের গৃহে আশ্রয় লইল। বৃক্ষ কোটর-স্থিত মূষিকের নিমিত্ত যেমন বৃক্ষের ধ্বংস হইয়াছিল, তদ্রূপ এই ব্যবস্থাই পুরোহিতের কাল হইল। মাধব কৃত্রিম মনিমাণিক্যপূর্ণ একটি পেটিকা পুরোহিতের গৃহে রাখিল। কখনও কখনও সে ঐ পেটিকা উন্মুক্ত করিয়া ধূর্ত্ততা সহকারে রত্নসমূহ অর্দ্ধ উন্মোচিত করিত এবং এই প্রকারে পশু যেরূপ তৃণ দ্বারা প্রলোভিত হয় পুরোহিতও তদ্রূপ প্রলোভিত হইল। এই প্রকারে পুরোহিতের বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়া অল্পাহার দ্বারা শরীর কৃশকরতঃ সে অসুস্থতার ভান করিল। কতিপয় দিবসান্তে ঐ ধূর্ত্ত চূড়ামণি শয্যাপার্শ্বস্থিত পুরোহিতকে মৃদুস্বরে বলিল, "আমার শরীরের অবস্থা অতিশয় মন্দ হইয়াছে; সুতরাং, হে বিপ্র, আপনি দ্বিজবংশীয় কোন উত্তম ব্রাহ্মণপ্রবরকে আনয়ন করুন। আমার বিত্ত তাহাকে সম্প্রদান করিয়া আমি ইহলোক ও পরলোকে সুখী হইতে ইচ্ছা করি, কারণ জীবন নশ্বর বিধায় কোন্ মনস্বী বিত্তলাভ করিতে আগ্রহী হইবেন?" (১২১—১৩৮) এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই উপহারপ্রিয় পুরোহিত, "আমি তাহাই করিব" বলিলে মাধব তাহার পদপ্রান্তে পতিত হইল। তখন পুরোহিত যে কোন বিপ্রই আনয়ন করিত, "ইহাপেক্ষাও বিশিষ্টতর বিপ্র চাই" এই কথা বলিয়া মাধব তাহাদের কাহাকেও পছন্দ করিত না। এতদ্দৃষ্টে তাহার পার্শ্বস্থ এক ধূর্ত্ত

অনুচর বলিল, 'হয়ত একজন সাধারণ বিপ্র ইহাকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। দেখা যাউক, শিপ্রানদীতীরস্থ শিব নামক মহা তপস্বীকে ইনি পছন্দ করেন কিনা।" এই কথা শ্রবণ করিয়া মাধব কাতরস্বরে পুরোহিত-কে বলিল, "অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাকেই আনয়ন করুন, তত্তুল্য সদ্বিপ্র আর কেহ নাই।"

এই প্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া পুরোহিত শিবের নিকট গমন করিলে দেখিতে পাইল যে সে কপট ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া নিশ্চল অবস্থায় রহিয়াছে। তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তৎসমীপে উপবিষ্ট হইলে সেই ধূর্ত্ত ধীরে নয়ন উন্মীলিত করিল। তখন রাজপুরোহিত আনত হইয়া নত মস্তকে তাহাকে বলিল, "প্রভো! আপনার নিকট আমার একটি নিবেদন আছে, আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না। দক্ষিণাপথ হইতে আগত মাধব নামক একজন প্রচুর বিত্তশালী রাজপুত অসুস্থ হওয়ায় তাহার সমস্ত সম্পত্তি দান করিতে অভিলাষী হইয়াছে। যদি আপনি অনুমতি করেন তবে সে তাহার অমূল্য উজ্জ্বল রত্নাদি আপনাকে প্রদান করিবে।" এইকথা শ্রবণ করিয়া শিব ধীরে মৌনভঙ্গ করিয়া বলিল, "আমি ব্রহ্মচারী, ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করি। হে, বিপ্র, ধনরত্নে আমার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?" তখন পুরোহিত বলিল, "হে মহান্ বিপ্র, আপনি ঐরূপ বলিবেন না। আপনি কি ব্রাহ্মণের জীবনের আশ্রমক্রমের কথা অবগত নহেন? গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক দার পরিগ্রহকরতঃ পিতৃপুরুষের তর্পণ, দেবার্চ্চনা এবং অতিথি অভ্যাগতদিগের সৎকার দ্বারা অর্থব্যয় করিয়া সে জীবনে ত্রিবর্গফল লাভ করে। গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বোদ্ধের্ব।" তখন শিব বলিল, "আমি কি প্রকারে পরিণীত হইতে সমর্থ হইব, আমি ত কোন নিম্ন জাতীয়া কন্যা বিবাহ করিব না?" লোভী পুরোহিত ইহা শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল যে উহার ধন ইচ্ছামত ভোগ করিতে পারিবে এবং এই সুযোগ লাভ করিয়া তাহাকে বলিল, "আমার বিনয়স্বামিনী নাম্নী অবিবাহিতা পরমা-সুন্দরী কন্যা আছে, আমি আপনার সহিত তাহার বিবাহ দিব। আপনি মাধবের নিকট হইতে যে ধনরত্নাদি প্রাপ্ত হইবেন তাহা আপনার নিমিত্ত রক্ষণাবেক্ষণ করিব, অতএব সম্প্রতি গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করুন।" এতদ্ শ্রবণে শিব ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হইবে দেখিয়া বলিল, "বিপ্র, তুমি যদি এইরূপই মনস্থ করিয়া থাক তবে তোমার কথামত কার্য্য করিব। কিন্তু আমি সন্ন্যাসী, ধনরত্নাদি সম্বন্ধে আমার কোনই জ্ঞান নাই। তোমার উপদেশ গ্রহণ করিলাম, তুমি যাহা উত্তম বিবেচনা কর, তাহাই করিবে।"

পুরোহিত শিবের এই কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট হইল এবং "আমি সম্মত আছি"—এই কথা বলিয়া সেই মূঢ় তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া গেল। অশিব শিবকে গৃহে আনয়নকরতঃ মাধবকে তাহার কৃতকর্ম্মের কথা বলিলে সে তাহাকে অভিনন্দিত করিল। অচিরাৎ সযত্নে প্রতিপালিতা কন্যাকে শিবের হস্তে সম্প্রদান করিলে মনে হইল যেন মূঢ়তাবশতঃ সে নিজের সমৃদ্ধিকেই জলাঞ্জলি দিল। বিবাহের তৃতীয় দিবসান্তে সে কপট রোগী মাধবের নিকট তাহার উপহার গ্রহণের নিমিত্ত নীত হইল। মাধব গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাহার চরণে পতিত হইয়া সবিস্ময়ে একটি সত্য কথাই বলিল, "আপনার তপশ্চর্য্যা আমার দুর্জ্ঞেয়।" পুরোহিতের কোষাগার হইতে কৃত্রিম রত্নাদিতে পূর্ণ পেটিকাটি আনয়নপূর্ব্বক শিবকে যথারীতি দান করিলে শিব তাহা গ্রহণকরতঃ পুরোহিতের হস্তে প্রদান করিয়া বলিল, "আমার এ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নাই, কিন্তু আপনার আছে।" তখন পুরোহিত তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিয়া বলিল, "আমি ত পূর্ব্বেই এইরূপ করিতে প্রতিশ্রুত আছি, চিন্তিত হইবার কি প্রয়োজন আছে?" তখন শিব তাহাদের আশীর্ব্বাদকরতঃ বধূর কক্ষে প্রবেশ করিল এবং পুরোহিত পেটিকাটি কোষাগারে লইয়া গেল। পরদিন হইতেই মাধব রোগের ভান পরিত্যাগপূর্ব্বক "মহাদানের পুণ্যফলে আরোগ্য লাভ করিয়াছি"—এই কথা বলিল। পুরোহিত তৎসমীপে আগমন করিলে তাহাকে প্রশংসা করিয়া বলিল,—"আপনার পুণ্যকার্য্যের ফলে আমি এই বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি।" সে প্রকাশ্যে শিবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া তাহার প্রভাবেই নিজের জীবন রক্ষা হইয়াছে এই কথা বলিতে লাগিল (১৫৭-১৭১)। কিয়দ্দিবসান্তে শিব পুরোহিতকে বলিল, "এইপ্রকারে আর কতকাল আপনার গৃহে ভোজ্য গ্রহণ করিব? আমার এই রত্নাদির মূল্য নিরূপণকরতঃ আপনি উহা গ্রহণ করুন। উহাদের যদি মহার্ঘ মনে করেন তবে আমাকে উপযুক্ত মূল্য প্রদান করুন।" ইহা শ্রবণ করিয়া রত্নরাজির মূল্য গণনাতীত হইবে মনে করিয়া পুরোহিত তাহার সর্ব্বস্ব শিবকে উহার বিনিময়ে প্রদান করিল। সে শিবের নিকট হইতে তাহার স্বহস্তে লিখিত একটি প্রাপ্তিস্বীকারপত্র লইল এবং স্বীয় সম্পত্তি হইতে ঐ রত্নাদি বহুগুণ মূল্যবান মনে করিয়া স্বয়ং শিবকেও একটি প্রাপ্তিস্বীকারপত্র স্বাক্ষর করিয়া দিল। পরস্পরের প্রাপ্তিস্বীকারপত্র আদান-প্রদান করিয়া তাহারা পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণকরতঃ পুরোহিত এক গৃহে এবং শিব অন্য গৃহে বাস করিতে লাগিল। পুরোহিতের

ধনভোগকরতঃ শিব ও মাধব একসঙ্গে থাকিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল। কালক্রমে অর্থের প্রয়োজন হওয়াতে পুরোহিত একখণ্ড অলঙ্কার বিক্রয় করিবার নিমিত্ত বিপণিতে গমন করিল।

রত্নবিশেষজ্ঞ বণিকেরা উহা পরীক্ষা করিয়া বলিল, "এই কৃত্রিম অলংকার নির্ম্মাতা যেই হউক না কেন, অতিশয় চতুর হইবে। কাচ ও স্ফটিক নানারঙ্গে রঞ্জিত করিয়া পিত্তল সংযোগে এই অলংকারটি নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে রত্ন কিংবা স্বর্ণ লেশমাত্রও নাই।" পুরোহিত এইকথা শ্রবণান্তে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া গৃহ হইতে সমস্ত অলংকার আনয়নকরতঃ বণিকদিগকে উহা প্রদর্শন করাইলে তাহারা উহা সন্দর্শন করিয়া বলিল যে পূর্ব্বদৃষ্ট অলংকারটির ন্যায় এই অলংকারচয়ও কৃত্রিম রত্নে নির্ম্মিত। ইহা শ্রবণ করিয়া পুরোহিত যেন বজ্রাহত হইল। সে তৎক্ষণাৎ শিবের নিকট গমনকরতঃ তাহাকে বলিল, "তোমার অলংকার তুমি ফিরাইয়া লও এবং আমাকে আমার ধন প্রত্যর্পণ কর" শিব প্রত্যুত্তর করিল, "তোমার ধন কি আমি এতকাল পর্য্যন্ত রাখিয়াছি ? সে ত কবেই ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছি।" দুইজনে বিবাদ করিতে করিতে নৃপতির নিকট উপস্থিত হইল। তাহার পার্শ্বে মাধব দণ্ডায়মান ছিল। পুরোহিত রাজসমীপে নিবেদন করিল, "দেব, আমার গৃহে শিব কর্ত্তৃক রক্ষিত অতুল কৃত্রিম রত্নাদি যে কাচ ও স্ফটিক সুরঞ্জিত করিয়া পিত্তল সহযোগে সুকৌশলে নির্ম্মিত, ইহা আমি জ্ঞাত ছিলাম না। শিব আমার যথাসর্ব্বস্ব ভক্ষণ করিয়াছে।" তখন শিব বলিল, "রাজন্, বাল্যকাল হইতেই আমি তাপস। এই ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া দান গ্রহণ করিবার সময় বৈষয়িক ব্যাপারে অনভ্যস্ত থাকায় আমি উহাকে বলিয়াছিলাম যে রত্নাদি বিষয়ে আমি অনভিজ্ঞ এই ব্যাপারে আমি তোমার উপরেই নির্ভর করি এবং এই ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিল যে তুমি নিশ্চিন্তে থাকিতে পার। আমি দান গ্রহণ করিয়া উহার হস্তে তাহা ন্যস্ত করিয়াছিলাম। অতঃপর সে স্বয়ং মূল্য নির্দ্ধারণ-করতঃ আমার নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়াছিল। আমাদের পরস্পরের নিকট হস্তলিখিত প্রাপ্তিস্বীকারপত্র আছে। (১৭২-১৯০) অধুনা, প্রভো, আমাকে এই সংকটে আপনিই সাহায্য করিতে সমর্থ।" শিব তাহার বক্তব্য শেষ করিলে মাধব পুরোহিতকে বলিল, "এইরূপ উক্তি করিবেন না। আপনি সম্মানার্হ। এ বিষয়ে আমারই বা কি দোষ থাকিতে পারে ? আপনার অথবা শিবের নিকট হইতে আমি কখনই কোন কিছু প্রাপ্ত হই নাই। পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে আমি কিঞ্চিৎ ধনরত্নাদি লাভ করিয়া তাহা

কোন্ প্রাজ্ঞব্যক্তি সুখী হইতে পারে ? তখন সমস্ত ব্রাহ্মণ ও বণিকগণ তাহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া তাহাকে অনুরোধ করিলে সে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তথায় থাকিয়া গেল। এই প্রকারে অসৎব্যক্তিগণ সজ্জনের চরিত্রে ঈর্ষাবশতঃ দোষারোপ করে। প্রচুর ঘৃতধারা প্রদান করিয়া অগ্নিকে যেমন বর্দ্ধিত করা যায় তদ্রূপ অসৎ ব্যক্তিগণ দোষারোপ করিবার কিঞ্চিন্মাত্র সূত্র পাইলেই সেই সুযোগ গ্রহণ করে। অতএব হে বৎস, আমার হৃদয় হইতে যদি শল্য উৎপাটন করিতে ইচ্ছুক হও তবে অবিবাহিত থাকিয়া দুর্জ্জনগণের ভর্ৎসনার পাত্রী হইয়া আত্মতুষ্টির নিমিত্ত তোমার এই নূতন যৌবনের অবমাননা করিও না।" পিতার নিকট হইতে কনকরেখাকে প্রায়শঃই এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিতে হইত, কিন্তু সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজকুমারী তাহার নৃপতি পিতাকে বারংবার প্রত্যুত্তর করিত, "অতএব অচিরে ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় পাত্রের অনুসন্ধান করুন যে কনকপুরী দর্শন করিয়াছে। আমি ত এই একটি মাত্র সর্ত্ত আরোপ করিয়াছি।" (২১৯—২৩১) ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা মনে মনে চিন্তা করিল যে তাহার জাতিস্মর কন্যা সম্পূর্ণরূপে এই ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে এবং তাহার ইচ্ছামত স্বামি-প্রাপ্তির অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া আদেশ করিল যে এখন হইতে কোনও নবাগন্তুক কনকপুরী দর্শন করিয়াছে কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত প্রত্যহ পটহনিনাদ দ্বারা ঘোষণা করিতে হইবে। পুনর্ব্বার সর্ব্বত্র ঢক্কানিনাদ দ্বারা প্রত্যহ ঘোষিত হইতে লাগিল, "বিপ্র কিংবা ক্ষত্রিয় যে কেহ কনকপুরী দর্শন করিয়া থাকিলে আসিয়া বল, রাজা তাহাকে যৌবরাজ্য সহ স্বীয় কন্যা প্রদান করিবেন।" কিন্তু কনকপুরী দর্শক কাহারও সন্ধান মিলিল না। (২৩২—২৩৩)

ইতি মহাকবি শ্রী সোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের চতুর্দ্দারিকা লম্বকের
প্রথম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—২৩৩।
ক্রমিক সংখ্যা—৩৬২৭।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

অভীষ্ট রাজকুমারীকে লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া এবং তৎকর্ত্তৃক ঘৃণ্যভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়া বিষণ্ন তরুণ ব্রাহ্মণ যুবক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "কনকপুরী দর্শন করিয়াছি, এই মিথ্যাভাষণ দ্বারা অদ্য আমি ঘৃণা অর্জন করিয়াছি, কিন্তু রাজকুমারীকে অর্জন করিতে অপারগ হইয়াছি। সুতরাং নিখিল জগৎ ভ্রমণকরতঃ আমি কনকপুরী দর্শন করিব অথবা স্বীয় প্রাণ বিসর্জন দিব। যদ্যপি সেই পুরী দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ পণরক্ষা করিয়া রাজতনয়াকে লাভ না করিতে সমর্থ হই তবে আমার প্রাণধারণের কি প্রয়োজন আছে?" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ঐ দ্বিজ বর্দ্ধমান পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দক্ষিণদিকে গমন করিল। পর্য্যটন করিতে করিতে স্বীয় বাঞ্ছার ন্যায় বিশালায়তন দুর্গম বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিল। প্রখর রবিতাপে তাপিত তাহাকে অরণ্যস্থিত বৃক্ষরাজির বায়ুদ্বারা আন্দোলিত কোমল পত্রাবলী বীজন করিতে লাগিল। সিংহ এবং অনান্য হিংস্র পশু কর্ত্তৃক নিহত প্রাণীদিগের কাতর চিৎকারে এবং বহু দস্যু দ্বারা উপদ্রুত হইয়া দুঃখে যেন দিবারাত্র সেই অরণ্য উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিত। ইহার উদ্দাম মরুভূমি হইতে তাপ উত্থিত হইয়া তীব্র রবিরশ্মিকেও যেন পরাভূত করিতে চাহিত। ইহাতে জলরাশি দুর্লভ হইলেও আপদ সুলভ ছিল। পথিক যতই অগ্রসর হইত ইহার আয়তনও যেন ততই বর্দ্ধিত হইত (১--১০) বহুদিবস দীর্ঘকাল ঐ অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সে একদিন একটি নির্জ্জন স্থানে শীতল স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ একটি বিশাল সরোবর অবলোকন করিল। উচ্চ ছত্রের ন্যায় কমলরাজি এবং শ্বেত চামরের ন্যায় হংসমালায় সুশোভিত হইয়া এ সরসী যেন সকল সরোবরের অধীশ্বরের ন্যায় বিরাজ করিতেছিল। সেই তড়াগসলিলে স্নানাদি সমাপনান্তে সে উহার উত্তর তীরে ফলধারী সুন্দর পাদপরাজি সমন্বিত একটি আশ্রম দেখিতে পাইল। তথায় একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে সে বহু তাপসপরিবৃত সূর্য্যতপা নামক এক স্থবির মুনির দর্শন লাভ করিল। বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত তাহার জরাধবল কর্ণপ্রান্তে একটি অক্ষমালা বিলম্বিত ছিল যাহার গ্রন্থিসমূহ তাহার জীবনের এক একটি শতাব্দী

নির্দ্দেশ করিতেছিল। প্রণত হইয়া শক্তিদেব তাহার সমীপবর্ত্তী হইলে মুনি তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন। ফল ও নানা প্রকার উত্তম ভোজ্য-দ্বারা অতিথি সৎকারকরতঃ তিনি তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "ভদ্র, তুমি কোথা হইতে আগমন করিয়াছ এবং তোমার গন্তব্য স্থান-ই বা কি, আমাকে বল।" ভক্তিভরে নত হইয়া শক্তিদেব মুনিকে বলিল, "ভগবন্, আমি বর্দ্ধমান নগরী হইতে আগমন করিয়াছি, কনকপুরীতে যাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেই নগরী কোথায় অবস্থিত আমি তাহা অবগত নহি। আপনার জানা থাকিলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিকট জ্ঞাপন করুন।" মুনিবর প্রত্যুত্তর করিলেন, "বৎস, অষ্টশত বৎসর আমি এই আশ্রমে বাস করিতেছি; কিন্তু ঐ পুরীর কথা কখনও আমার শ্রবণেও আসে নাই।" (১১—২০) মুনির নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া শক্তিদেব বিমর্ষচিত্তে তাঁহাকে পুনরায় বলিল, "তবে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া এই স্থানেই আমার জীবন বিসর্জন দিতে হইবে।" ক্রমে ক্রমে তাহার নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মুনি তাহাকে বলিলেন, "যদি তুমি একান্তই কৃতনিশ্চয় হইয়া থাক তবে আমার কথামত কার্য্য কর। এই স্থান হইতে তিন যোজন দূরে কাম্পিল্য নামক দেশে উত্তর পর্ব্বতের উপর একটি আশ্রম আছে। তথায় আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দীর্ঘতপা বাস করেন। তুমি তাহার নিকট গমন কর। তাহার অনেক বয়স হইয়াছে, তিনি হয়ত ঐ পুরীর কথা জ্ঞাত আছেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া শক্তিদেবের হৃদয়ে আশা সঞ্চারিত হইল এবং সেই যামিনী তথায় যাপনকরতঃ পরদিবস প্রাতঃকালে সত্বর তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। দুর্গম অরণ্যের মধ্যে দিয়া ক্লেশকর ভ্রমণান্তে অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া সে কাম্পিল্য দেশে আগমনকরতঃ উত্তর পর্ব্বতে আরোহণ করিল। তথায় একটি আশ্রমে দীর্ঘতপা মুনির দর্শনলাভ করিয়া নতমস্তকে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলে তিনি তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। শক্তিদেব তাঁহাকে বলিল, "আমি রাজকুমারী কথিত কনকপুরীর অন্বেষণে আগমন করিয়াছি, সেই পুরী কোথায় আমি জ্ঞাত নহি, কিন্তু আমাকে তাহা জানিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যে যাহাতে সেই নগরীর ঠিকানা জানিতে পারি তন্নিমিত্ত আপনার ভ্রাতা ঋষি সূর্য্যতপা আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার নিকট হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনি তাহাকে বলিলেন, "বৎস যদিও আমার অনেক বয়স হইয়াছে তথাপি অদ্যাবধি আমি ঐ নগরীর কথা শ্রবণ করি নাই। (২১-৩০) বিদেশ হইতে আগত বহু পর্য্যটকের সহিত আমার পরিচয় আছে কিন্তু দর্শন করা ত দূরের কথা, কাহাকেও ঐ পুরীর

কথা বলিতেও শুনি নাই। কিন্তু উহা নিশ্চয় কোন দূরদেশে অবস্থিত। তোমার সাহায্যের নিমিত্ত আমি একটি উপায়ের কথা বলিতেছি। সমুদ্র মধ্যে উৎস্থল নামক একটি দ্বীপ আছে তথায় সত্যব্রত নামক এক ধনশালী নিষাদাধিপতি বাস করে সে সতত এদিক ওদিক বহু দ্বীপে যাতায়াত করে। সে হয়ত ঐ পুরী দর্শন করিয়াছে অথবা উহার কথা অবগত আছে। সুতরাং প্রথমতঃ তুমি বিটংকপুর নামক সমুদ্র তীরস্থিত নগরে গমন কর। তথা হইতে যাহাতে তোমার মনোরথ সফল হয় তদর্থে বণিকদিগের সহিত তাহাদের অর্ণবপোতে যে দ্বীপে ঐ নিষাদ বাস করে তথায় গমন কর।" মুনির নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া শক্তিদেব তাহার উপদেশানুসারে তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক আশ্রয় হইতে যাত্রা করিল। বহু ক্রোশ পর্য্যটন করিয়া এবং বহুদেশ অতিক্রম করিয়া সে অবশেষে সমুদ্রতটের তিলকস্বরূপ বিটংকপুর আগমন করিল এবং উৎস্থল দ্বীপের সহিত বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ সমুদ্রদত্ত নামক বণিকের সহিত পরিচিত হইয়া তাহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিল। সমুদ্রযাত্রার উপযোগী তদপ্রদত্ত পর্য্যাপ্ত খাদ্যাদিসহ সে তাহার অর্ণবপোতে সমুদ্রপথে যাত্রা করিল। (৩১-৪০) গন্তব্যস্থলের আর যখন অল্প মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তখন বিদ্যুৎজিহ্ব রাক্ষসের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ পর্জ্জন্যের আর্বিভাব হইল। ভাগ্যবিধাতার ন্যায় লঘু বস্তুকে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া এবং গুরুভার বস্তুকে অধোদেশে নিক্ষিপ্তকরতঃ প্রচণ্ড প্রভঞ্জনের আবির্ভাব হইল। তাহাদের আশ্রয়স্থল আক্রান্ত হইয়াছে এই নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ঝটিকাহত সমুদ্রবক্ষ হইতে পক্ষযুক্ত পর্ব্বতপ্রমাণ বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার নিম্নে পতিত হয় ইহা দেখাইবার নিমিত্তই যেন অর্ণবপোতটি একবার উর্দ্ধদেশে এবং পরমুহূর্ত্তে নিম্নদেশে উত্থিত ও পতিত হইতে লাগিল। পরমুহূর্ত্তেই বণিকদিগের উচ্চক্রন্দনভারে যেন পোত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। অর্ণবপোতটি ভগ্ন হওয়ায় উহার বণিক-স্বামী সমুদ্রে পতিত হইয়া একটি কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে অবশেষে অন্য একটি পোতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু শক্তিদেব পতিত হইলে একটি বিরাটাকার মৎস্য মুখব্যাদনপূর্ব্বক তাহাকে অক্ষতাঙ্গে সম্পূর্ণ গ্রাস করিল। মৎস্যটি অর্ণবমধ্যে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে করিতে উৎস্থল দ্বীপের নিকট উপস্থিত হইলে ক্ষুদ্রমীন অন্বেষণকারী ধীবররাজ সত্যব্রতের কতিপয় অনুচরেরা দৈবাৎ তথায় আগমনকরতঃ উহাকে ধৃত করিল। (৪১-৫০) গর্ব্বিত পরিচারকেরা তৎক্ষণাৎ ঐ বিশালকায় মৎস্যটিকে প্রদর্শন করাইবার নিমিত্ত তাহাদের নৃপতির নিকট আনয়ন করিল। উহার বিরাটাকার দর্শন করিয়া সত্যব্রত

কৌতূহলবশতঃ স্বয়ং তাহার ভৃত্যাদিগকে উহা কর্ত্তন করিবার আদেশ প্রদান করিলে তাহাই করা হইল এবং শক্তিদেব দ্বিতীয় আশ্চর্য্যগর্ভবাসান্তে উদর হইতে জীবিতাবস্থায় নির্গত হইয়া কৈবর্ত্তরাজ সত্যব্রতকে আশীর্ব্বাদ করিল। সত্যব্রত ঐ যুবককে দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে এবং তোমার ভাগ্যে মৎস্যের উদারাবাস কেন হইল ? তোমার এই অদ্ভুত ভাগ্যের কি বৃত্তান্ত ?" এই কথা শ্রবণ করিয়া শক্তিদেব ধীবররাজকে বলিল, "আমি বর্দ্ধমান নগরীর শক্তিদেব নামক ব্রাহ্মণ, কনকপুরী দর্শন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিয়াছিলাম এবং উহার অবস্থিতি কোথায় তাহা জ্ঞাত না থাকায় আমি বহুকাল যাবৎ পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে দীর্ঘতপার নিকট হইতে এ নগরী কোনও দ্বীপে হয়ত অবস্থিত এই কথা শ্রবণ করিয়া উৎস্থল দ্বীপনিবাসী ধীবররাজের নিকট হইতে ঐ বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত তাহাকে অন্বেষণ করিতেছিলাম কিন্তু পথে অর্ণবপোত ধ্বংস হওয়ায় সমুদ্রে পতিত হইয়া মৎস্যের উদরে হেথায় আগমন করিয়াছি।" শক্তিদেব এই কথা বলিলে সত্যব্রত তাহাকে বলিল, "আমিই সত্যব্রত এবং এই দ্বীপই তুমি অন্বেষণ করিতেছিলে। কিন্তু যদিও আমি অনেক দর্শন করিয়াছি তথাপি তোমার অভীষ্টপুরী আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। কিন্তু আমি শ্রবণ করিয়াছি কোনও একটি দূরবর্ত্তী দ্বীপে ঐ নামে একটি নগরী আছে।" (৫১-৬০) এই কথা বলিয়া এবং শক্তিদেবকে বিমর্ষ দেখিয়া সত্যব্রত অতিথির প্রতি করুণাবশতঃ বলিয়া যাইতে লাগিল, "হে বিপ্র, হতাশ হইও না ! অদ্যরাত্র এই স্থানে অবস্থান কর। কল্য প্রাতে তোমার অভীষ্ট পূরণার্থ আমি কোন উপায় উদ্ভাবন করিব।" ধীবররাজ তাহাকে এই প্রকারে আশ্বাস প্রদান করিয়া যেথায় অতিথি সৎকার সুলভ্য, এইরূপ বিপ্রদিগের একটি মঠে তাহাকে প্রেরণ করিল। সেই মঠের একজন অধিবাসী বিষ্ণুদত্ত নামক ব্রাহ্মণ সত্যদেবকে আহার্য্য প্রদান করিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিল। কথাপ্রসঙ্গে পৃষ্ট হইয়া অল্প কথায় তাহার দেশ, পরিবার ইত্যাদি সম্বন্ধে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে বিষ্ণুদত্ত তাহা শ্রবণ করিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিল এবং আনন্দাশ্রুপূর্ণ হওয়ায় অর্দ্ধস্ফুট বাক্যে গদগদস্বরে তাহাকে বলিল, "অহো, কি আশ্চর্য্য ! তুমি আমার মাতুলপুত্র, আমার স্বদেশবাসী। বহুপূর্ব্বে বাল্যকালে সেই দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমি হেথায় আগমন করিয়াছি। এই স্থানে কিয়দ্দিবস অপেক্ষা কর। অন্যান্য দ্বীপ হইতে বণিক ও কর্ণধার এই স্থানে আগমন করে। তোমার মনোরথ সিদ্ধ

হইবে।” এইরূপে স্বীয় আগমন বার্তা শক্তিদেবকে জ্ঞাত করিয়া বিষ্ণুদেব যথাবিধি তাহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। শক্তিদেব তাহার পথশ্রান্তি বিস্মৃত হইয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিল। কারণ বিদেশে বন্ধুলাভ মরুভূমিতে অমৃত-উৎস লাভের ন্যায়ই আনন্দদায়ক। (৬১-৭০) সে মনে করিল যে তাহার মনোবাঞ্ছা শীঘ্রই পূর্ণ হইবে, কারণ পথে সৌভাগ্য-লাভ কার্য্যসিদ্ধিরই সূচক। স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির আশায় মন আলোড়িত থাকায় সে রজনীতে নিদ্রাহীন অবস্থায় শয্যায় অবস্থান করিল। তদ্‌পার্শ্বে শায়িত বিষ্ণুদত্ত তাহাকে উৎসাহিত ও প্রফুল্ল করিবার নিমিত্ত নিম্নোদ্ধৃত কাহিনী বিবৃত করিল—

অশোকদত্ত এবং বিজয়দত্তের কাহিনী

পুরাকালে কালিন্দী নদীর উপকণ্ঠে রাজপ্রদত্ত মহাগ্রহারে গোবিন্দস্বামী নামক মহৎ বিপ্র বাস করিত। কালক্রমে সেই ধার্ম্মিকব্রাহ্মণের তাহারই ন্যায় অশোকদত্ত এবং বিজয়দত্ত নামক দুইটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। তাহারা যখন তথায় বাস করিতেছিল তখন একবার দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে গোবিন্দস্বামী তাহার ভার্য্যাকে বলিল, “এই দেশ দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমি বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদিগের দুর্দ্দশা আর দেখিতে পারি না। কে কাহাকে কি প্রদান করিবে? অতএব বন্ধু ও স্বজনদিগকে আমাদের ভাণ্ডারে স্বল্প কিছু যে আহার্য্য আছে তাহা প্রদানকরতঃ এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া চল আমরা সপরিবারে বারাণসীতে বাস করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করি।” তাহার কথায় পত্নী সম্মত হইলে আহার্য্যাদি বিতরণপূর্ব্বক ভার্য্যা, পুত্র ও পরিজনসহ সে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। মহৎ ব্যক্তিরা স্বজনদিগের দুর্দ্দশা সহ্য করিতে পারে না (৭১-৮০) পথে মহাদেবেরই ন্যায় ভস্মাচ্ছাদিত, জটাজুটধারী অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত নরকপাল হস্তে এক শৈবসন্ন্যাসীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণ সেই প্রাজ্ঞের নিকট নতমস্তকে উপস্থিত হইয়া পুত্রস্নেহ-বশতঃ পুত্রদিগের ভাগ্য শুভ কিংবা অশুভ হইবে জানিতে চাহিলে, সেই যোগী তাহাকে বলিল, “বিপ্র, তোমার পুত্রদের ভবিষ্যৎ শুভ, কিন্তু কনিষ্ঠপুত্র বিজয়দত্তের সহিত তোমার বিচ্ছেদ হইবে এবং তোমার অপর পুত্র অশোকদত্তের প্রভাবে তোমাদের পুনর্মিলন হইবে।” সেই বিজ্ঞব্যক্তি এই কথা বলিলে গোবিন্দস্বামী তাহার নিকট হইতে বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক হর্ষে, শোকে ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া বারাণসীতে আগমন করিয়া সেই দিবস নগরীর বহির্দ্দেশে অবস্থিত দুর্গামন্দিরে দেবী অর্চ্চনাদি সম্পাদন

করিল। সায়ংকালে অন্যদেশাগত তীর্থযাত্রীদিগের সহিত সপরিবারে মন্দিরের বহির্দেশে সে একটি বৃক্ষতলে আশ্রয়গ্রহণ করিল। রজনীতে দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া যখন সকলে পত্রাদিম্বারা রচিত পান্থজনের ব্যবহার্য্য শয্যায় নিদ্রিত ছিল তখন তাহার জাগ্রত কনিষ্ঠপুত্র বিজয়দত্ত আচম্বিতে শীতজ্বরে আক্রান্ত হইল। সেই জ্বরে তাহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল এবং দেহের রোমরাজি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। মনে হইল যেন আসন্ন স্বজনবিচ্ছেদের ভয়েই ঐ রূপ হইয়াছে। (৮১-৯০) শীতার্ত্ত হইয়া সে পিতাকে জাগ্রত করিয়া বলিল, "পিতঃ, আমি অতিশয় শীতজ্বরে আক্রান্ত হইয়াছি, সুতরাং কাষ্ঠ আনয়নপূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া আমার শীতাপনোদন করুন। আর অন্য কোন উপায়েই আমার আরাম হইবে না অথবা রজনী অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইব না।" তাহার এই বাক্যশ্রবণকরতঃ গোবিন্দস্বামী পুত্রের যাতনায় আকুল হইয়া তাহাকে বলিল, "বৎস, এখন কোথা হইতে অগ্নি আনয়ন করিব ?" তাহার পুত্র বলিল, "কেন, আমাদের সন্নিকটে পার্শ্বেই ত একটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড দেখা যাইতেছে। ঐ স্থানে গমনপূর্ব্বক আমার দেহ উত্তপ্ত করি না কেন ? আমাকে হস্তধারণ করিয়া ঐ স্থানে লইয়া চল, কারণ আমার দেহ কম্পিত হইতেছে।" পুত্র কর্ত্তৃক এই প্রকারে অনুরুদ্ধ হইলে সে বলিল, "উহা একটি শ্মশান, চিতা হইতে অগ্নি নির্গত হইতেছে। ঐ স্থানে ভীষণাকার ভূতপ্রেতাদি বাস করে। তুমি কি প্রকারে ঐ স্থানে গমন করিবে, তুমি ত বালক মাত্র।" পুত্রবৎসলপিতার ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া বীর বিজয়দত্ত সহাস্যে বলিল, "তাত ! ভূত পিশাচেরা আমার কি অনিষ্ট করিবে ? আমি কি কাপুরুষ ? নির্ভয়ে আমাকে ঐ স্থানে লইয়া যাও।" সে দৃঢ়তার সহিত এই কথা বলিলে তাহার পিতা তাহাকে তথায় লইয়া গেল, চিতানলে বালক তাহার দেহ উত্তপ্ত করিতে লাগিল। চিতার উপর মূর্ত্তিমান রাক্ষসাধিপতি ধূম্রজালে অসংবৃতকেশে নরমাংস ভক্ষণ করিতেছে বলিয়া বোধ হইল। (৯১-১০০) পিতাকে সাহস প্রদান করিয়া বালক জিজ্ঞাসা করিল, "চিতার উপর গোলাকৃতি বস্তুটি কি হইতে পারে ? পার্শ্বে দণ্ডায়মান পিতা তাহাকে বলিল, "বৎস, অগ্নিতে যে শব দগ্ধ হইতেছে উহা তাহারই কপাল।" সেই সাহসী বালক তখন উপরিস্থিত এক খণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ দ্বারা নিশাচরের আচারে দীক্ষিত হইল। উহার আস্বাদ গ্রহণ করিয়া বালক রাক্ষসে পরিণত হইল। তাহার রোমরাজি দণ্ডায়মান হইল, চিতাগ্নি হইতে আহৃত খড়্গ এবং বহ্নি হইতে নির্গত দন্তে তাহার ভীষণাকৃতি হইল। অস্থিসংলগ্ন অগ্নিশিখার ন্যায় তাহার জিহ্বা

অনবরত ধৃত করোটি হইতে মস্তিষ্কবসা পান করিয়া লেহন করিতেছিল। অতঃপর করোটিটি দূরে নিক্ষেপকরতঃ হস্তস্থিত খড়্গ দ্বারা স্বীয় পিতা গোবিন্দস্বামীকে হনন করিতে উদ্যত হইলে সেই মুহূর্তে শ্মশান হইতে একটি বাণী শ্রুত হইল, "হে দেব কপালস্ফোট, পিতাকে হত্যা করা উচিত হইবে না, তুমি হেথায় আগমন কর।" সেই কথা শ্রবণকরতঃ সেই বালক, যে সম্প্রতি রাক্ষস হইয়া কপালস্ফোট নাম ধারণ করিয়াছে, পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্ধান করিল। তাহার পিতাও, "হা পুত্র! হায় আমার গুণীপুত্র হায় বিজয় দত্ত" এইরূপ চিৎকার করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিল (১০১-১১০) সে চণ্ডীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রত্যুষে পত্নী এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। সেই দুর্ভাগা ব্যক্তি ও তাহারা মেঘ হইতে পতিত সৌদামিনীর ন্যায় শোকানলে দগ্ধ হইতে লাগিলে যাহারা বারাণসীতে দেবীদর্শনে আসিয়াছিল, তাহারা সকলে তৎসমীপে আগমনকরতঃ তাহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিল। ইতোমধ্যে দেবী অর্চ্চনায় আগত মহৎ মহাবণিক গোবিন্দস্বামীকে ঐ অবস্থায় দর্শন করিয়া তাহার সমীপে আগমনকরতঃ প্রবোধ প্রদান করিয়া তাহাকে সপরিবারে তৎক্ষণাৎ স্বীয় গৃহে আনয়ন করিল। তথায় সে স্নানাদি উপচারে তাহার সৎকার করিল, কারণ মহৎ ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে বিপদগ্রস্তজনদিগের প্রতি অনুকম্পা অন্তর্নিহিতই থাকে! সেই মহান্ শৈবতাপসের কথামত, "পুনরায় পুত্রের সহিত মিলিত হইবে" এই বাক্য স্মরণ করিয়া গোবিন্দস্বামী ও তাহার ভার্য্যা ধৈর্য্যধারণ করিয়া রহিল। তখন হইতে সে ঐ ধনাঢ্য বণিক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বারাণসীতে তাহার আলয়েই বাস করিতে থাকিল। তথায় অপর পুত্র অশোক-দত্ত যৌবন প্রাপ্ত হইয়া নানা বিদ্যা অর্জ্জন করিল এবং বাহুযুদ্ধেও পারঙ্গম হইল। ক্রমশঃ উক্ত বিদ্যায় সে এতই পারদর্শিতা লাভ করিল যে পৃথিবীর কোন মল্লবীরই তাহার সমকক্ষ রহিল না। (১১১-১২০) একদা দেবযাত্রায় বহুমল্লের সমাগম হইলে দক্ষিণাপথ হইতে একজন সুবিখ্যাত মহামল্লবীরও তথায় আগমন করিল। প্রতাপমুকুট নামক কাশীনরেশের সম্মুখে তাহার অনেক মল্লকে সে পরাভূত করিলে নৃপতি সেই বণিকবরের গৃহ হইতে অশোকদত্তকে আনয়নকরতঃ তাহাকে ঐ মল্লবীরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আদেশ করিলেন। সেই মল্লবীর অশোকদত্তের বাহু স্বীয় ভুজ দ্বারা ধৃত করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলে অশোকদত্ত তাহার বাহু আকর্ষণ করিয়া তাহাকে ভূতলে পাতিত করিল। মহামল্লের পতনোত্থিত শব্দে সেই মল্লভূমি নিনাদিত হইলে সকলে হৃষ্টচিত্তে বিজয়ীকে সাধুবাদ করিতে লাগিল। নৃপতি

আহ্লাদিত হইয়া তাহাকে বহু ধনরত্নাদি প্রদানকরতঃ তাহার বিক্রম দর্শন করিয়া তাহাকে স্বীয় পার্শ্বচর নিযুক্ত করিলেন। সে রাজার অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া কালক্রমে প্রভূত ঐশ্বর্যশালী হইল, কারণ শূরের নিকট গুণগ্রাহী নৃপতি কোষাগারস্বরূপ একদা নৃপতি চতুর্দ্দশীতিথিতে নিমিত্ত রাজধানী হইতে বহুদূরে অবস্থিত একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরে গমন করিলেন। অর্চ্চনান্তে তথা হইতে রজনীতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় সেই শ্মশানের নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি তথা হইতে উত্থিত এই বাণী শ্রবণ করিলেন, "হে রাজন্, দণ্ডাধিপ, বিদ্বেষবশতঃ নির্দ্দোষী হওয়া সত্ত্বেও, আমাকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে এবং অদ্য শূলোপরি তৃতীয় দিবস হওয়া সত্ত্বেও আমার প্রাণবায়ু নির্গত হয় নাই। আমি অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত, কোন ব্যক্তিকে আমাকে পানীয় জল প্রদান করিতে আদেশ করুন। (১২১-১৩১) এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা করুণাবশতঃ পার্শ্বচর অশোকদত্তকে বলিলেন, "ঐ ব্যক্তির নিকট কিঞ্চিৎ পানীয় জল প্রেরণ কর।" তখন অশোকদত্ত বলিল, "রাত্রিকালে কে ঐ স্থানে গমন করিবে ? আমি বরং স্বয়ং তথায় গমন করি।" এই কথা বলিয়া অশোকদত্ত বারিহস্তে তথায় যাত্রা করিল। নৃপতি রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং সে ঐ শ্মশানে প্রবেশ করিল ! ঘন তমসাবৃত থাকায় শ্মশানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা অতিশয় কষ্টকর ছিল ! শৃগাল কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত মাংস দ্বারা সান্ধ্যকালীন নৈবেদ্যপ্রদত্ত হইতেছিল এবং শ্মশানের কোন কোন স্থানে চিতাগ্নি প্রভায় আলোকিত হইয়া তালবেতালেরা হস্তদ্বারা তাল প্রদানকরতঃ সঙ্গীতধ্বনি করিতেছিল। মনে হইল যেন অন্ধকার নিশার তমোময় রাজপ্রাসাদ তখন সে উচ্চৈঃস্বরে "নৃপতির নিকট কে জলপ্রার্থনা করিয়াছিল," এই কথা বলিলে এক প্রান্ত হইতে উত্তর আসিল, "আমিই জল চাহিয়াছিলাম।" সেই স্বর অনুসরণ করিয়া একটি চিতার নিকট গমন করিলে সে শূলাগ্রে একটি পুরুষকে দেখিতে পাইল। অধোদেশে সে একটি ক্রন্দনরতা রমণীকে দেখিতে পাইল যে পূর্ব্বে তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সেই রমণী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, উত্তম রত্নালংকারে ভূষিত ছিল এবং তাহাকে চন্দ্রালোকে প্রদীপ্ত রজনীর ন্যায় দেখাইতেছিল। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষে নিশাপতি তখন অস্তমিত হওয়াতে সেই রম্যরশ্মি বিলুপ্ত হইয়াছিল। সেই রমণী চিতারোহণ করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিয়াছিল। (১৩২-১৪০) সে নারীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাতঃ তুমি কে ? কি নিমিত্ত এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতেছ ?" সে তাহাকে প্রত্যুত্তর করিল, "আমি এই স্থানে শূলবিদ্ধ পুরুষটির দুর্ভাগিনী

ভার্য্যা। আমি উহার সহিত চিতায় আরোহণ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া হেথায় আগমন করিয়াছি। আমি উহার প্রাণত্যাগের নিমিত্ত কিয়ৎকাল যাবৎ এইস্থানে অপেক্ষা করিতেছি, কিন্তু শূলারোহণের তৃতীয় দিবসান্তেও উহার প্রাণবায়ু নির্গত হয় নাই। সে প্রায়ই জলপান করিতে চাহিতেছে কিন্তু শূলদণ্ডটি উচ্চ হওয়ায়, সখে, আমি উহার মুখ পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারিতেছি না।" এই কথা শ্রবণ করিয়া ঐ বীরবর তাহাকে বলিল, "নৃপতি কর্ত্তৃক উহার নিমিত্ত প্রেরিত বারি আমার হস্তে আছে, তুমি আমার পৃষ্ঠে পদন্যস্ত করিয়া উহার মুখে ইহা প্রদান কর। বিপদ-কালে পরপুরুষ স্পর্শ করিলে স্ত্রীলোকের কোন দোষ হয় না। এই কথা শ্রবণান্তে সে সম্মত হইল এবং শূলদণ্ডপ্রান্তেনত অশোকদত্তের পৃষ্ঠে পদদ্বয় ন্যস্ত করিয়া আরোহণ করিল। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ ভূমিতলে ও তাহার পৃষ্ঠে বিন্দু বিন্দু রক্তপাত হইতে থাকিলে সে আনন উত্থিতপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইল যে ঐ নারী শূলবিদ্ধ ব্যক্তির মাংস ছুরিকা দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া আহার করিতেছে। (১৪১-১৪৯)

অতঃপর ঐ নারী কোনও রাক্ষসী হইবে মনে করিয়া উহার সিঞ্জিত নূপুরযুক্ত পদ আকর্ষণকরতঃ আঘাত দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে উহাকে ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিল। ঐ নারী মায়াবলে তাহার পদ মুক্ত করিয়া অচিরাৎ নভোদেশে উত্থিত হইয়া অদৃশ্য হইল। আকর্ষণ করিবার সময় উহার রত্নময় নূপুর অশোকদত্তের একটি হস্তে রহিয়া গেল। দুরাত্মাদিগের ন্যায় আদিতে কোমল, দুষ্কর্ম্মরত এবং অন্তে ভয়ংকর রূপধারণকরতঃ সে অন্তর্ধান করিয়াছে এই কথা চিন্তা করিয়া সে হস্তস্থিত দিব্যনূপুর দর্শন করিয়া যুগপৎ বিস্মিত, দুঃখিত এবং হৃষ্ট হইল। অতঃপর শ্মশান পরিত্যাগকরতঃ সে নূপুরসহ স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং পরদিবস প্রত্যুষে স্নানান্তে রাজপ্রাসাদে গমন করিল।

—"তুমি শূলবিদ্ধ ব্যক্তিটিকে জল প্রদান করিয়াছিলে ত?" নৃপতি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে রাত্রির অদ্ভুত ভীষণ দুঃসাহসিক কার্য্যের কথা বলিল। রাজা পূর্ব্বেই অশোকদত্তের নানা সদ্গুণে মোহিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন তাহার অনন্যসাধারণ সাহস দর্শন করিয়া অতিমাত্রায় হৃষ্ট হইলেন। নৃপতি হৃষ্টচিত্তে স্বয়ং ঐ নূপুর মহিষীকে প্রদান করিয়া উহা কি প্রকারে হস্তগত হইয়াছে সেই বৃত্তান্ত বলিলেন। সেই কাহিনী শ্রবণ করিয়া দিব্যরত্ননির্ম্মিত ঐ

নূপুর দর্শনে তাহার চিত্ত অতিশয় উৎফুল্ল হইল। এবং বারংবার অশোকদত্তের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। (১৫০-১৬০) নৃপতি মহিষীকে বলিলেন, "দেবী বংশমর্যাদায়, বিদ্যায়, সততায় এবং সৌন্দর্য্যে অশোকদত্ত মহান্ হইতে মহীয়ান। আমার মনে হয় সে আমাদের কন্যা মদনলেখার স্বামী হইলে উত্তম হইবে। বরের এই সমস্ত গুণ থাকাই দরকার, ক্ষণভঙ্গুর ধনসম্পদ নহে। আমি এই বীরবরকেই কন্যা সম্প্রদান করিব।" এই কথা শ্রবণ করিয়া মহিষী তাহার পতির প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিল, "ইহা খুবই সমীচীন হইবে। ঐ যুবক উহার ভর্ত্তা হইবার যোগ্য। কন্যার হৃদয় উহাতে আসক্ত হইয়াছে। বসন্তোদ্যানে উহাকে দর্শন করিবার পর কন্যার হৃদয় শূন্যবৎ হইয়াছে—কিছুই দেখে না, কিছুই বলে না। আমি উহার সখীর নিকট হইতে এই কথা শ্রবণকরতঃ ব্যাকুল হৃদয়ে রজনী যাপন করিয়া প্রত্যূষে নিদ্রিত হইলে আমার মনে পড়ে এক দিব্য রমণী স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া আমাকে বলিলেন, 'বৎসে, অশোকদত্ত ব্যতীত আর কাহাকেও কন্যা সম্প্রদান করিও না, কারণ সে তাহার পূর্ব্বজন্মের লব্ধা ভার্য্যা।' ইহা শ্রবণ করিয়া আমি জাগ্রত হইয়া প্রাতঃকালের স্বপ্নে বিশ্বাস করিয়া কন্যাকে আশ্বাস প্রদান করিলাম। এখন আর্য্যপুত্র স্বয়ং এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং বৃক্ষের সহিত লতার ন্যায় তাহাকে সংযুক্ত করুন।" প্রিয়তমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপতি উৎসবের আয়োজন করিলেন এবং অশোকদত্তকে আহ্বানপূর্ব্বক তাহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। (১৬১-১৭০) রাজার দুহিতা এবং মহান্ বিপ্রের পুত্রের সম্মিলন বিনয়ের সহিত লক্ষ্মীর সম্মিলনের ন্যায় একে অন্যের শোভা বর্দ্ধন করিল। অশোকদত্ত কর্ত্তৃক আনীত নূপুর সম্বন্ধে রাজ্ঞী একদিন নৃপতিকে বলিল, "আর্য্যপুত্র, এই নূপুরটি একাকী শোভা পায় না, সুতরাং এই প্রকার আর একটি নির্ম্মিত হউক।" এতদ্-শ্রবণে নৃপতি স্বর্ণকার ও অন্যান্য শিল্পীদিগকে অনুরূপ দ্বিতীয় একটি নূপুর প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। এই নূপুরটি পরীক্ষা করিয়া তাহারা বলিল, "দেব, ইহা অসম্ভব, কারণ ইহা স্বর্গে প্রস্তুত, মর্ত্ত্যে নহে। এই প্রকার রত্নাদি পৃথিবীতে বিরল, সুতরাং ইহা যথায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল তথায় অন্বেষণ করিতে হইবে। নৃপতি ও মহিষী এই কথা শুনিয়া নিরাশ হইলে তথায় উপস্থিত অশোকদত্ত তৎক্ষণাৎ বলিল, "আমি ইহার জোড়া দ্বিতীয় নূপুর আনয়ন করিব।" রাজা স্নেহবশতঃ তাহাকে এই ভয়ঙ্কর দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিলে

সে একবার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে তাহা বর্জ্জন করিতে স্বীকৃত হইল না। সেই নূপুর গ্রহণকরতঃ পুনরায় কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে যে শ্মশান হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়াছিল তথায় গমন করিল। সেই শ্মশান চিতাধূমে মলিন হইয়াছিল। তথায় পাদপসদৃশ রাক্ষসগণ বিচরণ করিতেছিল এবং পাশবন্ধ শবদেহ স্কন্ধাবলম্বনপূর্ব্বক ঝুলিতেছিল। পূর্ব্বদৃষ্ট রমণীটিকে তথায় দেখিতে না পাইয়া সে ঐ নূপুর লাভার্থ নরমাংস বিক্রয় করিবার উপায় অবলম্বন করিল। (১৭১-১৮২) বৃক্ষস্থিত পাশ হইতে একটি শবদেহ মুক্তকরতঃ সে শ্মশানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তারস্বরে চিৎকার করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "আমি মহামাংস বিক্রয় করিতেছি, ক্রয় কর, ক্রয় কর।" তৎক্ষণাৎ একটি নারী তাহাকে দূর হইতে আহবান করিয়া বলিল, "হে সাহসী পুরুষ, মহামাংস লইয়া আমার সহিত আগমন কর।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সে রমণীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অনতিদূরে বৃক্ষতলে সমাবিষ্টা এক দিব্য রমণীর দর্শন লাভ করিল, রমণীগণ পরিবৃতা হইয়া সে দ্যুতিময় রত্নখচিত একটি সিংহাসনে সমাসীন ছিল। মরুভূমিতে যে-রূপ কমলদর্শনের আশা করা যায় না তদ্রূপ এইরূপ স্থানে এতাদৃশ নারীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে সে ইহা আশা করিতে পারে নাই। রমণী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া সে পূর্ব্ববর্ণিত মত উপবিষ্টা নারীর সমীপে আগত হইয়া বলিল, "আমি আগমন করিয়াছি। আমি নরমাংস বিক্রয় করি, ক্রয় করুন, ক্রয় করুন।" তখন সেই দিব্যকান্তি রমণী তাহাকে বলিল, "সাহসী বীর, কত মূল্যে মাংস বিক্রয় করিবে?" তখন স্কন্ধদেশে এবং পৃষ্ঠদেশে শববহনকারী সেই বীর তাহার হস্তস্থিত মণিময় নূপুরখানি প্রদর্শনকরতঃ বলিল, "এই নূপুরসদৃশ দ্বিতীয় একখানি নূপুর যে আমাকে প্রদান করিবে তাহার নিকট আমি এই মহামাংস বিক্রয় করিব। (১৮৩-১৯০) তোমার নিকট যদি এই প্রকার দ্বিতীয় একখানি থাকিয়া থাকে তবে তুমি এই মাংস লইতে পার।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সে বলিল, "আমার নিকট এইরূপ আর একটি আছে, এই নূপুরখণ্ড তুমি আমার নিকট হইতে হরণ করিয়াছিলে। শূলবিদ্ধ মানুষটির নিকট যে নারী দর্শন করিয়াছিলে, আমিই সেই নারী। সম্প্রতি অন্য রূপ ধারণ করিয়াছি বলিয়া তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই। আমার কথামত কার্য্য করিলে আমি তোমাকে তোমার হস্তস্থিত নূপুর সদৃশ দ্বিতীয় নূপুর প্রদান করিব।" সে এই কথা বলিলে অশোকদত্ত তাহার প্রস্তাবে সম্মত

হইয়া বলিল, "তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব।" তখন সেই নারী আদ্যোপান্ত তাহার মনের কথা বলিল "ভদ্র, হিমালয়ের একটি শিখরে ত্রিঘন্ট নামক নগরী আছে, তথায় লম্বজিহ্ব নামক এক বীর রাক্ষস অধিপতি বাস করেন। আমি বিদ্যুৎশিখা নাম্নী তাহার ভার্য্যা—ইচ্ছামত রূপ পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার কন্যার জন্ম হইবার পর আমার স্বামী নৃপতি কপালস্ফোটের সম্মুখে যুদ্ধে নিহত হন। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাহার নগরী আমাকে প্রদান করিলে আমি এ যাবৎ উহার আয় হইতে কন্যাসহ অতিশয় সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছি। এখন আমার কন্যা নব-যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার জন্য একটি বীর পুরুষ বর লাভ করিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। অতঃপর চতুর্দ্দশী তিথিতে রাত্রিকালে তোমাকে নৃপতির সহিত এই পথ দিয়া গমন করিতে দেখিয়া আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম, "এই সুন্দর বীর যুবক আমার কন্যার উপযুক্ত পতি হইবে সুতরাং কোন কৌশলে ইহাকে আয়ত্ত করি না কেন?" (১৯১-২০১) এই প্রকার সংকল্প করিয়া শূলবিদ্ধ নরের স্বর অনুকরণকরতঃ জল চাহিবার ছল করিয়া তোমাকে শ্মশান-মধ্যে আনয়ন করিয়াছিলাম, তথায় ক্ষণকালের নিমিত্ত মিথ্যাকৃতি ধারণপূর্ব্বক আমার মায়াবলের প্রভাব দেখাইয়াছিলাম এবং পুনরায় তোমাকে শৃংখলবৎ আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত সুকৌশলে আমার একখানি নূপুর তোমার নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিয়াছিলাম, অদ্যও সেই প্রকার মায়াবলে তোমাকে হেথায় আনয়ন করিয়াছি, আমার গৃহে আগমন করিয়া আমার কন্যাকে বিবাহ কর এবং অন্য নূপুরখণ্ড গ্রহণ কর। রাক্ষসী তাহাকে এই কথা বলিলে অশোকদত্ত তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহার মায়াবলে আকাশপথে রাক্ষসীর নগরীতে আগমন করিল। তথায় সে পথশ্রমে ক্লান্ত সচল অর্কবিম্বের ন্যায় হিমালয় শিখরে অবস্থিত সেইসুবর্ণ নির্ম্মিত পুরী অবলোকন করিল। তথায় সে স্বীয় সাফল্যের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ বিদ্যুতপ্রভানাম্নী রাক্ষসাধিপের কন্যাকে বিবাহ করিল। শ্বশ্রূমাতার বিত্তপ্রসাদে অশোকদত্ত তাহার প্রিয়তমার সহিত ঐ স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া তাহার শ্বশ্রূকে বলিল, "আমাকে নূপুরখণ্ড প্রদান করুন, আমাকে সম্প্রতি বারাণসী নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেই হইবে, কারণ আমি মদাহৃত অপূর্ব্ব, নূপুরের সমকক্ষ দ্বিতীয় নূপুর সংগ্রহ করিতে নৃপতির নিকট অনেক দিন হইতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি।" জামাতা কর্ত্তৃক এই প্রকারে

অনুরুদ্ধ হইয়া তাহার শ্বশ্রূ তাহাকে একটি স্বর্ণকমল সহ দ্বিতীয় নূপুরটি প্রদান করিল। (২০২-২১২)

তথায় পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সে ঐ নগরী পরিত্যাগ করিল এবং শ্বশ্রূর মায়ামন্ত্র বলে আকাশ পথে সেই শ্মশানে আগমন করিল। তথায় রাক্ষসী বৃক্ষতলে উপনীত হইয়া তাহাকে বলিল, আমি প্রতি কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে এই স্থানে আগমন করি এবং তুমি যদি সেই রজনীতে হেথায় আগমন কর তবে আমাকে বটতরুমূলে দেখিতে পাইবে।" অশোকদত্ত সেই কথাশ্রবণান্তে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী রজনীতে তথায় আগমন করিতে সম্মত হইয়া রাক্ষসীর নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক প্রথমে পিত্রালয়ে আগমন করিল। কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত বিচ্ছেদ তাহার প্রবাস ভ্রমণে দ্বিগুণিত হইয়াছিল এবং যখন তাহার বিষণ্ণ পিতামাতা তাহার অতর্কিত আগমনে আনন্দাপ্লুত হইতেছিলেন ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাহার শ্বশুর নৃপতি প্রতাপ-মুকুট অশোকদত্তের আগমন বার্ত্তা জানিতে পারিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। অশোকদত্ত নতমস্তকে তাহাকে প্রণাম করিলে ভূপতি সেই বীরের স্পর্শজনিত প্রীতিতে কন্টকবৎ রোমাঞ্চিত কলেবরে তাহাকে সানন্দে আলিঙ্গন করিলেন। (২১৩-২২০) অশোকদত্ত নৃপতির সহিত মূর্ত্তিমান আনন্দের ন্যায় রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া যেন তাহারি বীর্য্যের প্রশংসায়, ঝন্‌ঝন্‌ রবকারী সেই নূপুরদ্বয় ভূপতিকে প্রদান করিল। রাক্ষস ধনকোষোপরি ক্রীড়াশীলা অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর হস্ত হইতে আহৃত অপরূপ স্বর্ণকমলটি ত সে নৃপতিকে প্রদান করিল। কৌতূহলান্বিত রাজা ও রাজ্ঞী কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া সে তাহার অভিযান কাহিনী বর্ণনা করিলে তাহা যেন উহাদের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিল। তখন রাজা বলিলেন, "বিচিত্র কর্ম্ম দ্বারা চিত্তচমৎকারী শুভ্রযশঃ কি সাহস ব্যতিরেকে অর্জিত হইতে পারে?" তখন এই কথা বলিয়া তিনি ও মহিষী মনে করিলেন যে নূপুর যুগল প্রাপ্ত হইয়া এবং এই প্রকার জামাতা লাভ করিয়া তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। উৎসব বাদ্যাদিদ্বারা রাজগৃহ মুখরিত হইলে মনে হইতে লাগিল যেন অশোকদত্তের গুণ কীর্ত্তন করা হইতেছে। পরদিবস স্বনির্মিত দেবায়তনে সুরম্য রৌপ্য কলসোপরি কনকপদ্মটি স্থাপিত হইলে রৌপ্য কুম্ভ ও স্বর্ণকমল উভয়ে ভূপাল এবং অশোকদত্তের যশঃ ও প্রতাপের প্রতীকস্বরূপ শ্বেত ও অরুণ আভা ধারণ করিল। উহাদের ঐ রূপদর্শন করিয়া শিবভক্ত রাজা হর্ষোৎফুল্ললোচনে ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া বলিলেন, "অহো! তুঙ্গ কুম্ভোপরি স্থাপিত হওয়ায় মনে হইতেছে যেন পিঙ্গলজটাজুটধারী বিভূতিলিপ্ত মহাদেব আসীন হইয়াছেন।

এইরূপ আর একটি স্বর্ণকমল থাকিলে আমি দ্বিতীয় রৌপকুম্ভের উপর স্থাপন করিতাম। (২২১-২৩২) অশোকদত্ত নৃপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, "দেব আমি আপনার নিমিত্ত দ্বিতীয় স্বর্ণপদ্ম আনয়ন করিব।" ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা বলিলেন, "তোমার আর দুঃসাহস প্রদর্শন করিতে হইবে না। আমার জন্য পংকজের প্রয়োজন নাই।" এই প্রকারে দিবস অতিক্রান্ত হইতে থাকিলে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতিথি আগত হইল এবং অশোকদত্তের হৃদয়ে স্বর্ণকমল প্রাপ্তির আশা জাগরিত হইল। সেই দিন সন্ধ্যাকালে নভঃসরসীর স্বর্ণকমল রবি অশোকদত্তের স্বর্ণপদ্ম আহরণের ভয়ে যেন ভীত হইয়া অস্তাচলে গমন করিল। আমমাংসসদৃশ অরুণাভ সান্ধ্যমেঘ সমূহকে গ্রাসকরতঃ রাক্ষসরূপী নিশাকালের ধূম ধূম্রছায়া চতুর্দ্দিক আবৃত করিল। তমালসদৃশ ভয়ংকরী নিশারাক্ষসী যেন মুখব্যাদনপূর্ব্বক হাই তুলিয়া দীপ্তিমান অগ্নিশিখা বাহির করিতেছিল। রাজকুমারী নিদ্রিত হইলে অশোকদত্ত স্বেচ্ছামত রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় শ্মশানে গমন করিল। তথায় সে বটবৃক্ষতলে পুনরাগত স্বীয় রাক্ষসী শ্বশ্রূমাতার দর্শনলাভ করিয়া তৎকর্ত্তৃক সাদরে আপ্যায়িত হইল। তাহার সহিত যুবক পুনরায় হিমালয়শিখরে অবস্থিত তাহার গৃহে গমন করিল। তথায় তাহার পত্নী ব্যাকুল হৃদয়ে তাহার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিল। প্রিয়তমার সহিত কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া সে তাহার শ্বশ্রূকে বলিল, "যে কোন স্থান হইতে আর একটি স্বর্ণকমল আনয়নকরতঃ আমাকে প্রদান করুন।" (২৩৩-২৪২) তাহা শ্রবণ করিয়া সে বলিল, "আমি কোথায় স্বর্ণপদ্ম পাইব? তবে এইস্থানে আমাদের নৃপতি কপালস্ফোটের একটি সরোবর আছে। তথায় যত্রতত্র হেমাব্জ প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। তিনি স্নেহবশতঃ সেই সরোবর হইতে আমার স্বামীকে একটি কমল দান করিয়াছিলেন।" সে প্রত্যুত্তর করিল, "তবে আমি যাহাতে স্বয়ং স্বর্ণপদ্ম আহরণ করিতে সমর্থ হই তন্নিমিত্ত আমাকে সেই সরসী সমীপে লইয়া যান।" "ইহা অসম্ভব, কারণ সেই সরোবর ভীষণাকৃতি রাক্ষসসমূহ দ্বারা রক্ষিত", এই কথা বলিয়া শ্বশ্রূমাতা তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইলে সে কিছুতেই তাহা মানিল না। তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে শ্বশ্রূমাতা তাহাকে তথায় লইয়া গেলে সে দূর হইতে তুঙ্গ অধিত্যকার উপর অবস্থিত সেই দিব্য সরোবরের দর্শন করিল। দীর্ঘ মৃণাল দণ্ডোপরি অবস্থিত সুবর্ণদ্যুতিময় কনককমলরাজি দ্বারা সেই সরোবর আবৃত ছিল। মনে হইল যেন তাহারা সতত উন্মুখ হইয়া রবিরশ্মি পানকরতঃ তাহা সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীভূত করিয়াছে।

তথায় গমন করিয়া যখন সে পদ্মফুল চয়ন করিতেছিল তখন প্রহরারত ভীষণাকার রাক্ষসগণ তাহাকে বাধা দিলে সশস্ত্র থাকাতে সে কয়েকজনকে বধ করিল এবং অন্যান্য সকলে পলায়নকরতঃ তাহাদের অধিপতি কপালস্ফোটের নিকট সেই বার্ত্তা নিবেদন করিলে তৎশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া নৃপতি স্বয়ং তথায় আগমনপূর্ব্বক লুণ্ঠিত কমলহস্তে অশোকদত্তকে দেখিতে পাইলেন। ভ্রাতাকে চিনিতে পারিয়া সে সবিস্ময়ে বলিল, "এ কি দেখিতেছি? আমার ভ্রাতা অশোকদত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছে নাকি?" অতঃপর সে অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণনয়নে দ্রুত ধাবমানপূর্ব্বক তাহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া তাহাকে বলিল, "আমি তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিজয়দত্ত, আমরা উভয়েই মহামান্য ব্রাহ্মণ গোবিন্দস্বামীর পুত্র। (২৪৩-২৫৪) ভাগ্যের পরিহাসে তুমি যে রূপ দেখিতে পাইতেছ আমি রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল এই অবস্থায় আছি। চিতার উপর নরকপাল ভঙ্গ করাতে আমার নাম কপাল-স্ফোট হইয়াছে। এখন তোমাকে দর্শন করিয়া আমার পূর্ব্বাবস্থার ব্রাহ্মণবৃত্তি স্মরণে আসিয়াছে এবং মোহাচ্ছাদিত চিত্ত হইতে রাক্ষসত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে।"

বিজয়দত্ত এই কথা বলিলে অশোকদত্ত তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রভূত আনন্দাশ্রুদ্বারা তাহার দেহ অশুদ্ধিকারক রাক্ষসীভাব প্রক্ষালিত করিল। যখন ইহা ঘটিতেছিল তখন দেবাদেশে স্বর্গ হইতে বিদ্যাধরদিগের গুরু কৌশিক অবতরণকরতঃ ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, "তোমরা এবং তোমাদের পরিবারস্থ সকলেই অভিশপ্ত বিদ্যাধর। এখন তোমাদের সকলেরই শাপমোচন হইয়াছে। অতএব স্বীয় বিদ্যাগ্রহণকরতঃ স্বজনদিগের সহিত উহা ভাগ করিয়া লও এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া স্বীয়ধামে গমন কর।" এই কথা বলিয়া উহাদিগকে বিদ্যারাশি প্রদানকরতঃ সগুরু স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন।

তখন বিদ্যাধরত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহারা দীর্ঘস্বপ্ন হইতে জাগ্রতপূর্ব্বক কনককমলরাজিসহ আকাশপথে হিমালয় শৃঙ্গে উপস্থিত হইল। তথায় অশোকদত্ত রাক্ষসাধিপতির কন্যা তাহার ভার্য্যার নিকট গমন করিলে সে অভিশাপমুক্ত বিদ্যাধরী হইল। ভ্রাতৃদ্বয় তন্মুহূর্ত্তে ঐ সুহাসিনীসহ নভঃপথে বারাণসী গমন করিল। তথায় আগমনকরতঃ তাহার বিরহ তাপানলে দগ্ধ পিতামাতাকে দর্শন প্রদান করিয়া যেন তাহাদের উপর অমৃত-বারি বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিল। তাহারা দুইজন, যাহাদিগকে আকৃতি পরিবর্ত্তিত করিতে হয় নাই, কেবলমাত্র পিতামাতার হৃদয়ে নহে কিন্তু সকলের হৃদয়ের আনন্দ উৎপাদন করিল। বিজয়দত্তকে গাঢ়

নিকট হইতে এই সুদীর্ঘ সরসকাহিনী শ্রবণ করিয়া কনকপুরী দর্শন-আশা হৃদয়ে পোষণকরতঃ শক্তিদেব ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক সেই রজনী অতিবাহিত করিল। (২৯১-২৯৮)

—ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের চতুর্দ্দারিকা লম্বকের
দ্বিতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা—২৯৮
ক্রমিক সংখ্যা—৩৯২৫

তৃতীয় তরঙ্গ

পরদিবস প্রাতঃকালে যখন শক্তিদেব মঠে অবস্থান করিতেছিল তখন ধীবররাজ সত্যব্রত পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতিমত তৎসমীপে আগমনকরতঃ তাহাকে বলিল, "বিপ্র, আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণের নিমিত্ত আমি একটি উপায় মনে মনে ঠিক করিয়াছি। অর্ণব মধ্যে রত্নকূট নামক একটি সুরম্য দ্বীপ আছে। তথায় সাগরদেব কর্ত্তৃক স্থাপিত ভগবান বিষ্ণুর একটি মন্দির আছে। আষাঢ় মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে একটি যাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে অন্যান্য সমস্ত দ্বীপ হইতে দেবার্চ্চনার নিমিত্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া বহু নরনারী তথায় আগমন করে। হয়ত তাহাদের মধ্যে কেহ কনকপুরীর কথা জানিলেও জানিয়া থাকিতে পারে। অধুনা সেই তিথি সমাগত প্রায়। চলুন, আমরা তথায় গমন করি।" সত্যদেবের এই প্রস্তাবে শক্তিদেব সানন্দে স্বীকৃত হইল। এবং বিষ্ণুদত্ত প্রদত্ত দ্রব্যাদি পাথেয়স্বরূপ গ্রহণ করিয়া সত্যব্রত আনীত পোতে তাহার সহিত সমুদ্রপথে যাত্রা করিল। দ্বীপসন্নিভ নক্রাদি পূর্ণবারিধিবক্ষে সত্যব্রতের সহিত যাইতে যাইতে সে পোত-চালককর্ণধার ধীবরাধিপকে জিজ্ঞাসা করিল, "স্বেচ্ছামত সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া উড্ডীয়মান হইতে সমর্থ পক্ষধারী বিরাট পর্ব্বতের ন্যায় এদিকে যে বিশালাকার বস্তুটি দৃষ্ট হইতেছে উহা কি হইতে পারে?" সত্যব্রত বলিল, "বিপ্র, উহা একটি বটবৃক্ষ। উহার অধোদেশে একটি বিরাট ঘূর্ণাবর্ত্তে বাড়বানলের মুখ আছে। ঐ স্থান অতিক্রম করিবার সময় আমাদিগকে অত্যন্ত সাবধানে গমন করিতে হইবে, কারণ একবার ঐ ঘূর্ণাবর্ত্তে প্রবেশ করিলে আর প্রত্যাবর্ত্তন করা যাইবে না।" (১-১১) সত্যব্রত যখন এই কথা বলিতেছিল তখন জলস্রোত দ্বারা তাড়িত হইয়া পোতটি সেই দিকেই গমন করিতে লাগিল। এতদ্দৃষ্টে সত্যব্রত পুনরায় শক্তিদেবকে বলিল, "দেব পরিষ্কার বোধগম্য হইতেছে যে আমাদের বিনাশকাল সমাগত, কারণ দেখুন, অকস্মাৎ অর্ণবযানটি ঐ দিকেই ধাবিত হইতেছে। আমি কোন প্রকারেই ইহা রোধ করিতে পারিতেছি না। অমোদের কর্ম্মফলে প্রবল ভাগ্যদোষে আমরা সমুদ্র কর্ত্তৃক নিঃসংশয়ে মৃত্যুর মুখগহ্বরস্বরূপ ঐ ঘূর্ণাবর্ত্তের অভ্যন্তরে নীত হইতেছি। আমি নিজের জন্য দুঃখিত নহি, কারণ শরীর কাহার অবিনশ্বর? এত পরিশ্রম সত্ত্বেও যে তোমার মনোরথ

সিদ্ধ হইল না সেই চিন্তাতেই আমি দুঃখিত। সুতরাং আমি মুহূর্ত্তকাল পোতের গতি রোধ করিলে তুমি এই বটতরুর শাখায় আরোহণ করিলে হয়ত কোন উপায়ে তোমার ন্যায় মহস্ব্যক্তির জীবন রক্ষা হইতে পারে। বিধির অথবা সমুদ্র তরঙ্গের খেলা কে অনুমান করিতে পারে?" বীর সত্যব্রত এই কথা বলিতে থাকিলে অর্ণবযানটি বটবৃক্ষের নিকট উপনীত হইলে এবং শক্তিদেব ভীত হইয়া এক লম্ফে ঐ সমুদ্রস্থিত বটবৃক্ষের একটি বিশাল শাখা ধৃত করিল। কিন্তু পরার্থে উৎসর্গীকৃত সত্যব্রতের দেহ এবং অর্ণবপোতটি ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া বাড়বানলে প্রবেশ করিল। বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত সেই বৃক্ষের শাখায় নিরাপদে অবস্থিত হইয়া শক্তিদেব হতাশচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল, "আমি ত কনকপুরী দর্শন করিতে সমর্থ হইলাম না। এই জনশূন্যস্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হইব। উপরন্তু ধীবরদিগের অধিপতির মৃত্যু ঘটাইয়াছি। অখিলজনের মস্তকোপরি পদন্যস্তকারী বিধির বিধানকে খণ্ডাইতে সমর্থ হয়?" বৃক্ষোপরি অধিষ্ঠিত হইয়া দ্বিজযুবক এই কথা চিন্তা করিতে করিতে দিবস গত হইল। সায়ংকালে সে চতুর্দ্দিক হইতে বটবৃক্ষে আগত গৃধ্রের মত বিশালাকার পক্ষীসমূহ নিরীক্ষণ করিল। তাহারা সরবে দিগ্দেশ মুখরিত করিয়া তাহাদের পক্ষবায়ুদ্বারা তরঙ্গরাশি আলোড়িত করিলে মনে হইল যেন তাহারা তাহাদের বহুদিনের পরিচিতি-সঞ্জাত অনুরাগভরে তাহাদিগকে দর্শন করিতে গমন করিতেছে। (১২-২৭)

ঘনপত্রের অন্তরালে পক্ষীদিগের সহিত অবস্থিত থাকিয়া সে ঐ বৃক্ষশাখা সমূহে উপবিষ্ট বিহগদিগকে মনুষ্য ভাষায় কথোপকথন করিতে শ্রবণ করিল। একটি পক্ষী কোনও দূরস্থিত দ্বীপের কথা বলিল, আর একটি কোন পর্ব্বতের কথা বলিল, অন্য একটি দিবাভাগে যথায় বিচরণ করিতে গমন করিয়াছিল তাহার কথা বলিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে হইতে একটি বৃদ্ধ পক্ষী বলিল, "আমি অদ্য কনকপুরী দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলাম, আগামী কল্য প্রাতঃকালেও সুলভ্য খাদ্যান্বেষণে তথায় পুনরায় গমন করিব। বহুদূরদেশে গমনকরতঃ পরিশ্রান্ত হইয়া কি লাভ?" বিহগের সেই কথায় শক্তিদেবের শোকাপনয়ন হইল। মনে হইল তাহার কর্ণে যেন কে সুধাবর্ষণ করিয়াছে। তখন সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "কি সৌভাগ্য! সেই নগরী তবে সত্য সত্যই আছে। এখন আমি তথায় গমন করিবার নিমিত্ত এই সুবৃহদাকার পক্ষীটিকে বাহনস্বরূপ ব্যবহার করিতে সমর্থ হইব।" সেই পক্ষীটি সুপ্ত

হইলে, এইরূপ চিন্তা করিয়া শক্তিদেব ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ঐ বিহগটির পশ্চাৎ দেশস্থ পক্ষরাজির অভ্যন্তরে লুক্কায়িত হইল এবং পরদিবস প্রত্যুষে যখন অন্যান্য পক্ষীগণ ইতস্ততঃ গমন করিল তখন বিধিবশে বিপ্রের প্রতি আশ্চর্য্য পক্ষপাতবশতঃ সেই গৃধ্র তাহার পক্ষপুটে লুক্কায়িত শক্তিদেবকে লইয়া সকলের অলক্ষ্যে পুনরায় আহার অন্বেষণার্থ অচিরে কনকপুরীতে আগমন করিল। গৃধ্র একটি উদ্যানে অবতরণ করিলে শক্তিদেব নিভৃতে তাহার পৃষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে পুষ্পচয়নরতা রমণীদ্বয়ের সাক্ষাৎলাভ করিল। সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রে, এই স্থানের নাম কি এবং তোমরা কে?" তাহারা বলিল, "সখে, এই নগরীর নাম কনকপুরী। ইহা বিদ্যাধরদিগের একটি আবাসস্থল এবং এখানে চন্দ্রপ্রভা নামিকা বিদ্যাধরী বাস করেন। (২৮-৪০) আমরা তাহার উদ্যানপালিকা এবং আমরা তাহার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিতেছি।" তখন বিপ্র বলিল, "যাহাতে তোমাদের স্বামিনীসহ এই স্থানে আমার সাক্ষাৎ হয় তোমরা সেই প্রকার ব্যবস্থা কর।" উহা শ্রবণ করিয়া তাহারা সম্মত হইল এবং রমণীদ্বয় সেই যুবাকে নগরীমধ্যস্থ একটি প্রাসাদে আনয়ন করিল। তথায় উপনীত হইয়া সে মহামূল্যে রত্নাদিখচিত দ্যুতিমান মাণিক্যস্তম্ভরাজি দেখিতে পাইল। ইহার প্রাচীর সুবর্ণমণ্ডিত ছিল এবং মনে হইল যেন উহা লক্ষ্মীর গোপনে মিলিত হইবার সংকেতস্থান। সে তথায় আগমন করিলে পরিজনেরা তাহাকে দর্শন করিয়া চন্দ্রপ্রভার নিকট একটি মর্ত্ত্যনরের আশ্চর্য্য আগমনবার্ত্তা প্রদান করিলে সে প্রতীহারকে আজ্ঞা করিলে সেই বিপ্র রাজপ্রাসাদে প্রবেশপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তৎসমীপে নীত হইল। তথায় আগমন করতঃ সে নেত্রোৎসবপ্রদা বিধাতার আশ্চর্য্য সৃষ্টি কৌশলের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ রূপবতী নারীর দর্শন লাভ করিল। তদ্দর্শনে পুলকিত চন্দ্রপ্রভা, সে দূরে থাকিতেই রত্নপর্য্যঙ্ক হইতে উত্থিত হইয়া তাহাকে স্বয়ং সাদরসম্ভাষণ দ্বারা সম্মানিত করিল, সে আসন গ্রহণ করিলে চন্দ্রাবতী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কল্যাণি, আপনি কে? মনুষ্যের এই দূরাগম্য স্থানে এই বেশে আপনি কি প্রকারে আগমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন?" চন্দ্রপ্রভা কর্ত্তৃক এই প্রকারে পৃষ্ট হইয়া শক্তিদেব তাহার দেশ, বংশ এবং নাম নিবেদনকরতঃ কনকপুরী দর্শনের পণরক্ষা করিয়া কি প্রকারে পুরস্কারস্বরূপ রাজকুমারী কনকরেখাকে প্রাপ্ত হইবে তৎসমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। এই কথা শ্রবণান্তে চন্দ্রপ্রভা কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাকে বিজনে বলিল, "আপনাকে আমি এখন একটি

সুভগবার্ত্তা প্রদান করিব। এই দেশে শশিখণ্ড নামক বিদ্যাধরাধিপের কালক্রমে ক্রমান্বয়ে আমরা চার কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠা চন্দ্রপ্রভা, পরেরটির নাম চন্দ্ররেখা, তৃতীয়া শশিরেখা এবং চতুর্থটির নাম শশিপ্রভা। পিতৃগৃহে আমরা যৌবনপ্রাপ্তা হইলে আমার ভগিনীত্রয় স্নানার্থে গঙ্গাতীরে গমন করিয়াছিল কিন্তু আমি অশুচি থাকায় গৃহেই রহিয়া গিয়াছিলাম। (৪১-৫৬) তাহারা জলকেলি করিতে করিতে যৌবন চাপল্যবশতঃ নদীতে অবস্থিত অগ্রতপা নামক মুনির গাত্রে জলসিঞ্চন করিলে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া আনন্দাতিশয্যে আত্মবিস্মৃত ঐ কন্যাদিগকে এই মর্ম্মে অভিশাপ দিলেন, "রে কন্যারা তোরা মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিবি।" পিতা এই বার্তা শ্রবণ করিয়া মহর্ষিকে শান্ত করিবার নিমিত্ত গমন করিলে তিনি ঐ কন্যাত্রয় প্রত্যেকে কি প্রকারে শাপমুক্ত হইবে তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ইহাও বলিয়াছিলেন যে তাহারা জাতিস্মর হইবে এবং তাহাদের দিব্য দৃষ্টি অটুট থাকিবে। তাহারা দেহত্যাগ করিয়া নরলোকে প্রস্থান করিলে পিতা আমাকে এই নগরী প্রদান করিয়া শোকবিহ্বলচিত্তে অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন। যখন আমি এই স্থানে বাস করিতেছিলাম তখন দেবী অম্বিকা স্বপ্নে আমাকে বলিয়াছিলেন যে একজন মর্ত্ত্য নর আমার পতি হইবে। এই নিমিত্ত যদিও আমার পিতা পতিত্বে বরণ করিবার নিমিত্ত অনেক বিদ্যাধরকে মনোনীত করিয়াছিলেন তথাপি আমি তাহাদের সকলকেই প্রত্যাখ্যান করিয়া এ পর্যন্ত অবিবাহিতই রহিয়াছি। কিন্তু এখন তোমার আশ্চর্য আগমনে এবং তোমার অপরূপ সুন্দর কান্তি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি এবং তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছি। আগামী শুক্লাচতুর্দ্দশী তিথিতে আমি ঋষভ মহাগিরিতে গমন করিব। সেই দিন চতুর্দ্দিক হইতে উত্তম বিদ্যাধরেরা শিবার্চ্চনার নিমিত্ত তথায় একত্রিত হয় এবং আমার পিতাও সেই স্থানে আগমন করিবেন। আমি তোমার নিমিত্ত তাহাকে অনুরোধ করিত এবং তাহার সম্মতি আদায় করিয়া সত্বর এই স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তুমি আমাকে বিবাহ করিবে। এখন গাত্রোত্থান কর।" (৫৭-৬৭)

এইকথা বলিয়া চন্দ্রপ্রভা শক্তিদেবকে বিদ্যাধরভোগ্য নানা প্রকার দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া তাহার সৎকার করিল এবং দাবানলে তপ্ত ব্যক্তি অমৃতধারায় স্নাত হইয়া যেরূপ সুখ প্রাপ্ত হয় শক্তিদেবও সেইরূপ সুখে তথায় বাস করিতে লাগিল। চতুর্দ্দশীতিথি আগত হইলে চন্দ্রপ্রভা তাহাকে বলিল, "অদ্য আমি পিতার নিকট হইতে তোমার সহিত পরিণীত হইবার সম্মতি আনয়ন করিতেছি। পরিজনেরাও আমার সহিত থাকিবে। দিবসদ্বয়

তোমাকে একাকী থাকিতে হইবে বলিয়া বিষণ্ণ হইও না। উপরন্তু, যখন একাকী এই প্রাসাদে অবস্থান করিবে তখন সাবধান। ইহার মধ্যদেশে, কখনও আরোহন করিও না।" চন্দ্রপ্রভা ব্রাহ্মণ যুবককে এই কথা বলিয়া স্বীয় হৃদয় দ্বারা স্বয়ং সুরক্ষিত হইয়া যাত্রা করিল। একাকী শক্তিদেব মন প্রফুল্ল রাখিবার নিমিত্ত প্রাসাদের স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে লাগিল। তখন বিদ্যাধরকন্যা তাহাকে কেন প্রাসাদের উপরিভাগে আরোহণ করিতে নিষেধ করিয়াছে তাহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত কৌতূহলী হইয়া প্রাসাদের মধ্যভাগে আরোহণ করিল। নারীরা যাহা বারণ করে পুরুষেরা তাহাই করিতে উৎসুক হয়। উপরে আরোহণ করিয়া সে তিনটি গুপ্তকক্ষের দর্শন লাভ করিল এবং একটি কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া সে তথায় প্রবেশকরতঃ একটি মহামূল্য রত্নখচিত পর্যাঙ্কে তোষকের উপর বস্ত্রখণ্ডদ্বারা আচ্ছাদিত একটি দেহ লুক্কায়িত রহিয়াছে দেখিতে পাইল। আচ্ছাদন উন্মুক্ত করিয়া ঐ অবস্থায় শায়িত পরোপকারীর সুন্দরী কুমারীকন্যার মৃত দেহের দর্শন লাভ করিল। তাহাকে তদবস্থায় তথায় দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল, "কি মহদাশ্চর্য্যের ব্যাপার। এই কুমারী কি এমন ভাবেই নিদ্রিত হইয়াছে যাহা হইতে আর জাগরণ নাই? অথবা এ কি আমরাই ভ্রান্তি? যে রমণীর জন্য আমি দেশ-দেশান্তর পর্য্যটন করিতেছি এই স্থানে সে বিগতপ্রাণা কিন্তু আমার স্বদেশে সে জীবিতা। তার সৌন্দর্য্য অটুট আছে। ইহা নিশ্চয়ই বিধাতা কর্ত্তৃক কোন কারণবশতঃ আমাকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত কোন ঐন্দ্রজালিক মায়া হইবে। (৬৮-৮২) এইরূপ চিন্তা করিয়া সে পর্য্যায়ক্রমে অন্য কক্ষে এরূপে প্রবেশকরতঃ অপর দুইটি কুমারীর দর্শন লাভ করিল। তখন সে বিস্ময়ান্বিত হইলে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া নিম্নদেশে অবস্থিত একটি সুরম্য সরোবরের তীরে রত্নময় জিন সজ্জিত একটি ঘোটক দেখিতে পাইল। কৌতূহলবশতঃ অচিরাৎ নিম্নে অবতরণপূর্ব্বক উহার পার্শ্বদেশে আগমনকরতঃ আরোহীহীন দেখিয়া উহার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিতে প্রয়াস পাইলে সেই ঘোটকটি ক্ষুরাঘাতে তাহাকে সরসীর জলে নিক্ষেপ করিল। উদ্যান সরোবরের তলদেশে মজ্জমান হইয়া ত্বরিৎবেগে উত্থিত হইয়া সে বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং দেখিতে পাইল যে সে স্বকীয় নগরী বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়াছে। সে আচম্বিতে নিজেকে চন্দ্রপ্রভাবিহীন মলিন কুমুদের ন্যায় স্বীয় নগরীর একটি দীর্ঘিকার মধ্যে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "কোথায় বিদ্যাধরপুরী আর কোথায় বর্দ্ধমান নগরী। হায়! হায়! কোন্ অদ্ভুত মায়াজালে আবদ্ধ হইলাম? আমি মন্দভাগ্য,

কোনও অজ্ঞাতশক্তি আমাকে প্রতারণা করিতেছে অথবা এই পৃথিবীতে ভবিতব্যতার কথা কে বলিতে পারে? তড়াগ মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া বিস্ময়ান্বিত শক্তিদেব স্বপিতৃগৃহে উপস্থিত হইল। "তথায় পটহসহ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলাম"—নিজের অনুপস্থিতির এই মিথ্যা কাহিনী বলিলে পিতা কর্তৃক সাদরে আপ্যায়িত হইয়া সে স্বজনগণের সহিত সুখে অবস্থান করিতে লাগিল, দ্বিতীয় দিবসে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে সে পটহধ্বনি-সহ এই মর্ম্মে একটি ঘোষণা শ্রবণ করিল, "ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় যেই হউক না কেন, যদি সত্যসত্যই কনকপুরী দর্শন করিয়া থাকে, নৃপতি তাহাকে যৌবরাজ্য সহ কন্যা প্রদান করিবেন।" সাফল্যের সহিত কার্যটি সম্পাদন করায় সে ঢক্কা নিনাদকদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে শুধাইল, "আমি সেই পুরী দর্শন করিয়াছি।" তাহারা তাহাকে নৃপতির সম্মুখে লইয়া গেলে তিনি উহাকে চিনিতে পারিয়া মনে করিলেন যে পূর্ব্বের মত সে আবার মিথ্যা কথা বলিতেছে। (৮৩-৯৬) কিন্তু শক্তিদেব বলিল, "সেই নগরী দর্শন না করিয়া আমি যদি মিথ্যা ভাষণ করি তবে আমার যেন মৃত্যুদণ্ড হয়, রাজকুমারী স্বয়ং আমাকে পরীক্ষা করুন।" সে এই কথা বলিলে পরিচারিকা কর্তৃক রাজাদেশে রাজ-কুমারী তথায় আনীতা হইলে সে পূর্বদৃষ্ট ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া বলিল "তাত! এই ব্যক্তি পুনরায় আমাদিগকে কোনও অনৃতবচন শ্রবণ করাইবে।" তখন শক্তিদেব তাহাকে বলিল, "রাজসুতে, আমি সত্যই বলি আর মিথ্যাই বলি, একটি বিষয়ে আমার কৌতূহল হইতেছে, তুমি তাহা আমায় বোধগম্য কর। কনকপুরীতে আমি একটি পর্যঙ্কোপরি তোমাকে মৃত অবস্থায় দেখিয়াছিলাম কিন্তু এইস্থানে তোমাকে জীবিত দেখিতেছি কেন?" শক্তিদেব তাহার সত্য ভাষণের প্রমাণস্বরূপ রাজ-কুমারী কনকরেখাকে এই প্রশ্ন করিলে কনকরেখা পিতার সম্মুখে এই উক্তি করিল, "এই মহাত্মা সত্য সত্যই কনকপুরী দর্শন করিয়াছেন, আমি তথায় বাস করিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ইনি সত্বরই আমার পতি হইবেন। তথায় তিনি আমার আর তিন ভগিনীকে বিবাহ করিয়া বিদ্যাধরগণের রাজা হইয়া সেই নগরীতে রাজত্ব করিবেন। অদ্যই আমি স্বদেহে এবং স্বনগরীতে প্রস্থান করিব, কারণ এক মুনির অভিশাপে আমি আপনার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার শাপমুক্তি কি প্রকারে হইবে তিনি তাহা এইমত বলিয়াছিলেন, 'তুমি নরদেহ ধারণ করিলে একজন পুরুষ কনকপুরীতে তোমার দেহ

দর্শনকরতঃ তোমার নিকট সেই বার্ত্তা প্রকাশ করিলে তোমার শাপ-মোচন হইবে এবং সেই ব্যক্তি তোমার পতি হইবে।' যদিও আমি এখন মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছি তথাপি আমি জাতিস্মর এবং আমার অলৌকিক জ্ঞান আছে। অধুনা আমি আমার বিদ্যাধরপদ প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিব।" এই কথা বলিয়া রাজকুমারী দেহত্যাগ করিলে প্রাসাদে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। শক্তিদেব বহুকষ্টে কুমারীদ্বয়কে লাভ করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত না হইয়া এখন তাহাদিগকে হারাইয়া শুধু দুঃখিত হইল না কিন্তু নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করিল। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হওয়ায় সে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিল, "কনকরেখা বলিয়াছে যে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। তবে কেন আমি নিরাশ হইব? সাফল্য সাহসের উপর নির্ভর করে। আমি পুনরায় সেই পথেই কনকপুরী যাত্রা করিব। দৈব নিশ্চয়ই আমাকে তথায় গমন করিবার উপায় স্থির করিয়া দিবে।" (৯৭-১১৩) এইরূপ চিন্তা করিয়া শক্তিদেব সেই নগরী হইতে যাত্রা করিল, কারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি স্বীয় কার্য্য সম্পাদন না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় না। ভ্রমণ করিতে করিতে বহুকাল পরে সমুদ্রতীরস্থিত বিটঙ্কপুরীতে সমাগত হইলে তথায় যে বণিকের সহিত সে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল এবং যাহার অর্ণবপোত ধ্বংস হইয়াছিল সেই বণিক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিল। সে চিন্তা করিল, "এই কি সেই সমুদ্রদত্ত? সমুদ্রে পতিত হইয়া কি প্রকারে সে রক্ষা পাইয়াছে? কিন্তু ইহাকে ত অন্য ব্যক্তি বলিয়া মনে হইতেছে না? এইরূপ যে ঘটিতে পারে আমি স্বয়ং তাহার প্রমাণ।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বণিকের সমীপবর্ত্তী হইলে সে তাহাকে চিনিতে সমর্থ হইয়া তাহাকে সানন্দে গাঢ় আলিঙ্গন করিল। সে তাহাকে নিজের গৃহে আনয়ন করিয়া সাদর আপ্যায়নান্তে শুধাইল, "পোত মগ্ন হইলে তুমি সমুদ্র হইতে কি প্রকারে রক্ষা পাইলে?" শক্তিদেব তাহার নিকট স্ববৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া কি প্রকারে মৎস্য তাহাকে গ্রাস করিলে সে উৎস্থলী দ্বীপে আগমন করিয়াছিল তাহা বলিল। সে বণিককে প্রতিপ্রশ্ন করিল, "তুমিও কি প্রকারে সমুদ্র হইতে রক্ষা পাইয়াছ তাহা বল।" বণিক তাহাকে বলিল, "সমুদ্রে পতিত হইয়া আমি দিবসত্রয় একটি কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বনপূর্ব্বক ভাসমান ছিলাম, অকস্মাৎ একটি অর্ণবপোত সেই দিক দিয়া গমন করিলে আমার

চিৎকারে আকৃষ্ট হইয়া পোতস্থিত ব্যক্তিগণ আমাকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের পোতে আমাকে উত্তোলন করিল। অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া আমি স্বীয় পিতার সাক্ষাৎ লাভ করিলাম। তিনি বহু পূর্ব্বে দ্বীপান্তরে গমন করিয়াছিলেন এবং অনেকদিন অনুপস্থিতির পর প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। (১১৪-১২৪) পিতা আমাকে চিনিতে পারিয়া আমার কণ্ঠালিঙ্গনকরতঃ সাশ্রুনয়নে আমার কাহিনী শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আমি কহিলাম, "পিতঃ, আপনি বহুদিন যাবৎ বিদেশে গমন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন না দেখিয়া 'বণিক-বৃত্তিই আমার ধর্ম্ম' এই কথা চিন্তা করিয়া আমি বাণিজ্য করিতে বহির্গত হইয়াছিলাম। অতঃপর আমার পোত মগ্ন হইলে আমি সমুদ্রে নিমগ্ন হই এবং আপনি আমাকে অদ্য প্রাপ্ত হইয়া উদ্ধার করিয়াছেন।" আমি এই কথা বলিলে পিতা আমাকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক কহিলেন, 'তুমি কেন এই প্রকার প্রাণসংশয়জনক বিপদ আহ্বান কর? বৎস, আমি বিত্তশালী এবং আমি আরও ধন উপার্জ্জন করিতে নিরত আছি। দেখ, তোমার নিমিত্ত সুবর্ণ পূর্ণ করিয়া এই পোত আনয়ন করিয়াছি। পিতা এইরূপ বলিয়া আশ্বাস প্রদানকরতঃ সেই পোতেই আমাকে বিটঙ্কপুরে মদীয় আবাসস্থলে আনয়ন করিয়াছিলেন। বণিকের নিকট হইতে এই বৃত্তান্ত শ্রবণান্তর সেই রজনী তথায় যাপন করিয়া পরদিবস সে তাহাকে বলিল, "বণিকবর, আমাকে পুনরায় উৎস্থলদ্বীপে গমন করিতে হইবে। এখন কি প্রকারে তথায় যাইব বলিয়া দাও।" বণিক তাহাকে বলিল, "আমার কতিপয় প্রতিনিধি অদ্য তথায় গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে। তুমি তাহাদের সহিত অর্ণবপোতে গমন কর।" ব্রাহ্মণ বণিকের প্রতিনিধি-দের সহিত উৎস্থল দ্বীপে আগমন করিয়া চিন্তা করিল, "এই স্থানে আমার বন্ধু মহাত্মা বিষ্ণুদত্ত বাস করে। তাহার নিকট পূর্ব্বের মত তাহার মঠে বাস করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। (১২৫-১৩৫) যখন সে বিপণির মধ্যস্থিত পথে গমন করিতেছিল তখন দৈবাৎ ধীবরপতির পুত্রেরা তাহাকে দেখিতে পাইল এবং সে তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইলে তাহাকে চিনিতে পারিয়া তাহাকে বলিল, "দ্বিজ, ইতস্ততঃ কনকপুরী অন্বেষণ করিতে আমাদের পিতার সহিত গমন করিয়াছিলে, তুমি কি প্রকারে অদ্য একাকী এইস্থানে আগমন করিয়াছ?" তখন শক্তিদেব কহিল, "স্রোতকর্ত্তৃক অর্ণবপোত তাড়িত হইলে তোমাদের পিতা সমুদ্রে অবস্থানকালে বাড়বা-নলের মুখে পতিত হইয়াছেন।" ধীবররাজের পুত্রগণ এই কথা শ্রবণ-

করতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের অনুচরদিগকে বলিল, "এই দুরাত্মা আমাদের পিতাকে হত্যা করিয়াছে, ইহাকে বন্ধন কর। দুই ব্যক্তি একই অর্ণবপোতে ছিল। কি প্রকারে তাহাদের মধ্যে একজন বাড়বানলের মুখে পতিত হইল এবং অন্যজন রক্ষা পাইল? সুতরাং কল্য প্রাতঃকালে আমাদের পিতৃ-হন্তাকে চণ্ডিকাদেবীর সম্মুখে পশুর ন্যায় বলিদান করিব।" অনুচরদিগকে এই কথা বলিয়া ধীবরপতির পুত্রগণ চণ্ডিকাদেবীর মন্দিরে আনয়ন করিল। অনবরত বহু জীব উদরসাৎ করিয়া দেবীর উদর স্ফীত হইয়াছিল এবং তাহার আনন হইতে দন্ত বহির্গত হওয়ায় তাহা মৃত্যুর মুখের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। (১৩৬-১৪৪) প্রাণভয়ে ভীত হইয়া শক্তিদেব বন্ধাবস্থায় এইরূপে তথায় অবস্থান করিয়া চণ্ডীদেবীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে দেবী, হে বরদে, একদা তুমি রুরু দানবের রুধিরসন্নিভ বালার্ক বিম্বের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধরণীকে রক্ষা করিরাছিলে। আমি প্রিয়তমাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত বহুদূর হইতে আগমন করিয়াছি। কিন্তু সম্প্রতি বিনা কারণে শত্রু-হস্তে পতিত হইয়াছি।" দেবীর নিকট রাত্রিকালে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া বহুকষ্টে নিদ্রিত হইলে সে মন্দিরের গর্ভগৃহ হইতে একটি রমণীকে বহির্গত হইতে দেখিল। সেই সদয়া দিব্যাকৃতি রমণী তাহাকে বলিল, "শক্তিদেব, তুমি ভীত হইও না, তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না। ধীবরপতির পুত্র-দের বিন্দুমতী নাম্নী এক ভগিনী আছে। সে প্রত্যূষে তোমাকে দর্শন করিয়া তোমাকে পতিরূপে বরণ করিতে ইচ্ছা করিলে তুমি তাহাতে সম্মত হইবে। সে তোমাকে মুক্ত করিবে। সে ধীবরী নহে, শাপভ্রষ্টা দিব্যাঙ্গনা। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সে জাগ্রত হইলে প্রত্যূষে তাহার নয়নসুধাবর্ষণকারী ধীবরকন্যা মন্দিরে আগমন করিল। সমুৎসুক চিত্তে স্বীয় আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপনকরতঃ সে তাহাকে বলিল, "আমি তোমার মুক্তি বিধান করিব, তুমি আমার ঈপ্সিত কার্য্য কর। আমার ভ্রাতারা যে সব বর আনয়ন করিয়াছিল আমি তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। তোমাকে দর্শনমাত্রই আমার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে, আমাকে বিবাহ কর।" ধীবররাজকন্যা বিন্দুমতী এই কথা বলিলে স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া শক্তিদেব আনন্দে সম্মত হইল। চণ্ডিকা দেবী স্বপ্নে তাহার ভ্রাতাদের উহার মুক্তির আদেশ করিলে তাহারা সন্তুষ্ট হইল এবং ইন্দুমতী শক্তিদেবকে বিবাহ করিল। পূর্বজন্মের সুকৃতির সুফলস্বরূপ মানুষী বেশধারী সেই দিব্যাঙ্গনার সহিত শক্তিদেব তথায় বাস করিতে লাগিল। (১৪৫-১৫৭) একদা যখন সে হর্ম্মোপরি দণ্ডায়মান ছিল তখন এক চণ্ডাল গোমাংস বহন করিয়া আগমন করিতেছে দেখিয়া সে তাহার

প্রিয়াকে বলিল, "হে কৃশোদরি। ঐ পাপী ত্রিজগতে পূজিত জন্তুর মাংস কি প্রকারে ভক্ষণ করিবে ?" ইহা শ্রবণ করিয়া বিন্দুমতী তাহার পতিকে কহিল, "আর্য্যপুত্র, এই দুষ্কর্ম্ম অচিন্তানীয়। ইহার স্বপক্ষে কি আর বলা যাইতে পারে ? গোজাতির প্রভাবে আমি স্বল্প দোষের নিমিত্ত ধীবরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এই ব্যক্তির পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে ?" শক্তিদেবকে এই কথা বলিলে সে তাহাকে কহিল, "ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা" প্রিয়ে, আমাকে বল, তুমি কে এবং কি প্রকারে তুমি ধীবরকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ ? তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সে তাহাকে বলিল, "যদিও ইহা একটি গুপ্তরহস্য তথাপি যদি আমার ঈপ্সিত কার্য্য সম্পাদন করিতে অঙ্গীকার কর তবে আমি তোমাকে তাহা বলিব।" সে শপথপূর্ব্বক উত্তর প্রদান করিল, "তোমার আদিষ্ট কার্য্য আমি নিশ্চয়ই সম্পাদন করিব।"

তাহাকে কি করিতে হইবে বিন্দুমতী প্রথমেই সেই কথা বলিল, "এই দ্বীপে তোমাকে পুনরায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে হইবে। আর্য্যপুত্র, তোমার সেই পত্নী সত্বর গর্ভবতী হইলে অষ্টম মাসে তুমি তাহার উদর উন্মোচনপূর্ব্বক সন্তানকে বাহির করিবে। এই কার্য্য করিতে ঘৃণা করিও না।" সে এই কথা বলিলে শক্তিদেব সবিস্ময়ে বলিল, "ইহার কি অর্থ হইতে পারে ?" সে ভীত হইলে ধীবরাধিপ তনয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, "কোন কারণবশতঃ আমার এই অনুরোধ তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে। এখন আমি কে এবং কেনই বা ধীবরের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বজন্মে আমি বিদ্যাধরী ছিলাম। অভিশপ্ত হইয়া সম্প্রতি মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যখন বিদ্যাধরী ছিলাম তখন একদিন আমি দন্ত দ্বারা তন্ত্রীছেদন-করতঃ বীণাতে সংযুক্ত করিতেছিলাম। সেই পাপে আমাকে হেথায় ধীবর-গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। গরুর শুষ্কস্নায়ু মুখদ্বারা স্পর্শ করিলেই যদি এই অধোগতি হয় তবে গোমাংসভক্ষণজনিত পাপ নিশ্চয়ই আরও বেশী ভয়ংকর হইবে। সে যখন এই কথা বলিতেছিল তখন তাহার একটি ভ্রাতা বিচলিত হইয়া ত্বরিং গতিতে প্রবেশকরতঃ শক্তিদেবকে বলিল, "গাত্রোত্থান কর, একটি বিরাটাকার বরাহ কোন স্থান হইতে আগত হইয়া বহু ব্যক্তিকে হত্যাকরতঃ এই স্থানে আমাদের দিকে সদর্পে ধাবিত হইয়াছে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সে প্রাসাদ হইতে নির্গত হইল এবং ঘোটকপৃষ্ঠে শক্তিহস্তে সেই শূকরের দিকে ধাবিত হইয়া তাহার সাক্ষাৎ লাভকরতঃ তন্মুহূর্ত্তে তাহাকে আঘাত করিলে বীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আহত হওয়া সত্ত্বেও সে একটি গহ্বরে পলায়ন করিল। শক্তিদেবও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া

তথায় প্রবেশ করিলে একটি উদ্যান-অরণ্য দেখিতে পাইল। তথায় একটি গৃহে সে একটি অদ্ভুত সুন্দরী কন্যার দর্শন লাভ করিল। সেই কন্যা বিচলিত হইয়া সসম্ভ্রমে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে মনে হইল যেন বনদেবী প্রীতিবশতঃ তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আগমন করিতেছেন। (১৫৮-১৭৭)

সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কল্যাণি, তুমি কে এবং কেনই বা এত বিচলিত হইয়াছে? তৎশ্রবণে সেই সুমুখী তাহাকে প্রত্যুত্তর করিল, "দক্ষিণদেশের অধিপতি চণ্ডবিক্রম নামক এক নৃপতি আছেন। হে সুভগ, আমি তাহার বিন্দুরেখা নাম্নী কুমারী কন্যা। রোষকষায়িতলোচন এক দুরাত্মা দৈত্য পিতৃগৃহ হইতে ছলপূর্ব্বক অপহরণকরতঃ অদ্য আমাকে এইস্থানে আনয়ন করিয়াছে। মাংসার্থী হইয়া সে বরাহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক নির্গত হইলে সে অদ্য কোন বীর কর্ত্তৃক ক্ষুধিতাবস্থায় শক্তিদ্বারা আহত হওয়া মাত্র এই স্থানে আগমনকরতঃ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অক্ষত কৌমার্য্য সহ আমি পলায়নপূর্ব্বক নির্গত হইয়াছি।" তখন শক্তিদেব তাহাকে বলিল, "তবে ভয়জনিত, এই ত্বরার আর কি প্রয়োজন? রাজ-কুমারি, আমিই ঐ শূকরটিকে শক্তিদ্বারা বধ করিয়াছি।" সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" প্রত্যুত্তরে সে বলিল, "আমি শক্তিদেব নামক ব্রাহ্মণ।" তখন সে তাহাকে বলিল, "তবে তোমাকে আমার পতি হইতে হইবে।" শক্তিদেব সম্মত হইয়া তাহার সহিত গুহা হইতে নির্গত হইল। গৃহে আগমনকরতঃ ভার্য্যা বিন্দুমতীকে এই কথা বলিয়া তাহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক রাজপুত্রী বিন্দুরেখাকে বিবাহ করিল। শক্তিদেব ভার্য্যাদ্বয় সহ তথায় বাস করিতে থাকিলে তাহাদের মধ্যে একজন, বিন্দুরেখা, গর্ভবতী হইল। গর্ভের অষ্টম মাসে প্রথমা পত্নী বিন্দুমতী স্বেচ্ছায় শক্তিদেবের নিকট আগমনকরতঃ তাহাকে বলিল, হে বীর আমাকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলে তাহা স্মরণ কর। তোমার দ্বিতীয়া পত্নীর অষ্টম গর্ভমাস উপস্থিত হইয়াছে, যাও, উহার উদর ছেদনপূর্ব্বক সন্তানটিকে হেথায় আনয়ন কর। নিজের প্রতিশ্রুতি অলঙ্ঘনীয়।" সে এই কথা বলিলে শক্তিদেবের হৃদয় অনুকম্পায় এবং অনুরাগে আপ্লুত হইল, কিন্তু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকাতে সে কিয়ৎকাল নিরুত্তর রহিল। অবশেষে সে বিচলিত হৃদয় বিন্দুরেখার নিকট উপনীত হইলে বিন্দুরেখা তাহাকে বলিল, "আর্য্যপুত্র, তোমাকে অদ্য বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন? আমি জ্ঞাত আছি, বিন্দুমতী আমার গর্ভস্থ সন্তান লইয়া যাইবার নিমিত্ত

তোমাকে প্রেরণ করিয়াছে। কোনও কারণে তোমাকে তাহা করিতেই হইবে, ইহাতে কোন নির্দ্দয়তা প্রকাশ পাইবে না। তুমি মোটেই ঘৃণা করিও না। এই প্রসঙ্গে প্রমাণস্বরূপ দেবদত্তের কাহিনী শ্রবণ কর। (১৭৮-১৯৫)

দেবদত্তের কাহিনী

পুরাকালে কম্বুক নগরীতে হরিদত্ত নামক এক বিপ্র বাস করিত। সেই শ্রীমানের দেবদত্ত নামক পুত্র ছিল। শৈশবে কৃতবিদ্য হইয়াও যৌবনে সে দ্যূতক্রীড়ায় একান্ত আসক্ত হইল। সেই ব্যসনে বস্ত্র ইত্যাদি সমস্ত বস্তু হারাইয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অসমর্থ হওয়ায় একটি শূন্য মন্দিরে প্রবেশ করিল। তথায় এক কোণে সে জালপাদ নামক এক মহা তপস্বীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিল। তথায় সে একাকী ছিল এবং যাদুবিদ্যাদ্বারা বহু দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া সে জপ করিতেছিল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাহাকে প্রণাম করিলে তপস্বী মৌনব্রতভঙ্গ করিয়া তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তথায় মুহূর্ত্তকাল অবস্থিতি করিলে তপস্বী তাহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে দ্যূতব্যসনে তাহার বিত্তনাশের কথা নিবেদন করিল। তখন তপস্বী দেবদত্তকে বলিলেন, "বৎস, দ্যূত-ক্রীড়াসক্তদিগের সন্তুষ্টি বিধান করিবার মত এত ধন পৃথিবীতে নাই। তবে তুমি যদি বিপন্মুক্ত হইতে আশংকা কর আমার কথামত কার্য্য সম্পাদন কর। বিদ্যাধরত্ব প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়াছি। হে সুলক্ষণ, আমাকে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে সাহায্য কর। আমার আদেশ মাত্র তোমাকে পালন করিতে হইবে। তাহা করিলেই তুমি বিপন্মুক্ত হইবে। তপস্বীর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবদত্ত সম্মত হইয়া তাহার সহিত তথায় বাস করিতে লাগিল। পর-দিবস রজনীতে তাপস শ্মশানের একপ্রান্তে গমন করিয়া একটি বটতরু-মূলে চতুর্দ্দিকে ভাগ্যকে অর্চ্চনাকরতঃ পরমান্ন নিবেদন করিয়া তাহার কিয়দংশ চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিল এবং তাহার সহচর বিপ্রকে বলিল, "তুমি প্রত্যহ এইস্থানে এই প্রকার পূজা করিবে এবং বলিবে 'বিদ্যুৎপ্রভা, আমার পূজা গ্রহণ কর।" এইরূপ করিলে আমরা উভয়ে আমাদের অভীষ্ট লাভ করিতে পারিব।" এই কথা বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া তপস্বী তাহার গৃহে গমন করিল। দেবদত্ত সম্মত হইয়া ঐ তরুমূলে তাহার

উপদেশ মত প্রত্যহ যথাবিধি অর্চ্চনা করিতে লাগিল। একদা পূজান্তে বৃক্ষটি হঠাৎ দ্বিধাবিভক্ত হইলে তাহার চক্ষুর সম্মুখে এক দিব্যাঙ্গনা বহির্গত হইয়া তাহাকে বলিল, "ভদ্র, আমার স্বামিনী আপনাকে তাহার সমীপে গমন করিতে আদেশ করিয়াছেন।" বৃক্ষাভ্যন্তরে নীত হইলে সে তথায় রত্নখচিত একটি দিব্য প্রাসাদ দেখিতে পাইল। সেইস্থানে পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট একজন সুন্দরী রমণীর দর্শন লাভ করিয়া সে তৎক্ষণাৎ চিন্তা করিতে লাগিল, "এই রমণীই হয়ত আমাদের মূর্ত্তিমতী সফলতা।" সে যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিল তখন সেই রমণী অতিথিকে স্বাগত জানাইবার নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিলে তাহার অঙ্গে অলংকারসমূহ রণিত হইয়া যেন শক্তিদেবকে অভ্যর্থনা করিল। সে তাহাকে স্বীয় পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইয়া বলিল, (১৯৬-২১৪) "হে মহাভাগ, আমি যক্ষপতি রত্নবর্ষের বিদ্যুৎপ্রভানামা কুমারী কন্যা। এই মহাতপস্বী জালপাদ আমার প্রসাদ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে। আমি তাহাকে সাফল্য প্রদান করিব। কিন্তু তুমি আমার প্রাণেশ্বর। তোমার প্রতি আমার অনুরাগ ত দেখিতেই পাইতেছ। আমার পাণিগ্রহণ কর।" সে এই কথা বলিলে দেবদত্ত সম্মত হইয়া তাহাই করিল। সে তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিলে বিদ্যুৎপ্রভা গর্ভবতী হইল। সে তখন পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিয়া মহাতপস্বীর নিকট গমনপূর্ব্বক সভয়ে তাহার নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলে তপস্বী স্বীয় সফলতা লাভের উদ্দেশ্যে তাহাকে বলিল, "ভদ্র, তুমি সমুচিত কার্য্য করিয়াছ। এখন যক্ষকন্যার নিকট গমনপূর্ব্বক তাহার উদর উন্মুক্ত করিয়া ভ্রূণটি সত্বর হেথায় আনয়ন কর।" তপস্বী তাহাকে এই কথা বলিয়া তাহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি তাহাকে স্মরণ করাইলে বিপ্র বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক প্রিয়তমা সমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। "কি করিতে হইবে," এই কথা চিন্তা করিতে করিতে সে বিমনা হইয়া তথায় দণ্ডায়মান হইলে যক্ষী বিদ্যুৎপ্রভা স্বেচ্ছায় তাহাকে বলিল, "আর্য্যপুত্র, তোমাকে বিষণ্ণ দেখাইতেছে কেন? আমি জ্ঞাত আছি জালপাদ তোমাকে আমার উদর উন্মুক্ত করিতে আদেশ করিয়াছে। তুমি আমার উদর ছেদনকরতঃ সন্তানটিকে গ্রহণ কর। তুমি যদি না কর আমি স্বয়ং সেই কার্য্য সম্পাদন করিব। কারণ, ইহার সহিত একটি উদ্দেশ্য জড়িত আছে।" সে তাহাকে এইরূপ বলা সত্ত্বেও বিপ্রের ঐ কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি হইল না। তখন বিদ্যুৎপ্রভা স্বয়ং উদর উন্মুক্ত করিয়া সন্তানটিকে বাহিরকরতঃ তাহার সম্মুখে

নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "ইহা গ্রহণ কর। যে ইহাকে ভক্ষণ করিবে সে বিদ্যাধরপদ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু আমি বিদ্যাধরী হওয়া সত্ত্বেও অভিশপ্ত হইয়া যক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এখনই আমি শাপমুক্ত হইব। ইহা অত্যন্ত বিস্ময়জনক, কিন্তু জাতিস্মর হওয়াতে আমার পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ আছে। এখন আমি স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিব, কিন্তু তথায় পুনরায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।" এই কথা বলিয়া বিদ্যুৎপ্রভা তাহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইল। সেই ভ্রূণ গ্রহণ করিয়া বিষণ্ণ চিত্তে মহাতপা জালপাদের নিকট গমন করিয়া তাহার সাফল্য অর্জ্জনের নিমিত্ত তাহাকে উহা প্রদান করিল। সদ্‌ব্যক্তিরা বিপদেও স্বার্থপর হন না। মহাতপস্বী ভ্রূণটির মাংস রন্ধন করিয়া দেবদত্তকে অরণ্যে ভৈরবী দেবীর অর্চ্চনার্থ প্রেরণ করিল। বিপ্র নৈবেদ্য প্রদানপূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দেখিতে পাইল যে তাপস সমস্ত মাংস ভক্ষণ করিয়াছে। (২১৫-২৩২) "কি আশ্চর্য্য! সমস্ত মাংসই ভক্ষণ করিয়াছে?" সে এই কথা বলিলে বঞ্চক জালপাদ বিদ্যাধর হইয়া আকাশে প্রস্থান করিল। হার কেয়ূর ভূষিত হইয়া সে যখন নীল আকাশে উড্ডীন হইল তখন দেবদত্ত মনে মনে চিন্তা করিল, "হায়! হায়! আমি ঐ পাপবুদ্ধি কর্ত্তৃক কিরূপ প্রতারিত হইলাম। অতিশয় সরলবুদ্ধি মানুষের দুর্ভোগ কি না হইয়া পারে? কি প্রকারে এই অপকর্ম্মের প্রতিশোধ গ্রহণ করিব? যে বিদ্যাধর হইয়াছে তাহার সমীপে কি প্রকারে গমন করিব? বেতালসাধনা ব্যতীত আমার আর কোন উপায় নাই। এইরূপ সংকল্প করিয়া রজনীতে সে শ্মশানে গমন করিয়া বৃক্ষমূলস্থ শবদেহে এক বেতালকে আহ্বান-করতঃ তাহার অর্চ্চনা করিল এবং বলিস্বরূপ তাহাকে নরমাংস প্রদান করিল। কিন্তু সে উহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আরও অধিক মাংস আনয়ন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে সম্মত না থাকায় দেবদত্ত তাহার তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত স্বীয় মাংস ছেদন করিতে উদ্যত হইলে বেতাল সেই বীর পুরুষকে বলিল, "তোমার সাহসে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে বিরত থাক। ভদ্র, তোমার নিমিত্ত আমার কি কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে?" বেতাল এই কথা বলিলে প্রত্যুত্তরে সেই বীর বলিল, "যেথায় তপস্বী জালপাদ আছে আমাকে বিদ্যাধরদিগের সেই আবাসস্থলে লইয়া যাও। আমি তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম। সেই বঞ্চককে আমি শাস্তি প্রদান করিব।" বেতাল

সম্মত হইল এবং তাহাকে পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিয়া আকাশপথে এক মুহূর্ত্তে বিদ্যাধররাজ্যে লইয়া গেল। তথায় সে জালপাদকে একটি প্রাসাদে রত্নসিংহাসনোপরি বিদ্যাধরদিগের মধ্যে রাজার ন্যায় সদর্পে উপবিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার স্তোকবাক্যে বিদ্যাধরীপদপ্রাপ্তা বিদ্যুৎপ্রভাকে তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ করিবার নিমিত্ত প্রলুব্ধ করিতেছে দেখিতে পাইল। যুবক দর্শন মাত্র সেই মুহূর্ত্তে বেতালের সাহায্যে তাহাকে আক্রমণ করিলে অমৃতবর্ষী চন্দ্রকে দর্শন করিয়া চকোর যেরূপ আহ্লাদিত হয় বিদ্যুৎপ্রভা তাহাকে দর্শন করিয়া তদ্রূপ হৃষ্ট হইল। অকস্মাৎ তাহাকে এই প্রকারে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া জালপাদ সভয়ে তাহার খড়্গ নিক্ষেপকরতঃ সিংহাসন হইতে ভূতলে পতিত হইল। (২৩৩-২৪৭) কিন্তু দেবদত্ত তাহার খড়্গ প্রাপ্ত হইয়াও তাহাকে বধ করিল না, কারণ মহাশয় ব্যক্তিগণ ভীত শত্রুদের উপর অনুকম্পা প্রকাশ করেন।

বেতাল তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে, দেবদত্ত তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিল, "এই পাষণ্ড বিধর্ম্মীকে হত্যা করিয়া আমাদের কি লাভ হইবে? এই দুরাত্মা কাপালিককে বরং পুনরায় পৃথিবীতে তাহার আবাসস্থলে লইয়া যাওয়া হউক। সে তথায়ই অবস্থান করিবে।" দেবদত্ত যখন এই কথা বলিতেছিল সেই মুহূর্ত্তে দেবী পার্ব্বতী স্বর্গ হইতে তথায় অবতরণপূর্ব্বক তাহাকে দর্শন প্রদান করিলে সে নত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। দেবী তাহাকে বলিলেন, "বৎস আমি তোমার অতুলনীয় সাহস দৃষ্টে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাকে এই স্থানেই বিদ্যাধরাধিপতির পদে বৃত করিতেছি।" এই কথা বলিয়া তাহাকে বিদ্যা প্রদানান্তর অচিরাৎ অন্তর্ধান করিলেন। ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট জালপাদকে বেতাল ভূতলে আনয়ন করিল, কারণ অধর্ম্ম দীর্ঘকাল সফলতা প্রদান করে না। বিদ্যাধররাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেবদত্ত বিদ্যুৎপ্রভাসহ স্বরাজ্যে অধিষ্ঠিত রহিল।...

স্বীয় স্বামী শক্তিদেবকে এই কাহিনী বলিয়া মৃদুভাষিণী বিন্দুরেখা সৌৎসুক্যে পুনরায় তাহাকে বলিল, "এই প্রকার কার্য্যক্রম কখনও কখনও উপস্থিত হয়। সুতরাং বিন্দুমতীর কথামত শোকগ্রস্ত না হইয়া আমার সন্তানকে উদর ছেদনপূর্ব্বক বহির্গত কর। বিন্দুরেখা এই কথা বলিলে শক্তিদেব যখন প্রাণের আশংকা করিল তখন আকাশ হইতে দৈববাণী হইল, "হে শক্তিদেব, ঐ সন্তানকে নিঃশঙ্কচিত্তে কণ্ঠধারণপূর্ব্বক গর্ভ হইতে

আকর্ষণ করিলে উহা খড়্গ হইবে।" এই দৈববাণী শ্রবণান্তর সে উদর ছেদন করিয়া উহার কণ্ঠদেশ ধৃতকরতঃ আকর্ষণ করিলেই উহা তাহার হস্তে সফলতার কেশপাশসম খড়্গরূপে পরিণত হইল। সেই বিপ্র তখন অচিরাৎ বিদ্যাধর হইল এবং বিন্দুরেখা সেই মুহূর্ত্তে অন্তর্ধান করিল। ইহা দর্শন করিয়া সে তাহার দ্বিতীয়া ভার্য্যা ধীবরকন্যা বিন্দুমতীর নিকট গমনপূর্ব্বক সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিলে সে তাহাকে বলিল, "নাথ আমরা ভগিনীত্রয় এক বিদ্যাধররাজের দুহিতা। অভিশপ্ত হইয়া কনকপুরী হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছি। প্রথমজন কনকরেখা, যাহাকে তুমি বর্ধমানে শাপমুক্ত হইতে দর্শন করিয়াছ। সে এখন স্বধামে অবস্থান করিতেছে। বিধির বিধান-বশতঃ সে এই প্রকারেই শাপমুক্ত হইয়াছিল। আমি তৃতীয়া ভগিনী, আমিও অধুনা শাপমুক্ত হইয়াছি। ("মানুষী হইয়াও আমরা বিদ্যাধর বিদ্যায় অভিজ্ঞ" পুস্তকান্তরে এই অর্ধ শ্লোক আছে)। হে প্রিয়, অদ্যই আমাকে স্বপুরীতে গমন করিতে হইবে। কারণ তথায় আমাদের বিদ্যাধর তনু রক্ষিত আছে। আমাদের জ্যেষ্ঠা ভগিনী, চন্দ্রপ্রভা তথায় অবস্থান করিতেছে এবং তোমার খড়্গের যাদুবলে অচিরাৎ তুমিও তথায় গমন করিবে। আমাদের চারিজনকে এবং আরও অনেক রমণীকে আমাদের বনবাসী পিতা তোমাকে তোমার পত্নীরূপে প্রদান করিয়াছেন। (২৪৮-২৬৯)

বিন্দুমতী তাহার সম্বন্ধে এই প্রকার সত্যভাষণ করিলে শক্তিদেব সম্মত হইয়া পুনরায় বিন্দুমতী সহ আকাশপথে কনকপুরীতে গমন করিলে তাহার প্রিয়তমাত্রয়ের সাক্ষাৎ লাভ করিল। তাহারা নত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। সেই তিনটি কক্ষে নিষ্প্রাণ অবস্থায় পর্য্যঙ্কে শায়িত যে দিব্য দেহসমূহ সে পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছিল, কনকরেখা ও অন্যান্য ভগিনীদের প্রাণ যথাবিধি তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিল। তথায় সে চতুর্থী ভগিনী চন্দ্রপ্রভারও দর্শন লাভ করিল, বহুকাল অদর্শনের পর সে নানাবিধ মঙ্গলা-চরণপূর্ব্বক শক্তিদেবকে যেন সোৎসুক নয়নে পান করিতেছিল। তত্রস্থ কর্ত্তব্যরত অনুচরেরা এবং অনুচরীরাও তাহার আগমন সানন্দে অভিনন্দিত করিল এবং চন্দ্রপ্রভার বাসকক্ষে প্রবেশ করিলে চন্দ্রপ্রভা তাহাকে বলিল, "হে সুভগ, বর্ধমান পুরীতে যে কনকরেখাকে দর্শন করিয়াছিলে তাহাকে এইস্থানে আমার ভগিনী চন্দ্ররেখারূপে দেখিতে পাইতেছ। উৎস্থল দ্বীপে ধীবরাধিপের যে কন্যা বিন্দুমতীকে প্রথমে তুমি বিবাহ করিয়াছিলে, এই যে আমার ভগিনী শশিরেখা এবং দানবকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া তথায় যে রাজকুমারী বিন্দুরেখা নীত হইয়াছিল এবং পরে যে তোমার পত্নী হইয়াছিল,

এই যে আমার সর্ব্বকনিষ্ঠা ভাগিনী শশিপ্রভা। হে বিজয়ী বীর, অধুনা আমাদের পিতার সমীপে আমাদের সহিত গমনকরতঃ তাঁহার সম্মুখে আমাদিগকে বিবাহ কর। তিনি আমাদিগকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিবেন।"

তখন কুসুমায়ুধের আজ্ঞায় সপ্রগল্‌ভ ও সাহসের সহিত দ্রুত উচ্চারিত চন্দ্রপ্রভার এই বচন শ্রবণ করিয়া ঐ চারিজনের সহিত সে তাহাদের বিদ্যাধররাজ পিতার অরণ্যাবাসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। পিতৃচরণে প্রণতা তাঁহার দুহিতাদিগের নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এবং দৈববাণী কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া তিনি যুগপৎ তৎক্ষণাৎ তাঁহার কন্যাদিগকে শক্তিদেবের হস্তে সানন্দে সম্প্রদান করিলেন। তাহার ক্ষণকাল পরেই তিনি শক্তিদেবকে নিজের অখিলবিদ্যাসহ সমৃদ্ধশালী কনকপুরী রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক বিদ্যাধরদিগের নিকট এখন হইতে যে নামে সে পরিচিত হইবে বিজয়ী বীরের সেই নামকরণও করিলেন। (২৭০-২৮১) তিনি তাহাকে বলিলেন, "কেহ তোমাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু বৎসরাজের এক রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র নরবাহনদত্ত তোমাদের উপর এই স্থানে রাজত্ব করিবে। কেবলমাত্র তাহার নিকট তোমার নতিস্বীকার করিতে হইবে।" এই কথা বলিয়া সেই অরণ্যে তপস্যারত বিদ্যাধরাধিপ প্রবল পরাক্রান্ত শশিখণ্ডপদ তাহার জামাতাকে সদয় অভ্যর্থনান্তে বিদায় প্রদান করিলে সে ভার্য্যাদিগের সহিত স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তখন রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া শক্তিবেগ বিদ্যাধরদিগের বৈজয়ন্তীধাম কনকপুরীতে ভার্য্যাদিগের সহিত প্রবেশ করিল। তথায় স্বর্ণখচিত উচ্চ হর্ম্ম্যসমূহ দিগন্তীকৃত সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হইত, বাপীসমূহ রত্নসোপানে মণ্ডিত ছিল এবং উদ্যানসমূহ সৌন্দর্য্যে হৃদয় আকর্ষণ করিত। সেই নগরীতে ভার্য্যাচতুষ্টয় সহ সে পরমানন্দে বাস করিতে থাকিল। (২৮২-২৮৫)

এই প্রকারে আশ্চর্য্য কাহিনী বর্ণনাকরতঃ বাগ্মী শক্তিবেগ বৎসাধিপকে বলিল, "হে চন্দ্রবংশরত্ন বৎসরাজ, আমিই সেই শক্তিবেগ। আমাদের নূতন রাজচক্রবর্ত্তী তোমার সদ্যজাত পুত্রের পাদদ্বয় দর্শন করিবার নিমিত্ত হেথায় আগমন করিয়াছি। যদিও আমি মর্ত্ত্য নর, তথাপি হে রাজন্, মহাদেবের কৃপায় বিদ্যাধরাধিপ হইয়াছি। আমাদের ভাবী রাজরাজেশ্বরের দর্শন লাভ করিয়া আমি স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি, তোমার অটুট মঙ্গল লাভ হউক।"

তাহার বৃত্তান্ত সমাপনান্তে করপুট অঞ্জলিবদ্ধকরতঃ বিদায় লইবার

অনুমতি গ্রহণ করিয়া উজ্জ্বল চন্দ্রের ন্যায় অচিরাৎ সে আকাশমার্গে গমন করিলে বৎসরাজ সভার্য্য ও সমন্ত্রী শিশুপুত্রের সহিত স্বীয় রাজধানীতে অবর্ণনীয় আনন্দে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন। (২৮৬-২৮৯)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের চতুর্দ্দারিকা লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্লোক সংখ্যা—২৮৯

ক্রমিক সংখ্যা—৪২১৪

ইতি চতুর্দ্দারিকা নামক পঞ্চম লম্বক সমাপ্ত।

ষষ্ঠ লম্বক

মদনমঞ্চুকা

মন্দার পর্ব্বত কর্ত্তৃক মন্থনে সমুদ্র হইতে যেরূপ অমৃতের উৎপত্তি হইয়াছিল, এই সুধাধারায় নিষিক্ত কাহিনীও তদ্রূপ হিমালয় দুহিতার প্রেমে আলোড়িত হইয়া পুরাকালে হরমুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। যাহারা এই অমৃত কাহিনী পান করে, মহাদেবের প্রসাদে তাহাদের সকল বিঘ্ন নাশ হইয়া ঐশ্বর্য্য লাভ হয় এবং ভূতলে জীবিতাবস্থায় তাহারা উচ্চ অমরপদ লাভ করে।

প্রথম তরঙ্গ

সতত ঊর্দ্ধে এবং অধোদেশে শিরঃসঞ্চালনপূর্ব্বক বিঘ্ন সমূহের ভীতি উৎপাদনকারী গজানন তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

উমা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া যাহার বাণবর্ষণে শম্ভুর দেহ কণ্টকিত হয় আমি সেই কামদেবকে প্রণাম করি।

বিদ্যাধরপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া কোন সময়ে মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া আদ্যোপান্ত স্বীয় জীবনকাহিনী অন্যের মুখ হইতে বর্ণনা করিবার ছলে সভার্য্য নরবাহনদত্ত তাহার দিব্যচরিত যেরূপ বিবৃত করিয়াছিল এখন তাহা শ্রবণ কর।

পিতা কর্ত্তৃক সযত্নে লালিত পালিত হইয়া নরবাহনদত্ত অষ্টম বৎসর অতিক্রম করিল। তখন সে মন্ত্রিপুত্রদের সহিত বিদ্যাধ্যয়নপূর্ব্বক উপবনে ক্রীড়া করিত। বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী রাজ্ঞীদ্বয় দিবানিশি তাহার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিত। সদ্বংশজাত তাহার দেহ ধনুকের ন্যায় সদগুণে নম্র হইয়াছিল। তাহার পিতা বৎসরাজ পুত্রের বিবাহ ও অন্যান্য সুখপ্রদ ঘটনা সত্বরই ফলপ্রসূ হইবে মনে করিয়া সানন্দে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল এখন তাহা শ্রবণ কর— (১-১০)

বিতস্তানদীতীরে পুরাকালে তক্ষশীলা নাম্নী নগরী ছিল। তাহার সৌধরাজি নদী জলে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় মনে হইত যেন পাতাল-নগরীরা ইহার শোভা নিরীক্ষণ করিতে আগত হইয়াছে। তথায় কলিঙ্গদত্ত নামক এক পরম ধার্ম্মিক বৌদ্ধ নরপতি বাস করিতেন। তাঁহার প্রজারা তারার স্বামী মহান বুদ্ধদেবের ভক্ত ছিল। সেই নগরী বহু সুরম্য চৈত্যে অলংকৃত থাকায় গর্ব্বোদ্ধত শিরে যেন বলিত, "আমার তুল্য নগরী আর কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না।' তিনি শুধু পিতৃবৎ প্রজাদিগকে পালন করিতেন না, তাহাদের শিক্ষাগুরুও ছিলেন এবং নিরন্তর তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেন। সেই নগরীতে বিতস্তাদত্ত নামক এক ধনী বৌদ্ধ বণিক বাস করিত। সে সর্ব্বদা ভিক্ষুদিগের সৎকার করিত। তাহার রত্নদত্ত নামক এক যুবক পুত্র ছিল। সে সর্ব্বদা পিতাকে পাপী বোধে ঘৃণা করিত। 'আমাকে কেন দূষ্য মনে কর?' পিতা এই প্রশ্ন করিলে সে ঘৃণাভরে উত্তর দিল, 'পিতঃ, তুমি

বেদত্রয়ের ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অধর্ম্মাচরণ করিতেছ। তুমি ব্রাহ্মণদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সতত শ্রমণদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিতেছ। নীচজাতীয় ব্যক্তিরা বিহারে বাস করিবার লোভে বৌদ্ধ হইয়াছে। তাহারা স্নানাদি শৌচকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সুযোগ উপস্থিত হইলেই যত্রতত্র ভোজন করে, ব্রাহ্মণদিগের মত মস্তকে শিখাধারণ কি কেশবিন্যাস করে না এবং কটিদেশে কৌপীন পরিধানকরতঃ সুখে অবস্থান করে। এইরূপ বৌদ্ধদিগের সৎকার করিয়া কি লাভ?" (১১-২০) তাহা শ্রবণ করিয়া বণিক বলিল, "ধর্ম্ম মাত্র এক প্রকারই নহে। সার্ব্বলৌকিক ধর্ম্ম লোকোত্তর। হে পুত্র, লোকে বলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মমতেও রাগদ্বেষাদি পাপসমূহ এবং অযথা স্বজন বিরোধ বর্জনকরতঃ সত্যাচরণ ও সর্ব্বজীবে দয়া প্রদর্শন করা উচিত। শুধু কেহ কেহ দোষ করে বলিয়া আমি যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি তাহার নিন্দা করা উচিত নহে। পরোপকার করাকে কেহ অন্যায় মনে করে না। অন্যকে অভয় প্রদানকরতঃ আমি পরোপকার করি। সর্ব্বজীবের প্রতি অহিংসা প্রদর্শনকরতঃ মোক্ষলাভ করাই এই ধর্ম্মের প্রধান নীতি। অতএব হে বৎস, এই পন্থা গ্রহণ করিয়া যদি আমি সুখ লাভ করি তবে আমি কি অধর্ম্ম করিয়াছি?" পিতা এইরূপ বলাসত্ত্বেও বণিকপুত্র তাহা গ্রাহ্য করিল না এবং পিতাকে বারংবার আরও অধিক দোষ দিতে লাগিল। বণিক অনুতপ্ত হইয়া প্রজাধর্ম্মানুপালক নৃপতি কলিঙ্গদত্তের নিকট সমুদায় নিবেদন করিলে তিনি বণিকপুত্রকে কোনও ছলে ধর্ম্মাধিকরণে আনয়নপূর্ব্বক কপট ক্রোধে ঘাতকদিগকে বলিলেন, "আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, এই বণিকপুত্র অতিশয় দুষ্কৃতিকারী এবং রাজ্য নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে, সুতরাং কোনপ্রকার কৃপা প্রদর্শন না করিয়া ইহাকে নির্ব্বিচারে বধ কর।" নৃপতির এই বাক্য শ্রবণান্তর পিতার অনুরোধে রাজা দুই মাসের জন্য তাহার দণ্ড স্থগিত রাখিতে সম্মত হইলেন। (২১-৩০) ঐ সময়ের মধ্যে ধর্ম্মানুচরণে যাহাতে সে শিক্ষা লাভ করিতে পারে তন্নিমিত্ত বণিকপুত্রকে পিতৃহস্তে প্রদানকরতঃ পুনরায় উক্ত সময় গত হইলে তাঁহার সমীপে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। পিতৃগৃহে নীত হইলে বণিকপুত্র সন্ত্রস্তচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল, 'নৃপতির নিকট আমি কি অপরাধ করিয়াছি?' দুই মাস গত হইলে বিনা কারণে তাহাকে বধ করা হইবে এই ভাবনায় সে উপযুক্ত আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক দিবারাত্র নিদ্রাহীন অবস্থায় অবসন্ন হইয়া পড়িল। দুই

মাস গত হইলে পিতা কর্ত্তৃক কৃশ ও পাণ্ডুর বণিকপুত্র পুনরায় নৃপতি সমীপে নীত হইলে ভূপতি তাহাকে এই প্রকার বিষাদগ্রস্ত দেখিয়া বলিলেন, 'তুমি এত কৃশ হইয়াছ কেন ? আমি কি তোমাকে আহার করিতে বারণ করিয়াছি ?' ইহা শ্রবণ করিয়া বণিকপুত্র রাজাকে বলিল, "হে প্রভো, আমার বধাজ্ঞা শ্রবণকাল হইতে প্রত্যহ আমার মনে হইতেছে যে মৃত্যু ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।" বণিকপুত্রের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা বলিলেন, "মৃত্যুভয় যে কি বস্তু তাহা আমি তোমাকে কৌশলে শিক্ষা প্রদান করিলাম। জীব নিশ্চয় মৃত্যুভয়ে এই প্রকারই ভীত হয় ! তাহা হইতে উহাদিগকে রক্ষা করা ব্যতীত বৃহত্তর ধর্ম্ম কি হইতে পারে ? যাহাতে নীতিশিক্ষাকরতঃ তুমি মোক্ষলাভে ইচ্ছুক হও তাহাই তোমাকে শিক্ষা প্রদান করা হইল, কারণ মৃত্যুভয়ে ভীত ব্যক্তি মোক্ষলাভ করিতে সচেষ্ট হয়। (৩১-৪০) তোমার পিতা এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করিও না।" এই কথা শ্রবণ করিয়া বণিকপুত্র নতমস্তকে নৃপতিকে বলিল, "দেব, ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানকরতঃ আপনি আমাকে কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন। এখন মোক্ষলাভের ইচ্ছা আমার মনে উদিত হইয়াছে, সেই বিষয়েও আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন।" তখন নগরীতে উৎসব হইতেছিল। এই কথা শ্রবণ করিয়া ভূপতি বণিকপুত্রের হস্তে একটি তৈলপূর্ণভাণ্ড প্রদানকরতঃ তাহাকে বলিলেন, "এই পাত্র হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত নগরী পরিক্রমণ করিবে, কিন্তু বৎস, সাবধান, ইহা হইতে কিছুমাত্র তৈলও ভূতলে পতিত হইলে, জনগণ তোমাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিবে।" এই কথা বলিয়া নগরী পরিক্রমার নিমিত্ত বণিকপুত্রকে বিদায়প্রদান করিয়া কতিপয় অনুচরকে মুক্ত খড়্গহস্তে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতে তিনি আদেশ করিলেন। বণিকপুত্র সভয়ে বিন্দুমাত্র তৈলও পতিত না করিয়া অতি কষ্টে নগর প্রদক্ষিণকরতঃ পুনরায় নৃপতির সমীপে আগমন করিলে একবিন্দু তৈলও ভূতলে পতিত হয় নাই দর্শন করিয়া নৃপতি তাহাকে বলিলেন, "নগর পরিক্রমার সময় আজ কাহারও সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলে কি ?" তৎশ্রবণে বণিকপুত্র করজোড়ে নিবেদন করিল, "প্রভো, সত্য কথা বলিতে গেলে খড়্গাঘাত পতিত হইবার ভয়ে ভীত হইয়া যাহাতে একবিন্দু তৈলও ভূতলে পতিত না হয় তদ্বিষয়ে অভঙ্গ মনোযোগ প্রদান করাতে কিছু দর্শনও করি নাই, শ্রবণও করি নাই।" (৪১-৫০) বণিক-পুত্রের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা তাহাকে বলিলেন, "তোমার সমস্ত মন তৈলের দিকে নিবদ্ধ থাকায় তুমি কিছুই দেখিতে

সমর্থ হও নাই। এই প্রকার একাগ্রচিত্তে ধর্ম্ম চিন্তা করিবে। কারণ যে ব্যক্তি সমস্ত বাহ্যবস্তু হইতে চিত্ত দূরে রাখে তাহার সত্যদৃষ্টি হয় এবং সত্যদ্রষ্টা পুনরায় কর্ম্মজালে আবন্ধ হয় না। এই প্রকারে সংক্ষেপে আমি তোমাকে মোক্ষোপদেশ প্রদান করিয়াছি।" এইরূপ বলিয়া রাজা তাহাকে বিদায়প্রদান করিলে কৃতার্থ বণিকপুত্র তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া আনন্দে পিতৃগৃহে গমন করিল। কলিঙ্গদত্ত এইপ্রকারে প্রজাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেন। নৃপতির কুলোচিত পত্নী তারাদত্তা, নানাদৃষ্টান্তরসিক সুকবির নিকট ভাষা যেরূপ অলংকার, নৃপতির তদ্রূপ অলঙ্কারস্বরূপ ছিল। সে নানা সদগুণে ভূষিতা হইয়া ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিল এবং সুধার আধার চন্দ্র যেরূপ জ্যোৎস্না হইতে অভিন্ন নয় সে-ও তদ্রূপ নৃপতির সহিত অভিন্নাত্মা ছিল। ইন্দ্র যেরূপ শচীসহ স্বর্গে বাস করেন নৃপতিও মহিষীর সহিত সেই প্রকার সুখে দিন যাপন করিতেছিলেন। (৫১-৫৮)

এইস্থলে কথা প্রসঙ্গে বলিতেছি—ইন্দ্র কোনও কারণে একদা স্বর্গে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। সুরভিদত্তা নাম্নী একটি সুন্দরী অপ্সরা ব্যতীত অন্যান্য অপ্সরাবৃন্দ তথায় নৃত্য করিতে একত্রিত হইলে ইন্দ্র দিব্য শক্তিবলে জ্ঞাত হইলেন যে সে নন্দনকাননে কোনও বিদ্যাধরের সহিত গোপনে অবস্থান করিতেছে। এতদ্দৃষ্টে কোপান্ধ হইয়া বৃত্রারি চিন্তা করিলেন, "এই দুইজনেই দুরাত্মা, মদনান্ধ হইয়া অপ্সরা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়াছে ও আমাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছে এবং দ্বিতীয়টি ঐ বিদ্যাধর দেবভূমিতে প্রবেশকরতঃ অনাচার করিতেছে। কিন্তু ঐ হতভাগ্য বিদ্যাধরেরই বা কি দোষ? অপ্সরা উহাকে রূপদ্বারা মুগ্ধকরতঃ এই স্থানে আকৃষ্ট করিয়াছে। তুঙ্গস্তনাভ্যন্তরস্থিত লাবণ্য সমুদ্রের সৌন্দর্য্যতরঙ্গ দ্বারা আত্মসমাহিত ব্যক্তিকেও আঘাত করা যায়। সমস্ত উত্তমবস্তু হইতে তিল তিল অংশগ্রহণকরতঃ বিধাতা যে তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেও কি পুরাকালে শিবের ক্ষোভ উৎপাদন করে নাই? মেনকাকে দর্শন করিয়া বিশ্বামিত্র মুনি কি তাহার তপশ্চর্য্যা পরিত্যাগ করেন নাই? শর্ম্মিষ্ঠার রূপলোভে যযাতি কি জরাপ্রাপ্ত হন নাই? সুতরাং এই বিদ্যাধর যুবক ত্রিজগতের ক্ষোভউৎপাদক সৌন্দর্য্য দ্বারা অপ্সরী কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া কোন পাপ করে নাই। দেবতাদিগকে পরিত্যাগকরতঃ নন্দনবনে এই বিদ্যাধরকে আনয়ন করিয়া এই দুষ্টা দিব্যাঙ্গনাই অপরাধ করিয়াছে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া অহল্যাপ্রেমী

ইন্দ্র বিদ্যাধরকুমারকে মুক্তি প্রদান করিয়া অপ্সরাকে নিম্নোক্ত বাক্যে অভিশপ্ত করিলেন, "রে পাপীয়সি, তুই মনুষ্যাকার গ্রহণকরতঃ অযোনিজা-কন্যা লাভান্তর দেবতাদিগের অভীষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া পুনরায় স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিবি।" (৫৯-৭১)

ইতোমধ্যে তক্ষশীলাধিপমহিষী তারাদত্তার গর্ভকাল উপস্থিত হইলে ইন্দ্রশাপে স্বর্গচ্যুতা অপ্সরা সুরভীদত্তা রাজ্ঞীর উদরে প্রবেশ করিয়া তাহার দেহসৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিল। তারাদত্তা স্বপ্নে দর্শন করিল যে একটি অগ্নিশিখা স্বর্গ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাহার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। প্রাতঃকালে রাজ্ঞী সবিস্ময়ে তাহার স্বপ্নবৃত্তান্ত নৃপতি কলিঙ্গদত্তের নিকট নিবেদন করিলে তিনি সানন্দে তাহাকে বলিলেন, "দেবি, দিব্যজনেরা শাপগ্রস্ত হইয়া মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। আমার মনে হইতেছে এই প্রকার কোনও দেবতা তোমার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন। এই ত্রিভুবনে সদসৎ কর্ম্মদোষে সকলে সুফল অথবা কুফল-লাভার্থে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে। নৃপতি এই কথা বলিলে রাজ্ঞী তাহাকে নিম্নোক্ত বাক্য বলিতে অবকাশ পাইল, "সুকর্ম্ম ও দুষ্কর্ম্ম আনন্দ অথবা দুঃখ প্রসব করে, তাহার উদাহরণ স্বরূপ আমি একটি কাহিনী বিবৃত করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন —

নৃপতি ধর্ম্মদত্ত ও তাহার পত্নী নাগশ্রীর কাহিনী

পুরাকালে ধর্ম্মদত্ত নামে কোশলরাজ্যের এক নৃপতি ছিলেন। (৭২-৭৯) তাঁহার পতিগতপ্রাণা নাগশ্রী নাম্নী মহিষী ছিল। সে ছিল যেন মর্ত্ত্যের অরুন্ধতী, কারণ তাহারই মত সে সতীশ্রেষ্ঠা ছিল। হে অরিসূদন, কালক্রমে আমি সেই মহিষীর গর্ভে ভূপতির কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলাম। আমার বালিকা বয়সেই আমার জননী অকস্মাৎ তাঁহার পূর্ব্ব-জন্মের কথা স্মরণপথে উদিত হওয়ায় স্বীয় স্বামীকে বলিলেন, "দেব, অদ্য অকস্মাৎ আমার পূর্ব্বজন্মের কথা মনে পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা আপনার নিকট ব্যক্ত না করিলে আমার অপ্রীতিকর হইবে। কিন্তু যদি আপনাকে তাহা বলি তবে আমার মৃত্যু ঘটিবে, কারণ এইরূপ কথিত আছে যে, পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণে আসিলে তাহা প্রকাশ করিলে অনিবার্য্যভাবে মৃত্যু আনয়ন করে। এই নিমিত্ত আমি অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি।" মহিষী তাঁহাকে এই কথা বলিলে রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, "প্রিয়ে, তোমার ন্যায় আমারও অদ্য পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ

হইয়াছে। তুমি তোমার বৃত্তান্ত বল, আমিও বলিব, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটুক। ভবিতব্যতা কে খণ্ডন করিতে পারে?" স্বামী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রাজ্ঞী বলিল, "আপনি যখন উহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত এতই ব্যগ্র হইয়াছেন, তখন আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন।" (৮০-৮৭)

—"পূর্ব্বজন্মে আমি এই দেশেরই মাধব নামক এক ব্রাহ্মণের সুদক্ষা পরিচারিকা ছিলাম এবং আমার স্বামী দেবদাস এক বণিকের বেতনভোগী পরিচারক ছিল। আমাদের উপযোগী একটি গৃহনির্ম্মাণ করিয়া আমরা তথায় বাস করিতাম এবং আমাদের প্রভুদিগের গৃহ হইতে পক্কান্ন আনয়ন-পূর্ব্বক তাহাই ভোজন করিতাম। একটি জলপাত্র, একটি কুম্ভ, একটি সম্মার্জ্জনী, একটি খট্বা এবং আমার পতি ও আমি স্বয়ং, আমরা এই তিন জোড়া তথায় বাস করিতাম। দেবতা, পিতৃপুরুষ ও অতিথিসজ্জনকে নিবেদনকরতঃ যে স্বল্প অন্ন উদ্বৃত্ত থাকিত আমরা তাহা আহার করিয়া কলহহীন গৃহে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতাম।

"আমাদের যে বস্ত্রাদি উদ্বৃত্ত থাকিত তাহা দরিদ্রদিগকে প্রদান করিতাম। অতঃপর দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে আমাদের প্রাপ্য অন্নও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। আমাদের শরীর ক্ষুধায় খিন্ন হইল এবং আমাদের মন অবসাদগ্রস্ত হইল। এমন সময়ে একদা আহার গ্রহণকালে এক ক্লান্ত দ্বিজ অতিথি আগমন করিলে আমরা নিজেদের জীবনসংশয় করিয়া উভয়ের যাহা কিছু খাদ্য ছিল তাহা সমস্তই উহাকে প্রদান করিলাম। ভোজনান্তে ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে, অতিথিকে অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করাতে ক্রুদ্ধ হইয়াই যেন আমার পতির প্রাণবায়ুও তাহাকে পরিত্যাগ করিল। পতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ সমুচিত চিতা প্রস্তুতকরতঃ তাহার উপর আরোহণ করিয়া আমার সমস্ত কণ্টভার তথায় ন্যস্ত করিলাম। পরে আমি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার ভার্য্যা হইয়াছি, কারণ সুকৃতিরূপ উত্তমবৃক্ষ অভাবনীয় ফল প্রসব করে।" মহিষী নৃপতি ধর্ম্মদত্তকে এই কথা বলিলে তিনি বলিলেন, "প্রিয়ে, আমিই পূর্ব্বজন্মে সেই বণিকের দেবদাস নামক ভৃত্য ছিলাম। এই মুহূর্ত্তেই আমার পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণপথে উদিত হইয়াছে।" এই বলিয়া স্বীয় অভিজ্ঞান বিজ্ঞাপ্তিপূর্ব্বক বিষণ্ণ অথচ হৃষ্ট নরপতি পত্নীসহ অচিরাৎ স্বর্গারোহণ করিলেন। (৮৮-১০২)

এই প্রকারে আমার পিতামাতা পরলোক গমন করিলে আমার মাতৃস্বসা আমাকে তাঁহার গৃহে আনয়নকরতঃ লালন পালন করিতে লাগিলেন। আমার কুমারী অবস্থাতেই একদা এক বিপ্র আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, আমার

মাতৃস্বসা আমাকে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে আদেশ করিলেন। কুন্তী দুর্বাসামুনিকে যেরূপ আদরযত্ন করিয়াছিলেন আমিও তদ্রূপ সযত্নে তাহার সেবা করিলে তিনি আমাকে যে বর প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহার ফলেই আমি তোমার মত ধার্ম্মিক পতি লাভ করিয়াছি। ধর্ম্ম হইতেই মহৎ সৌভাগ্য লাভ হয় এবং সেইজন্যই আমার পিতা ও মাতা উভয়েই রাজকুলে জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" মহিষী তারাদত্তার নিকট হইতে এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠ নরপতি কলিঙ্গদত্ত প্রত্যুত্তর করিলেন, "দেবি, সুসম্পাদিত স্বল্প ধর্ম্মকর্ম্মও যে ভূরিফলপ্রসূ হয় আমি তাহার প্রমাণস্বরূপ সপ্তদ্বিজের পুরাতন কাহিনী বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর—
(১০৩-১০৮)

দুর্ভিক্ষকালে গোমাংসখাদক সপ্তদ্বিজের কাহিনী

পুরাকালে কুণ্ডিন নগরে এক ব্রাহ্মণ উপাধ্যায়ের সপ্ত ব্রাহ্মণপুত্র শিষ্য ছিল। সেই উপাধ্যায়ের শ্বশুরের বহু গাভী ছিল এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইয়া একটি গাভী প্রার্থনা করিয়া সেই ব্রাহ্মণ শ্বশুরের নিকট তাহার শিষ্যদিগকে প্রেরণ করিল। ক্ষুৎপীড়িত শিষ্যেরা দেশান্তরবাসী ব্রাহ্মণের শ্বশুরের নিকট আগমনকরতঃ উপাধ্যায়ের আদেশমত একটি গাভী প্রার্থনা করিলে সেই কৃপণ তাহাদিগকে একটি গাভী প্রদান করিল, কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদিগকে কোন আহার্য্য প্রদান করিল না। গাভীটিকে গ্রহণ করিয়া তাহারা অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিতেই ক্ষুৎপীড়িত হইয়া শ্রান্তি-বশতঃ ভূতলে পতিত হইয়া বলিতে লাগিল, "আমাদের উপাধ্যায়ের গৃহ বহু দূরে অবস্থিত এবং অন্ন এখানে দুষ্প্রাপ্য। গৃহ হইতে এত দূরে থাকিয়া আমরা বিপন্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছি। এই গাভীটিও অরণ্যপ্রদেশে তৃণ, জল ও মনুষ্যের অভাবে নিশ্চয়ই মৃত্যুবরণ করিবে এবং উপাধ্যায়ের কোন লাভই হইবে না। সুতরাং ইহার মাংস দ্বারা ক্ষুন্নিবারণকরতঃ উদ্বৃত্ত অন্নদ্বারা উপাধ্যায় এবং তাহার পরিজনের জীবন রক্ষা করি। ঘোর আপৎকাল উপস্থিত হইয়াছে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া ঐ সপ্ত ব্রহ্মচারী শাস্ত্রোক্ত যথাবিধি ঐ পশুটিকে দেবতা ও পিতৃপুরুষদিগের নিকট নিবেদনকরতঃ উহাকে হত্যা করিয়া উহার মাংস ভক্ষণ করিল এবং উদ্বৃত্তাংশ গ্রহণকরতঃ তাহাদের উপাধ্যায়কে প্রদান করিল। তাহাকে প্রণাম করিয়া যাহা ঘটিয়াছিল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা উপাধ্যায়ের নিকট বিবৃত করিলে তিনি যদিও তাহারা অপরাধ করিয়াছে তথাপি সত্য

কথা বলিয়াছে দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিলেন। সপ্তদিবসান্তে তাহারা দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করিল কিন্তু সত্যভাষণহেতু পুনরায় জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

—"হে দেবি, এই প্রকারে শুদ্ধবারিদ্বারা সিক্ত হইয়া স্বল্প পুণ্যকার্য্যও কৃষক কর্ত্তৃক রোপিত বীজের ন্যায় সুফল প্রসব করে এবং দুষ্কর্ম্মজনিত-কার্য্য দুর্ভাগ্য উৎপাদন করে। ইহার সমর্থনে আমি একটি কাহিনী বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর—(১০৯-১২২)

একটি ব্রাহ্মণ ও একটি চণ্ডালের কাহিনী

পুরাকালে দুই তপস্বী, একটি ব্রাহ্মণ ও একটি চণ্ডাল, একই সময়ে উপবাস করিয়া গঙ্গাতীরে অবস্থান করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে মূঢ় ব্রাহ্মণ তপস্বী ক্ষুধার্ত্ত হইলে কতিপয় নিষাদকে তথায় মৎস্য আনয়ন-পূর্ব্বক আহার করিতে দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল,—"অহো! এই ধীবরেরা দাসীপুত্র হইয়াও কত সুখী। ইহারা ইচ্ছামত প্রত্যহ শফরী মাংস ভক্ষণ করে।" কিন্তু দ্বিতীয় তাপস চণ্ডাল ধীবরদিগকে দর্শনমাত্র মনে মনে চিন্তা করিল, "এই জীব হত্যাকারী, অপক্ক মাংসাশী-দিগকে ধিক, এইস্থানে অবস্থানকরতঃ কি নিমিত্ত উহাদিগের মুখ দর্শন করিব?" এইরূপ চিন্তা করিয়া সে চক্ষু নিমীলনপূর্ব্বক ধ্যানে মগ্ন হইল। কালক্রমে উপবাসে ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডালের উভয়েরই মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মণের দেহ গঙ্গাতীরে কুক্কুর কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইল এবং চণ্ডালের দেহ গঙ্গাজলে লীন হইল। আত্মসংবরণে অক্ষম সেই দ্বিজ ধীবরবংশে জন্মগ্রহণ করিল, কিন্তু সে তীর্থস্থানের প্রভাবে জাতিস্মর হইল। আত্ম-সংবরণে সক্ষম সেই প্রাজ্ঞ চণ্ডাল ঐ গঙ্গাতীরেই এক প্রাসাদে নৃপতিরূপে জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। ঐ দুই জাতিস্মরের একজন ধীবর হইয়া এবং অপরজন রাজা হইয়া পরমসুখে বাস করিতে লাগিল।

"ধর্ম্মতরুর মূল এতাদৃশ। শুদ্ধমনা ও অশুদ্ধমনা ব্যক্তি নিঃসংশয়ে যথাবিহিত ফল লাভ করে।" রাজ্ঞী তারাদত্তাকে এই কথা বলিয়া কথাপ্রসঙ্গে ভূপতি কলিঙ্গদত্ত পুনরায় তাহাকে বলিলেন, "দেবি, অসীম সাহসিক কার্য্য সুফল প্রসব করে, কারণ সাহস হইতেই সম্পদের উৎপত্তি হয়। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ আমি নিম্নোক্ত অত্যদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছি, অবধান কর—

নৃপতি বিক্রমসিংহ এবং দুই দ্বিজের কাহিনী

অবন্তী রাজ্যে মহাকাল শিবের আবাসস্থলে উজ্জয়িনী নামক ভুবন-বিখ্যাত নগরী আছে। (১২৩-১৩৫) উহার শ্বেতহর্ম্ম্যরাজি দেখিয়া মনে

হইত কৈলাস পর্ব্বতের শিখরসমূহ যেন দেবতাকে ভক্তি প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিয়াছে। শত শত নদী যেরূপে সমুদ্রে প্রবেশ করে তদ্রূপ সেই বিরাট নগরীর রাজচক্রবর্ত্তীরূপে সমুদ্রে শত শত সৈন্য-বাহিনী প্রবেশ করিয়া, অম্বুধি যে প্রকার পক্ষযুক্ত পর্বতদিগের আশ্রয়স্থল, সেই নৃপতিও তদ্রূপ মিত্র সামন্তদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। সেই নগরীর নৃপতির নাম ছিল বিক্রমসিংহ—নামেই তাহার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার শত্রুগণ মৃগেরই ন্যায় কখনও যুদ্ধে তাহার সম্মুখীন হইত না। সমররস আস্বাদন করিতে সমর্থ না হওয়ায় স্বীয় অস্ত্রশস্ত্র ও বাহুবলের উপর তাহার অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল এবং সে মনে মনে অতিশয় সন্তপ্ত বোধ করিত। নৃপতির মনোবাঞ্ছা জ্ঞাত হইয়া তাহার মন্ত্রী অমরগুপ্ত কথাপ্রসঙ্গে একদিন নৃপতিকে বলিল, 'দেব, দোর্দ্দণ্ডদর্প-বশতঃ অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণতার নিমিত্ত শত্রুর সম্মুখীন হইতে নৃপতিরা ইচ্ছুক হন, তবে তাহাদের অপরাধ ঘটিতে বিলম্ব হয় না। পুরাকালে সহস্র হস্তের গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া বাণরাজা শিবকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার নিকট যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী যাচ্ঞা করিলে শিব তাহার ইচ্ছা পূরণ করিয়াছিলেন এবং বিষ্ণু তাহার শত্রু হইয়া সমরে তাহার অসংখ্য বাহুরাজি ছেদন করিয়াছিলেন। সুতরাং যুদ্ধ করিবার সুযোগ প্রাপ্তি হয় না বলিয়া আপনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া কদাচ শক্তিমান শত্রুর আকাঙ্ক্ষা করিবেন না। অরণ্য এবং মৃগয়া আপনার অস্ত্রনৈপুণ্য ও বাহুবল প্রদর্শনের উপযুক্ত আধার। রাজাদিগের নিকট বিশেষ শ্রান্তিকর নহে বলিয়া ব্যায়ামসাধ্য এবং উত্তেজনাপ্রদ মৃগয়া অনুমোদন করা যাইতে পারে কিন্তু সমরোদ্যোগ কদাপি অনুমোদন করা যায় না। (১৩৬-১৪৬) উপরন্তু, হিংস্র জন্তু-সমূহ পৃথিবী জনশূন্য করিতে ইচ্ছা করে বলিয়া নৃপতি তাহাদিগকে হত্যা করিবেন এই নিমিত্ত মৃগয়া অনুমোদন করা যায়। কিন্তু নির্ব্বিচারে বন্যজন্তুর পশ্চাদ্ধাবন করাও সমুচিত নহে। পাণ্ডু প্রমুখ বহু নরপতি পুরাকালে অতিরিক্ত মৃগয়াব্যসনাসক্তির নিমিত্ত বিনষ্ট হইয়াছিলেন।" বুদ্ধিমান মন্ত্রী অমরগুপ্তের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা তাহা অনুমোদন-করতঃ কহিলেন, 'আমি তাহাই করিব।' পরদিবস নৃপতি, অশ্ব, পদাতিক ও সারমেয়সহ মৃগয়ার্থে নগরী হইতে নির্গত হইলেন। মৃগয়াস্থল চতুর্দ্দিকে শত শত জালে আবৃত হইল এবং শিকারীবৃন্দের আনন্দ-কলরোলে আকাশ মুখরিত হইল। যখন রাজা গজপৃষ্ঠে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন তখন তিনি নগরপ্রাকারের বহির্দ্দেশে অবস্থিত একটি

জনশূন্য মন্দিরে দূর হইতে দুইজন ব্যক্তিকে একত্রে উপবিষ্ট অবস্থায় দর্শন করিলেন। উহারা হয়ত পরস্পর নির্জ্জন অবসরে কোন বিষয় আলোচনা করিতেছে—রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া, যে অরণ্যে মৃগয়া করিবেন, তথায় গমন করিলেন। তথায় উদ্যত খড়্গ, বৃদ্ধ ব্যাঘ্র, সিংহনাদ, অপূর্ব্ব নৈসর্গিক শোভা ও হস্তিরাজি দর্শন করিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন। গজহত্যাকারী সিংহদিগকে হত্যা করিলে তাহাদের নখরচ্যুত গজমুক্তারাজিতে ধরণী আবৃত হইল। মনে হইল যেন ঐ মুক্তারাজি তাহারই শৌর্য্যবীর্য্যের প্রতীক। (১৪৭-১৫৫) বক্রগতিতে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক মৃগসমূহ তাহার পথে বক্রভাবে উপস্থিত হইলে তিনি তাহার অবক্রগামী শরদ্বারা তাহাদিগকে বিদ্ধ করিয়া হর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। অনুচরেরা শ্রান্ত হওয়ায় তিনি বহুক্ষণ মৃগয়াসুখ ভোগকরতঃ ধনুকের জ্যা শিথিল করিয়া উজ্জয়িনী নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথায় বহির্গমন করিবার সময় তিনি যে দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন তাহাদিগকে তদবস্থায় পুনরায় মন্দিরে দেখিতে পাইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, “ইহারা কে ? এতক্ষণ কি বিষয় আলোচনা করিতেছে ? ইহারা নিশ্চয়ই রহস্যালাপী গুপ্তচর হইবে।” এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি প্রতীহারকে প্রেরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিজ সমীপে আনয়নকরতঃ কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। পরদিবস তাহাদিগকে ধর্ম্মাধিকরণে আনয়নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা কে এবং কেনই বা এত দীর্ঘকাল আলোচনা করিতেছিলে ?” স্বয়ং নৃপতি কর্ত্তৃক এইরূপে পৃষ্ট হইলে তাহারা নৃপতির নিকট প্রাণভিক্ষা করিল এবং তাহাদের মধ্যে একটি যুবক বলিতে আরম্ভ করিল, “দেব, যাহা ঘটিয়াছে আনুপূর্ব্বিক তাহা আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি।

“আপনার এই নগরীতেই করভক নামক এক বিপ্র বাস করিতেন। (১৫৬-১৬৩) ভবদ্দৃষ্ট এই আমিই সেই বেদবিৎ ব্রাহ্মণের পুত্র। পিতা বীর সন্তানপ্রাপ্তির নিমিত্ত অগ্নিদেবের উপাসনা করিয়াছিলেন। পিতা স্বর্গত হইলে এবং পত্নী তাঁহার অনুগমন করিলে বান্ধবহীনবিধায়, যদিও বহু বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলাম তথাপি অল্পবয়স্ক হওয়ায় বংশোচিত পথ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। আমি দ্যূতক্রীড়া ও শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইতে সচেষ্ট হইলাম। গুরুর শাসনবর্জ্জিত কোন্ বালক উচ্ছৃংখল না হয় ? শৈশবকাল এই প্রকারে অতিবাহিত করিয়া স্বীয় শৌর্য্যে অতিমাত্রায় আস্থাবশতঃ একদা ধনুর্বিদ্যাচর্চ্চার নিমিত্ত আমি অরণ্যে প্রবেশ

করিয়াছিলাম। যখন আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলাম তখন নগরী হইতে বরের বহু অনুচরে পরিবৃত হইয়া একটি বধূ চতুর্দ্দোলায় তথায় আগত হইল। তখন অকস্মাৎ কোথা হইতে যেন একটি হস্তী শৃংখল ভঙ্গ করিয়া তন্মুহূর্ত্তে বধূটিকে মদান্ধ হইয়া আক্রমণ করিল। গজভয়ে ভীত হইয়া কাপুরুষ অনুচরেরা এবং বধূটির স্বামী তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দিগ্‌বিদিকে পলায়ন করিল। এতদ্দৃষ্টে আমি উত্তেজিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, 'ঐ ক্লীবেরা এই দুর্ভাগা রমণীটিকে একাকী রাখিয়া কি প্রস্থান করিল? এই অসহায়া রমণীটিকে গজের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেই হইবে। বিপন্নকে ত্রাণ করিতে প্রযুক্ত না হইলে প্রাণ অথবা শৌর্য্যের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?' এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি চিৎকার করিতে করিতে ঐ বৃহদাকার গজের দিকে ধাবিত হইলাম। তখন হস্তীটি রমণীটিকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে আক্রমণ করিল। অতঃপর আমি সেই ভয়ার্ত্তা নারীর চক্ষুর সম্মুখে চিৎকারকরতঃ ধাবিত হইয়া হস্তীটিকে দূরে লইয়া গেলাম। তথায় বহু পত্রাচ্ছাদিত একটি ভঙ্গ শাখা দ্বারা নিজেকে আবৃত করিয়া বৃক্ষের মধ্যদেশে আরোহণ করিলাম। বৃক্ষশাখাটি সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক বক্রগতিতে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে হস্তী বৃক্ষশাখাটিকে পদদলিত করিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিল। (১৬৪-১৭৬) আমি শীঘ্র সেই ত্রস্তা রমণীর নিকট গমনপূর্ব্বক সে কোথাও আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম। আমাকে দর্শন করিয়া সে ভীতা হওয়া সত্ত্বেও সহর্ষে বলিল, 'এই কাপুরুষের হস্তে পতিত হইয়া কি করিয়া বলিব যে আমি আহত হই নাই? সে ত আমাকে এই অবস্থায় রাখিয়া কোথাও না কোথাও পলায়ন করিয়াছে, কিন্তু আপনার কোনও অনিষ্ট হয় নাই দেখিয়া আমি সুস্থ বোধ করিতেছি। আমার স্বামী আমার কেহই নহে। এখন হইতে যিনি প্রাণের মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সেই আপনিই আমার পতি। ঐ যে আমার স্বামী সানুচর আগমন করিতেছেন। ধীরে ধীরে আমাদের পশ্চাদানুসরণ করুন। সুযোগমত আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া একত্রে কোথাও পলায়ন করিব।' তাহার এই বাক্যে আমি সম্মত হইলাম। আমার চিন্তা করা উচিত ছিল যে, 'এই সুরূপা যদিও আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে তথাপি সে পরস্ত্রী, উহাকে গ্রহণ করিয়া আমি কি করিব?' কিন্তু ইহা ধৈর্য্যাবলম্বীর আত্মসংবরণের কথা, যুবমনোচিত নহে।

ক্ষণকাল অতিক্রান্ত হইতেই তাহার স্বামী আগত হইয়া কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসান্তে, সে পতি ও অনুচরদিগের সহিত পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিল এবং আমি অলক্ষ্যে গোপনে তদ্‌প্রদত্ত ভোজ্যাদি ও পাথেয় গ্রহণকরতঃ দূরে অবস্থান করিয়া তাহার দীর্ঘ পথযাত্রার সাথী হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। (১৭৭-১৮৫) সে হস্তীর আক্রমণে পতিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে বেদনার মিথ্যা ছল করিয়া পতিকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিল না। অন্তরে গাঢ় বিষ সঞ্চিত করিয়া কোন্‌ রমণী আহত হইয়া ভুজঙ্গিনীর ন্যায় প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে উদ্যত না হয়? ক্রমে ক্রমে আমরা সেই বাণিজ্যোপজীবী পতির গৃহ যেস্থানে অবস্থিত ছিল সেই লোহনগরপুরীতে সমাগত হইলাম। সেই দিবস নগর প্রাকারের বহির্দ্দেশে অবস্থিত একটি মন্দিরে অবস্থান করিবার সময় আমার মিত্র এই দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। যদিও পূর্ব্বে আমাদের কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই, তথাপি প্রথম দর্শনেই পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস জন্মিল। জন্তুদিগের পূর্ব্বজন্মের মিত্রতার কথা স্মরণে থাকে। আমি তাহার নিকট আমার গুপ্তরহস্য বিবৃত করিলে তদ্‌শ্রবণে সে স্বেচ্ছায় আমাকে বলিল, 'বিষয়টি গোপন রাখিও। তোমার এইস্থানে আগমনের উদ্দেশ্য যাহাতে সফল হয় আমি তাহার একটি উপায় অবগত আছি। এই রমণীর পতির ভগিনী আমার পরিচিতা। সে ধনরত্নাদিসহ আমার সহিত এইস্থান হইতে পলায়ন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং তাহার সহায়তায় তোমার কর্ম্মসিদ্ধির ব্যবস্থা করিব।'

এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রস্থানকরতঃ গোপনে বণিকপত্নীর ননদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে পরদিবস ভ্রাতৃজায়ার সহিত পরামর্শ করিয়া সেই ননদিনী সেই মন্দিরে প্রবেশ করিল। আমরা যখন তথায় অবস্থান করিতেছিলাম তখন সেই রমণী একদা মধ্যাহ্নে আমার বন্ধুকে ভ্রাতৃজায়ার পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশকরতঃ ছদ্মবেশে সজ্জিত তাহাকে সেই নগরীতে ভ্রাতার গৃহে লইয়া গেল। বণিকবধূকে পুরুষের বেশে সজ্জিত করিয়া আমি তাহার সহিত মন্দির হইতে পলায়নকরতঃ অবশেষে এই উজ্জয়িনী নগরীতে সমাগত হইয়াছি। (১৮৬-১৯৮) যখন উৎসবান্তে মত্তগৃহবাসীগণ সুপ্ত ছিল তখন তাহার ননদিনী আমার বন্ধুর সহিত সেই গৃহ হইতে পলায়ন করিল। অতঃপর গোপনে ভ্রমণ করিতে করিতে তাহারা এই নগরীতে আগমনপূর্ব্বক আমাদের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই প্রকারে আমরা উভয়ে উগ্রযৌবনবতী ননদিনী এবং তাহার

ভ্রাতৃজায়াকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহারা আমাদিগের নিকট অনুরাগে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। হে দেব, আমরা কোথাও অবস্থান করিতে ভীত হইতেছি, কারণ অসমসাহসিক কার্য্য সমাপনান্তে কে নিরুদ্বেগ থাকিতে সমর্থ হয়? গতকল্য আমরা দুইজন যখন কোথায় অবস্থান করিব এবং কি প্রকারে বিত্তোপার্জ্জন করিব এই কথা আলোচনা করিতেছিলাম তখন হে দেব, আপনি দূর হইতে দেখিতে পাইয়া গুপ্তচর সন্দেহে আমাদিগকে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অদ্য আপনি আমাদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত প্রশ্ন করিলে তাহা আপনার নিকট নিবেদন করিলাম। এক্ষণে আপনার ইচ্ছামত আমাদের ব্যবস্থা করুন।" তাহাদের মধ্যে একজন এই কথা বলিলে নৃপতি বিক্রমসিংহ দ্বিজদ্বয়কে বলিলেন, 'আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা এই নগরীতেই অবস্থান কর। আমি তোমাদিগকে বহু ধন প্রদান করিব'—এই কথা বলিয়া রাজা তাহাদিগকে বহু বিত্ত প্রদান করিলেন এবং তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে ভার্য্যাসহ নৃপতির সহিত বাস করিতে লাগিল।

এইরূপে শুভাশুভ-নিরপেক্ষ কর্ম্ম সাধন করিলে তাহা যদি সাহসিকতা-পূর্ণ হয় তবে শ্রীলাভ হয় এবং নৃপতিরা সন্তুষ্টচিত্তে সাহসীদিগকে পুরস্কৃত করেন। এই প্রকারেই সুরাসুর সমন্বিত এই সৃষ্ট জগৎ এই জন্মে অথবা পূর্ব্বজন্মে সম্পাদিত সৎ অথবা অসৎ কর্ম্মের ফলভোগ করে। সুতরাং হে দেবি, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। স্বপ্নে স্বর্গ হইতে পতিত যে অগ্নিশিখাকে তোমার গর্ভে প্রবেশ করিতে দর্শন করিয়াছ তিনি নিশ্চয়ই কোন দেবাংশ সম্ভূত হইবেন, যিনি সম্প্রতি স্বীয় কর্ম্মফলে তোমার উদরে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন।" স্বীয় পতি কলিঙ্গদত্তের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া গর্ভবতী রাজ্ঞী তারাদত্তা পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। (১৯৯-২১১)

—ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের মদনমঞ্চুকা লম্বকের
প্রথম তরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্লোক সংখ্যা—২১১
ক্রমিক সংখ্যা—৪৪২৫

দ্বিতীয় তরঙ্গ

অতঃপর তক্ষশীলাধিপতি কলিঙ্গদত্তের ভার্য্যা রাজ্ঞী তারাদত্তা গর্ভ-ভারে প্রপীড়িতা হইলেন। পূর্ব্বগগনে উদীয়মানা চন্দ্রলেখার ন্যায় আসন্নপ্রসবা পাণ্ডুরমুখী রাজ্ঞীর নয়নতারকা তরলতা প্রাপ্ত হইল। শীঘ্রই তাহার একটি অনুপম সৌন্দর্য্যশালিনী কন্যা হইল—মনে হইল ইহা বিধাতার সর্ব্বোত্তম বস্তু সৃষ্টি করিবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভূতপিশাচাদি হইতে রক্ষার নিমিত্ত যে প্রদীপ প্রজ্বলিত ছিল তাহাকে সে স্বীয় সৌন্দর্য্য দ্বারা ম্লান করিয়াছিল, মনে হইল কন্যার পরিবর্ত্তে অনুরূপ সৌন্দর্যশালী পুত্র না হওয়াতে দীপাবলী যেন ম্রিয়মান হইয়াছে। সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও উহার ন্যায় সুন্দর পুত্রলাভে বঞ্চিত হওয়াতে তাহার পিতা নৃপতি কলিঙ্গদত্ত নিরাশ হইয়াছিলেন। যদিও তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে ঐ কন্যা দেবাংশসম্ভূতা তথাপি পুত্রলাভের কামনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার বিষাদ জন্মিয়াছিল, কারণ কন্যা যেন একতাল শোক, আর পুত্র যেন মূর্ত্তিমান আনন্দ। বিষাদক্লিস্ট হইয়া নৃপতি প্রাসাদ হইতে বহির্গমন-পূর্ব্বক বহু বুদ্ধমূর্ত্তিসমন্বিত একটি বিহারে প্রবেশ করিলেন। বিহারের একপ্রান্তে জনমধ্যে উপবিষ্ট একজন ধর্ম্মপ্রচারক ভিক্ষুকে তিনি এইরূপ বলিতে শ্রবণ করিলেন, 'লোকে বলে যে এই পৃথিবীতে ধনদান অতিশয় মহৎ কার্য্য। ধনদাতাকে প্রাণদাতা বলা যাইতে পারে, কারণ ধনের দ্বারা প্রাণধারণ করা হয়। করুণাকুলচিত্ত বুদ্ধ নিজেকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া স্বীয় জীবন পরার্থে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ধন ত কত হীন-বস্তু। এইরূপ কঠোর তপশ্চর্য্যা দ্বারা কামনাহীন ও বীতস্পৃহ হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভকরতঃ তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বার্থহীন হইয়া এমন কি স্বীয় দেহ বিসর্জ্জন করিয়াও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরহিতকর কর্ম্ম সম্পাদনকরতঃ সম্যক সম্বোধি লাভ করেন।' (১-১২)

সপ্ত রাজকুমারীর কাহিনী

বহু পূর্ব্বে কৃত নামক নৃপতির পর পর সপ্ত সুন্দরী কন্যার জন্ম হইল। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাহারা শৈশবেই পিতৃগৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্মশানে গমন করিল এবং পরিজনেরা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে

তাহারা বলিল, 'এই সংসার অসার। এই দেহ, প্রিয়জনসহ মিলনসুখ ইত্যাদি স্বপ্ন বিভ্রম। কেবলমাত্র পরহিতব্রতই এই সংসারের সার পদার্থ। আমাদের দেহদ্বারা অস্মৎসদৃশ প্রাণীদিগের মঙ্গলসাধন করা যাক, এই সুকুমার দেহের কি প্রয়োজন? দেহে জীবন থাকিতেই শ্মশানের আমমাংস-ভোজী রাক্ষসদিগের নিকট এই দেহ নিক্ষেপ করিব।'

স্বীয় চক্ষু উৎপাটনকারী রাজকুমারীর কাহিনী

পুরাকালে এক রাজপুত্র সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া কান্তিমান্ যুবাপুরুষ হওয়া সত্ত্বেও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিল। একদা সেই ভিক্ষু কোন বণিক-গৃহে প্রবেশ করিলে তরুণী বণিকপত্নী তাহার পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত চক্ষু নিরীক্ষণ করিয়া সেই অক্ষিসৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বলিল, 'আহা, তোমার ন্যায় সুন্দর পুরুষ এইরূপ কষ্টকর ব্রত কেন গ্রহণ করিয়াছে? তোমার ঐ নয়নের দৃষ্টি যে রমণীর উপর পতিত হইবে সে ধন্য হইবে।' রমণী কর্তৃক এইরূপে পৃষ্ট হইয়া ভিক্ষু তাহার একটি চক্ষু উৎপাটন-করতঃ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া বলিল, 'মাতঃ, এই চক্ষু কি বস্তু তাহা দর্শন কর। যদি পছন্দ হয় তবে এই রক্তমাংসের ঘৃণ্যপিণ্ড গ্রহণ কর। অন্য চক্ষুটিও এই প্রকারই। ইহাতে আকৃষ্ট হইবার কি আছে?' সে এই কথা বলিলে বণিকবধূটি বিষাদগ্রস্ত হইয়া বলিল, 'হায়! হায়! আমি দুর্ভাগা, কি অপকর্মই না করিলাম! তোমার চক্ষুৎপাটনের হেতু হইলাম।' ভিক্ষু এইকথা শ্রবণ করিয়া বলিল, 'মাতঃ, শোক করিও না, কারণ তুমি আমার বরং উপকারই করিয়াছ।' দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি কাহিনী বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর—(১৩-২৫)

ক্রোধবিজয়ী তপস্বীর কাহিনী

পুরাকালে জাহ্নবীতীরে এক সুরম্য উপবনে এক যতি ছিলেন, তিনি কঠিন তপশ্চর্যায় নিরত হইলে কোন এক নৃপতি অন্তঃপুরচারিণীদিগের সহিত তথায় আনন্দ সম্ভোগ করিতে আগমন করিল। বিহারান্তে মত্ত নৃপতি নিদ্রিত হইলে তাহার পার্শ্ব হইতে উত্থিত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ-করতঃ চপলমতি রাজ্ঞীগণ উদ্যানেই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। উদ্যানের এক প্রান্তে তপশ্চর্যায় রত যতিকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহারা সৌৎসুক্যে তাঁহার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া, 'এই পুরুষটি কে হইতে'

পারে,'—তাহাই জল্পনা করিতে লাগিল। তাহারা বহুক্ষণ তথায় অবস্থান করিলে নৃপতি জাগ্রত হইয়া পার্শ্বে ভার্য্যাদিগকে দেখিতে না পাইয়া উদ্যানের সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিতে লাগিল। অতঃপর তাহাদিগকে তপস্বীর চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া রাজা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাকে খড়্গদ্বারা আঘাত করিল। ঐশ্বর্য্য, ঈর্ষ্যা, নির্ম্মমতা, পাপোন্মত্ততা, এবং অবিবেচকিতা প্রত্যেকে একাকী কি দুষ্কর্ম্মই না সাধন করিতে পারে! কিন্তু একত্রিত হইলে তাহারা পঞ্চাগ্নির ন্যায় কি ভীষণ রূপই না ধারণ করে! নৃপতি প্রস্থান করিলে অঙ্গ আহত হওয়া সত্ত্বেও যতি ক্রোধান্বিত হইলেন না প্রত্যক্ষ করিয়া একজন দেবতা আগমনকরতঃ তাহাকে বলিলেন, -'হে মহাত্মন্, আপনি যদি ইচ্ছা করেন তবে যে দুরাত্মা ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার এই অবস্থা করিয়াছে, আমি স্বীয় শক্তিবলে তাহাকে বধ করিতে পারি।' এই কথা শ্রবণ করিয়া তপস্বী তাহাকে বলিলেন, 'হে দেবি, আপনি ঐরূপ বাক্য উচ্চারণ করিবেন না। কারণ ঐ ব্যক্তি আমার ধর্ম্মাচরণের সহায় হইয়াছে। আমার কোন অনিষ্টসাধন করে নাই। উহার কৃপায় আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছি। ঐ ব্যক্তি এইরূপ আচরণ না করিলে আমি কাহার প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন করিতে সমর্থ হইতাম? এই নশ্বর দেহের নিমিত্ত কোন্ মনস্বী কোপ প্রদর্শন করিবেন? প্রিয় ও অপ্রিয়কে সমানভাবে ক্ষমা করিতে যে সমর্থ সে ব্রহ্মত্ব লাভ করে।' যতির এই বাক্যে দেবী সন্তুষ্ট হইয়া তাহার দেহের আঘাত নিরাময়করতঃ অন্তর্হিতা হইলেন। (২৬-৩৮)

"হে মাতঃ, সেই তপস্বী যেরূপ সেই নৃপতিকে উপকারী জ্ঞান করিয়াছিল, তুমিও সেই প্রকার আমার চক্ষু উৎপাটন করাইয়া আমার তপঃ-শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছ। বিনতা বণিকবধূকে এই কথা বলিয়া আত্মসংবরণ-কারী সুকুমারকান্তি তপস্বী সিদ্ধিলাভ করিল।

সুতরাং সুন্দরী যৌবনবতী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের এই নশ্বরদেহের প্রতি কেন আকর্ষণ থাকিবে? প্রাজ্ঞদিগের মতে এই দেহ স্বজাতির উপ-কারার্থেই নিয়োজিত হওয়া উচিত। এই নিসর্গসুখস্থান শ্মশানেই শ্মশানবাসী প্রাণীদিগের উপকারার্থে আমাদের দেহ ত্যাগ করিব।"—অনুচরদিগকে এই কথা বলিয়া তদ্রূপ কার্য্য সম্পাদনকরতঃ সেই সপ্ত রাজকুমারী সিদ্ধিলাভ করিল।

ধীমানেরা নিজেদের শরীরের উপর কোনও মমত্ববোধ করেন না, পুত্র কলত্রাদির ত কথাই নাই- তাহারা তৃণরাশিসম।—সেই বিহারস্থ ধর্ম্মপ্রচারকের নিকট এইরূপ বাক্যাদি শ্রবণকরতঃ তথায় দিবসযাপন করিয়া নৃপতি

কলিঙ্গদত্ত নিজ প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথায় তিনি পুনরায় কন্যার জন্মশোকে মুহ্যমান হওয়াতে প্রাসাদস্থ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিল, 'কন্যারত্ন লাভ করিয়া রাজন্, আপনি বিমনা হইয়াছেন কেন? পুত্র হইতেও প্রিয়তরা কন্যা ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ উৎপাদন করে। রাজ্যলোভী পুত্রলাভের নিমিত্ত নৃপতিদিগের এই প্রকার ব্যগ্রতা কেন? তাহারা কুলীরের (কাঁকড়ার) ন্যায় স্বীয় পিতৃগণকেও ভক্ষণ করে। কুন্তিভোজ প্রমুখ নৃপতিরা কুন্তী প্রভৃতি কন্যাদিগের গুণে দুর্ব্বাসা ইত্যাদি দুর্দ্দান্ত মুনিদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। কন্যার বিবাহ প্রদান করিয়া পরলোকের নিমিত্ত যে পুণ্য অর্জ্জন করা যায় পুত্রের নিকট হইতে কি তদনুরূপ সুফল আশা করা যায়? আপনাকে সুলোচনার বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন—(৩৯-৫০)

সুলোচনা এবং সুষেণের কাহিনী

ত্রিকূট পর্ব্বতে সুষেণ নামক নরপতি বাস করিতেন। শিবের প্রতি ঈর্ষ্যাবশতঃই বিধাতা যেন দ্বিতীয় কামদেবরূপে তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পর্ব্বতের পাদদেশে সে এমন একটি দিব্য উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিল যে দেবতাদের নন্দনবনের প্রতিও অবজ্ঞা জন্মিয়াছিল। তাহার মধ্যে সে প্রফুল্লউৎপলশোভিত একটি বাপী নির্ম্মাণ করিয়াছিল, যাহা লক্ষ্মীদেবীর লীলাকমলের আকর হইয়াছিল। এই সরোবরে উত্তম রত্নখচিত সোপানাবলীতটপ্রান্তে ভার্য্যাহীন নরপতি কখনও কখনও বিহার করিতেন, কারণ তাঁহার যোগ্যপাত্রীর অভাব ছিল। একদা সুরসুন্দরী রম্ভা ইন্দ্রপুরী হইতে বহির্গত হইয়া আকাশমার্গে স্বেচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় উপনীত হইয়া বিকশিত কুসুমপূর্ণ সেই উদ্যানে মূর্ত্তিমান বসন্তের ন্যায় সেই নৃপতিকে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে দেখিতে পাইল। সে বলিল, 'ইনি কি স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ চন্দ্র যিনি লক্ষ্মীদেবীর অন্বেষণে পদ্মরাজিশোভিত সরোবরে অবতরণ করিয়াছেন? কিন্তু তাহা হওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ এই বীরপুরুষের সৌভাগ্যশ্রী কখনও অস্তমিত হইবার নহে। ইনি নিশ্চয়ই পুষ্প অন্বেষণরত পুষ্পধন্বা হইবেন। কিন্তু ইঁহার সহচারিনী রতি কোথায় গমন করিয়াছেন?' উৎসুকা রম্ভা এই প্রকারে তাঁহার বর্ণনা করিয়া আকাশ হইতে অবতরণকরতঃ মানুষীরূপে নৃপতির নিকট গমন করিলে তিনি সহসা তাহাকে তৎসমীপে আগমন করিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে মনে মনে চিন্তা

করিলেন, 'অবিশ্বাস্য রূপসী ইনি কে হইতে পারেন ? ইঁহাকে মানুষী বলিয়া মনে হয় না, কারণ ইঁহার চরণ ধূলি স্পর্শ করিতেছে না এবং ইঁহার চক্ষুর নিমেষ পড়িতেছে না। ইনি নিশ্চয়ই কোন দেবী হইবেন। ইঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিব না, কারণ তবে হয়ত ইনি আমার নিকট হইতে পলায়ন করিবেন। দেবতারা কখনও কখনও নরদিগকে সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন এবং নিজেদের গুপ্তরহস্য প্রকাশ করিতে পরাঙ্মুখ থাকেন।' নৃপতি যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন তখন রম্ভা তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিল এবং ক্রমে ক্রমে তাহা এতদূর অগ্রসর হইল যে রাজা তৎক্ষণেই তথায় তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন। সেই অপ্সরার সহিত নৃপতি বহুক্ষণ তথায় কেলিরত থাকিলে সে স্বর্গের কথা বিস্মৃত হইল। প্রেম জন্মভূমি হইতেও প্রিয়তর। বৃক্ষে রূপান্তরিত তাহার সখী যক্ষিনীদিগের প্রসাদে নৃপতিরাজ্য মেরুশৃঙ্গরাজিপূর্ণ স্বর্গের ন্যায় সুবর্ণমণ্ডিত হইয়াছিল। কালক্রমে সেই উত্তমা অপ্সরা গর্ভবতী হইয়া রাজা সুষেণের একটি অনন্যাসুন্দরী কন্যা প্রসব করিল। প্রসবান্তেই সে নরপতিকে বলিল, 'রাজন, আমার প্রতি যে অভিশাপ ছিল আমি সম্প্রতি তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছি। (৫১-৬৭) আমি দিব্যাঙ্গনা রম্ভা। তোমার সাক্ষাৎলাভ করিয়াই তোমার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়াছিলাম। সন্তান প্রসব করিয়াছি এবং এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে গমন করিতে হইবে। ইহাই দিব্যজনের রীতি। এই কন্যাকে সযত্নে পালন করিবে। ইহার বিবাহ হইলে আমরা পুনরায় দিব্যধামে মিলিত হইব।' অপ্সরা রম্ভা এই কথা বলিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রস্থান করিল এবং শোকার্ত্ত নৃপতি জীবন ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তখন তাঁহার সচিবেরা তাঁহাকে বলিল, 'শকুন্তলাকে জন্মদানপূর্ব্বক মেনকা অন্তর্হিতা হইলে বিশ্বামিত্র কি নিরাশ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন ?' এই প্রকার নানারূপ বাক্য দ্বারা প্রবোধিত হইয়া নৃপতি ক্রমে ক্রমে শান্ত হইয়া ধৈর্য্য ধারণ করিলেন এবং যে কন্যা পত্নীর সহিত তাহার পুনর্মিলন ঘটাইবে তাহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দুহিতার সুন্দর নয়নের নিমিত্ত অনুরক্ত রাজা তাহার নাম রাখিলেন সুলোচনা। (৬৮-৭৩)

কালক্রমে সে যৌবনপ্রাপ্তা হইলে কাশ্যপবংশীয় বৎসমুনি তাহাকে কোনও উদ্যানে যদৃচ্ছা ভ্রমণরতা দেখিতে পাইল। তপোরাশি দ্বারা

পরিপূরিত হইলেও সে নৃপাত্মজাকে দর্শনমাত্রই প্রেমাসক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'অহো! এই কুমারী কি অপরূপ সৌন্দর্য্যশালিনী! ইহাকে ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত না হইলে আমার তপশ্চর্য্যার কি ফল?' সে যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিল, তখন ঐ উজ্জ্বলতেজা যুবক তপস্বীকে দর্শন করিয়া সুলোচনার মনে হইল অগ্নিদেব যেন ধূমমুক্ত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাহার হস্তে জপমালা ও কমণ্ডলু দর্শন করিয়া সেও প্রেমাসক্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'এই শান্ত কমনীয় ব্যক্তি কে হইতে পারেন?' তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে পতিরূপে বরণ করিবার নিমিত্তই যেন সে তাহার নীলকমলসদৃশ অক্ষিমালা তাহার গাত্রে নিক্ষেপকরতঃ তপস্বীকে প্রণাম করিল। সুরাসুরের দুর্লঙ্ঘ্য মন্মথ মুনির হৃদয় অধিকার করিল এবং মুনি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল, 'তোমার পতি লাভ হউক।' মুনিবরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সেই রমণীর লজ্জা লুপ্ত হইয়াছিল এবং সে নতনেত্রে তাহাকে বলিল, 'হে বিপ্র, যদি আপনার এইরূপই অভিলাষ হইয়া থাকে এবং আমাকে যদি উপহাস না করিয়া থাকেন তবে আমার পিতা নৃপতিকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনিই আমাকে দান করিতে সমর্থ।' পরিজনদিগের নিকট হইতে তাহার জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া মুনিবর কুমারীর পিতা নৃপতি সুষেণের নিকট তাহার পাণিপ্রার্থনা করিল। সেই যুবক-মুনির দেহসৌন্দর্য্যে এবং তপশ্চর্য্যায় অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হইয়া অতিথিসৎকারপূর্ব্বক রাজা তাহাকে বলিলেন, 'ভগবন্ আমার এই দুহিতা অপ্সরা রম্ভা কর্ত্তৃক প্রসূতা, এবং কন্যার বিবাহান্তে তাহার সহিত আমি স্বর্গে পুনর্মিলিত হইব। দিব্যধামে প্রস্থানের সময় রম্ভা আমাকে এই কথা বলিয়াছিল। এখন কি করা কর্ত্তব্য তাহা নিরূপণ করুন।' এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনি ক্ষণকাল চিন্তা করিল, 'তপস্বী রুরু কি মেনকার কন্যা সর্পদষ্টা প্রমদ্বারাকে স্বীয় জীবনের অর্দ্ধাংশ প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিলেন না? বিশ্বামিত্র কি ব্যাধ ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন না? সুতরাং সেইমত আমার তপস্যার কিয়দংশ এই বিষয়ে ব্যয় করিব না কেন?'' এইরূপ চিন্তা করিয়া মুনি বলিল, 'সহজেই এই কার্য্য সম্পাদন করা যাইবে, এবং উচ্চরবে বলিতে লাগিল, হে দেবতাগণ, আপনারা শ্রবণ করুন, আমার তপশ্চর্য্যার অংশ দ্বারা এই ভূপতি সশরীরে স্বর্গে গমনপূর্ব্বক রম্ভাকে লাভ করুন।' মুনি সকলের সমক্ষে এই কথা বলিলে

আকাশ হইতেও স্পষ্ট প্রত্যুত্তর শ্রুত হইল, 'তাহাই হউক।' অতঃপর নৃপতি কশ্যপবংশীয় বৎসমুনির হস্তে দুহিতা সুলোচনাকে সম্প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তথায় তিনি দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্র কর্তৃক ভার্য্যারূপে প্রদত্তা দৈবভাবপ্রাপ্তা রম্ভার সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। (৭৪-৯৩)

হে রাজন্, এই প্রকারে কন্যা হইতে নৃপতি সুষেণের সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হইয়াছিল। আপনাদের মত পুরুষদিগের গৃহেই এই কন্যারা জন্মগ্রহণ করে। এই কন্যাও তদ্রূপ অভিশপ্ত কোনও দিব্যাঙ্গনা হইবে। সুতরাং, হে রাজন্, এই কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া শোক করিবেন না।" তাহার গৃহে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত দ্বিজের নিকট হইতে এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া নৃপতি কলিঙ্গদত্ত শোকপরিত্যাগপূর্ব্বক শান্ত হইলেন। তিনি শশিকলার ন্যায় সুন্দরী নয়নানন্দদায়িকা প্রিয়া কন্যার নামকরণ করিলেন, 'কলিঙ্গসেনা।' রাজকুমারী কলিঙ্গসেনা সখী পরিবৃতা হইয়া পিতৃগৃহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং শৈশব সমুদ্র আলোড়িত করিয়া প্রাসাদে এবং প্রাসাদ-উদ্যানে ক্রীড়ারসে মত্ত তরঙ্গবৎ বাস করিতে লাগিল।

একদা মায়াসুরের কন্যা সোমপ্রভা আকাশমার্গে গমন করিবার সময় তাহাকে হর্ম্ম্যশীর্ষে ক্রীড়ারতা অবস্থায় দেখিতে পাইল। আকাশ হইতে তাহার মুনিমানসমোহিনী রূপ দর্শন করিয়া প্রীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, চন্দ্রের ন্যায় সৌম্যদর্শনা এই রাজকুমারী কে? দিবাভাগেও ইহাকে প্রভাময়ী দেখা যাইতেছে কেন? যদি বালিকা রতি হইয়া থাকে তবে কামদেব কোথায়? আমার মনে হইতেছে এই কুমারী নিশ্চয়ই কোন দিব্যাঙ্গনা হইবে। অভিশপ্তা হইয়া রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমার ধারণা, ইহার পূর্ব্বজন্মে আমি ইহার সখী ছিলাম। আমার হৃদয় ইহার প্রতি অতিশয় স্নেহবশতঃ আমাকে এই কথা বলিতেছে। সুতরাং পুনরায় ইহাকে আমার সখীত্বে বরণ করা সমুচিত হইবে।"—এইরূপ চিন্তা করিয়া কুমারী যাহাতে সন্ত্রস্ত না হয় এবং আশ্বস্তা হয় তন্নিমিত্ত আকাশ হইতে সে অলক্ষিতে অবতরণপূর্ব্বক মনুষ্য কন্যারূপ ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে কলিঙ্গসেনার সমীপে আগমন করিল। তাহাকে দর্শন করিয়া কলিঙ্গসেনা চিন্তা করিল, 'কি আশ্চর্য্য! অদ্ভুত রূপশালিনী এক রাজকুমারী স্বেচ্ছায় আমাকে দর্শন করিতে আগমন করিয়াছেন। ইনি আমার উপযুক্তা সখী হইবেন।' অতঃপর সে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সাদরে সোমপ্রভাকে আলিঙ্গন করিল। অচিরে তাহাকে আসন প্রদান করিয়া তাহার নাম ও বংশপরিচয় জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে সোমপ্রভা তাহাকে বলিল, "ধৈর্য্যাবলম্বন কর,

আমি তোমাকে সমস্তই বলিব।" কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে হস্তোপরি হস্ত ন্যস্ত করিয়া সখীত্বে আবদ্ধা হইলে সোমপ্রভা বলিল, 'সখি, তুমি রাজকন্যা। রাজপুত্রদিগের সহিত মিত্রতা রক্ষা করা সুকঠিন, কারণ তাহারা স্বল্পদোষেই ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে। এই প্রসঙ্গে আমি তোমার নিকট রাজপুত্র ও বণিকপুত্রের কাহিনী বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর।' (৯৪-১১২)

রাজপুত্র ও তাহার জীবনরক্ষাকারী বণিকপুত্রের কাহিনী

পুষ্করাবতী নগরীতে গূঢ়সেন নামক নৃপতি বাস করিতেন। তাঁহার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সেই রাজপুত্র অত্যন্ত অহংকারী ছিল এবং ভালমন্দ যে কোন প্রকার কার্য্যই সম্পাদন করিত, একমাত্র পুত্র হওয়াতে নৃপতি তাহা অনুমোদন করিতেন। একদা উপবনে ভ্রমণ করিতে করিতে সে তত্তুল্য বিত্তশালী ও সুরূপা ব্রহ্মদত্ত বণিকের পুত্রের সাক্ষাৎ লাভ করিল। দর্শনমাত্রেই তাহাকে প্রিয় সুহৃদরূপে বরণ করিল এবং এই দুইজন রাজপুত্র ও বণিকপুত্র শীঘ্রই প্রত্যেক বিষয়েই সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইল। অবিলম্বে তাহারা একজন অন্যজনকে দর্শন না করিয়া সুস্থির থাকিতে অসমর্থ হইল, কারণ পূর্ব্বজন্মের প্রেম পরস্পরকে এক সূত্রে গ্রথিত করে। বণিকপুত্রের নিমিত্ত এমন কোনও ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইত না যাহা রাজপুত্র কর্ত্তৃক সর্ব্বাগ্রে আস্বাদিত না হইত।

একদা রাজপুত্র বন্ধুর বিবাহ প্রথমে নিরূপিত করিয়া স্বয়ং বিবাহার্থে অহিচ্ছত্র অভিমুখে যাত্রা করিল। ভ্রমণ করিতে করিতে সসৈন্যে মিত্রসহ সে সায়ংকালে ইক্ষুমতী নদীতীরে উপনীত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। চন্দ্রোদয় হইলে পানোৎসবান্তে সে নিদ্রিত হইবার সময় ধাত্রী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া একটি গল্প বলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মত্ত এবং ক্লান্ত হওয়াতে গল্প বলিতে আরম্ভ করিয়াই সে এবং ধাত্রী অচিরে নিদ্রাবিষ্ট হইল, রাজপুত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ বণিকপুত্র কিন্তু জাগ্রত রহিল। (১১৩-১২৩) অন্যেরা যখন সুষুপ্ত ছিল তখন জাগ্রত বণিকপুত্র যেন গগনে কথোপকথনরতা দুই নারীর বাক্য শ্রবণ করিল। প্রথম জন বলিল, 'এই অভাগা গল্প শেষ না করিয়াই নিদ্রিত হইয়াছে, উহাকে আমি এই অভিশাপ প্রদান করিতেছি, কল্য প্রাতে সে একটি কণ্ঠহার দর্শন করিয়া উহা গ্রহণ করিলে তাহা উহার কণ্ঠলগ্ন হইবে এবং তন্মুহূর্ত্তেই রাজকুমার মৃত্যুমুখে পতিত

হইবে।' প্রথমা নারী বিরতা হইলে দ্বিতীয়া নারী বলিল, 'ঐ বিপদ হইতে যদি সে উত্তীর্ণ হয় তথাপি সে একটি আম্রবৃক্ষ দর্শন করিয়া উহার ফল ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ উহার মৃত্যু হইবে।' সে বিরতা হইলে তৃতীয়া রমণী বলিল, 'উহা হইতেও নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইলেও সে বিবাহার্থে যে গৃহে প্রবেশ করিবে তাহা উহার উপর পতিত হইয়া উহাকে বধ করিবে।' ইহা বলিয়া ঐ নারী নীরব হইলে চতুর্থজন বলিল, "উহা হইতেও পরিত্রাণ পাইলে সে যখন রজনীতে বাসরঘরে প্রবেশ করিবে তখন একশতবার হাঁচি দিবে তখন যদি কেহ শতবার 'জীব' না বলে তবে সে মৃত্যু আলিঙ্গন করিবে এবং যদি কোন ব্যক্তি জীবন রক্ষার্থে উহার নিকট এই কথা প্রকাশ করে তবে তাহারও মৃত্যু হইবে।" ইহা বলিয়া ঐ বাণী নীরব হইল। বণিকপুত্র বজ্রসম নিদারুণ এই বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া রাজপুত্রের প্রতি অনুরাগবশতঃ উদ্বিগ্নচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল, 'যে গল্প আরম্ভ হইয়া সমাপ্ত হয় নাই তাহাকে ধিক্। উহা শ্রবণ করিতে অলক্ষ্যে দেবতারা উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের আগ্রহভঙ্গ হওয়াতে তাহারা মিত্রকে অভিশপ্ত করিলেন। যদি রাজকুমারের মৃত্যু হয় তবে আমার প্রাণধারণ করিয়া কি লাভ? সুতরাং প্রাণসম প্রিয় বন্ধুকে কোন কৌশলে রক্ষা করিতেই হইবে। এই ঘটনা উহার নিকট বিবৃত করিব না, কারণ তাহা হইলে আমারও মৃত্যু হইবে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া বণিকপুত্র অতিকষ্টে সেই নিশা যাপন করিল। (১২৪-১৩৫)

প্রাতঃকালে বণিকপুত্রের সহিত যাত্রা আরম্ভ করিলে সে তাহার সম্মুখে একটি মণিহার নিরীক্ষণ করিয়া উহা গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হইলে বণিকপুত্র তাহাকে বলিল, 'সখে, ঐ হার স্পর্শ করিও না। উহা নিশ্চয়ই কোন মায়াময় বস্তু হইবে, কারণ সৈন্যরা উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছে না কেন?' ইহা শ্রবণ করিয়া রাজপুত্র ঐ হার গ্রহণে বিরত থাকিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একটি আম্রবৃক্ষ দর্শনকরতঃ উহার ফল ভোজনে ইচ্ছুক হইলে বণিকপুত্র পূর্বের ন্যায় তাহাকে ঐ কার্য হইতে বিরত করিল। সে ক্ষুণ্ণ মনে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া শ্বশুরালয়ে উপনীত হইল। তথায় বিবাহার্থে একটি গৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে বণিকপুত্র তাহাকে বারণ করিতেই সেই গৃহটি ভূপতিত হইল। অল্পের জন্য এই প্রকার বিপন্মুক্ত হওয়াতে বন্ধুর ভবিষ্যদ্দৃষ্টির প্রতি তাহার কিঞ্চিৎ প্রত্যয় জন্মিল। অতঃপর রাজপুত্র ভার্যাসহ অন্য গৃহে প্রবেশ করিলে বণিকপুত্র অলক্ষিতে

তথায় প্রবেশ করিল। শয্যা গ্রহণ করিবার সময় রাজপুত্র একশতবার হাঁচি প্রদান করিলে বণিকপুত্র শয্যাতল হইতে শতবার 'জীব' বলিল। অভীষ্ট কর্ম্ম সমাপনান্তে বণিকপুত্র সহর্ষে স্বেচ্ছায় সেই গৃহ পরিত্যাগ করিল। কিন্তু রাজপুত্র পত্নীসহ তথায় অবস্থান করিতেছিল। তাহাকে বহির্গমন করিতে দর্শন করিয়া ঈর্ষ্যাবশে তাহার স্নেহানুরাগের কথা বিস্মৃত হইয়া সে সক্রোধে দ্বারস্থ রক্ষীদিগকে বলিল, 'আমি যখন একান্তে থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম তখন এই দুরাত্মা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিল। সম্প্রতি ইহাকে ধৃত কর। প্রাতঃকালে ইহার শাস্তিবিধান করিব।' তখন রক্ষীগণ তাহাকে ধৃত করিলে বন্ধ অবস্থায় সেই রজনী যাপনকরতঃ প্রাতঃকালে যখন সে বধাভূমিতে নীত হইতেছিল তখন সে তাহাদিগকে বলিল, 'অগ্রে আমাকে রাজকুমারের নিকট লইয়া যাও। তাহাকে আমার এতাদৃশ আচরণের হেতু নিবেদন করিব। তদনন্তর আমাকে বধ করিও।' দ্বাররক্ষীদিগকে এই কথা বলিলে তাহারা রাজপুত্রের নিকট তাহা জ্ঞাপন করিল। তখন সচিবদিগের উপদেশে রাজপুত্র বণিকপুত্রকে তৎসমীপে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। রাজকুমার সমীপে আনীত হইলে বণিকপুত্র সমস্ত কাহিনী নিবেদন করিল, কারণ, গৃহপতন তাহার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছিল। রাজপুত্র তুষ্ট হইয়া বধাজ্ঞা প্রত্যাহারকরতঃ বিবাহিত হইয়া তাহার সহিত স্বনগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তথায় তাহার সুহৃদ বণিকপুত্রের উদবাহক্রিয়া সম্পাদিত হইলে তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল এবং সকলে বণিকপুত্রের গুণের প্রশংসা করিতে লাগিল। (১৩৬-১৫১)

এই প্রকারে উচ্ছৃঙ্খল রাজপুত্রেরা উপকারের কথা বিস্মৃত হইয়া তাহাদের অনুবর্ত্তীদিগকে মত্তগজের ন্যায় হত্যা করে। যাহারা হাস্য করিতে করিতে প্রাণ হরণ করে সেই বেতালদিগের সহিত মৈত্রী কি প্রকারে সম্ভব? অতএব রাজকুমারি, আমার সহিত সখ্য কদাচিৎ পরিত্যাগ করিও না।"

কলিঙ্গসেনা প্রাসাদে সোমপ্রভার মুখ হইতে নির্গত এই বাণী শ্রবণ করিয়া তাহার স্নেহশীলা সখীকে প্রত্যুত্তর করিল, "তুমি যাহাদের কথা বলিতেছ তাহারা পিশাচ, নৃপতি-সন্তান নহে। আমি এখন পিশাচদিগের দুষ্কার্য্যের কথা বলিব, শ্রবণ কর—

ব্রাহ্মণ-পিশাচ কাহিনী

পুরাকালে যজ্ঞস্থল নামক রাজঅগ্রহারে এক দ্বিজ বাস করিত। দারিদ্র্যবশতঃ একদা সে কাষ্ঠ আহরণ করিবার নিমিত্ত অরণ্যে গমন করিয়া-

ছিল। তথায় কুঠার দ্বারা কর্ত্তিত একটি কাষ্ঠখণ্ড দৈবাৎ তাহার জঙ্ঘা ভেদ করিয়া গভীরভাবে প্রবেশ করিল। প্রচুর রক্তপাত হওয়াতে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তাহাকে তদবস্থায় দর্শন করিয়া পরিচিত এক ব্যক্তি তাহাকে উত্তোলন করিয়া দ্বিজের গৃহে আনয়ন করিল। তাহার বিহ্বলাপত্নী শোণিত প্রক্ষালনপূর্ব্বক তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া তাহার জঙ্ঘার ক্ষতস্থলে পট্টি বন্ধন করিয়া রাখিল। দিনের পর দিন চিকিৎসা সত্ত্বেও তাহার ক্ষত আরোগ্য হইল না বরং তথায় একটি ব্রণের আবির্ভাব হইল। তখন ব্রণকষ্টে খিন্ন মরণোদ্যত দরিদ্র ব্রাহ্মণের এক বিপ্র বন্ধু আগমনকরতঃ তাহাকে গোপনে এই উপদেশ প্রদান করিল, "যজ্ঞদত্ত নামক আমার এক মিত্র বহুকাল অত্যন্ত দরিদ্রাবস্থায় থাকিয়া অবশেষে মন্ত্রবলে এক পিশাচের সাহায্যে বহু বিত্ত লাভ করিয়া সুখে বাস করিতেছে। সে আমাকে ঐ মন্ত্রটি বলিয়াছে এবং হে সখে, তুমিও ঐ মন্ত্রবলে পিশাচের সাহায্য লাভ করিলে সে তোমার ক্ষত আরোগ্য করিয়া দিবে।' এই কথা বলিয়া মন্ত্রের শব্দসমূহ তাহাকে বলিল এবং কি প্রক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে তাহা নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করিল, 'রাত্রির শেষ যামে উত্থিত হইয়া আলুলায়িত কেশে নগ্ন দেহে, মুখ প্রক্ষালন না করিয়াই দুই হস্তে পূর্ণমুষ্ঠি তণ্ডুল গ্রহণকরতঃ মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে যথায় চারিটি পথ মিলিত হইয়াছে তথায় ঐ দুই মুষ্ঠি তণ্ডুল নিক্ষেপ করিয়া নীরবে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে এবং পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। সর্ব্বদা এই প্রকার করিতে থাকিবে, যে পর্য্যন্ত পিশাচ আগমনকরতঃ তোমাকে স্বয়ং না বলে, 'আমি তোমার রোগ নিরাময় করিয়া দিব।' অতঃপর সন্তুষ্টচিত্তে তাহার সাহায্য গ্রহণ করিলে সে তোমার রোগ আরোগ্য করিয়া দিবে।"

তাহার মিত্র এই কথা বলিলে সেই ব্রাহ্মণ তাহার উপদেশমত কর্ম্ম-সম্পাদন করিল এবং সেই সিদ্ধ পিশাচ হিমালয়ের উত্তর শৃঙ্গ হইতে দিব্য ওষধি আহরণপূর্ব্বক তাহার ব্রণ নিরাময় করিল। (১৫২-১৬১) আরোগ্য লাভ করিয়া দ্বিজ হর্ষান্বিত হইলে পিশাচ দৃঢ়তার সহিত বলিল, 'আরোগ্য করিবার নিমিত্ত আমাকে দ্বিতীয় একটি ক্ষতস্থান প্রদান কর। যদি তাহা না কর তবে আমি তোমার অনিষ্ট করিব, এমন কি তোমার দেহই বিনষ্ট করিব।' বিপ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ তাহাকে বলিল, 'সপ্তদিবস অপেক্ষা কর আমি তোমাকে দ্বিতীয় ব্রণ প্রদান করিব।' পিশাচ অন্তর্ধান করিল কিন্তু দ্বিজও জীবনের আশা পরিত্যাগ করিল।

এই পর্যান্ত বিবৃত করিয়া কলিঙ্গসেনা অশ্লীল কথা বলিতে হইবে বলিয়া লজ্জিত হইলে সোমপ্রভা কর্ত্তৃক বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়া সে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল।

তখন দ্বিতীয় ব্রণলাভে অসমর্থ বিষাদক্লিষ্ট পিতাকে দর্শন করিয়া তাহার বিদগ্ধা বিধবা কন্যা তাহাকে প্রশ্নকরতঃ ব্যাপারটি অনুধাবন করিয়া বলিল, "আমি ঐ পিশাচকে বঞ্চনা করিব। তুমি পিশাচের নিকট পুনরায় গমন করিয়া তাহাকে বল। 'আমার দুহিতার দুষ্ট নাড়িব্রণ হইয়াছে, উহা আরোগ্য করিতে হইবে।'" তাহা শ্রবণ করিয়া বিপ্র হৃষ্ট-চিত্তে পিশাচকে সেই কথা বলিল এবং তাহাকে তাহার কন্যার নিকট আনয়ন করিলে কন্যা তাহাকে গোপনে তাহার বরাঙ্গ প্রদর্শনকরতঃ বলিল, 'হে ভদ্র, আমার এই ব্রণ আরোগ্য কর।' তখন নানা প্রকার প্রলেপাদি ব্যবহার করিয়াও সেই মূঢ় পিশাচ কিছুই করিতে সমর্থ হইল না বরং তাহার নিম্ন-দেশে বায়ুদ্বার দর্শন করিয়া মনে করিল দ্বিতীয় একটি ব্রণের আবির্ভাব হইয়াছে। তদ্দর্শনে ভ্রান্ত পিশাচ মনে মনে চিন্তা করিল, 'একটি ব্রণ আরোগ্য করিতে না করিতেই দ্বিতীয় ব্রণের আবির্ভাব হইয়াছে। সত্য সত্যই এইরূপ একটি প্রবাদ আছে যে ছিদ্র অনেক অনর্থ আনয়ন করে। সংসার পথে ভ্রমণ করিতে করিতে লোকেরা এই প্রকারে প্রলয়ের সম্মুখীন হয়। ঈশ্বর ব্যতীত কে ইহার প্রতিকার করিতে সমর্থ? (১৬২-১৮২) এই প্রকার চিন্তা করিয়া কার্যে অসফলতা প্রযুক্ত তাহাকে বন্ধন করা যাইতে পারে এই ভয়ে মূর্খ পিশাচ তথা হইতে পলায়নকরতঃ অদৃশ্য হইল। দুহিতা এই প্রকারে পিশাচকে বঞ্চনা করিলে তাহার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া রোগোত্তীর্ণ দ্বিজ সুখে বাস করিতে লাগিল।

পিশাচদিগের এই প্রকারই রীতি। কোন কোন নৃপাত্মজেরাও এই প্রকারে দুর্দ্দশা আনয়ন করে। কিন্তু সখি, বুদ্ধিপ্রভাবে তাহা রোধ করা যায়। কিন্তু সদ্বংশজাতা রাজকুমারীদিগের সম্বন্ধে এইরূপ কথা কখনও শ্রবণ করা যায় নাই। সুতরাং আমার সহিত সখীত্বে আবদ্ধ হইয়া কোন অনিষ্ট আশঙ্কা করিও না। কলিঙ্গসেনার মুখ হইতে এই শ্রুতি সুখকর বিচিত্র মধুর কাহিনী শ্রবণ করিয়া সোমপ্রভা সন্তোষ লাভ করিয়া বলিল, 'আমার আলয় এই স্থান হইতে ষষ্ঠিযোজন দূরে অবস্থিত এবং দিবসও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এই স্থানে বহুক্ষণ অতিবাহিত করিয়াছি এখন হে তন্বি, আমাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।' তখন দিবাকর শনৈঃ শনৈঃ অস্তাচলে গমন করিতে থাকিলে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎলাভেচ্ছু

তাহার সখীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক সোমপ্রভা দর্শকদিগের বিস্ময় উৎপাদনকরতঃ আকাশপথে উড্ডীন হইয়া ত্বরিৎগতিতে স্বীয় আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই অদ্ভূত দৃশ্য দর্শনকরতঃ কলিঙ্গসেনা স্বগৃহে আগমন করিয়া বিহ্বলচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল, আমি বুঝিতে পারিতেছি না আমার সখী কোনও সিদ্ধাঙ্গনা, অপ্সরা অথবা বিদ্যাধরী কি না! সে নিশ্চয়ই কোন নভশ্চারী দিব্যাঙ্গনা হইবে। দিব্যাঙ্গনারা অতিশয় স্নেহবশতঃ মর্ত্তবাসীদিগের সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন। অরুন্ধতী কি পৃথুরাজার কন্যার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন না? এবং কন্যার মৈত্রী হেতু সুরভীকে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে আনয়ন করিয়াছিলেন না? স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া সুরভীর দুগ্ধ পান করিয়া তিনি কি পুনরায় স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই? আমার কি সৌভাগ্য, এই দিব্যাঙ্গনাকে সখীরূপে প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছি। আগামীকল্য সে হেথায় আগমন করিলে সুকৌশলে আমি তাহার নাম এবং কুল জানিয়া লইব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কলিঙ্গসেনা তথায় রজনী যাপন করিল এবং সোমপ্রভা পুনরায় তাহার দর্শনলাভের আশঙ্কায় উদ্‌গ্রীব হইয়া সেই নিশা অতিক্রান্ত করিল। (১৮৩-১৯৩)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের মদনমঞ্চুকা লম্বকের
দ্বিতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—১৯৩
ক্রমিক সংখ্যা—৪৬১৮

তৃতীয় তরঙ্গ

প্রাতঃকালে সোমপ্রভা সখীর চিত্তবিনোদনার্থ একটি ভাণ্ড দারুময় সুন্দর পুত্তলিকা ইত্যাদিতে পূর্ণ করিয়া তৎসহ পুনরায় আকাশপথে বিচরণ করিতে করিতে কলিঙ্গসেনার সমীপে আগমন করিলে সে তাহাকে দর্শনমাত্র আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিল এবং সোমপ্রভা পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলে তাহাকে বলিল, 'তোমার মুখপূর্ণচন্দ্র দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া তমোময় ত্রিযামা যামিনী যেন আমার নিকট শতযামা বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। যদি জ্ঞাত থাক তবে তোমার সহিত আমার এই বন্ধুত্ব যাহার সুফল, আমার সেই পূর্ব্বজন্মে তোমার সহিত কি সম্বন্ধ ছিল তাহা ব্যক্ত কর।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সোমপ্রভা রাজকন্যাকে বলিল, 'সেই জ্ঞান আমার নাই কারণ পূর্ব্বজন্মের কথা আমার স্মরণাতীত। সে বিষয়ে অভিজ্ঞ মুনিদিগেরও জ্ঞান নাই। যাহাদের জানা আছে তাহারা ত পরতত্ত্ববিদ'। সোমপ্রভা এই কথা বলিলে কলিঙ্গসেনা প্রেম ও বিশ্বাসপূর্ণ মৃদু বচনে সাগ্রহে নিভৃতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সখি, আমাকে বল, তুমি কোন. দিব্য পিতার কোন্ কুল অলংকৃত করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ? তুমি যে সুডৌল মুক্তার ন্যায় সৌন্দর্য্যসম্পন্না। জগতের কর্ণে মধুবর্ষী তোমার কি নাম এবং ঐ ভাণ্ড কেন আনয়ন করিয়াছ এবং উহার মধ্যে কি দ্রব্য আছে?' কলিঙ্গসেনার এই প্রণয়পূর্ণ বচন শ্রবণ করিয়া সোমপ্রভা তাহা পূর্ণ বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল। (১-১১)

ত্রিভুবনে খ্যাত ময় নামক এক পরাক্রমশালী অসুর আছে। সে অসুরভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিল এবং তিনি তাহাকে অভয় প্রদান করিলে সে ইন্দ্রপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সে দেবতাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে মনে করিয়া দৈত্যারা তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। ভীত হইয়া সে বিন্ধ্য পর্ব্বতের একটি গুহায় অদ্ভুত মায়াজালে অসুরদিগের অনধিগম্য একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। আমার ভগিনী ও আমি সেই ময়াসুরের দুই কন্যা! আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম স্বয়ংপ্রভা। সে ব্রহ্মচারিণী এবং আমার পিতৃগৃহে কুমারী অবস্থায় বাস করে। কিন্তু তাহার কনিষ্ঠাকন্যা সোমপ্রভাকে অর্থাৎ আমাকে

কুবেরপুত্র নলকুবেরের হস্তে সম্প্রদান করা হইয়াছে। পিতা আমাকে নানাবিধ মায়াযন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন এবং এই ভাণ্ড সেই দ্রব্যাদির দ্বারা পূর্ণকরতঃ তোমার চিত্তবিনোদনার্থ হেথায় আনয়ন করিয়াছি। এই কথা বলিয়া সোমপ্রভা সেই ভাণ্ড উন্মোচনপূর্ব্বক তাহাকে নানাপ্রকার কৌতুকপ্রদ কাষ্ঠনির্ম্মিত মায়াদ্রব্যাদি প্রদর্শন করাইল। উহাদের মধ্যে একটি কীলক স্পর্শমাত্রই তাহার আদেশে বায়ুপথে উড্ডীন হইয়া একটি পুষ্পমাল্য আনয়নকরতঃ শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অন্য একটি ইচ্ছামত পানীয় আনয়ন করিল। একটি নৃত্যরত হইল এবং আর একটি কথোপকথন করিতে লাগিল। এইরূপ অদ্ভুত যন্ত্রাদিদ্বারা কিছুকাল কলিঙ্গসেনার চিত্তবিনোদন করিয়া একটি সুরক্ষিত স্থানে মায়া-ভাণ্ডটি স্থাপনকরতঃ ভর্ত্তৃপরায়ণা সোমপ্রভা বিষণ্ন কলিঙ্গসেনার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া নভোমার্গে স্বীয় আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই আশ্চর্য্যপ্রদ যন্ত্রাদি দর্শন করিয়া কলিঙ্গসেনা এতই মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহার ক্ষুধা অন্তর্হিত হইল এবং তাহার আহারে রুচি রহিল না। এতদ্দৃষ্টে তাহার মাতার আশঙ্কা হইল যে কন্যা পীড়িতা হইয়াছে। আনন্দ নামক এক বৈদ্য তাহাকে পরীক্ষা করিয়া জননীকে বলিল যে উহার কিছুই হয় নাই। সে বলিল, 'কোন কারণহেতু হর্ষান্বিত হওয়ায় উহার ক্ষুধা নষ্ট হইয়াছে, কোন পীড়ার নিমিত্ত নহে, উহার সহাস্য আনন ও বিস্ফারিত নয়ন তাহাই সূচিত করিতেছে।' বৈদ্যের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া কন্যার জননী কন্যাকে তাহার হর্ষের প্রকৃত কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে সমস্ত কথা বলিল। তাহার মাতার প্রত্যয় হইল যে কোনও সুযোগ্য সখীর সাহচর্য্যে সে আনন্দে কালযাপন করিতেছে এবং তন্নিমিত্ত তাহাকে অভিনন্দিতকরতঃ উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করাইল। (১২-২৭)

পরদিবস সোমপ্রভা তথায় আগমন করিয়া যাহা ঘটিয়াছে তাহা জানিতে পারিল এবং নিভৃতে কলিঙ্গসেনাকে বলিল, 'অলৌকিক শক্তিশালী আমার পতি তোমার সহিত আমার মৈত্রীর কথা অবগত হইয়াছেন এবং সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়াছেন। আমি তাহার নিকট হইতে তোমাকে প্রত্যহ দর্শন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং এখন তুমি তোমার পিতামাতার নিকট হইতে আমার সহিত নির্ভয়ে সানন্দে স্বেচ্ছাবিহারের অনুমতি লাভকর।' ইহা শ্রবণ করিয়া কলিঙ্গসেনা তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে পিতামাতার সকাশে আনয়নকরতঃ পিতা কলিঙ্গদত্তের নিকট সখী সোমপ্রভার নাম এবং বংশ পরিচয় জ্ঞাপন করিল এবং মাতা তারাদত্তার নিকটও তদনু-

রূপ পরিচয় প্রদান করিল। কন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা সোমপ্রভাকে দর্শনকরতঃ তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কন্যার প্রতি স্নেহবশতঃ সেই দম্পতি মহান্ অসুরের সুন্দরী ভার্য্যার রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে যথারীতি সৎকারকরতঃ বলিলেন, 'বৎসে কলিঙ্গসেনাকে তোমার নিকট সমর্পণ করিলাম, তোমরা উভয়ে ইচ্ছামত সানন্দে বিহার কর।' তাহাদের বচনে হৃষ্ট হইয়া সোমপ্রভা ও কলিঙ্গসেনা প্রস্থান করিল। অতঃপর সোমপ্রভা ও কলিঙ্গসেনা ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত মায়াযন্ত্রপূর্ণ ভাণ্ডসহ নৃপতি নির্ম্মিত এক বৌদ্ধবিহারে গমন করিল। একটি মায়াযক্ষ বাহির করিয়া তাহাকে বুদ্ধার্চ্চনার নিমিত্ত উপযুক্ত দ্রব্যাদি আনয়ন করিতে আদেশ করিলে সেই যক্ষ আকাশপথে বহুদূরে গমনপূর্ব্বক অপূর্ব্ব রত্নরাজি, মুক্তা ও স্বর্ণকমল আনয়ন করিল। পূজান্তে সোমপ্রভা বিস্ময়কর ক্রীড়া-প্রদর্শনকরতঃ তাহাদের বাসস্থানসহ বুদ্ধদিগকে প্রদর্শন করাইল। নৃপতি কলিঙ্গদত্ত এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহিষীসহ তথায় আগমনকরতঃ উহা দর্শন করিয়া সোমপ্রভাকে মায়াক্রীড়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সে বলিল, 'রাজন্, পুরাকালে আমার পিতা এই মায়াযন্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। (২৮-৪২) এই জগৎ নামক বিরাট যন্ত্র যেরূপ পঞ্চভূতে নির্ম্মিত, এই মায়াযন্ত্র-গুলিও তদ্বৎ। আমি একে একে প্রত্যেকটি যন্ত্রের বর্ণনা করিব। সে যন্ত্রে ক্ষিতির প্রাধান্য তাহা দ্বারা ইত্যাদি রুদ্ধ করে, ইন্দ্রেরও সেই বদ্ধ-দ্বার উন্মোচন করিবার শক্তি নাই, জলযন্ত্রে যাহা উদ্গত হয় তাহা জীবন্ত বলিয়া প্রতীত হইবে। তেজঃপ্রধান যন্ত্র হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হয়! মরুৎ যন্ত্র গমনাগমন কার্য্য সম্পাদন করে। ব্যোমযন্ত্র হইতে সুস্পষ্ট ভাষা নির্গত হয়। পিতার নিকট হইতে আমি এই বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছি। কিন্তু যে চক্রযন্ত্র অমৃতরস রক্ষা করে তাহার প্রয়োগকৌশল আমার পিতা ভিন্ন অপর কেহ অবগত নহে।' সে যখন এই কথা বলিতেছিল, তাহার বাক্য অনুমোদন করিবার নিমিত্তই যেন মধ্যাহ্নে শঙ্খধ্বনি শ্রুত হইল। অতঃপর নৃপতির নিকট হইতে যথোপযুক্ত আহার গ্রহণকরতঃ তাহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া সে কলিঙ্গসেনাসহ পিতৃগৃহে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নিকট গমন করিবার নিমিত্ত মায়ারথে আরোহণপূর্ব্বক আকাশপথে যাত্রা করিল। বিন্ধ্যপর্ব্বতস্থ সেই প্রাসাদে ভগিনী স্বয়ংপ্রভার নিকট কলিঙ্গসেনাকে লইয়া গেলে শিরে জটাজুট এবং গলদেশে বৃহৎ অক্ষমালাধারী শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা স্বয়ংপ্রভার সহিত সেই প্রাসাদে কলিঙ্গসেনার সাক্ষাৎ হইল। ব্রহ্মচারিণী স্বয়ংপ্রভার ভিতর পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দের বস্তু প্রেম যেন উগ্র

তপস্যায় নিরত ছিল, সোমপ্রভা স্বয়ংপ্রভার নিকট তাহার পরিচয় প্রদান করিলে স্বয়ংপ্রভা নতজানু হইয়া তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনাকরতঃ ভোজনের নিমিত্ত ফলপ্রদান করিয়া অতিথি সংকার করিল। তখন সোমপ্রভা রাজ-কুমারীকে বলিল, "সখি, এই ফল ভক্ষণ করিয়া হিম শীতল বায়ু যেরূপ পদ্মকে মলিন করে তুমি তদ্রূপ সৌন্দর্যধ্বংসকারী জরার আক্রমণ হইতে মুক্ত হইবে। এই নিমিত্তই তোমাকে স্নেহবশতঃ এইস্থানে আনয়ন করিয়াছি।" কলিঙ্গসেনা তৎক্ষণাৎ সেই ফল ভক্ষণ করিলে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অমৃতরসে সিক্ত হইল। (৪৩-৫৭) তথায় ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতে করিতে সে নগর উদ্যানে স্বর্ণকমলশোভিত তড়াগ এবং অমৃতোপম সুমিষ্ট ফলপূর্ণ বৃক্ষরাজি দেখিতে পাইল। সেই উদ্যান বিচিত্র পক্ষধারী সুবর্ণ পক্ষীতে শোভিত ছিল এবং মনে হইত যেন কোথাও রত্নখচিত স্তম্ভ দ্বারা বিভক্ত ছিল এবং যেথায় প্রাচীর ছিল সেখানে অবারিত স্থান, জলপূর্ণ স্থান, শুষ্ক স্থল বলিয়া প্রতীতি জন্মিত এবং শুষ্ক স্থলভূমিকে জল বলিয়া ভ্রম হইত। অসুর ময় দ্বারা এই মায়াময় ভিন্ন জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বহুকাল পূর্ব্বে সীতাদেবীর অন্বেষণে বানরেরা হেথায় প্রবেশ করিলে স্বয়ংপ্রভার কৃপায় তাহারা বহির্গমন করিতে সমর্থ হইয়া-ছিল। কলিঙ্গসেনা সেই অপূর্ব্ব নগরী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল এবং স্বয়ংপ্রভার নিকট হইতে বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক নির্জ্জরা হইয়া সোমপ্রভা তাহাকে রথে আরোহণ করাইয়া দিলে সে আকাশ-পথে তক্ষশিলাস্থিত স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তথায় কলিঙ্গসেনা পিতা-মাতার নিকট সমস্ত ঘটনা যথাযথ বিবৃত করিল এবং তাহারা তাহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইল।

দুই সখী এই প্রকারে দিবস অতিবাহিত করিতে থাকিলে সোমপ্রভা একদা কলিঙ্গসেনাকে বলিল, "যতদিন পর্যন্ত তুমি বিবাহিত না হও ততদিন পর্যন্ত আমি তোমার সখী থাকিব, কিন্তু তোমার বিবাহ হইলে কিপ্রকারে তোমার স্বামীর গৃহে প্রবেশ করিব, কারণ সখীর পতির সহিত সাক্ষাৎ করা অথবা তাহার সহিত পরিচিত হওয়া সমীচীন নয়। যদি শত্রু-দিগের কথা বল, তাহারা ত নেকড়ে বাঘ যেরূপ মেষের সহিত ব্যবহার করে তদ্রূপ পুত্রবধূদিগের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করে। এই প্রসঙ্গে আমি কীর্ত্তিসেনার কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ কর। (৫৮-৬৮) [এইস্থানে শ্লোকার্দ্ধ লুপ্ত]

কীর্ত্তিসেনা ও তাহার নিষ্ঠুরা শ্বশ্রূমাতার কাহিনী

পুরাকালে পাটলীপুত্র নগরীতে ধনপালিত নামক বণিক বাস করিত। তাহার ঐ প্রকার নাম অনর্থক হয় নাই কারণ ধনীদিগের মধ্যেও সে শ্রেষ্ঠ বিত্তশালী ছিল। তাহার কীর্ত্তিসেনা নাম্নী প্রাণাপেক্ষা প্রিয় অনন্যসুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে কন্যাকে মগধে আনয়নপূর্ব্বক তথায় দেবসেন নামক এক বণিকের সহিত বিবাহ প্রদান করিল। দেবসেন স্বয়ং অতিশয় নীতিবান্ পুরুষ হইলেও তাহার জননী অতিশয় দুর্বৃত্তা ছিল। পিতার মৃত্যু হওয়ায় সে গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়াছিল। স্বামীর অবর্ত্তমানে ক্রুদ্ধ হইয়া পতিপ্রিয়া পুত্রবধূর সহিত অতিশয় নির্দ্দয় ব্যবহার করিত। কিন্তু কীর্ত্তিসেনা পতিকে কিছু বলিতে পারিত না, কারণ যে গৃহে কুটিলা শ্বশ্রূ ক্ষমতায় আসীনা থাকে তথায় পুত্রবধূর অবস্থা অতিশয় সংকটপূর্ণ হয়!

একদা দেবসেন স্বজন কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া বাণিজ্যার্থে বলভী নগরীতে গমনোদ্যত হইলে কীর্ত্তিসেনা তাহার পতিকে বলিল, "এখন তোমাকে যাহা বলিব এতকাল তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করি নাই। তোমার উপস্থিতিতেই তোমার মাতা আমার উপর অত্যাচার করে, তুমি বিদেশে গমন করিলে সে যে কি করিবে আমি বলিতে অসমর্থ।" দেবসেন এই কথা শ্রবণ করিয়া পত্নীর প্রতি অনুরাগবশতঃ উদ্ভ্রান্ত ও ভীত হইয়া মাতার নিকট গমনপূর্ব্বক সবিনয়ে তাহাকে বলিল, "মাতঃ, কীর্ত্তিসেনাকে তোমার হস্তে ন্যস্ত করিয়া আমি বিদেশে গমন করিতেছি। সে সদ্বংশজাতা কুলীনকন্যা, তাহার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিও না।" ইহা শ্রবণ করিয়া দেবসেনের মাতা চক্ষু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া কীর্ত্তিসেনাকে আহ্বানকরতঃ পুত্রকে বলিল, "উহার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করি তাহা না হয় উহাকেই জিজ্ঞাসা কর। বৎস, এই প্রকারেই সে তোমাকে উত্তেজিত করিয়া গৃহ-বিভেদ সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইতেছে। তোমরা উভয়েই আমার চক্ষে সমান।" এই কথা শ্রবণ করিয়া বণিকবর প্রশান্তচিত্তে প্রস্থান করিল। মাতার মিথ্যা স্নেহপূর্ণ বাক্যে কোন্ পুত্রই না প্রতারিত হয়? কিন্তু কীর্ত্তিসেনা স্মিতমুখে উদ্বেগপূর্ণহৃদয়ে তথায় নীরবে দণ্ডায়মান রহিল। পরদিবস বণিক বলভীনগরী যাত্রা করিল। কীর্ত্তিসেনা পতির বিরহ-ব্যথায় ক্লিষ্টা হইলে বণিকের মাতা ক্রমে ক্রমে দাসীদিগকে বধূর পরিচর্য্যা হইতে নিরস্তকরতঃ তদ্গৃহকর্ম্মেরতা স্বীয় পরিচারিকার সহিত যুক্তি করিয়া

কীর্ত্তিসেনাকে গৃহাভ্যন্তরে আনয়নকরতঃ তাহাকে গোপনে বিবস্ত্রা করিল এবং "পাপীয়সি, তুই আমার পুত্রকে হরণ করিয়াছিস"—এই কথা বলিয়া তাহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক দাসীর সাহায্যে পদ, দন্ত এবং নখর দ্বারা তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিল। অতঃপর একটি ভূগৃহ হইতে সমস্ত দ্রব্যাদি বহির্দ্দেশে আনয়নকরতঃ তথায় তাহাকে নিক্ষেপ করিয়া গৃহের ক্ষুদ্রদ্বার অর্গলাবদ্ধ করিল এবং সেই পাপীয়সী প্রত্যহ দিনান্তে সেই দুঃস্থাকে সেই অবস্থায় অর্দ্ধশরা পরিমাণ অন্ন প্রদান করিত। (৬৯-৮৮) সে মনে মনে চিন্তা করিল, "কিয়দ্দিবসান্তে আমি প্রচার করিব যে দূরদেশস্থ পতির অবর্ত্তমানে তাহার প্রতি অবিশ্বাসের কার্য্য করিয়া বধূ স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিয়াছে।" এই প্রকারে কীর্ত্তিসেনা, যাহার সর্ব্বপ্রকারে সুখী হওয়া উচিত ছিল, নির্দ্দয়া শ্বশ্রূ কর্ত্তৃক ভূগৃহে নিক্ষিপ্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে চিন্তা করিতে লাগিল, "আমার স্বামী বিত্তশালী, আমার সদ্বংশে জন্ম, আমি সৌভাগ্যবতী এবং সদাচরণশীলা, তথাপি শ্বশ্রূমাতার প্রসাদে আমাকে এইরূপ বিপন্ন হইতে হইয়াছে। এই কারণেই স্বজনেরা কন্যার জন্মে শোকান্বিত হন, কারণ শ্বশ্রূ ও ননদের অন্যায় আচরণে তাহার সৌভাগ্য পদে পদে প্রতিহত হয়।" যখন সে এই প্রকারে অনুশোচনা করিতেছিল তখন অকস্মাৎ সেই ভূগৃহে একটি খন্তা দেখিতে পাইয়া তাহার মনে হইল বিধাতা যেন তাহার হৃদয় হইতে শল্য উৎপাটন করিয়াছেন। সেই লৌহঅস্ত্রদ্বারা সুরঙ্গ খনন করিতে করিতে সে সৌভাগ্যবশতঃ স্বীয় কক্ষে দৈবাৎ উপস্থিত হইল। নিজের অক্ষীয়মান ধর্ম্মদ্বারা আলোকিত হইয়া সে তথায় রক্ষিত প্রদীপালোকে স্বীয় গৃহের অভ্যন্তর দেখিতে পাইল। নিজের বস্ত্র ও ধনরত্নাদি গ্রহণপূর্ব্বক সে নিশান্তে গোপনে নগরের বহির্দ্দেশে আগমন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "এইরূপ কার্য্য করিয়া পিতৃগৃহে গমন করা আমার উচিত হইবে না, কারণ তথায় আমি কি বলিব এবং লোকেরাই বা আমায় বিশ্বাস করিবে কেন? স্বীয় বুদ্ধিবলে আমাকে পতির নিকট গমন করিতে হইবে, কারণ পতিই ইহলোকে এবং পরলোকে সাধ্বী নারীদিগের একমাত্র আশ্রয়স্থল।" এই প্রকার চিন্তা করিয়া সে তড়াগে স্নানান্তে রাজকুমারের উত্তমবেশে সজ্জিত হইয়া বিপণিতে গমনপূর্ব্বক কিছু স্বর্ণের পরিবর্ত্তে মুদ্রাসংগ্রহকরতঃ সেই দিবস একজন বণিকের গৃহে অতিবাহিত করিল। (৮৯-১০০)

পরদিন বলভীনগরীগমনেচ্ছু সমুদ্রসেন নামক এক বণিকের সহিত সখ্যতা স্থাপনপূর্ব্বক রাজকুমারের উত্তমবেশে সানুচর সেই বণিকের সহিত পূর্ব্বপ্রস্থিত স্বামীসহ মিলিত হইবার নিমিত্ত বলভীনগরীর দিকে যাত্রা

করিল। সে বণিককে বলিল, "গোত্রজেরা আমাকে উৎপীড়ন করিতেছে, তন্নিমিত্ত আমি তোমার সহিত বলভীনগরীতে আমার মিত্রাদিগের নিকট গমন করিব।"

সেই কথা শ্রবণ করিয়া বণিকপুত্রের মনে ধারণা জন্মিল যে এই ব্যক্তি কোনও সম্ভ্রান্ত রাজকুমার হইবেন। সে সসম্মানে তাহাকে আদরযত্ন করিতে লাগিল। এবং সার্থবাহকে অরণ্যপথে চালিত করিল। বহু শুল্ক প্রদান করিবার ভয়ে পথিকেরা এই অরণ্যপথই পছন্দ করিত। কতিপয় দিবসান্তে তাহারা অরণ্যমুখে আগত হইলে সায়ংকালে যখন সার্থবাহ অপেক্ষা করিতেছিল তখন যমদূতীর ন্যায় একটি শৃগালী ভয়ংকর চিৎকার করিতে লাগিল। তখন বণিকেরা আসন্ন বিপদের আশঙ্কা করিয়া দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হইবার ভয়ে ভীত হইল এবং রক্ষীরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া চতুর্দ্দিকে অপেক্ষা করিতে থাকিলে দস্যুদিগের অগ্রগামীরূপে অন্ধকার আগত হইল। পুরুষবেশে সজ্জিত কীর্ত্তিসেনা ইহা দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "হায়! হায়! পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতি কি প্রকার প্রসার লাভ করে! শ্বশ্রূ কর্ত্তৃক আচরিত দুষ্কর্ম এস্থানেও কি প্রকার ফলপ্রসূ হইল। প্রথমে শ্বশ্রূকোপে আমি মৃত্যুমুখের সন্নিকট হইয়াছিলাম। অতঃপর ভূগৃহে আমার দ্বিতীয়বার গর্ভবাস হইল। সৌভাগ্যবশতঃ তথা হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া দ্বিতীয়বার পুনর্জন্ম লাভ করিতে এই স্থানে আগমনকরতঃ পুনর্ব্বার আমার জীবনসংশয় উপস্থিত হইয়াছে। যদি এইস্থানে দস্যু কর্ত্তৃক হত হই তবে আমার শ্বশ্রূ, যিনি আমাকে অতিশয় ঘৃণা করেন, আমার পতিকে নিশ্চয় বলিবেন, 'অন্যের প্রতি আসক্ত হইয়া সে পলায়ন করিয়াছে।' কিন্তু আমার বস্ত্রোন্মোচনপূর্ব্বক আমাকে নারী বলিয়া চিনিতে সমর্থ হইয়া কেহ আমার উপর অত্যাচার করিতে পারে। ইহা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। সুতরাং আমার বণিকমিত্রকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া সমীচীন হইবে, কারণ মিত্রাদির অপেক্ষা না করিয়া সৎ নারী সতীসাধ্বীর ন্যায় আচরণ করিবে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে সে একটি বৃক্ষ মধ্যে গৃহের ন্যায় কোটর দেখিতে পাইল, মনে হইল পৃথিবী যেন কৃপা করিয়া তাহার নিমিত্ত ঐ কোটর প্রস্তুত করিয়াছেন, সে তথায় প্রবেশকরতঃ পত্রাদি দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করিয়া স্বামীর সহিত পুনর্মিলিত হইবার আশায় তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। অতঃপর মধ্যরাত্রে একটি বিরাট দস্যুদল উদ্যত অস্ত্রহস্তে সার্থবাহকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত করিল। তখন যুদ্ধ আরম্ভ হইলে দস্যুগণ

মেঘ গর্জনের ন্যায় কোলাহল করিতে লাগিল, তাহাদের অস্ত্রাদি স্থির বিদ্যুতের ন্যায় ঝলমল্ করিতে লাগিল এবং রক্তবৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন দস্যুদল অধিকতর শক্তিশালী হওয়ায় বণিকরাজ সমুদ্রসেন ও তাহার অনুচরদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের সঞ্চিত ধনরত্নাদি লুণ্ঠনপূর্ব্বক অন্তর্ধান করিল। (১০১-১১১)

কীর্ত্তিসেনা কোলাহলধ্বনি শ্রবণ করিতেছিল এবং সৌভাগ্যবশতঃই তাহার প্রাণহানি হইল না। নিশান্তে রবির তীক্ষ্ণরশ্মি নির্গত হইতেই সে বৃক্ষমধ্যস্থ কোটর হইতে বহির্গত হইল। পতিপরায়ণা সাধ্বী নারী-গণকে দেবতারা নিঃসন্দেহে রক্ষা করেন। সেই নির্জন অরণ্যে একটি সিংহ তাহাকে দর্শন করিয়াও আক্রমণ করিল না। জনৈক তপস্বী কোন স্থান হইতে আগমন করিলে কীর্ত্তিসেনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া কমন্ডলু হইতে পানার্থে বারি প্রদান করিলেন এবং কোন্ পথে গমন করিতে হইবে নির্দ্দেশপ্রদানান্তে একদিকে প্রস্থান করিলেন। যেন অমৃত পান করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা হইতে মুক্ত হইয়া সেই পতিপরায়ণা নারী সন্ন্যাসীনির্দ্দিষ্টপথে গমন করিতে লাগিল। তখন পশ্চিম অস্তাচলে সূর্য্যদেব আরোহণ করিয়া অঙ্গুলিসদৃশ রশ্মিদ্বারা যেন বলিলেন, "আর একটি রাত্র ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক অপেক্ষা কর।" তখন সে একটি বন্য বৃক্ষমূলে গৃহসদৃশ একটি কোটরে প্রবেশ করিয়া অন্য একটি বৃক্ষ দ্বারা তাহার দ্বার রোধ করিল। সায়ংকালে আশ্রয়স্থলের একটি দ্বারযোগে দেখিতে পাইল যে একটি ঘোরাকৃতি রাক্ষসী তাহার শিশুপুত্রদিগের সহিত আগমন করিতেছে। তখন ভীত হইয়া সে চিন্তা করিতে লাগিল, "অন্যান্য বিপদ সমূহ হইতে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত হইয়াও এই রাক্ষসীর উদরসাৎ হইতে হইবে।" ততক্ষণে রাক্ষসী বৃক্ষে আরোহণ করিলে তাহার শিশুগণও তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই রাক্ষসীকে বলিল, "মাতঃ, আমাদিগকে কিঞ্চিৎ ভোজ্য দ্রব্য প্রদান কর।" তখন রাক্ষসী তাহার সন্তানদিগকে বলিল, "বৎসগণ, অদ্য একটি মহাশ্মশানে গমন করিয়া ডাকিনীদিগকে অনেক অনুরোধ করিলেও তাহারা তাহাদের খাদ্যদ্রব্যের অংশ হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও আমাকে প্রদান করে নাই। তখন আমি ভৈরবের নিকট খাদ্যবস্তু প্রার্থনা করিলে তিনি আমার নাম ও কুল জানিতে চাহিয়া বলিলেন, 'ভয়ঙ্করি, তুমি খর দূষণের কুলীনবংশজাতা। অনতি-দূরেস্থিত বসুদত্তনগরীতে গমন কর। তথায় বসুদত্ত নামক ধার্ম্মিক নৃপতি বাস করে। এই বিশাল অরণ্যের প্রান্তদেশে অবস্থানপূর্ব্বক সে স্বয়ং শুল্ক আদায় করে এবং দস্যুদিগকে শাসন করে। একদা মৃগয়ান্তে

ক্লান্ত নৃপতি যখন নিদ্রিত ছিল তখন একটি "কার্ণবিছা অলক্ষ্যে তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া কালক্রমে তাহার মস্তকের ভিতর বহু কার্ণবিছার জন্ম-প্রদান করিল। সে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ধমনী শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। (১১২-১৩৭) তাহার কি অসুখ হইয়াছে বৈদ্যরা নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় নাই এবং যদি কেহ নির্ণয় করিতে না পারে তবে কয়েক দিবসের মধ্যেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তাহার মৃত্যু হইলে তাহার মাংস ভক্ষণ করিয়া তোমার মায়ামন্ত্রবলে ছয়মাস পর্য্যন্ত তুমি পরিতৃপ্ত থাকিবে। ভৈরব আমাকে এই প্রকার বলিয়া আমার আহারের সংস্থান করিয়াছেন, কিন্তু কখন তাহা ঘটিবে তাহার কোনই স্থিরতা নাই এবং বহুদিনই অপেক্ষা করিতে হইবে। এখন বৎসগণ, বল কি করা যায় ?" রাক্ষসী এই কথা বলিলে পুত্রেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাতঃ, পীড়া নির্ণয় করিয়া উহা আরোগ্য করিলে কি নৃপতির প্রাণরক্ষা হইবে ? তাহার এই পীড়া কি প্রকারে আরোগ্য করা যায় এখন তাহা আমাদিগকে বল।" সন্তানেরা এই কথা বলিলে রাক্ষসী তাহাদিগকে বলিল, "পীড়া নির্ণিত হইয়া অপনোদিত হইয়া ভূপতি নিশ্চয়ই রক্ষা পাইবে। কি প্রকারে এই রোগ আরোগ্য করিতে হইবে এখন তাহা শ্রবণ কর। প্রথমতঃ তাহার শিরে উত্তপ্ত ঘৃত মর্দন করিতে হইবে। অতঃপর ঐ মস্তক মধ্যাহ্নকালের প্রখর রৌদ্রে স্থাপিত করিয়া কর্ণকুহরে একটি বংশনল প্রবেশ করাইয়া একটি ছিদ্রযুক্ত শরা ঐ নলের সহিত সংযুক্ত করিয়া একটি শীতল বারিপূর্ণ কলসীর উপর স্থাপিত করিতে হইবে। তখন কার্ণবিছাটি উত্তাপে স্বেদাক্ত ও ক্লান্ত হইয়া মস্তক হইতে নির্গতপূর্ব্বক শীতলস্থান অন্বেষণ করিতে করিতে কর্ণকুহর হইতে বহির্গত হইয়া কলসীতে পতিত হইবে। এইরূপে নরপতি ঐ মহারোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে। বৃক্ষো-পরিস্থিত সন্তানদিগকে এই কথা বলিয়া রাক্ষসী নীরব হইলে বৃক্ষকোটরস্থিত কীর্ত্তিসেনা উহা শ্রবণকরতঃ চিন্তা করিতে লাগিল, "যদি এইস্থান হইতে নিরাপদে বহির্গত হইতে সমর্থ হই তবে ঐ কৌশল অবলম্বনপূর্ব্বক নৃপতির জীবন রক্ষা করিব। সে অরণ্যপ্রান্তে অবস্থানকরতঃ অতিশয় অল্প শুল্ক আদায় করে এবং তন্নিমিত্তই বণিকেরা সুবিধাজনক মনে করিয়া এই মার্গই ব্যবহার করে, মৃত বণিক সমুদ্রসেন আমাকে এইরূপই বলিয়াছিল। আমার স্বামী নিশ্চয়ই এই পথেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন সুতরাং আমি এই অরণ্যের সীমান্তস্থিত বসুদত্ত নগরীতে গমনপূর্ব্বক নৃপতির রোগ নিরাময় করিয়া তথায় স্বামীর আগমনের প্রতীক্ষা করিব। এইরূপে চিন্তা করিয়া

সেই রজনী সে কষ্টে অতিবাহিত করিল এবং রাক্ষসেরা প্রস্থান করিলে বৃক্ষকোটর হইতে নির্গত হইল। (১৩৮-১৫৩)

অতঃপর পুরুষের বেশে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া অপরাহ্নে সে একজন উত্তম গোপালকের সাক্ষাৎ লাভ করিল। দূরে পথ অতিক্রম করিয়া আগত তাহার সুকুমার কান্তি দর্শন করিয়া গোপালকের হৃদয় আর্দ্র হইল এবং কীর্ত্তিসেনা তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহা কোন্ দেশ, আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন।" গোপালক প্রত্যুত্তরে বলিল, "তোমার সম্মুখে বসুদত্ত নরপতির বসুদত্ত নগরী। নৃপতি পীড়িত হইয়া আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কীর্ত্তিসেনা গোপালককে বলিল, "যদি কেহ আমাকে নৃপতির সকাশে লইয়া যায় তবে আমি তাঁহার রোগ কি প্রকারে আরোগ্য করিতে হইবে তাহা জ্ঞাত আছি।" গোপালক উচ্ছ্বাসে বলিল, "আমি ঐ নগরীতেই গমন করিতেছি, তুমি আমার সহিত আগমন করিলে আমি তোমাকে নির্দ্দেশ প্রদান করিতে পারিব।' কীর্ত্তিসেনা, "তাহাই হউক"—এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলে পুরুষবেশী তাহাকে সঙ্গী করিয়া গোপালক বসুদত্ত নগরীতে প্রবেশকরতঃ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত ঘটনা বিবৃতপূর্ব্বক সুলক্ষণা কীর্ত্তিসেনাকে তৎক্ষণাৎ বিষণ্ণ প্রতীহারের হস্তে সমর্পণ করিল। প্রতীহার নৃপতির নিকট এই বার্ত্তা প্রদান করিলে নৃপতির আদেশে সেই অনিন্দিতাকে রাজসকাশে আনয়ন করা হইল। সেই অপরূপ সুন্দরীকে দর্শন করিয়া শত্রুমিত্র ভেদাভেদে সমর্থ নৃপতি বসুদত্ত রোগার্ত্ত হওয়া সত্ত্বেও তৎক্ষণাৎ আশ্বস্ত হইয়া পুরুষরূপে ছদ্মবেশী নারীকে বলিলেন, "হে সুলক্ষণ, যদি আমাকে রোগমুক্ত করিতে পার তবে তোমাকে আমি অর্দ্ধেক রাজত্ব প্রদান করিব। (১৫৪-১৬৪) স্বপ্নে আমি যেন দেখিয়াছিলাম একটি নারী আমার গাত্র হইতে একটি কৃষ্ণ কম্বল অপসারিত করিল। আমার মনে হইতেছে তুমি নিশ্চয়ই আমার রোগ নিরাময় করিতে সমর্থ হইবে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া কীর্ত্তিসেনা তাঁহাকে বলিল, "রাজন্, অদ্য দিবস অবসানপ্রায়, আগামীকল্য আপনাকে রোগমুক্ত করিব, অধীর হইবেন না।" এই কথা বলিয়া সে নৃপতির মস্তকে ঘৃত মর্দ্দন করিলে সেই দুরন্ত ব্যথা দূর হইল এবং নৃপতি নিদ্রিত হইলেন। তথায় উপস্থিত সকলে কীর্ত্তিসেনাকে প্রশংসা করিয়া বলিল, "আমাদের পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে কোনও দেবতা ভিষক্‌রূপে হেথায় উপস্থিত হইয়াছেন।" মহিষী নানা উপচারে তাহাকে সৎকার করিয়া রজনীযাপনের নিমিত্ত প্রতীহারীসহ একটি পৃথক গৃহ তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

পরদিন মধ্যাহ্নে মন্ত্রী এবং অন্তঃপুরিকাদিগের চক্ষুর সম্মুখে নৃপতির কর্ণ-কুহর হইতে পূর্ব্ববর্ণিত রাক্ষসীকথিত উপায়ে রাজার মস্তকাভ্যন্তরস্থিত একশত পঞ্চাশটি কর্ণবিছা বাহির করিল। কলসীতে কর্ণবিছাগুলিকে স্থাপনপূর্ব্বক সে দুগ্ধ ও ঘৃত প্রয়োগপূর্ব্বক ভূপতিকে সুস্থ করিল। নৃপতি ক্রমশঃ রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিলে তত্রস্থ সকলে কলসী মধ্যস্থিত জীবসমূহকে দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল। নৃপতি তাহার মস্তক হইতে নিষ্ক্রান্ত ঐ কুকীটগুলিকে দর্শন করিয়া যুগপৎ ভীত, বিস্মিত ও হর্ষান্বিত হইয়া মনে করিলেন তাঁহার যেন পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে। তিনি একটি মহোৎসবের আয়োজন করিয়া অর্দ্ধেক রাজত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুক কীর্ত্তিসেনাকে বহু গ্রাম, হস্তী, ঘোটক ও সুবর্ণ প্রদান করিলেন। "যে বৈদ্য আমাদের প্রভুর জীবন রক্ষা করিয়াছেন তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত"; এই কথা বলিয়া রাজ্ঞীগণ ও মন্ত্রিবর্গ তাহাকে বস্ত্রে ও সুবর্ণে আচ্ছাদিত করিল। কিন্তু কীর্ত্তিসেনা ধনরত্নাদি ভূপতির নিকট গচ্ছিত রাখিয়া "আমাকে কিয়ৎকাল যাবৎ একটি ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইতেছে", এই কথা বলিয়া স্বামীর নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। (১৬৫-১৭৭)

সর্ব্বজন কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া কীর্ত্তিসেনা পুরুষবেশে কিয়দ্দিবস তথায় অতিবাহিত করিলে তত্রস্থ পৌরজনমুখে সংবাদ পাইল যে তাহার পতি বণিকবর দেবসেন বলভী হইতে আগত হইয়াছে। নগরীতে সার্থবাহের আগমনবার্ত্তা প্রাপ্তিমাত্র তথায় গমন করিয়া ময়ূরীর নবমেঘসন্দর্শনস্বরূপ তাহার পতির দর্শনলাভ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে সে তাহার পদে পতিত হইল। দীর্ঘ বিরহক্লেশভোগান্তে তাহার হৃদয় আনন্দাশ্রু দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিল। তাহার পতিও ছদ্মবেশধারী তাহাকে পরীক্ষা করিলে দিবসে সূর্য্যালোকে অদৃশ্য চন্দ্রের ন্যায় তাহাকে চিনিতে সমর্থ হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে কীর্ত্তিসেনার চন্দ্রমুখ দর্শন করিয়া ইন্দুসদৃশ রূপবান দেবসেন চন্দ্রকান্ত মণির ন্যায় গলিত হইল না।

কীর্ত্তিসেনা আত্মপ্রকাশ করিলে, "ইহার কি তাৎপর্য্য?" ইহা মনে করিয়া দেবসেন বিস্ময়বিমূঢ় হইল এবং বণিকবৃন্দও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। নৃপতি বসুদত্ত এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে তথায় আগমনকরতঃ কীর্ত্তিসেনাকে প্রশ্ন করিলে স্বামীর সকাশে দুষ্টা শ্বশ্রূর অত্যাচারে তাহার যে দুর্ভোগ হইয়াছিল তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিল। তাহার পতি দেবসেন ইহা শ্রবণ করিয়া মাতার প্রতি পরাঙ্মুখ হইয়া যুগপৎ ক্রোধ, ক্ষমা, বিস্ময় এবং হর্ষ প্রাপ্ত হইল। তথায় উপস্থিত সকলে কীর্ত্তিসেনার অদ্ভুত

দুঃসাহসিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আনন্দাপ্লুত হইয়া বলিতে লাগিল, "সাধ্বী নারীগণ দাম্পত্যপ্রেমরথে আরোহণপূর্ব্বক লজ্জারূপবর্ম্মে আবৃত হইয়া এবং ধর্ম্মকে সারথি করিয়া বুদ্ধিবলে যুদ্ধে জয়লাভ করে।" নৃপতিও বলিলেন, "এই নারী স্বামীর নিমিত্ত ক্লেশবরণ করিয়া শ্রীরামের দুঃখভাগিনী সীতা দেবীকেও অতিক্রম করিয়াছে। (১৭৮-১৯০) আমার প্রাণদায়িনী এই নারী এখন হইতে আমার ধর্ম্মভগিনী হইল।" নৃপতি এই কথা বলিলে কীর্ত্তিসেনা প্রত্যুত্তরে বলিল, "দেব, আপনার স্নেহের দান—গ্রাম, হস্তী ও ঘোটকনিচয় যাহা আপনার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছি তৎসমুদায় আমার স্বামীকে প্রদান করুন।" সে এই কথা বলিলে রাজা দেবসেনকে গ্রামাদি প্রত্যর্পণকরতঃ তাহকে পট্টবন্ধন উপহার প্রদান করিলেন। তখন দেবসেন অকস্মাৎ প্রভূত বিত্ত লাভ করিয়া, যাহার কিয়দংশ নৃপতি এবং কিয়দংশ বাণিজ্য দ্বারা সোপার্জ্জিত ছিল, কীর্ত্তিসেনাকে প্রশংসা করিতে করিতে মাতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই নগরীতেই বাস করিতে লাগিল। দুষ্টা শ্বশ্রু হইতে বিযুক্তা হইয়া কীর্ত্তিসেনার সৌভাগ্য উদয় হইল। অপরিসীম ক্লেশভোগান্তে অসামান্য খ্যাতি লাভ করিয়া পতির মূর্ত্তিমান সুকৃতির ফলস্বরূপ ক্ষমতাসীন হইয়া সুখসম্ভোগকরতঃ কীর্ত্তিসেনাও তথায় বাস করিতে লাগিল।

এইপ্রকারে সাধ্বী নারীগণ ভাগ্যের প্রবল বিরূপতা সত্ত্বেও নিজেদের ধর্ম্মরক্ষাকরতঃ নিজেদের সততা দ্বারা সুরক্ষিতা হইয়া স্বামী ও নিজেদের জন্য কল্যাণ লাভ করে। হে রাজকুমারি, শ্বশ্রু ও ননদিনী কর্তৃক প্রপীড়িতা হইয়া অনেক স্ত্রীই এইরূপ দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয়। সুতরাং আমার ইচ্ছা যে তুমি এইরূপ পতিগৃহ প্রাপ্ত হইবে যেথায় শ্বশ্রু অথবা নির্দ্দয়া ননদিনী থাকিবে না।

অসুররাজপুত্রী সোমপ্রভার মুখ হইতে এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া মানবী রাজকন্যা কলিঙ্গসেনা অতিশয় আনন্দিতা হইল। সূর্য্যদেবও বিচিত্র ঘটনা সংবলিত এই সমস্ত কাহিনীর সমাপ্তি হইয়াছে দেখিয়া অস্তাচলে গমনোদ্যত হইলেন এবং সোমপ্রভাও বিষণ্ণ কলিঙ্গসেনাকে আলিঙ্গনকরতঃ নিজ প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। (১৯১-১৯৯)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের মদনমঞ্চুকা লম্বকের
তৃতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা ১৯৯
ক্রমিক সংখ্যা ৪৮১৭

চতুর্থ তরঙ্গ

কলিঙ্গসেনা অনুরাগবশতঃ স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনরত সোমপ্রভার গমনপথ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত রাজপথস্থিত প্রসাদের শীর্ষে আরোহণ করিলে অকস্মাৎ নভোমার্গে বিচরণশীল মদনবেগ নামক জনৈক যুবা বিদ্যাধরাধিপ তাহার দর্শনলাভ করিল। তাহার ঐন্দ্রজালিক কামদেবের ময়ুর পুচ্ছের ন্যায় ত্রিভুবনমোহিনীরূপ দর্শন করিয়া সে ক্ষুব্ধ হইল। সে চিন্তা করিতে লাগিল, "বিদ্যাধর রমণীগণ কোন্ ছার, এই মানুষীর অদ্ভুত রূপের কাছে অপ্সরাগণও হার মানে। এই নারী যদি আমার ভার্য্যা হইতে স্বীকৃত না হয় তবে আমার জীবন ধারণ করিয়া কি লাভ? কিন্তু আমি বিদ্যাধর, মানবীর সহিত কি প্রকারে সম্বন্ধ স্থাপন করিব?" সে তখন মনে মনে প্রজ্ঞপ্তি নাম্নী বিদ্যাকে আহবান করিলে সে মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "ঐ নারী মানবী নহে, অভিশপ্তা অপ্সরা, মহৎরাজা কলিঙ্গদত্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" প্রজ্ঞপ্তি বিদ্যার নিকট হইতে এই কথা জ্ঞাত হইয়া সে প্রহৃষ্ট চিত্তে কামার্ত্ত হইয়া প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক অন্যান্য বস্তুতে বীতরাগ হইল এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "বলদ্বারা উহাকে হরণ করা আমার উচিত হইবে না, কারণ আমার উপর অভিশাপ আছে যে বলপূর্ব্বক নারী হরণ করিলে আমার মৃত্যু হইবে। তপস্যা দ্বারা শম্ভুকে সন্তুষ্ট করিয়া উহাকে লাভ করিতে হইবে, কারণ তপশ্চর্য্যা দ্বারাই সুখ লাভ করা যায়, অন্য কোন উপায়ে নহে।" এইরূপ সংকল্প করিয়া পর দিবস সে ঋষভপর্ব্বতে গমন করিয়া একপদে দণ্ডায়মান হইয়া অনাহারে তপস্যা করিতে লাগিল। মদনবেগের প্রচণ্ড তপস্যায় অম্বিকাপতি তুষ্ট হইয়া তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে বলিলেন, "এই কুমারী কলিঙ্গসেনা জগতে তাহার রূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছে, রূপ সম্পদে তত্তুল্য খ্যাতিমান বৎসরাজ ব্যতীত আর কোন যোগ্য পাত্র নাই। কিন্তু বাসবদত্তার ভয়ে সে প্রকাশ্যে উহার সহিত মিলিত হইতে অসমর্থ, যদিও প্রবলভাবে সে উহার প্রাপ্তি আশা করে। সুন্দর বর-লাভেচ্ছু এই রাজতনয়া সোমপ্রভার মুখ হইতে বৎসরাজের কথা শ্রবণ করিয়া তাহার নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাকে পতিত্বে বরণ করিবে। সুতরাং বিবাহ হইবার পূর্ব্বেই তুমি অধীর বৎসরাজের রূপধারণপূর্ব্বক তাহারে

নিকট গমন করিয়া উহাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ কর। এইরূপেই তুমি সুন্দরী কলিঙ্গসেনাকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে।" শিবের নিকট হইতে এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহার সম্মুখে অবলুণ্ঠিত হইয়া সে কালকূট পর্ব্বতের সানুদেশে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

কলিঙ্গসেনা তক্ষশিলা নগরীতে সোমপ্রভার সহিত সানন্দে বিহার করিতে লাগিল। সোমপ্রভা প্রতি রজনীতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রতি দিবস প্রাতঃকালে স্বীয় নভশ্চারীযানে তাহার সখীর নিকট আগমন করিত। (১-১৯) একদিন কলিঙ্গসেনা গোপনে সোমপ্রভাকে বলিল, "সখি তোমাকে আমি এখন যাহা বলিব তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। শ্রবণ কর, আমার বিবাহকাল সমাগতপ্রায়, আমার কেন এইরূপ ধারণা হইয়াছে তোমাকে শীঘ্রই তাহার কারণ বলিব। আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক বহু নৃপতির নিকট হইতে দূত পিতার নিকট আগমন করিলে পিতা তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকলকেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন কিন্তু সম্প্রতি শ্রাবস্তীনগরীর নৃপতি প্রসেনজিৎ-এর নিকট হইতে দূত আগমন করিলে পিতা কেবলমাত্র তাহাকেই সাদরে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়াছেন, মাতাও ইহার অনুমোদন করিয়াছেন। আমার মনে হয় আমার নৃপতিবর কুলীনবংশজাত বলিয়া পিতামাতা তাহাকে পছন্দ করিয়াছেন। কুরু ও পাণ্ডবদিগের পিতামহী অম্বা ও অম্বালিকার যে কুলে জন্ম তিনিও তৎকুলোদ্ভব। সুতরাং সখি, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে তাহারা শ্রাবস্তী নগরীর নৃপতি প্রসেনজিতের সহিত আমার বিবাহ দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।" কলিঙ্গসেনার নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া শোক-বিহ্বলচিত্তে প্রভূত অশ্রুমোচন করিয়া অশ্রুধারার দ্বারা সে যেন দ্বিতীয় কণ্ঠহারের সৃষ্টি করিল। তাহার সখি তাহার অশ্রুমোচনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নিঃশেষ ভূলোকদর্শী ময়দানবসুতা তাহাকে বলিল "বরের বয়স, রূপ, কুল ও শীল এই সমস্ত বাঞ্ছনীয় গুণাবলীর মধ্যে যৌবনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বংশমর্যাদাদির স্থান তাহার নিম্নে। আমি নৃপতি প্রসেনজিতকে দর্শন করিয়াছি, সে বৃদ্ধ, জীর্ণজাতিপুষ্পের ন্যায় সেই বৃদ্ধের উচ্চকুল দ্বারা কি হইবে? হেমন্ত ঋতুর পদ্মের ন্যায় সেই তুষারধবল বৃদ্ধের সহিত বিবাহ হইলে হেমন্ত ঋতুর পদ্মের ন্যায় তোমার আনন শুষ্ক মলিনতা প্রাপ্ত হইবে। তোমার জন্য আমার অনুশোচনা হইতেছে। এই নিমিত্তই আমার হৃদয় বিষাদগ্রস্ত হইয়াছে, কিন্তু শুভে, বৎসরাজ উদয়ন তোমার ভর্ত্তা হইলে আমার আনন্দের অবধি থাকিবে না। রূপে, লাবণ্যে, কুলে, শৌর্য্যে ও

বিত্তে তাহার সমকক্ষ নৃপতি ভূমণ্ডলে আর কেহ নাই। হে কৃশোদরি, তোমাকে নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত বিধাতা যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন সেই সুযোগ্য পাত্রের সহিত বিবাহ হইলে তাহা ফলপ্রসূ হইবে।" সুকৌশলে রচিত সোমপ্রভার এই বাক্যদ্বারা কলিঙ্গসেনার হৃদয় যেন যন্ত্রচালিত হইয়া বৎসরাজের দিকে আকৃষ্ট হইল। রাজকুমারী ময়দুহিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সখি, উহার বৎসরাজ আখ্যা কেন হইয়াছে? কোন্ কুলে উহার জন্ম এবং কেনই বা উহার উদয়ন নামাকরণ হইয়াছে? আমাকে বল।" তখন সোমপ্রভা তাহাকে বলিল, "সখি, শ্রবণ কর, আমি সমস্তই বলিব। ভূতলের অলংকারস্বরূপ বৎস নামক এক দেশ আছে। তথায় দ্বিতীয় অমরাবতীস্বরূপ কৌশাম্বী নগরী অবস্থিত। তথায় তিনি রাজত্ব করেন বলিয়া তাঁহার নাম বৎসরাজ হইয়াছে। এখন উহার কুলের কথা বলিতেছি, সখি, শ্রবণ কর। পাণ্ডুবংশের অর্জুনের অভিমন্যু নামক পুত্র ছিল। সে চক্রব্যূহ ভেদ করিবার কৌশল জানিত এবং শত্রু কৌরবসেনাদের ধ্বংস করিয়াছিল। (২০-৪০) তাহা হইতে ভরত বংশের প্রধান নৃপতি পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল। পরীক্ষিৎ হইতে সর্পযজ্ঞকারী জন্মেজয়ের উৎপত্তি হইয়াছিল। তাহার পুত্র শতানীক কৌশাম্বীতে আবাসস্থাপনকরতঃ বহু অসুর বিনাশ করিয়া দেবাসুরের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। তাহার পুত্র নৃপতি সহস্রানীক ভূতলে প্রশংসার পাত্র ছিলেন এবং ইন্দ্র তাহাকে রথ প্রেরণ করিলে তিনি স্বর্গে গমন করিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মহিষী মৃগাবতীর গর্ভে চন্দ্রবংশের অলংকার জগৎলোচনানন্দদায়ক উদয়ন নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। উহার নাম কেন উদয়ন হইয়াছিল তাহা শ্রবণ করা এই উচ্চবংশজাত নৃপতির মাতা মৃগাবতীর গর্ভাবস্থায় রক্তহ্রদে স্নান করিবার দোহদ হইলে তাহার স্বামী পাপাশঙ্কায় অলক্তক ও অন্যান্য রক্তবর্ণ রসদ্বারা তড়াগ নির্ম্মাণ করিলে মহিষী তাহাতেই অবগাহন করিয়াছিলেন। তখন গরুড় বংশোদ্ভব একটি পক্ষী উহাকে আমমাংস মনে করিয়া হরণকরতঃ বিধিবশে জীবন্ত অবস্থায় উদয়াচলে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তথায় জমদগ্নি মুনি তাহাকে দর্শনকরতঃ স্বামীর সহিত পুনর্মিলিত হইবার আশ্বাস প্রদান করিয়া তাহার নিকটেই উহাকে রাখিয়াছিলেন। উদয়াচলে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া দেবতারা তখনই সেইস্থলে তাহার উদয়ন নাম করিলে আকাশ হইতে অশরীরী বাণী শ্রুত হইয়াছিল, "এই উদয়ন সমস্ত ভূমণ্ডলের নৃপতি হইবে এবং ইহার যে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে সে নিখিল বিদ্যাধরদিগের সম্রাট হইবে।"

সহস্রানীককে মাতলি প্রকৃত ঘটনা বলিয়াছিল। তাহার শাপমুক্তি হইবে এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সে মৃগাবতীবিহনে অতি কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিল। শাপ মোচনান্তে বিধিবশে উদয়াচল হইতে আগত শবরের নিকট হইতে নৃপতি স্বীয় অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আকাশবাণী হইতে সত্যবিষয় জ্ঞাত হইয়া তিনি শবরকে পথপ্রদর্শক নিযুক্তকরতঃ উদয়াচলে গমন করিলেন। তথায় তিনি স্বীয় বাঞ্ছা সিদ্ধিরূপে মূর্ত্তিমতী মৃগাবতীকে এবং কল্পনাজগতের দ্রব্যরূপে উদয়নকে প্রাপ্ত হইলেন। তাহাদের সহিত তিনি কৌশাম্বীতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পুত্রের সদ্‌গুণরাজিতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্তকরতঃ মিত্ররূপে যৌগন্ধরায়ণ ও অন্যান্য সচিবদিগের পুত্রদিগকে তাহার হস্তে প্রদান করিলেন। পুত্র তাহার স্কন্ধ হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করিলে তিনি বহুকাল তাহার ভার্য্যাসহ আনন্দে বিহার করিয়াছিলেন। "কালক্রমে সেই পুত্র উদয়নকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া তিনি ভার্য্যা ও সচিববর্গসহ মহাপথে প্রস্থান করিলেন। এই প্রকারে উদয়ন পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া নিখিল-শত্রুজয়পূর্ব্বক যৌগন্ধরায়ণের সাহায্যে পৃথিবী শাসন করিতেছে।" (৪১-৬০)

এই প্রকারে গোপনে দ্রুত উদয়নের কাহিনী বর্ণনা করিয়া সে পুনরায় সখী কলিঙ্গসেনাকে বলিল, "হে সুন্দরি, সে বৎসরাজ্যে রাজত্ব করে বলিয়া তাহাকে বৎসরাজ বলা হয় এবং পাণ্ডববংশীয়বিধায় সে চন্দ্রবংশোদ্ভব। উদয়াচলে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া দেবতারা তাহাকে 'উদয়ন', আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই জগতে রূপে কামদেবও তাহার সমকক্ষ নহে। হে ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠা সুন্দরি, একমাত্র সেই তোমার পতি হইবার যোগ্য। লাবণ্যলুব্ধ সে নিঃসন্দেহে বিশ্ববিখ্যাতা সুন্দরী তোমাকে কামনা করে। কিন্তু সখি, তাহার অগ্রমহিষী বাসবদত্তা চণ্ডমহাসেনের কন্যা। আত্মীয়স্বজনদিগকে পরিত্যাগকরতঃ ঊষা, শকুন্তলা প্রমুখ কন্যাদিগকে লজ্জা প্রদান করিয়া সে প্রবল অনুরাগে চালিত হইয়া স্বয়ং বৎসরাজকে মনোনীত করিয়াছিল এবং তাহার গর্ভে দেবতাদিগের দ্বারা বিদ্যাধরদিগের ভবিষ্যৎ সম্রাটরূপে চিহ্নিত তাহার নরবাহনদত্ত নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার ভয়ে ভীত হইয়াই বৎসরাজ এপর্য্যন্ত তোমার পাণিপ্রার্থনা করে নাই। আমি বাসবদত্তাকে দর্শন করিয়াছি, সে রূপসম্পদে তোমার সমকক্ষ নহে।" সখী সোমপ্রভা এই কথা বলিলে বৎসেশের প্রতি আগ্রহবশতঃ কলিঙ্গসেনা প্রত্যুত্তর করিল, "আমি সমস্তই জ্ঞাত আছি, কিন্তু পিতামাতার অধীনে থাকিয়া আমি কি করিতে পারিব? তুমি সর্ব্বজ্ঞা এবং প্রভাব-

শালিনী, তুমিই আমার একমাত্র গতি।" সোমপ্রভা তখন তাহাকে বলিল, "সকলই দৈবায়ত্ত, প্রমাণস্বরূপ তোমাকে একটি কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ কর :—(৬১-৭১)

তেজস্বতীর কাহিনী

পুরাকালে উজ্জয়িনী নগরীতে বিক্রমসেন নামক এক নরপতি বাস করিতেন। তাহার তেজস্বতী নাম্নী অসামান্যা সুন্দরী কন্যা ছিল। তাহার পাণিপ্রার্থী সমস্ত নৃপতিদিগকে সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। একদা হর্ম্যোপরি হইতে দৈবাৎ সে জনৈক ব্যক্তির দর্শন লাভ করিল। তাহার সুরূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত তাহার বাঞ্ছা হইল এবং তাহার ইচ্ছা জ্ঞাপনার্থ সেই ব্যক্তির নিকট তাহা সখীকে প্রেরণ করিল। সখী সেই ব্যক্তিকে অনুরোধ করিলে সে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হইতে অস্বীকৃত হইল। সে অতিকষ্টে তাহার সম্মতি আদায় করিয়া বলিল, "ভদ্র, এই যে শূন্য মন্দির দেখিতেছেন, এইস্থানে রজনীতে রাজপুত্রীর আগমন প্রতীক্ষা করিবেন।" এই কথা বলিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক সে রাজকুমারী তেজস্বতীর নিকট তাহা নিবেদন করিলে রাজকুমারী সূর্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখিলেন। কিন্তু অঙ্গীকার সত্ত্বেও সেই ব্যক্তি ভীত হইয়া কোথাও পলায়ন করিল। ভেক রক্তপদ্মের কেশরশয্যার মর্ম্ম বুঝিতে অপরাগ।

ইতোমধ্যে উচ্চকুলজাত এক রাজকুমার পিতার মৃত্যুর পর পিতৃবন্ধু নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ মানসে তথায় আগমন করিল, আত্মীয়স্বজনগণ সোমদত্ত নামক সেই সুশ্রী রাজকুমারের রাজ্য ও বিত্ত হরণ করিয়াছিল। যে মন্দির রাজকুমারীর সখী সেই ব্যক্তির সংকেত মিলনস্থান বলিয়া নিরূপিত করিয়াছিল, দৈবক্রমে রাজপুত্র রজনী যাপন করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিল। সে যখন তথায় অবস্থান করিতেছিল তখন অনুরাগান্ধা রাজপুত্রী তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া কোন প্রকার অনুসন্ধান না করিয়াই তাহাকে স্বীয় পতিরূপে বরণ করিল। সেই বুদ্ধিমান রাজপুত্র ভাগ্য কর্ত্তৃক আনীত পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট রাজলক্ষ্মীকে নীরবে গ্রহণ করিল। তাহার কমনীয় রূপ দর্শন করিয়া রাজপুত্রীরও মনে হইল বিধাতা তাহাকে বঞ্চনা করেন নাই। তৎক্ষণাৎ বাক্যালাপ করিয়া পরস্পর বিভক্ত হইয়া রাজকুমারী একাকী তাহার প্রাসাদে গমন করিল এবং অন্যজন সেই মন্দিরেই নিশিযাপন করিল। প্রাতঃকালে রাজপুত্র প্রতীহার কর্ত্তৃক নৃপতিকে সংবাদ প্রেরণ

করিলে তিনি তাহাকে চিনিতে পারিলেন এবং রাজকুমার তাহার সমীপে উপস্থিত হইল। রাজার নিকট তাহার রাজ্যচ্যুতি এবং অন্যান্য বিপদের বর্ণনা করিলে রাজা শত্রুনাশে তাহাকে সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন। নৃপতি তাহার দুহিতাকে অনেক দিবস হইতেই পাত্রস্থ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং এখন তিনি এই রাজকুমারের হস্তে তাহাকে সম্প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হইয়া মন্ত্রিদিগের নিকট সেই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বিশ্বস্তা অনুচরীর মুখ হইতে কন্যার বৃত্তান্ত, যাহা রাজ্ঞী পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা নৃপতির নিকট প্রকাশ করিলে তিনি দৈববশে কাকতালীয়বৎ অনিষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া ইষ্টলাভ করিয়াছেন দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তথন জনৈক মন্ত্রী রাজাকে বলিল, "ভব্যজনের অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত বিধাতা সর্ব্বদা জাগ্রত থাকেন। যেমন অসংযতচিত্ত-দিগের সম্ভৃত্যেরা করিয়া থাকে। (৭২-৯১) উদাহরণস্বরূপ আপনাকে একটি কাহিনী বলিব, শ্রবণ করুন---

হরিশর্ম্মা নামক দ্বিজের উপাখ্যান

কোনও গ্রামে হরিশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। সে দরিদ্র, মূর্খ এবং কোন কার্য্য না থাকায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত ছিল। পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলে তাহার বহু সন্তান ছিল। সে সপরিবারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত এবং অবশেষে এক নগরীতে স্থূলদত্ত নামক জনৈক সম্পন্ন গৃহস্থের আশ্রয় লাভ করিল। তাহার পুত্রদিগকে গৃহস্থের গবাদিরক্ষক এবং পত্নীকে পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং ভৃত্যের কার্য্য করিয়া গৃহস্থের আলয়ের নিকটেই বাস করিতে লাগিল। একদা স্থূলদত্তের কন্যার বিবাহোৎসবে বরযাত্রী এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগের সমাগম হইলে হরিশর্ম্মা আশা করিল যে ঘৃত, মাংস ও অন্যান্য সুখাদ্য দ্বারা তাহার আশ্রয়দাতার গৃহে সপরিবারে আকণ্ঠ উদরপূর্ত্তি করিবে। কিন্তু সে আগ্রহে অপেক্ষা করিলেও কেহ তাহার কথা চিন্তা করিল না। কোন আহার্য্য প্রাপ্ত না হইয়া সে রজনীতে ভার্য্যাকে বলিল, "স্বীয় দারিদ্র্য এবং মূঢ়তার নিমিত্ত এখানে আমার এই প্রকার অগৌরব হইয়াছে, সুতরাং আমি কৌশলে বিদ্যার ভান করিয়া স্থূলদত্তের গৌরবাস্পদ হইব। সুযোগ প্রাপ্ত হইলেই তুমি স্থূল-দত্তকে বলিবে যে আমার অলৌকিক জ্ঞান আছে।" তাহাকে এই কথা বলিয়া চিন্তা করিতে করিতে সে স্থূলদত্তের গৃহ হইতে তাহার জামাতার বাহন একটি অশ্ব অপহরণকরতঃ কিয়দ্দূরে উহাকে লুক্কায়িত রাখিল

এবং পরদিবস জামাতার সুবর্ণবর্গ অন্বেষণ করিয়াও উহা দেখিতে পাইল না। এই অমঙ্গলে ভীত হইয়া স্থূলদত্ত ঘোটকাপহারী চৌরদিগের অন্বেষণ করিতে থাকিলে হরিশর্ম্মার পত্নী তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিল, "আমার প্রাজ্ঞ স্বামী জ্যোতিষ শাস্ত্রাদি বিশারদ, সে আপনার অশ্ব আনয়ন করিবে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন না কেন?" (৯২-১০৪) স্থূলদত্ত এই কথা শ্রবণ করিয়া হরিশর্ম্মাকে আহ্বান করিলে সে বলিল, গতকল্য আমার কথা স্মরণ ছিল না, কিন্তু অদ্য ঘোটক অপহৃত হওয়াতে আমার মানসপথে উদিত হইয়াছে।" স্থূলদত্ত তখন সেই ব্রাহ্মণকে সম্মান প্রদর্শন-পূর্ব্বক বলিল, "তোমার কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম, আমাকে ক্ষমা কর। কে ইহাদের অশ্ব অপহরণ করিয়াছে বল।" তখন হরিশর্ম্মা মিথ্যা রেখাদি অংকন করিয়া বলিল, "এই স্থানের দক্ষিণ সীমান্তে চৌরেরা অশ্বটিকে লুক্কায়িত রাখিয়াছে। ইহা দিবসান্তে দূরে নীত হইবার পূর্ব্বেই তথায় শীঘ্র গমনপূর্ব্বক ইহাকে আনয়ন করা হউক।" এই কথা শ্রবণ করিয়া তত্রস্থ জনগণ ত্বরিৎগতিতে গমনপূর্ব্বক ঘোটকটিকে আনয়ন করিয়া হরিশর্ম্মার জ্ঞানের প্রশংস্তিবাদ করিতে লাগিল। অতঃপর হরিশর্ম্মা সর্ব্বজনকতৃক জ্ঞানী বলিয়া পূজিত হইয়া এবং স্থূলদত্ত কর্তৃক সম্মানিত হইয়া তথায় সুখে বাস করিতে লাগিল। কিয়দ্দিবসান্তে রাজপ্রাসাদ হইতে কোন চৌর বহু সুবর্ণ ও রত্নাদি অপহরণ করিল। অজ্ঞাত চৌরকে আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত অলৌকিক জ্ঞানী বলিয়া প্রসিদ্ধ হরিশর্ম্মা আহূত হইল। "কল্য বলিব" এই কথা বলিয়া সময় ক্ষেপন করিতে উদ্যত হইলে রাজা তাহাকে একটি সুরক্ষিত কক্ষে আবদ্ধ রাখিলেন। মিথ্যা জ্ঞানের ছল করিয়া এখন সে বিপদে পতিত হইল। সেই প্রাসাদে জিহ্বা নাম্নী একটি পরিচারিকা ছিল। সে তাহার ভ্রাতার সহায়তায় রাজপুরীর অভ্যন্তর হইতে ঐ ধনরত্নাদি অপহরণ করিয়াছিল। হরিশর্ম্মার জ্ঞানের কথা বিদিত থাকায় রজনীতে সেই পরিচারিকা হরিশর্ম্মা যে কক্ষে অবস্থান করিতেছিল তাহার দ্বারে কর্ণ সংযোগকরতঃ সে অভ্যন্তরে কি করিতেছে তাহা জ্ঞাত হইবার প্রয়াস পাইল। সেই মুহূর্ত্তে কক্ষে একাকী অবস্থিত হরিশর্ম্মা মিথ্যাজ্ঞানের ভান করিয়াছে বলিয়া স্বীয় জিহ্বাকে দোষারোপ করিতেছিল। সে বলিল, "রে জিহ্বে, সুখলাভের আশায় তুই কি করি-য়াছিস? রে দুরাচার, এখন এইস্থানে ইহার শাস্তি ভোগ কর।" জিহ্বা নাম্নী চেটিকা এই বাক্য শ্রবণকরতঃ "এই জ্ঞানী সমস্তই জ্ঞাত হইয়াছেন" এই ভয়ে ভীত হইয়া কৌশলে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার পদতলে

পতিত হইল এবং সেই ভণ্ড তপস্বীকে বলিল, হে বিপ্র, এই যে আমি সেই জিহ্বা যাহাকে আপনি ধনাপহারিণী বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন। আমি ধনরত্নাদি অপহরণপূর্ব্বক উহা প্রাসাদের পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত উদ্যানের এক দাড়িম্ব বৃক্ষতলে প্রোথিত করিয়াছি। (১০৫-১২০) আমার নিকট যে অল্প-স্বল্প সুবর্ণ আছে তাহা গ্রহণ করিয়া আমায় রক্ষা করুন।" হরিশর্ম্মা ইহা শ্রবণ করিয়া সগর্ব্বে তাহাকে বলিল, "এইস্থান ত্যাগ কর। আমি বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ সমস্তই অবগত আছি। হত-ভাগি, আমার আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিস্ বলিয়া তোর নাম প্রকাশ করিব না কিন্তু তোর নিকট যত সুবর্ণাদি আছে তৎ সমস্তই আমাকে প্রত্যর্পণ কর।" চেটীকে এই কথা বলিলে সে সম্মত হইয়া ত্বরায় সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। সবিস্ময়ে হরিশর্ম্মা ভাবিতে লাগিল "ভাগ্য অনুকূল হইলে ক্রীড়াচ্ছলে যেন অসাধ্য কর্ম্মও সম্পাদিত হয়। এই ঘটনায় যখন বিপদের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলাম তখনই অচিরাৎ সাফল্য লাভ করিয়াছি। যখন স্বীয় জিহ্বাকে নিন্দা করিতেছিলাম তখন সহসা চৌরী জিহ্বা আমার পদতলে পতিতা হইল। গুপ্ত অপরাধ ভীতিজনক পরিস্থিতিতে প্রকাশ হইয়া পড়ে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া সে সুখে সেই কক্ষে নিশাযাপন করিল। প্রাতঃকালে সে নানা প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা তাহার অলীক জ্ঞান প্রদর্শনকরতঃ নৃপতিকে উদ্যানে আনয়ন করিয়া প্রোথিত রত্নাদির সমীপে তাহাকে লইয়া গিয়া বলিল যে ঐ ধনরত্নাদির কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া চোর পলায়ন করিয়াছে তখন রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে গ্রাম প্রদান করিতে উদ্যত হইল দেবজ্ঞানী নামক নৃপতির এক মন্ত্রী তাহাকে কানে কানে বলিল, "এই ব্যক্তি শাস্ত্রাদি পাঠ না করিয়া কি প্রকারে মানুষের অগম্য জ্ঞানলাভে সমর্থ হইল ? নিঃসংশয়ে জানিবেন যে চৌরদিগের সহিত গোপন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া এই ধূর্ত্ত জীবিকা উপার্জ্জন করে। কোনও নূতন উপায়ে ইহাকে পরীক্ষা করা হউক।" তখন নরপতি স্বেচ্ছায় একটি নূতন বদ্ধকলসীতে ভেক স্থাপন করিয়া সেই হরিশর্ম্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কলসীর অভ্যন্তরে কি বস্তু আছে তাহা যদি বলিতে সমর্থ হও তবে হে দ্বিজ, তোমার প্রতি আমি প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করিব।" (১২১-১৩২) বিপ্র হরিশর্ম্মা ইহা শ্রবণ করিয়া মনে করিল যে তাহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে। তখন সে বাল্য-কালে তাহার পিতা ক্রীড়াচ্ছলে তাহার যে 'মণ্ডূক' নামকরণ করিয়াছিলেন তাহা স্মৃতিপথে উদিত হইলে বিধিবশে শোকাবেগে স্বীয় দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া নিজেকে সেই নামে আহ্বান করিয়া অচিরাৎ বলিয়া উঠিল,

"রে মণ্ডুক, এই ঘট তোরপক্ষে অতিশয় উত্তম বস্তু হইয়াছে, কারণ এই স্থানে তোর বিনাশসাধন হইবে।" সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তত্রস্থ জনগণ আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল, কারণ তাহার বাক্যের সহিত তাহাকে প্রদত্ত বস্তুর অদ্ভুত মিল হইয়াছিল এবং তাহারা কলগুঞ্জনে বলিতে লাগিল, "ইঁনি কি মহাজ্ঞানী ; ভেকের কথাও বিদিত আছেন।" দৈবজ্ঞানের নিমিত্ত ইহা সম্ভবপর। এই কথা চিন্তা করিয়া নৃপতি অতিশয় তুষ্ট হইয়া হরিশর্ম্মাকে সুবর্ণসহ গ্রামাদি, ছত্র এবং সর্ব্বপ্রকার যানাদি উপহার প্রদান করিলে অচিরাৎ হরিশর্ম্মা একজন সামন্ত নৃপতির পদলাভ করিল।

শুভ কার্য্যের ফল দৈব এই প্রকারে প্রদান করে। এই জন্যই আপনার কন্যা তেজস্বতী অযোগ্য পাত্রদিগকে প্রত্যাখান করিয়া সমবংশীয় সোমদত্তকে প্রাপ্ত হইয়াছে। মন্ত্রীর মুখ হইতে এইবাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপতি বিক্রমসেন স্বীয় ভাগ্যলক্ষ্মীস্বরূপা কন্যাকে রাজকুমারের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলে রাজকুমার শ্বশুরের সৈন্য বাহিনীর সাহায্যে শত্রুদিগকে পরাজিত-করতঃ স্বীয় রাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া ভার্য্যার সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল।

ভাগ্যের বিশেষ প্রসাদেই এইরূপে সংঘটিত হয়। ইহা অতিশয় সত্য। সুন্দরি, বৎসরাজ তোমার সুযোগ্য পাত্র হইলেও ভাগ্যের সহায়তা ব্যতীত পৃথিবীতে আর কে তোমাকে তাহার সহিত মিলিত করিতে সমর্থ হইবে ? সখী কলিঙ্গসেনা, আমি আর এই ব্যাপারে কতদূর করিতে পারিব ?" সোমপ্রভার মুখ হইতে একান্তে এই কথা শ্রবণ করিয়া বৎসরাজের সহিত মিলিত হইবার প্রবল আগ্রহে কলিঙ্গসেনার স্বজনভীতি এবং স্বীয় লজ্জা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইল। তখন ত্রিভুবনের বিরাট দীপ সূর্য্যদেবের অস্তমিত হইবার কাল উপস্থিত হইলে ময়াসুরসুতা পরদিবস প্রাতঃকালে আগমন পর্য্যন্ত অতি কষ্টে সখীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আকাশ-মার্গে স্বীয় আলয়ে প্রত্যাগমন করিল এবং তাহার সখীর হৃদয় স্বীয় অভীষ্ট লাভের নিমিত্ত উদ্যত রহিল। (১৩৩-১৪৪)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্টবিরচিত কথাসরিৎসাগরের
মদনমঞ্চুকা লম্বকের চতুর্থ তরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্লোক সংখ্যা ১৪৪

ক্রমিক সংখ্যা ৪৯৬১

পঞ্চম তরঙ্গ

পরদিবস সোমপ্রভা আগমন করিলে কলিঙ্গসেনা বিশ্রম্ভালাপের সময় বলিল, "আমি মাতার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি যে পিতা আমাকে প্রসেনজিতের সহিত বিবাহ দিতে আগ্রহশীল। তুমি ত দেখিয়াছ যে সে বৃদ্ধ। কথোপকথনের সময় তুমি বৎসরাজের যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছ তাহা আমার কর্ণদ্বার দিয়া হৃদয়ে প্রবেশকরতঃ আমাকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে। আমি পিতামাতাকে গ্রাহ্য করি না। তুমি অগ্রে আমাকে প্রসেনজিৎকে দর্শন করাও এবং তৎপরে বৎসরাজ যেথায় আছেন তথায় আমাকে লইয়া যাও।" অধীরা যুবতী এই কথা বলিলে সোমপ্রভা প্রত্যুত্তরে বলিল, "যদি একান্তই গমন করিতে ইচ্ছা কর তবে নভশ্চারী যন্ত্রযানে গমন করা যাউক। কিন্তু তোমার পরিচারিকাদিগকেও তোমার সহিত লইবে, কারণ একবার বৎসরাজের দর্শন পাইলে তথা হইতে প্রত্যাগমন করা তোমার পক্ষে অসাধ্য হইবে। তুমি তোমার পিতামাতাকে দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া তাহাদের কথা চিন্তাও করিবে না, এমনকি আমি দূরে অবস্থান করি বলিয়া আমাকেও বিস্মৃত হইবে। সখি, আমি তোমার পতিগৃহে কদাপি গমন করিব না।" এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজদুহিতা ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল, "সখি, তবে বৎসরাজকে হেথায় আনয়ন কর। তোমা বিহনে আমি এক মুহূর্ত্তও তথায় তিষ্ঠিতে পারিব না। অনিরুদ্ধ কি চিত্রলেখা কর্ত্তৃক ঊষার নিকট আনীত হইয়াছিলেন না? যদিও তুমি উহা জ্ঞাত আছ তথাপি আমার মুখ হইতে উহা শ্রবণ কর —(১-১০)

ঊষা এবং অনিরুদ্ধের কাহিনী

বাণাসুরের ঊষা নাম্নী প্রখ্যাতা দুহিতা ছিল। বরলাভার্থ গৌরীর উপাসনা করিলে তিনি তাহাকে এই বলিয়া বরপ্রদান করিলেন, "স্বপ্নে তোমার যাহার সহিত মিলন হইবে সেই তোমার স্বামী হইবে।" অতঃপর স্বপ্নে দেবকুমারসম জনৈক ব্যক্তির দর্শন লাভ হইলে সে তাহার সহিত গান্ধর্ব্ববিধিতে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সম্ভোগানন্দে সমস্ত রজনী যাপনকরতঃ নিশান্তে জাগ্রত হইল। সে স্বপ্নে দৃষ্ট পতির সাক্ষাৎলাভে অসমর্থ হইল কিন্তু সম্ভোগলক্ষণাদি নিরীক্ষণ করিয়া গৌরীদেবীর প্রদত্ত

বরের কথা স্মরণকরতঃ অস্বস্তি বোধ করিল এবং ভীতা ও বিস্মিতা হইল। স্বপ্নেদৃষ্ট প্রিয়তমের অদর্শনে বিমর্ষ হইলে সখী চিত্রলেখা কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া সে তাহার নিকট সমস্ত স্বীকার করিল। উষা তাহার প্রিয়তমের নাম জ্ঞাত ছিল না, পরিচিত হইবার মত কোনও অভিজ্ঞানের কথাও জানিত না, সুতরাং যোগেশ্বরী চিত্রলেখা উষাকে বলিল, "সখি, ইহা যে দেবী গৌরীর বরের ফল তাহাতে আমাদের কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না, কিন্তু কোনও অভিজ্ঞান দ্বারা তাহার পরিচয় লাভ করা যাইবে না, সুতরাং তোমার প্রিয়তমকে কিপ্রকারে অন্বেষণ করা যাইবে? আমি তোমার নিমিত্ত জগতের নিখিল সুর, অসুর ও নরগণের আলেখ্য অঙ্কিত করিব যাহাতে তুমি তন্মধ্য হইতে তোমার প্রিয়তমকে চিনিতে সমর্থ হইয়া অঙ্গুলি দ্বারা তাহাকে প্রদর্শন করাইলে, আমি তাহাকে আনয়ন করিব।" চিত্রলেখা এইকথা বলিলে উষা বলিল, "তাহাই হইবে" এবং চিত্রলেখা তখন নানাবর্ণের মসীযুক্ত লেখনী দ্বারা ক্রমে ক্রমে সমস্ত জগৎ অঙ্কিত করিলে উষা সোল্লাসে কম্পিত অঙ্গুলি দ্বারা দ্বারাবতীর যদুবংশীয় অনিরুদ্ধকে দেখাইয়া দিল। (১১-২০) তখন চিত্রলেখা তাহাকে বলিল, "সখি, তুমি ধন্য, ভগবান বিষ্ণুর পৌত্র অনিরুদ্ধকে তোমার পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছ। কিন্তু সে ত এই স্থল হইতে ষষ্ঠি সহস্র যোজন দূরে বাস করে।" তাহা শ্রবণ করিয়া অত্যধিক ঔৎসুক্যবশতঃ উষা তাহাকে বলিল, "যদি সখি অদ্যই তাহার চন্দন সুশীতল বক্ষে স্থান লাভ না করিতে সমর্থ হই তবে দুরন্ত কামাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মৃত হইব, এই কথা নিশ্চয়ই জানিবে।" এই কথা শ্রবণকরতঃ প্রিয়সখীকে আশ্বস্ত করিয়া চিত্রলেখা তদ্দণ্ডে উড্ডীন হইয়া নভোমার্গে দ্বারাবতী নগরে প্রস্থান করিল। তথায় সমুদ্রমধ্যে উত্তুঙ্গ হর্ম্যরাজি দর্শন করিয়া তাহার মনে হইল যেন মন্থন পর্ব্বতের শৃঙ্গরাজি পুনরায় সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। নিদ্রিত অনিরুদ্ধকে জাগ্রত করিয়া উষা যে স্বপ্নে তাহাকে দর্শন করিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে তাহাকে এই কথা নিবেদন করিল। স্বপ্নে উষা যেরূপ দর্শন করিয়াছিল তদ্রূপ উষা দর্শনাভিলাষী তাহাকে সঙ্গে করিয়া মন্ত্রবলে আকাশপথে প্রত্যাবর্ত্তনকরতঃ অবিলম্বে সেই প্রেমিককে গোপনে গুপ্ত দ্বার দিয়া প্রতীক্ষমানা উষার কক্ষে আনয়ন করিল। চন্দ্রোপম অনিরুদ্ধকে সশরীরে দর্শন করিয়া উষার সমস্ত অঙ্গ সমুদ্রের জল বিকারের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। সখীদত্ত মূর্ত্তিমান জীবনের ন্যায় প্রিয়তমের সহিত সে পরমসুখে বিহার করিতে থাকিলে তাহার পিতা বাণ তৎশ্রবণে অতিশয়

ক্রুদ্ধ হইল, কিন্তু অনিরুদ্ধ তাহাকে স্ববীর্য এবং পিতামহের শৌর্যে পিতাকে জয় করিল। অতঃপর ঊষা এবং অনিরুদ্ধ দ্বারাবতীতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক গিরিসুতা এবং শঙ্করের ন্যায় অভিন্ন হইয়া বাস করিতে লাগিল। (২১-৩২)

এই উপায়ে চিত্রলেখা একদিবসেই ঊষাকে তাহার প্রিয়তমের সহিত মিলিত করিয়াছিল। কিন্তু সখি, আমার ধারণা, তুমি তদপেক্ষাও শক্তিশালিনী। অতএব তুমি বৎসরাজকে হেথায় আনয়ন কর। আর বিলম্ব করিও না।' কলিঙ্গসেনার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সোমপ্রভা বলিল, "চিত্রলেখা দিব্যাঙ্গনা, সে কোন ব্যক্তিকে গ্রহণকরতঃ আনয়ন করিতে সমর্থ। কিন্তু আমি কি করিতে পারিব? আমি ত স্বামী ব্যতীত অন্য কাহাকেও স্পর্শ করি নাই। সুতরাং সখি, আমি অগ্রে তোমার পাণিপ্রার্থী প্রসেনজিৎকে দর্শন করাইয়া বৎসরাজ যেস্থানে অধিষ্ঠান করিতেছেন তথায় তোমাকে লইয়া যাইব।" সোমপ্রভার এই প্রস্তাবে কলিঙ্গসেনা তাহার সহিত এবং স্বীয় ধনরত্নাদি ও পরিজনদিগকে সঙ্গে করিয়া মায়াযন্ত্রযানে পিতামাতার অজ্ঞাতে প্রস্থান করিল। অশ্ব যেরূপ আরোহী কর্ত্তৃক চালিত হইলে অত্যন্ত ক্ষুরধার অসিকেও গ্রাহ্য করে না তদ্রূপ প্রেমার্ত্তা নারীগণ তাহাদের অগ্রেস্থিত উচ্চ কিংবা নীচ ভূমি কিছুই লক্ষ্য করে না। প্রথমতঃ সে শ্রাবস্তী নগরীতে আগমনপূর্ব্বক মৃগয়ার্থগত জরাজীর্ণ পাণ্ডুর বৃদ্ধ প্রসেনজিৎকে দূর হইতে অবলোকন করিল। তাহার পার্শ্বে মুহুর্মুহু চামর আন্দোলিত হইয়া যেন কলিঙ্গসেনাকে বলিতেছিল, "এই বৃদ্ধের নিকট হইতে দূরে থাক।" সোমপ্রভা অঙ্গুলি দ্বারা তাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া সহাস্যে উপহাসচ্ছলে বলিল, "দেখ, তোমার পিতা এই বৃদ্ধের সহিত তোমার বিবাহ প্রদান করিতে ইচ্ছুক।' সে তখন সোমপ্রভাকে বলিল, 'জরা ত উহাকে ইতিমধ্যেই বরণ করিয়াছে, অন্য কোন্ রমণী আর উহাকে বরণ করিবে? তুমি এইস্থান হইতে আমাকে অবিলম্বে বৎসরাজের নিকট লইয়া যাও।' সোমপ্রভাকে এই কথা বলিয়া কলিঙ্গসেনা অচিরে আকাশপথে কৌশাম্বী নগরীতে আগমনকরতঃ দূর হইতে সখী কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট উদ্যানাগত বৎসরাজকে ব্যগ্রচিত্তে দর্শন করিল, চকোরী যেরূপ অমৃতধারাবর্ষী চন্দ্রকে প্রত্যক্ষ করে। (৩৩-৪৫) বিস্ফারিত নয়নে হৃদয়ের উপরে হস্ত স্থাপন করিয়া সে যেন বলিতে চাহিল, 'এই পথ দিয়া ইনি আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন।' সখী সোমপ্রভাকে বলিল, 'সখি, অদ্যই বৎসেশের সহিত আমার মিলন ঘটাও, উহাকে দর্শন

করিয়া আমি এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারিতেছি না।' সে এই কথা বলিলে সখী সোমপ্রভা প্রত্যুত্তর করিল, অদ্য একটি আমি অশুভ লক্ষণ অবলোকন করিয়াছি। অতএব সখী, তুমি অদ্য তুষ্ণীভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অলক্ষ্যে এই উদ্যানে অপেক্ষা কর, সংযোগকারী কাহাকেও প্রেরণ করিও না। প্রাতঃকালে আগমন করিয়া আমি তোমাদের মিলনের কোনও উপায় স্থির করিব। হে, আমার হৃদয়স্থিতে, সম্প্রতি আমি গৃহে স্বামীর নিকট গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি' এই কথা বলিয়া কলিঙ্গসেনাকে তথায় রাখিয়া সোমপ্রভা তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং বৎসাধিপও উদ্যান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। লক্ষণাভিজ্ঞা স্বীয় সখীর বারণ সত্ত্বেও কলিঙ্গসেনা তথায় অবস্থানপূর্ব্বক তখন তাহার এক ভৃত্যকে বৎসরাজের নিমিত্ত এক বার্ত্তাসহ বৎসরাজের নিকট প্রেরণ করিল। কামদেব সদ্য যুবতীদিগের হৃদয়ে অবস্থিত হইলে, অধীরাবস্থায় তাহাদের সমস্ত বাধা লুপ্ত হয়। প্রতীহার কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া ভৃত্য অচিরে প্রবেশকরতঃ বৎসরাজের নিকট নিবেদন করিল, দেব, তক্ষশীলাধিপতি কলিঙ্গদত্তের কন্যা কলিঙ্গসেনা আপনার রূপের কথা অবগত হইয়া আপনাকে পতিরূপে বরণ করিবার উদ্দেশ্যে স্বজনপরিত্যাগপূর্ব্বক নভশ্চারী মায়াযানে হেথায় আগমন করিয়াছেন। মায়াসুরের কন্যা, নলকুবরের পত্নী, অদৃশ্যচারী তাহার সখী সোমপ্রভা তাহাকে এখানে আনয়ন করিয়াছে। এই কথা আপনার নিকট বিজ্ঞাপিতকরণার্থ আমি আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছি। আপনি তাহাকে গ্রহণ করুন, চন্দ্রের সহিত জ্যোৎস্নার ন্যায় আপনাদের উভয়ের মিলন হউক।' (৪৬-৫৮) ভৃত্যের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি তাহাকে সুবর্ণ ও পরিচ্ছদাদি দ্বারা সানন্দে অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন, 'কলিঙ্গদত্তের প্রখ্যাতা সুন্দরীকন্যা কলিঙ্গসেনা আমাকে পতিত্বে বরণ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং হেথায় আগমন করিয়াছেন, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা যাইবে না। সুতরাং সত্বর আমাকে বল কখন তাহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইব।' তাহাকে এই কথা বলিলে হিতাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ কি করিলে ভবিষ্যতে নৃপতির নিমিত্ত সর্বোত্তম ফললাভ হইতে পারে ইহা মনে করিয়া দ্রুত এইরূপে চিন্তা করিতে লাগিল। 'ত্রিভুবনে কলিঙ্গসেনা অনন্যা রূপসী বলিয়া খ্যাতা, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এমনকি দেবতারাও তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। ইহাকে লাভ করিলে বৎসরাজ অন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিবেন। মহিষী বাসবদত্তা প্রাণত্যাগ করিবেন এবং কুমার নরবাহনদত্তেরও জীবনসংশয় হইবে।

তদনন্তর রাজ্ঞী পদ্মাবতীও জীবনধারণকরা কষ্টসাধ্য মনে করিবেন এবং রাজ্ঞীদ্বয়ের পিতা চণ্ডমহাসেন ও প্রদ্যোত জীবন ত্যাগ করিবেন অথবা নৃপতির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইবেন। এই প্রকারে সমূহ সর্বনাশ সমুৎপন্ন হইবে। অথচ নৃপতিকেও বারণ করাও যুক্তিযুক্ত হইবে না। এইরূপ করিলে তাহার ব্যসন উত্তরোত্তর আরও বর্দ্ধিত হইবে (৪৬-৬৭) সুতরাং ভবিষ্যতে সুফল প্রত্যাশায় সম্প্রতি কালহরণ করা যাউক।' এই প্রকার চিন্তা করিয়া যৌগন্ধরায়ণ বৎসরাজকে বলিল, 'দেব, আপনার অতিশয় সৌভাগ্য যে কলিঙ্গসেনা স্বেচ্ছায় আপনার গৃহে আগমন করিয়াছেন এবং তাহার নৃপতি পিতা আপনার ভৃত্য হইয়াছেন। ইনি জনৈক মহান্ নৃপতির কন্যা। সুতরাং জ্যোতিষীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যথাবিধি ইহাকে বিবাহ করিবেন। অদ্য ইহার নিমিত্ত পুরুষ এবং স্ত্রী দাসদাসী সহ পৃথক আবাস নির্দ্দেশ করিয়া পরিচ্ছেদ এবং রত্নালংকারাদি প্রেরণ করুন।' প্রধানমন্ত্রীর এই উপদেশ গ্রহণ করিয়া বৎসাধিপ প্রসন্নচিত্তে বিশেষ মনোযোগ-পূর্ব্বক তদ্বৎ কার্য্যসম্পাদন করিলেন। কলিঙ্গসেনা নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশকরতঃ মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

ধীমান্ যৌগন্ধরায়ণ রাজসভা পরিত্যাগপূর্ব্বক অচিরে স্বগৃহে আগমন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। 'প্রায়শঃই দীর্ঘসূত্রতা দ্বারা অবাঞ্ছিত কার্য্য প্রতিরোধ করা যায়। পুরাকালে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা করিয়া পলায়ন করিলে নহুষ দেবতাদিগের আধিপত্য লাভ করিয়াছিল এবং সে শচীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হইলে দেবগুরু শরণাগতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কালহরণ করিবার নিমিত্ত তিনি নহুষকে বলিতেন, 'শচী অদ্যই কিংবা আগামীকল্য তোমার নিকট গমন করিবে।' নহুষ ব্রহ্মশাপহুঙ্কারে বিনষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত এবং ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত অবধি এই প্রকারই বলিতেছিল। আমিও তদ্রূপ প্রভুকে কলিঙ্গসেনালাভে বিরত রাখিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া গণকদিগের সহিত গোপনে মন্ত্রণাকরতঃ সে বিবাহের দিন অতি বিলম্বে ধার্য্য করার ব্যবস্থা করিল।

অতঃপর রাজ্ঞী বাসবদত্তা সমস্ত অবগত হইয়া প্রধানমন্ত্রীকে প্রাসাদে আহ্বান করিল। (৬৮-৮০) সে প্রবেশ করিয়া রাজ্ঞীকে প্রণাম করিলে সে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল, "মহাত্মন্ আপনি বহুপূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিলেন, 'রাজ্ঞী, আমি যতদিন' জীবিত আছি আপনার পদ্মাবতী ব্যতীত অন্য কোন সপত্নী হইবে না, কিন্তু এখন দেখুন, কলিঙ্গসেনা অচিরেই বিবাহিত হইবে ; সে সুন্দরী এবং আর্য্যপুত্র তাহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত। সুতরাং

আপনার বাক্য মিথ্যা হইয়াছে এবং আমি ত মৃত্যু হইতে চলিয়াছি।” মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বলিল, ‘রাজ্ঞি, আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন। আমি জীবিত থাকিতে ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? কিন্তু আপনি এই ব্যাপারে নৃপতির প্রতিকূলতা করিবেন না, আত্মসংবরণপূর্ব্বক তাহার প্রতি অনুকূল ভাব প্রদর্শন করিবেন। কটুকথায় রোগী বৈদ্যের বশ হয় না, কিন্তু অনুকূল বাক্য দ্বারা বৈদ্যরোগীকে শান্ত করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সাধন করে। স্রোতের বিপরীত আকর্ষণ করিলে নদীস্রোত হইতে অথবা দুষ্কার্য্য হইতে মুক্ত করা সম্ভব হয় না। কিন্তু স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেই মুক্ত হইতে সমর্থ হওয়া যায়। সুতরাং নৃপতি আপনার নিকট আগমন করিলে তাহাকে স্বীয় মানসিক অবস্থা ও ক্রোধ গোপন করিয়া নানা উপচারে সৎকার করিবেন। কলিঙ্গসেনাকে বিবাহ করিলে তাহার পিতাকে মিত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া নৃপতি আরও পরাক্রম-শালী হইবেন, সম্প্রতি এইরূপই আচরণ করিবেন। আপনি এইরূপ করিলে নৃপতি আপনরে ঔদার্য্যে মোহিত হইয়া আপনার প্রতি আরও অধিকমাত্রায় আকৃষ্ট হইবেন এবং কলিঙ্গসেনা ত তাহার অধীনেই আছেন এই কথা মনে করিয়া তিনি অধৈর্য্য হইবেন না কারণ বারণ করিলেই ইচ্ছা আরও বর্দ্ধিত হয়। আপনি পদ্মাবতীকেও এইরূপ শিক্ষা দিবেন। হে অনঘে, এইরূপ করিলেই নৃপতি আমাদের এই কালহরণ সহ্য করিবেন। আপনি আমার যুক্তিবল প্রদর্শন করুন। বিপৎকালেই বিজ্ঞজনের পরীক্ষা হয়, যেমন যুদ্ধকালে বীরগণের শৌর্য্যের পরীক্ষা হয়। দেবি, আপনি অধীরা হইবেন না।’ এই প্রকার বাক্যে যৌগন্ধরায়ণ রাজ্ঞীকে আশ্বাস প্রদান করিলে এবং রাজ্ঞী তাহার উপদেশ আগ্রহসহকারে শ্রবণ করিলে যৌগন্ধরায়ণ তথা হইতে প্রস্থান করিল। কিন্তু বৎসরাজ সেই দিবস দিনে অথবা রাত্রিতে রাজ্ঞীদ্বয়ের কাহারও কক্ষে প্রবেশ করিলেন না। যে কলিঙ্গসেনা স্বেচ্ছায় তাহার নিকট মিলিত হইবার নিমিত্ত সাগ্রহে আগমন করিয়াছেন নৃপতি সেই মিলনের নিমিত্ত সোৎসুক হইয়াছিলেন। রাজ্ঞী, মুখ্যমন্ত্রী, নৃপতি এবং কলিঙ্গসেনা তাহাদের পৃথক পৃথক গৃহে মহোৎসবময়ী রজনীর ন্যায় সেই যামিনী অনিদ্রায় যাপন করিতে লাগিলেন—নৃপতি ও কলিঙ্গসেনা আশু আনন্দের প্রতীক্ষায় এবং রাজ্ঞী ও প্রধানমন্ত্রী প্রগাঢ় চিন্তায়। (৮১-৯৬)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের মদনমঞ্চুকা লম্বকের
পঞ্চম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা—৯৬,
ক্রমিকসংখ্যা—৫০৫৭

ষষ্ঠ তরঙ্গ

পরদিবস প্রাতঃকালে প্রতীক্ষামান বৎসরাজের নিকট ধূর্ত্ত মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ আগমন করিয়া নিবেদন করিল, "দেব, আপনি কলিঙ্গসেনার সহিত মঙ্গলবিবাহের শুভলগ্ন অচিরাৎ কেন নির্দ্ধারিত করেন না ?" ইহা শ্রবণ করিয়া নৃপতি বলিলেন, "আমার হৃদয়েও ঐ বাসনাই উদিত হইয়াছে, কারণ কলিঙ্গসেনা বিহনে আমার মন এক মুহূর্ত্তও সুস্থির থাকিতে পারিতেছে না।' এই কথা বলিয়া সরল হৃদয়ে ভূপতি সম্মুখে দণ্ডায়মান প্রতীহারকে গণকদিগকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে মুখ্যমন্ত্রীর পূর্ব্বনির্দ্দেশমত তাহারা বলিল, 'নৃপতির নিমিত্ত এখন হইতে মাসান্তে অনুকূল শুভলগ্ন উপস্থিত হইবে।' (১-৫)

নিপুণ যৌগন্ধরায়ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া মিথ্যা কোপান্বিত হইয়া নৃপতিকে বলিল, 'এই মূর্খদিগকে ধিক্ ! প্রভো ! আপনি পূর্ব্বে যে গণককে প্রাজ্ঞ বলিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন, সে অদ্য উপস্থিত। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যথোপযুক্ত কার্য্য করুন।" তাহার মন্ত্রীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দোলায়মান চিত্তে রাজা তৎক্ষণাৎ সেই গণককে আনয়ন করিলেন। সে পূর্ব্বনির্দ্দেশমত বিবাহকার্য্য প্রলম্বিত করিবার নিমিত্ত কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া ষটমাসান্তে লগ্ন নির্দ্ধারণ করিল। তখন উদ্বেগের ভান করিয়া যৌগন্ধরায়ণ ভূপতিকে বলিল, "মহারাজ, এখন আপনি আদেশ করুন কি করা যাইবে।" শুভলগ্নেচ্ছু অধীর নৃপতি কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "তুমি কলিঙ্গসেনাকে জিজ্ঞাসা কর তাহার কি মত !" এই কথা শ্রবণ করিয়া যৌগন্ধরায়ণ দুইজন গণকের সহিত কলিঙ্গসেনার নিকট উপস্থিত হইল। কলিঙ্গসেনা কর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া সে চিন্তা করিল, "এই সুন্দরীকে প্রাপ্ত হইয়া বাসনমত্ত নৃপতি সমস্তই পরিত্যাগ করিবেন।" সে তাহাকে বলিল, "আপনার বিবাহের শুভ লগ্ন স্থির করিবার নিমিত্ত এই গণকদিগের সহিত আগমন করিয়াছি। আপনার পরিজনেরা বলুক আপনার কোন্ নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছিল।" পরিজনদিগের নিকট হইতে জন্মনক্ষত্র নির্দ্ধারিত করিয়া গণকেরা পরস্পর পরামর্শের ভান করিয়া মন্ত্রী কর্ত্তৃক পূর্ব্বনির্দ্দেশ মত তখন হইতে ষট্‌মাসান্তে লগ্ন

ধার্য্য করিল। দূরস্থিত লগ্নের কথা শ্রবণ করিয়া কলিঙ্গসেনা উদ্বিগ্না হইলে তাহার পরিচারক বলিল, "দম্পতি যাহাতে সমস্ত জীবন সুখী হইতে পারে তন্নিমিত্ত অনুকূল শুভক্ষণ প্রথমে স্থির করিতেই হইবে। (৬-১৮) উহা শীঘ্রই হউক অথবা বিলম্বেই হউক তাহাতে ক্ষতি কি?" এই কথা শ্রবণ করিয়া তত্রস্থ সকলেই বলিল, "ইহা খুবই ন্যায়সঙ্গত কথা।" তখন যৌগন্ধরায়ণ বলিল, "কুলগ্ন ধার্য্য করিলে আমাদের ভাবী আত্মীয় নৃপতি কলিঙ্গদত্ত অসন্তুষ্ট হইবেন। তখন অসহায়া কলিঙ্গসেনা সকলকে বলিল, "আপনাদের বুদ্ধিতে যাহা উচিত মনে করেন তাহাই হউক।" এই কথা বলিয়া সে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিল। তাহার বাক্য গ্রহণ করিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক যৌগন্ধরায়ণ গণকগণের সহিত নৃপতিসকাশ উপস্থিত হইয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা আনুপূর্ব্বিক নৃপতির নিকট নিবেদন করিল এবং এইরূপ কৌশলে তাহার হৃদয়ে শান্তি আনয়নকরতঃ স্বগৃহে প্রস্থান করিল।

এই প্রকারে বিবাহের কালক্ষেপ অর্জ্জন করিয়া মনস্থ কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত সে সুহৃৎ ব্রহ্মরাক্ষস যোগেশ্বরকে স্মরণ করিলে পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞামত স্মরণমাত্রই সে তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমাকে কি নিমিত্ত স্মরণ করিয়াছ?" তখন যৌগন্ধরায়ণ কলিঙ্গসেনার বৃত্তান্ত এবং নৃপতির ব্যসনাসক্তির কথা বর্ণনা করিয়া পুনরায় তাহাকে বলিল, "বন্ধো! আমি কালহরণের ব্যবস্থা করিয়াছি। এই সময়ের মধ্যে তুমি তোমার যাদুবলে গোপনে কলিঙ্গসেনার আচরণ লক্ষ্য কর। নিশ্চয়ই বিদ্যাধরাদি উহার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়াছে কারণ ত্রিভুবনে উহার তুল্য সুন্দরী আর নাই। (১৯-২৮) সুতরাং তুমি যদি উহার সাহচর্য্যে কোনও সিদ্ধ অথবা বিদ্যাধরকে দর্শন করিতে সমর্থ হও তবে তাহা সৌভাগ্যসূচক হইবে। তুমি দিব্য প্রেমিককে গুপ্ত অবস্থায় লক্ষ্য করিবে। তোমার দৃষ্টিতে কলিঙ্গসেনার কোনও অপরাধ ধরা পড়িলে নৃপতি তাহার প্রতি বীতরাগ হইবেন এবং আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।" মন্ত্রী তাহাকে এই কথা বলিলে ব্রহ্মরাক্ষস প্রত্যুত্তরে বলিল, "কোন কৌশলে আমি উহার অধঃপতন অথবা মৃত্যু ঘটাই না কেন?" এই কথা শ্রবণ করিয়া মহামন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বলিল, "উহা করিলে অত্যন্ত অধর্ম্ম হইবে। ধর্ম্ম লঙ্ঘন না করিয়া যে স্বকর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হয় তাহার সাফল্যের নিমিত্ত ধর্ম্ম তাহার সহায় হন। সখে, তুমি তাহার মধ্যে কোনও স্বকৃত দোষের সন্ধান প্রাপ্ত হইলে তোমার সহিত সখ্যতা নিবন্ধন রাজকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব।" মন্ত্রী-

বরের নিকট হইতে এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মরাক্ষস প্রস্থান করিল এবং যাদুবলে ছদ্মবেশে কলিঙ্গসেনার গৃহে প্রবেশ করিল। (২৯-৩৬)

ইতোমধ্যে ময়াসুরকন্যা, তাহার সখী সোমপ্রভা পুনরায় কলিঙ্গসেনার সকাশে উপনীত হইল। স্বজনত্যাগী তাহার সখীকে রাত্রির বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া ময়দুহিতা তাহাকে ব্রহ্মরাক্ষসের উপস্থিতিতে বলিল, "আমি পূর্বাহ্নেই তোমার অন্বেষণে হেথায় আগত হইয়া যৌগন্ধরায়ণকে দেখিতে পাইয়া তোমার পার্শ্বে গুপ্তভাবে লুক্কায়িত ছিলাম এবং তোমাদের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া সমস্তই অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমার বারণসত্ত্বেও গতকল্য কেন তুমি এইরূপ কার্য করিলে? শুভলক্ষণের অবক্ষয় না করিয়া কার্য আরম্ভ করিলে, সখি, অনিষ্ট না ঘটিয়া পারে না। প্রমাণস্বরূপ নিম্নোক্ত কাহিনী শ্রবণ কর। (৩৭-৪১)

বিষ্ণুদত্ত এবং তাহার সপ্তমূর্খ সঙ্গীর কাহিনী

পুরাকালে অন্তর্বেদী নগরীতে বসুদত্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার বিষ্ণুদত্ত নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ষোড়শ বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইলে সেই বিষ্ণুদত্ত বিদ্যালাভার্থে বলভীনগরীতে গমন করিলে তথায় সপ্ত ব্রাহ্মণ তাহার সহিত একই উদ্দেশ্যে মিলিত হইল। বিষ্ণুদত্ত সদ্বংশোদ্ভব ও প্রাজ্ঞ ছিল, কিন্তু ঐ সপ্ত ব্রাহ্মণতনয় মূর্খ ছিল। "পরস্পরকে পরিত্যাগ করিবে না", এই প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিষ্ণুদত্ত পিতামাতার অজ্ঞাতে নিশাযোগে তাহাদের সহিত যাত্রা করিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সে সম্মুখে অশুভ লক্ষণ দর্শন করিয়া তাহার সঙ্গী বয়স্যাদিগকে বলিল, "হা হন্ত! অশুভ চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। এখন প্রত্যাবর্তন করা উচিত হইবে। পুনরায় শুভ লক্ষণদৃষ্টে যাত্রাকরতঃ সাফল্যলাভ করিব।" তদীয় সপ্তমূঢ় সঙ্গী তাহা শ্রবণ করিয়া কহিল, "অযথা শঙ্কিত হইতেছ কেন? আমরা অশুভলক্ষণকে ভয় করিব না। যদি ভীত হইয়া থাক তবে আর অগ্রসর হইও না। আমরা কিন্তু এই মুহূর্তেই পুনরায় চলিতে থাকিব নতুবা আগামীকল্য আমাদের কীর্তিকলাপ শ্রবণ করিয়া স্বজনেরা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে।" মূর্খবৃন্দ এইকথা বলিলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিষ্ণুদত্ত অগত্যা পাপহারক হরিনাম স্মরণপূর্বক তাহাদের সহিত চলিতে লাগিল। নিশান্তে পুনরায় অশুভ লক্ষণ দর্শন করিয়া তাহা উহাদের নিকট ব্যক্ত করিলে মূর্খ বন্ধুরা এইবাক্যে তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল, "আমাদের অশুভ লক্ষণ হইতেছে যে তুমি কাপুরুষ, ভ্রমণ

করিতে ভীত হইতেছ। প্রতিপাদক্ষেপে তুমি কাকপক্ষী দর্শন করিয়া ভয়ে কম্পিত হইতেছ। (৪২-৫২) আমাদের আর কোনও অশুভ লক্ষণের প্রয়োজন নাই।" তাহাকে এই প্রকারে তিরস্কার করিয়া উহারা পথ চলিতে থাকিল এবং নিরুপায় বিষ্ণুদত্তও তাহাদের সহিত নীরবে চলিতে চলিতে চিন্তা করিতে লাগিল, স্বেচ্ছাচারী মূর্খকে উপদেশ প্রদান করা বিষ্ঠাকে আবরণ করার ন্যায় বৃথা। বহু মূর্খের ভিতর একজন জ্ঞানী ব্যক্তি পতিত হইলে বহু তরঙ্গাঘাতে আপ্লুত একটি পদ্মের দশা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ভাল মন্দ কিছুই না বলিয়া উহাদের সহিত নীরবে গমন করিব। ভাগ্যবিধাতা যাহা করিবার তাহা করিবেন।" এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বিষ্ণুদত্ত ঐ মূর্খদিগের সহিত দিবসান্তে এক শবরপল্লীতে উপস্থিত হইল। তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে রজনীযোগে যুবতীনারী অধ্যুষিত একটি গৃহে আগমনকরতঃ তাহার নিকট আশ্রয়ভিক্ষা করিল। সে তাহাকে একটি কক্ষ প্রদান করিলে মিত্রদিগের সহিত বিষ্ণুদত্ত তথায় প্রবেশ করিল। ঐ সপ্তজন অচিরে গভীর নিদ্রায় সুপ্ত হইল। অসভ্য শবরগৃহে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া সে কেবলমাত্র জাগ্রত রহিল। এই অবস্থায় মূর্খরাই নিদ্রাভিভূত হইতে পারে, বিবেকী ব্যক্তি কি প্রকারে ঐরূপ করিতে সমর্থ হইবে? (৫৩-৬০)

ইতোমধ্যে একটি যুবক গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশকরতঃ সেই তরুণীর নিকট গমন করিল। নানাপ্রকার গুপ্ত কথোপকথনকরতঃ সম্ভোগান্তে তাহারা উভয়ে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রামগ্ন হইল। অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বারের ভিতর দিয়া প্রদীপালোকে উহা দর্শনকরতঃ বিষ্ণুদত্ত বিষণ্ণ চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল, "আমরা কি এক দুশ্চরিত্র নারীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছি? এই যুবক নিশ্চয়ই উহার উপপতি, স্বামী নহে, নতুবা এইরূপ গোপন আচরণের কারণ কি? উহাকে দর্শন করিয়া পূর্ব্বেই আমার ধারণা হইয়াছিল এই নারী চপলচিত্তা। অন্য কোথাও আশ্রয় প্রাপ্ত না হইয়া এইস্থানে আগমনপূর্ব্বক এই দৃশ্য দেখিতে হইল।" সে যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিল তখন বহির্দ্দেশে জন কোলাহল শ্রবণ করিল এবং শবরদিগের যুবক অধিপতিকে খড়্গ হস্তে প্রবেশ করিতে দেখিল। সে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল এবং অনুচরেরা অন্যকক্ষে অপেক্ষা করিতে লাগিল। "তোমরা কে?" শবরাধিপাল এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বিষ্ণুদত্ত ভীত হইয়া বলিল, "আমরা পথিক।" শবর তখন প্রবেশকরতঃ ভার্য্যাকে তদবস্থায় দর্শন করিয়া খড়্গাঘাতে তাহার উপপতির মস্তক ছেদন করিল। সে তাহার স্ত্রীকে কোনও-

প্রকার শাস্তি প্রদান করিল না এবং অসি ভূমিতে নিক্ষেপকরতঃ অন্য পর্য্যঙ্কে শয়ন করিল। প্রদীপালোকে এই দৃশ্য দর্শন করিয়া বিষ্ণুদত্ত চিন্তা করিতে লাগিল, "এই শবর ভার্য্যাকে হত্যা না করিয়া তাহার উপপতিকে বধ করিয়া উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছে। কিন্তু এই প্রকার কার্য্য সমাপনান্তে এইস্থানে সে নির্ব্বিকারচিত্তে নিদ্রিত হইয়াছে ইহা অদ্ভুত মহাধৈর্য্যশালীর অনন্যসাধারণ বিচিত্র সাহসিকতার লক্ষণ। (৬১-৭২) বিষ্ণুদত্ত যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিল তখন সেই দুষ্টা রমণী জাগ্রত হইয়া উপপতিকে হত এবং পতিকে সুপ্ত দেখিতে পাইল। সে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক দেহ স্কন্ধে স্থাপন করিয়া এক হস্তে তাহার ছিন্ন মস্তক গ্রহণকরতঃ বহির্দ্দেশে নিষ্ক্রান্ত হইল। তথায় এক ভস্মকূটে শির ও কবন্ধ নিক্ষেপ করিয়া গোপনে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বহির্দ্দেশে গমনকরতঃ দূরে হইতে বিষ্ণুদত্ত সমস্ত অবলোকন করিয়া পুনরায় কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তনকরতঃ নিদ্রিত সঙ্গীদিগের সহিত স্বীয় স্থানে অবস্থান করিতে লাগিল। সেই দুশ্চরিত্রা নারী প্রত্যাবর্ত্তনকরতঃ কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেই অসিদ্বারা স্বীয় সুপ্ত পতির মস্তক ছেদন করিল। অতঃপর বহির্দ্দেশে গমন করিয়া ভৃত্যদিগের শ্রবণোদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল, 'হায়! হায়! আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। পান্থজনেরা আমার পতিকে হত্যা করিয়াছে।" সেই চিৎকারশ্রবণে ভৃত্যগণ দ্রুত আগমন করিয়া প্রভুকে নিহত দেখিয়া অস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক বিষ্ণুদত্ত ও তাহার সঙ্গীদিগকে আক্রমণ করিল। ভীত বয়স্যেরা জাগ্রত হইলে ভৃত্যগণ তাহাদিগকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। তখন বিষ্ণুদত্ত দ্রুত নিবেদন করিল, "তোমরা ব্রহ্মহত্যা হইতে বিরত হও। আমরা এই কার্য্য করি নাই। এই দুষ্টা নারীই অন্য ব্যক্তির প্রতি আসক্ত হইয়া স্বয়ং এই কর্ম্ম সাধন করিয়াছে। (৭৩-৮১) অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বারের ভিতর দিয়া আমি প্রথম হইতেই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি বহির্দ্দেশে নির্গত হইয়াও সমস্ত অবলোকন করিয়াছি। তোমরা যদি ধৈর্য্যাবলম্বন কর তবে তৎসমস্তই আমি বর্ণনা করিব।" এইরূপ বাক্যে শবরদিগকে নিবারিত করিয়া বিষ্ণুদত্ত তখন আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল এবং সেহ রমণী কর্ত্তৃক ভস্মকূটে নিক্ষিপ্ত সদ্য ছিন্নমুণ্ড ও কবন্ধ শবরদিগকে বাহিরে আনয়নকরতঃ প্রদর্শন করাইল। পাণ্ডুর বদনে সেই নারী সমস্ত স্বীকার করিলে তত্রস্থ উপস্থিত সকলে সেই কুলটাকে নিম্নোক্তরূপে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল, "শত্রু হস্তে অসির ন্যায় অন্য ব্যক্তিতে আসক্তা দুশ্চরিত্রা নারী শিক্ষাপ্রাপ্তা না হইয়া হত্যাপরাধে

লিপ্ত হয়।" এই কথা বলিয়া তাহারা বিষ্ণুদত্ত ও তাহার বন্ধুদিগকে মুক্তি প্রদান করিল। বিষ্ণুদত্তের সপ্ত বয়স্য তখন তাহাকে এই বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল, "আমরা যখন নিদ্রিত ছিলাম তখন তুমি রক্ষক রত্ন দ্বীপের ন্যায় আমাদিগকে অশুভ লক্ষণজনিত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ। তোমার প্রসাদেই আমরা অদ্য মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি। এইকথা বলিয়া তাহারা বিষ্ণুদত্তের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত হইয়া তাহাকে প্রণামকরতঃ প্রাতঃকালে তৎসহ স্বকার্য্য সাধনে প্রস্থান করিল। (৮২-৮৯)

কথোপকথন প্রসঙ্গে কলিঙ্গসেনার নিকট এই কাহিনী বর্ণনা করিয়া সোমপ্রভা পুনরায় তাহার কৌশাম্বীবাসিনী সখীকে কহিল, "সখি, এই প্রকারে কার্য্যসাধনকালে অশুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইলে বিলম্ব অথবা অন্য কোন উপায়ে উহা প্রতিরোধ না করিলে বিপদ উপস্থিত হইতে পারে। বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণ হঠকারিতাবশতঃ বিজ্ঞজনের উপদেশ অবহেলা করিয়া অবশেষে বিপদে পতিত হয়। তোমাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অশুভ লক্ষণ সত্বেও বৎসরাজের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তুমি বুদ্ধিমানের কার্য্য কর নাই। বিধাতা করুন বিবাহ ব্যাপারে তোমার কোন প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হইতে না হয়। তুমি অশুভক্ষণে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলে, তন্নিমিত্ত তোমার বিবাহে বিলম্ব হইতেছে। দেবতাও তোমার প্রণয়প্রার্থী, সুতরাং সাবধানে থাকিবে। নীতিবিদ্ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের কথাও স্মরণে রাখিবে, নৃপতি ব্যসনাসক্ত হইবে ধারণা করিয়া সে তোমার এই ব্যাপারে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু সে ধর্ম্মনিষ্ঠ, তোমাকে মিথ্যা দোষে দূষিত করিবে না। কিন্তু তথাপি, সখি, তোমার সপত্নী হইতে সতত সাবধানে থাকিবে। প্রমাণস্বরূপ তোমাকে একটি কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ কর ঃ—(৯০-৯৭)।

কদলীগর্ভার কাহিনী

এই রাজ্যে ইক্ষুমতী নামে নগরী আছে এবং উহার পার্শ্বে এই নামেরই নদী প্রবাহিত। উভয়েই বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট। উহার সন্নিকটে একটি অরণ্যে মংকণক ঋষি তপোবন নির্ম্মাণকরতঃ তথায় ঊর্দ্ধ্বপাদ হইয়া তপস্যায় নিরত ছিলেন। তথায় তপশ্চর্য্যাকালে তিনি অপ্সরা মেনকাকে নভোমার্গে আগমন করিতে দেখিলেন। মেনকার বস্ত্র বায়ুতে ভাসিতেছিল। তখন সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া কামদেব মুনির মন চঞ্চল করিলে নূতন কদলীগর্ভে তাঁহার বীর্য্য পতিত হইলে তথায় এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যার

জন্ম হইল। মহর্ষিদিগের বীর্য্যের অমোঘ ফল তৎক্ষণাৎ প্রতিফলিত হয়। কদলীগর্ভে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া পিতা মঙ্কণক মুনি তাহার কন্যার নাম কদলীগর্ভা রাখিয়াছিলেন। রম্ভাদর্শনে চ্যুতবীর্য্য গৌতমের কন্যা দ্রোণপত্নী কৃপীর ন্যায় সে সেই আশ্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একদা মধ্যদেশপতি দৃঢ়বর্ম্মা নামক নরপতি মৃগয়াব্যপদেশে অশ্ব কর্ত্তৃক তথায় আনীত হইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিল। তথায় সে মুনিকন্যার উপযুক্ত বল্কলসজ্জায় সজ্জিত অতীব সুন্দরী কদলীগর্ভার সাক্ষাৎ লাভ করিল। সে নৃপতির হৃদয় এমনভাবে অধিকার করিল যে তথায় আর কোনও অন্তঃপুরিকার স্থান রহিল না। নৃপতি যখন চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমি কি দুষ্যন্ত যেরূপ কণ্বমুনির কন্যা শকুন্তলাকে লাভ করিয়াছিল তদ্রূপ এই মুনি অথবা অন্য কাহারও কন্যাকে ভার্য্যারূপে লাভ করিতে সমর্থ হইব?'; তখন তিনি কুশ ও সমিধ হস্তে মঙ্কণক মুনিকে আগমন করিতে দেখিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্ব্বক মুনিসকাশে আগমন করিয়া তাহার পাদপূজা করিল এবং মুনি কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া সে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিল। তখন মুনি কদলীগর্ভাকে আদেশ করিলেন, "বৎসে, আমাদের নৃপতিঅতিথির নিমিত্ত অর্ঘ্য প্রস্তুত কর।" "আমি তাহাই করিতেছি." এই কথা বলিয়া নতমস্তকে সে অতিথি সৎকার করিলে নৃপতি মুনিকে শুধাইলেন, আপনি এই অপরূপ সুন্দরী কন্যাকে কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন?" তখন মুনি তাহাকে কন্যার জন্মবৃত্তান্ত ইত্যাদি এবং তাহার কদলীগর্ভা নামের ইতিহাস বর্ণনা করিলে মুনি কর্ত্তৃক মেনকার চিন্তা দ্বারা জাতা এই কন্যাকে অপ্সরা-জ্ঞানে সাগ্রহে তাহার পিতার নিকট উহার পাণিপ্রার্থনা করিল। (৯৮-১১৪) মুনিও কন্যা কদলীগর্ভাকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিলেন। পুরাকালের ঋষিগণ দিব্যভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া অসংকুচিতচিত্তে এইরূপ কার্য্য করিতেন। স্বর্গের অপ্সরাগণ দিব্যদৃষ্টি বলে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মেনকার প্রতি অনুরাগবশতঃ তথায় আগমন করিয়া কদলীগর্ভাকে বিবাহসাজে সজ্জিত করিয়াছিল। তৎকালে তাহারা কদলীগর্ভার হস্তে সর্ষপবীজ প্রদান করিয়া তাহাকে বলিয়াছিল, "পথে গমন করিতে করিতে যাহাতে ঐপথ পুনরায় চিনিতে সমর্থ হও তন্নিমিত্ত এই বীজ বপন করিবে। বৎসে, যদি কখনও নৃপতি তোমাকে অবহেলা করেন এবং তুমি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হও তবে তোমার পথ চিনিতে কষ্ট হইবে না, কারণ ততদিনে এই বীজসমূহ অঙ্কুরিত হইবে।" তাহারা তাহাকে এই কথা বলিলে বিবাহান্তে নৃপতি

দৃঢ়বর্ম্মা কদলীগর্ভাকে অশ্বপৃষ্ঠে ন্যস্ত করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সৈন্য কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া সে ভার্য্যাসহ প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথে কদলীগর্ভা সর্ষপবীজ বপন করিয়াছিল। তথায় আগমনকরতঃ নৃপতি সচিবদিগকে কদলীগর্ভার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া অন্যান্য রাজ্ঞীদিগের প্রতি অনাসক্ত হইয়া তাহার সহিত বাস করিতে লাগিল।

তখন রাজার প্রধানা মহিষী অত্যন্ত বিষাদগ্রস্তা হইয়া মন্ত্রীকে তাহার পূর্ব্বকৃত উপকারের কথা স্মরণ করাইয়া গোপনে বলিল, "সম্প্রতি নৃপতি কেবল তাহার নূতন ভার্য্যার প্রতি আসক্ত হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং আমার এই সপত্নীকে বিদায় করিবার পন্থা উদ্ভাবন কর।" (১১৫-১২৩) এই কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রী বলিল, "দেবি, আমার মত ব্যক্তির পক্ষে প্রভুপত্নীকে নির্ব্বাসিত অথবা ধ্বংস করা উচিত হইবে না। ইহা প্রব্রাজক পত্নীদিগের কার্য্য। উহারা কুহক ও যাদুবিদ্যা ইত্যাদিতে পারদক্ষ এবং এই ভণ্ড প্রব্রাজিকারা মায়াকুশলা এবং গৃহদ্বার ইহাদের নিকট অবারিত। এমন কর্ম্ম নাই যাহা ইহারা সাধন করিতে অসমর্থ। রাজ্ঞী তাহার নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া লজ্জার ভান করিয়া বলিল, "তবে আমি ধার্ম্মিকেরা যে কার্য্যের অনুমোদন করেন না তাহা করিব না।" মন্ত্রীকে বিদায় প্রদানপূর্ব্বক তাহার কথা হৃদয়ে পোষণকরতঃ সে তাহার পরিচারিকাদ্বারা জনৈকা প্রব্রাজিকাকে আহ্বান করিল। তাহার নিকট আদ্যোপান্ত স্বাভিলাষ ব্যক্তকরতঃ কার্য্যসিদ্ধ হইলে তাহাকে বহুবিত্ত দান করিতে প্রতিশ্রুত হইল। ধনলোভে সেই দুষ্টা প্রব্রাজিকা বিষাদক্লিষ্টা রাজ্ঞীকে কহিল, "দেবি, এই কার্য্য অতি সহজ। আমার বহু কলাকৌশল জানা আছে, আপনার নিমিত্ত আমি এই কার্য্য সম্পাদন করিব।" রাজ্ঞীকে এই প্রকারে আশ্বস্ত করিয়া প্রব্রাজিকা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকরতঃ ভীতা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "হায়! হায়! অতিমাত্রায় ধনলোভ কাহাকে বিচলিত না করে? রাজ্ঞীর নিকট হঠকারিতাবশতঃ কি প্রতিজ্ঞাই না করিয়া বসিয়াছি। আসল কথা হইতেছে আমি এরূপ কোন কলাকৌশল জ্ঞাত নহি যাহা অন্যস্থানে প্রযুক্ত হইলেও রাজপ্রাসাদে প্রয়োগ করা যায় না, কারণ কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহা জ্ঞাত হইলে আমার শাস্তিবিধান করিবেন। তবে এই বিপদ হইতে মুক্ত হইবার আমার এক পথ আছে। সর্ব্বপ্রকার কলাকৌশল প্রয়োগে অভিজ্ঞ আমার এক নাপিত বন্ধুর সহিত পরিচয় আছে। সে চেষ্টা করিলে সফলতা লাভ করা যাইতে পারে।" (১২৪-১৩৫) এইরূপে আলোচনা করিয়া সে

স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির কল্পনা নাপিতের নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাকে বলিল। তখন সেই ধূর্ত্ত নাপিত মনে মনে চিন্তা করিল, "অতি সৌভাগ্যের কথা, কোন কিছু লাভ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। নৃপতির নবীনা ভার্য্যাকে হত্যা করা উচিত হইবে না। উহার পিতা দিব্যদৃষ্টিবলে সমস্তই জ্ঞাত হইবেন সুতরাং উহাকে জীবিত রাখিতেই হইবে। উহাকে সম্প্রতি নৃপতি হইতে পৃথক রাখিতে হইবে। যে ভৃত্য প্রভুর গোপন অসৎ রহস্য জ্ঞাত থাকে প্রভু তাহার ভৃত্য হয়। যথাকালে আমি তাহাকে নৃপতির সহিত মিলিত করিব এবং সমস্ত বৃত্তান্ত নৃপতির নিকট বিবৃত করিলে তিনি এবং মুনিকন্যা আমার উপজীবিকার উৎস হইবেন। এই প্রকারে অতিশয় পাপকার্য্য সম্পাদন না করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত আমার জীবিকা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া নাপিত সেই ভণ্ড তপস্বিনীকে বলিল, "মাতঃ, আমি সমস্তই করিব, কিন্তু যদুবলে নৃপতির নূতন ভার্য্যাকে বধ করা সঙ্গত হইবে না, কারণ, কোনদিন নৃপতি ইহা জানিতে পারিলে আমাদের সকলকে ধ্বংস করিবেন। পরন্তু আমরা স্ত্রীহত্যার পাপে লিপ্ত হইব এবং রাজ্ঞীর জনক আমাদিগকে অভিশপ্ত করিবেন। সুতরাং কোন কৌশলে নৃপতির সহিত ইহার বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারিলে রাজ্ঞীও সুখী হইবেন এবং আমরাও বহু বিত্তলাভ করিতে সমর্থ হইব। আমার পক্ষে এইরূপ করা সহজসাধ্য হইবে কারণ বুদ্ধি বলে আমি কি না করিতে পারি! এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী বর্ণনা করিব, শ্রবণ কর ঃ—(১৩৬-১৪৫)

নৃপতি ও নাপিত ভার্য্যা কাহিনী

এই নৃপতি দৃঢ়বর্ম্মার পিতা দুশ্চরিত্র ছিল। আমি তখন তাহার ভৃত্যরূপে স্বীয় কৌলিককর্ম্ম সম্পাদন করিতাম। একদা যখন তিনি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিলেন তখন আমার স্ত্রীর উপর নৃপতির দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। সে তরুণী সুরূপা হওয়ায় তাহার প্রতি নৃপতির হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং অনুচরদিগকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, "এটি নাপিতপত্নী।" "নাপিত আমার কি করিবে?" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি আমার গৃহে প্রবেশকরতঃ যথেচ্ছ আমার পত্নীর সঙ্গসুখ লাভ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। বিধিবশে আমি তদ্দিবস গৃহে অনুপস্থিত ছিলাম, অন্য কোথাও গমন করিয়াছিলাম, পরদিবস গৃহে আগমনকরতঃ স্ত্রীর আচরণের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে সগর্ব্বে

আমার নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। নৃপতি এইরূপে পুনঃপুনঃ তাহাকে দর্শন প্রদান করিলে আমার তাহাকে বারণ করার সাধ্য ছিল না। এইরূপে নিত্য তাহাদের সম্ভোগ লীলা চলিতে লাগিল। কুকর্ম্মে লিপ্ত নৃপতির ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ থাকে না। বায়ুতাড়িত দাবাগ্নির নিকট অরণ্য তৃণবৎ প্রতীয়মান হয়। আমার রাজাকে নিবারিত করার কোন উপায় জ্ঞাত না থাকায় আমি স্বল্পাহার গ্রহণকরতঃ পীড়িত হইবার ভান করিলাম। এইপ্রকারে কৃশ হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে আমি নৃপতির সমীপে আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে নিরত থাকিলাম। আমাকে পীড়িত দেখিয়া রাজা আমাকে শুধাইলেন, "তোর এইরূপ আকৃতি হইয়াছে কেন? আমাকে বল।" বারংবার নৃপতি কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া তাহার নিকট হইতে অভয় প্রাপ্ত হইয়া আমি তাহাকে গোপনে প্রত্যুত্তর করিলাম, "দেব, আমার স্ত্রী ডাকিনী। (১৪৬-১৫৬) আমি যখন নিদ্রিত থাকি তখন সে আমার অন্ত্র নিষ্কাষণকরতঃ তাহা চোষণ করিয়া পুনরায় যথাস্থানে স্থাপন করে। এই নিমিত্তই আমি কৃশতা প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং বারংবার খাদ্য গ্রহণ করিয়াও কিপ্রকারে দেহ পুষ্ট হইবে?" আমার বচন শ্রবণ করিয়া রাজা ব্যগ্র হইয়া সভয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "সত্যই কি ঐ রমণী ডাকিনী? আমাকে সে কেন আকৃষ্ট করিয়াছে? আমার আহারপুষ্ট দেহ, আমার অন্ত্রও ঐ প্রকারে চোষণ করিবে? অদ্য রজনীতেই আমি তাহাকে পরীক্ষা করিব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা সেইস্থানেই আমাকে ভূরিপ্রমাণ খাদ্য প্রদান করিলেন। অতঃপর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকরতঃ আমি পত্নীর সমীপে রোদন করিতে লাগিলাম এবং তৎকর্ত্তৃক পৃষ্ট তাহাকে বলিলাম, "যেস্থানে দন্ত থাকিবার কথা নাই তথায় নৃপতির দেহে বজ্রসম তীক্ষ্ন দন্ত আছে এবং ক্ষৌরকর্ম্ম সম্পাদন করিবার সময় প্রত্যহ আমার ক্ষুর ভগ্ন হয়। প্রত্যহ নূতন ক্ষুর আমি কোথায় পাইব? আমার জীবিকা সংস্থানের উপায় এই প্রকারে বিনষ্ট হইবে সেই আশাংকায় আমি ক্রন্দন করিতেছি।" ভার্য্যাকে এই কথা বলিলে যখন সেই রজনীতে নৃপতি তদ্দর্শনে আগমন করিয়া নিদ্রিত হইবেন তখন সেই গুপ্ত দন্তরাজির অনুসন্ধান করিতে সে কৃতসংকল্প হইল। একবারও তাহাব মনে হইল না যে জগৎ সৃষ্টি হওয়া অবধি এইরূপ ঘটে নাই এবং ইহা সত্য হইতে পারে না, ধূর্ত্তের বাক্যে বুদ্ধিমতী নারীরাও প্রতারিত হয়। (১৫৭-১৬৬)

অতঃপর রজনীতে নৃপতি আমার পত্নীর দর্শন মানসে আগমনকরতঃ আমার বাক্য স্মরণ করিয়া ক্লান্তিজনিত নিদ্রার ভান করিলে আমার বাক্য স্মরণ

করিয়া আমার স্ত্রী নৃপতি সুপ্ত হইয়াছেন মনে করিয়া ধীরে ধীরে হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক গুপ্ত দন্তরাজি সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহার হস্ত স্পর্শমাত্র "ডাকিনী, ডাকিনী" এইরূপ চিৎকার করিতে করিতে তিনি গৃহ হইতে সভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তদবধি আমার ভার্য্যা ভীত নৃপতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমার প্রতি একনিষ্ঠা হইল। এই প্রকারে বুদ্ধিবলে আমি একসময় আমার স্ত্রীকে রাজার কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম।

প্রব্রাজিকার নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া নাপিত বলিল, "আর্য্যে, বুদ্ধিবলে তোমার কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। মাতঃ, কি প্রকারে ইহা সাধন করিতে হইবে তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। অন্তঃপুরের কোন বৃদ্ধা পরিচারিকাকে হস্তগত করিয়া তাহার দ্বারা প্রত্যহ গোপনে রাজার নিকট বলিতে হইবে "আপনার পত্নী কদলীগর্ভা ডাকিনী।" অরণ্য কুমারীর স্বীয় কোন পরিচারিকা নাই। লোভবশতঃ ভ্রষ্টা অন্য পরিচারিকা কি না করিবে? বৃদ্ধাদাসীর কথায় নৃপতি সন্ত্রস্ত হইলে তুমি কদলীগর্ভার কক্ষে রজনীতে হস্ত, পদ ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি স্থাপিত করিবে। প্রাতঃকালে উহা দেখিতে পাইয়া নৃপতির নিকট বৃদ্ধার বাক্য সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে এবং ভীত হইয়া তিনি স্বেচ্ছায় কদলীগর্ভাকে পরিত্যাগ করিবেন। রাজ্ঞী সপত্নীমুক্তা হইয়া তুষ্টা হইবেন এবং তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলে আমাদের কিছু লাভ হইবে।" নাপিত তাপসীকে এই বলিলে সে নৃপতির প্রধানা মহিষীর নিকট সমস্ত নিবেদন করিল। (১৬৭-১৭৮) তিনি তাহার কথামত তদ্রূপ কার্য্য করিলে নৃপতি, যাহাকে পূর্ব্বেই সতর্ক করা হইয়াছিল, প্রাতঃকালে স্বচক্ষে হস্ত পদাদি নিরীক্ষণ করিয়া কদলীগর্ভাকে দুষ্টাবোধে পরিত্যাগ করিলেন। প্রব্রাজিকার সহায়তায় সন্তুষ্ট হইয়া রাজ্ঞী তাহাকে প্রচুর উপহার প্রদান করিলে সে ও নাপিত তাহা ভোগ করিতে লাগিল।

নৃপতি অভিশপ্ত হইবেন এই কথা মনে করিয়া দৃঢ়বর্ম্মা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত কদলীগর্ভা বিষণ্ণচিত্তে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিল। সে যে সর্ষপবীজ বপন করিয়াছিল তাহা অংকুরিত হওয়ায় যে পথে আগমন করিয়াছিল সেই পথ চিনিতে সমর্থ হইয়া সে পিতার আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাহার পিতা মঙ্কণক ঋষি তাহাকে অকস্মাৎ দেখিতে পাইয়া প্রথমে তাহাকে দুশ্চরিত্রা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন কিন্তু পরে ধ্যানযোগে সমস্ত ঘটনা জ্ঞাত হইয়া কন্যাকে সস্নেহে আশ্বাস প্রদানকরতঃ কন্যাসহ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। নৃপতির নিকট উপস্থিত হইলে সে নতশিরে তাহাকে প্রণাম করিল। তখন মুনি সপত্নী বিদ্বেষবশতঃ মুখ্যামহিষী কর্ত্তৃক অভিনীত কপট নাটকের কথা

বিবৃত করিলেন। তন্মুহূর্ত্তে নাপিতও তথায় উপস্থিত হইয়া সব ঘটনা নৃপতির নিকট যথার্থ বর্ণনা করিয়া বলিল, "দেব, এই প্রকারে আমি উপচার জনিত অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিয়া কৌশলে রাজ্ঞীর তুষ্টি বিধানকরতঃ কদলীগর্ভাকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়াছিলাম।" এই বাক্য শ্রবণকরতঃ মুনিবরের কথা অবিসংবাদিত সত্য বোধ হওয়ায় কদলীগর্ভার উপর তাহার প্রত্যয় জন্মিল এবং তিনি তাহাকে গ্রহণ করিলেন। গমনোদ্যত মুনির সহিত সসম্ভ্রমে অনুগমন করিয়া তিনি নিজের প্রতি অনুরক্তজ্ঞানে নাপিতকে ধন দ্বারা পুরস্কৃত করিলেন। নৃপতিরা এই প্রকারেই ধূর্ত্তদিগের শিকার হয়। অতঃপর নৃপতি ঘৃণাভরে রাজ্ঞীর সাহচর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কদলীগর্ভার সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। (১৭৯-১৯০)

হে অনিন্দ্যসুন্দরী কলিঙ্গসেনে, সপত্নীরা এইপ্রকারে বহুবিধ দোষ আরোপ করে। তুমি কুমারী, বহুদিনান্তে তোমার বিবাহলগ্ন ধার্য্য হইয়াছে। এমনকি দেবতারাও, যাহাদের আচরণ আমরা জ্ঞাত নহি, তোমার প্রণয়াসক্ত। সুতরাং সম্প্রতি তুমি বৎসরাজের নিকট উৎসর্গীকৃত জগতের একমাত্র রত্নরূপে সমস্ত বিপদ হইতে আত্মরক্ষা কর। তোমার নিজের সদগুণেই তোমার শত্রু সৃষ্টি করে। তুমি এখন স্বামীগৃহে অধিষ্ঠিত আছ সুতরাং আমি আর তোমার নিকট আগমন করিব না, কারণ সৎ নারীগণ সখীর স্বামীগৃহে পদার্পণ করে না; উপরন্তু সখি, আমার স্বামীও আমাকে নিষেধ করিয়াছেন। তোমার প্রতি অনুরাগবশতঃ গোপনে যে তোমার নিকট আগমন করিব তাহারও উপায় নাই, কারণ আমার স্বামী দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন, তিনি সমস্তই জ্ঞাত হইবেন। অদ্য তোমার নিকট আগমন করিবার নিমিত্ত অতিকষ্টে তাহার অনুমতি আদায় করিয়াছি। এখন আর তোমার কোনও প্রয়োজনে আসিব না। সুতরাং সখি, আমি এখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। কিন্তু যদি আমার স্বামী অনুমতি করেন তবে লজ্জা ত্যাগ করিয়া আমি তোমার নিকট পুনরায় আগমন করিব।" অসুরপতির কন্যা সোমপ্রভা রোদন করিতে করিতে মানব রাজকন্যা শোকাশ্রু বিধৌতানন কলিঙ্গসেনাকে এই কথা বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গনকরতঃ দিবসান্তে দ্রুত আকাশপথে প্রস্থান করিল। (১৯১-১৯৬)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত কথাসরিৎসাগরের
মদনমঞ্চুকা লম্বকের ষষ্ঠ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা—১৯৬।
ক্রমিকসংখ্যা—৫২৫৩।

সপ্তম তরঙ্গ

অতঃপর স্বদেশ ও স্বজনত্যাগী কলিঙ্গসেনা, প্রিয়সখী প্রস্থান করিলে বৎসরাজের সহিত বিবাহ মহোৎসবের বিলম্ব প্রণিধান করিয়া অরণ্যচ্যুতা মৃগীর ন্যায় কৌশাম্বী নগরীতে বাস করিতে লাগিল।

কৌশলে কলিঙ্গসেনার সহিত তাহার বিবাহের বিলম্ব করাতে গণকদিগের প্রতি ঈষৎ বিরক্ত হইয়া প্রণয়াসক্ত বৎসরাজ চিত্তবিনোদনার্থ দেবী বাসবদত্তার বাসভবনে গমন করিল। মন্ত্রীবর কর্ত্তৃক পূর্ব্ব শিক্ষানুসারে রাজ্ঞী নির্ব্বিকার চিত্তে কোনপ্রকার ক্রোধ প্রদর্শন না করিয়া উপচারাদি দ্বারা পতিকে যথাযথ পূর্ব্ববৎ সম্মান প্রদর্শন করিল। কলিঙ্গসেনার বৃত্তান্ত অবগত হওয়া সত্ত্বেও নৃপতির উপর ক্রুদ্ধ হয় নাই দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত নৃপতি ইহার কারণ জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত রাজ্ঞীকে বলিল, "তুমি কি জ্ঞাত আছ যে কলিঙ্গসেনা নাম্নী এক রাজকুমারী আমার পাণিপ্রার্থিনী হইয়া হেথায় আগমন করিয়াছে?" অবিকৃত বদনে রাজ্ঞী প্রত্যুত্তর করিল, "আমি জ্ঞাত আছি এবং আমি অতিশয় পুলকিত হইয়াছি, কারণ তাহার সহিত লক্ষ্মীদেবী আমাদের গৃহে আগমন করিয়াছেন। তাহাকে লাভ করিলে তাহার পিতা কলিঙ্গদত্তের উপর তোমার প্রভাব বর্ত্তাইবে এবং নিখিলভুবন সম্পূর্ণরূপে তোমার ক্ষমতায় আসিবে। তাহার শক্তিমত্তায় ও তোমার আনন্দে আমি অতিশয় পুলকিত হইয়াছি, আমি বহু পূর্ব্বেই তোমার এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত ছিলাম। যে রাজকুমারীরা অন্য নৃপতিগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হওয়া সত্ত্বেও তোমার প্রণয়াসক্ত হয় এরূপ পতি প্রাপ্ত হইয়া আমি কি নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে না করিয়া থাকিতে পারি?" (১-১১) যৌগন্ধরায়ণের পূর্ব্বশিক্ষামত দেবী বাসবদত্তা এই কথা বলিলে নৃপতি হৃদয়ে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিল এবং পানোৎসবের পর সেই রজনী রাজ্ঞীর কক্ষেই যাপন করিল। প্রাতঃকালে সে চিন্তা করিতে লাগিল, "কি আশ্চর্য, কলিঙ্গসেনা পত্নী হইতে যাইতেছে, তৎসত্ত্বেও উদারচেতা রাজ্ঞী আমার কি বাধ্য! এই গর্ব্বিতা রমণী কি প্রকারে কলিঙ্গসেনাকে সহ্য করিবে? আমি যখন পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলাম তখন শুধু বিধিবশেই বাসবদত্তা জীবনত্যাগ করে নাই। উহার কোন অনিষ্ট হইলে সম্পূর্ণ ধ্বংসের সম্মুখীন হইতে হইবে। উহার উপরই আমার পুত্রের, শ্যালকের, শ্বশুরের, এবং পদ্মাবতীর

জীবন ও আমার রাজ্যের মঙ্গল নির্ভর করে। উহার সম্বন্ধে ইহাপেক্ষা আর কি উত্তম কথা বলিতে পারি? কি প্রকারে আমি কলিঙ্গসেনাকে বিবাহ করিব?" এইরূপ চিন্তা করিয়া সে নিশান্তে বাসবদত্তার কক্ষ পরিহার-পূর্ব্বক পরদিবস পদ্মাবতীর কক্ষে গমন করিল। তথায় বাসবদত্তা কর্ত্তৃক পূর্ব্বশিক্ষামত পদ্মাবতী নৃপতিকে নানা অভিচারে তুষ্টকরতঃ রাজা কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইলে একই উত্তর প্রদান করিল। পরদিবস নৃপতি উভয় রাজ্ঞীর একই প্রকার বাক্য এবং মনোভাবের কথা উল্লেখ করিয়া মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের নিকট তাহাদের প্রশংসা করিল। কি প্রকারে সুযোগমত কার্য্য করিতে হয়, মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ তাহা সবিশেষ জ্ঞাত ছিল। নৃপতির চিত্ত দোদুল্যমান দেখিয়া সে তাহাকে বলিল, "দেব, আমি উত্তমরূপেই জ্ঞাত আছি যে এইখানেই ইহার শেষ হইবে না। ইহার সহিত একটি দারুণ সংকল্প জড়িত আছে। নিজেদের জীবন ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প বলিয়া রাজ্ঞীরা ঐরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন, সাধ্বী রমণীগণ পতিকে অন্য নারীর প্রতি আসক্ত দেখিলে অথবা স্বামী স্বর্গত হইলে ভোগবাসনায় বীতস্পৃহ হইয়া সুগভীর প্রেমের খণ্ডনজনিত কষ্টে মৃত্যুবরণ করিতে দৃঢ়সংকল্প হয়, যদিও চরিত্রের দৃঢ়তাবশতঃ উহাদের মনোবাঞ্ছা বাহিরে প্রকাশ পায় না। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ আমি শ্রুতসেনের কাহিনী বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন—(১২-২৪)

শ্রুতসেনের কাহিনী

পুরাকালে দক্ষিণদেশে গোকর্ণপুরে বংশের অলংকারস্বরূপ শ্রুতসেন নামক বিদ্বান নরপতি বাস করিত। পরিপূর্ণ সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও তাহার একটি দুঃখের কারণ ছিল, সে যোগ্যাপত্নী লাভ করিতে পারে নাই। দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া রাজা এই কথা আলোচনা করিলে অগ্নিশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিল, "আমি দুইটি আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আপনার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন। তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া আমি পঞ্চতীর্থী নামক স্থানে গমন করিয়াছিলাম। তথায় পঞ্চ অপসরা কোনও মুনির শাপে হাঙ্গর হইয়াছিল এবং অর্জ্জুনতীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় গমন করিলে তাহাদের শাপমোচন হইয়াছিল। সেই পুণ্য-বারিতে আমি স্নান করিয়াছিলাম। এইরূপ করিয়া যাহারা পঞ্চরাত্র তথায় যাপন করে পুণ্যসলিলের প্রভাবে তাহারা নারায়ণের ভক্ত হয়। তথা হইতে প্রস্থান করিবার সময় আমি জনৈক কৃষকের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলাম। সে হল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে গান

করিতেছিল। সঙ্গীতরসে সম্পূর্ণ নিমগ্ন থাকায় যখন একজন ঋষি আগমনকরতঃ তাহাকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন সে তাহা শ্রবণ করিতে অসমর্থ হইল। ক্রুদ্ধ হইয়া ঋষি তাহাকে উদ্ধত বচনে সম্ভাষণ করিলে কৃষক সঙ্গীত বন্ধ করিয়া তাহাকে বলিল, "আপনি ঋষি হওয়া সত্ত্বেও ধর্ম্মের এক ভগ্নাংশও জ্ঞাত নহেন, অথচ আমি মূর্খ হইয়াও ধর্ম্মের সারাংশ বিদিত আছি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনি ঔৎসুক্যবশতঃ তাহাকে প্রশ্ন করিল, "তুমি কি জ্ঞাত আছ?" কৃষক তাহাকে প্রত্যুত্তর করিল, "আপনি ছায়াতে উপবেশন করুন। আমি একটি কাহিনী বর্ণনা করিব, শ্রবণ করুন—

দ্বিজ ভ্রাতৃত্রয়ের কাহিনী

এই রাজ্যে ব্রহ্মদত্ত, সোমদত্ত এবং বিশ্বদত্ত নামক তিন ধার্মিক ব্রাহ্মণ ভ্রাতা বাস করিত। উহাদের মধ্যে দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী ছিল এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত ছিল। (২৫-৩৭) আমি তাহাদের কৃষক ছিলাম এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোন প্রকার ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া আমার মত ভ্রাতাদের আদেশ পালন করিয়া ভৃত্যের ন্যায় অবস্থান করিত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের ধারণা ছিল যে সে নরম, বুদ্ধিহীন, সৎ, ধর্ম্মপথে অবিচলিত, সরল এবং নিশ্চেষ্ট। অতঃপর দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপত্নী তাহার প্রতি আসক্ত হইলে সে মাতৃবৎ জ্ঞানে তাহাদের প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। পত্নীদ্বয় স্বামীদিগের নিকট গমন করিয়া বলিল, "তোমাদের এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমাদিগের সহিত গোপনে প্রেম করে।" ইহা শ্রবণ করিয়া দুই ভ্রাতার হৃদয়ে ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইল, কারণ দুষ্টা স্ত্রীলোকের প্রতারণায় পুরুষেরা সত্য ও মিথ্যার ভিতর ভেদাভেদ করিতে অসমর্থ হয়? একদা ঐ ভ্রাতা বিশ্বদত্তকে বলিল, "যাও, ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক তন্মধ্যস্থ বল্মীক সমতল কর।" "আমি তাহাই করিব", এই কথা বলিয়া সে তথায় গমনকরতঃ কোদাল দ্বারা বল্মীক খনন করিতে আরম্ভ করিলে আমি তাহাকে বলিলাম, "এইরূপ কার্য্য করিও না, ঐ স্থানে বিষধর সর্প বাস করে।" আমার বাক্য শ্রবণ সত্ত্বেও তাহার অশুভাকাঙ্ক্ষী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগের আদেশ অমান্য করিতে অনিচ্ছুক হইয়া সে বলিল, "যাহা ঘটিবার তাহা ঘটুক" এবং এই কথা বলিয়া সে বল্মীকটি খনন করিয়া চলিল। খনন করিতে করিতে সে বিষধর কৃষ্ণ সর্পের পরিবর্ত্তে এক কলসী স্বর্ণ প্রাপ্ত হইল। ধর্ম্ম সৎলোকের সহাবস্থান করেন। আমি বারণ করা সত্ত্বেও ভ্রাতাদিগের প্রতি সতত অনুরাগবশতঃ সে তাহাদিগকে সেই কলস প্রদান করিল। কিন্তু

ধন লাভের আশায় ভ্রাতারা প্রাপ্ত স্বর্ণের কিয়দংশের দ্বারা গুপ্ত ঘাতকের সাহায্যে তাহার হস্তপাদাদি ছেদন করিল। তৎসত্ত্বেও সে ভ্রাতাদিগের প্রতি কিছুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিল না এবং সেই পুণ্যফলে তাহার হস্তপাদাদির পুনরুজ্জীবন হইল। (৩৮-৪৯)

ইহা দর্শন করিয়া আমি তখন হইতে সম্পূর্ণ ক্রোধ শূন্য হইয়াছি। কিন্তু তুমি ঋষি হইয়াও এ তাবৎ ক্রোধ পরিহার করিতে সমর্থ হও নাই। ক্রোধবিহীন মনুষ্যেরা স্বর্গলাভ করে, তাহার সদ্য প্রমাণ এখনই দর্শন করিতে পারিবে। "এই কথা বলিয়া সেই কৃষক প্রাণত্যাগকরতঃ স্বর্গারোহণ করিল। দেব, এই একটি বিস্ময়কর ব্যাপার আমি পর্যবেক্ষণ করিয়াছি। এখন দ্বিতীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।"—

নৃপতিকে এই কথা বলিয়া দ্বিজ অগ্নিশর্মা বলিতে লাগিল, "আমি তীর্থদর্শন উপলক্ষ্যে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে বসন্তসেনের রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখন আমি একটি রাজসত্রে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণেরা আমাকে বলিল, "বিপ্র, ঐদিকে গমন করিও না। ঐস্থানে বিদ্যুদ্দ্যোতা নাম্নী রাজকন্যা আছে যাহাকে দর্শন করিলে মুনিরাও কামশরে বিদ্ধ হইয়া উন্মাদ হয় এবং প্রাণত্যাগ করে।" প্রত্যুত্তরে আমি তাহাদিগকে বলিলাম, "আমার নিকটই মোটেই আশ্চর্যজনক নহে, কারণ আমি সতত দ্বিতীয় কন্দর্পস্বরূপ নৃপতি শ্রুতসেনকে দর্শন করিয়া থাকি। তিনি প্রাসাদ হইতে কোন কারণে যাত্রা করিলে যে যে স্থান হইতে তিনি দৃষ্ট হইতে পারেন সেই সেই স্থান হইতে রক্ষীরা সতীত্ব নষ্ট হইবার ভয়ে সদ্বংশজা নারীদিগকে অপসারণ করে।" আমি এই কথা বলিলে তাহাদের বোধগম্য হইল যে, আমি আপনার প্রজা এবং তখন সত্ররক্ষক ও রাজ-পুরোহিত উভয়ে আমাকে ভোজনপর্ব্বে যোগদানের নিমিত্ত নৃপতি সকাশে আনয়ন করিল। তথায় আমি কামদেব যে মন্ত্রবলে জগৎমোহিত করে সেই মূর্ত্তিমতী রাজকুমারী বিদ্যুদ্দ্যোতার সাক্ষাৎলাভ করিলাম। আত্মসংবরণ করিতে বেশ কিছুকাল কাটিলে আমি তাহাকে দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, এই নারী আমাদের ভূপতির ভার্য্যা হইলে তিনি তাঁহার রাজ্য বিস্মৃত হইবেন। তথাপি এই ঘটনা আমার প্রভুর নিকট ব্যক্ত করিতেই হইবে, নতুবা দেবসেন ও উন্মাদিনীর ন্যায় ব্যাপার ঘটিবে। (৫০-৬১)

দেবসেন ও উন্মাদিনীর কাহিনী

একদা নৃপতি দেবসেনের রাজ্যে উন্মাদিনী নাম্নী এক বণিকসুতা বাস করিত যে তাহার রূপে জগৎকে উন্মাদ করিত। তাহার পিতা নৃপতিকে

কন্যার কথা বলিয়াছিল। কিন্তু তথাপি রাজা তাহাকে বিবাহ করিলেন না, যেহেতু নৃপতি যাহাতে কর্তব্যভ্রষ্ট না হন তন্নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা তাহাকে বলিয়াছিল যে ঐ কন্যা অশুভলক্ষণযুক্তা। সুতরাং তাহাকে নৃপতির মুখ্যমন্ত্রীর সহিত পরিণয় সূত্রে আবন্ধ করা হইল। একদা সে যখন বাতায়নে উপবিষ্টা ছিল। নৃপতি দূর হইতে তাহাকে দর্শন করিয়া ভুজঙ্গিনীর বিষদৃষ্টিতে বিদ্ধ হইল। তাহার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতে লাগিল এবং সে খাদ্য ও সম্ভোগ পরিত্যাগ করিল। স্বামী মুখ্যমন্ত্রী প্রমুখ সচিবেরা নৃপতিকে বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সেই ধার্ম্মিক নরপতি তাহার প্রতি আসক্তিবশতঃ প্রাণত্যাগ করিল।

ঐ আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার নিমিত্তই অদ্য আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি যাহাতে আপনার এই সম্পর্কে ঐরূপ ঘটনা ঘটিলে আমি রাজদ্রোহে দোষী না হই।"

ব্রাহ্মণের নিকট কামদেবের আদেশবৎ ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সে বিদ্যুদ্দ্যোতার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে প্রেরণকরতঃ সেই কন্যাকে অচিরাৎ বিবাহ করিল। দিবালোক যেরূপ রবির সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে বিদ্যুদ্দ্যোতাও তদ্রূপ নৃপতি হইতে অভিন্ন হইয়া রহিল। (৬২-৭৩)

অতঃপর মাতৃদত্তা নাম্নী এক মহাধনবান বণিকের দুহিতা স্বীয় রূপগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া ঐ নৃপতির নিকট স্বয়ংবরা হইতে ইচ্ছুক হইলে ধর্ম্মলোপের ভয়ে রাজা ঐ বণিকদুহিতাকে বিবাহ করিল এবং ইহা অবগত হইয়া বিদ্যুদ্দ্যোতা ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিল। তথায় আগমনকরতঃ প্রিয়তমা পত্নীকে মৃতা দেখিয়া সে তাহাকে ক্রোড়ে স্থাপন করিল এবং বিলাপ করিতে করিতে সেই স্থানেই প্রাণত্যাগ করিল। বণিকসুতা মাতৃদত্তাও তখন অগ্নিতে প্রবেশ করিল। এই প্রকারে নৃপতির সহিত সেই রাজ্যও ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

সুতরাং দেব, দেখিতে পাইতেছেন যে দীর্ঘকালের প্রেমভঙ্গ জনিত ব্যথা দুর্ব্বহ, বিশেষতঃ দেবী বাসবদত্তার ন্যায় মনস্বিনীর পক্ষে। সুতরাং আপনি কলিঙ্গসেনাকে বিবাহ করিলে রাজ্ঞী বাসবদত্তা নিঃসন্দেহে প্রাণত্যাগ করিবেন এবং দেবী পদ্মাবতীও তাহাই করিবেন, কারণ উভয়ে অভিন্নহৃদয়া। আপনার পুত্র নরবাহনদত্ত তখন কি প্রকারে প্রাণধারণ করিবে? আমি সুস্পষ্টভাবে অবগত আছি নৃপতি পুত্রের কোন দুর্ভাগ্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না। সুতরাং হে দেব, এই সমস্ত সুখ এক মুহূর্ত্তে বিলুপ্ত হইবে। আত্মহত্যার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়াছেন বলিয়াই তাহারা গাম্ভীর্য্য

অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়াছেন। সুতরাং হে মহিপতি! আপনি স্বার্থরক্ষায় তৎপর হউন। জন্তুরাও আত্মরক্ষা করিতে সতত উন্মুখ, আপনার ন্যায় প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কথাই নাই। (৭৪-৮০) সম্প্রতি বিবেকবুদ্ধি-প্রাপ্ত বৎসরাজ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, "তুমি যথার্থই বলিয়াছ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমার সমস্ত সুখেরই অবসান ঘটিবে। সুতরাং কলিঙ্গসেনাকে বিবাহ করিয়া কি হইবে? বিবাহের লগ্ন বিলম্বে ধার্য্য করিয়া জ্যোতিষীরা উত্তম কার্যই করিয়াছে। স্বয়ম্বরাকে পরিত্যাগ করিলে-বিশেষ পাপ হইবে বলিয়া বোধ হয় না।" এই কথা শ্রবণ করিয়া যৌগন্ধরায়ণ প্রফুল্লচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল, "আমাদের ইচ্ছা প্রায় পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। আমাদের মহান্ নীতিবৃক্ষ কৌশলরসে সিক্ত হইয়া যথাকালে যথাস্থানে কি বস্তুতঃই সুফলপ্রসূ হইবে না? এইরূপ চিন্তাকরতঃ উপযুক্ত স্থানকাল বিবেচনা করিয়া মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ নতমস্তকে নৃপতির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণান্তর স্বগৃহে প্রস্থান করিল।

নৃপতি রাজ্ঞী বাসবদত্তার নিকট গমন করিলে এবং সে প্রকৃত মনোভাব গোপনকরতঃ তাহাকে সাদর অভিনন্দন করিলে রাজা তাহার তুষ্টিবিধানার্থ বলিল "হরিনাক্ষি, আমি কি আর বলিব? তুমি উত্তমরূপেই জ্ঞাত আছ যে বারি যেরূপ কমলের জীবন তোমার প্রেমও তদ্রূপ আমার জীবনপ্রদ। আমি কি অন্য কোনও রমণীর নামও সহ্য করিতে পারি? কিন্তু কলিঙ্গসেনা হঠকারিতাবশতঃ স্বয়ং আমার গৃহে উপনীতা। সকলেই এই বৃত্তান্ত অবগত আছে যে রম্ভা তপস্যারত অর্জ্জুনের নিকট হঠকারিতাবশে আগত হইলে তৎকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া অর্জ্জুনকে নপুংসক হইবার অভিশাপ প্রদান করিয়াছিল এবং অবশেষে তাহাকে অত্যদ্ভুত নারীবেশে বর্ষকাল বিরাটরাজের গৃহে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। (৮১-৯১) সুতরাং আগমন করামাত্রই আমি কলিঙ্গসেনাকে প্রত্যাখ্যান করি নাই, কারণ তোমার ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই করিতে সমর্থ নই।" এবম্প্রকারে রাজ্ঞীকে আশ্বাস প্রদান করিলে মদ্যপানজনিত তাহার আনন দৃষ্টে তাহা রাজ্ঞীর নিদ্দয় সংকল্পজনিত হৃদয়ের রক্তরাগ বোধ করিয়া মুখ্যমন্ত্রীর মহা প্রাজ্ঞবত্তায় তুষ্ট হইয়া সেই রজনী সে রাজ্ঞী বাসবদত্তার সহিত অতিবাহিত করিল।

ইতোমধ্যে পূর্ব্ব হইতেই দিবারাত্র কলিঙ্গসেনার ক্রিয়াকর্ম্ম নিরীক্ষণে নিযুক্ত যৌগন্ধরায়ণ-সখা ব্রহ্মরাক্ষস যোগেশ্বর স্বেচ্ছায় সেই রাত্রেই আগমন

করিয়া মুখ্যমন্ত্রীর নিকট নিবেদন করিল, "আমি সতত কলিঙ্গসেনার গৃহাভ্যন্তরে অথবা বহির্দেশে অবস্থানকরতঃ কদাচ নর কিংবা দেবতাকে তথায় আগমন করিতে দেখি নাই। কিন্তু অদ্য নিশারম্ভে যখন হর্ম্যের উপরিভাগে লুক্কায়িত ছিলাম তখন অকস্মাৎ আকাশে একটি অস্পষ্ট শব্দ শ্রবণ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার যাদুবিদ্যাবলে শব্দের উৎপত্তিকারণ নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া চিন্তা করিতে করিতে মনে হইল, ইহা নিশ্চয়ই কলিঙ্গসেনাতে আসক্ত কোনও নভশ্চারী দিব্যপুরুষের নিকট হইতে উত্থিত হইয়াছে। যাদুবিদ্যা পরাভূত হইয়াছে সুতরাং আমার কোনও ছিদ্র অন্বেষণ করিতে হইবে, কারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সতর্ক থাকিলে অতি অল্প আয়াসেই বিপক্ষের ছিদ্রের সন্ধান পাইতে সমর্থ হয়। মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বলিয়াছিলেন, "দেবতারাও ইহার প্রতি আসক্ত' এবং উহার সখী সোমপ্রভাকেও ঐরূপ বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। (৯২-১০২) এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি আপনার নিকট সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। আমি আপনার নিকট একটি বিষয় জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি। যাদুবিদ্যাবলে আমি অলক্ষ্যে থাকিয়া আপনাকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, "জন্তুরাও আত্মরক্ষা করিতে উন্মুখ," এখন হে ধীমান, আমাকে বলুন, ইহার কোনও দৃষ্টান্ত আছে কি না।" যোগেশ্বর তাহাকে এইরূপ প্রশ্ন করিলে যৌগন্ধরায়ণ প্রত্যুত্তরে বলিল, "এইরূপ পূর্ব্বে ঘটিয়াছে, তাহার প্রমাণস্বরূপ তোমাকে একটি কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ কর—

নকুল, পেচক মার্জ্জার ও মূষিকের কাহিনী

একদা বিদিশানগরীর বহির্দ্দেশে একটি বিরাট ন্যগ্রোধ বৃক্ষে চারিটি প্রাণী বাস করিত—নকুল, পেচক, মার্জ্জার এবং মূষিক। তাহাদের বাসস্থান অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছিল। নকুল এবং মূষিক বৃক্ষমূলে বিভিন্ন কোটরে বাস করিত। বৃক্ষের মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ কোটরে মার্জ্জার অবস্থান করিত এবং বৃক্ষশীর্ষে দুরধিগম্য লতাবৃত কুঞ্জ মাঝে পেচকটি থাকিত। ইহাদের মধ্যে মূষিকটি অবশ্য অপর তিনটির স্বাভাবিক ভাবেই বধ্য ছিল এবং চারিটির মধ্যে অন্য তিনটি মার্জ্জারেরও তদ্রূপ বধ্য ছিল। মূষিক, নকুল এবং পেচক রাত্রিকালে খাদ্য অন্বেষণ করিত। প্রথম দুইটি মার্জ্জারের ভয়ে এবং পেচক অংশতঃ স্বীয় স্বভাববশতঃ। কিন্তু মার্জ্জার নির্ভয়ে দিবারাত্র সন্নিহিত যবক্ষেত্রে মূষিক শিকারের নিমিত্ত বিচরণ করিত এবং অন্য প্রাণীরা যথাযোগ্য সময়ে খাদ্যের আশায়। একদা

একজন চণ্ডাল লুব্ধক তথায় আগমনপূর্ব্বক মার্জ্জারের পদচিহ্ন দৃষ্টে তাহাকে হত্যা করিবার নিমিত্ত ক্ষেতের চতুর্দ্দিকে পাশ স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিল। রজনীতে মূষিক ধৃত করিবার উদ্দেশ্যে ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে লুব্ধকের একটি পাশে মার্জ্জার আবদ্ধ হইল। মূষিকটি খাদ্যান্বেষণে তথায় আগমন করিয়া পাশবদ্ধ মার্জ্জারকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। (১০৩-১১৫) একই পথে নকুল ও পেচক দূর হইতে তথায় আগমনকরতঃ মার্জ্জারকে পাশবদ্ধ দেখিয়া মূষিকটিকে ধৃত করিতে ইচ্ছা করিল। দূর হইতে উহাদিগকে দর্শন করিয়া ভীত মূষিক চিন্তা করিতে লাগিল, "যদি আমি নকুল ও পেচকের ভীতিজনক মার্জ্জারের নিকট পলায়ন করি তবে এই শত্রু আমাকে পাশবদ্ধ হওয়া সত্বেও এক থাবায় হত্যা করিবে। কিন্তু যদি আমি মার্জ্জার হইতে দূরে থাকি তবে পেচক এবং নকুল আমার মৃত্যুর কারণ হইবে। শত্রু কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া আমি এখন কি করিব, কোথায় যাইব ? আচ্ছা আমি এই বিপন্ন মার্জ্জারেরই আশ্রয় গ্রহণ করি। সে আমাকে রক্ষা করিবে, কারণ আমি দন্ত দ্বারা পাশ ছেদন করিয়া ইহার প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া মূষিক ধীরে ধীরে মার্জ্জারের সমীপে আগমনকরতঃ তাহাকে বলিল, "তুমি ধৃত হইয়াছ দেখিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। আমি তোমার পাশ ছেদন করিব। ধার্ম্মিকেরা প্রতিবেশী শত্রু হইলেও তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়। তোমার মতিগতি অবগত না থাকায় আমি তোমার মনোগত অভিপ্রায় কি তাহা জ্ঞাত নই।" মার্জ্জার এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিল, "ভদ্র, আমাকে বিশ্বাস কর, তুমি আমার প্রাণদাতা, অদ্য হইতে আমার মিত্র হইলে। মার্জ্জারের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সে তাহার বক্ষে লুক্কায়িত হইল। পেচক ও নকুল তদ্দৃষ্টে হতাশচিত্তে প্রস্থান করিল। পাশবদ্ধ মার্জ্জার তখন মূষিককে বলিল, "বন্ধো, নিশা গত প্রায়, শীঘ্র আমার পাশ ছেদন কর।" (১১৬-১২৫) মূষিক লুব্ধকের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে বিলম্ব করিয়া মিথ্যা কট্ কট্ শব্দ করিয়া পাশ ছেদন করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল। শীঘ্রই রজনীর অবসনাস্তে লুব্ধক নিকটবর্ত্তী হইলে মার্জ্জারের অনুরোধে মূষিক দ্রুত পাশ ছেদন করিল এবং মার্জ্জার পলায়ন করিল ও মূষিকও মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বীয় বিবরে লুক্কায়িত হইল। মার্জ্জার কর্ত্তৃক পুনরায় আহূত হইলে সে তাহাকে বলিল, "সত্য কথা হইতেছে যে, অবস্থাবশে শত্রু কখনও কখনও মিত্র হয়, কিন্তু চিরকাল সে ঐরূপ থাকে না।

এই প্রকারে জন্তু হইয়াও বহু শত্রুর মধ্য হইতে মূষিক আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, মানুষের কথা আর কি বলিবার আছে? আমি নৃপতিকে রাজ্ঞীর জীবনরক্ষা করিয়া নিজের স্বার্থরক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম, তাহা তুমি শ্রবণ করিয়াছ। যোগেশ্বর, বুদ্ধিই সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বোত্তম মিত্র, শৌর্য্য নহে। ইহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নোক্ত কাহিনী শ্রবণ কর। (১২৬-১৩২)

নৃপতি প্রসেনজিৎ ও ধনবঞ্চিত দ্বিজের কাহিনী

শ্রাবস্তী নগরীতে পুরাকালে প্রসেনজিৎ নামক নরপতি বাস করিত। একদা সেই নগরীতে এক অপরিচিত বিপ্র আগমন করিলে জনৈক বণিক, সে ধান্যদ্বারা জীবন রক্ষা করে দৃষ্টে তাহাকে ধার্ম্মিকবোধে এক ব্রাহ্মণের গৃহে তাহার আবাস নিরূপণ করিয়া দিল। তথায় সে প্রত্যহ তাহাকে ধান্য ও অন্যান্য উপহার প্রদান করিত এবং তাহার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অন্যান্য বণিকবরেরাও ঐরূপ করিত। এই প্রকারে সেই কৃপণ ক্রমে ক্রমে সহস্র স্বর্ণ-দীনার উপার্জ্জন করিয়া অরণ্যে বিবর খননকরতঃ তথায় উহা প্রোথিত করিল এবং প্রত্যহ সেইস্থান পরীক্ষা করিতে গমন করিত। একদিন সে দেখিল যে ঐ বিবর শূন্য, কেহ উহা উন্মোচনকরতঃ সমস্ত স্বর্ণ অপহরণ করিয়াছে। শূন্য বিবর দর্শনে সে হৃদয়ে আঘাত প্রাপ্ত হইল এবং তাহার হৃদয়ই মাত্র শূন্য হইল না, সমস্ত জগৎই তাহার নিকট শূন্য প্রতীয়মান হইল। সে রোদন করিতে করিতে তাহার আবাসস্থল সেই ব্রাহ্মণগৃহে আগমন করিলে ঐ বিপ্র কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া তাহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া কোনও তীর্থস্থানে গমনকরতঃ অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইল। তখন সেই বণিক, যে তাহাকে আহার প্রদান করিত এবং অন্যান্য বণিকেরা উহা শ্রবণ করিয়া তাহার নিকট আগমন-করতঃ তাহাকে বলিল, "ব্রাহ্মণ, ধনবঞ্চিত হইয়া কেন মৃত্যু ইচ্ছা করিতেছ? অকালে মেঘের ন্যায় ধন অকস্মাৎ আগমন করে ও প্রস্থান করে।" এই প্রকারে এবং অন্যান্য উপায়ে আশ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও সে আত্মহত্যা করিতে কৃতসংকল্প রহিল, কারণ কৃপণের নিকট বিত্ত প্রাণ হইতেও প্রিয়তর। ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করিতে তীর্থে গমন করিতেছে এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং নৃপতি প্রসেনজিৎ তাহার নিকট আগমন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিপ্র, তুমি কি কোন চিহ্ন দৃষ্টে যেথায় দীনার প্রোথিত করিয়াছিলে তাহা চিনিতে পারিবে? (১৩৩-১৪৪) এই কথা শ্রবণ

করিয়া ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিল, "অরণ্যে একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ আছে, আমি তাহার মূলদেশে ধন প্রোথিত করিয়াছিলাম।" এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা তাহাকে বলিলেন, "আমি তোমার বিত্ত অন্বেষণকরতঃ প্রাপ্ত হইলে তাহা তোমাকে প্রত্যর্পণ করিব অথবা আমার স্বীয় কোষাগার হইতে ঐ পরিমাণ স্বর্ণ তোমাকে প্রদান করিব! বিপ্র, তুমি আত্মহত্যা করিও না।" এই প্রকারে ব্রাহ্মণকে আশ্বস্ত করিয়া তাহাকে আত্মহত্যা হইতে বিরতকরতঃ নৃপতি তাহাকে সেই বণিকের হস্তে প্রদান করিয়া প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথায় মস্তক পীড়ার ভান করিয়া প্রতীহারকে প্রেরণপূর্ব্বক পটহ নিনাদ দ্বারা সমস্ত বৈদ্যদিগকে আহ্বান করিলেন। তিনি প্রত্যেকটি বৈদ্যকে একান্তে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হেথায় তোমার কতজন রোগী আছে এবং তাহাদের নিমিত্ত কি ঔষধের বিধান করিয়াছ?" তাহারা প্রত্যেকে রাজার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিল। বৈদ্যের মধ্যে একজন পৃষ্ট হইয়া বলিল, "দেব, বণিক মাতৃদত্ত অসুস্থ হইয়াছেন, আজ দ্বিতীয় দিবস, আমি তাহার জন্য নাগবলা বিধান করিয়াছি।" সে এইকথা বলিলে নৃপতি বণিককে আহ্বান করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "কে তোমার নিমিত্ত নাগবলা আনয়ন করিয়াছে? (১৪৫-১৫১) তখন বণিক বলিল, "দেব, আমার ভৃত্য।" বণিকের নিকট হইতে এইরূপ উত্তর প্রাপ্ত হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "তুই নাগবলা আহরণ করিবার নিমিত্ত যে বৃক্ষ-মূলে খনন করিয়াছিলি তথায় ব্রাহ্মণের যে দীনার রাশি প্রাপ্ত হইয়াছিস্, তাহা সত্বর প্রদান কর।" নৃপতির এইবাক্য শ্রবণকরতঃ ভৃত্য ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ সমস্ত স্বীকার করিল এবং দীনাররাশি আনয়নপূর্ব্বক তথায় স্থাপন করিল। নৃপতি তৎক্ষণাৎ উপবাসী ব্রাহ্মণকে আহ্বানকরতঃ তাহাকে দীনার প্রত্যর্পণ করিলে সে হৃত ধন পুনর্প্রাপ্ত হইয়া দেহ হইতে বহির্গত দ্বিতীয় জীবন যেন পুনরায় ফিরিয়া পাইল।

এই প্রকারে নৃপতি বুদ্ধির সাহায্যে বৃক্ষমূল হইতে অপহৃত ব্রাহ্মণের ধন উদ্ধার করিয়াছিলেন কারণ, তিনি জানিতেন যে ঐ রূপ বৃক্ষমূলেই ঐরূপ ঔষধি জন্মায়। সুতরাং ইহা সত্য যে শৌর্য্য অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেয়তর। এইরূপস্থলে শৌর্য্য কি করিতে সমর্থ হইত? সুতরাং, যোগেশ্বর, বুদ্ধিবলে কলিঙ্গসেনার কোনও দোষ আবিষ্কার কর। ইহা সত্য যে দেবাসুরেরা উহার প্রতি আসক্ত। এই নিমিত্তই তুমি রাত্রিকালে নভস্তলে শব্দ শ্রবণ করিয়াছ। আমরা যদি তাহার কোন প্রকার দোষ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হই তবে তাহারই অমঙ্গল হইবে, আমাদের নহে। নৃপতি

বিবাহ করিবেন না এবং আমাদেরও কলিঙ্গসেনার প্রতি খুব একটি অধর্ম্ম-জনক কার্য্য হইবে না।" প্রাজ্ঞ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের নিকট হইতে এইবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মরাক্ষস যোগেশ্বর হৃষ্টচিত্তে তাহাকে বলিল, "বৃহস্পতি ব্যতীত আপনার ন্যায় নীতিবিদ্ আর কে আছেন? এই বুদ্ধি রাজ্যবৃক্ষের মূলে অমৃতবারি নিষেক করিবে। আমিও বুদ্ধি দ্বারা যথাশক্তি কলিঙ্গসেনার উপর দৃষ্টি রাখিব।" এইকথা বলিয়া যোগেশ্বর তথা হইতে প্রস্থান করিল। (১৫৩-১৬৪)

এই সময় কলিঙ্গসেনা তাহার প্রাসাদ হইতে বৎসরাজকে প্রাসাদাভ্যন্তরে ও বহির্দ্দেশে বিচরণ করিতে দেখিয়া বিষাদগ্রস্ত হইল। তাহার কথা চিন্তা করিতে করিতে সে কামার্ত্ত হইয়া এত উত্তপ্ত হইত যে মৃণালবলয়ে ও মৃণাল-হারে এবং দেহ চন্দন লিপ্ত করিয়া এবম্বিধ কোন প্রকার উপায়েই তাহার দেহের জ্বালা নিবারিত হইত না।

ইতোমধ্যে বিদ্যাধিরাধিপ মদনবেগ, যে তাহাকে পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছিল, সে মদনবাণে আহত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। যদিও সে তাহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়াছিল এবং মহাদেব তাহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন তথাপি তাহাকে লাভ করা সহজ সাধ্য ছিল না, কারণ সে অন্যের প্রতি অনুরক্ত হইয়া অন্যের রাজ্যে বাস করিতেছিল। বিদ্যাধর-পতি সেই কারণে সুযোগ অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত কলিঙ্গসেনার প্রাসাদের উপরি ভাগে আকাশপথে রজনীতে বিচরণ করিত। তাহার তপশ্চর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিব তাহাকে যে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া একদিন রজনীতে সে মায়াবলে বৎসরাজের রূপ ধারণ করিয়া কলিঙ্গসেনার প্রাসাদে প্রবেশ করিলে প্রতীহার তাহাকে সসম্মানে প্রণাম করিয়া বলিয়া উঠিল "বিলম্ব করিতে অসমর্থ হইয়া মন্ত্রীদিগের অজ্ঞাতে নৃপতি এই স্থানে আগমন করিয়াছেন।" কলিঙ্গসেনা তাহাকে দর্শনকরতঃ বিহ্বল চিত্তে গাত্রোত্থান করিল, যদিও তাহার অলঙ্কাররাজি তাহাকে সাবধান করিবার নিমিত্তই যেন শিঞ্জন করিয়া বলিতেছিল, "এই ব্যক্তি সে ব্যক্তি নহে।" ক্রমশঃ তাহার বিশ্বাস উৎপাদনকরতঃ মদনবেগ বৎসরাজরূপে তাহাকে গান্ধর্বমতে স্বীয় ভার্য্যাত্বে বরণ করিল। (১৬৫-১৭৩)

সেইমুহূর্তে মায়াবলে যোগেশ্বর অলক্ষ্যে তথায় প্রবেশকরতঃ এই দৃশ্য দর্শন করিয়া সম্মুখে বৎসরাজকে দেখিতেছে মনে করিয়া বিমর্ষ হইল। সে যৌগন্ধরায়ণের নিকট গমন করিয়া তাহাকে এই কথা বলিলে যৌগন্ধরায়ণ "নৃপতি বাসবদত্তার নিকট অবস্থান করিতেছেন" এই বার্ত্তা কৌশলে

অবগত হইল। তখন মুখামন্ত্রীর আদেশে সে কলিঙ্গসেনার প্রেমিককে নিদ্রিতাবস্থায় দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় হৃষ্টচিত্তে প্রত্যাগমন করিল। সে দেখিতে পাইল যে নিদ্রিতা কলিঙ্গসেনার শয্যায় তাহার পার্শ্বে দিব্যপুরুষ মদনবেগ স্বরূপে সুপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। নিদ্রিতাবস্থায় তাহার রূপ কার্য্যকরী থাকে না বলিয়া মদনবেগের রূপ পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি লুপ্ত হইয়াছিল এবং তাহার ধূলিমুক্ত পদতলে ছত্র ও ধ্বজচিহ্ন ছিল। তখন যোগেশ্বর প্রহৃষ্টচিত্তে সানন্দে যৌগন্ধরায়ণকে যাহা দেখিয়াছে তাহা নিবেদন করিল। সে বলিল, "আমার মত ব্যক্তি কিছুই জানে না। তুমি তোমার নীতিচক্ষুর সাহায্যে সমস্তই জ্ঞাত হইতে সমর্থ। তোমার বুদ্ধিই তোমার নৃপতির নিমিত্ত এই কষ্টসাধ্য সুফল প্রসব করিয়াছে। ভাস্কর বিহীনে আকাশের অবস্থা কি হয়? বারিবিহীনে সরোবরের, সদুপদেশ বিহীনে রাজ্যের এবং সত্যহীন বাক্যের?" যোগেশ্বর এই কথা বলিলে যৌগন্ধরায়ণ হৃষ্টচিত্তে তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণকরতঃ প্রাতঃকালে বৎসরাজসন্দর্শনে গমন করিল। সে যথাবিধি নৃপতির সমীপে আগমন-করতঃ কথাপ্রসঙ্গে "কলিঙ্গসেনার ব্যাপারে কি করা কর্ত্তব্য" নৃপতি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে বলিল; "দেব, কলিঙ্গসেনা অসতী। সে আপনার হস্ত স্পর্শ করিবার যোগ্যা নহে। সে স্বেচ্ছায় প্রসেনজিৎকে দর্শন করিতে গমন করিয়াছিল এবং সম্প্রতি সে অন্য পুরুষের সহিত আনন্দ সম্ভোগ করিতেছে।" (১৭৪-১৮৫) এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি বলিল, "সদ্বংশজাতা অভিজাত রমণী কি প্রকারে এইরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়? আমার অন্তঃপুরেই বা কি প্রকারে অন্য কেহ প্রবেশ করিবার শক্তি রাখে?" রাজা এই কথা বলিলে প্রাজ্ঞ যৌগন্ধরায়ণ তাহাকে প্রত্যুত্তরে বলিল, "দেব, আমি অদ্য রজনীতেই ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ প্রদান করিব। দিব্য সিদ্ধগণ এবং তদ্রূপ অন্যান্যেরা কলিঙ্গসেনার প্রতি অনুরক্ত। তাহাদের বিরুদ্ধে মানুষ কি করিতে পারে? দেবতাদিগের কার্য্যে পৃথিবীর কে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ? সুতরাং আপনি স্বচক্ষে সমস্ত প্রত্যক্ষ করুন।" মন্ত্রী এই কথা বলিলে নৃপতি রজনীযোগে তাহার সহিত গমন করিতে সংকল্প করিলেন।

অতঃপর যৌগন্ধরায়ণ রাজ্ঞীর নিকট গমন করিয়া বলিল, "পদ্মাবতী ব্যতীত নৃপতি আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না, আমি এইরূপ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, হে দেবি, অদ্য তাহা সফল হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া সে কলিঙ্গসেনাঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। রাজ্ঞী

বাসবদত্তা তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আপনার উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়া আমি এই ফল লাভ করিয়াছি। (১৮৬-১৯২)

অতঃপর রজনীতে সকলে যখন নিদ্রিত ছিল, বৎসেশ্বর যৌগন্ধরায়ণের সহিত কলিঙ্গসেনার প্রাসাদে অলক্ষ্যে প্রবেশকরতঃ দর্শন করিল যে মদনবেগ স্বরূপে নিদ্রিতা কলিঙ্গসেনার পার্শ্বে সুপ্ত রহিয়াছে। নৃপতি এই সাহসিককে হত্যা করিতে ইচ্ছুক হইলে মায়াবলে বিদ্যাধরাধিপ জাগ্রত হইয়া বহির্দ্দেশে গমনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ আকাশপথে অন্তর্হিত হইল। কলিঙ্গসেনাও তন্মুহূর্ত্তে জাগ্রত হইয়া শয্যা শূন্য দৃষ্টে বলিল, "এ কি প্রকার, বৎসরাজ আমার পূর্ব্বে জাগ্রত হইয়া আমাকে নিদ্রিতা রাখিয়া প্রস্থান করিয়াছেন?" যৌগন্ধরায়ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া বৎসরাজকে বলিল, "শ্রবণ করুন, বিদ্যাধর আপনার রূপ ধারণ করিয়া উহাকে বঞ্চনা করিয়াছে। আমি মায়াবলে ইহা জ্ঞাত হইয়া আপনার চক্ষের সম্মুখে তাহাকে উপস্থিত করিয়াছি, কিন্তু তাহার দিব্যশক্তি থাকাবিধায় তাহাকে বধ করিতে সক্ষম হইবেন না।" এই কথা বলিয়া তাহারা উভয়ে কলিঙ্গসেনার সমীপে উপস্থিত হইলে সে সসম্মানে উত্থিত হইয়া যখন বলিল, "দেব, আপনি এই মুহূর্ত্তে জাগ্রত হইয়া কোথায় গমনকরতঃ পুনরায় আপনার মন্ত্রীর সহিত আগমন করিয়াছেন?" তখন যৌগন্ধরায়ণ তাহাকে বলিল, "কলিঙ্গসেনে, আপনি বৎসরাজের রূপধারী কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রতারিতা হইয়া তাহার সহিত বিবাহিতা হইয়াছেন, আমার প্রভুর সহিত নহে।" (১৯৩-২০২)

কলিঙ্গসেনার এই কথা শ্রবণ করিয়া বাণবিদ্ধ হৃদয়ে বিহ্বল হইয়া বৎসেশকে অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিল, "দেব, আমাকে গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করিয়া পুরাকালে দুষ্যন্ত যেরূপ শকুন্তলাকে বিস্মৃত হইয়াছিল আপনিও কি তদ্রূপ আমাকে বিস্মৃত হইয়াছেন?" তৎকর্ত্তৃক এই প্রকারে পৃষ্ট হইয়া নৃপতি নতবদনে বলিলেন, "সত্যকথা বলিতে কি, তুমি মৎকর্ত্তৃক পরিণীতা হও নাই, আমি এই ক্ষণের পূর্ব্বে হেথায় আগমন করি নাই।" বৎসেশ এই কথা বলিলে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ, "আসুন," এই বাণী উচ্চারণপূর্ব্বক নৃপতিকে যথেচ্ছ প্রাসাদে লইয়া গেল।

মন্ত্রীসহ নৃপতি সেইস্থান পরিত্যাগ করিলে মনে হইল যেন যূথভ্রষ্টা স্বজনপরিত্যক্তা মৃগীর ন্যায়, গজদলিতা পদ্মিনীর ন্যায়, শ্রীবিহীন বদনে এবং ভ্রমরপরিত্যক্ত আলুলায়িত কুন্তলে সে অপরিচিত দেশে ভ্রমণ করিতেছে। চিরকালের নিমিত্ত কৌমার্য্যহীনা হইয়া সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াবস্থায় আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "বৎসরাজের রূপধারণ

করিয়া যে আমাকে বিবাহ করিয়াছে সে আবির্ভূত হউক, সেই আমার যৌবনের পতি," এই প্রকারে আহূত হইয়া হারকেয়ূরধারী দিব্য পুরুষ বিদ্যাধরাধিপ স্বর্গ হইতে অবতরণ করিলে কলিঙ্গসেনা কর্তৃক "আপনি কে?" এইরূপে পৃষ্ট হইয়া বলিল, "সুন্দরি, আমি মদনবেগনামা বিদ্যাধরদিগের অধিপতি। বহুপূর্বে আমি তোমাকে তোমার পিতৃগৃহে দর্শনকরতঃ তপশ্চর্য্যা করিলে শিব আমাকে তোমার প্রাপ্তির বর প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং তোমাকে বৎসরাজের প্রতি প্রণয়াসক্ত দর্শন করিয়া তাহার রূপধারণকরতঃ তাহার সহিত তোমার বিবাহ সংঘটিত হইবার পূর্বেই আমি সত্বর তোমাকে চুরি করিয়া বিবাহ করিয়াছি।" কলিঙ্গসেনার কর্ণকুহরে এই বচনসুধা প্রবেশ করিলে তাহার হৃৎকমল কিঞ্চিৎ পুনরুজ্জীবিত হইল। তখন মদনবেগ সুন্দরীকে আশ্বস্ত করিলে তাহার ধৈর্য্য পুনরায় আগমন করিল এবং সে প্রিয়তমাকে রাশি রাশি সুবর্ণ প্রদান করিল। তখন তাহার সুযোগ্য সুপতির প্রতি ভক্তিসঞ্জাত হইলে মদনবেগ পুনরাগমনে প্রতিশ্রুত হইয়া নভোমার্গে স্বর্গে প্রস্থান করিল। কলিঙ্গসেনা পতির অনুমতি গ্রহণকরতঃ যেস্থানে ছিল সেইস্থানেই রহিয়া গেল এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "কামার্ত্তা হইয়া পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া এখনত আর মানুষীবেশে পতির স্বর্গস্থ গৃহে গমন করিতে সমর্থা হইবে না!" (২০৩-২১৭)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত কথাসরিৎসাগরের
মদনমঞ্চুকা লম্বকের সপ্তম তরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্লোক সংখ্যা—২১৭।

ক্রমিক সংখ্যা—৫৪৭০।

অষ্টম তরঙ্গ

অতঃপর বৎসরাজ একদা রজনীতে কলিঙ্গসেনার অতুলনীয় রূপের কথা চিন্তা করিয়া কামার্ত্তা হইয়া একাকী খড়্গ হস্তে তাহার প্রাসাদে প্রবেশ করিলে কলিঙ্গসেনা তাহাকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিল। নৃপতি তাহার পাণিপ্রার্থনা করিলে "আমাকে পরস্ত্রী জ্ঞান করিবেন" এই কথা বলিয়া তাহাকে সে প্রত্যাখ্যান করিল। নৃপতি প্রত্যুত্তরে বলিল, "তুমি তিনটি পুরুষের নিকট গমন করিয়াছিলে সুতরাং তোমাকে প্রাপ্ত হইলে আমার পরদারগমনজনিত দোষ হইবে না।" রাজা এই কথা বলিলে কলিঙ্গসেনা উত্তর করিল, "দেব, আমি আপনাকে বিবাহ করিতে আগমন করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার রূপধারণ করিয়া বিদ্যাধর মদনবেগ স্বেচ্ছায় আমাকে বিবাহ করিয়াছে। সেই আমার একমাত্র পতি, সুতরাং আমি কি প্রকারে অসতী হইলাম? আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগকরতঃ স্বেচ্ছামত ইতস্ততঃ ভ্রমণরত সাধারণ স্ত্রীলোকদিগের এই প্রকার দুর্ভোগ হয়, রাজকুমারীদিগের ত কথাই নাই। অশুভলক্ষণদর্শনী আমার সখীর বারণ সত্ত্বেও আমি আপনার নিকট দূত প্রেরণ করিয়া এই ফল লাভ করিয়াছি। আপনি যদি আমাকে জোর করিয়া স্পর্শ করেন আমি প্রাণ ত্যাগ করিব, কারণ সদ্বংশজা কোন্ রমণী পতির বিরুদ্ধাচরণ করে? ইহার প্রমাণস্বরূপ আমি একটি কাহিনী বর্ণনা করিব, দেব, শ্রবণ করুন। (১-৯)

নৃপতি ইন্দ্রদত্তের কাহিনী

পুরাকালে চেদিরাজ্যে ইন্দ্রদত্ত নামক এক মহান ভূপতি বাস করিত। দেহ মরণশীল, তন্নিমিত্ত সুযশঃশালী দেহ লাভার্থে সে পাপশোধন তীর্থে একটি বৃহৎ দেবায়তন নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিল এবং ভক্তির আতিশয্যে প্রায়শঃই সেই মন্দির দর্শন করিতে গমন করিত। সেই তীর্থে স্নান করিবার নিমিত্ত বহু নরনারীরাও সর্ব্বদা তথায় গমন করিত। একদা নৃপতির এক প্রবাসীবণিকের তীর্থে স্নানার্থিনী পত্নীর সহিত তথায় সাক্ষাৎ হইল। সঞ্চরমান কন্দর্পের মনোরম রাজধানীবৎ সে স্বচ্ছকান্তি, সুধাসিক্তা এবং বিচিত্ররূপে ভূষিতা ছিল এবং তাহার পদযুগলে মনে হইল পঞ্চশরের তূণীর শোভা পাইতেছিল, যেন তাহাদের সাহায্যে ভুবন জয় করা হইবে। তাহাকে দর্শনমাত্রই সেই রমণী তাহার হৃদয় এইরূপ আকৃষ্ট করিল যে বিবশ রাজা

তাহার গৃহ অন্বেষণকরতঃ সেই রজনীতেই তথায় গমন করিয়া তাহার সঙ্গ কামনা করিলে সে বলিল, "আপনি অসহায়ের রক্ষক, পরস্ত্রীকে স্পর্শ করা আপনার উচিত হইবে না, আমার প্রতি বলপ্রয়োগ করিলে আপনার পাপ হইবে এবং আমিও অপমান সহ্য করিতে অপারগ হইয়া তন্মুহূর্ত্তে মৃত্যুমুখে পতিত হইব।" সে ইহা বলা সত্ত্বেও নৃপতি তাহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিবার প্রয়াস পাইলে সতীত্বনাশের ভয়ে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। এতদ্দৃষ্টে নৃপতি লজ্জিত হইয়া যে পথে আগমন করিয়াছিল সেই পথেই প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং কিয়দ্দিবসান্তে সেই পাপজনিত অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।" (১০-২০)

এই আখ্যান বর্ণনা করিয়া কলিঙ্গসেনা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধায় নত হইয়া পুনরায় বৎসরাজকে বলিল, "সুতরাং হে দেব, আমার প্রাণনাশকর দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হইবেন না। আমি এইস্থানে আসিয়া পড়িয়াছি, আমাকে হেথায়ই বাস করিতে অনুমতি প্রদান করুন, নতুবা আমি অন্য কোথাও প্রস্থান করিব।" তখন ধর্ম্মজ্ঞ বৎসরাজ কলিঙ্গসেনার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইচ্ছা দমনকরতঃ চিন্তা করিয়া তাহাকে বলিল, "তুমি স্বেচ্ছামত তোমার পতিসহ এইস্থানেই বাস কর। আমি তোমাকে কিছু বলিব না, আমাকে এখন হইতে আর ভয় করিও না।" এই কথা বলিয়া নৃপতি স্বগৃহে প্রস্থান করিলে মদনবেগ, যে এই কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছিল, আকাশ হইতে অবতরণপূর্ব্বক বলিল, "প্রিয়তমে তুমি উত্তম কার্য্যই করিয়াছ। হে সৌভাগ্যশালিনি, তুমি এইরূপ না করিলে শুভ হইত না এবং আমি তোমার আচরণ সহ্য করিতাম না।" বিদ্যাধর তাহাকে এই প্রকারে আশ্বাস প্রদান করিয়া সেই রজনী তথায় অতিবাহিত করিল এবং কলিঙ্গসেনার গৃহে গমনাগমন করিতে লাগিল। জনৈক বিদ্যাধরাধিপকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া মানুষী হইয়াও স্বর্গসুখ উপভোগকরতঃ সে তথায় বাস করিতে লাগিল। বৎসরাজও কলিঙ্গসেনার চিন্তা ত্যাগ করিয়া মন্ত্রিবাক্য স্মরণকরতঃ রাজ্ঞীগণ, রাজ্য এবং পুত্রদের রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া আনন্দিত হইল। রাজ্ঞী বাসবদত্তা এবং মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণও নীতি কল্পবৃক্ষের ফললাভকরতঃ সুস্থির চিত্ত হইল। (২১-৩০)

এইরূপে কিয়দ্দিবস গত হইলে কলিঙ্গসেনার কমলানন কিঞ্চিৎ পাণ্ডুরতা প্রাপ্ত হইল, এবং তাহার গর্ভজনিত দোহদ উপস্থিত হইল। তাহার উত্তুঙ্গ স্তনদ্বয়ের চুচুক শ্যামবর্ণ ধারণ করাতে মনে হইল যেন তাহারা কামদেবের মদমুদ্রাঙ্কিত দুইটি কুম্ভ। তখন তাহার স্বামী মদনবেগ

সমাগত হইয়া বলিল' "কলিঙ্গসেনে, আমাদের দিব্যপুরুষদিগের একটি নিয়ম আছে যে মর্ত্ত্যসন্তানের জন্ম হইলে তাহাকে পরিত্যাগকরতঃ দূরে প্রস্থান করিতে হয়। মেনকা কি শকুন্তলাকে কণ্বমুনির আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়াছিল না? তুমি যদিও অপ্সরা তথাপি দেবি, তুমি অবাধ্যতার ফলে মহাদেব কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া এখন মানবী হইয়াছে, সুতরাং যদিও তুমি সাধ্বী তথাপি তোমার উপর অসতীত্বের দোষ আরোপ করা হইয়াছে। আমি এখন স্বস্থানে প্রস্থান করিব, সন্তানকে সাবধানে রক্ষা করিবে। আমাকে স্মরণ করিলেই আমি উপস্থিত হইব।" সাশ্রুলোচনা কলিঙ্গসেনাকে এই প্রকারে আশ্বাস প্রদানকরতঃ তাহাকে বহুমূল্য রত্নাদি প্রদান করিয়া তদ্গত চিত্তে মদনবেগ প্রস্থান করিল। কলিঙ্গসেনা মিত্ররূপ সন্তানের আশায় বৎসরাজের ভুজচ্ছায়ায় তথায় বাস করিতে লাগিল। (৩১-৩৯)

ইতোমধ্যে কন্দর্পপত্নী রতি যখন তাহার পতির পুনরায় দেহ প্রাপ্তির নিমিত্ত তপস্যা করিতেছিল তখন অম্বিকাপতি তাহাকে আদেশ করিলেন, "তোমার দগ্ধদেহস্বামী আমার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করায় বৎসরাজের প্রাসাদে নরবাহনদত্ত নামধারণপূর্ব্বক মর্ত্ত্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আমাকে তপস্যা করায় তুমি অযোনিজা হইয়া মর্ত্ত্যধামে জন্মগ্রহণকরতঃ দেহপ্রাপ্ত পতির সহিত পুনর্মিলিত হইবে।" রতিকে এই কথা বলিয়া শিব প্রজাপতিকে আদেশ করিলেন, "কলিঙ্গসেনা একটি দিব্যপুত্রের জন্মপ্রদান করিবে। তুমি মায়াবলে তাহার পুত্রকে হরণ করিয়া দিব্যদেহ পরিত্যক্তা রতিকে মর্ত্ত্যকুমারীর দেহে তৎস্থলে স্থাপন করিবে।" ব্রহ্মা শিবের আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যে গমন করিলেন এবং যথাসময়ে কলিঙ্গসেনার পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ সকলের অলক্ষ্যে তাহাকে মায়াবলে হরণকরতঃ তৎস্থলে মর্ত্ত্যকন্যারূপে রূপান্তরিতা রতিকে স্থাপন করিলেন। তত্রস্থ উপস্থিত সকলে দর্শন করিল যে দীপ্ত দিবসকে উজ্জ্বল করিয়া প্রতিপদের চন্দ্রকলা উদিত হইয়া স্বীয় প্রভায় প্রসূতিসদনের রত্ন প্রদীপাবলিকে লজ্জিত করিল। সেই অতুলনীয়া কন্যাকে প্রসব করিয়া পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিলে যেরূপ আনন্দ হইত কলিঙ্গসেনা তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দোৎসবে মগ্ন হইল। (৪০-৪৯)

সরাজ্ঞী ও সমন্ত্রী বৎসরাজ কলিঙ্গসেনার অপরূপ কন্যার জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্র মহাদেব কর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া যৌগন্ধরায়ণের সাক্ষাতে রাজ্ঞী বাসবদত্তাকে অকস্মাৎ বলিল, "কলিঙ্গসেনা যে মর্ত্ত্যে পতিত অপ্সরা তাহা আমি অবগত আছি এবং তাহার যে কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে ও

দিব্যললনা অপূর্ব্ব সুন্দরী হইবে। সুতরাং এই কন্যা আমার পুত্র নরবাহনদত্তের সমতুল রূপলাবণ্যবতী হইবে এবং তাহার আমার পুত্রের প্রধানামহিষী হওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে। রাজ্ঞী বাসবদত্তা এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজাকে বলিল, "মহারাজ, তুমি এখন অকস্মাৎ এই কথা বলিলে কেন? বিশুদ্ধ উভয় কুলে জাত তোমার পুত্রের সহিত অসতীমাতা কলিঙ্গসেনার পুত্রীর কি সাদৃশ্য থাকিতে পারে?" এতদ্‌শ্রবণে নৃপতি চিন্তান্বিত হইয়া বলিল, "আমি স্বয়ং এই কথা বলি নাই, কোনও দেবতা আমার ভিতরে প্রবেশকরতঃ আমাকে ঐরূপ বলিতে প্ররোচিত করিয়াছে। আমার বোধ হইতেছে আমি যেন আকাশ হইতে দৈববাণী শ্রবণ করিতেছি, "কলিঙ্গসেনার দুহিতা নরবাহনদত্তের বিধিনির্দ্দিষ্টা ভার্য্যা। উপরন্তু, কলিঙ্গসেনা সদ্বংশজা বিশ্বস্তা পত্নী, পূর্ব্বজন্মের কৃতকর্ম্মবশতঃ তাহার অসতী আখ্যা হইয়াছে।" ভূপতি এই কথা বলিলে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বলিল, "দেব, এইরূপ শ্রুত আছি যে কন্দর্প ভস্মীভূত হইলে রতি স্বামীর দেহ পুনপ্রাপ্তির নিমিত্ত তপশ্চর্য্যা করিলে মহাদেব তাহাকে এই বর প্রদান করিয়াছিলেন, "তুমি মর্ত্ত্যদেহধারণপূর্ব্বক মর্ত্ত্যদেহজাত তোমার পতির সহিত পুনরায় মিলিত হইবে।" বহুপূর্ব্বেই দৈববাণী হইয়াছিল যে আপনার পুত্র কামদেবের অবতার এবং রতি শিবের বরে মানুষী দেহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ধাত্রী আমাকে অদ্য গোপনে বলিয়াছে, "আমি গর্ভস্থ ভ্রূণ পূর্ব্বেই পরীক্ষা করিয়াছিলাম। এখন যাহার জন্ম হইয়াছে সে তদ্রূপ ছিল না। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আমি আপনার নিকট তাহা নিবেদন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। ধাত্রী আমাকে এইরূপ বলিয়াছিল এবং আপনারও সম্প্রতি ঐরূপ প্রতিভাত হইতেছে। আমি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি যে দেবতারা কলিঙ্গসেনার সন্তানকে হরণ করিয়া যাহাকে তাহার স্থলে স্থাপন করিয়াছে সে অযোনিজা রতি ব্যতীত আর কেহ নহে—যাহাকে হে দেব, পূর্ব্ব হইতেই আপনার কামাবতার পুত্রের ভার্য্যারূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ আমি একটি যক্ষের কাহিনী বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ করুন—(৫০-৬৬)

যক্ষবিরূপাক্ষের কাহিনী

কুবেরের বিরূপাক্ষ নামক লক্ষমুদ্রার প্রধান রক্ষক একজন যক্ষ ছিল। মথুরানগরীর বহির্দেশেস্থিত ধন রক্ষার নিমিত্ত সে অচলাশিলাস্তম্ভের ন্যায় একজন রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিল, একদিন তথায় একজন পাশুপত ব্রাহ্মণ

গুপ্ত ধনের অন্বেষণে গমন করিল। তাহার গুপ্তধন খনন করাই বৃত্তি ছিল। সে যখন মনুষ্যবসা নির্ম্মিত দীপ হস্তে সেই স্থান পরীক্ষা করিতেছিল তখন প্রদীপটি তাহার হস্তচ্যুত হইলে এই লক্ষণ দ্বারা তাহার বোধগম্য হইল যে তথায় গুপ্তধন আছে। তখন অন্যান্য মিত্রদ্বিজগণের সাহায্যে সে সেইস্থান খননের প্রয়াস পাইলে তথায় নিযুক্ত রক্ষক বিরূপাক্ষের নিকট আগমনকরতঃ তাহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। বিরূপাক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া যক্ষকে আদেশ করিল, "তথায় সত্বর গমন করিয়া ঐ হীন গুপ্ত-ধনান্বেষণকারীদিগকে হত্যা কর।" তথায় মনস্কামনা সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই গুপ্তধন খননকারী ব্রাহ্মণদিগকে সে শক্তিবলে হত্যা করিল। ধনপতি কুবের এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিরূপাক্ষকে সক্রোধে বলিল, "রে পাপি, দুষ্কৃতিচারি, তুই কেন সহসা ব্রহ্মহত্যার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছিলি? দরিদ্র ব্যক্তিরা জীবিকা উপার্জ্জনার্থে ধনলাভের নিমিত্ত কি না করে? নানা প্রকার ভীতি প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে হয়, হত্যা করিয়া নহে।" (৬৭-৭৬) ধনপতি এইকথা বলিয়া বিরূপাক্ষকে অভিশাপ দিল, "দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত শাপগ্রস্ত হইয়া জনৈক অগ্রহারী ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে।" তাহার যক্ষিণী ভার্য্যা কুবেরকে অনুরোধ করিল, "দেব, দয়া করিয়া আমাকে স্বামীর নিকট প্রেরণ করুন। আমি তাহাকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিব না।" সাধ্বী নারী এইরূপ প্রার্থনা করিলে বৈশ্রাবণ বলিল, "তুমি অযোনিজা হইয়া পৃথিবীতে অবতরণপূর্ব্বক তোমার পতি যে ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার দাসীর গৃহে অবস্থান করিবে। তথায় তুমি তোমার পতির সহিত মিলিত হইবে এবং তোমার শক্তিবলে সে শাপমুক্ত হইয়া পুনরায় আমার পার্শ্বে আগমন করিবে।" বৈশ্রাবণের আদেশে ঐ সাধ্বী নারী ব্রাহ্মণের দাসীর গৃহদ্বারে মানুষীরূপে পতিত হইল। দাসী অকস্মাৎ সেই অপূর্ব্বা সুন্দরী কন্যাকে দর্শন করিয়া তাহাকে দেখাইবার নিমিত্ত প্রভু ব্রাহ্মণের নিকট আনয়ন করিল, তখন ব্রাহ্মণ সানন্দে দাসীকে বলিল, "আমার মন বলিতেছে এই অযোনিজা কন্যা নিশ্চয়ই কোন দিব্যনারী হইবে। নিঃশঙ্কচিত্তে তোমার গৃহাগতা কন্যাটিকে হেথায় আনয়ন কর, কারণ আমার অনুমান সে আমার পুত্রের উপযুক্তা পত্নী হইবে।" তখন কালক্রমে ঐ ব্রাহ্মণপুত্র এবং কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পরস্পরের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইল এবং ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে বিবাহ দিল। ঐ দম্পতি পূর্ব্বজন্মকথা স্মরণ করিতে অসমর্থ হইলেও তাহাদের মনে হইত যেন তাহাদের দীর্ঘ দিনের বিরহের অবসান ঘটিয়াছে। (৭৭-৮৮) যক্ষের

দেহান্তে সে পতির অনুগমন করিলে পত্নীর তপস্যায় শাপমুক্ত হইয়া সেই যক্ষ পুনরায় স্বীয় পূর্ব্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে দিব্যজনেরা কোনও কারণে বিধিবশে স্বর্গ হইতে ভূতলে অবতরণ করে এবং নিষ্পাপ হওয়ায় অযোনিজা হইয়া জন্ম-গ্রহণ করে। এই কন্যার কুল দিয়া আপনার কি হইবে? আমি যেরূপ পূর্ব্বেই বলিয়াছি কলিঙ্গসেনার এই কন্যা আপনার পুত্রের পত্নীরূপে বিধি-দ্বারা নির্দ্দিষ্টা হইয়াছে। যৌগন্ধরায়ণ বৎসেশ্বর এবং রাজ্ঞী বাসবদত্তাকে এই কথা বলিলে তাহাদের হৃদয়েও ঐরূপ বোধ জন্মিল। মুখ্যমন্ত্রী এই কথা বলিয়া গৃহে গমন করিলে নৃপতি সানন্দে পানাদি ক্রীড়ায় সেই দিবস রাজ্ঞীর সাহচর্য্যে অতিবাহিত করিল।

ক্রমে ক্রমে কলিঙ্গসেনার দুহিতা মোহাবিষ্টা হইয়া পূর্ব্বজন্মের কথা বিস্মৃত হইল এবং ক্রমে ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাহার সৌন্দর্য্যও তৎসহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মদনবেগের কন্যা বলিয়া তাহার মাতা ও পরিচারি-কারা তাহার "মদনমঞ্চুকা" নামকরণ করিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই সমস্ত সুরূপা নারীর রূপ পলায়নকরতঃ উহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, নতুবা উহাদিগকে ইহার সম্মুখে এতাদৃশ কুরূপা প্রতীয়মান হয় কেন।" (৮৯-৯৬) তাহার রূপের খ্যাতি শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী বাসবদত্তা ঔৎসুক্যবশতঃ একদিন তাহাকে স্বসমীপে আনয়ন করিলে নৃপতি ও যৌগন্ধরায়ণ প্রমুখ সকলের মনে হইল যেন সে দীপশিখার দশার ন্যায় তাহার ধাত্রীর মুখসংলগ্না হইয়া রহিয়াছে। নেত্রামৃতের ন্যায় তাহার অতুলনীয় রূপদর্শনে তথায় এমন কেহই ছিল না যাহার না মনে হইল যে সে রতির অবতার। তখন রাজ্ঞী বাসবদত্তা জগৎনেত্রোৎসব সদৃশ তাহার পুত্র নরবাহনদত্তকে তথায় আনয়ন করিলে কুমুদরাজি যেরূপ নবারুণ দর্শন করে নরবাহনদত্তও তদ্রূপ পদ্মানন বিস্তৃত করিয়া দীপ্তা মদনমঞ্চুকাকে দর্শন করিল। সেই কন্যাও চকোরী যেরূপ চন্দ্রদর্শনে অতৃপ্ত থাকে বিকচাননে সেই লোচনানন্দকারীকে দর্শন করিতে থাকিল। এখন হইতে দৃষ্টিপাশবন্ধ হইয়া দুই শিশু উভয়ে উভয়কে ছাড়িয়া মুহূর্ত্তকালও পৃথক থাকিতে সমর্থ হইল না।

এই প্রকারে কাল অতিবাহিত হইলে "বিবাহ দেবতার ইচ্ছাকৃত" এই কথা মনে করিয়া রাজা উহাদের বিবাহের উদ্যোগ করিতে মনোনিবেশ করিল। কলিঙ্গসেনা এই বার্ত্তা শ্রবণকরতঃ কন্যার ভাবিষ্যৎপতি জামাতা নরবাহনদত্তের প্রতি প্রীতিবশতঃ আকৃষ্টা হইল। অতঃপর বৎসরাজ মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া পুত্রের নিমিত্ত স্বীয় প্রাসাদের অনুরূপ

একটি পৃথক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিল। সেই নৃপতি পুত্রকে সর্ব্বপ্রকার প্রশংসনীয় গুণমণ্ডিত দর্শন করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহপূর্ব্বক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিল। (৯৭-১০৭) প্রথমে তাহার মস্তকে পিতার আনন্দ অশ্রু পতিত হইল এবং পরে বৈদিক মহামন্ত্রপূত তীর্থবারি সিঞ্চিত হইল। তাহার কমলানন অভিষেক জলে ধৌত হইবার সময় আশ্চর্য্যের বিষয় দিগবধূদিগের আননও নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইল। মাতৃগণ তাহার মস্তকে মঙ্গলমাল্য নিক্ষেপ করিবার কালে আকাশ হইতে তৎক্ষণাৎ প্রভূত দিব্যমাল্য বৃষ্টি হইল। দেবতাদিগের দুন্দুভিনিনাদের প্রতিযোগিতা করিতে নভস্তল তূর্য্যধ্বনিতে পূর্ণ হইল। যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়া মাত্র সকলে তাহাকে নত হইয়া প্রণাম করিলে সে স্বপ্রভাবে তথায় অবস্থান করিতে লাগিল।

অতঃপর বৎসরাজ পুত্রের ক্রীড়াসঙ্গী মন্ত্রীপুত্রদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে যুবরাজের কার্য্যবাহকরূপে নিযুক্ত করিল। যৌগন্ধরায়ণ-পুত্র মুখ্যমন্ত্রীরূপে, রুমণ্বতপুত্র হরিশিখা সেনাপতিরূপে, বসন্তক-পুত্র তপন্তক লীলাসঙ্গীরূপে এবং ইত্যক-পুত্র গোমুখ মুখ্য প্রতীহাররূপে নিযুক্ত হইল। নৃপতির কুলপুরোহিতের ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় পিঙ্গলিকাতনয় বৈশ্বানর এবং শান্তিসোমকে গৃহপুরোহিত পদে নিযুক্ত করা হইল। নৃপতি ইহাদিগকে পুত্রের সচিবপদে বৃত করিলে পুষ্পবৃষ্টিসহ আকাশ হইতে দৈববাণী শ্রুত হইল, "এই সচিবেরা রাজপুত্রের সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিবে এবং গোমুখ তাহার অবিভিন্ন পার্শ্বচর হইবে। (১০৮-১১৮) এই দৈববাণীতে বৎসরাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে প্রভূত বস্ত্রালংকার প্রদান করিয়া সম্মানিত করিল এবং নৃপতি যখন তাহার পরিজনদিগের উপর ধনরত্নাদি বর্ষণ করিল তখন প্রভূত বিত্তবান হওয়ায় কেহই তথায় 'দরিদ্র'; আখ্যাপ্রাপ্ত হইবার যোগ্য রহিল না, পবনতাড়িত চীনাংশুকাবলী দ্বারা আহূত হইয়া বহুনর্তকী ও চারণ দ্বারা নগরী পূর্ণ হইল।

অতঃপর বিদ্যাধরদিগের মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় কলিঙ্গসেনা তাহার ভবিষ্যৎ জামাতার উৎসবে যোগদান করিতে আগমন করিলে, বাসবদত্তা, পদ্মাবতী ও সে প্রভুত্ব, মন্ত্র ও উৎসাহ শক্তিত্রয়ীর ন্যায় মিলিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। বায়ু দ্বারা আন্দোলিত লতাদৃষ্টে মনে হইল যেন বৃক্ষরাজি নৃত্য করিতেছে আর সচেতন প্রাণীদিগের ত কথাই নাই।

অতঃপর নরবাহনদত্ত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া জয় কুঞ্জর আরোহণকরতঃ বহির্গত হইলে পুরস্ত্রীগণ উদ্ধোৎক্ষিপ্ত নয়নে তাহার উপর

নীল পদ্ম, শ্বেত লাজ এবং রক্ত কুমুদসন্নিভ নীল, শ্বেত এবং লোহিতবারি সিঞ্চন করিতে লাগিল। নগরীস্থ পূজ্য দেবতাদিগকে দর্শন করিয়া বন্দী ও চারণদিগের দ্বারা স্তুত হইয়া নরবাহনদত্ত সচিবদিগের সহিত স্বীয় প্রাসাদে প্রবেশ করিল। তখন জামাতার প্রতি অত্যধিক স্নেহবশতঃ কলিঙ্গসেনা নরবাহনদত্তের সাধ্যের অতীত দিব্যপান ও ভোজ্যাদি প্রথমে প্রদানকরতঃ পরে তাহাকে তাহার সচিবমিত্র এবং পরিচারকদিগকে দিব্যবসন ও ভূষণ উপহারস্বরূপ প্রদান করিল। এইরূপে অমৃত আস্বাদনের ন্যায় মহোৎসবে বৎসরাজও অন্যান্য জনগণের দিবস অতিবাহিত হইল।

অতঃপর রজনী আগত হইলে কলিঙ্গসেনা কনার বিবাহের কথা মনে করিয়া সখী সোমপ্রভাকে স্মরণ করামাত্রেই তাহার পতি মহাজ্ঞানী নলকুবের তাহার সুমঙ্গলা পত্নীকে বলিল, "প্রিয়ে, কলিঙ্গসেনা তোমাকে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়াছে, তাহার নিকট গমন করিয়া তাহার কন্যার নিমিত্ত একটি দিব্যোদ্যান রচনা কর।" এই কথা বলিয়া সে সেই কন্যার ভূত ও ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া পত্নী সোমপ্রভাকে তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করিল। বহুকাল অদর্শনের পর সে আগমন করিলে সখী কলিঙ্গসেনা তাহার কন্ঠালিঙ্গন করিল এবং সোমপ্রভা কুশল প্রশ্নাদির পর তাহাকে বলিল, "তুমি এক মহাশক্তিশালী বিদ্যাধরকে বিবাহ করিয়াছ এবং তোমার কন্যা শিবের প্রাসাদে রতির অবতার। বৎসরাজ হইতে উৎপন্ন কামদেবের অবতার নরবাহনদত্তের পূর্ব্বজন্মের ভার্য্যারূপে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। নরবাহনদত্ত বিদ্যাধরদিগের রাজচক্রবর্ত্তীরূপে দেবতাদিগের এক কল্পকাল রাজত্ব করিবে এবং তোমার দুহিতা তাহার প্রধানা মহিষী হইবে। তুমি অপ্সরা, কিন্তু ইন্দ্রের শাপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছে। কর্ত্তব্য-কর্ম্মসমাপনান্তে তোমাব শাপমুক্তি হইবে। (১১৯-১৩৯) আমার জ্ঞানীপতি আমাকে এই সব বৃত্তান্ত বলিয়াছেন। সখি, তুমি উদ্বিগ্ন হইও না, তুমি সর্ব্ব প্রকার সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। এখন আমি তোমার নিমিত্ত একটি দিব্য উদ্যান নির্ম্মাণ করিব যাহার সমতুল পৃথিবীতে, কিংবা পাতালে নাই।" এই কথা বলিয়া সোমপ্রভা মায়াবলে একটি দিব্যোদ্যান রচনাপূর্ব্বক বিষণ্ণ কলিঙ্গসেনার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল। তখন নিশি প্রভাত হইলে পুরনারীগণ স্বর্গ হইতে অকস্মাৎ ভূতলে পতিত নন্দনকাননসদৃশ উদ্যান দর্শন করিল। বৎসরাজ এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রী ও রাজ্ঞীদিগের সহিত তথায় আগত হইলে নরবাহনদত্তও সহচরদিগের সহিত তথায় আগমন করিয়া সেই উদ্যান নিরীক্ষণ করিল।

তথায় বৃক্ষরাজি সম্বৎসর পুষ্প ও ফলধারণ করিত। তথায় রত্নখচিত স্তম্ভাদি প্রাচীর, প্রান্তর ও তড়াগ বিরাজ করিতেছিল। সুবর্ণবর্ণ পক্ষী এবং স্বর্গীয় সৌরভপূর্ণবায়ু পূর্ণ হইয়া সেই উদ্যান যেন স্বর্গের ন্যায় দেবতাদিগের রাজ্য হইতে ভূতলে অবতরণ করিয়াছে।

অতিথিসৎকারেচ্ছু কলিঙ্গসেনাকে এই আশ্চর্য্য দৃশ্য সম্বন্ধে বৎসরাজ প্রশ্ন করিলে সে সকলের শ্রবণের নিমিত্ত প্রত্যুত্তরে বলিল যুধিষ্ঠিরের রাজসভা এবং ইন্দ্রপুরী নির্ম্মাতা বিশ্বকর্ম্মার অবতার ময়দানবের সোমপ্রভা নামে দুহিতা আছে। সে আমার সখী। সে গত রজনীতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিয়া আমার কন্যার প্রতি স্নেহবশতঃ তাহার নিমিত্ত মায়াবলে এই দিব্য উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছে। (১৪০-১৫০) অতঃপর নৃপতিকে সোমপ্রভা হইতে শ্রুত এই কথা বিজ্ঞাপিত করিয়া তাহার কন্যার ভূত ও ভবিষ্যতের কথা তাহার নিকট ব্যক্ত করিল। তখন তত্রস্থ সকলে কলিঙ্গসেনার উক্তি তাহাদের পূর্ব্বজ্ঞাত বৃত্তান্তের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় সন্দেহমুক্ত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইল এবং বৎসরাজ রাজ্ঞীগণ এবং পুত্রসহ সেই দিবস কলিঙ্গসেনার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সেই উদ্যানে অতিবাহিত করিল।

পরদিবস দেবায়তনে দেবদর্শনে গমন করিয়া বৎসরাজ তথায় রমণীয় বস্ত্রালংকারভূষিতা কতিপয় নারীর সাক্ষাৎলাভ করিল। তাহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, "আমরা বিদ্যা এবং গুণরাজি, তোমার পুত্রের নিমিত্ত আগমন করিব এবং এখন আমরা তাহার ভিতরে প্রবেশ করিব।" এই কথা বলিয়া তাহারা অন্তর্হিত হইলে বৎসেশ্বর সবিস্ময়ে স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিল। তথায় সে রাজ্ঞী বাসবদত্তা ও মন্ত্রিবৃন্দকে এই কথা জ্ঞাপন করিলে তাহারা ইহা দেবতার কৃপা মনে করিয়া প্রহৃষ্ট হইল। সেই কক্ষে নরবাহনদত্ত প্রবেশ করা মাত্র নৃপতির আদেশে রাজ্ঞী বাসবদত্তা বীণা গ্রহণ করিয়া বাজাইতে থাকিলে সে বিনীত-ভাবে তাহাকে বলিল, "বীণাটি বেসুরে বাজিতেছে।" পিতা, "তবে তুমি ইহা বাদন কর" এই কথা বলিলে সে এমন বীণাবাদন করিল যে গন্ধর্বেরাও তাহাতে চমৎকৃত হইল। (১৫১-১৬০) পিতা এইরূপে তাহাকে সর্ব্ববিদ্যায় এবং কলায় পরীক্ষা করিলে সে সমস্ত বিষয়েই স্বীয় গুণে পারদর্শিতা লাভ করিল। পুত্রকে সর্ব্বগুণে অলংকৃত দেখিয়া বৎসরাজ কলিঙ্গসেনার তনয়া মদনমঞ্চুকাকে নৃত্যবিদ্যাশিক্ষা দিল। যত দ্রুত সে সর্ব্বকলায় পারঙ্গমা হইতে লাগিল, কুমার নরবাহনদত্তের হৃদয়ও

তত ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল। এইরূপে চন্দ্রের যোড়শকলা পূর্ণ হইলে সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়। অঙ্গভঙ্গি সহকারে তাহাকে সঙ্গীত ও নৃত্য করিতে দর্শন করিয়া রাজপুত্র আনন্দিত হইল, মনে হইল যেন মদনমঞ্চুকা কামদেবের আদেশ পালন করিতেছে, প্রেমিক মুহূর্ত্তকাল দৃষ্টিবহির্ভূত হইলে তাহার লোচন বাষ্পাকুলিত হইত, সে হইত যেন উষাকালের শিশির-সিক্ত পদ্মিনী। সতত তাহার মুখাবলোকন করিয়া তিষ্ঠিতে অসমর্থ হইয়া নরবাহনদত্ত তদীয় উদ্যানে আগমন করিত। কলিঙ্গসেনা স্নেহবশতঃ তাহার কন্যা মদনমঞ্চুকাকে তাহার পার্শ্বে তথায় আনয়নকরতঃ নরবাহনদত্তের প্রীতি উৎপাদন করিত। প্রভুর হৃদয়জ্ঞ গোমুখ নানা প্রকার কাহিনী বিবৃত করিয়া কলিঙ্গসেনাকে তথায় বহুক্ষণ ধরিয়া রাখিত। কুমারও মিত্রের সংবেদশীল মনের পরিচয় পাইয়া প্রহৃষ্ট হইত। প্রভুর হৃদয়ে প্রবেশ করিবার সামর্থ্যই প্রভুকে বশীভূত করিবার পরম উপায় (১৬১-১৬৯)! উদ্যানস্থ সঙ্গীতালয়ে নরবাহনদত্ত স্বয়ং তাহাকে নৃত্যাদি কলায় শিক্ষা প্রদানকরতঃ মদনমঞ্চুকাকে কুশলী করিয়া তুলিল। যখন তাহার প্রিয়তমা নৃত্য করিত তখন সে অত্যন্ত কুশলী চারণদিগকেও লজ্জা প্রদানকরতঃ সমস্ত বাদ্যযন্ত্র বাদন করিত। নানা দিগ্দেশাগত হস্তী, অশ্ব, রথ, চিত্রবিদ্যা ইত্যাদিতে নিপুণ অখিল পণ্ডিতদিগকে সে পরাজিত করিয়াছিল। এইপ্রকারে বিদ্যারাজির স্বয়ংবৃতা বর হইয়া নরবাহনদত্তের শৈশবকাল অতিবাহিত হইল।

একদা রাজপুত্র সমন্ত্রী প্রিয়তমার সহিত নাগবন উদ্যানে গমন করিলে তথায় এক বণিকপত্নী গোমুখের প্রতি প্রণয়াসক্ত হইল। গোমুখ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে বণিকপত্নী তাহাকে বিষমিশ্রিত পানীয় প্রদান করিল এবং গোমুখ বণিকপত্নীর সখীর মুখ হইতে তাহা জ্ঞাত হইয়া ঐ পাণীয় গ্রহণ না করিয়া এই প্রকারে স্ত্রীলোকের নিন্দা করিতে লাগিল "হায়! হায়! বিধাতা প্রথমে অবিমৃষ্যকারিতা সৃষ্টিকরতঃ পরে তদনুকরণে নারী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কোন কার্য্যই তাহাদের পক্ষে হীন নহে। যাহাকে নারী বলা হয় সে নিশ্চয়ই গরল ও অমৃত দ্বারা রচিত। যখন কাহারও প্রতি আসক্ত হয় তখন সে অমৃত এবং যখন বিরূপ হয় তখন সে বাস্তবিকই গরল। তাহার প্রফুল্লকান্তি দর্শনকরতঃ কে বুঝিতে পারে যে সে গোপনে পাপ কর্ম্ম সাধন করিবার চক্রান্ত করিয়াছে? কু স্ত্রী বিকশিত পদ্মবনে লুক্কায়িত কুম্ভীরের ন্যায়, কদাচিৎ ভানুর অমল প্রভার ন্যায় স্বামীর প্রশংসার্হা সুস্ত্রী স্বর্গ হইতে পতিত হয়। অন্য পাপিয়সী অনু-

রাগশীলা স্ত্রী পরাসক্তা ও বিরাগবিষে জর্জরিতা হইয়া কাল ভুজঙ্গিনীর ন্যায় পতিকে হত্যা করে! উদাহরণস্বরূপ শত্রুঘ্ন এবং তাহার দুষ্টা ভার্য্যার কাহিনী বলিতেছি। (১৫০-১৮১)

শত্রুঘ্ন এবং তাহার দুষ্টা ভার্য্যার কাহিনী

কোন গ্রামে শত্রুঘ্ন নামক জনৈক ব্যক্তি বাস করিত। তাহার স্ত্রী অসতী ছিল। একদা সায়ংকালে ভার্য্যাকে উপপতির সহিত দর্শন করিয়া খড়্গ দ্বারা স্বীয় গৃহে সেই উপপতিকে হত্যাকরতঃ পত্নীকে গৃহাভ্যন্তরে রাখিয়া দ্বারদেশে রজনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল! নিশাগমে কোনও আবাসপ্রার্থী অতিথি আগত হইলে সে তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া সুকৌশলে তাহার সাহায্যে সেই দ্বারের মৃতদেহ বহনকরতঃ সেই রজনীতেই একটি অরণ্যে গমন করিল। যখন সে একটি অন্ধকূপে ঐ শব নিক্ষেপ করিতেছিল তখন পশ্চাত হইতে তাহার ভার্য্যাও তাহাকে তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিল। দুষ্টা স্ত্রী এই প্রকার কি কুকর্ম্মই না করিতে পারে!

অল্পবয়স্কা হওয়া সত্ত্বেও গোমুখ এই প্রকারে স্ত্রীচরিত্রের নিন্দা করিল।

তখন নাগবনে নাগার্চ্চনা সমাপন করিয়া নরবাহনদত্ত সপারিষদ স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

তথায় অবস্থানকালে, স্বয়ং অভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও একদা গোমুখপ্রমুখ মন্ত্রীদিগকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে রাজনীতির সার বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তাহারা পরস্পরের সহিত আলোচনা করিয়া বলিল, "আপনি ত সমস্তই জ্ঞাত আছেন, তথাপি প্রশ্ন করিয়াছেন বলিয়া রাজনীতির সারমর্ম্ম আপনার নিকট নিবেদন করিব। (১৮২-১৯০) তাহারা বলিতে লাগিল, "নৃপতি প্রথমে ইন্দ্রিয় অশ্বে আরোহণকরতঃ তাহাকে বশীভূত করিবে। অতঃপর কামক্রোধাদি অভ্যন্তরস্থ রিপুবর্গকে দমন করিয়া অন্যান্য শত্রুদিগকে বশীভূত করিয়া আত্মজয় করিবে। আত্মজয় করিতে সমর্থ না হইলে সে অসহায় অবস্থায় অন্যাকে কি প্রকারে পরাজিত করিবে? অতঃপর সে মন্ত্রিবর্গ নিযুক্ত করিবে! অনান্য গুণের মধ্যে তাহাদের স্বদেশবাসী হওয়া উচিত এবং দক্ষ, তপোন্বিত, অথর্ব্ববেদজ্ঞ কুলপুরোহিতও নিযুক্ত করিতে হইবে। সুকৌশলে সচিবদিগকে ভয়, লোভ, ধর্ম্ম এবং কাম সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। যখন তাহারা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করিবে তখন পরীক্ষা

করিয়া দেখিবে তাহাদের বাক্য সত্য, দ্বেষ প্রযুক্ত, স্নেহ প্রযুক্ত অথবা স্বার্থ-প্রণোদিত কিনা। সে সত্যে তুষ্টিলাভ করিবে এবং অসত্যকে যথার্থই দণ্ড প্রদান করিবে। সে চর প্রমুখাৎ তাহাদের চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবে। এই প্রকারে অনাবৃত চক্ষে সে কর্ম্ম সম্পাদন করিবে এবং শত্রুকণ্টকরাশি উন্মূলিত করিয়া ধন, শক্তি এবং সাফল্যের অন্যান্য উপায়াদি অর্জ্জনপূর্ব্বক নিজেকে দৃঢ়ভাবে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবে; অতঃপর সাহস, প্রভুত্ব এবং মন্ত্রণা এই শক্তিত্রয়ী দ্বারা ভূষিত হইয়া স্বীয় এবং শত্রুর সহিত তারতম্য বিচার করিয়া পরদেশ জয় করিতে ইচ্ছুক হইবে। সে সতত বিশ্বস্ত, প্রাজ্ঞ এবং বিদ্বান উপদেষ্টাদের উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা তাহাদের নির্দ্ধারিত নীতি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার করিয়া তাহা পরিশোধন করিবে। সাম, দানাদি উপায়ে অভিজ্ঞ হইয়া স্বীয় নিরাপত্তা বিধান করিবে এবং সন্ধি বিগ্রহাদি ষট্ গুণের প্রয়োগ কৌশল দ্বারা সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর রাজ্য সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া সমৃদ্ধি লাভকরতঃ জয়ী হইবে এবং কখনও বিজিত হইবে না। কিন্তু অজ্ঞ ভূপতি লোভান্ধ হইয়া ধূর্ত্ত ভৃত্যদিগের দ্বারা হৃতসর্ব্বস্ব হয়। তাহারা তাহাকে ভুলপথে পরিচালনাপূর্ব্বক বিপদ গহ্বরে নিক্ষেপ করে। কৃষক যেরূপ শালবৃক্ষবেষ্টিত শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হয় সেইরূপ এই ধূর্ত্তেরাও অন্য কাহাকেও নৃপতির সমীপে আগমন করিতে বাধা দেয়। অবিশ্বাস্ত ভৃত্যবর্গ নৃপতির গোপন রহস্য জ্ঞাত হইয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে এবং ভেদাভেদ জ্ঞান শূন্য করে। এই নিমিত্ত শ্রী অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার নিকট হইতে পলায়ন করেন। আত্মজয়পূর্ব্বক ভূপতি নরচরিত্র জ্ঞাত হইয়া দণ্ডবিধান করিবে এবং এই প্রকারে সে প্রজাদিগের অনুরাগ ভাজন হইয়া শ্রী লাভ করিবে। (১৯১-২০৫) যথা—

নৃপতি শূরসেন ও তাহার মন্ত্রীবর্গের কাহিনী।

পুরাকালে শূরসেন নামক নরপতি সম্পূর্ণভাবে পরিচারকদের উপর নির্ভর করিত। মন্ত্রীরা একত্রিত হইয়া তাহাকে বশীভূত করিয়া তাহার সমস্ত ধনরত্নাদি হরণ করিয়াছিল। নৃপতি কোনও বিশ্বস্ত ভৃত্যকে পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করিলে তাহারা তাহাকে তৃণ পর্য্যন্তও প্রদান করিত না। কিন্তু যে সেবক তাহাদের বিশ্বস্ত হইত অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাহারা তাহাকে পুরস্কৃত করিত এবং নৃপতিকেও তাহাকে পুরস্কার

প্রদান করিতে প্ররোচিত করিত। নৃপতি ইহা অবলোকন করিয়া ক্রমশঃ দুরাত্মাদিগের সংঘবদ্ধতার কথা অবগত হইয়া সুকৌশলে মন্ত্রীদিগের ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করিল। এই প্রকারে তাহাদের ভিতর বিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে তাহাদের ঐক্যবন্ধন নষ্ট হইল এবং তাহারা পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করিলে রাজা অন্য কর্ত্তৃক প্রতারিত না হইয়া সাফল্যের সহিত রাজত্ব করিতে লাগিল।

হরিসিংহের কাহিনী।

অতিশয় বুদ্ধিমান না হইলেও নৃপতি হরিসিংহ নীতিতত্ত্ববিদ ছিল। সে অনুরক্ত ও প্রাজ্ঞ মন্ত্রীগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া দুর্গ এবং ধনরত্নাদি অর্জ্জনপূর্ব্বক প্রজাদিগের শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিল এবং একজন রাজ-চক্রবর্ত্তী দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও পরাজিত হয় নাই। বিচার শক্তি এবং বিবেকই রাজ্যশাসনের প্রকৃষ্ট সহায়। আর কিসের প্রয়োজন হইতে পারে?" নিজ নিজ বক্তব্য নিবেদনকরতঃ গোমুখাদি বিরত হইলে নরবাহনদত্ত তাহাদের বাক্য অনুমোদন করিল। যদিও সে জানিত যে পুরুষকারের কথা চিন্তা করিতে হইবে তথাপি ভাগ্য সমস্ত চিন্তার ঊর্দ্ধে এই কথা মনে করিয়া তাহার উপরই সমস্ত আস্থা স্থাপন করিল।

বিলম্ব হওয়াতে নরবাহনদত্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাহাদের সহিত প্রিয়তমা মদনমঞ্চুকার দর্শনলাভের নিমিত্ত তাহার প্রাসাদে গমন করিয়া একটি সিংহাসনে উপবেশন করিলে কলিঙ্গসেনা যথাবিধি সৎকার-পূর্ব্বক বিস্মিত হইয়া গোমুখকে বলিল, "কুমার নরবাহনদত্তের আগমনের পূর্ব্বে অধীরা মদনমঞ্চুকা কুমারকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার সহিত হর্ম্ম্যোপরি গমন করিলে আমাদের তথায় উপস্থিতিকালে কিরীট ও খড়্গধারী একটি দিব্যপুরুষ আকাশ হইতে অবতরণপূর্ব্বক আমাকে বলিল, "আমি মানসবেগ নামক বিদ্যাধরাধিপতি এবং আপনি সুরভিদন্তা নাম্নী অপ্সরা অভিশপ্তা হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং আপনার এই কন্যাও দিব্যাঙ্গনা। আমি এই বৃত্তান্ত সমস্তই অবগত আছি। (২০৬-২২০) আমি যোগ্যপাত্র, সুতরাং আপনি আপনার কন্যাকে আমার সহিত বিবাহ প্রদান করুন।" সে এই কথা বলিলে আমি অচিরাৎ সহাস্যে তাহাকে বলিলাম, 'তোমাদের যে রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট হইবে সেই নরবাহনদত্তকে দেবতারা ইহার পতিরূপে চিহ্নিত করিয়াছেন।" আমি এই কথা বলিলে সে আমার কন্যার চক্ষুতে উদ্বেগ সঞ্চার করিয়া সহসা বিদ্যুৎলেখার ন্যায়

আকাশে উড্ডীন হইল। এই কথা শ্রবণ করিয়া গোমুখ বলিল, নৃপতির নিকট কুমার সম্বন্ধে একান্তে যে দৈববাণী হইয়াছিল তাহা শ্রবণ করিয়া বিদ্যাধরগণ জ্ঞাত হইয়াছিল যে কুমার ভবিষ্যতে তাহাদের রাজচক্রবর্ত্তী হইবে এবং তখন হইতেই তাহারা কুমারের অনিষ্টসাধন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল ; কোন্ স্বাধীনচেতা শক্তিশালী ব্যক্তি প্রভুর নিয়ন্ত্রণে থাকিতে ইচ্ছা করে ? সেইজন্য শিব কুমারের নিরাপত্তার নিমিত্ত গণদিগকে তাহার রক্ষী নিযুক্ত করিয়াছেন। নারদ কর্ত্তৃক কথিত এই বৃত্তান্ত আমি পিতার মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি। এই নিমিত্তই বিদ্যাধরেরা কুমারের শত্রু হইয়াছে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং নিজের কথা চিন্তা করিয়া ভীতা কলিঙ্গসেনা বলিল, "আমার ন্যায় মায়াবলে প্রতাড়িতা হইবার পূর্ব্বেই কুমার মদনমঞ্চুকাকে এখন বিবাহ করুক না কেন ?" এই বাক্য শ্রবণে গোমুখ ও অন্যান্যেরা কলিঙ্গসেনাকে বলিল, "আপনি বৎসরাজকে এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করুন।" তখন নরবাহনদত্ত তদ্গতচিত্তে সেই বিকশিত পদ্মাননা, নীলকমললোচনা, বন্ধুকপুষ্পোষ্ঠী, মন্দারপুষ্পস্তবকস্তনী, শিরীষপেলবাঙ্গী, কন্দর্প কর্ত্তৃক জগজ্জয়ী পঞ্চপুষ্পে গঠিত একটি অতুলনীয় শরের ন্যায় মদনমঞ্চুকার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেছিল। (২২৯-২৩২)

পরদিবস কলিঙ্গসেনা স্বয়ং নৃপতির নিকট গমনকরতঃ কন্যার বিবাহের কথা উত্থাপন করিলে বৎসরাজ তাহাকে বিদায়করতঃ মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া রাজ্ঞী বাসবদত্তার সমক্ষে তাহাদিগকে বলিল, "কলিঙ্গসেনা দুহিতার বিবাহের নিমিত্ত উদ্বিগ্না হইয়াছে। কি প্রকারে ইহা সম্পাদন করা যাইবে, কারণ জনগণের ধারণা কলিঙ্গসেনা অসতী। জনগণের কথা আমাদের চিন্তা করিতে হইবে। পুরাকালে সীতা সাধ্বী হওয়া সত্ত্বেও লোকাপবাদে রামচন্দ্র কি তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন না ? ভীষ্ম কর্ত্তৃক ভ্রাতার নিমিত্ত সবলে নীতা হইলেও পূর্ব্বে এক পতি বরণ করিয়াছিলেন বলিয়া অম্বা কি পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন না ? সেই প্রকারে এই কলিঙ্গসেনাও স্বেচ্ছায় অকস্মাৎ আমাকে বরণ করিয়া মদনবেগ কর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়াছিল। এই নিমিত্ত লোকেরা তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছে। সেইজন্য নরবাহনদত্ত গন্ধর্বমতে তাহার পত্নী হইবার যোগ্যা কলিঙ্গসেনার দুহিতাকে বিবাহ করুক।" বৎসরাজ এই কথা বলিলে যৌগন্ধরায়ণ প্রত্যুত্তর করিল, "দেব, কলিঙ্গসেনা এই অন্যায় প্রস্তাবে রাজী হইবেন কেন ? কারণ আমি লক্ষ্য করিয়াছি তিনি এবং তাহার কন্যা সামান্যা

মানবী নহেন, আমার প্রাজ্ঞ মিত্র ব্রহ্মরাক্ষসও এই কথা বলিয়াছে।" যখন তাহারা পরস্পরে এই কথা আলোচনা করিতেছিল তখন আকাশ হইতে মাহেশ্বরী বাণী শ্রুত হইল, "আমার নেত্রাগ্নিতে কামদেব ভস্মীভূত হইয়া নরবাহনদত্তরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং রতির তপস্যায় তুষ্ট হইয়া আমি তাহার ভার্য্যারূপে মদনমঞ্চুকাকে সৃষ্টি করিয়াছি। আমার প্রসাদে সে তাহাকে প্রধানামহিষীপদে বৃত করিয়া বিদ্যাধরদিগের রাজচক্রবর্ত্তীরূপে কল্পকাল রাজত্ব করিবে। এই কথা বলিয়া দৈববাণী নীরব হইল। (২৩৩-২৪৫)

ভগবান মহেশ্বরের এই বাণী শ্রবণ করিয়া বৎসরাজ সপারিষদ তাহার আরাধনাকরতঃ প্রফুল্লচিত্তে পুত্রের বিবাহোদ্যোগ করিতে লাগিল। তখন বৎসরাজ পূর্ব্বেই সত্য জ্ঞাত থাকা বিধায় মন্ত্রীকে অভিনন্দিত করিয়া গণকদিগকে শুভলগ্ন নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিল। পুরস্কৃত হইয়া তাহারা বলিল যে কতিপয় দিবসান্তেই শুভলগ্ন উপস্থিত হইবে। সেই গণকেরা পুনরায় তাহাকে বলিল, "হে বৎসেশ, আমাদের শাস্ত্রদৃষ্টে প্রতীয়মান হইতেছে যে আপনার পুত্রের সহিত তাহার ভার্য্যার স্বল্পকালের নিমিত্ত বিচ্ছেদ হইবে।" নৃপতি তখন পুত্রের বিবাহের নিমিত্ত স্বীয় বৈভবোচিত আয়োজন করিতে লাগিল। তাহার উদ্যোগে শুধু তাহার নগরী নহে, সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। বিবাহ-দিবস আগত হইলে কলিঙ্গসেনা পিতৃপ্রেরিত দিব্য অলংকারে কন্যাকে সজ্জিত করিল। সোমপ্রভাও পতির নির্দ্দেশে তথায় আগমন করিয়াছিল। দিব্যপরিণয়সূত্রে সজ্জিত হইয়া মদনমঞ্চুকাকে আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। কৃত্তিকা সহযোগে চন্দ্র কি আরও বেশী সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হয় না? (২৪৬-২৫১) তাহার সম্মানে শিবকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া স্বর্গের অপ্সরাগণ মঙ্গলগীতি গান করিয়াছিল। কন্যার সৌন্দর্য্যে তাহারা যেন লজ্জায় লুক্কায়িত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের গীতধ্বনি শ্রুত হইয়াছিল। স্বর্গের অনুপনীয় গায়কদিগের তানসংযোগে তাহারা গৌরীর সম্মানার্থ অপূর্ব্ব গান করিতেছিল, "হে পর্ব্বতদুহিতা, আপনার জয় হউক। আপনার ভক্তদিগের প্রতি কৃপাবশতঃ আপনি অদ্য রতির তপশ্চর্য্যার সাফল্যে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে স্বয়ং আগমন করিয়াছেন।" অতঃপর নরবাহনদত্ত বহু বাদ্যযন্ত্র দ্বারা সজ্জিত বিবাহমণ্ডপে বিবাহসূত্রে উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়া প্রবেশ করিল। সযত্নে বিবাহের কোনপ্রকার বিধি বর্জ্জিত না হইয়া মঙ্গল বিবাহান্তে বর ও বধূ উচ্চযজ্ঞবেদী আরোহণ করিল। নৃপতিদিগের

শিরস্থিত অমলরত্নদীপের ন্যায় তথায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছিল। চন্দ্র ও সূর্য্য যুগপৎ হৈম সুমেরু পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিবার সময় পৃথিবীর যেরূপ শোভা হইতে পারে বর ও কন্যা যখন অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতেছিল কেবল তাহার সহিতই সেই দৃশ্যের তুলনা করা যাইতে পারে। অন্তরিক্ষের দুন্দুভিনাদে বিবাহোৎসবের তূর্য্যধ্বনিই কেবলমাত্র স্তিমিত হইয়াছিল না, দেবতাদিগের পুষ্পবৃষ্টিও পুরনারীদিগের লাজবর্ষণ আবৃত করিয়াছিল। উদারচেতা কলিঙ্গসেনা জামাতাকে রাশি রাশি স্বর্ণালংকার প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিল। তুলনা করিলে পৃথিবীস্থ কৃপণ নরপতিগণ কেন, অলকাপতিকেও দরিদ্র বলিয়া মনে হইতেছিল। (২৫২-২৫৮) তাহাদের বহুদিবসের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ্যকরতঃ শুভবিবাহ সমাপনান্তে বধূ ও বর বহুনারী অধ্যুষিত নানাপ্রকার বিশুদ্ধ দ্রব্যে সজ্জিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। সম্বাহিনী পরিবৃত হইয়া বহু নৃপতি দ্বারা বৎসরাজের নগরী পরিপূর্ণ হইল। তাহাদের শৌর্য্য পৃথিবীর প্রশংসা অর্জ্জন করিলেও তাহারা অধীন অম্বুনিধির ন্যায় উপহারস্বরূপ বহুমূল্য রত্নাদি হস্তে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। মহোৎসবের দিন নৃপতি পরিজনদিগকে এত সুবর্ণ প্রদান করিয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র রমণীদিগের গর্ভস্থ ভ্রূণেরাই স্বর্ণমণ্ডিত হইতে পারে নাই। পৃথিবীর সর্ব্বদিক হইতে আগত উৎকৃষ্ট চারণ ও নর্ত্তকীদিগের স্তবে, সংগীতে, নৃত্যে, বাদ্যে এবং দিগন্ত হইতে উত্থিত সংগীতে জগৎ মুখরিত হইয়াছিল। সেই উৎসবে বায়ুতাড়িত পতাকারাজি বাহুলতার ন্যায় কম্পিত হওয়াতে মনে হইল যেন কৌশাম্বী নগরীও নৃত্য করিতেছে। স্ত্রীদিগের রচিত মণ্ডনাভরণে নগরী অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল। এইরূপে প্রতিদিবস আনন্দোৎসব বর্দ্ধিত হইয়া বহুকাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল এবং সুহৃদ আত্মীয় স্বজন ও জনগণের আনন্দ উৎপাদনকরতঃ তাহাদের মনোরথ আশাতীত ভাবে পূরণ করিয়াছিল। এই প্রকারে কীর্ত্তিলাভেচ্ছু যুবরাজ নরবাহনদত্ত মদনমঞ্চুকার সমভিব্যাহারে এই জীবলোকের সুখভোগ করিতে লাগিল। (২৫৯-২৬৫)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত কথাসরিতসাগরের মদনমঞ্চুকালম্বকের অষ্টমতরঙ্গ সমাপ্ত।

মদনমঞ্চুকা নামক ষষ্ঠ লম্বক সমাপ্ত।

শ্লোক সংখ্যা—২৬৫

ক্রমিক সংখ্যা—৫৭৩৫

দ্বিতীয় খণ্ড

সপ্তম লম্বক

রত্নপ্রভা

এই কথামৃত প্রাচীনকালে শিব এবং পার্ব্বতীর প্রণয়রূপ মন্দার পর্ব্বতের আলোড়নের ফলে হরমুখসমুদ্র হইতে উদ্গত হইয়াছিল। যাহারা এই অমৃত কাহিনী পান করে, মহাদেবের প্রসাদে তাহাদের সকল বিঘ্ন নাশ হইয়া ঐশ্বর্য্যলাভ হয় এবং ভূতলে জীবিতাবস্থায় তাহারা অমর পদলাভ করে।

প্রথম তরঙ্গ

ক্রীড়াচ্ছলে কেশাকর্ষিত নখস্পৃষ্ট শিবের মস্তক বহু ইন্দুরত্নে সজ্জিত হইয়া তোমাদের সমৃদ্ধি আনয়ন করুক। মদস্রাবী কুণ্ঠিতাগ্র সফলতা প্রদানকারী শুণ্ডযুক্ত গজানন তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

এই প্রকারে বৎসরাজের যুবকপুত্র নরবাহন দত্ত প্রাণসমা মদনমঞ্চুকাকে বিবাহ করিয়া স্বেচ্ছামত গোমুখপ্রমুখ মন্ত্রীদিগের সহিত সফলমনোরথ হইয়া কৌশাম্বীতে বাস করিতে লাগিল।

একদা উল্লাসমত্ত কোকিলরবে রণিত মলয়-মারুতান্দোলিত নৃত্যরত লতাসংবলিত ভৃঙ্গসঙ্গীতমুখর বসন্তোৎসব সমাগত হইলে কুমার মন্ত্রীদিগের সহিত উদ্যানে বিহার করিতে গমন করিল। তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে তাহার বয়স্য তপন্তক সহসা প্রফুল্ল বদনে বিকশিত নয়নে তাহার সমীপে অচিরাৎ আগমনকরতঃ নিবেদন করিল, "কুমার, অতিদূরে একটি অপরূপা সুন্দরী কন্যাকে আকাশ হইতে অবতরণপূর্ব্বক অশোকতরুতলে দণ্ডায়মান অবস্থায় দর্শন করিলাম। সৌন্দর্য্যে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া সখীবৃন্দসহ অগ্রসর হইয়া সে তোমাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত আমাকে হেথায় প্রেরণ করিয়াছে। (১-৯) এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নরবাহনদত্ত তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া সপার্ষদ সেই তরুমূলে গমন করিল। তথায় সে ভৃঙ্গলোললোচনা রক্তপল্লবৌষ্ঠী পীনস্তবকস্তনী পরাগপুঞ্জদ্বারা গৌরাঙ্গী-কৃতা, তাপহারিণী ছায়ার ন্যায় মূর্ত্তিমতী বনদেবীসমা সুন্দরীকে প্রত্যক্ষ করিল। কুমার সেই দিব্যাঙ্গনার সমীপে উপস্থিত হইলে সে তাহাকে নত মস্তকে প্রণাম করিল। রাজপুত্রের নয়ন তাহার রূপে মুগ্ধ হইল এবং সে তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিল। সকলে উপবিষ্ট হইলে তাহার মন্ত্রী ঐ নারীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রে, তুমি কে এবং কি নিমিত্ত তোমার হেথায় আগমন হইয়াছে?" এই কথা শ্রবণ করিয়া সে মন্মথের আজ্ঞায় লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক নরবাহনদত্তের কমলাননের প্রতি মুহুর্মুহু অনুরাগপূর্ণ তির্য্যকদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করেতে আরম্ভ করিল (১০-১৬)।

ত্রিজগৎ বিখ্যাত হিমবৎনামক পর্ব্বতমালার বহু শৃঙ্গ আছে। কিন্তু তাহার একটি শৃঙ্গ, যথায় শিব বাস করেন, দ্যুতিমান মনিপ্রভামালার তুহিনদীপ্তিতে উদ্ভাসিত এবং বিরাট আকাশের ন্যায় তাহাকে পরিমাপ করা অসম্ভব। তাহার সানুদেশে হরপ্রসাদে জরা, মৃত্যু এবং ভয়হীন হইয়া নানাপ্রকার ওষধি ও সিদ্ধগণ বাস করে। বহু বিদ্যাধর সমাগমে হরিৎবর্ণ ধারণপূর্ব্বক ইহার শোভা অমরগণের সুমেরু শৃঙ্গকেও অতিক্রম করিয়াছে। ইহার উপরে প্রভাকরের আবাসস্থলের ন্যায় কাঞ্চন শৃঙ্গ নাম্নী এক প্রভাময়ী সুবর্ণপুরী অবস্থিত। তথায় উমাপতির প্রতি দৃঢ়ভক্তি সম্পন্ন হেমপ্রভনামক বিদ্যাধরপতি বাস করে। যদিও তাহার অনেক পত্নী আছে তথাপি চন্দ্রের রোহিণীর ন্যায় তাহার অলঙ্কার-প্রভানাম্নী একমাত্র সাতিশয় অনুরক্ত মহিষী আছে। সেই ধার্ম্মিকরাজা প্রত্যহ মহিষীর সহিত প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক হর এবং তদ্পত্নী গৌরীকে অর্চ্চনা করিত এবং মনুষ্যলোকে অবতরণ করিয়া প্রত্যহ দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগেকে সহস্র লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা দান করিত। অতঃপর স্বর্গে আরোহণপূর্ব্বক রাজ-কার্য্যাদি বিধিমত সমাপনান্তে নিয়তব্রতী মুনিদিগের ন্যায় পানাহার করিত। এই প্রকারে কিয়দ্দিবস গত হইলে ঘটনাচক্রে অপুত্রক নৃপতির হৃদয় চিন্তাক্রান্ত হইল। রাজাকে বিমর্ষ দর্শন করিয়া প্রিয়তমা অলঙ্কার-প্রভা তাহার কারণ জানিতে চাহিলে সে তাহাকে বলিল 'দেবি, আমার সমস্ত সম্পদই আছে কিন্তু একটি পুত্রসন্তান না থাকাতে মর্ম্মপীড়া ভোগ করিতেছি। বহুপূর্ব্বে শ্রুত এক অপুত্রক ধার্ম্মিক ব্যক্তির কাহিনী আমার স্মরণে উদিত হইতেছে (১৭-৩০)।

সত্ত্বশীল এবং রত্নদ্বয়ের কাহিনী

"সেটি কি কাহিনী?" রাজ্ঞী এই প্রশ্ন করিলে নৃপতি সংক্ষেপে নিম্নোক্ত রূপে সেই কাহিনী বর্ণনা করিল—

চিত্রকূট নগরীতে ব্রাহ্মণপূজক সার্থক নামা ব্রাহ্মণবর নামক নরপতি বাস করিত। তাহার সতত যুদ্ধানিরত সত্ত্বশীল নামক বিজয়ী ভৃত্য ছিল। সে নৃপতির নিকট হইতে প্রতিমাসে শতমুদ্রা প্রাপ্ত হইত। নিঃসন্তান হওয়ায় দানই তাহার একমাত্র ব্যসন ছিল এবং তন্নিমিত্ত ঐ পরিমাণ স্বর্ণ-মুদ্রা তাহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত ছিল না। সত্ত্বশীল সর্ব্বদাই চিন্তা করিত,

"বিধাতা আমার তুষ্টির নিমিত্ত আমাকে পুত্র সন্তান প্রদান করেন নাই কিন্তু দানব্যসন প্রদান করিয়াছেন এবং তাহাও বিত্তহীনতার সহ। পৃথিবীতে দানব্যসনাসক্ত বিত্তহীন দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণাপেক্ষা জীর্ণ, শুষ্ক বৃক্ষ অথবা শিলাখণ্ড হইয়া জন্মগ্রহণ করা বরং শ্রেয়ঃ।" একদা উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে ভাগ্যক্রমে সে বিত্তলাভ করিল এবং ভৃত্যদিগের সাহায্যে অবিলম্বে সেই ভাস্বর ও বহুমূল্য রত্নরাজি গৃহে আনয়নকরতঃ কিয়দংশ স্বীয় প্রমোদাদিতে ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট রত্নাদি ব্রাহ্মণ, ভৃত্যাদি এবং মিত্রবর্গের ভিতর বিতরণ করিয়া সাত্ত্বিকভাবে জীবনযাপন করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে আত্মীয় স্বজনেরা ইহা দর্শন করিয়া গোপনরহস্য অনুমানকরতঃ স্বেচ্ছায় রাজপ্রাসাদে গমনপূর্ব্বক নৃপতিকে সত্ত্বশীলের ধনপ্রাপ্তির বিষয় জ্ঞাত করিল (৩১-৪৩)। ভূপতি সত্ত্বশীলকে আহ্বান করিলে প্রতিহারের আদেশে তাহাকে কিয়ৎকাল একান্তে প্রাসাদাঙ্গনে দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিতে হইল। সে তথায় হস্তস্থিত শীলাবজ্রদ্বারা ভূমিখনন করিতে থাকিলে এক তাম্রপাত্রপূর্ণ প্রচুর ধনপ্রাপ্ত হইল। মনে হইল যেন বিধি তাহার সদ্গুণে তুষ্ট হইরা তাহার ইষ্টমত নৃপতির সম্মানার্থ উহা প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং সে পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় মৃত্তিকাদ্বারা উহা আবৃত করিল এবং প্রতিহার কর্ত্তৃক আহূত হইয়া নৃপতি সমীপে আগমন করিল। নত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিলে নৃপতি স্বয়ং তাহাকে বলিল, "আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, তুমি ধনপ্রাপ্ত হইয়াছ। উহা আমাকে প্রদান কর।" সত্ত্বশীল প্রত্যুত্তর করিল, "দেব, আমি প্রথমে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম অথবা অদ্য যাহা প্রাপ্ত হইরাছি সেই ধন আপনাকে প্রদান করিব কিনা আদেশ করুন!" নৃপতি তাহাকে বলিল "সম্প্রতি যাহা তোমার হস্তগত হইয়াছে তাহাই প্রদান কর।" তখন সত্ত্বশীল অঙ্গনপ্রান্তে গমনপূর্ব্বক সেই ধন নৃপতিকে প্রদান করিলে সে ধনপ্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া সত্ত্বশীলকে বলিল "যাও, পূর্ব্বপ্রাপ্ত ধন স্বেচ্ছামত ভোগ কর।" সত্ত্বশীল তখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক দানভোগাদিদ্বারা স্বীয় নাম অতিমাত্রায় সার্থককরতঃ অপুত্রতাজনিত কষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব করিল (৪১-৪৯)।

সত্ত্বশীলের এই কাহিনী আমি বহু পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিলাম এবং অধুনা ইহা স্মরণপথে উদিত হওয়াতে অপুত্রক হইবার দুঃখ ভোগ করিতেছি।" বিদ্যাধরাধিপতি হেমপ্রভ এই কথা বলিলে অলংকারপ্রভা উত্তর করিল, "ইহা অতীব সত্য। বিধি এই প্রকারেই দত্ত্বানদিগকে

কৃপা করেন। সংকটে পতিত হইয়া সত্ত্বশীল কি দ্বিতীয়বার ধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল না? তুমিও তদ্রূপ তোমার সত্যপ্রভাবে তোমার অভীষ্টলাভ করিবে। ইহার সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত বিক্রমতুঙ্গের কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ কর।—

বীর নৃপতি বিক্রমতুঙ্গের কাহিনী

পৃথিবীর অলংকার স্বরূপ পাটলিপুত্র নামক নগরী আছে। বর্ণরাজি সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ইহা বহু বর্ণের মূল্যবান রত্নে ভূষিত। সেই নগরীতে পুরাকালে বিক্রমতুঙ্গ নামক নরপতি বাস করিত। সে দানে প্রার্থীকে অথবা যুদ্ধে শত্রুকে কখনও পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন করিত না। একদা সেই নৃপতি মৃগয়ার্থে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কোনও দ্বিজকে যজ্ঞে বিল্বফল প্রদান করিতে দর্শন করিলে তাহাকে প্রশ্ন করিতে ইচ্ছুক হইল। কিন্তু তাহার সমীপে গমন না করিয়া সৈন্যসহ বহুদূরে মৃগয়ারসাস্বাদনের নিমিত্ত প্রস্থান করিল। বহুক্ষণ মৃগ ও সিংহদিগকে কন্দুকক্রীড়ার ন্যায় উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত এবং অধঃপতিত করিয়া তাহাদিগকে স্বহস্তে নিধন করতঃ প্রত্যাবর্তনকালে তখনও ব্রাহ্মণকে পূর্বের ন্যায় যজ্ঞে রত দেখিয়া তাহার নিকট গমন পূর্বক নতশিরে তাহার নাম এবং বিল্বফল যজ্ঞ হইতে কি ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তাহা শুধাইল। নৃপতিকে আশীর্বাদান্তে দ্বিজ বলিল, "আমি নাগশর্মা নামক ব্রাহ্মণ, বিল্বযজ্ঞ হইতে কি ফল প্রাপ্তির আশা করি তাহা শ্রবণ কর। (৫০-৬০) অনলদেব বিল্ব যজ্ঞে তুষ্ট হইলে যজ্ঞকুণ্ড হইতে স্বর্ণ বিল্বফল নিষ্ক্রান্ত হইবে। তখন অগ্নিদেব সশরীরে আবির্ভূত হইয়া আমাকে বর প্রদান করিবেন। আমি বিল্বফল আহুতিদানে বহুকাল অতিবাহিত করিয়াছি। কিন্তু আমার পুণ্যবল এতই স্বল্প যে এখন পর্যন্তও অগ্নিদেব সন্তুষ্ট হন নাই। সে এই কথা বলিলে সত্ত্ববান নৃপতি প্রত্যুত্তর করিল, "তবে আহুতি প্রদান করিবার নিমিত্ত আমাকে একটি বিল্বফল দান করুন, আমি অগ্নিদেবকে আপনার প্রতি তুষ্ট করিব।" তখন ব্রাহ্মণ নৃপতিকে বলিল, "আমি শুদ্ধ ব্রতাচারী হওয়া সত্ত্বেও অগ্নিদেবকে তুষ্ট করিতে পারি নাই, আর তুমিও অসংশোধিত এবং অশুচি, কিপ্রকারে তাহায় তুষ্টিবিধান করিবে?" নৃপতি তখন পুনরায় ব্রাহ্মণকে বলিল, "আপনি কিছু মনে করিবেন না। আমাকে একটি বিল্বফল প্রদান করুন এবং শীঘ্রই একটি আশ্চর্যজনক দৃশ্য অবলোকন করিবেন।" তখন উৎসুক হইয়া

দ্বিজ আমাকে একটি বিল্বফল প্রদান করিলে সে দৃঢ়চিত্তে ধ্যান করিতে লাগিল, "হে অনলদেব, আপনি যদি এই বিল্বফলে সন্তুষ্ট না হন তবে আমি স্বীয় মস্তক আহুতি দিব।" এই কথা বলিয়া সে বিল্বফল আহুতি প্রদান করিল। তখন সপ্তশিখদেব যজ্ঞকুণ্ড হইতে নৃপতির শৌর্য্য-বৃক্ষের ফলস্বরূপ একটি স্বর্ণ বিল্বফল হস্তে সশরীরে উত্থিত হইয়া নৃপতিকে বলিল, "রাজন্, আমি তোমার সাহসে তুষ্ট হইয়াছি, কোন বর প্রার্থনা কর। (৬১-৭০)" এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই মহা সত্ত্বান মহীপতি তাহার সম্মুখে প্রণত হইয়া বলিল, "এই ব্রাহ্মণকে তাহার অভিলাষ পূরণ করিতে দিন, আমার আর অন্য কি বরের প্রয়োজন আছে?" নৃপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্নিদেব অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন, "এই ব্রাহ্মণ মহাবিত্তশালী হইবে এবং আমার প্রসাদে তোমার ধনকোষও কোনদিন হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে না।" অগ্নিদেব এই প্রকারে বর প্রদান করিলে ব্রাহ্মণ তাহাকে শুধাইল, "এই স্বেচ্ছাচারী রাজার সম্মুখে আপনি অচিরাৎ আবির্ভূত হইলেন, কিন্তু হে বরেণ্যদেব, আমি ব্রতচারী হওয়া সত্ত্বেও কি কারণে আমাকে দর্শন প্রদান করেন নাই?" তখন বরদ অগ্নিদেব প্রত্যুত্তর করিলেন, "যদি আমি দর্শন প্রদান না করিতাম তবে এই দৃঢ়ব্রতী নৃপতি আমার নিকট মস্তক আহুতি প্রদান করিত।" এই জগতে দৃঢ় সত্ত্বান্দিগের অচিরে সাফল্যলাভ হয়। কিন্তু তোমার ন্যায় মন্দসত্ত্বদিগের নিকট, হে দ্বিজ, সফলতা অতি ধীরে আগমন করে।" এই কথা বলিয়া বহ্নিদেব অন্তর্হিত হইলে নাগশর্ম্মা রাজার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক কালক্রমে প্রভূত বিত্তশালী হইল এবং নৃপতি বিক্রমতুঙ্গ, যাহার বিক্রম পরিজনেরা দর্শন করিয়াছিল, সেও তাহাদের প্রশংসামুখর হইয়া স্বপুরী পাটলিপুত্র নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। (৭১-৭৮)

নৃপতি এইরূপে তথায় বাস করিতে থাকিলে একদিন অকস্মাৎ শত্রুঘ্ন নামক তাহার এক প্রতিহার তৎসমীপে প্রবেশকরতঃ তাহাকে একান্তে বলিল, "দেব, দ্বারদেশে দত্তশর্ম্মা নামক একটি ব্রাহ্মণ বালক আপনার দর্শন লাভ করিতে আগমন করিয়াছে। সে আপনার নিকট গোপনে কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করে।" নৃপতি তাহাকে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করিলে সেই বালক রাজাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক, নতশিরে তাহার নিকট উপবেশন করিয়া নিবেদন করিল, "দেব, একপ্রকার চূর্ণ সহযোগে আমি তাম্র হইতে সুবর্ণ প্রস্তুত করিতে সক্ষম। আমার গুরু আমাকে এই প্রক্রিয়া

দেখাইয়াছেন এবং আমি স্বচক্ষে তাহাকে উক্ত কৌশল প্রয়োগে স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে দর্শন করিয়াছি।" এই কথা বলিলে রাজাজ্ঞায় তাম্র আনীত হইল এবং উহা দ্রবীভূত হইলে বালক তদুপরি ঐ চূর্ণ নিক্ষেপ করিল। কিন্তু যখন ঐ চূর্ণ নিক্ষিপ্ত হইতেছিল তখন একটি যক্ষ অদৃশ্য থাকিয়া উহা অপহরণ করিল। অগ্নিদেবের কৃপায় কেবলমাত্র নৃপতি উহা দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু ঐ চূর্ণ তাম্র স্পর্শ না করাতে তাম্র সুবর্ণে পরিবর্ত্তিত হইল না। সে তিনবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তিনবারই বৃথা হইল। কিন্তু সত্ত্ববান শ্রেষ্ঠ নৃপতি হতাশ বালকের হস্ত হইতে স্বয়ং চূর্ণ গ্রহণ করিয়া উহা দ্রবীভূত তাম্রের উপর নিক্ষেপ করিলে যক্ষ উহা হরণ না করিয়া সহাস্যে প্রস্থান করিল। চূর্ণের সংযোগে তখন তাম্র সুবর্ণে পরিণত হইলে বিস্মিত বালক রাজাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল এবং নৃপতি যক্ষঘটিত বৃত্তান্ত যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিল তাহা বলিল। (৭৯-৮৯) সেই বালকের নিকট হইতে চূর্ণ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া শিক্ষা করিয়া নৃপতি তাহার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদনকরতঃ সে যাহা ইচ্ছা করিল তাহাই তাহাকে প্রদান করিল এবং উক্ত প্রক্রিয়াতে স্বর্ণদ্বারা স্বীয় ধনকোষ পূরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে বিত্তশালী করিয়া ভার্য্যাদিগের সহিত অতীব সুখে বাস করিতে লাগিল।

এইপ্রকারে দৃষ্ট হইতেছে যে, ঈশ্বর ভীত অথবা তুষ্ট হইয়া দৃঢ়বেতা ব্যক্তিদিগের অভিলাষ পূরণ করেন। দেব, আপনার অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়চেতা অথবা দাতা আর কে আছে? শিবের তুষ্টি বিধান করিলে দেবতা নিশ্চয়ই আপনাকে একটি পুত্র সন্তান প্রদান করিবেন।" নৃপতি হেমপ্রভ রাজ্ঞী অলঙ্কারবতীর মুখ হইতে নির্গত এই উদার বাণী শ্রবণ করিয়া উহা বিশ্বাস করিল এবং হৃষ্ট হইল। তাহার হৃদয় প্রফুল্ল হওয়াতে সে মনে করিল যে গৌরীপতির তুষ্টি উৎপাদন করিলে তাহার নিশ্চয়ই পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। পরদিবস সে ও তাহার পত্নী স্নানান্তে গিরিজাপতির উপাসনা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে নবকোটি স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিল এবং "অনাহারে হয় জীবন ত্যাগ করিব অথবা শিবকে তুষ্ট করিব" এইরূপ সংকল্প পূর্ব্বক বরদাতা শৈলজাপতি, যিনি হেলায় তাহার ভক্ত উপমন্যুকে দুগ্ধ সমুদ্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সম্মুখে এই বলিয়া তপশ্চর্য্যা করিতে লাগিল, "পৃথিবীর সৃষ্টি, স্থিতি এবং ধ্বংসের কর্ত্তা, ব্যোমাদি অষ্টমূর্ত্তির ধারক, গৌরীপতি, আপনাকে প্রণাম করি। হে শম্ভো! সতত বিকশিত হৃৎকমলেশয়ান বিশুদ্ধ মানসসরোবরবাসী কলহংস,

আপনাকে প্রণাম করি। পাপহীনদিগের দ্রষ্টব্য নিম্মর্ল জলসংযুক্ত অদ্ভুত প্রভাময় সোম আপনাকে প্রণাম করি। যাহার দেহার্দ্ধ স্বীয় ভার্য্যা, সেই ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করি। যিনি স্বেচ্ছায় বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং বিশ্বময়, তাঁহাকে প্রণাম করি।" (৯০-১০২) এইপ্রকারে ত্রিরাত্র অনাহারে থাকিয়া শিবের স্তব করিলে তিনি স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে বলিলেন, 'রাজন্, গাত্রোত্থান কর। তোমার বংশরক্ষাকারী বীরপুত্রের জন্ম হইবে। এবং গৌরীর প্রসাদে তোমার একটি অতুলনীয়া কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে যে তোমাদের ভবিষ্যৎ রাজচক্রবর্ত্তী সর্ব্বগুণনিধি নরবাহনদত্তের মহিষী হইবে।" শিব এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে হেমপ্রভ নিশান্তে হৃষ্টচিত্তে জাগ্রত হইয়া পত্নী অলংকারবতীকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলে সে অতিশয় আনন্দিতা হইল কারণ গৌরীও স্বপ্নে তাহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন এবং উভয় স্বপ্নই পরস্পরের অনুমোদন করিল। নৃপতি উত্থানপূর্ব্বক স্নানসমাপনান্তে দান করিল এবং উপবাস ভঙ্গ করিয়া মহোৎসবে মত্ত হইল।

অতঃপর কতিপয় দিবসান্তে রাজ্ঞী অলংকারবতী ভাগ্যবতী হইয়া যেন অলি মুখরিত পাণ্ডুর বদনে, লোললোচনে, মধুগন্ধীআননে রাজার হর্ষোৎপাদন করিল। আকাশ যেরূপ অর্কমণ্ডল প্রসব করে রাজ্ঞীও তদ্রূপ যথাসময়ে পুত্রসন্তান প্রসব করিল। গর্ভকালীন দোহদে যাহার উচ্চবংশ-সূচিত হইয়াছিল তাহার জন্মমাত্রই প্রসব কক্ষ তাহার শৌর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া সিন্দুরবর্ণ ধারণ করিল। তাহার পিতা শত্রুবংশীয় দিগের ভয়প্রদ দৈববাণী কর্ত্তৃক তাহার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট "বজ্রপ্রভ" নামকরণ করিল। অমাবস্যার চন্দ্র ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া যেরূপ সমুদ্র সমৃদ্ধ করে সেইরূপ কালে কালে বংশের গৌরব বর্দ্ধনকরতঃ সেই বালক সর্ব্বগুণে ভূষিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। (১০৩-১১৪)

অনতিকালপরে হেমপ্রভর সেই রাজ্ঞী পুনরায় গর্ভবতী হইল। সেই অবস্থায় স্বর্ণসিংহাসনে আসীন হইলে তাহাকে বাস্তবিকই অন্তঃপুরের সবিশেষ রত্ন বলিয়া বোধ হইত। তাহার দোহদপূর্ত্তির নিমিত্ত সে অপরূপ পদ্মাকৃতি মায়াবলে নির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া আকাশে ইতস্ততঃ বিচরণ করিত। যথাসময়ে রাজ্ঞী একটি কন্যা প্রসব করিল। গৌরীর প্রসাদে জাত হওয়ায় তাহার সৌন্দর্য্যের অভাব ছিল না। তখন আকাশ হইতে দৈববাণী শ্রুত হইল, "এই কন্যা নরবাহনদত্তের মহিষী হইবে" এবং শিবের কথার সহিত ইহার পূর্ণ সামঞ্জস্য হইল। তাহার জন্ম

হওয়াতে পুত্রের জন্মের মতই নৃপতি হেমপ্রভ সুখী হইল এবং তাহার রত্নপ্রভা নামকরণ হইল। রত্নপ্রভা স্বীয় বিদ্যায় ভূষিত হইয়া দশদিক আলোকিত করিয়া তাহার পিতৃগৃহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বর্ম্মধারণ করিতে আরম্ভ করিলেই নৃপতি পুত্রের উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন করিয়া তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিল। রাজ্যভার পুত্রের উপর অর্পণ করতঃ নিবৃত্তিলাভ করিলেও তাহার হৃদয়ে তখনও একটি উদ্বেগ রহিয়া গেল।' কন্যার বিবাহ চিন্তা। একদা বিবাহ যোগ্যা কন্যাকে স্বীয় সকাশে উপবিষ্টা দর্শন করিয়া তত্রস্থা রাজ্ঞী অলংকারবতীকে নৃপতি বলিল, "দেবি, প্রণিধান কর। হায়! বংশের রত্ন হইলেও ত্রিজগতে মহৎব্যক্তির কন্যাও কি দুঃখ দায়িকা! বিনীতা, শিক্ষিতা, সুন্দরী যুবতী হওয়া সত্ত্বেও রত্নপ্রভা স্বামীলাভ না করাতে আমি অত্যন্ত দুঃখক্লিষ্ট হইয়াছি। রাজ্ঞী তখন তাহাকে বলিল, "দেবতারাও উহাকে আমাদের ভবিষ্যৎ রাজচক্রবর্ত্তী নরবাহনদত্তের ভার্য্যারূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তাহাকে কন্যাসম্প্রদান করা হউক না কেন?" রাজ্ঞী এই কথা বলিলে নৃপতি প্রত্যুত্তর করিল, "ইহা খুবই সত্য। নরবাহনদত্তের মত বরলাভ করিয়া সে অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী হইবে, কারণ নরবাহনদত্ত পৃথিবীতে কন্দর্পের অবতার। কিন্তু এখন পর্য্যন্তও সে দিব্যশক্তিলাভ করে নাই। আমি তাহারই অপেক্ষায় আছি। কন্দর্পদেবের মোহ উৎপাদনকারী পিতৃবাক্য রত্নপ্রভার কর্ণে প্রবেশ করিলে সে সুপ্ত পটলিখিত চিত্রবৎ মুগ্ধ হইল এবং সেই বরের চিন্তা তাহার হৃদয় হরণ করিল। অতিকষ্টে পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া সে নিজ কক্ষে গমনকরতঃ নিশান্তে কোনও প্রকারে নিদ্রিত হইল। তখন দেবী গৌরী করুণাবশতঃ স্বপ্নে তাহাকে আদেশ করিলেন, "বৎসে, আগামীকল্য শুভদিন। কৌশাম্বীতে গমনপূর্ব্বক তুমি তোমার ভবিষ্যৎ পতির সাক্ষাৎ লাভ কর। হে শুভে, তোমার পিতা তোমাকে ও বৎসরাজকে এই নগরীতে আনয়নপূর্ব্বক তোমাদের উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন করিবে।" প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে তাহার মাতাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত জ্ঞাপিত করিয়াছিল। তখন মাতা তাহাকে গমন করিবার অনুমতি প্রদান করিলে সে স্বীয় বিদ্যাপ্রভাবে বর উদ্যানে আছেন জানিতে পারিয়া নিজনগরী হইতে তাহার সন্দর্শনার্থ যাত্রা করিল। (১২৭-১৩৬)

"আর্য্যপুত্র, আপনি জ্ঞাত আছেন, আমি রত্নপ্রভা। অদ্য অধীরা হইয়া অকস্মাৎ আগমন করিয়াছি। ইহার পর কি হইবে আপনি জানেন।" পীযূষাধিক সুমিষ্ট তাহার এই অমৃতবাণী শ্রবণ করিয়া এবং নেত্রানন্দকর

তাহার বিদ্যাধরী তনুদর্শন করিয়া নরবাহনদত্ত বিধাতাকে মনে মনে এই বলিয়া দোষ দিতে লাগিল, "বিধাতা আমাকে সর্ব্বদেহ নেত্রময় এবং কর্ণময় করেন নাই কেন?" রত্নপ্রভাকে বলিল, "হে সুন্দরি, আমি কি ভাগ্যবান্। অদ্য আমার জীবন ও জন্ম সফল হইয়াছে। তুমি অনুরাগ-বশতঃ স্বয়ং আমাকে দর্শন করিতে আগমন করিয়াছ।" তাহারা যখন নবপ্রেমালাপে এইরূপে মত্ত ছিল তখন অকস্মাৎ আকাশে বিদ্যাধরবাহিনী দৃষ্ট হইলে রত্নপ্রভা অবিলম্বে বলিল, "ঐ যে আমার পিতৃদেব আগমন করিয়াছেন।" হেমপ্রভ আকাশ হইতে তাহার পুত্রসহ অবতরণ করিল। পুত্র বজ্রপ্রভের সহিত নরবাহনদত্তের নিকটে আগমন করিলে সে তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। যখন তাহারা পরস্পর যথাবিধি ভদ্রাচার বিনিময় করিতেছিল তখন বৎসরাজ, যে পূর্ব্বেই এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছিল, মন্ত্রিবর্গের সহিত তথায় আগমন করিল। হেমপ্রভ যথাবিধি অতিথি সৎকারান্তে নৃপতিকে রত্নপ্রভার নিকট হইতে শ্রুত সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ বিবৃত করিয়া বলিল, "মায়াবিদ্যাপ্রভাবে আমি ইতঃপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলাম যে আমার কন্যা হেথায় আগমন করিয়াছে এবং এইস্থানে যাহা যাহা ঘটিয়াছে আমি সমস্তই জ্ঞাত আছি।" [এই স্থানে শ্লোকার্দ্ধ বিলুপ্ত] রাজচক্রবর্ত্তীর এই প্রকার রথ সে লাভ করিবে (১২৭-১৪৭)। আপনি অনুমতি করুন। কিয়ৎকাল পরেই দর্শন করিবেন যে আপনার পুত্র রাজকুমার পত্নী রত্নপ্রভার সহিত বিবাহিত হইয়া এইস্থানে আগমন করিয়াছে।" বৎসরাজের নিকট এই কথা নিবেদন করিলে সে তাহার ইচ্ছা অনুমোদন করিল এবং সপুত্র হেমপ্রভ মায়াবলে রথ প্রস্তুত করিয়া লজ্জাবনত নম্রমুখী রত্নপ্রভা এবং গোমুখাদিসহ নরবাহনদত্তকে তাহাতে আরোহণ করাইল। পিতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যৌগন্ধরায়ণও তাহার সহিত গমন করিল এবং হেমপ্রভ এই প্রকারে তাহাকে স্বীয় রাজধানী কাঞ্চনশৃঙ্গ নগরীতে আনয়ন করিল।

নরবাহনদত্ত শ্বশুরের সেই নগরীতে আগমনপূর্ব্বক দেখিতে পাইল যে ইহা স্বর্ণময়। ইহার সুবর্ণময় প্রাকার হইতে চতুর্দ্দিকে ভাস্বর রত্নশলাকারাজি নির্গত হইয়া যেন অনুরাগবশতঃ বহুবাহুদ্বারা জামাতাকে আলিঙ্গন করিতেছে। সমুদ্র যেরূপ বিষ্ণুকে লক্ষ্মীপ্রদান করিয়াছিলেন তদ্রূপ প্রভাবশালী নৃপতি হেমপ্রভ যথাবিধি মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক রত্নপ্রভাকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিল। বিবাহোৎসবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় দ্যুতিশালী বহুরত্নরাজি তাহাকে প্রদান করিল এবং ধনবৃষ্টিকারী নৃপতির

সেই উৎসবময়ী নগরী পতাকাসজ্জিত হইয়াও মনে হইল যেন পুনরায় নববস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে। শুভ বিবাহকার্য সুসম্পন্ন হইলে দিব্যসুখ-ভোগকরতঃ নরবাহনদত্ত রত্নপ্রভার সহিত তথায় বিহার করিতে লাগিল! রত্নপ্রভার মায়াবিদ্যাবলে তাহার সহিত স্বর্গে আরোহণ করিয়া তাহার সহিত উদ্যানে এবং সরোবরে অপূর্ব্ব দেবায়তনসমূহ নিরীক্ষণ করিয়া সে আনন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল ভার্য্যার সহিত বিদ্যাধরাধিপের নগরীতে অবস্থান করিয়া যৌগন্ধরায়ণের উপদেশমত বৎসরাজের পুত্র স্বীয় নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কৃতসংকল্প হইল। যাত্রার পূর্ব্বের মঙ্গল কর্ম্মাদি শ্বশ্রূ সমাপন করিলে শ্বশুর পুনরায় তাহার এবং তদীয় মন্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল এবং সে হেমপ্রভ ও তাহার পুত্রের সহিত প্রিয়তমার সমভিব্যাহারে সেই বিমানে পুনর্ব্বার আরোহণ করিল। সে সত্বর মাতৃনয়নে সুধাধারা বর্ষণ করিয়া সপুত্র হেমপ্রভ ও সানুচর পত্নীকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় নগরীতে প্রবেশ করিল। রত্নপ্রভার দর্শনে বৎসরাজ অতিশয় আনন্দিত হইল। মহদৈশ্বর্য্যশালী বৎসরাজ বাসবদত্তা সহ পুত্রকে সাদর অভ্যর্থনা করিলে নরবাহনদত্ত পত্নীর সহিত তাহাদের চরণে নমস্কার করিল এবং বৎসরাজ তাহার নবীন আত্মীয় হেমপ্রভ ও তাহার পুত্রকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিল। অতঃপর বিদ্যাধরাধিপ হেমপ্রভ বৎসরাজ ও তাহার পরিজনদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আকাশমার্গে স্বীয় নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং মিত্রদিগের দ্বারা পরিবৃত হইয়া নরবাহনদত্ত রত্নপ্রভা ও মদনমঞ্চুকার সহিত সেই দিবস আনন্দে যাপন করিল (১৪৮-১৬৪)।

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত কথাসরিৎসাগরের
রত্নপ্রভা লম্বকের প্রথম তরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্লোক সংখ্যা—১৬৪

ক্রমিক সংখ্যা—৫৮৯৯

দ্বিতীয় তরঙ্গ

এইপ্রকারে নরবাহনদত্ত যখন নবীনা, সুন্দরী বিদ্যাধর কন্যালাভ করিয়া পরদিবস তাহার সহিত স্বীয় আলয়ে অবস্থান করিতেছিল তখন প্রাতঃকালে গোমুখ ও তাহার অন্যান্য মন্ত্রীরা দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত দ্বাররক্ষিকা তাহাদিগকে তথায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া অন্তঃপুরে তাহাদের আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিলে রত্নপ্রভা তাহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনাপূর্ব্বক প্রতিহারীদ্বার রক্ষিকাকে বলিল, "ভবিষ্যতে আমার স্বামীর বন্ধুবর্গের নিকট যেন দ্বার আর রুদ্ধ না থাকে, কারণ উহারা আমার স্বীয় শরীরের ন্যায় প্রিয়জন। আমার মনে হয় না এইরূপে অন্তঃপুর রক্ষা করিতে হয়। দ্বাররক্ষিকাকে এইরূপবলিয়া স্বামীর দিকে ফিরিয়া সে বলিল "আর্য্যপুত্র, আমার চিত্তে একটি কথা উদিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন। আমার ধারণা অন্তঃপুর চারিকাগিকে যে পৃথকভাবে রক্ষা করা হয় তাহা একটি সামাজিক প্রথা মাত্র অথবা ঈর্ষ্যাজনিত। ইহার কোনই প্রয়োজন নাই। সৎকুলোদ্ভবা নারীদিগের স্বীয় সচ্চরিত্রই রক্ষা করে। বিধাতাও অসতী রমণীকে রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন। প্রমত্ত নদী এবং চপলা নারীকে কে প্রতিরোধ করিতে পারে? আমি একটি কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

নৃপতি রত্নাধিপতি এবং শ্বেতহস্তী শ্বেতরশ্মির কাহিনী

এইস্থানে সমুদ্রমধ্যে রত্নকূট নামক একটি বৃহৎ দ্বীপ অবস্থিত আছে। তথায় পুরাকালে রত্নাধিপতি নামক সার্থকনামা অতীব সাহসী পরম বৈষ্ণব নরপতি বাস করিত। (১-১০) সেই নৃপতি ভুবনবিজয় করণার্থ এবং নিখিল রাজকন্যাদিগকে পত্নীত্বে বরণ করিবার নিমিত্ত বিষ্ণুর প্রসাদলাভের জন্য ঘোর তপস্যা করিয়াছিল। ভগবান্ বিষ্ণু তাহার তপশ্চর্য্যায় প্রীত হইয়া সশরীরে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে আদেশ করিলেন, "রাজন্, গাত্রোত্থান কর, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। কলিঙ্গদেশে জনৈক মুনি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া একটি গন্ধর্ব্ব শ্বেতরশ্মি নাম ধারণ পূর্ব্বক শ্বেত হস্তীরূপে অবস্থান করিতেছে। পূর্ব্ব জন্মের তপস্যার ফলে এবং আমার ভক্ত হওয়ায় সে অলৌকিক জ্ঞানবান এবং

জাতিস্মর হইয়া নভোমার্গে বিচরণ করিবার শক্তিলাভ করিয়াছে। আমি সেই মহানহস্তীকে তোমার বাহন হইবার আদেশ প্রদান করিয়াছি এবং সে স্বয়ং আকাশপথে হেথায় আগমন করিবে। দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ ঐরাবতে আরোহন করে তুমিও ঐরূপ উহার পৃষ্ঠে আরোহন পূর্ব্বক আকাশপথে যে যে নৃপতির নিকট গমন করিবে তাহারা তোমার দেবসদৃশ মহিমায় ভীত হইয়া করস্বরূপ তোমাকে তাহাদের কন্যা সম্প্রদান করিবে। আমি স্বপ্নে তাহাদিগকে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিব। এইরূপে তুমি ভুবন বিজয় পূর্ব্বক অশীতি সহস্র রাজপুত্রী অন্তঃপুরচারিণীরূপে প্রাপ্ত হইবে।" বিষ্ণু এইকথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে পরদিবস উপবাস ভঙ্গান্তে ভূপতি আকাশমার্গে আগত সেই মঙ্গলহস্তীর সাক্ষাৎ লাভ করিল। এইরূপে হস্তীটি রাজসমীপে আগমন করিলে বিষ্ণুর আদেশমত তাহাতে আরূঢ় হইয়া নৃপতি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া নৃপকন্যাদিগকে গ্রহণ পূর্ব্বক অশীতি সহস্র ভার্য্যার সহিত রত্নকূটে স্বেচ্ছামত বিহার করিতে লাগিল এবং দিব্যহস্তী শ্বেতরশ্মির শান্তির নিমিত্ত প্রত্যহ পঞ্চশত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইত। (১১-২২)

অতঃপর একদা নৃপতি রত্নাধিপতি হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক অন্যান্য দ্বীপে ইতঃস্তত বিচরণ করিয়া স্বীয় দ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অবতরণ কালে একটি পক্ষী চঞ্চু দ্বারা সেই উত্তম হস্তীর মস্তকে অকস্মাৎ আঘাত করিলে নৃপতির তীক্ষ্ম অঙ্কুশ তাড়নায় সে পলায়ন করিল, কিন্তু পক্ষীর চঞ্চুর আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া হস্তীটি ভূপতিত হইল। নৃপতি তাহার পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিল কিন্তু হস্তীটি চেতনা লাভ করিলেও অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তাহাকে উত্তোলন করা গেল না এবং সে আহার ত্যাগ করিল। হস্তীটি যে স্থানে পতিত হইয়াছিল তথায় পঞ্চদিবস অবস্থান করিলে নৃপতি অনাহারে শোকাকুল হইয়া স্তব করিতে লাগিল, "হে লোকপালগণ, আমাকে এই সংকট হইতে পরিত্রাণের উপায় শিক্ষা দান করুণ নতুবা আমি স্বীয় মস্তকচ্ছেদন করিয়া উহা আপনাদিগকে প্রদান করিব।" এই কথা বলিয়া খড়্গদ্বারা স্বীয় মস্তক ছেদনে উদ্যত হইলে অশরীরী বাণী অম্বর হইতে তাহাকে বলিল, "রাজন্, এইপ্রকার দুঃসাহসিক কার্য্য করিবেন না। কোনও সাধ্বী রমণী ইহাকে স্পর্শ করিলেই ইহা উত্থিত হইবে, অন্যথা নহে!" নৃপতি এই কথা শ্রবণ করতঃ উৎফুল্লচিত্তে স্বীয় সুরক্ষিতা প্রবীণা মহিষী অমৃতলতাকে আহ্বান করিল। তাহার হস্তস্পর্শে হস্তী উত্থিত না হওয়ায় রাজা তাহার অন্যান্য ভার্য্যাদিগকে আহ্বান করিল।

তাহারা পর পর হস্তীটিকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করা সত্ত্বেও সে উত্থান করিল না। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মধ্যে কেহই সতী ছিল না। জনগণের সম্মুখে ইহার অশীতি সহস্র পত্নী এইরূপে লাঞ্ছিত হইলে নৃপতি অতিশয় লজ্জিত হইয়া রাজধানীর সকল নারীদিগকে আহ্বান করতঃ হস্তীকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে পর পর আদেশ করিল কিন্তু এতৎসত্ত্বেও হস্তী যখন উত্থান করিল না তখন তাহার নগরীতে কোন সাধ্বী রমণী নাই দেখিয়া রাজা অতিশয় লজ্জিত হইল। (২৩-৩৬)

ইতোমধ্যে তাম্রলিপ্তি হইতে আগত হর্ষগুপ্ত নামক বণিক এই ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া ঔৎসুক্যবশতঃ তথায় আগমন করিল। তাহার অনুচরদিগের মধ্যে শীলাবতী নাম্নী এক পতিব্রতা দাসী ছিল। সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিয়া সে তাহাকে বলিল, "আমি হস্ত দ্বারা এই করীকে স্পর্শ করিব। যদি আমি পতি বিনা অন্য কোনও পুরুষের কথা মনে স্থান না দিয়া থাকি তবে এই হস্তী উত্থিত হউক।" এই কথা বলামাত্র সে অগ্রসর হইয়া হস্ত দ্বারা হস্তীটিকে স্পর্শ করিলে উহা সুস্থ অবস্থায় উত্থিত হইয়া আহার গ্রহণ করিতে লাগিল। জনগণ হস্তী শ্বেতরশ্মিকে উত্থিত হইবে দেখিয়া সকোলাহলে শীলাবতীকে এই বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল, "শিবের ন্যায় সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনে সমর্থা এইরূপ সতী সাধ্বী জগতে বিরল।" প্রহৃষ্ট নৃপতি রত্নাধিপতি শীলাবতীকে অভিনন্দনান্তে বহুধন রত্ন প্রদান করিল এবং তাহার প্রভু বণিক হর্ষগুপ্তকে বাস করিবার নিমিত্ত রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে একটি গৃহ প্রদান করিল এবং স্বীয় পত্নীদিগের সহিত সমস্ত প্রকার সংস্রব ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে কেবল মাত্র ভোজ্য এবং বস্ত্র প্রদান করা হইবে এবং আর কোনও দ্রব্য নহে, এইরূপ আদেশ প্রদান করিল।

আহারান্তে নৃপতি সাধ্বী শীলাবতীকে আনয়নপূর্ব্বক হর্ষগুপ্তের সাক্ষাতে একান্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "শীলাবতি, যদি তোমার পিতৃবংশে কোনও কুমারী থাকে তবে তাহাকে আমার হস্তে সমর্পণ কর কারণ আমার দৃঢ় ধারণা সেও নিশ্চয়ই তোমার মত সতীসাধ্বী হইবে। (৩৭-৪৭) নৃপতির এই কথা শ্রবণ করিয়া শীলাবতী প্রত্যুত্তর করিল, দেব, তাম্রলিপ্তিতে রাজদত্তা নাম্নী আমার ভগিনী আছে। সে অপরূপ সুন্দরী, ইচ্ছা করিলে আপনি তাহাকে বিবাহ করিতে পারেন।" সে এই কথা বলিলে রাজা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া "তাহাই হইবে" এই বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক মনঃস্থির করিয়া শীলাবতী ও হর্ষগুপ্ত সহ আকাশপথে

গমন সমর্থ শ্বেতরশ্মির পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক তাম্রলিপ্তি নগরীতে গমন করিয়া বণিক হর্ষগুপ্তের গৃহে প্রবেশ করিল। সেই দিবসই তিনি জ্যোতির্বিদিগকে শীলাবতীভগিনী রাজদত্তাকে বিবাহ করিবার শুভলগ্ন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তাহারা উহাদের উভয়ের জন্মনক্ষত্র জানিতে চাহিল। অতঃপর তাহারা বলিল, "দেব, অদ্য হইতে তিন মাস অন্তর শুভলগ্ন উপস্থিত হইবে। কিন্তু এখন যদি আপনি রাজদত্তাকে বিবাহ করেন তবে সম্প্রতি গ্রহ, রাশি প্রভৃতির যেরূপ অবস্থিতি তাহা দৃষ্টে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে সে অসতী হইবে।" গণকেরা তাহাকে এই বিধান প্রদান করা সত্ত্বেও রাজা সুন্দরী ভার্য্যা লাভেচ্ছায় এবং বহুকাল একাকী থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "এইরূপ দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কি প্রয়োজন? আমি অদ্যই এইস্থানে রাজদত্তাকে বিবাহ করিব। শীলাবতীর ভগিনী কিছুতেই অসতী হইবে না। আমি তাহাকে যে নির্জনদ্বীপে কেবলমাত্র একটি শূন্য রাজপ্রাসাদ আছে, সেই দুর্গমস্থানে উহাকে রক্ষিণী পরিবেষ্টিতা করিয়া রাখিব। কোন পুরুষের সাক্ষাৎলাভ না করিলে সে কি প্রকারে অসতী হইবে?" এইরূপ সংকল্প করিয়া সে তখনই রাজদত্তাকে বিবাহ করিল এবং শীলাবতী ভগিনীকে সম্প্রদান করিল। (৩৭-৫৯) হর্ষগুপ্ত কর্ত্তৃক যথাবিধি সৎকৃত হইয়া শীলাবতী ও ভার্য্যাসহ শ্বেতরশ্মি আরোহণ পূর্ব্বক সে নভোমার্গে রত্নকূট দ্বীপে উপস্থিত হইল। তথায় স্বজনেরা সাগ্রহে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। সেইস্থানে শীলাবতী বহু ধনরত্নাদি পুনরায় প্রাপ্ত হইলে তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। এই প্রকারে সে তাহার সতীত্বের পুরস্কার লাভ করিল। অতঃপর নৃপতি নবপরিণীতা ভার্য্যা রাজদত্তাকে নভশ্চারী শ্বেতরশ্মির পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া তাহাকে অতি সাবধানে সমুদ্র মধ্যস্থ মনুষ্যের দুর্গম দ্বীপে অবস্থিত শূন্য প্রাসাদে কেবলমাত্র স্ত্রী রক্ষিণীদ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিল। তাহার এতই অবিশ্বাস ছিল যে তথায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আকাশ পথে প্রেরণ করা হইত। ভার্য্যার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত থাকায় সে রজনী তথায় যাপন করিত এবং রাজকার্য্য সম্পাদনার্থ দিবাভাগে রত্নকূটে গমন করিত। একদা প্রাতঃকালে সে দুঃস্বপ্ন জনিত অমঙ্গল মোচনার্থ সৌভাগ্যলাভের নিমিত্ত রাজদত্তার সহিত পানাহারে মত্ত হইল। সেই পানভোজনোৎসবে মত্ত হইয়া তাহার পত্নী তাহাকে গমন করিতে দিতে না ইচ্ছা করিলেও সে স্বকার্য্য সাধনের নিমিত্ত রত্নকূটে প্রয়াণ করিল, কারণ রাজন্যদের পত্নী তুল্যই বলবতী। "কেন পত্নীকে মত্তাবস্থায়

পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে?" তথায় অবিরত এই প্রশ্নই হৃদয়ে উত্থিত হইতে লাগিল। সেই দুর্গমস্থানে যখন পরিচারিকাবর্গ রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল তখন ভাগ্য যেন রক্ষিণীদের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করিল এবং রাজদত্তা দ্বারদেশে একটি পুরুষকে আগত দেখিয়া বিস্ময়াপ্লুত হইল। সেই পুরুষ মত্ত নারীর সমীপে আগত হইলে সেই পানোন্মত্তা তাহাকে শুধাইল, "তুমি কে এবং কি প্রকারে এই দুরধিগম্যস্থানে আগমন করিয়াছ?" (৬০-৭২) অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া যে পুরুষটি তথায় আগমন করিয়াছিল সে প্রত্যুত্তর করিল—

পবনসেনের কাহিনী

সুন্দরি, আমি মথুরাবাসী এক বণিকের পুত্র, আমার নাম পবনসেন। পিতার মৃত্যুর পর আমি অসহায় হইয়া পড়ি। আমার আত্মীয় স্বজনেরা আমার সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করিলে আমি বিদেশে গমনকরতঃ এক ব্যক্তির হীন দাস বৃত্তি গ্রহণ করি। তথায় বহুকষ্টে বাণিজ্য দ্বারা কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইলে আমি যখন অন্যত্র গমন করিতেছিলাম তখন তস্করেরা পথিমধ্যে আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিল। তথায় আমারই মত কতিপয় ব্যক্তির সহিত ভিক্ষুকের ন্যায় বিচরণ করিতে করিতে আমরা কনকক্ষেত্র নামক এক রত্নের খনিতে আগত হইলাম। নৃপতিকে তাহার অংশ প্রদানকরতঃ বর্ষাকাল তথায় ভূমি খনন সত্ত্বেও একটি রত্নও প্রাপ্ত হই নাই। আমার সঙ্গীরা যখন বহু রত্ন হইয়া আনন্দে মগ্ন হইল তখন আমি শোকাকুলচিত্তে সমুদ্রতীরে গমনপূর্ব্বক জ্বালানি কাষ্ঠ আহরণ করিতে তৎপর হইলাম।

অতঃপর আমি যখন ঐ কাষ্ঠ দ্বারা চিতা নির্ম্মাণকরতঃ তাহাতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলাম তখন জীবদত্ত নামক জনৈক বণিক আমাকে কৃপা পরবশ আত্মহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিয়া আহার্য্য প্রদান করিল এবং যখন স্বীয় অর্ণবপোতে স্বর্ণদ্বীপে গমন করিতে উদ্যত হইল তখন আমাকেও তাহার সঙ্গী করিল। (৭৩-৮০) সমুদ্রযাত্রার পঞ্চমদিবস গত হইলে অকস্মাৎ একখণ্ড মেঘ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। সেই মেঘ হইতে প্রবলধারায় বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল এবং আমাদের পোত মদমত্তহস্তী শিরের ন্যায় বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। অচিরাৎ পোতটি নিমগ্ন হইল এবং আমি যখন নিমজ্জিত হইতেছিলাম তখন ভাগ্যবশতঃ একটি কাষ্ঠ ফলক প্রাপ্ত হইলাম। উহাতে আরোহণপূর্ব্বক মেঘের বিক্রম শান্ত হইলে ভাগ্য কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া এইদেশে আগমনকরতঃ এইমাত্র অরণ্যে প্রবেশ

করিয়াছি। রাজপ্রাসাদ অবলোকন করিয়া উহাতে প্রবেশকরতঃ, হে শুভে, নয়নে সুধাবর্ষণকারিণী সর্ব্বতাপহরা তোমার দর্শন লাভ করিয়াছি।"

সে এই কথা বলিলে মদোন্মত্তা এবং কামার্ত্তা রাজদত্তা তাহাকে পালঙ্কোপরি স্থাপন করিয়া আলিঙ্গন করিল। যেথায় স্ত্রীসুলভ আচার, মদোন্মত্ততা, গোপনতা পুরুষের উপস্থিতি এবং অবাধ স্বাধীনতা এই পঞ্চ অগ্নি বিরাজ করে তাহার সম্মুখে চরিত্ররূপ তৃণের কি সামর্থ্য থাকিতে পারে? ইহা অতীব সত্য যে কন্দর্পতাড়িতা নারীর বিচারশক্তি লুপ্ত হয় যেমন একটি হীন ও বিপন্ন ব্যক্তির সংযোগে রাজ্ঞীর দশা হইয়াছিল। ইতোমধ্যে নভশ্চারী হস্তীপৃষ্ঠে দ্রুত আগমন করিয়া উৎকণ্ঠিত নৃপতি প্রাসাদে প্রবেশকরতঃ তাহার পত্নী রাজদত্তাকে সেই পশুর আলিঙ্গনাবদ্ধ দৃষ্টে তাহাকে হত্যা করিতে ইচ্ছুক হইলেও তাহা করিতে সমর্থ হইল না, কারণ ঐ ব্যক্তি রাজার পদতলে পতিত হইয়া দয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল। (৮১-৯১) পত্নীকে সন্ত্রস্তা এবং পানোন্মত্তা দর্শন করিয়া সে চিন্তা করিতে লাগিল, "মারের একমাত্র মিত্র মদ্যে আসক্তা স্ত্রীলোক কি প্রকারে সতীত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? লম্পট নারীকে রক্ষী পরিবৃতা করিয়াও রক্ষা করা যায় না। বাহু দ্বারা কি ঝঞ্ঝা বাত্যার প্রতিরোধ করা যায়? গণকদিগের ভবিষ্যৎ বাণী অগ্রাহ্য করিয়া আমার এই ফল লাভ হইয়াছে। আপ্ত বাক্য গ্রাহ্য না করিলে তাহার কটুত্ব আস্বাদন না করিয়া আর কি উপায় আছে? যখন আমি মনে করিয়াছিলাম যে সে শীলাবতীর ভগিনী তখন আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম যে অমৃতের সহিত কালকূট উত্থিত হইয়াছিল। বিধির অদ্ভুত কর্ম্ম পুরুষকার দ্বারা কে রোধ করিতে সমর্থ হয়? এই প্রকার চিন্তা করিয়া ভূপতি কাহারও উপর ক্রুদ্ধ না হইয়া সেই প্রচ্ছন্ন কামুক বণিকপুত্রের নিকট হইতে তাহার জীবনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাহাকে মুক্তি প্রদান করিল। তথা হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বণিকপুত্র দূরে সমুদ্রে একটি অর্ণবযান গমন করিতেছে দেখিতে পাইল এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া একটি কাষ্ঠখণ্ডে আরোহণ করিয়া 'রক্ষাকর', 'রক্ষাকর' বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে সমুদ্রে ভাসমান হইল। সেই পোতে সমারূঢ় ক্রোধবর্ম্মা নামক জনৈক বণিক উহাকে সমুদ্র হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক নিজের সঙ্গী করিল। যেখানেই পলায়ন করুক না কেন বিধাতা যাহার যেরূপ ভাগ্যলিপি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন তাহা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। এই মূর্খকে পত্নীর পতি গোপনে আসক্ত দর্শন করিয়া তাহার রক্ষক তাহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল এবং সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। (৯২-১০২)

ইতোমধ্যে নৃপতি রত্নাধিপতি ক্রুদ্ধ না হইয়া সপরিজন রাজ্ঞী রাজদত্তা সহ শ্বেতরশ্মিতে আরোহণ করিয়া রত্নকূটে আগমন পূর্ব্বক তাহাকে শীলাবতীর হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহার এবং মন্ত্রীদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। শোকান্বিত চিত্তে সে বলিল, "আমার ভোগলালসায় চিত্ত মত্ত হওয়ায় কতই না দুঃখ বরণ করিয়াছি। পুনরায় যাহাতে এইরূপ অনুশোচনার পাত্র না হই তন্নিমিত্ত অরণ্যে গমনপূর্ব্বক হরির শরণ লইব।" সে এই প্রকার বলিলে শোকান্বিত মন্ত্রী এবং শীলাবতী বারণ করা সত্ত্বেও জগতের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া সে নিজের সংকল্প পরিত্যাগ করিল না। অতঃপর ভোগবাসনায় নির্লিপ্ত হইয়া সে ধর্ম্মনিষ্ঠা শীলাবতীকে তাহার বিত্তের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিয়া অপরার্দ্ধাংশদ্বিজ দিগকে দান করিল এবং তাহার রাজ্য যথাবিধি পাপভঞ্জন নামক এক শীলবান ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিল। পৌরজন সাশ্রুনয়নে দেখিল যে সে নভঃপথে তপোবনে গমন করিবার নিমিত্ত শ্বেতরশ্মিকে আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিল। সেই হস্তী আনীত হইবামাত্র দেহত্যাগ করিয়া হার এবং কেয়ূর ভূষিত দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিলে নৃপতি যখন তাহার পরিচয় জানিতে চাহিল তখন সে প্রত্যুত্তর করিল, "আমরা মলয় পর্ব্বত নিবাসী দুই ভ্রাতা ছিলাম। আমার নাম সোমপ্রভ এবং জ্যেষ্ঠের নাম ছিল দেবপ্রভ। আমার ভ্রাতার রাজবতী নাম্নী একটি মাত্র অতিশয় প্রিয়তমা ভার্য্যা ছিল! একদা তাহার হস্তধারণ-পূর্ব্বক আমার সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সে সিদ্ধদিগের আবাসস্থলে আগমন করিল। (১০৩-১১৪) তথায় দেবায়তনে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া আমরা সকলে ভগবানের সম্মুখে গান করিতে আরম্ভ করিলে জনৈক সিদ্ধ তথায় আগমন করিয়া সুশ্রাব্য গীত পরিবেশিকা রাজবতীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। আমার ভ্রাতা ঈর্ষাপরবশ সক্রোধে সেই সিদ্ধকে বলিল, "সিদ্ধ হইয়াও তুমি কেন পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছ?" তখন সিদ্ধ কুপিত হইয়া তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিল, "রে মূঢ়! আমি উহার সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম, কামবশতঃ নহে। রে ঈর্ষালু, তুই উহার সহিত মর্ত্ত্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বচক্ষে স্বীয় ভার্য্যাকে অপরের আলিঙ্গনাবদ্ধ দেখিবি।" সে এই কথা বলিলে আমি বালচাপল্যবশতঃ হস্তস্থিত মৃন্ময় ক্রীড়াশ্বেতহস্তী দ্বারা উহাকে আঘাত করিলে সে আমাকে অভিশাপ প্রদান করিল, যে হস্তী দ্বারা আমাকে এইমাত্র তাড়না করিয়াছিস্, তুই অনুরূপ শ্বেতহস্তী হইয়া পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ

করিবি।" আমার ভ্রাতা দেবপ্রভ তাহার অনুকম্পা ভিক্ষা করিলে সেই কৃপালু সিদ্ধ আমাদের উভয়ের শাপমুক্তি নিম্নোক্তরূপে ধার্য্য করিল, "মর্ত্যবাসী হইলেও বিষ্ণুর কৃপায় তুই একটি দ্বীপের অধিপতি হইয়া তোর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দেবতাদিগের উপযুক্ত বাহন হস্তী রূপে প্রাপ্ত হইবি! তোর অশীতি সহস্র পত্নী লাভ হইবে এবং সকলের সম্মুখে জ্ঞাত হইবি যে তাহারা অসতী। অতঃপর তোর এই পত্নী নারীরূপে জন্মগ্রহণ করিলে তুই উহার সহিত পরিণীত হইয়া স্বচক্ষে উহাকে অন্য পুরুষ কর্তৃক আলিঙ্গিত হইতে দেখিবি। এতদ্দৃষ্টে শোকাকুলিত চিত্তে যখন তুই কোনও ব্রাহ্মণকে রাজত্ব প্রদান করিয়া তপোবনে গমনে উদ্যত হইবি তখন প্রথমে তোর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হস্তী দেহত্যাগ করিবে এবং অতঃপর সপত্নী তুইও শাপমুক্ত হইবি। (১১৬-১২৭) সিদ্ধ আমাদের শাপমুক্তি এই প্রকারেই ধার্য্য করিয়াছিল এবং পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম নিবন্ধন আমরা পৃথক্ পৃথক্ ভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এখন আমাদের শাপমুক্তির সময় আগত হইয়াছে।" রত্নপ্রভ এই কথা বলিলে রত্নাধিপতির পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণে উদিত হইল এবং সে বলিল, "সত্যই আমি সেই দেবপ্রভ এবং এই রাজদত্তা আমার পূর্ব্বজন্মের ভার্য্যা রাজবতী।" এই কথা বলিয়া পত্নীসহ সে তনুত্যাগ করিল এবং এক নিমেষে তাহারা সকলে গান্ধর্ব্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া সকলের চক্ষের সম্মুখে আকাশপথে উড্ডীন হইয়া নিজেদের আবাসভূমি মলয় পর্ব্বতে প্রস্থান করিল। শীলাবতী স্বীয় চরিত্রবলে সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া তাম্রলিপ্তিতে গমনপূর্ব্বক তথায় দেবোপসনায় কাল অতিবাহিত করিতে লাগিল।

ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে বল দ্বারা স্ত্রীলোককে রক্ষা করা যায় না। সদ্বংশজাতা যুবতী স্বীয় শীলবত্তা দ্বারা সতত সুরক্ষিত থাকে। ঈর্ষ্যা উদ্দেশ্য বিহীন হইয়া অন্যের অপ্রীতি উৎপাদন করে এবং স্ত্রীলোকদিগের রক্ষা কবচ না হইয়া বরং তাহাদের বাসনাবৃদ্ধি করে। ভার্য্যা রত্নপ্রভা বর্ণিত এই অর্থপূর্ণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নরবাহনদত্ত ও তাহার সচিবগণ অতিশয় হৃষ্ট হইল। (১২৮-১৩৫)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত কথাসরিৎ সাগরের রত্নপ্রভা লম্বকের দ্বিতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্লোক সংখ্যা—১৩৫

ক্রমিক সংখ্যা—৬০৩৪

তৃতীয় তরঙ্গ

নরবাহনদত্তের মন্ত্রী গোমুখ তখন রত্নপ্রভার আখ্যানের উপসংহার স্বরূপ বলিল, "ইহা সত্য যে সতী সাধ্বী স্ত্রী অতিশয় বিরল কিন্তু অসতী স্ত্রী কখনই বিশ্বাসযোগ্যা নহে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত কাহিনী শ্রবণ করুন।"

নিশ্চয়দত্তের কাহিনী

এই রাজ্যে বিশ্ববিশ্রুত উজ্জয়িনী নামে নগরী আছে। তথায় পুরাকালে নিশ্চয়দত্ত নামক বণিকপুত্র বাস করিত। সে দ্যূতক্রীড়াসক্ত ছিল এবং উহাদ্বারা ধন উপার্জন করিয়া ঐ উদারচেতা প্রত্যহ শিপ্রা নদী জলে স্নান করিয়া মহাকালের উপাসনা করিত। ব্রাহ্মণ, দীন ও অনাথদিগকে দানান্তে সে অঙ্গ বিলেপনপূর্ব্বক আহার করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিত।

প্রত্যহ স্নান ও অর্চ্চনান্তে সে মহাকাল মন্দিরের সমীপস্থ একটি শ্মশানে গমনপুর্ব্বক চন্দনাদিদ্বারা স্বীয় দেহ আলেপন করিত। ঐ যুবক তত্রস্থ একটি শিলাস্তম্ভে বিলেপন দ্রব্যাদি ন্যস্ত করিয়া উহা পৃষ্ঠদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া একাকী দেহ লেপন করিত। এইরূপে করিতে করিতে ঐ স্তম্ভটি কালক্রমে অতিশয় মসৃণ হইল। তথায় একদা একজন চিত্রকর ও একজন রূপকার আগমন করিল; চিত্রকর ঐ স্তম্ভটিকে অতিশয় মসৃণ দর্শন করিয়া উহার উপর একটি গৌরীমূর্ত্তি অঙ্কিত করিল এবং রূপকার ক্রীড়াচ্ছলে বাটালী দ্বারা উহার রূপ প্রদান করিল। তাহারা প্রস্থান করিলে জনৈকা বিদ্যাধর কন্যা মহাকালের উপাসনার নিমিত্ত তথায় আগমন করিয়া শিলার উপর গৌরীমূর্ত্তি অবলোকন করিল। স্বচ্ছ মূর্ত্তি দৃষ্টে তাহার মনে হইল দেবী যেন নিকটেই অধিষ্ঠান করিতেছেন এবং অর্চ্চনান্তে শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত সে ঐ শিলাস্তম্ভাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। ইতোমধ্যে বণিকপুত্র নিশ্চয়দত্ত তথায় আগমন করিয়া শিলোপরি খোদিত উমা মূর্ত্তি দৃষ্টে বিস্ময়ান্বিত হইল। প্রথমতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি আলেপন করিয়া সে বিলেপন দ্রব্যাদি শিলার স্থানান্তরে স্থাপনকরতঃ আলেপন করিবার নিমিত্ত পৃষ্ঠদেশ ঐ শিলাস্তম্ভে ঘর্ষণ করিতে লাগিল। বিলোলাক্ষী বিদ্যাধরযুবতী স্তম্ভাভ্যন্তর হইতে উহা দর্শন করিয়া

তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "এই সুপুরুষের পৃষ্ঠানুলেপন করিবার নিমিত্ত কেহ কি নাই? আমিই এখন উহার পৃষ্ঠ মর্দ্দন করিব।" (১-১৫) এইরূপ চিন্তা করিয়া সে স্তম্ভাভ্যন্তর হইতে হস্ত নির্গত করিয়া অনুরাগভরে তাহার পৃষ্ঠদেশ অনুলেপন করিলে হস্তস্পর্শ অনুভব করিয়া এবং কঙ্কন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বণিকপুত্র তৎক্ষণাৎ স্বীয় হস্ত দ্বারা তাহার হস্ত ধারণ করিল। অদৃশ্যা বিদ্যাধরী শিলাস্তম্ভ হইতে তাহাকে বলিল, "মহাত্মন্, আমি আপনার কি অপকার করিয়াছি? আমার হস্ত মুক্ত করুন।" তখন নিশ্চয়দত্ত বলিল, "আমার সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া বল তুমি কে এবং তবেই আমি তোমার হস্ত মোচন করিব।" "আমি তোমার প্রত্যক্ষীভূতা হইয়া তোমায় সমস্ত বলিব" এইরূপ শপথ করিলে সে তাহার হস্ত মুক্ত করিল। সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তখন স্তম্ভ হইতে সশরীরে আবির্ভূতা হইয়া তথায় উপবেশনকরতঃ তাহার আননে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "হিমালয় শৃঙ্গে পুষ্করাবতী নামিকা নগরী আছে, তথায় বিন্ধপর নামক জনৈক বিদ্যাধরাধিপতি বাস করেন। আমি অনুরাগপরা নাম্নী তাহারই কন্যা। মহাকাল অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত এইস্থানে আগমন করিয়া অদ্য সম্প্রতি বিশ্রাম করিতেছিলাম। হেথায় আগমন করিয়া মারদেবের বিমোহনকারী অস্ত্রস্বরূপ এই স্তম্ভে আপনাকে পৃষ্ঠানুলেপন করিতে দর্শন করিয়া প্রথমে আমার হৃদয় আপনার প্রতি অনুরক্ত হইল এবং অতঃপর আপনার পৃষ্ঠদেশে বিলেপন মার্জ্জিত করিতে করিতে আমার হস্তও রঞ্জিত হইল। তাহার পর কি ঘটিয়াছিল তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন। সম্প্রতি আমি পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিব।" তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বণিকপুত্র প্রত্যুত্তর করিল, "সুন্দরি, তুমি আমার হৃদয় বন্দী করিয়াছ, আমি তাহা পুনরায় প্রাপ্ত হই নাই। যে হৃদয়কে তুমি বন্দী করিয়াছ তাহাকে মুক্তি প্রদান না করিয়া তুমি কি প্রকারে প্রস্থান করিবে?" (১৬-২৭) এই কথা শ্রবণ করিয়া সে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া বলিল, "আমার নগরীতে আগমন করিলে আমি তোমাকে বিবাহ করিব। সেই নগরী দুরধিগম্য নহে, হে নাথ, তোমার প্রয়াস নিশ্চয়ই সফল হইবে। অধ্যবসায়ীর নিকট এই জগতে কিছুই দুর্লভ নহে।" এই কথা বলিয়া অনুরাগপরা আকাশপথে প্রস্থান করিল এবং নিশ্চয়দত্তও তদ্গতচিত্ত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। স্তম্ভ হইতে নির্গত কর-পল্লবের কথা স্মরণ করিয়া সে চিন্তা করিতে লাগিল, "হায়! হায়! তাহার হস্ত ধৃত করিয়াও উহা স্বকীয়

করিতে সমর্থ হই নাই। সুতরাং তাহার সাক্ষাৎলাভার্থে আমাকে পুষ্করাবতী গমন করিতেই হইবে। হয় আমি প্রাণত্যাগ করিব অথবা ভাগ্য আমার সহায় হইবে।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই দিবস প্রেমার্ত্ত হইয়া যাপন করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে সে উত্তরদিকে যাত্রা করিল। সে যখন পর্যটন করিতেছিল তখন উত্তরপথগামী অপর তিনজন বণিকপুত্র তাহার সঙ্গী হইল। তাহাদের সহিত সে নগরী, পল্লী, অরণ্য এবং নদী সমূহ অতিক্রম করিয়া অবশেষে ম্লেচ্ছঅধ্যুষিত উত্তর ভূমিতে আগমন করিল।

পথিমধ্যে কতিপয় তাজিক তাহাকে এবং তাহার সঙ্গীদিগকে ধৃত করিয়া অন্য একজন তাজিকের নিকট বিক্রয় করিল। সে তাহাদিগকে ভৃত্যদের সহিত মুরবার নামক এক তুরস্কের নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিল। (২৮-৩৭) সেই ভৃত্যেরা তাহাকে এবং তাহার সঙ্গীত্রয়কে মুরবার মৃত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া তাহার পুত্রের হস্তে অর্পণ করিল। মুরবার পুত্র চিন্তা করিতে লাগিল, "আমার পিতৃবন্ধু এই ব্যক্তিদিগকে উপহার স্বরূপ আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, সুতরাং ইহাদিগকে আগামীকল্য পিতার কবরেই নিক্ষেপ করিব।" এই কথা চিন্তা করিয়া ঐ তুরস্ক নিশ্চয়দত্ত ও তাহার সঙ্গীত্রয়কে আগামীকল্য প্রাতঃকাল পর্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে নিগড়াবদ্ধ করিয়া রাখিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাত্রিকালে তাহারা যখন এইরূপে অবস্থান করিতেছিল তখন নিশ্চয়দত্ত বণিকপুত্র, মৃত্যুভয়ে তাহার মিত্রত্রয়কে বলিল, "হতাশ হইয়া কি লাভ আছে? ধৈর্য্যাবলম্বন কর। বিপদমুক্তিদায়িনী দুর্গামাতাকে স্মরণ কর।" তাহাদিগকে সাহস প্রদান করিয়া সে ভক্তিভাবে এইরূপে দুর্গার স্তব করিতে লাগিল। "হে দেবি, অসুরমর্দ্দনজাত রক্তকর্দ্দমের ন্যায় অলক্তক রঞ্জিত পাদে আমি নমস্কার করি। শিবের সর্ব্বশক্তির আধার তুমি ত্রিভুবন পালন কর। তোমা-কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়াই তাহারা জীবনধারণ করে এবং বিচরণ করে। হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি, তুমি ত্রিজগৎকে ভয়মুক্ত করিয়াছিলে। 'হে ভক্তবৎসলে, শরণাগত আমাকে রক্ষা কর।" এই প্রকার বাক্যাদির দ্বারা সে ও তাহার সঙ্গীরা দেবীর স্তব করিয়া ক্লান্তিবশতঃ নিদ্রিত হইল। স্বপ্নে দুর্গাদেবী নিশ্চয়দত্ত এবং তাহার সহচরদিগকে আদেশ করিলেন, "বৎসগণ, উত্থান কর, তোমরা শৃঙ্খল মুক্ত হইয়াছ।" অতঃপর রাত্রিকালে তাহারা জাগ্রত হইয়া দেখিতে পাইল যে তাহাদের শৃঙ্খল স্বতঃই অপসারিত হইয়াছে এবং পরস্পর স্বপ্ন বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া তাহারা তথা হইতে

হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিল। তাহারা বহুদূর গমন করিলে নিশি অবসান হইল এবং যে বণিকপুত্রেরা এবম্প্রকার ভীতিপ্রদ অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে তাহারা নিশ্চয়দত্তকে বলিল, "ম্লেচ্ছ অধ্যুষিত পৃথিবীর এই দিকটা খুবই দেখা গেল, এখন আমরা দক্ষিণাপথে যাত্রা করিব। তবে বন্ধো, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পার।" তাহারা এই কথা বলিলে সে তাহাদিগকে ইচ্ছামত গমন করিতে বলিয়া স্বয়ং অনুরাগপরার প্রেমপাশে আকৃষ্ট হইয়া ভয়শূন্যচিত্তে একাকী উত্তরদিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল। গমন করিতে করিতে সে কালক্রমে পাশুপত সন্ন্যাসী চতুষ্টয়ের সহিত মিলিত হইয়া বিতস্তা নদীতীরে আগমনকরতঃ উহা অতিক্রম করিল। ঐ নদী অতিক্রম করিয়া সে খাদ্য গ্রহণ করিল এবং সূর্য্যদেব যখন পশ্চিম অস্তাচল চুম্বন করিতেছিলেন তখন ঐ শৈবদিগের সহিত পথিমধ্যে এক অরণ্যে প্রবেশ করিল। তথায় কতিপয় কাঠুরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহারা বলিল, "এখন দিবা অবসান হইয়াছে, তোমরা কোথায় গমন করিতেছ? তোমাদের সম্মুখে কোন গ্রাম নাই, এই অরণ্যমধ্যে শুধু একটি শিবমন্দির আছে। তাহার ভিতরে অথবা বাহিরে কেহ রজনীতে অবস্থান করিলে সে এক যক্ষিণীর শিকার হয়। সেই শৃঙ্গোৎপাদিনী যক্ষিণী তাহার মস্তকে শৃঙ্গ উৎপাদন করিয়া তাহাকে পশুতে পরিণত করিয়া ভক্ষণ করে।" ইহা শ্রবণ করিয়া ঐ শৈব সন্ন্যাসী চতুষ্টয় নিশ্চয়দত্তকে বলিল, "আমাদের সহিত আগমন কর। ঐ হীনা যক্ষিণী আমাদের কি অনিষ্ট সাধন করিতে সমর্থ হইবে? আমরা বহু রজনী বহু শ্মশানে অতিবাহিত করিয়াছি।" (৩৮-৬০) তাহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সে তাহাদের সহিত গমন করিয়া শূন্য শিবমন্দির দৃষ্টে তথায় তাহাদের সহিত নিশি যাপনের নিমিত্ত প্রবেশ করিল। সেই নিশ্চয়দত্ত ও তাহার শৈব সন্ন্যাসী সহচরগণ ভস্মদ্বারা মন্দিরপ্রাঙ্গণে শীঘ্র একটি বিরাট মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তথায় কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিল এবং আত্মরক্ষার্থে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে থাকিল।

অতঃপর রজনী আগত হইলে শৃঙ্গোৎপাদিনী যক্ষিণী দূর হইতে কঙ্কাল বংশী বাদন করিয়া নৃত্য করিতে করিতে সমীপবর্ত্তিনী হইয়া একজন শৈব সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক মণ্ডলের বহির্দ্দেশে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। মন্ত্রবলে আকৃষ্ট হইয়া সে নৃত্য করিতে করিতে প্রজ্বলিত অগ্নি মধ্যে পতিত হইলে সেই যক্ষিণী তাহার অর্দ্ধদগ্ধ দেহ অগ্নি হইতে বাহির করিয়া হৃষ্টচিত্তে ভক্ষণ করিল।

অতঃপর সে দ্বিতীয শৈবের প্রতি দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া শৃঙ্গোৎপাদক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিল। দ্বিতীয় পাশুপত সন্ন্যাসীর ও মন্ত্রবলে শৃঙ্গ উৎপাদিত হইল এবং সে নৃত্য করিতে করিতে বহ্নিতে প্রবেশ করিলে যক্ষিণী তাহাকে অগ্নি হইতে বাহির করিয়া উহাদের সম্মুখে ভোজন করিল। এই প্রকারে সেই রজনীতে যক্ষিণী ঐ শৈব চতুষ্টয়ের মস্তকে শৃঙ্গ উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করিল। (৬১-৭০) কিন্তু সে যখন চতুর্থ ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিতেছিল তখন রক্তমাংস ভক্ষণে মত্ত হইয়া দৈবাৎ সেই.কংকালবংশী ভূমিতলে স্থাপন করিলে নিশ্চয়দত্ত তড়িত-বেগে উত্থিত হইয়া ঐ বংশী হস্তগত করতঃ সহাস্যে শৃঙ্গোৎপাদনকারী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যক্ষিণীর প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধকরতঃ নৃত্য করিতে লাগিল। বারংবার যক্ষিণীর মুখ হইতে ঐ মন্ত্র উচ্চারণ হওয়ায় সে উহা অধিগত করিয়াছিল। মন্ত্রবলে সে মোহগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত হইল এবং যখন তাহার ললাটে শৃঙ্গ বহির্গত হইবার উপক্রম হইল তখন সে ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া তাহাকে অনুনয় করিতে লাগিল, "হে বীর, এই অসহায়া রমণীকে হত্যা করিও না। আমি তোমাব আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। অঙ্গভঙ্গী সহ ঐ মন্ত্র উচ্চারণে বিরত হইয়া আমাকে রক্ষা কর। আমি তোমার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছি। তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। অনুরাগপরা যেস্থানে আছে আমি তোমাকে তথায় লইয়া যাইব।" প্রত্যয় সহকারে সে এইকথা বলিলে বীর নিশ্চয়দত্ত সম্মতি প্রদানপূর্ব্বক অঙ্গচালনা সহ মন্ত্রোচ্চারণে বিরত হইল এবং যক্ষিণী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাহার পৃষ্ঠারোহনপূর্ব্বক আকাশমার্গে প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল।

নিশান্তে তাহারা একটি পর্ব্বতারণ্যে আগত হইলে গুহকী নিশ্চয়দত্তের নিকট প্রণত হইয়া তাহাকে বলিল, "এখন সূর্য্যোদয় হওয়াতে আমার আর ঊর্দ্ধদিকে গমন করিবার শক্তি নাই। সুতরাং প্রভো, আপনি, এই সুরম্য অরণ্যে সুমিষ্ট ফলাদি আহার করিয়া এবং স্বচ্ছ নির্ঝরবারি পান করিয়া এই দিবস অতিবাহিত করুন। আমি এখন স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিব এবং পুনরায় নিশারম্ভে আগমন করিয়া আপনাকে হিমালয়ের শিরোভূষণ পুষ্করাবতী নগরীতে অনুরাগপরা সমীপে লইয়া যাইব। (৬১-৮২) এইকথা বলিয়া তাহার অনুমতি গ্রহণকরতঃ পুনরাগমনের প্রতিশ্রুতি প্রদান-পূর্ব্বক তাহাকে পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করাইল।

সে প্রস্থান করিলে নিশ্চয়দত্ত একটি স্বচ্ছ শীতল বারিপূর্ণ বিষাক্ত সরোবর দেখিতে পাইল। রবিকর যেন হস্ত প্রসারিত করিয়া অনুরাগ

ক্ষমতা অটুট রহিল। তথায় অবস্থান করিয়া আমি মনে মনে হাস্য করিলাম, "রমণীদিগের কার্য্য কি বিচিত্র।" প্রেম কাহাকে বিড়ম্বিত করে না? পরদিবস বন্ধুদত্তা সখীর নিকট হইতে ঐ মন্ত্র শিক্ষা করিয়া পিতৃগৃহ হইতে স্বামীসহ মথুরায় যাত্রা করিল। পত্নীকে সুখী করিবার নিমিত্ত বন্ধুদত্তার স্বামী আমাকে ভ্রমণকালে তাহার এক ভৃত্যের পৃষ্ঠে স্থাপন করিল। সেই ভৃত্য, আমি এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ দুই তিনদিন ভ্রমণ করিবার পর পথি মধ্যে এক কপিসংকুল অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। আমাকে দর্শন করিয়া কপিগণ দলে দলে পরস্পরের প্রতি উচ্চস্বরে চিৎকার করিতে করিতে আমাকে চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করিল। সেই দুর্বার কপিকুল বণিকের যে ভৃত্যটি আমাকে পৃষ্ঠে বহন করিতেছিল তাহাকে দন্তাঘাত করিতে লাগিল। সে ভীত হইয়া আমাকে তাহার পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করতঃ পলায়ন করিল এবং বানরগণ তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে আমাকে প্রাপ্ত হইল। আমার প্রতি অনুরাগবশতঃ বন্ধুদত্তা, তাহার স্বামী এবং অনুচরেরা প্রস্তর খণ্ড এবং যষ্ঠি দ্বারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াও কিছুই করিতে সমর্থ হইল না। সেই মর্কটেরা আমার দুষ্কর্মের জন্যই যেন আমি যখন সম্মোহিত অবস্থায় ছিলাম তখন হস্ত ও নখ দ্বারা আমার অর্ধাঙ্গ হইতে সমস্ত লোম উৎপাটন করিল। (১১৮-১২৭) অবশেষে আমার গলসংলগ্ন সেই সূত্রের শক্তিতে এবং মহাদেবের কৃপায় পুনরায় শক্তিলাভ করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া আমি পলায়ন করিলাম। গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া আমি তাহাদিগের দৃষ্টি বহির্ভূত হইলাম এবং ক্রমে অরণ্য হইতে অরণ্যান্তরে ভ্রমণ পূর্ব্বক সম্প্রতি এই কাননে উপস্থিত হইয়াছি। বর্ষাকালে শোকান্ধ হইয়া এই বনে ভ্রমণ করিতে করিতে মনে মনে নিজে বলিতে লাগিলাম, "এই জন্মেই কি প্রকারে তুই পরদার গমনজাত পাপের ফলে মর্কটে রূপান্তরিত হইয়া বন্ধুদত্তাকে হারাইয়াছিস?" ভাগ্য আমাকে এইপ্রকারে বিড়ম্বনা করিয়াও তুষ্ট না হইয়া আমাকে অন্যকষ্ট প্রদান করিয়াছে। একটি করিণী হঠাৎ আমাকে আক্রমণ করিয়া বৃষ্টিপাতে কর্দ্দমাক্ত একটি বল্মীকের উপর শুন্ড দ্বারা নিক্ষেপ করিয়াছে। আমি জানি ভাগ্য কর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই কোন দেবতা এই কার্য্য করিয়াছেন, কারণ সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও আমি এই কর্দ্দম হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই। যখন ইহা শুষ্ক হইতে ছিল তখন আমি মৃত না হইয়া চেতনা পুনপ্রাপ্ত হইয়া অনবরত শিবের ধ্যান করিতে লাগিলাম। (১২৮-১৩৪) হে বন্ধো! এতাবৎ কাল আমি কদাচ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অনুভব করি নাই, এবং অদ্য তুমি আমাকে সেই

শুষ্ক কর্দ্দমকূট (ফাঁদ) হইতে উশ্ধার করিয়াছ। জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার এইরূপ শক্তি এখনও হয় নাই যাহাতে এই মর্কটভাব হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হই। যদি কোন যক্ষিনী উপযুক্ত মন্ত্রোচ্চরণ পূর্ব্বক আমার গলদেশ হইতে সূত্রটি উন্মোচন করে তবেই আমি পুনরায় মনুষ্য হইতে সক্ষম হইব!

ইহাই হইতেছে আমার বৃত্তান্ত, কিন্তু হে বয়স্য, তুমি কি প্রকারে এবং কি কারণে এই এই দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছ তাহা আমার নিকট বর্ণনা কর।" দ্বিজসোমস্বামী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া নিশ্চয়দত্ত তাহার বৃত্তান্ত বলিল, কি প্রকারে সে উজ্জয়িনী হইতে কোন্ বিদ্যাধরীর নিমিত্ত আগমন করিয়াছে এবং কি প্রকারে ধৈর্য্য দ্বারা এক যক্ষিনীকে জয় করিয়া নিশাযোগে তৎকর্ত্তৃক তথায় আনীত হইয়াছে। তাহার অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিয়া মর্কটরূপপ্রাপ্ত সোমস্বামী তাহাকে বলিল, "তুমিও আমার ন্যায় জনৈক নারীর নিমিত্ত বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াছ। কিন্তু সম্পদের ন্যায় নারীরা এই জগতে কাহারও প্রতি বিশ্বাসশীলা থাকিতে পারে না। সন্ধ্যার ন্যায় তাহারা ক্ষণস্থায়ী রক্তরাগ প্রদর্শন করে এবং তাহাদের হৃদয় নদী পথের ন্যায় বক্র তাহারা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় অবিশ্বাস্য এবং তড়িতের ন্যায় তাহারা চপলা। সুতরাং অনুরাগপরা তোমার প্রতি কিয়ৎকালের নিমিত্ত অনুরক্ত হইলেও স্বজাতীয় প্রেমিক প্রাপ্ত হওয়া মাত্র তোমার ন্যায় মনুষ্যের প্রতি বিরূপা হইবে। একটি নারীর নিমিত্ত এইরূপ প্রয়াস হইতে বিরত হও। পরে তোমার বোধগম্য হইবে যে উহা আমলকী ফলের ন্যায় কটু আস্বাদ যুক্ত। হে সখে, তুমি বিদ্যাধরনগরী পুষ্করাবতীতে গমন না করিয়া ঐ যক্ষিনীর পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক স্বনগরী উজ্জয়িনীতে প্রত্যাবর্ত্তন কর। (১৩৫-১৪৬) এক বন্ধুর বাক্য অবহেলা করিয়া আমি এখনও দুঃখভোগ করিতেছি। যখন আমি বন্ধুদত্তার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলাম তখন ভবশর্ম্মা নামক আমার এক অতি প্রিয় বন্ধু আমাকে নিষেধ করিয়া এইরূপ বলিয়াছিল, "কোনও নারীর প্রভাবে পতিত হইও না। স্ত্রীলোকদিগের চিত্ত অতিশয় দুর্ব্বোধ্য, উদাহরণ স্বরূপ আমার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর।

ভবশর্ম্মার কাহিনী

এই রাজ্যেই বারাণসী নগরীতে সোমদা নাম্নী এক পরমা রূপশালিনী অসতী গুপ্তযোগিনী ব্রাহ্মণ যুবতী বাস করিত। দৈবাৎ দুর্ভাগ্যবশতঃ

তাহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎকারের পর তাহার প্রতি আমার প্রণয়াসক্তি আরও বর্দ্ধিত হইল। একদিন আমি তাহাকে ঈর্ষ্যা পরবশ তাড়না করিলে সেই নির্দ্দয়া নারী তখনকার মত ধৈর্য্যসহকারে ক্রোধ গোপন করিল। পরদিবস সে প্রণয়ক্রীড়াচ্ছলে আমার গলদেশে রজ্জুসংলগ্ন করামাত্র আমি একটি পোষ্য বলদে রূপান্তরিত হইলাম। এইপ্রকারে বলদে রূপান্তরিত হইলে সে আমাকে একজন পোষ্যউষ্ট্র ব্যবসায়ীর নিকট অভীষ্ট মূল্যে বিক্রয় করিল। সে যখন আমার উপর ভার স্থাপন করিল তখন আমাকে অতিশয় ভারাক্রান্ত দর্শন করিয়া বন্ধনমোচনিকা নাম্নী এক যোগিনী আমার প্রতি কৃপাবিষ্ট হইয়াছিল। অলৌকিক জ্ঞান দ্বারা আমি সোমদা কর্ত্তৃক পশুতে রূপান্তরিত হইয়াছি জ্ঞাত হইয়া যখন আমার প্রভু অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন সে আমার গলদেশ হইতে রজ্জু উন্মোচন করিলে আমি পুনরায় মনুষ্যরূপ প্রাপ্ত হইলাম। আমার প্রভু তৎক্ষণাৎ আমার দিকে ফিরিয়া দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে দেখিতে না পাইয়া সর্ব্বত্র আমার অন্বেষণ করিলেন। (১৪৭-১৫৭) যখন আমি বন্ধনমোচনীর সহিত সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিতেছিলাম তখন সোমদাও ঐদিকে আগমন করিতেছিল এবং দূর হইতে অকস্মাৎ আমাকে দর্শন করিয়া কোপানলে প্রজ্বলিত হইয়া অলৌকিকজ্ঞানসম্পন্না বন্ধনমোচনীকে বলিল, "তুই কেন এই পাপাচারীকে পশুত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছিস? রে পাপীয়সি, তোকে ধিক্! এই দুষ্কর্ম্মের ফল তোকে ভোগ করিতেই হইবে। আগামী-কল্য এই পাপাত্মার সহিত তোকে আমি হত্যা করিব।" সে এই কথা বলিলে সিদ্ধযোগিনী বন্ধনমোচনী উহার কার্য্য প্রতিরোধার্থ আমাকে নিম্নোক্ত উপদেশ প্রদান করিল—"আগামীকাল প্রাতঃকালে সোমদা কৃষ্ণ ঘোটকীর রূপধারণ করিয়া আমাকে হত্যা করিতে আগমন করিবে। আমিও তখন লোহিত বড়বার রূপ ধারণ করিয়া যখন আমরা পরস্পরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব তখন তুমি খড়্গ হস্তে সোমদার পশ্চাদ্দেশে গমন পূর্ব্বক দৃঢ়রূপে উহাকে আঘাত করিবে। এইপ্রকারে আমরা উহাকে বধ করিব। সুতরাং আগামীকল্য তুমি আমার গৃহে আগমন করিও।" এই কথা বলিয়া সে আমাকে তাহার গৃহ দেখাইয়া দিল। সে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে আমিও একজন্মে বহু জন্মের স্বাদ আস্বাদন করিয়া প্রস্থান করিলাম। প্রাতঃকালে আমি কৃপাণ হস্তে বন্ধনমোচনীর গৃহে গমন করিলাম। তখন সোমদা কৃষ্ণবড়বার রূপে আবির্ভূত হইল এবং বন্ধনমোচনীও লোহিত ঘোটকীর রূপ ধারণ করিল। ক্ষুর ও দন্ত প্রহার দ্বারা দুইজনের ভিতর

যুদ্ধ আরম্ভ হইলে আমি দুষ্টা যোগিনী সোমদাকে খড়্গাঘাত করিলে বন্ধনমোচনী কর্ত্তৃক সে নিহত হইল। (১৫৮-১৬৮) আমি ভয়শূন্য হইয়া পশুরূপ হইতে মুক্তিলাভকরতঃ কুস্ত্রীর সংসর্গ চিন্তাপরিহার করিলাম। "সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের ত্রিভুবনের ভয়াবহ তিনটি দোষ থাকে—চাপল্য, সাহসিকতা এবং ডাকিনীসংসর্গ প্রীতি। যোগিনীদিগের সখী বন্ধুদত্তার প্রতি কেন ধাবিত হইতেছ? সে স্বীয় পতির অনুরক্তা নহে, কি প্রকারে তোমার প্রতি অনুরক্তা হইবে?"

সুহৃদ্ ভবশর্ম্মা আমাকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিলেও আমি তাহার কথামত কার্য্য না করিয়া এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি তোমাকে এই উপদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি অনুরাগপরার নিমিত্ত আর কষ্ট করিও না। কারণ সে স্বজাতির কোন প্রেমিকলাভ করিলেই নিশ্চয়ই তোমাকে বর্জ্জন করিবে। ভৃঙ্গী যেরূপ পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমণ করে নারীও সেইরূপ সতত নব নব পুরুষের সন্ধান করে। হে সখে, তোমাকেও কোনদিন আমার ন্যায় অনুশোচনা করিতে হইবে।" মর্কটে রূপান্তরিত সোমস্বামীর এই বাক্য নিশ্চয়দত্তের অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে প্রবেশ করিল না। সে মর্কটকে বলিল, "অনুরাগপরা বিশুদ্ধ বিদ্যাধর কুলজাতা। সে কখনই ব্যাভিচারিণী হইবে না!" যখন তাহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল তখন নিশ্চয়দত্তের হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিবার নিমিত্তই যেন ভাস্কর রক্তরাগ সন্ধ্যায় অস্তাচল গমন করিলেন। যক্ষিণী শৃঙ্গোৎপাদিনীর অগ্রদূতরূপে রজনী সমাগতা হইলে শৃঙ্গোৎপাদিনী স্বয়ং শীঘ্র তথায় আগমন করিল। "সতত যেন তাহাকে স্মরণে রাখে", এইপ্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া সে কপির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক শৃঙ্গোৎপাদিনীর স্কন্ধারূঢ় হইয়া প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। মধ্যরাত্রিতে সে অনুরাগপরার পিতা বিদ্যাধরাধিপের হিমালয় পর্ব্বতস্থিত পুষ্করাবতী নগরীতে আগমন করিল। (১৭৯-১৮৯) স্বীয় শক্তিবলে তাহার আগমন বার্ত্তাজ্ঞাত হইয়া অনুরাগপরা তাহার দর্শন লাভার্থ নগরীর বহির্দ্দেশে আগমন করিল। তখন যক্ষিণী তাহাকে স্কন্ধ হইতে নিম্নে অবতরণ করাইয়া অনুরাগপরাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ যে রজনীর দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় তোমার নয়নে আনন্দ প্রদানকরতঃ তোমার প্রিয়তমা আগমন করিতেছে। আমি এখন প্রস্থান করিব।" অতঃপর নিশ্চয়দত্তকে প্রণাম করিয়া সে প্রস্থান করিল। তখন আশাপূর্ণ হৃদয়ে প্রবল ঔৎসুক্য সহকারে প্রিয়তমের নিকট গমন করিয়া অনুরাগপরা তাহাকে আলিঙ্গনাদি দ্বারা

অভ্যর্থনা করিল। সে তাহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিল এবং বহু ক্লেশ ভোগান্তে তাহার দর্শন সুখ লাভ করিয়া মনে হইল যেন স্বীয় দেহে আর নিজেকে ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া অনুরাগপরার দেহে প্রবেশ করিয়াছে। গান্ধর্ব্ব মতে অনুরাগপরাকে ভার্য্যাত্বে বরণ করিলে সে অচিরাৎ মায়াবিদ্যা বলে রাজধানীর বহির্দ্দেশে একটি নগরী নিম্মাণ করিয়া তথায় নিশ্চয়দত্তের সহিত বাস করিতে লাগিল। মায়াবিদ্যা প্রভাবে পিতামাতার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করা হইয়াছিল, তাহারা ইহা জ্ঞাত হইলেন না। অনুরাগপরা কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া নিশ্চয়দত্ত তাহাকে পথের অদ্ভুত ক্লেশপ্রদ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে সে তাহার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীলা হইয়া নানাপ্রকার ভোগাপচারে তাহাকে সংবর্দ্ধিত করিল।

অতঃপর নিশ্চয়দত্ত সেই বিদ্যাধরীকে সোমস্বামীর অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বলিল, "যদি প্রিয়ে, কোন উপায়ে আমার সুহৃদকে মর্কটত্ব হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হও তবে একটি উত্তম কার্য্য সম্পাদন করা হইবে।' সে এই কথা বলিলে অনুরাগপরা তাহাকে বলিল, "উহা যোগিনীদিগের মন্ত্রের কার্য্য, আমাদের বিষয় নহে। তথাপি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আমার এক সিদ্ধ যোগিনী সখী ভদ্ররূপাকে অনুরোধ করিব।" (১৮১-১৯২) এই কথা শ্রবণ করিয়া বণিকপুত্র আহ্লাদিত হইয়া তাহার প্রিয়তমাকে বলিল, "চল আমার মিত্রকে দর্শন করিতে গমন করি।" সে সম্মত হইলে পরদিবস আকাশমার্গে বাহিত হইয়া নিশ্চয়দত্ত সেই অরণ্যে বন্ধুর আবাসস্থলে উপস্থিত হইল। মর্কটরূপী মিত্রকে তথায় দর্শন করিয়া সে সস্ত্রীক তাহার নিকট গমন করিয়া প্রণাম করিয়া কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিল। কপি সোমস্বামী তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "অনুরাগপরার সহিত তুমি মিলিত হইয়াছ দৃষ্টে অদ্য কুশলেই আছি" এবং এই কথা বলিয়া নিশ্চয়দত্তের পত্নীকে সে আশীর্ব্বাদ করিল। তখন তিনজন একটি রম্য শিলাতলে উপবেশন করিয়া নিশ্চয়দত্ত কর্তৃক প্রিয়ার নিকট পূর্ব্ব কথিত মর্কট সোমস্বামী নানাপ্রকার ঘটনা সম্বন্ধে কথোপকথন করিল। অতঃপর কপির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রিয়ার অংকে অবস্থান করিয়া সে ব্যোমমার্গে প্রিয়তমার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পরদিবস পুনরায় সে অনুরাগপরাকে বলিল, "চল, পুনরায় ক্ষণকালের নিমিত্ত আমাদের কপিবন্ধুকে দর্শন করিয়া আসি।" সে তাহাকে বলিল, "অদ্য আমার নিকট হইতে উৎপাতন ও অবতরণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া তুমি স্বয়ং তথায় গমন কর।" তাহাকে এই কথা বলিলে সে ঐ

দুই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া নভোমার্গে তাহার মর্কট বন্ধুর নিকট গমন করিল এবং তাহার সহিত বহুকাল পর্যন্ত কথোপকথনে নিযুক্ত থাকায় অনুরাগপরা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উদ্যানে গমন করিল। (১৯৩-২০৩) সে তথায় উপবেশন করিলে একটি বিদ্যাধর যুবক আকাশপথে ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় আগমন করিল। স্বীয় বিদ্যাবলে সে জ্ঞাত হইল যে ঐ রমণী বিদ্যাধরী এবং তাহার একজন মর্ত্ত্যস্বামী বিদ্যমান আছে। সাক্ষাৎ-মাত্রই তাহার প্রতি অতিশয় প্রেমাসক্ত হইয়া সে তৎসমীপে আগমন করিল। তখন অনুরাগপরা নত নয়নে ভূতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার সুন্দর কান্তি দর্শনকরতঃ কৌতূহলবশতঃ ধীরে ধীরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল সে কে এবং কোথা হইতে আগমন করিয়াছে। সে প্রত্যুত্তর করিল, "সুন্দরি, আমি রাগভঞ্জন নামক বিদ্যাধর এবং সমস্ত বিদ্যাধর বিদ্যা আমার অধিগত। হে হরিণেক্ষণি, তোমার সাক্ষাৎ মাত্রই আমি তোমার প্রেমে পতিত হইয়াছি এবং তোমার দাস হইয়াছি। হে দেবি, মর্ত্ত্যপতিকে ভজনা না করিয়া, পিতা উহা জ্ঞাত হইবার পূর্বেই তোমার সমতুল্য আমার প্রতি কৃপাশীলা হও।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই চপলাশয়া তাহার দিকে ভীরু কটাক্ষপাত করিয়া চিন্তা করিল, "এই যে আমার যোগ্যপতি লাভ করিয়াছি।" তাহার বাসনা জ্ঞাত হইয়া বিদ্যাধর তাহাকে ভার্য্যাত্বে বরণ করিল। দুইটি হৃদয় যখন এক হয় তখন গোপন প্রেমের আর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে।

সেই বিদ্যাধর প্রস্থান করিলে নিশ্চয়দত্ত সোমস্বামীর নিকট হইতে তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং হৃতানুরাগ অনুরাগপরা শিরঃপীড়ার ছলে তাহাকে আর আলিঙ্গন করিল না (২০৪-২১৩)। কিন্তু প্রেমান্ধ সরল নিশ্চয়দত্ত তাহার ছল ধরিতে সক্ষম না হইয়া মনে করিল যে সত্যসতই সে পীড়িতা এবং এইরূপ বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিয়াই সেই দিবস যাপন করিল। পরদিবস সে পুনরায় অধিগত বিদ্যাদ্বয় বলে ব্যথিত চিত্তে নভোমার্গে কপিবন্ধুর নিকট গমন করিল। সে প্রস্থান করিলে নিদ্রাহীন নিশিযাপনান্তে অনুরাগপরার সেই বিদ্যাধর প্রেমিক বিরহে নিদ্রাহীনা ও উৎকণ্ঠিতা অনুরাগপরার কণ্ঠালিঙ্গন করিল এবং সম্ভোগান্তে নিদ্রাতুর হইয়া সুপ্ত হইল। বিদ্যাবলে প্রেমিককে স্বীয় অঙ্কে অদৃশ্য অবস্থায় রাখিয়া রাত্রিজাগরণজনিত ক্লান্তিতে সে ও স্বয়ং নিদ্রালিঙ্গন করিল ইত্যবসরে নিশ্চয়দত্ত কপিবন্ধুর নিকট আগত হইলে সে তাহাকে সাদর অভ্যর্থনাপূর্বক শুধাইল, "অদ্য তোমাকে বিমনা

দেখিতেছি কেন, বল।" তখন নিশ্চয়দত্ত মর্কটকে বলিল, "সখে, অনুরাগপরা অতিশয়পীড়িতা। সে আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। সেই-জন্যই আমি শোকাকুল হইয়াছি।" অলৌকিক জ্ঞানের অধিকারী সেই মর্কট তখন তাহাকে বলিল, "সে এখন নিদ্রিতা। তাহার নিকট হইতে শিক্ষিত বিদ্যাবলে তুমি তাহাকে উৎসঙ্গে স্থাপনকরতঃ আকাশমার্গে তাহাকে আমার নিকট আনয়ন করিলে আমি তোমাকে অদ্য একটি আশ্চর্য্যজনক দৃশ্য দর্শন করাইব।" এই কথা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়দত্ত আকাশপথে গমন করিয়া সেই নিদ্রিতা সুন্দরীকে লঘুভাবে ক্রোড়ে স্থাপন করিল। অনুরাগপরা বিদ্যাবলে পূর্বেই বিদ্যাধরকে অদৃশ্য করায় নিশ্চয়দত্ত অনুরাগপরার অঙ্কে সুপ্ত সেই বিদ্যাধরকে দেখিতে অসমর্থ হইয়াছিল (১১৪-১১৫)। নভোমার্গে উড্ডীন হইয়া সে সত্বর অনুরাগপরাকে সেই মর্কটে রূপান্তরিত সোমস্বামীর নিকট আনয়ন করিল। দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন সেই মর্কট তখন তাহাকে যোগবল প্রদান করিলে অনুরাগপরার কণ্ঠলগ্ন বিদ্যাধর তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। উহা দর্শন করিয়া সে যখন বলিল, "হায়! ইহার কি অর্থ হইতে পারে?" তখন সত্য ঘটনা জ্ঞাত থাকায় মর্কট তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। নিশ্চয়দত্ত অত্যন্ত কোপান্বিত হইল এবং তাহার পত্নীর প্রেমিক সেই বিদ্যাধর সুপ্তোত্থিত হইয়া আকাশপথে উড্ডীন হইয়া প্রস্থান করিল। অনুরাগপরাও জাগ্রত হইয়া গুপ্ত রহস্য প্রকাশ হইয়াছে দর্শন করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তখন নিশ্চয়দত্ত অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিল, "আমি তোর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলাম। তুই কেন আমাকে এইপ্রকারে প্রতাড়িত করিলি? পারদকে স্থিতিশীল করিবার উপায় পৃথিবীতে জানা আছে কিন্তু নারীচিত্ত স্থিতিশীল করিবার উপায় অজ্ঞাত।" সে যখন এই বাক্য উচ্চারণ করিতেছিল, তখন উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া অনুরাগপরা ক্রন্দন করিতে করিতে ধীরে ধীরে ব্যোমপথে স্বীয় আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। (২২৬-২৩০)

তখন নিশ্চয়দত্তের বন্ধু সেই বানর বলিল, "আমি বারণ করা সত্ত্বেও তুমি কামানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া এই সুন্দরীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলে। এখন যে বিষাদগ্রস্ত হইয়াছ ইহা তাহারই ফল। চপলভাগ্য এবং চপলা নারীকে কি বিশ্বাস করিতে আছে? শোক ত্যাগ করিয়া শান্ত হও। বিধাতাও ভবিতব্যতা অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন।" কপির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়দত্ত শোক মোহ পরিহারপূর্ব্বক শিবের শরণ গ্রহণ করিল।

অতঃপর যখন সে মিত্র মর্কটের সহিত অরণ্যে পর্য্যটন করিতেছিল তখন দৈবাৎ মোক্ষদা নাম্নী জনৈকা তপস্বিনী তাহার সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। নিশ্চয়দত্তকে তাঁহার নিকট প্রণত হইতে দেখিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "কি অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতেছি! তুমি মনুষ্য হইয়াও কি প্রকারে মর্কটের সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছ?" তখন সে স্বীয় সুহৃদের বিষাদময় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া বলিল, "দেবি, আপনার যদি কোনও বিদ্যা অথবা মন্ত্র জানা থাকে তবে আমার সুহৃৎ এই উত্তম ব্রাহ্মণকে মর্কটত্ব হইতে মুক্ত করুন।" এইকথা শ্রবণ করিয়া তিনি সম্মত হইলেন এবং মন্ত্রবলে কণ্ঠ হইতে সূত্র মোচন করিলে সোমস্বামী মর্কট দেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় মনুষ্যাকৃতি প্রাপ্ত হইল। তখন তিনি তড়িৎবেগে দিব্যপ্রভায় ভূষিতা হইয়া অন্তর্ধান করিলেন এবং যথাকালে নিশ্চয়দত্ত ও সোমস্বামী ব্রাহ্মণদ্বয় বহু তপশ্চর্য্যান্তে পরমাগতি প্রাপ্ত হইল।

এই প্রকারে স্বভাবচপলা নারীগণ দুষ্কার্য্যাদি দ্বারা বিবেক বুদ্ধি জাগ্রত করিয়া সংসারের প্রতি বৈরাগ্য আনয়ন করে। অবশ্য কখন কখন এই প্রকার সতীসাধ্বী তাহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয় যে ইন্দুলেখার ন্যায় বিরাট আকাশ আলোকিত করে।

গোমুখের মুখ হইতে এই বিচিত্র কাহিনী শ্রবণ করিয়া নরবাহনদত্ত রত্নপ্রভার সহিত সাতিশয় আহ্লাদিত হইল। (২৩৪-২৪৪)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত কথাসরিৎসাগরের
রত্নপ্রভা লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—২৪৪
ক্রমিক সংখ্যা—৬২৭৮

চতুর্থ তরঙ্গ

নৃপতি বিক্রমাদিত্য এবং বারাঙ্গনার কাহিনী

গোমুখের কাহিনী শ্রবণ করিয়া নরবাহনদত্তকে হৃষ্ট দর্শনে প্রতিদ্বন্দিতার নিমিত্ত মরুভূতি বলিল, "স্ত্রীলোকেরা স্বভাবচপল, কিন্তু ইহা সর্ব্বথা সত্য নহে। এমন কি বারাঙ্গনাদিগের মধ্যেও কখনও কখনও সম্পূণ শালিনী নারী দৃষ্ট হয়। প্রমাণস্বরূপ একটি কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পাটলিপুত্র নগরীতে বিক্রমাদিত্য নামক নৃপতি বাস করিত। তাহার জয়পতি এবং গজপতি নামক দুই মিত্র ছিল। তাহাদের বহু পদাতিকের অধিকারী প্রতিষ্ঠানাধিপতি নরসিংহ নামক এক প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু ছিল। শত্রুর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এবং মিত্রদিগের পরাক্রমে গর্ব্বোদ্ধত হইয়া বিক্রমাদিত্য অবিলম্বে সংকল্প করিল, "আমি ঐ নরপতিকে এইরূপ সম্পূর্ণ পরাভূত করিব যে স্তুতি পাঠক এবং বন্দিগণ দ্বারদেশে উহাকে আমার সেবক বলিয়া কীর্ত্তিত করিবে।" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সে তাহার বহু হস্তী ও অশ্বের সহিত ধরণী কম্পিত করিয়া আগমন করিল এবং বিক্রমাদিত্য নরপতি নরসিংহকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইল। সে প্রতিষ্ঠানের নিকটবর্ত্তী হইলে নরপতি নরসিংহ বর্ম্মাবৃত হইয়া তাহার সাক্ষাৎকার মানসে বহির্গত হইল। (১-১০) তখন বিস্ময়করযুদ্ধ হইল। পদাতিকেরা গজ ও অশ্বের সহিত সংগ্রাম করিল এবং কোটি পদাতিকের অধিস্বামী নরপতি নরসিংহের নিকট বিক্রমাদিত্যের সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল। পরাজিত হইয়া বিক্রমাদিত্য স্বনগরী পাটলিপুত্রে পলায়ন করিল এবং তাহার দুই সুহৃদও নিজ নিজ রাজ্যে পলায়ন করিল। নরপতি নরসিংহ স্বীয় নগরী প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিলে বন্দিগন তাহার বিক্রমের প্রশংসা করিতে লাগিল।

বিফল মনোরথ বিক্রমাদিত্য তখন চিন্তা করিতে লাগিল, "অস্ত্র দ্বারা শত্রুকে পরাজিত করিতে সমর্থ না হইলেও আমি বুদ্ধি বলে উহাকে পরাজিত করিলে লোকে যাহাই বলুক না কেন আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইবে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া সে উপযুক্ত মন্ত্রীদিগের হস্তে রাজ্য রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া বুদ্ধিবর নামক একজন প্রধান সচিব এবং পঞ্চশত সদ্বংশজ সাহসীরাজপুত্র সমভিব্যাহারে কর্ম্মপ্রার্থীর ছদ্মবেশে গোপনে

স্বনগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুপুরী প্রতিষ্ঠানে গমন করিল। তথায় সে মদনমালা নাম্নী বারবিলাসিনীর রাজপ্রাসাদোপম অপরূপ গৃহে প্রবেশ করিল। উচ্চ প্রাকারে অবস্থিত মৃদু মারুতে সঞ্চালিত হইয়া চীনাংশুক ধ্বজ সমূহ যেন তাহাকে তথায় আহ্বান করিতেছিল। (১১-২০) অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বিংশসহস্র পদাতিক ইহার পূর্ব্বদিকের প্রধান দ্বার রক্ষা করিতেছিল। ইহার অন্যতিনদিকের দ্বার সতত প্রস্তুত দশসহস্র করিয়া যোদ্ধারা সংরক্ষণ করিতেছিল, প্রাসাদটি সপ্তমণ্ডলে বিভক্ত ছিল। প্রথম বিভাগে শ্রেণীবদ্ধভাবে অশ্ব অবস্থিত ছিল। অন্য মণ্ডলে নিবিড় হস্তী শ্রেণী কর্ত্তৃক পথ অবরুদ্ধ ছিল। অন্য আর একটি বিভাগ ভীষণাকৃতি আয়ুধরাজিতে সজ্জিত ছিল। অন্য একটি মণ্ডল দ্যুতিময় রত্নরাজি সম্বলিত কোষাগার পূর্ণ ছিল। অন্য একটি মণ্ডল সতত পরিচারকদিগের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। অন্য একটি মন্ডলে বন্দিগন সরবে উচ্চৈঃস্বরে স্তুতি পাঠ করিতেছিল এবং আর একটি বিভাগ সঙ্গীতমৃদঙ্গনাদে অনুরণিত হইতেছিল। প্রতিহারেরা নৃপতিকে এইস্থানে আনয়ন করিলে দৃশ্যাবলী অবলোকন করিতে করিতে সে পরিজন সহ মদনমালার সুউচ্চ বাস গৃহে নীত হইল। নৃপতি যখন মণ্ডল সমূহ অতিক্রম করিতেছিল তখন তত্রস্থ অশ্ব এবং অন্যান্য প্রাণীদিগের আঘাত নিরাময় হইয়াছে প্রতিহারদিগের মুখে এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, "ইনি ছদ্মবেশে কোন মহদ্ব্যক্তি হইবেন" বোধে মদনমালা সপ্রেমে এবং সৌৎসুক্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিল এবং তাহাকে আনয়ন করতঃ প্রণতিপূর্ব্বক রাজোচিত আসনে উপবেশন করাইল। নৃপতি ও তাহার রূপলাবণ্য এবং সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া আত্মপরিচয় গোপন করিয়া তাহাকে প্রতিনমস্কার করিল। মদনমালা তাহাকে মহামূল্য স্নানোপকরণ, পুষ্প, গন্ধদ্রব্য, বস্ত্র এবং অলংকারাদি দ্বারা সম্মানিত করিল। (২১-৩১) সে প্রত্যহ নৃপতির অনুচরদিগকে খাদ্যাদি প্রদান করিত এবং নৃপতি ও তাহাব মন্ত্রীকে উৎকৃষ্ট ভোজ্যাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিত। প্রথম দর্শনেই প্রেমাসক্ত হইয়া সে সম্পূর্ণরূপে নৃপতির নিকট আত্ম সমর্পণ করতঃ পানাহারে দিবসযাপন করিত। ছদ্মবেশী বিক্রমাদিত্য দিনের পর দিন মদনমালা কর্ত্তৃক এই প্রকারে সম্বর্ধিত হইয়া রাজচক্রবর্ত্তীর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। সখীদিগকে যে প্রকার এবং যত পরিমাণ ধন সে প্রদান করিত সে সমুদয় মদনমালা স্বীয় কোষাগার হইতে তাহাকে সরবরাহ করিত! তাহার দেহ এবং বিত্ত নৃপতির ভোগে আসিলে মদনমালা মনে করিত যে উহা সৎকার্য্যেই নিয়োজিত হইয়াছে।

অন্য পুরুষের অর্থে সে পরাঙ্‌মুখী হইল এবং তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া নরপতি নরসিংহ আগমন করিলে সে সুকৌশলে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিল।

এই প্রকারে মদনসেনা কর্ত্তৃক সম্বর্ধিতা হইয়া একদা নৃপতি তাহার সঙ্গী মন্ত্রী বুদ্ধিবরকে নিভৃতে বলিল, "বেশ্যারা সর্ব্বদা ধন প্রত্যাশা করে এবং হৃদয়ে প্রেম উদিত হইলেও বিত্ত ব্যতীত কাহারও প্রতি আসক্তা হয় না। বিধাতা যখন যাচক সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন বারাঙ্গনাদিগের অন্তরে লোভও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু যদিও আমি সতত মদনমালার বিত্ত উপভোগ করিতেছি তথাপি অতিশয় অনুরাগবশতঃ সে আমার উপর ত বিরূপা হয় নাই, পক্ষান্তরে আমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট আছে। আমার প্রতিজ্ঞা যাহাতে কালক্রমে পূরণ হয় তন্নিমিত্ত আমি কি প্রকারে তাহাকে পুরস্কৃত করিতে পারি?" মন্ত্রী বুদ্ধিবর এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতিকে বলিল, "আপনার যদি এই প্রকারই অভিলাষ হইয়া থাকে তবে ভিক্ষু প্রপঞ্চবুদ্ধি আপনাকে যে অমূল্য রত্নাদি প্রদান করিয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ অংশ উহাকে দান করুন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া ভূপতি প্রত্যুত্তর করিল, "আমি যদি সে রত্নরাজি সম্যক্ তাহাকে প্রদান করি তথাপি তাহা উহার যোগ্য পুরস্কার বলিয়া গণ্য হইবার মত হইবে না, বরং আমি অন্য একটি উপায়ে ঋণ মুক্ত হইতে সমর্থ হইব, কিন্তু তাহাও ঐ ভিক্ষুরকাহিনীর সহিত জড়িত।" মন্ত্রী এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, "দেব, ঐ ভিক্ষু কেন আপনার সেবা করিয়াছিল সেই বৃত্তান্ত আমার নিকট বর্ণনা করুন।" মন্ত্রী বুদ্ধিবর কর্ত্তৃক এই প্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া ভূপতি বলিল, তবে শ্রবণ কর, আমি সেই বৃত্তান্ত বলিতেছি। (৩২-৪২)

নৃপতি বিক্রমাদিত্য এবং বিশ্বাসঘাতক ভিক্ষুর কাহিনী

বহুপূর্ব্বে প্রপঞ্চবুদ্ধি নামক এক ভিক্ষু পাটলিপুত্র নগরীতে আমার ধর্ম্মাধিকরণে প্রবেশকরতঃ প্রত্যহ আমাকে এক একটি করিয়া পেটিকা প্রদান করিত। বৎসরাবধি এই পেটিকাগুলি উদ্ঘাটন না করিয়া আমি যেরূপভাবে প্রাপ্ত হইতাম সেইরূপভাবেই আমার কোষাধ্যক্ষের হস্তে প্রদান করিতাম। একদিন ভিক্ষুকর্ত্তৃক উপহৃত একটি পেটিকা দৈবাৎ আমার হস্ত হইতে ভূমিতে পতিত হইয়া ভগ্ন হইলে উহা হইতে একটি অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী বিরাট রত্ন নির্গত হইল। মনে হইল যেন উহাতে ভিক্ষুর অদৃষ্ট পূর্ব্ব হৃদয় প্রকাশিত হইল। ইহা দর্শন করিয়া আমি অন্যান্য

পেটিকাগুলি আনয়ন পূর্ব্বক উহাদিগকে উদ্ঘাটিত করিয়া প্রত্যেক পেটিকা হইতে এক একটি রত্ন গ্রহণ করিলাম। আমি সবিস্ময়ে প্রপঞ্চবুদ্ধিকে শুধাইলাম, "তুমি আমাকে এই অপূর্ব্ব রত্নরাজি দ্বারা সেবা করিতেছ কেন ?" তখন ভিক্ষু আমাকে একান্তে নিবেদন করিল, "কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী সমাগত প্রায়। ঐ রজনীতে আমাকে নগরীর বহির্দ্দেশোস্থিত শ্মশানে মন্ত্রসাধন করিতে হইবে। হে বীর, আমার অভিলাষ যে তুমিও ঐ ব্যাপারে অংশগ্রহণ কর, কারণ কোন বীর পুরুষের সহায়তা প্রাপ্ত হইলে সমস্ত প্রতিবন্ধক দূরীভূত হইবে এবং অনায়াসে সাফল্য লাভ করা যাইবে।" ভিক্ষুর এই কথায় আমি সম্মত হইলাম। কতিপয় দিবসান্তে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী আগতা হইলে শ্রমণের বাক্য আমার স্মরণপথে উদিত হইল। (৪৩-৫৫) আহ্নিকাদি সমাপনান্তে আমি রজনীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম এবং সন্ধ্যাবিধি পালন করিবার পর আমি দৈবাৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িলে ভক্তবৎসল বক্ষ-কমলাঙ্কিত ভগবান হরি গরুড়ারোহণ পূর্ব্বক স্বপ্নে আমার নিকট আগমন করিয়া আদেশ করিলেন—"সার্থকনামা প্রপঞ্চবুদ্ধি কৌশলে তোমাকে মণ্ডলপূজাতে অংশগ্রহণ করাইয়া তোমাকে বলিপ্রদান করিবে। তোমাকে হননার্থে যাহা বলিবে তাহা না করিয়া তাহাকে বলিবে, "কি প্রকারে ঐ কার্য্য করিতে হইবে তুমি প্রথমে আমাকে শিক্ষাদিলে আমি ঐ কার্য্য করিতে সক্ষম হইব।" যখন সে তোমাকে ঐ প্রক্রিয়া প্রদর্শন করাইবে তখন তুমি অবিলম্বে উহাকে বধ করিলে ঐ শ্রমণ যে শক্তিলাভ করিত সেই শক্তি তুমি লাভ করিবে।" বিষ্ণু এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে আমি জাগ্রত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, "হরির প্রসাদে আমি ঐ মায়ীকে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। অদ্যাই উহাকে হত্যা করিবই করিব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া রজনীর প্রথম যামান্তে আমি কৃপাণ হস্তে একাকী শ্মশানে গমন করিয়া ঐ ভিক্ষু মণ্ডলার্চ্চনা সমাপন করিয়াছে দেখিতে পাইলাম। মদ্দর্শনে আমাকে অভিবাদন করিয়া সেই শঠ বলিল, "দেব চক্ষুমুদ্রিত করিয়া আনন নিম্নে স্থাপন পূর্ব্বক আপনি ভূলুণ্ঠিত হইলে আমরা উভয়ে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করিব।" (৫৬-৬৫) আমি তাহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলাম, "উহা কি প্রকারে করিতে হইবে প্রথমে আমাকে প্রদর্শন করাও, অতঃপর তোমার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া অবিকল তোমার ন্যায় করিব।" মূঢ় ভিক্ষু ইহা শ্রবণ করিয়া ঐরূপ করিলে আমি কৃপাণের এক আঘাতে উহার মস্তক ছিন্ন করিলাম। তখন আকাশ হইতে দৈববাণী শ্রুত হইল, "সাধু,

রাজন্, সাধু! এই পাপাত্মা ভিক্ষুকে হত্যা করিয়া তুমি তাহার ঈপ্সিত আকাশ মার্গে গমনের ক্ষমতা লাভ করিয়াছ। যথেচ্ছভ্রমণচারী আমি, ধনপতি কুবের, তোমার সাহসে তুষ্ট হইয়াছি। তোমার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর।" এই কথা বলিয়া তিনি আত্মপ্রকাশ করিলে আমি তাহাকে বলিলাম, "যখনি আমি আপনাকে স্মরণ করিব তখনি আপনি আবির্ভূত হইয়া আমাকে উপযুক্ত বর প্রদান করিবেন।" ধনপতি "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্ধান করিলে আমি মায়াবল প্রাপ্ত হইয়া সত্বর আমার প্রাসাদে আগমন করিলাম। আমার বৃত্তান্ত তোমার নিকট সম্পূর্ণ বিবৃত করিলাম। কুবেরের নিকট হইতে যে বর লাভ করিয়াছি এখন তদ্দ্বারা মদনমালার প্রত্যুপকার সাধন করিব। তুমি সম্প্রতি আমার ছদ্মবেশী রাজপুত অনুচরদিগের সহিত পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। আমিও অভিনব উপায়ে প্রিয়তমার প্রত্যুপকার সাধন করিয়া হেথায় পুনরাগমন করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে পাটলিপুত্রে গমন করিব।" এই কথা বলিয়া আহ্নিক কার্য্যসমাপনান্তে ভূপতি সানুচর মন্ত্রীকে বিদায় প্রদান করিল। "তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া মন্ত্রী প্রস্থান করিলে আসন্ন বিরহের কথা চিন্তা করিয়া নৃপতি সেই রজনী মদনমালার সহিত অতিবাহিত করিল। (৬৬-৭৭) মদনমালাও নৃপতি শীঘ্রই দূরদেশে প্রস্থান করিবে মনে মনে এই আশংকা করিয়া তাহাকে মুহুর্মুহু আলিঙ্গনকরতঃ অনিদ্রায় সেই রজনী অতিবাহিত করিল।

প্রাতঃকালে নৃপতি অবশ্যকরণীয় কর্ম্মাদিসমাপনান্তে অর্চ্চনাচ্ছলে নিত্য দেব পূজার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ধনপতি কুবেরকে স্মরণমাত্রেই তিনি উপস্থিত হইলে তাহাকে প্রণাম করিয়া পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত বর যাচঞা করিল, "দেব, আপনার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতমত আমাকে এই বর প্রদান করুন। আমাকে সুবর্ণ নির্ম্মিত পঞ্চটি বৃহৎ মনুষ্যমূর্ত্তি প্রদান করুন, কোন প্রয়োজনে তাহাদের অঙ্গছেদন করিলে সেই অঙ্গ যেন পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় জন্মায়।" "তোমার ইচ্ছা মত ঐরূপ পঞ্চ মূর্ত্তি তুমি প্রাপ্ত হইবে।" এই কথা বলিয়া ধনপতি কুবের অন্তর্হিত হইলে নৃপতি অচিরাৎ পঞ্চটি বৃহৎ মনুষ্যমূর্ত্তি মন্দিরাভ্যন্তরে দেখিতে পাইল। রাজা হৃষ্টচিত্তে বহির্গত হইয়া স্বীয় প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত না হইয়া আকাশপথে স্বীয় নগরী পাটলিপুত্রে প্রস্থান করিল। তথায় মন্ত্রিবর্গ, পৌরজন এবং পত্নীবর্গ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া সে রাজকার্য্য সম্পাদিত করিতে লাগিল কিন্তু তাহার হৃদয় দূরস্থিত প্রতিষ্ঠানে পড়িয়া রহিল। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠান নগরীতে মন্দিরে বহু-

পূর্ব্বে প্রবিষ্ট তাহার প্রিয়তমকে দর্শন করিবার মানসে প্রবেশ করিয়া মদনমালা তাহাকে কোথাও দেখিতে পাইল না। কিন্তু সুবর্ণ নির্ম্মিত পঞ্চ পুরুষমূর্ত্তির সাক্ষাৎলাভ করিল। তাহাদিগকে দর্শন করিয়া এবং নৃপতির অদর্শনে সে শোকাকুলা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "আমার প্রেমাস্পদ নিশ্চয়ই কোন বিদ্যাধর অথবা গন্ধর্ব হইবেন। আমাকে এই পুরুষমূর্ত্তি সমূহ প্রদান করিয়া দিব্যলোকে প্রস্থান করিয়াছেন।

"তাহার বিহনে এই ভারী মূর্ত্তিগুলি দ্বারা আমার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে?" (৭৮-৯০) এই কথা চিন্তা করিয়া সে বারংবার ভৃত্যদিগকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিল এবং বহির্গত হইয়া সর্ব্বত্র তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিল। সে প্রাসাদে, উদ্যানে, কক্ষে এবং অন্য কোথাও শান্তিপ্রাপ্ত না হইয়া প্রিয়তমার বিরহে তনুত্যাগ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া শোক করিতে লাগিল।

তাহার অনুচরেরা তাহাকে সান্তনা প্রদানার্থ বলিত, "সুন্দরি, হতাশ হইও না, তিনি কামচর, স্বেচ্ছামত পুনর্ব্বার আগমন করিবেন।" তাহারা এই প্রকারে তাহাকে আশ্বস্ত করিলে সে প্রতিজ্ঞা করিল, "যদি ষন্মাসের মধ্যে তিনি আমাকে দর্শন প্রদান না করেন তবে আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া বহ্নিতে প্রবেশ করিব।" এই প্রকারে কৃতসংকল্প হইয়া সে প্রিয়তমের কথা চিন্তা করিতে করিতে দানধ্যান করিত। দানের বাসনায় একদিন সে ঐ সুবর্ণ মনুষ্যমূর্ত্তির একটির দুই বাহু কর্ত্তনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলে পরদিবস সাশ্চর্য্যে লক্ষ্য করিল যে বাহুদ্বয় পূর্ব্বের মত পুনরায় জন্মাইয়াছে, অতঃপর সে অন্যান্য মূর্ত্তিসমূহের বাহু কর্ত্তনপূর্ব্বক দান করিলে উহারা পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় জন্মাইত। উহাদিগকে অক্ষয় দৃষ্টে সে প্রত্যহ যে বিপ্র যতগুলি বেদ অধ্যয়ন করিত তাহাকে ততগুলি বাহু প্রদান করিত। (৯১-১০০)

তাহার চতুর্দ্দিকে প্রচারিত দানের খ্যাতি শ্রবণ করিয়া কতিপয় দিবসান্তে পাটলিপুত্র হইতে সংগ্রামদত্ত নামক দ্বিজ আগমন করিল। সে দরিদ্র হইলেও ধার্ম্মিক ছিল এবং চতুর্ব্বেদ অধিগত করিয়াছিল। দ্বারিগণ তাহার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিলে প্রিয়তমের বিরহে পাণ্ডুর এবং ব্রতবশতঃ ক্ষীণাঙ্গী মদনমালা তাহাকে প্রণাম করিয়া সে যত সংখ্যক বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিল সুবর্ণমূর্ত্তির ততসংখ্যক বাহু তাহাকে প্রদান করিল। অতঃপর ব্রাহ্মণ মদনমালার শোকার্ত্ত অনুচরবর্গের নিকট হইতে তাহার ঘোর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ পর্য্যন্ত আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণান্তে হৃষ্ট হইল

কিন্তু তথাপি বিষণ্ণ চিত্তে উষ্ট্রদ্বয়ের পৃষ্ঠে ঐ সুবর্ণ বাহুসমূহ ন্যস্ত-করতঃ স্বপুরী পাটলিপুত্রে প্রস্থান করিল। নৃপতি রক্ষা না করিলে তাহার ধনরাশি অটুট থাকিবে না বোধে ধর্ম্মাধিকরণে উপবিষ্ট নৃপতির সকাশে আগমনপূর্ব্বক বলিল, "মহারাজ, আমি আপনারই নগরবাসী একজন বিপ্র। দারিদ্র্যবশতঃ ধনপ্রাপ্তির আশায় আমি দক্ষিণাপথে নরপতি নরসিংহের প্রতিষ্ঠান নগরীতে গমন করিয়া মদনমালা নাম্নী সুবিখ্যাতা বারাঙ্গনার গৃহে দান গ্রহণার্থ গমন করিয়াছিলাম। তাহার সহিত কিয়ৎকাল এক দিব্য পুরুষ বাস করিয়াছিল এবং সে কোথাও গমন করিবার সময় তাহাকে সুবর্ণ নির্ম্মিত অক্ষয় পঞ্চপুরুষ মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছিল। সে অন্তর্ধান করিলে সেই মনস্বিনী জীবন বিষময় এবং দেহ বিকল আয়াসের চৌর্য্যাপরাধের শাস্তি স্বরূপ, মনে করিয়া ধৈর্য্যহীনা হইয়াছিল। (১০১-১১১) তাহার অনুচরেরা তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিলে সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, "যদি ষণ্মাসের মধ্যে তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ না করেন তবে দৌর্ভাগ্যজনিত শোকে পীড়িত হইয়া আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব।" এইরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সে সুকৃতি অর্জ্জন মানসে প্রত্যহ প্রচুর দান করে। আমি যখন তাহাকে দর্শন করিলাম তখন অনাহারে সেই রূপশালিনীর দেহ কৃশ হইয়াছে এবং তাহার পদদ্বয় কম্পিত হইতেছিল, তাহার হস্ত দানবারিতে আর্দ্র ছিল এবং তাহাকে অলিকুল পরিবেষ্টিতা শোকাকুলা মদমত্তা কামকারিণীর ন্যায় প্রতীয়মান হইল।

আমার ধারণা যে প্রেমিক তাহাকে পরিত্যাগ করাতে ঐ সুন্দরী মরণপণ করিয়াছে, সে শুধু নিন্দনীয় নয়, তাহার মৃত্যুবরণ করা উচিত। আমি যত সংখ্যক বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি সে আমাকে যথাবিধি কাঞ্চন নির্ম্মিত মূর্ত্তির তত সংখ্যক চারিটি বাহু প্রদান করিয়াছে। আমি হোমদ্বারা গৃহ শোধনপূর্ব্বক এই স্থানেই ধর্ম্মাচরণ করিব। নৃপতি আমাকে রক্ষা করুন।"

ব্রাহ্মণ প্রমুখাৎ প্রিয়ার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নৃপতির হৃদয় অকস্মাৎ তাহার প্রতি ধাবিত হইল এবং সে প্রতীহারকে নিজের ঈপ্সিত কার্য্য করিতে আদেশ করিল। প্রেয়সী তাহার প্রতি দৃঢ়ভাবে অনুরক্তা এবং স্বীয় জীবনকে তৃণবৎ জ্ঞান করে, তাহার দেহত্যাগের কালও প্রায় সমাগত স্মরণ করিয়া এবং তাহার নিকট হইতে স্বীয় সংকল্প সাধনের সহায়তাও হয়ত লাভ করা যাইতে পারে এই কথা মনে করিয়া সে রাজ্য রক্ষার ভার মন্ত্রীদিগের উপর ন্যস্ত করিয়া আকাশ পথে প্রতিষ্ঠান নগরীতে আগমনপূর্ব্বক তাহার

প্রিয়তমার গৃহে প্রবেশ করিল। (১১২-১২৩) তথায় সে জ্যোৎস্নার ন্যায় স্বচ্ছ পরিচ্ছদ পরিহিতা, পণ্ডিতদিগকে বিত্ত প্রদানান্তে শশীকলার ন্যায় ক্ষীণা প্রিয়তমার সাক্ষাৎ লাভ করিল। মদনমালাও অকস্মাৎ অভাবনীয় ভাবে তাহার নেত্র সুধাদায়ক প্রিয়তমের আবির্ভাবে ক্ষণকাল বিভ্রান্ত হইয়া রহিল। অতঃপর সে যাহাতে পুনরায় অন্তর্ধান না করে সেই আশংকায় যেন ভুজলতা পাশ দ্বারা তাহার কণ্ঠ আবন্ধ করিল এবং সাশ্রুনয়নে তাহাকে গদগদ স্বরে বলিল, "নিষ্ঠুর, তুমি নিষ্পাপা আমাকে কেন পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলে?" "আইস, আমি তোমাকে গোপনে বলিব" এই কথা বলিয়া পরিজন কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া ভূপতি তাহার সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তথায় আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক কি প্রকারে প্রপঞ্চবুদ্ধিকে হত্যা করিয়া আকাশমার্গে ভ্রমণ করিবার শক্তি অর্জ্জনকরতঃ ভূপতি নরসিংহকে কৌশলে পরাজিত করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিয়াছিল, ধনাধ্যক্ষ কুবেরের নিকট হইতে বর গ্রহণপূর্ব্বক কিরূপে তাহাকে পুরস্কৃত করিতে সমর্থ হইয়াছে, বিপ্রের মুখ হইতে তাহার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তথায় আগমন করিয়াছে ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত এবং তাহার প্রতিজ্ঞার কথা, তাহার নিকট আদ্যোপান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণনা করিয়া পুনরায় তাহাকে বলিল, "প্রিয়তমে, নরপতি নরসিংহ বলশালী, তাহাকে সৈন্য দ্বারা পরাজিত করা সম্ভব হইবে না। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আমি তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছুক নই কারণ আমি আকাশমার্গে গমন করিবার শক্তি ধারণ করি, সে মাত্র ভূতলেই অবস্থান করিতে সমর্থ। কিন্তু কোন্ ক্ষত্রিয় অধর্ম্মযুদ্ধে জয়ী হইতে ইচ্ছা করে? আমার সংকল্পের উদ্দেশ্য হইতেছে যে, ঐ নৃপতি দ্বারদেশে অপেক্ষা করিবে এবং প্রতীহার উহার আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিবে। এই বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য কর।" (১২৪-১৩৪)

এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই বারবিলাসিনী বলিল, "তোমার অনুরোধে আমি কৃতার্থ হইয়াছি," এবং প্রতীহারদিগকে আহ্বান করিয়া বলিল, "যখন নৃপতি নরসিংহ আমার গৃহে আগমন করিবেন তোমাদের সতর্কদৃষ্টি তাঁহার উপর নিবন্ধ করিবে এবং যখন তিনি প্রবেশ করিতে উদ্যত হইবেন তখন তোমরা বারংবার বলিবে, "মহারাজ, নৃপতি নরসিংহ আপনার ভক্ত এবং আপনার প্রতি অনুরক্ত" এবং যখন তিনি নয়ন উত্তোলনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিবেন, "এখানে কে আছে?" তখন তোমরা তৎক্ষণাৎ বলিবে "বিক্রমাদিত্য হেথায় বিরাজ করিতেছেন।" এই আদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে প্রস্থান করিতে বলিয়া সে প্রতিহারীকে বলিল, "ভূপতি নরসিংহ প্রবেশ করিতে

চাহিলে তাহাকে বাধা প্রদান করিও না।" এই প্রকার আদেশ প্রদানকরতঃ প্রাণপ্রিয়তমকে পুনর্প্রাপ্ত হইয়া সে নির্ভয়ে স্বীয় ধনরাশি বিতরণ করিতে লাগিল।

নৃপতি নরসিংহ মদনমালার গৃহে গমন করা পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু সুবর্ণমূর্ত্তির অধিকারিণী হইয়া সে প্রচুর ধনবিতরণ করিতেছে এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সে তাহার গৃহে আগমন করিল। যখন সে প্রতীহার কর্ত্তৃক বারিত না হইয়া প্রবেশ করিল তখন সকল বন্দী বহির্দ্বার হইতেই উচ্চরবে বলিতে লাগিল, "দেব, নৃপতি নরসিংহ আপনার অনুগত ও ভক্ত।" ইহা শ্রবণ করিয়া নৃপতি ক্রুদ্ধ এবং ভীত হইয়া জিজ্ঞাসান্তে তথায় রাজা বিক্রমাদিত্য অবস্থান করিতেছেন জ্ঞাত হইয়া মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। (১৩৫-১৪৪) অতঃপর এই ভূপতি আমার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার দ্বারদেশে আমি ঘোষিত হইব। বহু পূর্ব্বেকৃত তাহার সেই সংকল্প সে রক্ষা করিয়াছে। নৃপতি সত্য সত্যই বলশালী, আমাকে এই প্রকারে অদ্য পরাভূত করিয়াছে। সে একাকী আমার রাজ্যে একটি গৃহে আগমন করিয়াছে, সুতরাং আমি তাহাকে হত্যা করিব না। বরং আমি এখন প্রবেশ করি।" এইরূপ চিন্তা করিয়া সমস্ত বন্দী কর্ত্তৃক বিঘোষিত হইয়া সে প্রবেশ করিল। নৃপতি বিক্রমাদিত্যও তাহাকে সহাস্যে প্রবেশ করিতে দর্শন করিয়া উত্থিত হইয়া সহাস্যবদনে তাহাকে আলিঙ্গন করিল। তখন দুই নৃপতি পরস্পরের কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিল এবং মদনমালা তাহাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিল।

কথোপকথনের সময় ঐ সুবর্ণমূর্ত্তি সমূহ কোথায় প্রাপ্ত হইয়াছে, বিক্রমাদিত্যকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, কি করিয়া পাপাত্মা ভিক্ষুকে হত্যা করিয়া আকাশমার্গে বিচরণ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছে এবং কি প্রকারে ধনপতি কুবেরের নিকট হইতে বরলাভ করিয়া অক্ষয় পঞ্চসুবর্ণ মূর্ত্তি লাভ করিয়াছে ইত্যাদি তাহার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বিক্রমাদিত্য তাহার নিকট সবিস্তারে বর্ণনা করিল। নৃপতি নরসিংহ বিক্রমাদিত্যকে মহাশক্তিশালী নভোমার্গে বিচরণ করিবার শক্তিধর ও অপাপবুদ্ধি দর্শন করিয়া তাহার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইল এবং তাহাকে সম্বর্ধনাপূর্ব্বক স্বীয় প্রাসাদে আনয়ন করিয়া সোপচারে যথাবিধি সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক অতিথি সৎকার করিল। (১৪৫-১৫৪) এই প্রকারে সম্মানিত হইয়া নৃপতি বিক্রমাদিত্য তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক মদনমালার আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অতঃপর স্বীয় সাহস ও প্রজ্ঞাবলে আপনার

দুস্তর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া বিক্রমাদিত্য স্বীয় নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কৃতসংকল্প হইল। মদনমালা তাহার বিরহ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় গৃহ ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণকরতঃ তাহার সহিত গমন করিতে উৎসুক হইল। অতঃপর নৃপচান্দ্রমা বিক্রমাদিত্য সর্ব্বতোভাবে একান্ত তাহাতেই অনুরক্ত মদনমালার সহিত মদনমালার গজ, অশ্ব ও পদাতিক সমভিব্যাহারে পাটলিপুত্র নগরীতে প্রস্থান করিল। তখন তাহার প্রতি অনুরাগবশতঃ স্বদেশত্যাগী মদনমালার সাহচর্য্যে নৃপতি নরসিংহের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তথায় সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

হে দেব, এই প্রকারে কখন কখন বারবিলাসিনীরা উদারচেতা হইয়া নৃপতিদিগের সদ্বংশজা পরস্ত্রী ভার্য্যাদিগের অপেক্ষাও বিশ্বস্তা হয়! মরুভূতির মুখ হইতে এই মহৎ কাহিনী শ্রবণ করিয়া নরবাহনদত্ত এবং তাহার মহৎ বিদ্যাধর কুলোদ্ভবা নববধূরত্নপ্রভা অতিশয় প্রহৃষ্ট হইল। (১৫৫-১৬১)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের রত্নপ্রভা লম্বকের চতুর্থ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—১৬১
ক্রমিক সংখ্যা—৬৪৩৯

পঞ্চম তরঙ্গ

মরুভূতি এই কাহিনী নিবেদন করিলে সৈন্যাধ্যক্ষ হরিশিখ নরবাহনদত্তের সম্মুখে বলিল, "ইহা সত্য যে সৎনারীগণের নিকট স্বামীর তুল্য মূল্যবান আর কিছুই নাই। প্রমাণস্বরূপ এই বিচিত্রতর কাহিনী শ্রবণ করুন।

শৃঙ্গভুজ ও রাক্ষসকন্যার কাহিনী

এই পৃথিবীতে বর্ধমানপুর নামক নগর আছে। তথায় বীরভুজ নামক ধার্মিকশ্রেষ্ঠ নৃপতি বাস করিত। তাহার শত ভার্যা থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগের মধ্যে গুণবরা নাম্নী রাজ্ঞী তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ শত পত্নীর একটিও পুত্র সন্তান ছিল না! সুতরাং সে শ্রুতবর্ধন নামক বৈদ্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "এমন কোন ঔষধ আছে কি যাহার সাহায্যে পুত্রোৎপাদন করা যাইতে পারে?" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বৈদ্য বলিল, "দেব, আমি উক্ত প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারি কিন্তু নৃপতি আমাকে একটি বন্য ছাগল যোগাড় করিয়া দিবেন।" বৈদ্যের এই বাক্য শ্রবণান্তে নৃপতির আদেশে প্রতীহার কর্তৃক অরণ্য হইতে একটি ছাগল আনীত হইল। ভিষক্ ছাগলটিকে নৃপতির সূপকারদিগের হস্তে অর্পণ করিলে তাহারা উহার মাংস দ্বারা রাজ্ঞীদিগের নিমিত্ত উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিল। রাজ্ঞীদিগকে কোন একস্থানে মিলিত হইবার আদেশ করিয়া রাজা দেবার্চ্চনার নিমিত্ত প্রস্থান করিল। নবনবতি রাজ্ঞী একত্রিত হইল কিন্তু গুণবরা পূজারত নৃপতির সহিত ছিল বলিয়া তথায় অনুপস্থিত ছিল। তাহারা একত্রিত হইলে গুণবরার অনুপস্থিতি লক্ষ্য না করিয়া বৈদ্য ঐ ব্যঞ্জনের সম্পূর্ণ অংশ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রাজ্ঞীদিগকে সেবনার্থে প্রদান করিল। (১-১২) পূজান্তে তৎক্ষণাৎ নৃপতি প্রিয়তমার সহিত তথায় সমাগত হইয়া ক্বাথ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়াছে দেখিয়া ভিষক্‌কে বলিল, "গুণবরার নিমিত্ত কি কিছুই রাখ নাই, এই ব্যাপারের প্রধান উদ্দেশ্যই তুমি বিস্মৃত হইয়াছ।" লজ্জিত বৈদ্যকে এই কথা বলিয়া নৃপতি সূপকারদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "ছাগমাংসের কিছুই কি অবশিষ্ট নাই?" সূপকারগণ যখন বলিল, "শৃঙ্গগুলি মাত্র অবশিষ্ট আছে।" তখন বৈদ্য বলিল, "সাধু! আমি শৃঙ্গ গর্ভজ বস্তু দ্বারা

উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইব। এই কথা বলিয়া শৃঙ্গমাংস হইতে ব্যঞ্জন প্রস্তুতকরতঃ চূর্ণমিশ্রিত করিয়া উহা গুণবরাকে প্রদান করিল। নৃপতির নবনবতি ভার্য্যা গর্ভবতী হইয়া যথাকালে পুত্রসন্তান প্রসব করিল। সর্ব্বশেষে প্রধানা মহিষী গুণবরা গর্ভবতী হইয়া অন্যান্য রাজ্ঞীদিগের পুত্রদের অপেক্ষা অধিকতর সুলক্ষণযুক্ত পুত্রসন্তানের জন্মপ্রদান করিল। শৃঙ্গমাংসের ব্যঞ্জন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া উহার পিতা ভূপতি পরম আহ্লাদিত হইয়া উহার শৃঙ্গভুজ নামকরণ করিল। সে অন্যান্য ভ্রাতাদিগের সহিত বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ হইলেও সর্ব্বগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইল। কালক্রমে সে রূপে কন্দর্পের ন্যায় ধনুর্ব্বিদ্যায় অর্জ্জুনের ন্যায় এবং পরাক্রমে ভীমের ন্যায় হইল। এইরূপে পুত্রের মাতা গুণবরা নৃপতির আরও অধিক প্রিয় হইয়াছে দৃষ্টে অন্যান্য রাজ্ঞীরা তাহার প্রতি ঈর্ষ্যান্বিতা হইল। (১৩-২৩)

অতঃপর তাহাদিগের মধ্যে অয়শোলেখা নাম্নী দুঃশীলা রাজ্ঞী অন্যান্য রাজ্ঞীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ম্লানমুখে অবস্থান করিতে লাগিল এবং নৃপতি যখন একদিন অন্তঃপুরে আগমনকরতঃ উহার কারণ জানিতে চাহিল তখন নিতান্ত ছদ্ম অনিচ্ছার সহিত বলিল, "আর্য্যপুত্র, আপনি স্বগৃহের অবমাননা কি প্রকারে সহ্য করেন? আপনি অন্যান্য ব্যক্তিদিগের গৃহে যাহাতে দোষ প্রবেশ না করে সে বিষয়ে যত্নবান্ কিন্তু নিজের গৃহ সম্বন্ধে উদাসীন কেন? সুরক্ষিত নামক যে যুবককে আপনি অন্তঃপুর-রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন আপনার মহিষী গুণবরা গোপনে তাহার প্রতি আসক্তা হইয়াছে। রক্ষীদিগের দুরূহ ব্যূহ ভেদ করিয়া পুরুষদিগের মধ্যে কেবলমাত্র সেই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে সমর্থ এবং গুণবরা তাহার সহিত বিহার করে। সম্প্রতি অন্তঃপুরে ইহাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়াছে।" ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা অতিশয় চিন্তাকুল হইল এবং অন্তঃপুরে প্রবেশকরতঃ রাজ্ঞীদিগের প্রত্যেককে এক এক করিয়া গোপনে প্রশ্ন করিলে তাহারা ষড়যন্ত্র মত সকলেই এক উত্তর প্রদান করিল। তখন মতিমান্ নৃপতি ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিল, "উহারা উভয়েই এইরূপ দোষ করিয়াছে ইহা অসম্ভব, কিন্তু জনপ্রবাদ ত সেইরূপ। কিন্তু উত্তমরূপে বিবেচনা না করিয়া আমি সম্প্রতি উহাদের কাহারও নিকট ইহা ব্যক্ত করিব না। সমস্ত বিষয়টির অবশেষ দর্শন করিবার নিমিত্ত কৌশলাবলম্বনে উহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখিব। (২৪-৩২) এইরূপে জল্পনা করিয়া নৃপতি পরদিবস অন্তঃপুর রক্ষক সুরক্ষককে ধর্ম্মাধিকরণে

আহ্বানকরতঃ তাহাকে ক্রোধচ্ছলে বলিল, "রে পাপি, আমি শ্রবণ করিয়াছি যে তুই ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিস্, সুতরাং তুই তীর্থদর্শনপূর্ব্বক প্রত্যাগত না হইলে তোর মুখ আমি দর্শন করিতে চাই না।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সে বিস্ময়ান্বিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "দেব, আমি কখন ব্রহ্মহত্যা করিলাম?" নৃপতি বলিয়া যাইতে লাগিল, "উহা লুক্কায়িত করিবার প্রয়াস করিস্ না। পাপক্ষালনের নিমিত্ত কাশ্মীর দেশে গমন কর। চক্রপাণি বিষ্ণু ঐ দেশ পূত করিয়াছেন। তথায় বিজয়ক্ষেত্র ও নন্দিক্ষেত্র নামক তীর্থদ্বয় এবং পাপীদিগকে পূত করিবার নিমিত্ত বরাহক্ষেত্র রহিয়াছে এবং বিতস্তা নামে গঙ্গাদেবী তথায় প্রবাহিতা ও প্রসিদ্ধ মণ্ডপক্ষেত্র উত্তরমানসও তথায় অবস্থিত। ঐ সমস্ত পুণ্য তীর্থক্ষেত্রে পাপক্ষালনপূর্ব্বক আমার মুখ দর্শন করিবি, নতুবা নহে।"

এই বলিয়া অসহায় সুরক্ষিতকে তীর্থযাত্রার ছলে দূরদেশে প্রেরণ করিয়া নৃপতি বীরভুজ কোপ, অনুরাগ, ও বিষাদগ্রস্ত হইয়া রাজ্ঞী গুণবরার নিকট গমন করিলে রাজাকে বিমর্ষদৃষ্টে সে তাহাকে সোদ্বেগে জিজ্ঞাসা করিল, "আর্য্যপুত্র, অদ্য অকস্মাৎ আপনাকে দুর্ম্মনা দৃষ্ট হইতেছে কেন?" নৃপতি উত্তরের ভান করিয়া বলিল, "দেবি, অদ্য জনৈক মহাজ্ঞানী জ্যোতিষী আগমনকরতঃ আমাকে বলিয়াছে, রাজন্, কিয়ৎকালের নিমিত্ত রাজ্ঞী গুণবরাকে কারাগারে নিক্ষেপকরতঃ আপনি স্বয়ং ব্রহ্মচারী জীবনযাপন করুন, নতুবা আপনি রাজ্যহারা হইবেন এবং রাজ্ঞী মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, এই কথা বলিয়া জ্যোতিষী প্রস্থান করিয়াছে। ইহাই আমার বিমর্ষতার কারণ।" (৩৩-৪৪) ভূপতি এই কথা বলিলে পতি-ভক্তিপরায়ণা রাজ্ঞী গুণবরা ভয়ে এবং অনুরাগে আকুল হইয়া তাহাকে বলিল, "আর্য্যপুত্র, অদ্যই আমাকে ভূগৃহে নিক্ষেপ করুন না কেন? জীবন বিনিময়েও যদি আপনার মঙ্গলসাধনে সমর্থ হই তবে কৃত-কৃতার্থ হইব। আমার বরং মরণ হউক, কিন্তু প্রভুর যেন অমঙ্গল না হয়। ইহজগতে এবং পরলোকে পতিই নারীর গতি।" তাহার এই উক্তি শ্রবণ করিয়া ভূপতি সাশ্রু নয়নে চিন্তা করিল, "আমার মনে হয় সুরক্ষিত কিংবা রাজ্ঞী কেহই দোষ করে নাই। তাহার মুখে ভয়ের কোন ছায়া দৃষ্ট হয় নাই। তথাপি এই অপবাদের নিশ্চয়তা নির্ণয় করিতেই হইবে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া সবিষাদে নৃপতি বলিল, "তবে এইস্থানেই কারাগার নির্ম্মিত করা হউক।" রাজ্ঞী তাহা অনুমোদন করিলে অন্তঃপুরে সুগম ভূগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাজ্ঞীকে তথায় অবরুদ্ধ করা হইল। রাজ্ঞীকে

যাহা বলা হইয়াছিল বিষণ্ণ পুত্র শৃঙ্গভুজ কারণ জানিতে চাহিলে তাহাকেও অবিকল সেইরূপ বলা হইল। নৃপতির মঙ্গল সাধিত হইবে জ্ঞানে রাজ্ঞী ভূগৃহকেই স্বর্গ বলিয়া মনে করিল। ভর্ত্তার সুখই সুখ, ইহা ব্যতীত সাধ্বী স্ত্রীগণ নিজের জন্য অন্য কোনও সুখ বাঞ্ছা করে না।

এই প্রকার বিহিত হইলে নৃপতির অয়শোলেখা নাম্নী অন্য পত্নী স্বীয় নির্বাসভুজ নামক পুত্রকে স্বেচ্ছায় বলিল, 'আমাদের শত্রু গুণবরাকে ভূগৃহে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। এখন তাহার পুত্রকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারিলে উত্তম কার্য্য হইবে। সুতরাং বৎস, তোমার অন্যান্য ভ্রাতৃগণের সহিত আলোচনা করিয়া এমন পন্থা আবিষ্কার কর যাহাদ্বারা শৃঙ্গভুজকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা যায়।' মাতা কর্ত্তৃক এই প্রকারে উপদিষ্ট হইয়া নির্ব্বাসভুজ ঈর্ষ্যাপ্রযুক্ত তাহার ভ্রাতাদিগের গোচরে উহা আনয়নপূর্ব্বক কোন উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। (৪৫-৫৭)

অনন্তর একদা যখন রাজপুত্রগণ অস্ত্র-শস্ত্রাদির প্রয়োগ শিক্ষা করিতে-ছিল, তখন রাজপ্রাসাদের সম্মুখে এক বিশালকায় বক দৃষ্ট হইল। যখন তাহারা সবিস্ময়ে ঐ বৃহদাকার পক্ষীটি নিরীক্ষণ করিতেছিল তখন অলৌকিক শক্তিধারী এক ক্ষপণক তথায় আগমনকরতঃ তাহাদিগকে বলিল, 'রাজকুমারগণ, ইহা বক নহে, অগ্নিশিখ নামক ছদ্মবেশী রাক্ষস, এইরূপ ছদ্মবেশে নগর ধ্বংস করিয়া থাকে। সুতরাং শর ক্ষেপণপূর্ব্বক শরাঘাতে উহাকে এই স্থান হইতে বিতাড়িত কর।' ক্ষপণকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নবনবতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণ শরনিক্ষেপ করিলেও একটি শরও ঐ বককে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। তখন নগ্ন ক্ষপণক উহাদিগকে বলিল, "তোমাদের শৃঙ্গভুজ নামক এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই বককে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। সে উপযুক্ত ধনুঃ গ্রহণ করুক।" এই কথা শ্রবণ করিয়া পামর নির্ব্বাসভুজ মাতৃ আজ্ঞা স্মরণকরতঃ উহা সাধন করিবার উপায় উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "শৃঙ্গভুজকে নির্ব্বাসিত করিবার উপায় আগত হইয়াছে। উহাকে পিতার ধনুঃশর প্রদান করিব। সুবর্ণ শর বিদ্ধ হইয়া ঐ বক প্রস্থান করিলে আমরা যখন ঐ শর অন্বেষণ করিতে থাকিব, তখন শৃঙ্গভুজ উহার পশ্চাদ্ধাবন করিবে। যখন সে অন্বেষণ সত্ত্বেও বকরূপী ঐ রাক্ষসের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিবে না তখন সে ইতস্ততঃ বিচরণ করিবে। শর উদ্ধার না করিয়া শৃঙ্গভুজ কিছুতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না।" এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই পাপাত্মা বক বধার্থ শৃঙ্গভুজকে পিতার কার্ম্মুক প্রদান

করিলে বলী রাজপুত্র শর যোজনাপূর্ব্বক রত্নপুংখ সুবর্ণ শরদ্বারা ঐ বককে বিদ্ধ করিল এবং বকটিও শরীরস্থ বিদ্ধ তীর গ্রহণপূর্ব্বক উড্ডীন হইয়া পলায়ন করিল। তাহার আঘাত হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত ক্ষরিত হইতেছিল। পামর নির্ব্বাসভুজ কর্ত্তৃক উদ্বুদ্ধ হইয়া নির্ব্বাসভুজ ও তাহার ভ্রাতৃগণ সাহসী শৃঙ্গভুজকে বলিল, "পিতার সুবর্ণ-তীর আমাদিগকে প্রদান কর নতুবা তোমার চক্ষের সম্মুখেই আমরা দেহ-ত্যাগ করিব। পিতাকে যদি উহা প্রদান করিতে না সমর্থ হই তবে তিনি আমাদিগকে এই দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন, কারণ ঐ তীরের মত আর একটি তীর প্রাপ্ত হওয়া অথবা প্রস্তুত করা যাইবে না।" (৫৮-৭৩)
ঐ কথা শ্রবণ করিয়া শৃঙ্গভুজ শঠদিগকে বলিল, "তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর, ভীত হইও না, শঙ্কা পরিত্যাগ কর। আমি ঐ রাক্ষসাধমকে হত্যা করিয়া ঐ শর পুনরুদ্ধার করিব।" এই কথা বলিয়া শৃঙ্গভুজ স্বীয় ধনুর্ব্বাণ গ্রহণকরতঃ ভূতলে পতিত রক্তবিন্দু অনুসরণ করিয়া রাক্ষস যেদিকে গমন করিয়াছিল সেইদিকে প্রস্থান করিল। অন্যপুত্রেরা প্রসন্ন চিত্তে মাতৃসমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শৃঙ্গভুজ ক্রমশঃ গমন করিতে করিতে অবশেষে এক দূর অরণ্যে প্রবেশ করিল। অন্বেষণ করিতে করিতে যথাসময়ে পতিত পুণ্যবৃক্ষের ফলস্বরূপ একটি বৃহৎ নগরী দেখিতে পাইল। একটি তরুমূলে বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট হইলে সে মুহূর্ত্ত মধ্যে জনৈকা অতিশয় রূপবতী নারীকে তথায় আগমন করিতে দেখিল। মনে হইল বিধাতা যেন কোন অদ্ভুত কৌশলে উহাকে যুগপৎ বিষ এবং অমৃত দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন, কারণ উহার অবর্ত্তমানে দেহপ্রাণ শূন্য হইত এবং উহার উপস্থিতি ছিল প্রাণদায়িনী। ঐ রমণী ধীরে সপ্রেম নয়নে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে রাজপুত্র প্রেমাসক্ত হইয়া তাহাকে শুধাইল, "হরিণনয়নে, এই পুরীর নাম কি এবং কে এই পুরাধিপতি? তুমিই বা কে এবং কি কারণে হেথায় আগমন করিয়াছ? আমাকে সব বল।" তখন সেই সুদতী পার্শ্বদেশে ভূমিতলে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া স্নিগ্ধ মধুর বাক্যে বলিল, "এ নগর সর্ব্বসুখের আলয় ধূমপুর। এখানে অগ্নিশিখ নামক প্রবল পরাক্রান্ত রাক্ষস বাস করেন। আমি রূপশিখা নাম্নী তাহার অতুলনীয়া দুহিতা। তোমার অনুপমরূপে হৃতহৃদয়া হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি। এখন আমাকে বল তুমি কে এবং কি নিমিত্ত হেথায় আগমন করিয়াছ।" সে এই কথা বলিলে তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া সে কোন্ মহীপতির পুত্র এবং ধূমপুরে তীরের সন্ধানে আগমন করিয়াছে

ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। (৭৪-৮৭) অনন্তর রূপশিখা সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিল, "তোমার তুল্য ধনুর্দ্ধর ত্রিভুবনেও নাই। আমার পিতা যখন বকরূপে বিচরণ করিতেছিলেন তখন তুমি তাঁহাকে প্রচণ্ড শরদ্বারা বিদ্ধ করিয়াছ। আমি সেই সুবর্ণ তীরটি ক্রীড়নকরূপে ব্যবহার করিতেছি। বিশল্যকরণীমুখ্য—মহৌষধিবিৎ মদনদংষ্ট্র মন্ত্রী পিতার ব্রণ সদা নিরাময় করিয়াছেন। আমি পিতৃসকাশে গমনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া তোমাকে সত্বর তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিব। হে আর্য্য পুত্র, এখন আমার হৃদয় তোমাতে সম্পূর্ণ ন্যস্ত হইয়াছে, তোমাকে এখন ঐ নামেই সম্বোধন করিব।"

এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া শৃঙ্গভুজকে তথায় রাখিয়া সে সত্বর তাহার পিতা অগ্নিশিখের নিকট গমন করিয়া তাহাকে বলিল, "পিতঃ, শৃঙ্গভুজ নামক এক রাজপুত্র হেথায় আগমন করিয়াছেন। রূপে কুলে, শীলে, বয়সে এবং গুণে ইহার তুল্য আর কেহ নাই। নিশ্চয়ই ইনি মনুষ্য নহেন, কোনও দেবাংশে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। উঁহাকে পতিরূপে প্রাপ্ত না হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ ত্যাগ করিব।" সে এই কথা বলিলে তাহার পিতা রাক্ষস তাহাকে বলিল, "পুত্রি, মনুষ্যেরা আমাদিগের উপযুক্ত খাদ্য। তুমি যদি এই রূপই মনঃস্থির করিয়া থাক তবে তাহাই হোক্। তোমার রাজপুত্রকে হেথায় আনয়ন করিয়া আমাকে দর্শন করাও।" এইকথা শ্রবণ করিয়া রূপশিখা শৃঙ্গভুজের নিকট গমনকরতঃ স্বীয় কৃতকর্ম্মের কথা বলিয়া তাহাকে পিতৃ সমীপে আনয়ন করিলে শৃঙ্গভুজ তাহার নিকট আনত হইল। সেই যুবতীর পিতা অগ্নিশিখাও তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "রাজকুমার, আমি আমার কন্যা রূপশিখাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিতেছি। কদাচ আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না। শৃঙ্গভুজ আনত হইয়া তাঁহাকে বলিল, "আমি কখনও আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিব না। (৮৮-৯৮) শৃঙ্গভুজ এই কথা বলিলে অগ্নিশিখা প্রহৃষ্টচিত্তে তাহাকে বলিল, "উত্থান কর, স্নানান্তে স্নানাগার হইতে এইস্থানে আগমন করিবে।" তাহাকে এই কথা বলিয়া স্বীয় দুহিতাকে বলিল, "তোমার ভগিনীগণকে এইস্থানে সত্বর আনয়ন কর।" অগ্নিশিখ এইরূপ আদেশ করিলে শৃঙ্গভুজ ও রূপশিখা উভয়ে আদেশ পালনে প্রতিশ্রুত হইয়া প্রস্থান করিল।

তখন সখী রূপশিখা শৃঙ্গভুজকে বলিল, "আর্য্যপুত্র, আমার একশত রাজকুমারী ভগিনী আছে। একই প্রকার বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া আমাদের সকলের সম্পূর্ণ একই প্রকার রূপ। আমাদের কণ্ঠহারও একই প্রকার।

আমাদের পিতা একই স্থানে আমাদিগকে একত্রিত করিয়া তোমাকে বিভ্রান্ত করিবার নিমিত্ত বলিবেন, "ইহাদের মধ্য হইতে তোমার অভীষ্টাকে বরণ কর।" আমি জানি ইহাই তাঁহার ছলাকলা, নতুবা আমাদের সকলকে হেথায় একত্রিত হইতে বলিলেন কেন? সুতরাং আমরা একত্রিত হইলে আমি আমার কণ্ঠহার কণ্ঠে সংলগ্ন না করিয়া আমার শিরে স্থাপন করিব। এই লক্ষণ দ্বারা তুমি আমাকে চিনিতে পারিয়া বনমালা আমার কণ্ঠে নিক্ষেপ করিবে। আমার পিতা স্বল্পবুদ্ধি এবং বিবেকরহিত। রাক্ষস হইয়া তাঁহার সহজাত শক্তি আমার কি প্রয়োজনে আসিবে? সুতরাং তিনি তোমাকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত যে কার্য্য করিতে বলিবেন তাহা সম্পাদন করিতে তুমি প্রতিশ্রুত হইবে। কিন্তু তাহা পূর্ব্বাহ্নেই আমাকে বলিবে, কারণ কি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে আমি তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি। (৯৯-১০৯) এই কথা বলিয়া রূপশিখা তাহার ভগিনীদের নিকট গমন করিল এবং শৃঙ্গভুজও তাহার নির্দ্দেশমত কার্য্য করিতে অঙ্গীকার করিয়া স্নানার্থ প্রস্থান করিল। অতঃপর রূপশিখা তাহার ভগিনীদিগের সহিত পিতৃসকাশে আগমন করিল, এবং শৃঙ্গভুজও পরিচারিকা কর্ত্তৃক স্নাত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তখন অগ্নিশিখ শৃঙ্গভুজের হস্তে একটি বনমালা অর্পণ করিয়া বলিল, "এই রমণীদিগের মধ্যে তোমার অভীষ্টাকে ইহা প্রদান কর।" সে বনমালা প্রেমভরতঃ রূপশিখার কণ্ঠে নিক্ষেপ করিল। রূপশিখা পূর্ব্বেই সংকেত স্বরূপ তাহার কণ্ঠহার মস্তকে পরিধান করিয়াছিল। তখন অগ্নিশিখ রূপশিখা ও শৃঙ্গভুজকে বলিল, "আগামী কল্য প্রাতঃকালেই তোমাদের শুভ উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদন করিব।"

এই কথা বলিয়া প্রেমিক যুগলকে বিদায় প্রদানপূর্ব্বক অন্যান্য কন্যা-দিগকে তাহাদের কক্ষে প্রেরণ করিয়া অগ্নিশিখ সত্বর শৃঙ্গভুজকে পুনরায় আহ্বান করিয়া নগরের বহির্দ্দেশে গমনকরতঃ ঐস্থানে রক্ষিত একশত খারী (প্রায় ৫০০ কিলোগ্রাম) তিলবীজ ভূমিতে বপন কর।" এই কথা শ্রবণ করিয়া শৃঙ্গভুজ উদ্বিগ্ন হইয়া রূপশিখার নিকট ইহা প্রকাশ করিলে সে প্রত্যুত্তর করিল, "আর্য্যপুত্র, তুমি ইহাতে কিছুমাত্রও বিচলিত না হইয়া তথায় অবিলম্বে গমন কর। আমি মায়াবলে অনায়াসে এই কার্য্য সম্পাদন করিব। এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজকুমার তথায় গমনকরতঃ রাশি প্রমাণ তিলবীজ দর্শন করিয়া হতাশ চিত্তে ভূমি কর্ষণকরতঃ ঐ বীজ বপন করিতে উদ্যত হইলে বিস্ময়ান্বিত হইয়া প্রত্যক্ষ করিল যে তাহার প্রিয়তমা মায়াবলে যথারীতি ভূমি কর্ষণকরতঃ বীজ বপন করিয়া রাখিয়াছে। (১১০-১২০)

অগ্নিশিখের নিকট গমন করিয়া "ঐ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে" এই কথা বলিলে বঞ্চক রাক্ষস তাহাকে বলিল, "আমি ঐ তিল রাশি বপন করিতে ইচ্ছা করি না। পুনরায় উহাদিগকে রাশীকৃত কর।" ইহা শ্রবণ করিয়া পুনরায় রূপশিখার নিকট গমন করিয়া তাহাকে এই কথা বলিলে সে মায়াবলে অজস্র পিপীলিকা সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের দ্বারা তিলবীজ সমূহ একত্রিত করিল। ইহা দর্শন করিয়া শৃঙ্গভুজ অগ্নিশিখের নিকট গমন করিয়া তাহাকে বলিল যে বীজসমূহ পুনর্ব্বার রাশীকৃত করা হইয়াছে।

তখন মূর্খ শঠ অগ্নিশিখ তাহাকে বলিল, "এইস্থান হইতে মাত্র দুই যোজনদূরে দক্ষিণদিকে অরণ্য মধ্যে একটি শূন্য শিবমন্দির আছে। তথায় আমার প্রিয়ভ্রাতা ধূমশিখ বাস করে। তথায় সত্বর গমনকরতঃ মন্দিরের সম্মুখে বলিবে, 'ধূমশিখ, তোমাকে সপার্ষদ নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত তোমার ভ্রাতা অগ্নিশিখ আমাকে দূত স্বরূপ তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছে। সত্বর আগমন কর, কারণ আগামীকল্য প্রাতঃকালে রূপশিখার উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদিত হইবে।' এই বার্ত্তাপ্রদান করিয়া সদ্য এইস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে এবং আগামীকল্য আমার কন্যা রূপশিখাকে বিবাহ করিবে।" (১২১-১২৯) সেই পাপাত্মা শৃঙ্গভুজকে এই কথা বলিলে সে "তাহাই হইবে" এই বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক রূপশিখার নিকট গমন করিয়া তাহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে সেই সাধ্বী তাহাকে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা, বারি, কণ্টক এবং স্বীয় দ্রুতগামী অশ্ব প্রদানপূর্ব্বক বলিল, "এই অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সেই দেবায়তনকে প্রণাম করিয়া পিতা যেরূপ নিমন্ত্রণ করিতে বলিয়াছেন ধূমশিখকে তদ্রূপ বলিয়া দ্রুতবেগে এই অশ্বপৃষ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। মধ্যে মধ্যে মস্তক ফিরাইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিবে। যদি ধূমশিখকে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতে দর্শন কর তবে তাহার পথে তোমার পশ্চাতে তাহার দিকে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিবে। ইহা সত্ত্বেও যদি ধূমশিখ তোমার পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকে তবে তুমি এই বারি অনুরূপ ভাবে তাহার পথে নিক্ষেপ করিবে। তথাপি সে যদি আসিতে থাকে তবে একইভাবে তাহার পথে এই কণ্টকরাশি নিক্ষেপ করিবে এবং তখনও যদি পশ্চাদ্ধাবন করে তবে তাহার পথে এই অগ্নি নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ করিলে তুমি সেই দৈত্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। যাও, বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইও না। অদ্য আমার মায়াবল প্রত্যক্ষ করিবে।" সে এই কথা বলিলে শৃঙ্গভুজ মৃত্তিকাদি গ্রহণপূর্ব্বক "আমি তাহাই করিব" এই বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক রূপশিখার অশ্বপৃষ্ঠে

আরোহণ করিয়া অরণ্যাস্থিত দেবমন্দিরে গমন করিল। তথায় সে বামদিকে পার্ব্বতীর এবং দক্ষিণদিকে গণেশের মূর্ত্তিসহ শিবকে প্রণাম করিয়া এবং অগ্নিশিখের নিমন্ত্রণ বার্ত্তা ধূম্রশিখের নিকট বিবৃত করিয়া সেই স্থান হইতে দ্রুতগতিতে অশ্বপৃষ্ঠে পলায়ন করিল। (১৩০-১৪০) মস্তক ফিরাইয়া ধূম্রশিখকে তাহার পশ্চাতে আগমন করিতে দেখিয়া সে তাহার পথে পশ্চাৎদিকে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিলে তাহা অচিরে একটি বিশাল পর্ব্বতের আকার ধারণ করিল। যখন সে দেখিল যে নিশাচর অতিকষ্টে পর্ব্বতারোহণপূর্ব্বক অগ্রসর হইতেছে তখন একইপ্রকারে জলরাশি পশ্চাৎদিকে নিক্ষেপ করিলে উহা উহার পথে তরঙ্গ সমাকুলা বিপুলকায়া নদীরূপে পরিণত হইল। অতিকষ্টে ঐ নদীও অতিক্রম করিয়া রাক্ষস উহা হইতে নির্গত হইলে রাজকুমার তাহার পশ্চাতে অগ্নি নিক্ষেপ করা মাত্র তরুগুল্মাদি প্রজ্বলিত হইল। খাণ্ডবের ন্যায় ঐ অগ্নিরাশি দুরতিক্রম্য দর্শন করিয়া ধূম্রশিখ ক্লান্ত ও ভীত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা বলিল। সেই সময় রূপশিখার মায়াবলে বিভ্রান্ত হইয়া সে আকাশমার্গের চিন্তা না করিয়া পদদলেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল।

তখন শৃঙ্গভুজ মনে মনে তাহার প্রিয়তমার যাদুবলের প্রশংসা করিতে করিতে নির্ভয়ে ধূম্রপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। (১৪১-১৪৯) হৃষ্টা রূপশিখাকে তাহার অশ্ব প্রত্যর্পণ করিয়া সে অগ্নিশিখের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিল, "আপনাব ভ্রাতা ধূম্রশিখকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলাম।" সে এই কথা বলিলে অগ্নিশিখ বিভ্রান্ত হইয়া তাহাকে বলিল, "যদি বাস্তবিকই তথায় গমন করিয়া থাক তবে তথাকার কোনও অভিজ্ঞানের কথা আমাকে বল।" কুটিল রাক্ষস শৃঙ্গভুজকে এই কথা বলিলে সে উত্তর করিল, "শ্রবণ করুন, আমি একটি অভিজ্ঞানের কথা বলিতেছি। সেই মন্দিরে শিবের বামপার্শ্বে পার্ব্বতীর এবং দক্ষিণপার্শ্বে গণেশের মূর্ত্তি আছে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া অগ্নিশিখ বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিল, "কি আশ্চর্য্য, সে কি তথায় গমন করিয়াছিল এবং আমার ভ্রাতা উহাকে ভোজন করিতে সমর্থ হয় নাই? তবে এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই মনুষ্য মাত্র নহে, নিশ্চয়ই কোন দেবতা হইবে। আমার দুহিতাকে বিবাহ করুক, উহার উপযুক্ত পতি হইবে।" এইরূপে চিন্তা করিয়া সে সফল প্রার্থীরূপে শৃঙ্গভুজকে রূপশিখার নিকট প্রেরণ করিল। তাহার একবারও বোধগম্য হইল না যে পরিবারের ভিতরেই বিশ্বাসঘাতকের অস্তিত্ব আছে। বিবাহোৎসুক হইয়া শৃঙ্গভুজ তথায় গমনকরতঃ রূপশিখার সহিত পান

ভোজনান্তে কোনপ্রকারে সেই নিশি যাপন করিল। পরদিবস অগ্নিশিখ প্রাতঃকালে অগ্নিসাক্ষী করিয়া যথাবিধি উপচারে রূপশিখার সহিত তাহার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিল। রাক্ষসদুহিতা এবং রাজকুমারের মধ্যে অতি অল্পই সাদৃশ্য আছে কিন্তু আমাদের প্রাক্তন কর্ম্মের ফল বাস্তবিকই আশ্চর্য্যজনক। রাক্ষসের প্রিয় কন্যাকে প্রাপ্ত হইয়া রাজকুমারের মনে হইল সে রাজহংস, পংক হইতে সুকোমল পংকজ উদ্ধার করিয়াছে। রাক্ষসের মায়াবলে লব্ধ নানাবিধ উত্তম দ্রব্যাদি ভোগ করিয়া সে কেবলমাত্র তাহাতে অনুরক্তা রূপশিখার সহিত তথায় বাস করিতে লাগিল। (১৫০-১৬১)

কতিপয় দিবসান্তে সে গোপনে রূপশিখাকে বলিল, "প্রিয়তমে, চল আমরা মদীয় রাজধানী বর্দ্ধমানপুরে গমন করি। শত্রুদিগের দ্বারা স্বীয় রাজধানী হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া থাকা আমাব পক্ষে অসহ্য। আমার ন্যায় ব্যক্তিগণ আত্মসম্মানকে প্রাণতুল্য প্রিয় জ্ঞান করে। আমার নিমিত্ত তুমি তোমার জন্মভূমি ত্যাগ কর, যদিও ইহা অতিশয় দুষ্কর। পিতার নিকট এই কথা নিবেদনকরতঃ সুবর্ণ তীরহস্তে আগমন কর।" শৃঙ্গভুজ এইকথা বলিলে রূপশিখা প্রত্যুত্তর করিল, "তোমার আদেশ আমি অচিরেই পালন করিব। আমি জন্মভূমি অথবা আত্মীয়স্বজনের কথা ভাবি না, তুমিই আমার সব। সুস্ত্রীলোকের পতি ভিন্ন অন্য গতি নাই। কিন্তু পিতাকে আমাদের সংকল্পের কথা জ্ঞাত করা উচিত হইবে না, কারণ তিনি আমাদিগকে যাইতে দিবেন না সুতরাং কোপনস্বভাব পিতার অজ্ঞাতেই আমাদিগকে প্রস্থান করিতে হইবে। পরিচারকদিগের নিকট হইতে আমাদের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যদি তিনি আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন তবে আমি আমার বিদ্যাবলে তাহা নিবারিত করিতে সমর্থ হইব, কারণ তিনি অজ্ঞ এবং মূর্খ।" তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সে পরদিবস তাহাকে সঙ্গে করিয়া যাত্রা করিল। রূপশিখা তাহাকে তাহার অর্দ্ধেক রাজত্ব প্রদান করিল এবং একটি পেটিকা অমূল্য রত্নাদি দ্বারা পূর্ণ করিয়া হেমশরও তাহার সহিত আনয়ন করিল। "আমরা উদ্যানে বিহার করিতে গমন করিতেছি," পরিচারকদিগকে এই প্রকারে বঞ্চনা করিয়া তাহারা উত্তম শরবেগ নামক অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক বর্দ্ধমানের দিকে প্রস্থান করিল। (১৬২-১৭১)

উহারা উভয়ে বেশ কিছুদূর অতিক্রম করিলে অগ্নিশিখ জানিতে পারিয়া ক্রোধবশে নভোমার্গে উহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। দূর হইতে তাহার বেগজনিত শব্দ শ্রবণ করিয়া রূপশিখা পথিমধ্যে শৃঙ্গভুজকে বলিল,

"আর্যপুত্র, পিতা আমাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার নিমিত্ত আগমন করিতেছেন. তুমি নির্ভয়ে এইস্থলে অবস্থানকরতঃ দেখ আমি কিপ্রকারে তাহাকে বঞ্চনা করি। তিনি তোমাকে কিংবা অশ্বকে দেখিতে পাইবেন না, কারণ আমি বিদ্যাবলে উভয়কেই অদৃশ্য করিব।" এই কথা বলিয়া সে অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক পুরুষ মূর্তি ধারণ করিল এবং কাষ্ঠাহরণার্থে আগত জনৈক কাঠুরিয়াকে বলিল, "একটি বিরাটকায় রাক্ষস হেথায় আগমন করিতেছে। তুমি শান্ত হইয়া থাকিও।" অতঃপর রূপশিখা কুঠার দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন করিতে নিরত রহিল এবং শৃঙ্গভুজ সহাস্যে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই মূঢ় রাক্ষস তথায় আগমনকরতঃ কাঠুরিয়ারূপিনী কন্যাকে দর্শন করিয়া আকাশ হইতে অবতরণপূর্ব্বক কোনও স্ত্রী এবং পুরুষ সেই স্থান দিয়া গমন করিয়াছে কিনা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল। তাহার পুরুষরূপী দুহিতা তখন অতি কষ্টের ভান করিয়া ক্লান্তস্বরে উত্তর করিল, "আমরা দুইজন কাঠুরিয়া বহুক্ষণ যাবৎ মৃত রাক্ষসাধিপতি অগ্নিশিখের দাহনার্থে প্রচুর কাষ্ঠ ছেদন করিয়া পরিশ্রান্ত হওয়াতে আমাদের ক্লান্ত চক্ষে কেহই দৃষ্ট হয় নাই।" মূর্খ রাক্ষস এই কথা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "আমি কি মৃত ? ঐ দুহিতা দ্বারা আমার আর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে ? গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পরিজনদিগকে জিজ্ঞাসা করিব আমি মৃত কি জীবিত।" এইরূপ চিন্তা করিয়া অগ্নিশিখ সত্বর তাহার গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল, তাহার দুহিতা পতিসহ হাস্য করিতে করিতে পূর্ব্বের ন্যায় অগ্রসর হইতে থাকিল।

হাস্যাকুল পরিজনদিগকে স্বয়ং জীবিত আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা তাহাকে জীবিত বলিয়া আশ্বস্ত করিল এবং সে পুনরায় হৃষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। (১৭২-১৯৪) দূর হইতে ঘোর শব্দ শ্রবণে পুনরায় পিতা আগমন করিতেছেন জ্ঞাত হইয়া রূপশিখা অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ মায়াবলে পতিকে লুক্কায়িত রাখিয়া সেইপথে গমনরত একজন পত্রবাহকের হস্ত হইতে পত্রাদি গ্রহণকরতঃ পুনরায় পুরুষরূপ ধারণ করিল।

রাক্ষস পূর্ব্বের ন্যায় তথায় সমাগত হইয়া পুরুষবেশী কন্যাকে, "এই পথ দিয়া একটি পুরুষ ও একটি নারীকে গমন করিতে দেখিয়াছ কি ?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সে উত্তর করিল, "অদ্য রণে অগ্নিশিখ মরণাপন্নভাবে আহত হওয়ায় তাহার দেহে কিঞ্চিন্মাত্র

জীবন অবশিষ্ট আছে এবং সে স্বীয় রাজ্য স্বাধীন ভ্রাতা ধর্ম্মশিখকে প্রদান করিবার নিমিত্ত রাজধানীতে তাহাকে আহ্বান করিয়া আমাকে পত্রবাহকরূপে প্রেরণ করিয়াছে। এই নিমিত্ত আমার মন ব্যস্ত থাকায় আমি কাহারও দর্শন লাভ করি নাই।" এই কথা শ্রবণ করিয়া অগ্নিশিখ বলিল, "কি আশ্চর্য্য, আমি কি শত্রুগণ কর্ত্তৃক মরণাপন্নভাবে আহত হইয়াছি?" সে এই ব্যাপারে প্রকৃত সংবাদ আহরণার্থ উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তাহার একবারও মনে হইল না যে নিজেকে জিজ্ঞাসা করে, "কে মরণাপন্নভাবে আহত হইয়াছে? এইত আমি সুস্থদেহে নিরাপদে আছি।" বিধাতা মূর্খদিগকে তমোভাবাপন্ন করিয়া এইপ্রকারেই নির্ম্মিত করেন। গৃহে আগমনকরতঃ সংবাদটি ভিত্তিহীন জ্ঞাত হইয়া পরিজনদিগের নিকট বঞ্চনাবশতঃ পুনরায় উপহাসাস্পদ হওয়াতে শ্রান্ত হইয়া কন্যার কথা বিস্মৃত হইল। রূপশিখা তাহাকে প্রতারণা করিয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় পতি সকাশে আগমন করিল। সাধ্বী স্ত্রী পতির মঙ্গল ব্যতীত আর কিছুই বাঞ্ছা করে না। তদনন্তর শৃঙ্গভুজ পত্নীসহ সেই আশ্চর্য্য অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক পুনরায় দ্রুতবেগে বর্দ্ধমান নগরের দিকে অগ্রসর হইল। (১৮৫-১৯৫) পিতা বীরভুজ সস্ত্রীক তাহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিল। নৃপতি তাহাকে কৃষ্ণের সত্যভামার ন্যায় ভার্য্যা কর্ত্তৃক শোভিত দেখিয়া মনে করিল সে যেন পুনরায় নূতন করিয়া রাজ্যসম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক সস্ত্রীক পুত্র তাহার পাদ সংলগ্ন হইলে নৃপতি আনন্দাশ্রুপূর্ণ লোচনে তাহাকে উত্থিত করিয়া আলিঙ্গন করিল এবং মঙ্গল কার্য্যাদি সমাপনান্তে স্বীয় হতাশভাব অপনোদনপূর্ব্বক তাহাকে সোৎসবে রাজপ্রাসাদে আনয়ন করিল। "পুত্র কোথায় ছিল?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে শৃঙ্গভুজ আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। নির্ব্বাসভুজ প্রমুখ অন্যান্য ভ্রাতাদিগকে পিতৃসমীপে আহ্বানকরতঃ তাহাদিগকে সে হেমশর প্রদান করিল। অতঃপর রাজা বীরভুজ সমস্ত শ্রবণ ও দর্শন করিয়া উহাদিগের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া শৃঙ্গভুজকেই একমাত্র প্রকৃত পুত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

তখন প্রাজ্ঞ নরপতি সম্যক্ বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিল— নামে কেবলমাত্র ভ্রাতা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শত্রু ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও বিদ্বেষবশতঃ নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, আমার প্রিয়তমা পত্নীও তদ্রূপ নিরপরাধ সত্ত্বেও উহাদের মাতৃগণ তাহার উপর মিথ্যা দোষারোপ

করিয়াছিল, সম্প্রতি আমার এইরূপ সন্দেহ হইতেছে। আর বিলম্ব করিয়া কি হইবে ? অদ্যই সত্বর ইহার সত্যতা নিরূপণ করিব।" (১৯৬-২০৫) রাজকার্য্যে দিবস অতিবাহিত করিয়া রজনীতে ভূপতি তাহার অন্য পত্নী অয়োসলেখার কক্ষে প্রবেশ করিলে সে অতিশয় হর্ষান্বিতা হইল। নৃপতি তাহাকে প্রচুর মদ্যপান করাইল এবং সম্ভোগান্তে রাজ্ঞী রাজা সজাগ থাকিতেই সুপ্তাবস্থায় গদ্ গদ্ স্বরে বলিল, "যদি আমরা গুণবরার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ না করিতাম তবে রাজা কি কদাচ আমার সন্দর্শনে হেথায় আগমন করিত ?" দুষ্টা রাজ্ঞীর সুপ্তাবস্থায় উচ্চারিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপতি কৃতনিশ্চয় হইল এবং উত্থানপূর্ব্বক বহির্গমন করিল। স্বকক্ষে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক রাজা দাসীদিগকে আহ্বানকরতঃ তাহাদিগকে বলিল, "সত্বর গুণবরাকে ভূগৃহ হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে স্নাত করাইয়া এইস্থানে আনয়ন কর। জ্যোতিষী অমঙ্গল অপনোদনার্থে তাহার ভূগৃহ বাস মুক্তির যে দিনক্ষণ নিরূপণ করিয়াছিল তাহা আগত হইয়াছে।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া "তাহাই হইবে" বলিয়া তাহারা গুণবরাকে স্নানান্তে সুসজ্জিত করিয়া নৃপতির সমীপে সত্বর আনয়ন করিলে বিরহার্ণব অতিক্রম করিয়া সেই দম্পতী পরস্পর অতৃপ্ত আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া সেই রজনী যাপন করিল। তখন নৃপতি সহর্ষে রাজ্ঞীকে শৃঙ্গভুজের বৃত্তান্ত এবং পুত্রকে তাহার মাতার ভূগৃহ বাস এবং তথা হইতে নিষ্ক্রমণের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। ইতোমধ্যে অয়সোলেখা জাগ্রত হইয়া নৃপতি প্রস্থান করিয়াছে দৃষ্টে বাক্যচ্ছলে তাহাকে জব্দ করিয়াছে সন্দেহ করিয়া চরম বিষাদ প্রাপ্ত হইল। (২০৬-২১৫) প্রাতঃকালে নৃপতি বীরভুজ ও তাহার পত্নী রূপশিখাকে গুণবরার সমীপে আনয়ন করিল। শৃঙ্গভুজ ভূগৃহ হইতে নির্গতা তাহার জননীকে দর্শন করিয়া সাতিশয় হৃষ্ট হইল এবং নববধূর সহিত পিতামাতার চরণ বন্দনা করিল। ভ্রমণান্তে আগত পুত্র এবং উপযুক্তউপায়েপ্রাপ্তা পুত্রবধূকে আলিঙ্গন করিয়া সে সুখ হইতে সুখান্তর অনুভব করিতে লাগিল। পিতার আদেশে শৃঙ্গভুজ মাতার নিকট স্বীয় এবং রূপশিখার কৃত কর্ম্মাদি সবিস্তারে বর্ণনা করিলে গুণবরা সানন্দে বলিল, "বৎস, এই রূপশিখা তোমার জন্য কি না করিয়াছে ? এই বিচিত্র চরিত্রা বীরা রমণী তোমার নিমিত্ত স্বজীবন, স্বজন এবং স্বদেশ এই ত্রিবস্তু পরিত্যাগ করিয়াছে। এই নারী নিশ্চয়ই তোমার নিমিত্ত বিধিনির্দ্দিষ্টা কোনও দেবী হইবে। সে নিখিল সাধ্বী পতিব্রতা রমণীদিগের মস্তকোপরি পাদন্যস্ত করিয়াছে।" রাজ্ঞী এই কথা বলিলে

নৃপতি এবং মস্তক বিনত করিয়া রূপশিখা. সেই বাক্য অভিনন্দিত করিল। তন্মুহূর্ত্তে অন্তঃপুররক্ষক বহুপূর্ব্বে অয়সোলেখা কর্ত্তৃক বিড়ম্বিত সুরক্ষিত তীর্থদর্শন সমাপনান্তে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রতীহার কর্ত্তৃক ঘোষিত হইয়া নৃপতির চরণে প্রহৃষ্ট চিত্তে প্রণাম করিল। সম্প্রতি নৃপতি বীরভুজ সমস্ত বৃত্তান্তই জ্ঞাত হওয়ায় সুরক্ষিতকে বহুবিধ সম্মানে ভূষিত করিল। অন্যান্য রাজ্ঞীদিগকে সুরক্ষিত কর্ত্তৃক আহ্বান করাইয়া ভূপতি তাহাকে বলিল, "যাও, ইহাদিগকে ভূগৃহে নিক্ষেপ কর।" (২১৬-২২৬) ভীতা নারীদিগকে ভূগৃহে নিক্ষেপ করা হইলে সেই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া গুণবরা নৃপতির পাদলগ্না হইয়া করুণাপরবশ কহিল, "দেব, উহাদিগকে অধিক সময় ভূগৃহে রাখিবেন না। আমি ঐ ভীতা নারীদিগের অবস্থা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। উহাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন।" নৃপতিকে এই প্রকারে অনুরোধ করিয়া সে উহাদের কারাবাস নিবারণ করিল। প্রকৃত মহৎ যাহারা তাহারা শত্রুদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াই প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। নৃপতি এই প্রকারে ঐ রাজ্ঞীদিগকে বিদায় করিলে তাহারা বোধহয় মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত ছিল। গুণবরার মহদাশয়তার কথা চিন্তা করিয়া নৃপতির মনে হইল যে সে পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলেই এইপ্রকার পত্নী লাভ করিয়াছে। অতঃপর ভূপতি নির্ব্বাসভুজাদি অন্য পুত্রদিগকে কৌশলে নির্ব্বাসিত করিতে মনঃস্থ করিয়া তাহাদিগকে আহ্বানকরতঃ মিথ্যাভাষণ করিল, "এইরূপ শ্রুত হইয়াছি তোরা দুর্বৃত্তেরা জনৈক পথিক ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়াছিস্। সুতরাং একের পর এক সমস্ত তীর্থক্ষেত্র ভ্রমণ করিবি, এইস্থানে থাকিতে পারিবি না।" পুত্রগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতিকে শত চেষ্টা করিয়াও বুঝাইতে সমর্থ হইল না যে ইহা সত্য নহে। নৃপতি হঠকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল কে তাহাকে বারণ করিতে পারে? তখন ভ্রাতাদিগকে প্রস্থানোদ্যত দৃষ্টে শৃঙ্গভুজ অনুকম্পাজনিত সাশ্রুলোচনে পিতার নিকট নিবেদন করিল, "তাত, অনুগ্রহ করিয়া উহাদিগের এই একটি অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" এই কথা বলিয়া সে নৃপতির চরণ যুগলে পতিত হইল (২২৭-২৩৬) পুত্রকে রাজ্যভার বহনে সমর্থ এবং বিষ্ণু অবতারের ন্যায় বাল্যকালেই যশঃ এবং অনুকম্পায় ভূষিত দেখিয়া স্বীয়প্রকৃত মনোভাব গোপনপূর্ব্বক তাহাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও শৃঙ্গভুজের অভীপ্সিত কার্য্য করিল এবং সেই ভ্রাতৃগণ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তাহাদের জীবন-রক্ষক বলিয়া স্বীকার করিল। প্রজাবৃন্দ শৃঙ্গভুজের মহত্ত্বে চমৎকৃত হইয়া তাহার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইল।

পরদিবস জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ বর্ত্তমান থাকাসত্ত্বেও সর্ব্বগুণে তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়ায় পিতা নৃপতি বীরভুজ শৃঙ্গভুজকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিল। অভিষেকান্তে পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক শৃঙ্গভুজ নিখিল সৈনাবাহিনীসহ পৃথিবী জয় করিতে বহির্গত হইল। স্বীয় ভুজবলে অসংখ্য নৃপতিদিগের বিত্তাদি গ্রহণপূর্ব্বক নিখিলভুবনে স্বীয় যশঃ পরিব্যাপ্ত করিয়া সে প্রত্যাগত হইল। এইপ্রকারে বশ্যমান ভ্রাতাদিগের সহিত ভূভার বহন-করতঃ উদ্বেগহীন অবস্থায় শান্তিভোগী পিতামাতার হৃদয়ে আনন্দ উৎপাদন করিয়া সফলকাম শৃঙ্গভুজ ব্রাহ্মণদিগকে দান বিতরণ করিয়া সাফল্যের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপা রূপশিখার সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল।

শ্বশ্রূ ও পুত্রবধূ গুণররা এবং রূপশিখার ন্যায় সাধ্বী রমণীগণ এই প্রকারে স্বামীর প্রতি অনুরক্তা থাকিয়া তাহার সেবা করে।

হরিশিখের মুখ হইতে রত্নপ্রভাসহ নরবাহনদত্ত এইকাহিনী শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিল, "সাধু! সাধু!" অতঃপর দিবসের আহ্নিক কার্য্যাদি সমাপনান্তে ভার্য্যাসহ পিতা বৎসেশ্বরের সম্মুখে আহার সম্পাদনান্তে অপরাহ্ন সঙ্গীত ও ক্রীড়ায় অতিবাহিত করিয়া প্রিয়তমার সহিত সে স্বীয় কক্ষে রজনী যাপন করিল; (২৩৭-২৪৭)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের রত্নপ্রভা লম্বকের পঞ্চম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—২৪৭
ক্রমিক সংখ্যা—৬৬৮৬

ষষ্ঠ তরঙ্গ

অতঃপর পরদিবস প্রাতে নরবাহনদত্ত যখন রত্নপ্রভার কক্ষে অবস্থান করিতেছিল, গোমুখ প্রমুখ অন্যান্য সকলে তাহার নিকট আগমন করিল। কিন্তু আসবপানজনিত অলসতায় মরুভূতি পুষ্প ও অনুলেপনে সজ্জিত হইয়া মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছিল দেখিয়া গোমুখ তাহার সচিবসুলভ আচরণের নবসংস্করণ অবলোকনকরতঃ মরুভূতির তোৎলাবাকা ও স্খলিত গতির অনুকরণ করিয়া তাহাকে পরিহাস করিয়া বলিল "যৌগন্ধরায়ণের পুত্র হইয়াও তুমি নীতিজ্ঞান বিসর্জন দিয়া প্রাতঃকালেই মদ্যপান করিয়া প্রভুর নিকট আগমন করিয়াছে?" মত্ত মরুভূতি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সক্রোধে বলিল "কুমার কিংবা অন্য কোন গুরুজন আমাকে এই কথা বলিতে পারেন, ইত্যকপুত্র, তুই আমাকে শিক্ষা দেবার কে?" সে এই কথা বলিলে গোমুখ সহাস্যে কহিল "দুর্বিনীত ভৃত্যকে কি রাজপুত্র স্বমুখে ভৎর্সনা করিবে? কি কর্ত্তব্য তাহা পার্শ্বচরদিগকেই মনে করাইয়া দিতে হয়। আমি যে ইত্যকপুত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তুইত মন্ত্রী ঋষভ, তোর শ্লথগতিই তাহা প্রমাণ করে, দোষের মধ্যে তুই শৃঙ্গহীন মাত্র; গোমুখ তাহাকে এইরূপ বলিলে মরুভূতি প্রত্যুত্তর করিল "তোর মধ্যেও বৃষভত্ব রহিয়াছে, তথাপি জাতিসংকর হওয়াতে এখন পর্য্যন্তও তুই পোষ মানিস্ নাই।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই হাস্য করিয়া উঠিলে গোমুখ বলিল, "এই মরুভূতি বাস্তবিকই একটি রত্ন! শতচেষ্টাতেও যাহা ভেদ করা যায় না তাহার ভিতরে সূত্র (গুণ) কিপ্রকারে প্রবেশ করিবে? কিন্তু পুরুষরত্ন অন্য প্রকারের বস্তু, কারণ তাহা অনয়াসেই ভেদ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বালুসেতুর কাহিনী বর্ণনা করিতেছি। মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। (১-১২)

তপোদত্তের কাহিনী

প্রতিষ্ঠান নগরীতে তপোদত্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিত। পিতার বহুচেষ্টাতে সে বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা করে নাই। অনন্তর সকলে যখন তাহাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল তখন তাহার অনুশোচনা উপস্থিত হইল এবং বিদ্যালাভার্থ তপস্যা করিবার নিমিত্ত গঙ্গাতটে উপস্থিত হইল। সে

যখন উগ্রতপশ্চর্য্যায় নিরত ছিল শক্র তদ্দৃষ্টে বিস্মিত হইয়া তাহাকে বারণ করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তথায় আগমন করিলেন। তাহার নিকটস্থ হইয়া তিনি তট হইতে বালুকা সংগ্রহ করিয়া অনবরত ঊর্ম্মিমুখর গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এতদ্দৃষ্টে তপোদত্ত নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কুতূহলবশতঃ তাহাকে প্রশ্ন করিল "দ্বিজ, তুমি অনবরত এইরূপ করিতেছ কেন?" দ্বিজরূপী ইন্দ্র বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিলেন, "মনুষ্য ও জন্তুগণ যাহাতে পারাপার করিতে সমর্থ হয় তন্নিমিত্ত আমি গঙ্গার উপর একটি সেতু নির্ম্মাণ করিতেছি"। তখন তপোদত্ত তাহাকে বলিল, "মূর্খ, যে বালুরাশি ভবিষ্যতে নদীর স্রোতে অপসৃত হইবে তদ্দ্বারা কি সেতু নির্ম্মাণ করা সম্ভব?" দ্বিজ বেশী ইন্দ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "এই সত্য যদি তোমার জ্ঞাত থাকে তবে তুমি অধ্যয়ন অথবা শ্রবণ ব্যতীত বিদ্যালাভার্থ কেন ব্রতোপবাসাদি এবং তপশ্চর্য্যা করিতেছ? বিদ্যা যদি অধ্যয়ন ব্যতীত লাভ করা যায় তবে শশকেরও শৃঙ্গ থাকিতে পারে, আকাশকেও চিত্রিত করা যায়, এবং অক্ষর ব্যতীতও লেখন সম্ভবপর। এই প্রকারেই যদি বিদ্যা অর্জন করা যাইত তবে পৃথিবীতে কেহ আর পঠনপাঠন করিত না।" দ্বিজবেশী ইন্দ্র তপোদত্তকে এই কথা বলিলে চিন্তা করিয়া তাহার বোধগম্য হইল যে তাহার কথা অতীব সত্য এবং তপশ্চর্য্যা পরিত্যাগ-করতঃ সে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

"সুতরাং দেখিতে পাইতেছ সুধীব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত কথা মান্য করে কিন্তু দুর্ম্মতি মরুভূতিকে ন্যায়বাক্য বলিলে সে ক্রুদ্ধ হয়।" গোমুখ এই কথা বলিলে হরিশিখ সভামধ্যে বলিল, "দেব, ইহা অতীব সত্য যে মেধাবান ব্যক্তি ন্যায্য কথায় কর্ণপাত করে। যথা—(১৩-২৫)

বিরূপশর্ম্মার কাহিনী

পুরাকালে বারাণসীতে বিরূপশর্ম্মানামক উত্তম দ্বিজ বাস করিত। সে কুরূপ ও দরিদ্র ছিল। স্বীয় কুরূপ ও দারিদ্র্যে ক্লিস্ট হইয়া সে সুরূপ ও বিত্ত লাভার্থ তপোবনে গমনপূর্ব্বক কঠোর তপশ্চর্য্যা করিতে লাগিল। তখন দেবরাজ বিকৃত জরাজীর্ণ শৃগালরূপে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই মক্ষিকাবৃত দুর্লক্ষণ শৃগালকে দর্শন করিয়া বিরূপশর্ম্মা ধীরে ধীরে চিন্তা করিতে লাগিল, "পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতি নিবন্ধন পৃথিবীতে এইরূপ প্রাণীর জন্ম হয়। বিধাতা যে আমাকে এই প্রকার রূপ প্রদান করেন নাই, ইহা কম কথা নহে। এইরূপ বোধগম্য হওয়ায় বিরূপশর্ম্মা তপশ্চর্য্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বগৃহে গমন করিল।

"দেব, ইহা পরম সত্য যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে অল্পায়াসেই শিক্ষিত করা যায়, কিন্তু বিচারবুদ্ধিরহিত ব্যক্তিকে বহু চেষ্টাতেও শিক্ষিত করা যায় না।" হরিশিখ এই কথা বলিলে গোমুখও তাহা অনুমোদন করিল কিন্তু আসবপানে মত্ত মরুভূতি পরিহাস উপলব্ধি না করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল "গোমুখের বাক্যে শক্তি আছে, কিন্তু তোর মত বাচাল, কলহপ্রিয়, ক্লীবব্যক্তির বাহুতে শক্তি নাই।" মরুভূতি দ্বন্দ্বযুদ্ধে উন্মুখ হইয়া এই কথা বলিলে, নরবাহনদত্ত তাহাকে স্বয়ং শান্ত করিয়া সহস্যাননে তাহাকে বিদায় প্রদান করিল এবং বাল্যবন্ধুপ্রিয় নৃপতি আহ্নিকাদি সমাপনান্তে সেই দিবস পরম স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিল। পরদিবস সমস্ত মন্ত্রীরা উপস্থিত হইলে মরুভূতিও লজ্জানত শিরে তথায় আগমন করিল। প্রিয়তমা রত্নপ্রভা তখন রাজকুমারকে বলিল "আবাল্য-প্রীতিনিগড়ে নিবদ্ধ এইপ্রকার শুদ্ধচেতা মিত্রবর্গলাভ করিয়া আপনি ভাগ্যবান হইয়াছেন, এবং উহারাও আপনার মত স্নেহশীল প্রভু লাভ করিয়া সুখী হইয়াছে। নিঃসন্দেহে পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বলে আপনারা পরস্পরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া নরবাহনদত্তের নর্ম্মসুহৃদ বসন্তকের পুত্র তপন্তক বলিল "ইহা অকাট্য সত্য যে, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে আমরা প্রভুকে লাভ করিয়াছি, কারণ পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মের উপরই সমস্ত নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত কাহিনী শ্রবণ করুন—(২৬-৪১)

বিলাসশীল এবং ভিষক তরুণচন্দ্রের কাহিনী

শিবপুরী বিলাসপুরে সার্থকনামা বিলাসশীল নরপতি বাস করিত। তাহার কমলপ্রভা নাম্নী প্রাণসমা প্রিয়া পত্নী ছিল এবং সে বিলাসব্যসনে বহুক্ষণ তাহার সহিত কালক্ষেপ করিত। কালক্রমে রূপচোর জরা তাহাকে আক্রমণ করিলে সে অতিশয় বিষাদাকুল হইল। সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল "শীতক্লিষ্ট দলিত নলিনীর ন্যায় আমার এই শ্বেত-কেশাবৃত ম্লান আনন রাজ্ঞীকে কি প্রকারে দেখাইব? হায়! হায়! মৃত্যুই আমার বরং ভাল।" এইরূপ চিন্তান্বিত হইয়া রাজসভায় তরুণচন্দ্র নামক ভিষককে আহ্বান করিয়া সসম্মানে তাহাকে বলিল, "ভদ্র, তুমি বুদ্ধিমান এবং আমার প্রতি অনুরক্ত। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি এমন কোন উপায় আছে কি যাহা দ্বারা বার্দ্ধক্য রোধ করা যায়?" এই কথা শ্রবণ করিয়া এককলা বিশিষ্ট সার্থকনামা তরুণচন্দ্র

ষোলকলা বিশিষ্ট পূর্ণচন্দ্র হইবার মানসে চিন্তা করিতে লাগিল "এই মূর্খ নরপতির নিকট হইতে লাভবান হইতে ইচ্ছা করি এবং কি প্রকারে তাহা করা যাইবে আমাকে বাহির করিতেই হইবে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই বৈদ্য নৃপতিকে বলিল, "দেব, আপনি যদি মদ্‌প্রদত্ত এই ঔষধ সেবন করিয়া অষ্টমাসাবধি ভূগৃহে অবস্থান করিতে পারেন তবে আমি আপনার জরা মোচন করিব।" নৃপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া অনুরূপ ভূগৃহ নির্মাণ করাইল। বিষয়লোলুপ মূর্খেরা এই প্রকার বিচারশক্তিহীনই হইয়া থাকে। (৪২-৫১) কিন্তু তাহার মন্ত্রিগণ তাহার নিকট এই প্রকার যুক্তি উত্থাপন করিল, "যুগপ্রভাবে, হে দেব, পুরাকালে সত্ত্ববান ব্যক্তিরা তপস্যা ও আত্মসংযম প্রভাবে রসায়ণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন কিন্তু এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে উপযুক্ত দ্রব্যের অভাবে অধুনাতন ভেষজসমূহ বিপরীত ফল প্রসব করে। ইহা শাস্ত্রসম্মতও বটে। দুর্ব্বৃত্তেরা মূর্খদিগকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত এই প্রকার করিয়া থাকে। দেব, যে বয়স প্রস্থান করিয়াছে তাহা কি আর প্রত্যাবর্ত্তন করে?" প্রগাঢ় ভোগতৃষ্ণায় হৃদয় আবৃত থাকাতে এই সমস্ত বাক্য তথায় প্রবেশ করিল না। নৃপতিজনোপযুক্ত পরিচারকবর্গকে সঙ্গে না লইয়াই বৈদ্যের উপদেশ মত রাজা একাকী ভূগৃহে প্রবেশ করিল। বৈদ্যের একটি ভৃত্যকে সঙ্গে হইয়া সে ঔষধাদি গ্রহণকরতঃ তাহার চিকিৎসাধীন হইয়া রহিল। রাজা সেই তমোময় ভূগৃহেই রহিয়া গেল, মনে হইল উহা যেন তাহার হৃদয় হইতে বহির্গত অজ্ঞতার আতিশয্য। ষণ্মাস ঐ অন্ধকার গৃহে অবস্থান করিতে করিতে নৃপতির জরা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে দর্শন করিয়া ঐ শঠবৈদ্য "তোমাকে রাজা" করা হইবে, এই আশ্বাস প্রদান করিয়া নৃপতির সদৃশাকৃতি এক যুবককে আনয়ন করিল। তখন বৈদ্য দূর হইতে ঐ ভূগৃহ পর্য্যন্ত একটি সুরঙ্গ খনন করিয়া নিদ্রিত রাজাকে হত্যাকরতঃ তাহার মৃতদেহ সুরঙ্গ যোগে আনয়ন করিয়া একটি অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিল। এই কার্য্য রজনীযোগে সম্পাদিত হইয়াছিল। সুরঙ্গ পথেই যুবকটিকে ভূগৃহে লইয়া গিয়া সুরঙ্গটি পুনরায় বন্ধ করিয়া দিল। মূর্খ ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইলে কোন্ দুর্বৃত্ত প্রতিরোধহীন হইলে দুঃসাহসিক কার্য্য না করিয়া থাকে? পরদিবস ভিষক প্রজাবর্গকে বলিল "ষণ্মাস মাত্র সময়ের মধ্যেই আমি নৃপতিকে পুনরায় যুবকে পরিণত করিয়াছি। মাসদ্বয়ান্তে উহার আকৃতির পুনরায় পরিবর্ত্তন হইবে। সম্প্রতি কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থান-

পূর্ব্বক তোমরা নৃপতিকে দর্শন প্রদান কর।" এই কথা বলিয়া উহাদিগকে ভূগৃহের দ্বারদেশে আনয়নকরতঃ যুবককে দর্শন করাইল এবং তাহাদের কি নাম, কি কার্য্যে তাহারা নিযুক্ত, ইত্যাদি সমস্ত কথাও তাহাকে বলিল। এই কৌশল অবলম্বন করিয়া ভূগৃহস্থিত যুবককে দুই মাস ধরিয়া প্রত্যহ সমস্ত প্রজাদিগের এবং রাজান্তঃপুর-বাসিনীদিগের নাম শিক্ষা দিল। (৫২-৬৭)

অতঃপর উপযুক্ত সময় আগত হইলে সে ঐ ভোগপুষ্ট যুবককে ভূগৃহ হইতে বহির্দ্দেশে আনয়নপূর্ব্বক বলিল "নৃপতি আবার যুবক হইয়াছেন," তখন উৎফুল্ল প্রজারা তাহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বলাবলি করিতে লাগিল "এই যে আমাদের রাজা, ঔষধের গুণে নিরাময় হইয়াছেন," রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া ঐ যুবক স্নানান্তে মন্ত্রীদিগের সাহায্যে রাজকার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল। তখন হইতে সে রাজ-কার্য্যাদি সম্পাদনান্তে অন্তঃপুরবাসিনীদিগের সহিত বিহারকরতঃ "অজর" নাম ধারণ করিয়া সুখে রাজত্ব করিতে লাগিল। বৈদ্যকে সন্দেহ না করিয়া এবং প্রকৃত তথ্য অনুমান করিতে অসমর্থ হইয়া প্রজাবর্গ ঐ যুবককে ভেষজ গুণে পরিবর্ত্তিত তাহাদের নৃপতি বলিয়া মনে করিত। সহৃদয় ব্যবহারে প্রজাদিগের এবং কমলপ্রভার হৃদয় জয় করিয়া ঐ তরুণ যুবক সুহৃদবর্গের সহিত রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে লাগিল। ভেষজ-চন্দ্র এবং পদ্মদর্শন নামক মিত্রদ্বয়কে আহ্বানকরতঃ তাহাদিগকে হস্তী, অশ্ব এবং গ্রামাদি উপহার প্রদান করিয়া স্বীয় তুল্য সম্মান প্রদান করিল, বৈদ্য তরুণচন্দ্র তাহার উন্নতির মূল বলিয়া তাহাকে সম্মানিত করিল কিন্তু সে সত্যভ্রষ্ট এবং ধর্ম্মচ্যুত হওয়াতে তাহার উপর আস্থা স্থাপন করিত না।

একদা ঐ ভিষক স্বেচ্ছায় নৃপতিকে বলিল "আমাকে গ্রাহ্য না করিয়া তুমি স্বাধীনভাবে চলাফেরা কর কেন? তুমি কি বিস্মৃত হইয়াছ যে আমিই তোমাকে রাজা করিয়াছি?" নৃপতি অজর এই কথা শ্রবণ করিয়া বৈদ্যকে বলিল "তুমি নিতান্ত অর্ব্বাচীন। কোন্ ব্যক্তি কাহার নিমিত্ত কি কার্য্য করে কিংবা কোন্ বস্তু প্রদান করে? হে বন্ধো, আমাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ইহা নিয়ন্ত্রিত করে। (৬৮-৭৮) আমি তপস্যার ফলে যে উন্নতপদ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার জন্য তোমার গর্ব্ব করিবার কোন কারণ নাই। আমি তোমাকে শীঘ্রই ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ প্রদান করিব।" এই কথা শ্রবণ করিয়া বৈদ্য শঙ্কিত চিত্তে চিন্তা করিতে

লাগিল "এই ব্যক্তি দৃঢ়চেতা প্রাজ্ঞের ন্যায় কথা বলিতেছে, ইহাকে ভীতি প্রদর্শন করা যাইবে না। অস্থিরতাই যে প্রভুর চরিত্রের গোপন রহস্য তাহাকে বরং ভীতিপ্রদর্শন করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার সহিত সেই প্রকার আচরণ সম্ভবপর হইবে না, সুতরাং ইহার নিকট আমাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। ইতোমধ্যে দেখা যাক্ আমাকে কি চাক্ষুষ প্রমাণ প্রদান করে।" এই কথা চিন্তা করিয়া "তাহাই করিব", মনঃস্থকরতঃ সে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিল।

পরদিবস সমিত্র নৃপতি অজর তরুণচন্দ্র এবং অন্যান্যদিগের সহিত ভ্রমণার্থ নির্গত হইয়া বিচরণ করিতে করিতে নদীতীরে আগমন করিয়া স্রোতোবেগে আনীত পঞ্চসুবর্ণকমল দেখিতে পাইল। ভৃত্যাদিগের দ্বারা ঐ কমল সমূহ আনীত হইলে সে উহাদিগকে গ্রহণ করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং নিকটে দণ্ডায়মান বৈদ্য তরুণচন্দ্রকে বলিল, "তুমি আমার সুদক্ষ মিত্র, নদীতটে বিপরীতমুখে গমনকরতঃ এই কমলগুলি কোথায় জন্মিয়াছে দেখিয়া আইস। এই অদ্ভুত পদ্মগুলির সম্বন্ধে আমার প্রবল কৌতূহল হইতেছে, "নৃপতি কর্ত্তৃক এই প্রকারে আদিষ্ট হইয়া নিরুপায় বৈদ্য "তাহাই করিব", এই কথা বলিয়া নৃপাদিষ্ট পথে গমন করিল, ভূপতি রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল কিন্তু ভিষক অগ্রসর হইতে হইতে কালক্রমে নদীতটে অবস্থিত একটি শিবমন্দিরে আগমন করিল। (৭৯-৮৯) মন্দিরের সম্মুখে সেই নদীতীর্থতটে একটি বিশালকায় বটবৃক্ষ দেখিতে পাইল। সেই বৃক্ষে একটি নরকংকাল দোদুল্যমানছিল। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া স্নানান্তে দেবপূজা সমাপন করিয়া সে যখন বিশ্রাম করিতেছিল তখন মেঘ হইতে বৃষ্টি পতিত হইতে আরম্ভ করিল। বট শাখায় দোলায়িত সেই নরকংকালের উপর বৃষ্টিধারা পতিত হইলে উহা হইতে বিন্দু বিন্দু জল নদীতটস্থ তীর্থে পতিত হইতেছিল এবং বৈদ্য লক্ষ্য করিল যে সেই বারি বিন্দু হইতে তৎক্ষণাৎ স্বর্ণকমল উদ্ভূত হইতেছে। ভিষক তখন স্বগতোক্তি করিল "কি আশ্চর্য্য, এই বিজন বনে কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? বিধাতার আশ্চর্য্য সৃষ্টি সমূহের বিষয় কে অবগত আছে? আমি এই স্বর্ণকমলের উৎসস্থান অবলোকন করিলাম। নরকংকালটিকে এই পূতসলিলে নিক্ষেপ করিয়া সমুচিত কর্ম্ম সম্পাদন করা যাউক। ইহার পৃষ্ঠদেশ হইতে স্বর্ণকমলরাজি নির্গত হইবে। "এইরূপ চিন্তা করিয়া সে বৃক্ষাগ্র হইতে কঙ্কালটি নিক্ষেপ করিল এবং এবং তথায় একদিবস যাপন করিয়া

বৈদ্য কার্য্য সমাপনান্তে স্বীয় দেশাভিমুখে যাত্রা করিল। পথশ্রমে কৃশ এবং ধূলিধূসরিত হইয়া সে কতিপয় দিবসান্তে বিলাসপুরে ভূপতি অজরের সমীপে আগমন করিল। দৌবারিক কর্তৃক ঘোষিত হইয়া সে অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক রাজচরণে আনত হইলে নৃপতি তাহাকে কুশল প্রশ্ন করিল। অতঃপর যখন সে স্বীয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে উদ্যত হইল তখন নৃপতি সেই কক্ষ হইতে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে বহিষ্কৃত করিয়া স্বয়ং বলিল "সখে, তুমি সুবর্ণ পদ্মের উৎপত্তি স্থান সেই অতিপবিত্র শিবমন্দির দর্শন করিয়াছ। (৯০-১০০) তথায় বটতরুতে লম্বমান যে কঙ্কাল নিরীক্ষণ করিয়াছ, জানিবে তাহা আমার পূর্ব্বজন্মের দেহ, পুরাকালে আমি পদদ্বয় দ্বারা তথায় লম্বমান হইয়া তপস্যা করিতে করিতে শরীর শুষ্ক হইলে উহা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। আমার তপস্যার পুণ্যফলে আমার কঙ্কাল হইতে পতিত বৃষ্টি ধারা হইতে সুবর্ণকমলের সৃষ্টি হয়। তুমি ঐ কঙ্কাল পূত তীর্থবারিতে নিক্ষেপ করিয়া উত্তম কার্য্যই করিয়াছ, কারণ পূর্ব্বজন্মে তুমি আমার সুহৃৎ ছিলে। আমি আমার সেই তপশ্চর্য্যার সাহায্যে জাতিস্মর হইয়া জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক প্রজ্ঞা এবং রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। কৌশলে আমি তোমাকে ইহার প্রমাণ দিলাম এবং তুমিও অভিজ্ঞান স্বরূপ কি প্রকারে কঙ্কাল নিক্ষেপ করিয়াছিলে তাহা বর্ণনা করিয়াছ। আমার পূর্ব্বজন্মের মিত্র ছিলে বলিয়া তুমি সমুচিত কার্য্যই করিয়াছ। এই ভেষজচন্দ্র এবং পদ্মদর্শনও পূর্ব্বজন্মে আমার সুহৃদ্ ছিল। সুতরাং তুমি আমার নিকট গর্ব্ব করিয়া বলিওনা যে তুমি আমাকে রাজত্ব প্রদান করিয়াছ। তুমি দুঃখিত হইওনা, কারণ প্রাক্তন কর্ম্মের সহায়তা ব্যতীত কেহ কাহাকে কোন বস্তু প্রদান করিতে সমর্থ হয়না মানব তাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মবৃক্ষের ফল আজন্ম ভক্ষণ করে।" নৃপতির এই বাক্য বৈদ্যের যথাযথ বলিয়াই মনে হইল এবং সে অতঃপর অসন্তুষ্টি পরিত্যাগপূর্ব্বক সুখী হইয়া রাজার সেবা করিতে লাগিল। উদারহৃদয় জাতিস্মর নৃপতি অজর ভিষককে যথোপযুক্ত বিত্ত প্রদান করিয়া সম্মানিত করিল। ভার্য্যা ও মিত্রগণের সহিত পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফল স্বরূপ কৌশলে রাজ্য লাভ করিয়া নিষ্কণ্টক হইয়া সে উহা সুখে স্বচ্ছন্দে ভোগ করিতে লাগিল।

এই প্রকারে পৃথিবীতে সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম-ফলস্বরূপ মানবেরা অর্জ্জন করে। এই নিমিত্ত আমি মনে করি পূর্ব্ব-

জন্মেও আপনাকে আমরা প্রভুরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। নতুবা অন্যান্য ব্যক্তির অস্তিত্ব সত্ত্বেও আপনি আমাদের উপরই কেন এই প্রকার কৃপালু হইয়াছেন? প্রিয়তমার সহিত নরবাহনদত্ত তপন্তকের মুখ হইতে নির্গত এই অদ্ভুত সুখপ্রদ কাহিনী শ্রবণ করিয়া স্নান করিবার নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিল। স্নানান্তে মাতৃনয়নে মুহুর্মুহুঃ সুধাবর্ষণ করিতে করিতে সে পিতা বৎসরাজের সমীপে আগমন করিয়া ভোজনান্তে পিতা মাতা, ভার্য্যা ও মন্ত্রীবর্গের সহিত পানাদি সুখে সেই দিবস এবং রজনী অতিবাহিত করিল। (১০১-১১৬)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের রত্নপ্রভা লম্বকের ষষ্ঠ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—১১৬
ক্রমিক সংখ্যা—৬৮০২

সপ্তম তরঙ্গ

পরদিবস নরবাহনদত্ত যখন রত্নপ্রভার গৃহে মন্ত্রীদিগের সহিত নানাবিষয়ে আলাপরত ছিল তখন সে দৈবাৎ একটি শব্দ শ্রবণ করিল, মনে হইল যেন প্রাসাদ প্রাঙ্গণে কেহ ক্রন্দন করিতেছে। "উহা কি?" কেহ জিজ্ঞাসা করিলে চেটিকাগণ আগমন করিয়া বলিল, "দেব, কঞ্চুকী ধর্ম্মগিরি এখানে ক্রন্দন করিতেছে, তাহার মূর্খ বন্ধু এই মাত্র এই স্থানে আগমন করিয়া বলিল যে ধর্ম্মগিরির তীর্থদর্শনে গত ভ্রাতা বিদেশে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিতেছে বিস্মৃত হইয়া সে শোকাবেগে উদ্বেলিত চিত্তে ক্রন্দন করিতেছে দৃষ্টে পরিচারকেরা এইমাত্র উহাকে স্বগৃহে লইয়া গিয়াছে।" ইহা শ্রবণ করিয়া রাজকুমার দুঃখিত হইল এবং রত্নপ্রভা বিষন্নচিত্তে বলিল "হায়! হায়! প্রিয়জনের মৃত্যু দুঃসহ। বিধাতা কেন মনুষ্যদিগকে অজর এবং অমর করেন নাই।" মরুভূতি রাজ্ঞীর বাণী শ্রবণ করিয়া বলিল, "দেবি, মনুষ্যেরা এই প্রকার সৌভাগ্য কি করিয়া লাভ করিবে? এই প্রসঙ্গে আমি যে কাহিনী বলিব শ্রবণ করুন (১-৮)।

নৃপতি চিরায়ুঃ এবং তাহার মন্ত্রী নাগার্জ্জুনের কাহিনী

চিরায়ুঃ নগরে পুরাকালে চিরায়ুঃ নামক নরপতি বাস করিত। সে বাস্তবিকই দীর্ঘায়ু এবং সৌভাগ্যশালী ছিল। তাহার বোধিসত্ত্বাংশে জাত নাগার্জ্জুন নামক দয়াবান্ উদারচেতা এবং গুণবান্ মন্ত্রী ছিল। সে ঔষধির প্রয়োগ জানিত এবং রসায়ন দ্বারা নিজেকে ও ভূপতিকে অজর এবং দীর্ঘায়ুঃ করিয়াছিল। একদিন মন্ত্রীর সকল পুত্রদিগের মধ্যে প্রিয়তম শিশুপুত্রের মৃত্যু হইলে সে শোকাকুলিত হইয়া মনুষ্যদিগকে অমর করিবার নিমিত্ত স্বীয় তপোবলে দ্রব্যাদি হইতে অমৃত প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইল। যখন সে একটি ভেষজ প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত শুভক্ষণের অপেক্ষা করিতেছিল তখন ইন্দ্র সমস্ত অবগত হইয়া দেবতাদিগের সহিত পরামর্শান্তে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বলিলেন, "পৃথিবীতে গমনপূর্ব্বক নাগার্জ্জুনকে আমার এই বার্ত্তা প্রদান কর।" মন্ত্রী হইয়াও তুমি কেন বিপ্লবাত্মক অমৃত প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইয়াছে? প্রজাপতি মনুষ্যদিগকে মৃত্যুর অধীন করিয়াছেন, তুমি অমৃত প্রস্তুত করিয়া বিধাতাকেও হেয়

করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ ? ইহাই যদি হয় তবে মনুষ্যে এবং দেবতায় কি প্রভেদ থাকিবে ? জগতের সমস্ত নিয়মই ভঙ্গ হইবে। যজ্ঞাদি লোপ পাইবে এবং যাহাদের নিমিত্ত যজ্ঞ করা হয় তাহাদেরও অস্তিত্ব থাকিবে না। সুতরাং আমার উপদেশ গ্রহণ করিয়া অমৃত প্রস্তুত হইতে বিরত হও। নতুবা দেবতাগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে অভিশপ্ত করিবেন। তুমি তোমার যে পুত্রের নিমিত্ত শোক করিতেছ সে এখন স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে।" এই বার্ত্তাসহ ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রেরণ করিলেন। তাহারা নাগার্জ্জুনের গৃহে উপস্থিত হইলে সে উহাদিগকে দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে অর্ঘ্যাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিল এবং তাহারা নাগার্জ্জুনকে ইন্দ্রের বার্ত্তা প্রদান করিয়া বলিল যে তাহার পুত্র দেবতাদিগের সহিত স্বর্গলোকে বাস করিতেছে। তখন নাগার্জ্জুন হতাশ হইয়া ভাবিতে লাগিল, "দেবতারা দূরে থাকুন, কিন্তু আমি যদি দেবরাজের আজ্ঞাপালন না করি তবে অশ্বিনীকুমার দ্বয় আমাকে অভিশাপ প্রদান করিবে। সুতরাং অমৃত প্রস্তুত করা হইবে না। আমার মনোরথ সিদ্ধ হইল না। আমার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ফলে আমার পুত্র আনন্দনিকেতনে গমন করিয়াছে।" (৯-২৪) এইরূপ চিন্তা করিয়া নাগার্জ্জুন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বলিল, "আমি ইন্দ্রের আদেশ পালন করিয়া অমৃত প্রস্তুত হইতে বিরত থাকিব। তোমরা উভয়ে আগমন না করিলে আমি পঞ্চদিবসে অমৃত প্রস্তুত করিয়া পৃথিবীকে জরামৃত্যু হইতে মুক্ত করিতাম!" নাগার্জ্জুন এই কথা বলিলে তাহাদের উপদেশানুসারে তাহাদেরই চক্ষুর সম্মুখে সে প্রায় সমাপ্ত অমৃত ধরণীতে প্রোথিত করিল। তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বর্গলোকে গমন করিয়া তাহাদের কার্য্যসিদ্ধির কথা বিজ্ঞাপিত করিলে দেবরাজ অতিশয় আনন্দিত হইলেন!

ইতোমধ্যে নাগার্জ্জুনের প্রভু নৃপতি চিরায়ুঃ স্বীয় পুত্র জীবহরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলে সে যখন মাতা রাজ্ঞী ধনপারাকে প্রফুল্লচিত্তে প্রণাম করিতে উদ্যত হইল তখন তাহাকে দর্শন মাত্রই সে বলিল, "বৎস, তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া অকারণে কেন হরষিত হইয়াছ ? কারণ যুবরাজ হইলেই রাজৈশ্বর্য্যলাভ হয় না, এমন কি তপশ্চর্য্যা দ্বারাও উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তোমার পিতার অনেক পুত্র অভিষিক্ত হইয়াও কেহ সিংহাসন লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহারা সকলেই বিফল মনোরথ হইয়া বিড়ম্বিত হইয়াছে, কারণ নাগার্জ্জুন নৃপতিকে যে রসায়ন প্রদান করিয়াছে তাহা সেবন করিয়া রাজা এখন অষ্টশত বর্ষ বয়ঃক্রম লাভ করিয়াছেন। কে জানে আরও

কত শতাব্দী তিনি অতিক্রম করিবেন, যদিও স্বল্পায়ু পুত্রদিগকে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছেন। (২৫-৩৪) মাতার বাক্য শ্রবণে পুত্র নিরাশ হইলে সে আবার তাহাকে বলিতে লাগিল, "যদি রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক হইয়া থাক তবে এই উপায় অবলম্বন কর। মন্ত্রী নাগার্জুন প্রত্যহ আহ্নিকান্তে ভোজনকালে দান করিবার সময় এইরূপ ঘোষণা করে, "কে প্রার্থী আছে? কে কি দ্রব্য প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর? আমি কাহাকে কি প্রদান করিব?" সেই মুহূর্ত্তে তুমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবে, "আমি তোমার মস্তক প্রার্থনা করি।" সত্যসন্ধ মন্ত্রী স্বীয় মস্তক ছেদন করাইবেন এবং তাহার মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া নৃপতিও প্রাণত্যাগ করিলে অথবা অরণ্যে প্রস্থান করিলে তুমি রাজ্য প্রাপ্ত হইবে। ইহা ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই।" মাতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজপুত্র আহ্লাদিত হইয়া ঐরূপ করিতে স্বীকৃত হইয়া তাহার উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে কৃত সংকল্প হইল। রাজ্যলোভ স্বজনস্নেহকেও অতিক্রম করে। পরদিবস রাজপুত্র জীবহর নাগার্জুনের ভোজন কালে তাহার গৃহে আগত হইল। মন্ত্রী যখন বলিল, "কাহার কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন আছে? আমাকে কি কাজ করিতে হইবে?" রাজপুত্র তথায় প্রবেশ করিয়া নাগার্জুনের মস্তক প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করিল। মন্ত্রী বলিল, "বৎস, ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত, অস্থি, মাংস ও কেশ সম্বলিত আমার এই মস্তক দ্বারা তোমার কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? অবশ্য যদি তোমার কোন প্রয়োজনে আইসে তবে আমার শিরচ্ছেদন করিয়া উহা গ্রহণ কর।" এই কথা বলিয়া সে তাহার মস্তক উহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিল। (৩৫-৪৪) কিন্তু রসায়ন সেবনে তাহার মস্তক এতই সদৃঢ় হইয়াছিল যে বহুখড়্গ ভগ্ন করিয়াও বহু সময় আঘাত করিয়াও রাজপুত্র উহা ছিন্ন করিতে সমর্থ হইল না। ইতোমধ্যে নৃপতি এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তথায় আগমন করিয়া নাগার্জুনকে শিরঃ প্রদান করিতে বারণ করিলে সে তাহাকে বলিল, "আমি জাতিস্মর। এ পর্য্যন্ত .নবনবতিবার পূর্ব্বজন্মে আমি আমার মস্তক প্রদান করিয়াছি। এইবার একশতবার আমার শিরঃ প্রদান করা হইবে। আপনি ইহার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিবেন না। কোন প্রার্থীই আমার নিকট হইতে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া প্রস্থান করে না। প্রভো! এখন আমি আপনার পুত্রকে আমার শিরঃ প্রদান করিব। আপনার মুখ নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্তই এতক্ষণ বিলম্ব করিতেছিলাম।" এই কথা বলিয়া সে নৃপতিকে আলিঙ্গনকরতঃ পেটিকা হইতে কিঞ্চিৎ চূর্ণ গ্রহণ করিয়া রাজকুমারের খড়্গে

লেপন করিলে মৃণাল হইতে পদ্ম যেরূপ অনায়াসে ছেদন করা যায়, রাজপুত্র ও তদ্রূপ এক আঘাতেই মন্ত্রী নাগার্জ্জুনের মস্তক ছিন্ন করিল। তখন মহাক্রন্দনরোল উত্থিত হইলে রাজা যখন স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইল তখন গগন হইতে আকাশবাণী হইল, "রাজন্, যাহা করিবার নহে সেরূপ কার্য্য করিও না। তোমার বন্ধু নাগার্জ্জুনের নিমিত্ত শোক করিও না, কারণ উহার আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না। উনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।" এই বাণী শ্রবণান্তর ভূপতি আত্মহত্যার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া প্রচুর দানাদি কার্য্য সম্পাদনকরতঃ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করিল। তথায় তপশ্চর্য্যাদ্বারা সে পরমাগতি লাভ করিল। তাহার পুত্র জীবহর সিংহাসন লাভ করিয়া স্বীয় রাজ্যে অল্পকালের মধ্যেই কলহের সূত্রপাত করিয়া নাগার্জ্জুনের পুত্রদিগের দ্বারা নিহত হইল। তাহারা তাহাদের পিতা নাগার্জ্জুনের বধের কথা স্মরণে রাখিয়াছিল। পুত্রের শোকে মাতার হৃদয়ও বিদীর্ণ হইল। অন্যায্যপথ অবলম্বন করিলে কি কাহারও মঙ্গল হয়? মুখ্য সচিবেরা নৃপতি চিরায়ুঃর অন্য পত্নীজাত শতায়ুঃ নামক পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিল।

এই প্রকারে দেবতারা নাগার্জ্জুন মৃত্যু নিবারণকল্পে যাহা করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহা করিতে দিলেন না। নাগার্জ্জুনকে স্বীয় মৃত্যুবরণ করিতে হইল। অতএব ইহা সত্য যে এই প্রাণিময় জগৎকে বিধাতা অনিত্য এবং দুর্ব্বার শোকগ্রস্ত করিয়াছেন। শত চেষ্টাতেও বিধাতার যাহা অভিপ্রেত নহে কেহ তাহা করিতে সমর্থ হইবে না।" এই কথা বলিয়া মরুভূতি নীরব হইলে নরবাহনদত্ত সচিবদিগের সহিত গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দিবসের কর্ত্তব্য কর্ম্মাদি সম্পাদন করিল। (৪৫-৬১)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের রত্নপ্রভা লম্বকের সপ্তম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—৬১
ক্রমিক সংখ্যা—৬৮৬৩

অষ্টম তরঙ্গ

পরদিবস প্রাতঃকালে মিত্রবর্গ এবং পিতার সমভিব্যাহারে নরবাহনদত্ত হস্তিযূথ পরিবৃত হইয়া মৃগয়ার্থ অরণ্যে গমন করিল। কিন্তু গমন করিবার পূর্ব্বে প্রিয়তমা রত্নপ্রভাকে তাহার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন দেখিয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিল যে সে শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

মৃগয়াভূমি তখন তাহার প্রীতিউৎপাদক লতাপরিশোভিত কানন বলিয়া প্রতিভাত হইল। গজমস্তক বিদারণকারী সম্প্রতি মৃত্যুনিদ্রায় সুপ্ত সিংহদিগের নখচ্যুত মুক্তারাজি বীজের ন্যায় তথায় যেন বপন করা হইয়াছিল। চন্দ্রমৌলিতীর দ্বারা নিহত ব্যাঘ্রদিগের দংষ্ট্রাসমূহ মনে হইল যেন পুষ্পকোরক, নিহত হরিণদিগের রক্তস্রাব হইতে যেন পল্লব নির্গত হইতেছিল; বায়সপক্ষযুক্ত তীরাহত বন্য শূকরসমূহ স্তবকের ন্যায় প্রতীয়মান হইল; মৃত শরভদেহ সমূহ পতিত ফলের ন্যায় এবং সগুঞ্জনে পতিত শররাশি ভ্রমরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রাজকুমার ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া মৃগয়া হইতে বিরত হইল এবং অশ্বপৃষ্ঠে গোমুখের সহিত বনান্তরে গমন করিল। গোমুখও অশ্বারূঢ় ছিল। তথায় সে গুলিকাদ্বারা ক্রীড়ারত হইলে জনৈকা তাপসী সেইদিকে আগমন করিলে গুলিকা হস্তচ্যুত হইয়া তাপসীর মস্তকে পতিত হইল। তপস্বিনী তখন কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিল, এখনই যদি তোমার মত্ততা এইরূপ হইয়া থাকে তবে কর্পূরিকাকে ভার্য্যারূপে লাভ করিলে যে তোমার কি হইবে তাহা বলিতে পারি না।" (১-১০) এই কথা শ্রবণ করিয়া নরবাহনদত্ত অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাপসীর পদে লুণ্ঠিত হইয়া তাহাকে বলিল, "আমি আপনাকে দেখিতে পাই নাই, দৈবাৎ আমার গুলিকা আপনার মস্তকে পতিত হইয়াছিল। ভগবতি, শান্ত হউন। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" তপস্বিনী এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি তোমার প্রতি ক্রুদ্ধা হই নাই।" জিতক্রোধা তাপসী তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই সত্যব্রতা বুদ্ধিমতী তপস্বিনী তাহার প্রতি প্রসন্না হইয়াছেন মনে করিয়া নরবাহনদত্ত সবিনয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ভগবতি, আপনি যে কর্পূরিকার কথা বলিলেন, সে কে? আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া থাকেন, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক

বলুন, কারণ আমি অতিশয় ঔৎসুক্য বোধ করিতেছি।" সে প্রণত হইয়া তাপসীকে এই কথা বলিলে তিনি তাহাকে কহিলেন, "সমুদ্রের অপর তীরে কর্পূরসম্ভব নামক নগরী আছে। তথায় দ্বিতীয় লক্ষ্মীস্বরূপা কর্পূরিকা নাম্নী কন্যার সার্থকনামা পিতা নৃপতি কর্পূরক বাস করে। সমুদ্র মন্থনের পর প্রথমা লক্ষ্মীদেবী অপহৃতা হইয়াছিলেন বলিয়া অম্বুধি নিরাপত্তার নিমিত্তই যেন কর্পূরিকাকে তথায় রাখিয়াছিল। কর্পূরিকা পুরুষদিগকে ঘৃণা করে, বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার বিবাহেচ্ছা হইলেও হইতে পারে। বৎস, তুমি তথায় গমনপূর্ব্বক ঐ সুন্দরীকে লাভ কর, কিন্তু তথায় গমন করিতে তোমাকে অরণ্যে বহু ক্লেশভোগ করিতে হইবে। তাহাতে তুমি নিরুৎসাহ হইও না, সমস্তই সুসাধিত হইবে।" এই কথা বলিয়া তাপসী আকাশপথে উড্ডীন হইয়া প্রস্থান করিলেন। (১১-২১) তখন নরবাহনদত্ত মদনাদিষ্ট তাহার বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া তাহার পার্শ্বস্থ গোমুখকে বলিল, "চল, আমরা কর্পূরসম্ভবা নগরীতে কর্পূরিকাকে দেখিয়া আসি। তাহাকে দর্শন না করিয়া আমি এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিতেছি না।" এই কথা শ্রবণ করিয়া গোমুখ তাহাকে বলিল, "দেব, এই দুষ্কর কর্ম হইতে বিরত হউন। সমুদ্র এবং সেই নগরী হইতে আপনি কতদূরে অবস্থিত, এবং সেই কুমারীর নিমিত্ত এই যাত্রা উচিত হইবে কিনা বিচার করুন। কেবলমাত্র তাহার নাম শ্রবণ করিয়া দিব্য ভার্য্যাগণকে পরিত্যাগকরতঃ সেই সন্দেহসমাকুলা এবং যাহার মনোরথ অজ্ঞাত, এইরূপ মানুষীমাত্রের একাকী পশ্চাদগমন করা কি সমীচীন হইবে?" বৎসরাজপুত্রকে এই কথা বলিলে সে গোমুখকে বলিল, "ঐ তাপসীর বাক্য মিথ্যা হইতে পারে না। ঐ রাজকন্যার অন্বেষণ নিমিত্ত আমি নিশ্চয়ই গমন করিব।" এই কথা বলিয়া সে সেই মুহূর্ত্তেই অশ্বপৃষ্ঠে যাত্রা করিল। গোমুখ নীরবে তাহার পশ্চাৎ গমন করিল। ভৃত্যের উপদেশ অগ্রাহ্য করিলে ভৃত্যের একমাত্র উপায় প্রভুর অনুসরণ করা। ইতোমধ্যে শিকার শেষে বৎসরাজ স্বনগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মনে করিল যে পুত্র তাহার সশস্ত্র অনুচরদিগের সহিত প্রত্যাগমন করিবে। রাজকুমারের সশস্ত্র অনুচরবৃন্দ মরুভূতি ইত্যাদির সহিত প্রত্যাবৃত্ত হইলে সে মনে করিল যে পুত্র পিতার অনুচরদিগের সহিত আগমন করিবে। যখন তাহারাও প্রত্যাবৃত্ত হইল তখন বৎসরাজ এবং অনুচরেরা তাহাকে অনাগত দেখিয়া সকলে রত্নপ্রভার গৃহে গমন করিলে তাহার অনাগমন-

বার্ত্তা শ্রবণকরতঃ রত্নপ্রভা প্রথমে শোকাকুলা হইল, কিন্তু অবশেষে স্বীয় মায়াবিদ্যাবলে স্বামীর বার্ত্তা জ্ঞাত হইয়া তাহার বিষণ্ণ শ্বশুরকে বলিল, (২২-৩২) "অরণ্যে জনৈকা তপস্বিনীর নিকট হইতে কর্পূরিকার কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত আমার পতি কর্পূরসম্ভবা নগরীতে গমন করিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই তাহার কাম্যবস্তু লাভ করিয়া গোমুখের সহিত এইস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। আমার মায়াবিদ্যা আমাকে এইরূপই বলিতেছে। সুতরাং আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন।" স্বামীর পথক্লেশ অপনোদনার্থ সে অন্য একটি মন্ত্র তাহার পশ্চাতে প্রেরণ করিল, কারণ উত্তম পত্নীগণ পতির সুখবিধানের নিমিত্ত ঈর্ষান্বিত হয় না।

ইতোমধ্যে গোমুখের সাহচর্যে নরবাহনদত্ত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিলে একটি নারী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমি রত্নপ্রভা কর্তৃক প্রেরিতা মায়াবতী নাম্নী বিদ্যা। আমি অলক্ষ্যে থাকিয়া তোমাকে রক্ষা করিব। সুতরাং অধুনা নির্ভয়ে অগ্রসর হও।" সে তাহার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিলে মায়াবতী এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইল। প্রিয়তমা রত্নপ্রভার প্রতি সপ্রশংস হইয়া তাহার প্রসাদে ক্ষুৎপিপাসা রহিত হইয়া নরবাহনদত্ত গোমুখের সহিত পথ চলিতে চলিতে সায়াহ্নে স্বচ্ছ সরোবর সমন্বিত একটি অরণ্যে সমাগত হইয়া সে ও গোমুখ স্নানান্তে সুস্বাদু ফল ও বারি গ্রহণ করিল। রজনীতে অশ্বদ্বয়কে তৃণাদি প্রদানান্তে একটি বিশাল তরুতলে বন্ধন করিয়া মন্ত্রীসহ সে নিদ্রিত হইবার মানসে ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিল। (৩৩-৪২) একটি বিপুল তরুশাখায় বিশ্রাম করিতে থাকিলে সে ভীত অশ্বদিগের হ্রেষারবে জাগ্রত হইয়া দেখিল যে একটি সিংহ তরুমূলে আগত হইয়াছে। এতদ্দৃষ্টে অশ্বদিগের নিমিত্ত বৃক্ষ হইতে অবতরণেচ্ছু হইলে গোমুখ তাহাকে বলিল, "হায়! হায়! তুমি স্বীয় নিরাপত্তা উপেক্ষা করিয়া অবিবেচকের কার্য্য করিতেছ, কারণ নৃপতিদিগের আত্মরক্ষণ ও বিচারশক্তি সংরক্ষণই প্রধান কর্ত্তব্য। নখদন্ত সম্পন্ন এই বন্য পশুদিগের সহিত কি প্রকারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে? ইহা যাহাতে না করিতে হয়, তন্নিমিত্তই আমরা সম্প্রতি বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছি।" গোমুখের এই বাক্যে বৃক্ষারোহণ হইতে বিরত হইয়া সিংহটি যখন অশ্বকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল, তখন সে বৃক্ষ হইতে একটি খড়্গ নিক্ষেপ করিয়া সিংহের দেহে বিদ্ধ করিতে সক্ষম হইল। খড়্গ দ্বারা আহত হওয়া সত্ত্বেও সিংহ ঐ অশ্বটিকে হত্যা করিয়া অন্য অশ্বটিকেও বধ করিল। তখন বৎসরাজপুত্র গোমুখের খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক উহা

নিক্ষেপকরতঃ সিংহটিকে মধ্যদেশে দুইভাগে বিভক্ত করিল। বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সিংহের দেহ হইতে স্বীয় কৃপাণ মুক্ত করিয়া বৃক্ষারোহণ-পূর্ব্বক পুনরায় নিদ্রাস্থলে আগমন করিয়া সেই রজনী ঐ বৃক্ষোপরিই অতিবাহিত করিল। প্রাতঃকালে নরবাহনদত্ত বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক গোমুখের সহিত কর্পূরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। তখন গোমুখ সিংহ কর্ত্তৃক অশ্ব হত হওয়ায় নরবাহনদত্তকে পদব্রজে গমন করিতে দেখিয়া পথে তাহার চিত্তবিনোদনার্থ বলিল, "একটি প্রাসঙ্গিক কাহিনী বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর—

পরিত্যাগসেন, তাহার দুষ্টাভার্য্যা এবং দুই পুত্রের কাহিনী

এই পৃথিবীতে অলকা হইতেও রমণীয়া ইরাবতী নাম্নী এক নগরী আছে (৪৩-৫৩) তথায় পরিত্যাগসেন নামক এক নরপতি বাস করিত। তাহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা দুই রাজ্ঞী ছিল! একজন ছিল তাহারই মন্ত্রীর কন্যা অধিকসংগমা এবং অপরজন ছিল রাজবংশজা কাব্যালঙ্কারা। এই রাজ্ঞীদ্বয়ের সহিত দর্ভাসনে শয়নকরতঃ অনাহারে থাকিয়া পুত্রার্থে দুর্গাদেবীর আরাধনা করিলে ভক্তবৎসলা দেবী ভবানী তাহাকে স্বপ্নে দর্শন প্রদান করিয়া দুইটি দিব্যফল প্রদানকরতঃ তাহাকে আদেশ করিলেন, "রাজন্, উত্থিত হও। তোমার দুই পত্নীকে আহারার্থে এই দুইটি ফল প্রদান কর। তোমার দুইটি বীর পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে।" এই কথা বলিয়া গৌরী দেবী অন্তর্হিতা হইলে প্রাতঃকালে রাজা গাত্রোত্থান করিয়া হস্তে দুইটি ফল দর্শন করিয়া আনন্দিত হইল। স্বপ্ন বৃত্তান্ত পত্নীদিগকে বলিলে তাহারাও আনন্দিতা হইল এবং স্নানান্তে পার্ব্বতীর অর্চ্চনা করিয়া উপবাস ভঙ্গকরতঃ পারণ করিল। রজনীতে প্রথমে সে পত্নী অধিকসংগমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে একটি ফল প্রদান করিলে সে তৎক্ষণাৎ তাহা ভক্ষণ করিল। স্বীয় মুখ্যমন্ত্রী তাহার দুহিতার সম্মানার্থ সেই রজনী তথায় অতিবাহিত করিয়া দ্বিতীয়া রাজ্ঞীর জন্য নির্দ্দিষ্ট দ্বিতীয় ফলটি শয্যাশিরে স্থাপন করিল। নৃপতি নিদ্রিত হইলে রাজ্ঞী অধিকসংগমা অনুরূপ দ্বিতীয় পুত্রলাভার্থ শিরোপান্ত হইতে দ্বিতীয় ফলটি গ্রহণ করিয়া উহা ভক্ষণ করিল। নারীরা স্বভাবতঃই সপত্নীবিদ্বেষী। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া রাজা যখন ফলটি অন্বেষণ করিতেছিল তখন সে বলিল, "আমি দ্বিতীয় ফলটিও ভক্ষণ করিয়াছি।" রাজা নিরাশ হইয়া প্রস্থান করিল এবং দিবসান্তে রাত্রিকালে

দ্বিতীয়া রাজ্ঞীর কক্ষে প্রবেশ করিলে রাজ্ঞী যখন অন্য ফলটি প্রার্থনা করিল তখন নরপতি বলিল, 'আমি যখন নিদ্রিত ছিলাম তখন তোমার সপত্নী সেটি ভক্ষণ করিয়াছে।" তখন পুত্র জন্মদায়ক ফললাভে অসমর্থ হইয়া রাজ্ঞী কাব্যালংকারা অতীব দুঃখিতচিত্তে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিল। (৫৪-৬৯)

কালক্রমে কতিপয় দিবসান্তে রাজ্ঞী অধিকসংগমা গর্ভবতী হইয়া যথাকালে যমজপুত্র প্রসব করিল। পুত্রসন্তানের জন্মে মনোরথ সিদ্ধ হওয়ায় নৃপতি পরিত্যাগসেন মহোৎসবের ব্যবস্থা করিল। অপরূপ সুন্দর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নীলপদ্মের ন্যায় নয়ন ছিল বলিয়া তাহার নামকরণ হইল ইন্দীবর এবং নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাতা দ্বিতীয় ফলটি ভক্ষণ করিয়াছিল বলিয়া কনিষ্ঠ পুত্রের নাম দেওয়া হইল অনিচ্ছাসেন। নৃপতির দ্বিতীয়া ভার্য্যা কাব্যালংকারা এই সমস্ত ব্যাপার দর্শনে ক্রুদ্ধা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "হায়! হায়! আমি সপত্নী কর্তৃক সন্তান লাভে বঞ্চিতা হইয়াছি সুতরাং আমাকে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেই হইবে। আমি কৌশলে উহার পুত্রদ্বয়কে হত্যা করিব।" এই প্রকার চিন্তা করিয়া সে উপায় উদ্ভাবন করিতে মনঃস্থ করিল। রাজকুমারদ্বয় যতই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, উহার অন্তরের বৈরীবৃক্ষও ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

অতঃপর কালক্রমে রাজপুত্রদ্বয় যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদের ভুজবল বর্দ্ধিত হইলে বিজয়লাভেচ্ছায় পিতাকে বলিল, "আমরা যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া শস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছি! ভুজবলের ফললাভ না করিয়া কি প্রকারে থাকিব? যে ক্ষত্রিয় বিজয়েচ্ছা করে না তাহার যৌবন ও ভুজবলকে ধিক্! অতএব, পিতঃ, আমাদিগকে দিগ্বিজয় করিবার অনুমতি প্রদান করুন।" (৭০-৮৩) নৃপতি পরিত্যাগসেন পুত্রদিগের এই অনুরোধে সন্তুষ্ট হইয়া সম্মতি প্রদানকরতঃ তাহাদিগের দিগ্বিজয় যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে বলিল, "যদি কখনও বিপদে পতিত হও তখন সংকটতারিণী দুর্গাদেবীকে স্মরণ করিও, কারণ তিনিই তোমাদিগকে আমায় প্রদান করিয়াছেন।" মাতা সাফল্যের নিমিত্ত মঙ্গলাচরণ কার্য্যাদি সম্পাদন করিলে নৃপতি সৈন্যবাহিনী এবং সামন্ত রাজগণের সহিত পুত্রদ্বয়কে দিগ্বিজয়ে প্রেরণ করিল। তাহাদের সহিত প্রথমসংগম নামক তাহার প্রাজ্ঞ মুখ্য মন্ত্রী এবং পুত্রদ্বয়ের মাতামহকেও নৃপতি প্রেরণ করিল। অতঃপর দুই বীর রাজকুমার ভ্রাতৃদ্বয় প্রথমে প্রাচ্যদেশে গমনপূর্ব্বক সৈন্যদিগের সাহায্যে উহা

জয় করিয়া অপ্রতিহত বীরদ্বয় বহু নৃপতির সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দেশ জয় করিতে অগ্রসর হইল। তাহাদের পিতামাতা আনন্দের সহিত এই বার্ত্তা শ্রবণ করিল কিন্তু তাহাদের বিমাতা গুপ্তঅসন্তুষ্টিপ্রসূত বিদ্বেষ বহ্নিতে জ্বলিতে লাগিল। রাশি রাশি অর্থ দ্বারা সন্ধিবিগ্রহ সচিবকে বশীভূত করিয়া তাহার দ্বারা নৃপতির নামে শিবিরস্থ সামন্ত রাজগণের নিকট কাব্যালংকারা গোপনে এক পত্রবাহকের হস্তে নিম্নোক্তরূপ লিপি প্রেরণ করিল, "আমার পুত্রদ্বয় ভুজবলে পৃথিবী জয় করিয়া আমাকে বধকরতঃ আমার রাজ্য অধিকার করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে। যদি তোমরা রাজভক্ত হইয়া থাক তবে কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিধা না করিয়া আমার দুই পুত্রকে হত্যা করিবে। (৮৪-৮৯) সেই পত্রবাহক গোপনে রাজকুমারদ্বয়ের শিবিরে গমনপূর্ব্বক ঐ পত্র সামন্তরাজদিগকে প্রদান করিলে তাহারা উহা পঠনান্তর চিন্তা করিল, "রাজনীতি অতিশয় কর্কশ। কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা অবহেলা করা অকর্ত্তব্য।" সকলে মিলিত হইয়া রাত্রিকালে এইরূপ পরামর্শ করিয়া যদিও তাহারা রাজপুত্রদের গুণমুগ্ধ হইয়াছিল তথাপি উপয়ান্তর না দেখিয়া তাহাদিগকে বধ করিতে মনঃস্থ করিল। রাজপুত্রদিগের মাতামহ মন্ত্রী, যিনি তাহাদের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, সমস্ত নৃপতিদিগের মধ্যে তাহার একজন সুহৃদের নিকট হইতে এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজপুত্রদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন এবং দ্রুত অশ্বারোহণে তাহাদিগকে শিবির হইতে বহুদূরে নিরাপদ স্থানে গোপনে অপসারিত করিলেন।

মন্ত্রী কর্তৃক রজনীতে নীত হইয়া তাহার সহিত পর্যটন করিতে করিতে প্রকৃত পথ জ্ঞাত না থাকায় তাহারা বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিল। নিশান্তে যখন তাহারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল তখন মধ্যাহ্নে অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া তাহাদের ঘোটক মৃত হইল এবং তাহাদের মাতামহ ক্ষুৎপিপাসায় শুষ্ক তালু হওয়াতে তাহাদের উভয়ের চক্ষুর সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহারাও অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন শোকাকুল ভ্রাতৃদ্বয় অতি দুঃখে বলিল, "আমরা নির্দ্দোষী হওয়া সত্ত্বেও দুষ্টা বিমাতার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত পিতা আমাদিগের এইরূপ অবস্থা করিয়াছেন কেন? এইরূপ অনুশোচনা করিতে করিতে পিতা বহুপূর্বে তাহাদের রক্ষয়িত্রী যে দেবীর কথা বলিয়াছিল, সেই অম্বিকাদেবীকে তাহারা স্মরণ করিল। সেই সদয়া দেবীর কথা চিন্তা করা মাত্রই তন্মুহূর্ত্তে তাহাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং ক্লান্তি অপসৃত হইল এবং তাহারা বল ফিরিয়া পাইল। (৯০-১০২) দেবীর

প্রতি ভক্তিতে আশ্বস্ত হইয়া তাহারা পথশ্রমে কিছুমাত্রও ক্লান্ত না হইয়া বিন্ধ্যারণ্যবাসিনী দেবী সন্দর্শনে আগত হইয়া অনাহারে দেবীর প্রসাদ লাভার্থ তপশ্চর্য্যা করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে সামন্তরাজগণ রাজপুত্র-দিগের অনিষ্ট সাধনের নিমিত্ত শিবিরে একত্রিত হইয়া সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়াও তাহাদিগের সাক্ষাৎলাভে অসমর্থ হইয়া বলিতে লাগিল, "রাজপুত্রেরা মাতামহের সহিত কোথাও পলায়ন করিয়াছে" এবং সমস্ত বিষয় প্রকাশ হইবে আশংকা করিয়া সভয়ে নৃপতি পরিত্যাগসেনের নিকট গমন করিল। তাহাকে লিপিকা দেখাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে সে তৎশ্রবণে অস্থিরচিত্তে সকোপে তাহাদিগকে বলিল. "এই লিপি মৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হয় নাই। ইহা কোনও বঞ্চকের কার্য্য। তোমরা অতিশয় মূর্খ। তোমাদের একবারও মনে হইল না যে প্রচণ্ড তপশ্চর্য্যার দ্বারা যে পুত্রদিগকে আমি লাভ করিয়াছি তাহাদিগকে বধ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়? তোমাদের কথা বলিতে গেলে তাহারা হত হইয়াছে, কিন্তু নিজেদের সুকৃতির বলে তাহারা রক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহাদের মাতামহ রাজনীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করাইয়াছেন।" সামন্ত নৃপতিদিগকে এই কথা বলিয়া সেই কূটপত্রের লেখক সচিব পলায়ন করা সত্ত্বেও রাজশক্তিবলে তাহাকে ধৃতকরতঃ 'সমস্ত বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া সে তাহার যথোচিত শাস্তি বিধান করিল। (১০৩-১১২) পুত্রঘাতিনী, দুষ্কর্মকারিণী, দুষ্টাপত্নী কাব্যালঙ্কারাকে ভূগৃহে নিক্ষেপ করা হইল। অতিমাত্রায় হিংসা দ্বারা চালিত হইয়া ফলাফল চিন্তা না করিয়া সাহসিকতার সহিত যে দুষ্কর্ম কৃত হয় তাহা কেন ধ্বংস আনয়ন করিবে না? যে সামন্ত রাজগণ তাহার পুত্রদ্বয়ের সহিত গমন করিয়াছিল এবং পরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদের পদচ্যুত করিয়া সেই পদে অন্য সামন্তরাজ নিযুক্ত করিয়াছিল! রাজপুত্রদ্বয়ের মাতার সহিত শোকাকুল চিত্তে ধর্ম্মাচরণকরতঃ রাজা দুর্গাদেবীর ধ্যান করিতে করিতে পুত্রদিগের সংবাদ সংগ্রহের প্রয়াসে তৎপর রহিল।

ইতোমধ্যে ইন্দীবরসেন এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার তপস্যায় বিন্ধ্যবাসিনী দেবী তুষ্ট হইয়া স্বপ্নে ইন্দীবর সেনকে খড়্গ প্রদানপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া তাহাকে আদেশ করিলেন, "এই খড়্গের শক্তিবলে তুমি দুর্জ্জয় শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া যথেচ্ছ সিদ্ধিলাভকরতঃ উভয়ে মনোমত সাফল্য অর্জ্জন করিবে।" এই কথা বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলে ইন্দীবরসেন জাগ্রত হইয়া হস্তে খড়্গ দেখিতে পাইল। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে খড়্গ প্রদর্শনান্তর স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিল এবং বন্যফলমূল

দ্বারা সে ও তাহার ভ্রাতা উপবাস ভঙ্গ করিয়া পারণ করিল। অতঃপর দেবীর অর্চ্চনা করিয়া তাহার প্রসাদে শ্রান্তি অপনোদনকরতঃ খড়্গহস্তে সে ভ্রাতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিল। (১১৩-১২২) বহুদূর অতিক্রম করিয়া সে হেমময়গৃহপূর্ণ মেরুশিখর সদৃশ এক বিশাল শ্রেষ্ঠ নগরী দেখিতে পাইল। তথায় রাজপথের দ্বারদেশে এক ঘোরাকৃতি রাক্ষস দ্বারপালের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাহার নিকট নগরের এবং নগরাধিপের নাম জানিতে চাহিলে সেই রাক্ষস তাহাকে বলিল, "এই নগরের নাম শৈলপুর এবং রাক্ষসাধিপতি শত্রু মর্দ্দন যমদংষ্ট্র ইহার নৃপতি" রাক্ষসের কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দীবরসেন যমদংষ্ট্রকে বধ করিবার নিমিত্ত প্রবেশোদ্যত হইলে দ্বারস্থ রাক্ষস তাহার পথ রুদ্ধ করিল এবং ইন্দীবরসেন খড়্গের এক আঘাতে শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে হত্যা করিল। তাহাকে বধ করিয়া বীরবর রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল যে বিশালদংষ্ট্রাযুক্ত ঘোরাকৃতি নিশাচর যমদংষ্ট্র সিংহাসনে আসীন হইয়া বিরাজ করিতেছে। তাহার বামপার্শ্বে একটি বরাঙ্গনা এবং দক্ষিণপার্শ্বে একটি পরমাসুন্দরী কন্যা দণ্ডায়মান ছিল। তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া ইন্দীবরসেন অম্বিকাদেবী প্রদত্ত খড়্গহস্তে তাহাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করিলে সেই রাক্ষস অসি নিষ্কাষণকরতঃ তাহাকে বাধা প্রদান করিতে অগ্রসর হইল। যুদ্ধে ইন্দীবরসেন রাক্ষসের শিরঃ পুনঃ পুনঃ ছেদন করিলেও উহা পুনরায় গজাইতে লাগিল। রাক্ষসের মায়াবল দর্শন করিয়া এবং প্রথমদর্শনেই তাহার প্রতি অনুরক্তা রাক্ষসের পার্শ্বস্থিতা কুমারীর সংকেতানুসারে রাক্ষসের মস্তক ছিন্ন করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে খড়্গের এক আঘাতে ঐ ছিন্নশিরঃ দ্বিধা বিভক্ত করিল। এইপ্রকারে রাক্ষসের মায়াবল প্রতি মায়াবলে প্রতিহত হইলে তাহার মস্তক আর জন্মাইল না এবং রাক্ষস পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। (১২৩-১৩৪)

সে নিহত হইলে ঐ সুন্দরী নারী এবং রাজকুমারী হর্ষান্বিতা হইলে রাজপুত্র এবং তাহার ভ্রাতা উপবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে নিম্নোক্ত প্রশ্ন করিল। "এই নগরে এই রাক্ষস একটিমাত্র রক্ষকের সহিত বাস করিত কেন? তোমাদের দুই জনের কি পরিচয় এবং তোমরা কেন উহার মৃত্যুতে আনন্দিত হইয়াছ?" এই কথা শ্রবণ করিয়া উহাদের মধ্যে কুমারী কন্যা প্রত্যুত্তর করিল, "এই শৈলপুরে বীরভুজ নামক নরপতি বাস করিত এবং ইনি তাহার পত্নী মদনদংষ্ট্রা। এই রাক্ষস আগমনকরতঃ মায়াবলে তাহাকে ভক্ষণ করিয়া তাহার অনুচরদিগকে ভোজন করিয়াছিল, কিন্তু মদনদংষ্ট্রা সুরূপা হওয়ায় কেবলমাত্র তাহাকে ভক্ষণ না করিয়া পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিল। এই শহর সুদৃশ্য হওয়া সত্ত্বেও সে বীতশ্রদ্ধ হইয়া হেমময় গৃহরাজি নিৰ্ম্মাণকরতঃ অনুচরদিগকে বিদায়

প্রদানপূর্ব্বক মদনদংষ্ট্রার সহিত হেথায় বিহার করিতেছিল। আমি এই রাক্ষসের অবিবাহিতা কনিষ্ঠা ভগিনী, দৃষ্টিমাত্রেই আপনার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছি। এই নিমিত্ত উহার মৃত্যুতে ইনি এবং আমিও উৎফুল্ল হইয়াছি। সুতরাং, আর্য্যপুত্র, এখনই আমাকে এইস্থানে বিবাহ করুন, প্রেমাবেশে আমি আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছি।"

খড়্গদংষ্ট্রা এই কথা বলিলে ইন্দীবরসেন তাহাকে তখনই সেই স্থানে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করিল এবং বিবাহিত হইয়া ভ্রাতার সহিত সেই নগরেই অবস্থান করিতে লাগিল। দুর্গাদেবী প্রদত্ত খড়্গের প্রসাদে ইচ্ছামাত্রই সমস্ত দ্রব্য তাহার নিকট আসিত। অতঃপর একদা পরশমণি স্বরূপ খড়্গের প্রভাবে চিন্তামাত্র একটি ব্যোমযান নির্ম্মাণ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীরবর অনিচ্ছাসেনকে তদোপরি স্থাপনকরতঃ পিতামাতাকে স্বীয় বার্ত্তা প্রদানার্থ তাহাকে প্রেরণ করিল। (১৩৫-১৪৬) অনিচ্ছাসেনও বায়ুপথে সেইখানে ত্বরিৎগতিতে ইরাবতী নগরীতে পিতৃসকাশে আগমন করিল। চন্দ্রমা সন্দর্শনে তাপক্লিস্ট চকোরের মত তাহাকে দর্শন করিয়া তাহার তীব্র সন্তপ্ত পিতামাতা আনন্দিত হইল এবং সে অগ্রসর হইয়া তাহাদের পদতলে লুণ্ঠিত হইলে তাহারা তাহাকে আলিঙ্গন করিল। তাহারা প্রশ্ন করিলে সে ভ্রাতার সুসংবাদ প্রদান করিয়া তাহাদের শংকা দূর করিল এবং তাহার ও তাহার ভ্রাতার আদিতে দুঃখবহ এবং অন্তে সুখবহ সমুদয় বৃত্তান্ত তাহাদিগের নিকট বিবৃত করিল। দুষ্টা বিমাতা বিদ্বেষবশে তাহার ধ্বংসের নিমিত্ত যে কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিল তাহার কথা সেই স্থানেই জ্ঞাত হইল। প্রজাবর্গ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া প্রহৃস্ট পিতামাতার সাহচর্য্যে অনিচ্ছাসেন তথায় শান্তিতে কালাতিপাত করিতে লাগিল। কতিপয় দিবসান্তে দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া শংকিতচিত্তে ভ্রাতার পুনদর্শনের নিমিত্ত উদ্গ্রীব হইয়া পিতাকে বলিল, "ভ্রাতা ইন্দীবরসেন সকাশে 'তোমরা তাহার নিমিত্ত সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছ' এই কথা বলিয়া তাহাকে লইয়া পুনরায় হেথায় আগমন করিব। পিতঃ, আমাকে প্রস্থান করিতে অনুমতি প্রদান করুন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া পুত্রকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পিতা ও মাতা অনুমতি প্রদান করিলে অনিচ্ছাসেন তৎক্ষণাৎ যানারোহণপূর্ব্বক ব্যোমপথে শৈলপুর নগরে আগমন করিয়া ভ্রাতার প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রোরুদ্যমানা খড়্গদংষ্ট্রা ও মদনদংষ্ট্রার সম্মুখে জ্ঞানশূন্য হইয়া অবস্থান করিতেছে। ব্যাকুল হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,

"ইহার তাৎপর্য্য কি ?" অন্য রমণী তাহাকে দোষী করিলেও খড়্গদংষ্ট্রা ভূতলে নয়ন নত করিয়া বলিল, "তুমি প্রস্থান করিবার পর আমি একদিন স্নান করিতে গমন করিলে তোমার ভ্রাতা এই মদনদংষ্ট্রার সহিত ষড়যন্ত্র করিলে আমি স্নানান্তে প্রত্যাগমন করি এবং উহাদের দুইজনকে একত্রে দর্শন করিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলাম। (১৪৭-১৬০) সে আমাকে অনুনয় বিনয় করিলে আমি অতিশয় অনমনীয় ঈর্ষ্যাক্রান্তা হইয়া মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলাম, "হায়! হায়! আমাকে অবজ্ঞা করিয়া সে অন্যের ভজনা করিতেছে। আমার বিশ্বাস খড়্গের যাদুবলে বলীয়ান হইয়াই তাহার এই ঔদ্ধত্য হইয়াছে। সুতরাং আমি তাহার এই অস্ত্র গোপন করিব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া সে যখন নিদ্রিত ছিল তখন আমি মূর্খের ন্যায় তাহার খড়্গ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। ইহাতে খড়্গ কলঙ্কিত হওয়ায় উহার এই দশা হইয়াছে। মদনদংষ্ট্রা কর্ত্তৃক ভর্ৎসিতা হইয়া আমি শোকাকুলা হইয়াছি। আমরা উভয়ে যখন দুঃখে ম্রিয়মান অবস্থায় মৃত্যু সংকল্প করিয়াছি তখন তুমি হেথায় আগমন করিয়াছ। আমি আমার বংশোচিত নির্দ্দয় কার্য্য করিয়াছি। সুতরাং এই খড়্গ দ্বারা আমাকে হত্যা কর।" ভ্রাতৃজায়া কর্ত্তৃক এই প্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া অনুতপ্তা ভ্রাতৃজায়াকে বধ করা অনুচিত হইবে মনে করিয়া সে স্বীয় শিরশ্ছেদনে উদ্যত হইলে তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে অশরীরী বাণী শ্রুত হইল, "রাজকুমার, এবম্বিধ আচরণ করিও না। তোমার ভ্রাতা মৃত হয় নাই। খড়্গটির যথানুরূপ যত্ন না করাতে দুর্গাদেবী ক্রুদ্ধা হইয়া উহাকে অজ্ঞান করিয়া রাখিয়াছেন। খড়্গদংষ্ট্রাকেও দোষ দিও না, কারণ তোমরা সকলে অভিশপ্ত হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করাতেই এই অনর্থপাত ঘটিয়াছে। উহারা উভয়েই পূর্ব্বজন্মে তোমার ভ্রাতার ভার্য্যা ছিল। দুর্গাদেবীর ভজনা করিলেই তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।" সুতরাং অনিচ্ছাসেন আত্ম-হত্যার ইচ্ছা পরিত্যাগপূর্ব্বক বহ্নি কলঙ্কিত খড়্গ গ্রহণ করিয়া যানারোহণে বিন্ধ্যবাসিনী দেবী দুর্গার পাদপূজার নিমিত্ত প্রস্থান করিল। (১৬১-১৭২) তথায় অনাহারে স্বীয় মস্তক প্রদান করিয়া দেবীর উপাসনা করিতে উদ্যত হইলে সে দৈববাণী শ্রবণ করিল, "বৎস, এই দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে বিরত থাক। তোমার ভ্রাতা জীবিত হইবে এবং খড়্গও কলঙ্কমুক্ত হইবে। আমি তোমার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়াছি।" দেবীর ঐ বাণী শ্রবণ করিয়া সে তন্মুহূর্ত্তেই দেখিতে পাইল যে তাহার হস্তস্থিত খড়্গ পূর্ব্বের ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হইয়াছে এবং দেবীকে প্রদক্ষিণকরতঃ তাহারই

মনোরথের ন্যায় দ্রুতগামী রথে আরোহণ করিয়া উৎসুকচিত্তে অনিচ্ছাসেন শৈলপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সে দেখিতে পাইল যে অকস্মাৎ সংজ্ঞালাভ করিয়া তাহার অগ্রজ তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়াছে। তখন সে তাহার চরণে পতিত হইলে তাহার অগ্রজ তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিল এবং ইন্দীবরসেনের পত্নীদ্বয় অনিচ্ছাসেনের চরণে পতিত হইয়া বলিল, "আমাদের স্বামীর প্রাণ তুমি রক্ষা করিয়াছ।" (এইস্থানে ১৭৯ শ্লোকের শেষার্দ্ধ এবং ১৮০ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ লুপ্ত।) ভ্রাতা ইন্দীবরসেন কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া সে তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলে ইন্দীবরসেন তাহা শ্রবণ করিয়া খড়্গদংষ্ট্রার প্রতি ক্রুদ্ধ হইল না কিন্তু ভ্রাতার প্রতি প্রীত হইল।

সে ভ্রাতার মুখ হইতে শ্রবণ করিল যে পিতামাতা তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন, এবং কি প্রকারে বিমাতার শঠতায় তাহাদের নৈকট্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তাহাও শ্রবণ করিল। (১৭৩-১৮১) অতঃপর ভ্রাতৃপ্রদত্ত খড়্গ গ্রহণ করিয়া উহার যাদুবলে ইচ্ছামাত্র একটি বৃহৎযান তাহার নিকট উপস্থিত হইলে দুইপত্নী, কনিষ্ঠভ্রাতা এবং স্বীয় স্বর্ণময় প্রাসাদ সমূহ সঙ্গে করিয়া ইন্দীবরসেন স্বনগরী ইরাবতীতে প্রত্যাগমন করিল। তথায় প্রজাপুঞ্জ বিস্মিত হইয়া তাহাকে আকাশ হইতে অবতরণ করিতে দেখিল এবং সে প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া অনুচরবর্গসহ নৃপতি সকাশে গমন করিল। সেই অবস্থায় পিতা ও মাতাকে দর্শন করিয়া সে অশ্রুধারা বিগলিত নয়নে তাহাদের চরণে পতিত হইলে পুত্রের সাক্ষাৎমাত্রই তাহাকে ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিলে মনে হইল যেন অমৃতধারায় স্নাত হইয়া তাহারা বিগতশোক হইল। তাহাদের স্নুষাদ্বয়, ইন্দীবরসেনের দিব্যাকৃতি দুই পত্নী, তাহাদের চরণে পতিত হইলে তাহারা প্রহৃষ্টচিত্তে তাহাদিগকে সম্বর্ধিত করিল। আলাপ প্রসঙ্গে দৈববাণী কর্ত্তৃক বর্ণিত তাহারা উভয়ে পূর্ব্বজন্মে ইন্দীবরসেনের পত্নী ছিল শ্রবণ করিয়া পরমপ্রীতি লাভ করিল। পুত্রের আকাশ ভ্রমণের এবং সুবর্ণ প্রাসাদাদি আনয়নের ক্ষমতা দৃষ্টে তাহারা বিস্ময়ান্বিত হইল। প্রজাপুঞ্জের আনন্দবর্ধনকরতঃ ইন্দীবরসেন, ভার্য্যাদ্বয় এবং অনুচরবর্গের সহিত পিতামাতার সহিত বাস করিতে লাগিল। একদা সে পিতা নৃপতি পরিত্যাগসেনের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পুনরায় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া মহাভুজ বীর ইন্দীবরসেন খড়্গের প্রভাবে নিখিল পৃথিবীজয় করিয়া পরাজিত নৃপতিদিগের নিকট হইতে বহু সুবর্ণ, হস্তী, অশ্ব এবং রত্নাদি গ্রহণ করিয়া গৃহে

প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সৈন্য কর্ত্তৃক ভূপৃষ্ঠে উত্থিত ধূলির ন্যায় শঙ্কিত ভূপতিবৃন্দ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া সে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিলে তাহার পিতা অগ্রসর হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং সে ও তাহার ভ্রাতা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহাদের মাতা অধিক সংগমার আনন্দোৎপাদন করিল। ভূপতিবৃন্দকে সম্মান প্রদর্শনকরতঃ ইন্দীবরসেন সেই দিবস পত্নীদ্বয় ও অনুচরবর্গের সহিত আনন্দে যাপন করিল। (১৮২-১৯৫) পরদিবস নৃপতিদিগের করস্বরূপ সমগ্র পৃথিবী পিতৃহস্তে প্রদান করিয়া সে সহসা পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিল। তখন সে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় পিতাকে বলিল, "তাত, শ্রবণ কর, পূর্ব্বজন্মের কথা আমার স্মরণপথে উদিত হইয়াছে। হিমালয়ের সানুদেশে মুক্তাপুর নামক নগর আছে। তথায় বিদ্যাধরপতি মুক্তাসেন বাস করে। রাজ্ঞী কম্বুবতী কালক্রমে তাহার পরম সদ্গুণান্বিত পদ্মসেন ও রূপসেন নামক দুই ধার্ম্মিক পুত্র প্রসব করিয়াছিল। আদিত্যপ্রভা নাম্নী এক বিদ্যাধরাধিপকন্যা স্বেচ্ছায় অনুরাগবশতঃ পদ্মসেনকে বিবাহ করিয়াছিল। এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া চন্দ্রবতী নামিকা এক বিদ্যাধরতনয়া কামার্ত্তা হইয়া আগমনকরতঃ পদ্মসেনকে পতিত্বে বরণ করিলে দুই পত্নী হওয়ায় সপত্নীর উপর ঈর্ষ্যান্বিতা আদিত্যপ্রভা পদ্মসেনকে অনবরত বিরক্ত করিত। পদ্মসেন পুনঃপুনঃ পিতা মুক্তাসেনকে বলিত, "তাত, আমি ঈর্ষ্যান্ধ ভার্য্যার কলহ সহ্য করিতে পারি না। আমাকে অনুমতি করুন, আমি তপোবনে গমনপূর্ব্বক অশান্তি হইতে মুক্তিলাভ করি।" বারংবার অনুরুদ্ধ হওয়াতে তাহার পিতাও তাহার পত্নীদ্বয়কে অভিশপ্ত করিল, "তপোবনে গমন করিয়া কি হইবে? বরং মর জগতে গমন কর। তথায় তোমার এই কলহরতা পত্নী আদিত্যপ্রভা রাক্ষসযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় তোমার ভার্য্যা হইবে এবং এই পতিতে অনুরক্তা ধর্ম্মশীলা দ্বিতীয়া চন্দ্রবতী জনৈক নৃপতির পত্নী হইয়া অবশেষে এক রাক্ষসের উপপত্নী হইবে এবং তোমাকেই পরে পতিরূপে লাভ করিবে। এই রূপসেন, যাহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর অনুরক্ত দেখি, সেও মর্ত্ত্যলোকে তোমার ভ্রাতা হইবে।" এই কথা বলিয়া সে বিরত হইল এবং কি প্রকারে তাহারা শাপমুক্ত হইবে তাহা বলিল, "রাজপুত্র হইয়া পৃথিবী জয়করতঃ পিতাকে প্রদান করিলে পূর্ব্বজন্মের কথা তোমার স্মরণ পথে উদিত হইবে এবং তুমি শাপমুক্ত হইবে।" পিতা পদ্মসেনকে এই কথা বলিলে সে অন্যান্যদিগের সহিত মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিল।

আমিই সেই পদ্মসেন, তোমার পুত্র ইন্দীবরসেন হইয়া আমার কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছি। অন্য বিদ্যাধরকুমার রূপসেন আমার অনুজ অনিচ্ছাসেন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমার পত্নীদ্বয়, আদিত্যপ্রভা ও চন্দ্রবতী পৃথিবীতে খড়্গদংষ্ট্রা ও মদনদংষ্ট্রা নাম গ্রহণপূর্ব্বক জন্মলাভ করিয়াছে। সম্প্রতি আমাদের শাপমোচন হইয়াছে। সুতরাং, তাত, এখন আমরা আমাদের বিদ্যাধর আলয়ে গমন করিব।" এই কথা বলিয়া সে তাহার ভ্রাতা এবং পত্নীদ্বয়, যাহারা এখন পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়াছে, মানুষীদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদ্যাধরাকৃতি গ্রহণ করিল। পিতৃপদে প্রণতা হইয়া পত্নীদ্বয়কে অংকে গ্রহণপূর্ব্বক ভ্রাতার সহিত সে নিজপুরী মুক্তাপুরে ব্যোমপথে গমন করিল। তথায় প্রাজ্ঞ রাজকুমার পিতা মুক্তাসেন কর্ত্তৃক সানন্দে অভ্যর্থিত হইয়া মাতৃনয়নে আনন্দ উৎপাদন করিয়া ভ্রাতা রূপসেনের সাহচর্য্যে বিগতদ্বেষা আদিত্যপ্রভা এবং চন্দ্রবতীর সহিত সুখে বাস করিতে লাগিল। (২০৯-২১৯)

মন্ত্রী গোমুখ পথিমধ্যে নরবাহনদত্তকে এই রমণীয় আখ্যান বর্ণনা করিয়া পুনরায় তাহাকে বলিল, "মহৎ ব্যক্তিগণ মহৎ কষ্ট সহ্য করিয়া এই প্রকার মহাযশঃ অর্জন করে, অন্য ব্যক্তিগণ অল্পক্লেশ সহ্য করিয়া স্বল্প যশোলাভ করে। আপনি রত্নপ্রভার বিদ্যায় সুরক্ষিত হইয়া কর্পূরিকাকে অনায়াসে লাভ করিবেন।"

সুবক্তা গোমুখের মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া নরবাহনদত্ত পথশ্রম বিস্মৃত হইয়া তাহার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিল। পর্য্যটন করিতে করিতে স্বায়ংকালে পূর্ণবিকশিত পদ্ম সমন্বিত অমৃতোপম অগাধ শীতল বারিপূর্ণ এক সরোবরের নিকট আগমন করিল। ইহার তীরদেশ, দাড়িম্ব পনস এবং আম্রবৃক্ষ মণ্ডিত ছিল এবং রাজহংসেরা কলগুঞ্জন করিতেছিল। তথায় স্নানান্তে পর্ব্বত-সুতার প্রিয়তমকে ভক্তিভরে অর্চ্চনা করিয়া সুরভি মধুর স্বাদযুক্ত নানাপ্রকার হৃদয়ানন্দকারী ফলসমূহ ভক্ষণ করিয়া বৎসরাজসুত তাহার মিত্রের সহিত মৃদু কিশলয়াস্তীর্ণ শয্যায় শয়ন করিয়া সরসীতীরে রজনী যাপন করিল। (২২০-২২৫)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের রত্নপ্রভা লম্বকের অষ্টম তরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্লোকসংখ্যা—২২৫
ক্রমিক সংখ্যা—৭০৮৮

নবম তরঙ্গ

পরদিবস প্রাতঃকালে সরোবরতীর হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যাত্রা করিয়া নরবাহনদত্ত তাহার মন্ত্রী গোমুখকে বলিল, "সখে, আমার মনে পড়িতেছে গত নিশান্তে শুক্লাম্বর পরিহিতা জনৈকা দিব্যরূপা রাজকুমারী স্বপ্নে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "বৎস, নিশ্চিন্ত হও। তুমি শীঘ্রই সমুদ্র-তীরস্থ অরণ্যে একটি বিশাল অদ্ভুত পুরী অবলোকন করিবে। তথায় কিয়ৎ-কাল বিশ্রামান্তে তুমি সহজেই কর্পূরসম্ভব নগরী প্রাপ্ত হইয়া রাজনন্দিনী কর্পূরিকাকে লাভ করিবে। এই কথা বলিয়া সে অন্তর্ধান করিলে আমি জাগ্রত হইলাম। গোমুখ তখন হৃষ্ট চিত্তে তাহাকে বলিল, "দেব, তুমি দেবতা দিগের অনুগৃহীত, তোমার নিকট কি কিছুই দুষ্কর হইতে পারে? তুমি নিশ্চয়ই অক্লেশে সাফল্য লাভ করিবে।" গোমুখ এই কথা বলিলে নরবাহনদত্ত তাহার সহিত পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল এবং কালক্রমে সমুদ্রতীরে এক বিরাট নগরীতে উপনীত হইল। উহাতে গিরিশিখরের ন্যায় অট্টালিকা, বীথি, গোপুর এবং মেরুসদৃশ সুবর্ণ প্রাসাদ শোভা পাইতেছিল— মনে হইল যেন উহা দ্বিতীয় ভূমণ্ডল। বিপণি মার্গে সেই নগরীতে প্রবেশ করিয়া তাহারা দেখিতে পাইল যে তত্রস্থ সমস্ত ব্যক্তি, বণিক, নারী এবং পৌরজন সচল দারুময়যন্ত্র কিন্তু বাক্যহীন হওয়াতে নিৰ্জীব বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। ইহাতে তাহার হৃদয়ে বিস্ময়ের উদ্রেক হইল। ক্রমে ক্রমে গোমুখের সহিত রাজপুরীর সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া সে দেখিল যে তত্রস্থ অশ্ব, হস্তী, ইত্যাদি-ও দারুময়। তখন মন্ত্রীর সহিত স্বর্ণশীর্ষ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া সবিস্ময়ে দেখিল যে কাষ্ঠময় প্রতিহার ও বারবিলাসিনী পরিবৃত এক ভব্যপুরুষ রত্নসিংহাসনে আসীন হইয়া ঐ জড়সমূহের স্পন্দন উৎপাদন করিতেছে, আত্মা যে রূপ ইন্দ্রিয়বর্গকে চালিত করে। (১-১৫) তথায় ঐ পুরুষই কেবলমাত্র প্রাণময় ছিল। সেই ব্যক্তি বীর নরবাহনদত্তের উত্তম আকৃতি দর্শন করিয়া উত্থিত হইয়া তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিল এবং তাহাকে স্বীয় আসনে উপবিষ্ট করাইয়া স্বয়ং তাহার সম্মুখে উপবেশন-পূর্ব্বক তাহাকে শুধাইল, "তোমরা কে এবং তুমি এই জনহীনপুরীতে একজন মাত্র সঙ্গী লইয়া কেন আগমন করিয়াছ?" তখন নরবাহনদত্ত তাহার বৃত্তান্ত আদি হইতে বর্ণনা করিয়া তাহার সম্মুখে নত সেই বীরকে

জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্র, আপনি কে এবং আপনার এই বিস্ময়কর পুরীই বা কি বস্তু, আমাকে বলুন। এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই পুরুষ স্বীয় কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিল—

প্রাণধর ও রাজ্যধর ভ্রাতৃদ্বয়ের কাহিনী

মেখলার ন্যায় পৃথিবীবধূকে বেষ্টনকারিণী উত্তমগুণভূষিতা কাঞ্চী নাম্নী নগরী আছে। তথায় বাহুবল নামক নৃপতি বাস করিত। ভুজবলে সে চঞ্চলা লক্ষ্মীকে স্বীয় কোষাগারে আবদ্ধ রাখিয়াছিল। তথায় আমরা সূত্রধর ভ্রাতৃদ্বয় ময়দানব কর্তৃক আদিতে কাষ্ঠাদি দ্বারা নির্মিত মায়াযন্ত্র প্রস্তুতে কুশলী ছিলাম। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রাণধর বেশ্যাসক্ত ছিল এবং দেব, আমি রাজ্যধর, তাহার প্রতি সতত অনুরক্ত ছিলাম। আমার ভ্রাতা পিতার এবং স্বকীয় ধনাদি এবং স্বোপার্জ্জিত বিত্তের কিয়দংশ যাহা আমি স্নেহবশতঃ তাহাকে প্রদান করিয়াছিলাম, সমস্তই ব্যয় করিয়াছিল। অতঃপর সে সেই বেশ্যাতে অতিশয় আসক্তিবশতঃ তাহার নিমিত্ত ধন অপহরণার্থ দারুময় যন্ত্র রাজহংসযুগল নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদের সহিত রজ্জু সংলগ্ন করিয়াছিল। (১৬-২৫) প্রত্যহ রজনীতে রজ্জু আকর্ষণপূর্ব্বক বাতায়নপথে ঐ হংসযন্ত্র নৃপতি বাহুবলের কোষাগারে প্রেরণ করিলে উহারা চঞ্চুদ্বারা একটি পেটিকায় রত্ন আহরণপূর্ব্বক আমার ভ্রাতার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ঐ অপহৃত রত্নসমূহ বিক্রয়লব্ধ অর্থ তাহার রক্ষিতার নিমিত্ত ব্যয় করিত। প্রত্যহ রাত্রে সে এই প্রকারে নৃপতির কোষাগার লুণ্ঠন করিত এবং আমার বারণ সত্ত্বেও এই অন্যায় আচরণ পরিত্যাগ করিল না। বাসনাসক্ত ব্যক্তি কি সৎ ও অসতের ভিতর তারতম্য করিতে সমর্থ হয়? মূষিক না থাকা সত্ত্বেও পর পর অর্গল বদ্ধ কক্ষ হইতে নৃপতির রত্নাদি অপহৃত হইতে থাকিলে, ভাণ্ডারিক ভয়ে ভয়ে কাহারও নিকট কিছু প্রকাশ না করিয়া ব্যাপারটি অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং অবশেষে অতিশয় বিরক্ত হইয়া সমস্ত ঘটনা রাজার নিকট প্রকাশ করিল। তখন ভূপতি তাহাকে এবং অন্য কয়েকজন রক্ষককে সত্য নিরূপণার্থ কোষাগারে স্থাপনপূর্ব্বক রাত্রি জাগরণ করিতে নির্দ্দেশ দিল। ঐ রক্ষকেরা মধ্যরাত্রে কোষাগারের অভ্যন্তরে গমনপূর্ব্বক আমার ভ্রাতার হংসযন্ত্রদ্বয়কে বাতায়ন পথে রজ্জুদ্বারা চালিত হইয়া কক্ষে প্রবেশকরতঃ যন্ত্রবলে রত্নসংগ্রহ করিতে দর্শন করিয়া রজ্জু ছেদন করিল এবং নৃপতিকে দেখাইবার নিমিত্ত প্রাতঃকালে রাজহংস মিথুনকে তাহার নিকট আনয়ন করিল। তখন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিহ্বল হইয়া

বলিল, ভ্রাতঃ, আমার যন্ত্র রাজহংসদ্বয় কোষাগার রক্ষীদিগের দ্বারা ধৃত হইয়াছে, কারণ রজ্জু শ্লথ হইয়া যন্ত্রের কীলক স্খলিত হইয়াছে। আমাদিগকে এই মুহূর্ত্তেই এইস্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে, কারণ প্রাতঃকালে নৃপতি এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া আমাদের উভয়কে চৌর্য্যাপরাধে শাস্তি প্রদান করিবেন। মায়াযন্ত্র নির্ম্মাতারূপে আমরা উভয়েই বিখ্যাত। (২৬-৩৭) আমার নিকট একটি বায়ুচালিত যান আছে, কীলক স্পর্শমাত্রই উহা অষ্টশত যোজন দ্রুতবেগে গমন করিতে সমর্থ। বিদেশ গমন অপ্রীতিকর হইলেও উহার সাহায্যে চল, আমরা অদ্যাই দূর দেশে গমন করি। সদুপদেশ সত্ত্বেও দুষ্কার্য্য কি কাহারও প্রীতিবিধান করিতে পারে? তোমার উপদেশ অমান্য করিয়া দুষ্কর্ম করার এই ফল আমি এবং নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও তুমি, আমরা উভয়েই এখন জড়িত হইয়া পড়িয়াছি। এইকথা বলিয়া আমার ভ্রাতা প্রাণধর সপরিবারে তৎক্ষণাৎ ঐ যানে আরোহনপূর্ব্বক ব্যোমপথে উড্ডীন হইল। আমাকে অনুরোধ করা হইলেও বহু ব্যক্তি দ্বারা ঐ যান ভারাক্রান্ত হওয়াতে আমি উহাতে আরোহণ করিলাম না। আমার ভ্রাতা আকাশমার্গে কোন দূরে দেশে প্রস্থান করিল।

সার্থকনামা প্রাণধর এই প্রকারে কোনদেশে গমন করিলে প্রাতঃকালে আমাকে একাকী নৃপতির সম্মুখীন হইতে হইবে মনে করিয়া আমি মৎ নির্ম্মিত আর একটি বায়ু চালিত যানে সত্বর তথা হইতে দ্বিশত যোজন দূরে প্রস্থান করিলাম। সেই ব্যোমপথগামী বায়ুযানটি পুনরায় চালিত করিয়া আমি আরও দ্বিশত যোজন অতিক্রম করিলাম। অতঃপর সমুদ্রের উপর আগমন করিয়াছি দৃষ্টে শঙ্কিত হইয়া আমি পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে এই জনশূন্য নগরীতে আগমন করিয়াছি। (৩৮-৪৬) কুতূহলবশতঃ নৃপজনোচিত বস্ত্র, ভূষণ শয্যাদি সম্বলিত এই রাজপ্রাসাদে প্রবেশকরতঃ সায়ংকালে উদ্যানসরসীতে স্নানান্তে ফলাহারপূর্ব্বক রজনীতে রাজ পর্য্যঙ্কে একাকী শায়িত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, "এই জনশূন্যস্থানে কি করিব? আগামীকল্য অন্য কোথাও গমন করিব, কারণ এখন ত নৃপতি বাহুবলের নিকট হইতে কোনও বিপদের সম্ভাবনা নাই।" এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি নিদ্রিত হইলে রজনীর শেষযামে ময়ূরারোহী এক দিব্যবীর আমাকে স্বপ্নে বলিলেন, "ভদ্র, তুমি এইস্থানেই অবস্থান করিবে, অন্য কোথাও গমন করিও না। ভোজন সময়ে তুমি প্রাসাদের মধ্যচত্বরে গমন করিয়া তথায় অপেক্ষা করিবে।" এইকথা বলিয়া তিনি অন্তর্ধান করিলে আমি জাগ্রত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। 'এই দিব্যস্থান নিশ্চয়ই দেব

কার্ত্তিকেয় কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। আমি আমার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে স্বপ্নে তাহার দর্শন লাভ করিয়াছি। এইনগরে সুখে বাস করিতে সমর্থ হইব বলিয়াই আমার হেথায় আগমন হইয়াছে।" এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আহ্নিকান্তে প্রাসাদের মধ্যচত্বরে অপেক্ষা করিতে থাকিলে ভোজন কালে স্বর্ণপাত্র সমূহ আমার সম্মুখে স্থাপিত হইল এবং আকাশ হইতে উহাদের উপরে ঘৃত, দুগ্ধ, শালিতণ্ডুলান্ন এবং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যাদি ও যে যে আহার্য্য ইচ্ছা করিলাম চিন্তা মাত্রই সে সমস্ত পতিত হইল। এই সমস্ত আহার্য্য গ্রহণ করিয়া দেবতার কৃপায় আমি শান্তি লাভ করিলাম। সুতরাং আমি এই স্থানেই রহিয়া গেলাম এবং প্রতিদিবস চিন্তা করিবামাত্রই আমার নিকট রাজভোগ আসিতে লাগিল। (৪৭-৫৭) কিন্তু ভার্য্যা অথবা পরিজনবর্গ চিন্তামাত্রই আগমন করে না, তন্নিমিত্ত কাষ্ঠ দ্বারা আমি এই সমস্ত নরনারী নির্ম্মাণ করিয়াছি। সূত্রধর হওয়া সত্ত্বেও এইস্থানে আগমন পূর্ব্বক ভাগ্যবলে আমি একাকী রাজোচিত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছি। আমার নাম রাজ্যধর।

এই দেবনির্ম্মিত নগরীতে একটি দিন অবস্থান করুন। আমি যথাশক্তি আপনাদের পরিচর্য্যা করিব।" এইকথা বলিয়া রাজ্যধর নরবাহনদত্ত এবং গোমুখকে নগরীর উদ্যানে লইয়া গেলে তথায় তাহারা বাপী বারিতে স্নান করিয়া কমল দ্বারা শিবের পূজা করিল। অতঃপর তাহারা প্রাসাদের মধ্যচত্বরে ভোজন স্থলে নীত হইয়া সে এবং তাহার মন্ত্রী তাহাদের সম্মুখে স্থাপিত সুখাদ্য সম্ভোগ করিল। রাজ্যধর তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইচ্ছামাত্রই ঐ ভোজ্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কোনও অদৃশ্য হস্ত দ্বারা আহার ভূমি সম্মার্জিত হইলে উহারা তাম্বূল এবং আসব গ্রহণ করিয়া তথায় পরমসুখে অবস্থান করিতে লাগিল। রাজ্যধরের ভোজন সমাপ্ত হইলে চিন্তামণি স্বরূপ নগরী অবলোকনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সে রজনীতে উত্তম পর্য্যঙ্কে শয়ন করিল। কর্পূরিকার নিমিত্ত ঔৎসুক্যবশতঃ সে বিনিদ্র থাকিলে পর্য্যঙ্কে শায়িত রাজ্যধর তাহার কাহিনী শ্রবণ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া তাহাকে বলিল, "ভদ্র, আপনি নিদ্রিত হইতেছেন না কেন? আপনার ঈপ্সিতা প্রিয়াকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবেন। লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় সুন্দরী নারী স্বেচ্ছায় সাহসী বীর প্রত্যাশা করে। আমি ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনার নিকট সেই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিব, শ্রবণ করুন।—

কাশ্মীরাজ বাহুবলের, যাহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহার অর্থলোভ সার্থকনামা এক ধনবান দ্বারপাল ছিল। তাহার মানপরা নাম্নী সুন্দরী ভার্য্যা ছিল। (৫৮-৬৯) অর্থলোভের বৃত্তি ছিল বণিকের, অর্থলোভ হেতু ভৃত্যাদিগকে অবিশ্বাস করিয়া তাহাদিগের পরিবর্ত্তে স্বীয় পত্নীর উপর তাহার কার্যভার অর্পণ করিয়াছিল। যদিও এই কার্য্য তাহার মনঃপূত ছিল না তথাপি স্বামীর বাধ্য হওয়ায় বণিকদিগের সহিত ক্রয় বিক্রয়াদি করিত এবং সুরূপা, মধুর বাক্য ও ব্যবহার দ্বারা সকলের হৃদয় জয় করিয়াছিল। পত্নী কর্ত্তৃক বিক্রীত গজ, অশ্ব, রত্ন ও পরিচ্ছদাদিতে প্রচুর অর্থলাভ হওয়ার সে প্রভূত আনন্দ লাভ করিত। একদা দূর দেশ হইতে সুখধন নামক বণিক বহু অশ্ব ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সহ আগমন করিলে এই বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র অর্থলোভ তাহার ভার্য্যাকে বলিল," প্রিয়ে, বিদেশ হইতে সুখধন নামক বণিক বিংশ সহস্র অশ্ব ও এবং চীন দেশীয় অসংখ্য মনোরম বস্ত্রাদি আনয়ন করিয়াছে। তাহার নিকট গমন করিয়া পঞ্চ সহস্র অশ্ব এবং দশ সহস্র বস্ত্র ক্রয় কর। আমার যে কয়েক সহস্র অশ্ব আছে এবং এই পঞ্চ সহস্র অশ্ব সহ আমি নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাণিজ্য করিতে ইচ্ছা করি। পাপাত্মা অর্থলোভ কর্ত্তৃক মানপরা এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সুখধনের নিকট গমন করিলে সে তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে সাদরে আপ্যায়ন করিল। অশ্ব ও বস্ত্রের নিমিত্ত মূল্য প্রদান করিতে চাহিলে ঐ বণিক কামার্ত্ত হইয়া উহাকে একান্তে লইয়া গিয়া বলিল, "আমি অর্থের পরিবর্ত্তে তোমাকে একটিও ঘোটক অথবা বস্ত্র প্রদান করিব না। কিন্তু যদি তুমি একটি মাত্র রজনী আমার সহিত যাপন কর তবে আমি তোমাকে পঞ্চশত অশ্ব এবং পঞ্চ সহস্র বস্ত্র প্রদান করিব।" (৭০-৮১) এই কথা বলিয়া সে সুন্দরীকে আরও অধিক প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল। মুক্ত, অবাধ বিচরণশীলা নারীর প্রতি কে না প্রেমাসক্ত হয়? সে প্রত্যুত্তর করিল, "আমি আমার পতিকে জিজ্ঞাসা করিব। আমি জানি অতিলোভবশতঃ তিনি আমাকে হেথায় প্রেরণ করিবেন।" এই কথা বলিয়া সে গৃহে গমনপূর্ব্বক বণিক সুখধন গোপনে তাহাকে যাহা বলিয়াছিল সে স্বামীর নিকট তাহা প্রকাশ করিলে সেই পাপাত্মা, লোভী পতি তাহাকে বলিল, "প্রিয়ে, যদি তুমি একটি রাত্রির জন্য পঞ্চশত অশ্ব এবং পঞ্চ সহস্র জোড়া বস্ত্র প্রাপ্ত হও তবে তাহাতে কি দোষ আছে? তুমি এখন তাহার নিকট গমন কর এবং প্রাতঃকালে সত্বর

প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।" কাপুরুষ পতির এইবাক্য শ্রবণ করিয়া মানপরা মনে মনে চিন্তা করিল, আত্মসম্মান বিক্রয়কারী এই অপদার্থ পতিকে ধিক্! সতত লোভের কথা চিন্তা করিতে করিতে সে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। যে উদার-হৃদয় ব্যক্তি আমাকে শতশত অশ্ব এবং সহস্র সহস্র চীনপট্ট দ্বারা একটি রজনীর নিমিত্ত ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে সেই বরং আমার পতি হউক।" এইরূপ চিন্তা করিয়া "আমার কিন্তু কোন দোষ নাই", এই কথা বলিয়া সে সুখধনের গৃহে গমন করিল। (৮২-৯০) তাহাকে আগমন করিতে দর্শন করিয়া এবং জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সে বিস্মিত হইল এবং তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিল। সে তৎক্ষণাৎ তাহার পতি অর্থলোভের নিকট ক্রয়মূল্য স্বরূপ যথাস্বীকৃত অশ্ব এবং বস্ত্র প্রেরণ করিল। সেই রজনী মানপরার সহিত যাপন করিয়া বণিকের মনে হইল তাহার যেন সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে এবং সে অবশেষে তাহার বিত্তরাজির ফলস্বরূপ মূর্ত্তিমতী সম্পদশ্রী লাভ করিয়াছে। প্রাতঃ-কালে ঐ ক্লীব অর্থলোভ পত্নীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত নির্লজ্জের ন্যায় পরিচারকদিগকে প্রেরণ করিলে মানপরা তাহাদিগকে বলিল, "যে পতি আমাকে অন্যের নিকট বিক্রয় করিয়াছে আমি কি প্রকারে তাহার নিকট প্রত্যা-বর্ত্তন করিব? আমি উহার মত লজ্জাহীনা নই। তোমরা প্রস্থান কর। যে ব্যক্তি আমাকে ক্রয় করিয়াছে সেই আমার স্বামী।" পরিচারকদিগকে এই কথা বলিলে তাহারা অর্থলোভের নিকট গমনপূর্ব্বক অধোমুখে মানপরার বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করিল। এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই নরাধম বলপূর্ব্বক তাহাকে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করিলে হরবল নামক তাহার এক মিত্র তাহাকে বলিল, "তুমি তাহাকে সুখধনের নিকট হইতে আনয়ন করিতে সমর্থ হইবে না, কারণ সুখধন বীর পুরুষ এবং আমি তোমার মধ্যে উহার ন্যায় মনুষত্ব দেখিতে পাইতেছি না। তাহার মহত্ত্বে আকৃষ্ট হইয়া একটি নারী তাহার প্রতি অনুরক্তা হওয়ায় তাহার শৌর্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, উপরন্তু সেই বীরপুরুষ অন্যান্য বীর অনুচরদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত। (৯১-১০০) কিন্তু তুমি তোমার পত্নী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে কারণ তুমি কৃপণের ন্যায় তাহাকে বিক্রয় করিয়াছিলে। ঘৃণ্য হইয়া তুমি কাপুরুষে পরিণত হইয়াছ এবং ভর্ৎসিত হইয়া তুমি ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। উপরন্তু তুমি দুর্বল, শক্তিশালী মিত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত নও। সুতরাং কি প্রকারে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিবে? তুমি স্ত্রী বিক্রয় করিয়াছ, এই উপহাসস্কর ভুল করিও না।" তাহার বন্ধু এই প্রকার বাক্যে তাহাকে বারণ

করা সত্ত্বেও অর্থলোভ কুপিত হইয়া পরিচারকদিগের সহিত সুখধনের গৃহ আক্রমণ করিলে সুখধন স্বীয় মিত্র এবং পরিচারকবর্গের সহিত বহির্গত হইয়া অর্থলোভের সৈন্যনিচয়কে মুহূর্ত্তে অক্লেশে পরাজিত করিল।

অতঃপর অর্থলোভ পলায়নকরতঃ নৃপতির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্বীয় দুষ্কৃতি গোপনকরতঃ তাহাকে বলিল, "দেব, সুখধন বলপূর্ব্বক আমার পত্নীকে হরণ করিয়াছে। নৃপতি ক্রুদ্ধ হইয়া সুখধনকে বন্দী করিতে চাহিলে সন্ধান নামক তাহার মন্ত্রী রাজাকে বলিল, "প্রভো, আপনি কোন প্রকারেই তাহাকে বন্দী করিতে সমর্থ হইবেন না, কারণ যখন তাহার সহিত আগত একাদশমিত্র তাহার সৈন্যবল বৃদ্ধি করিবে তখন দেখা যাইবে যে তাহার লক্ষাধিক উত্তম ঘোটক আছে। উপরন্তু, এই ব্যাপারে সত্যাসত্য অনুসন্ধান করা হয় নাই। হয়ত দেখা যাইবে যে বিনা কারণে সে এইরূপ কার্য্য করে নাই, সুতরাং একজন দূত প্রেরণপূর্ব্বক এইব্যক্তি এখানে কি বলিতেছে তাহা নির্দ্ধারণ করা যাউক। (১০১-১১০) এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি বাহুবল ঘটনাটির অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত সুখধনের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া নৃপতির আদেশে বিষয়টি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে মানপরা তাহাকে তাহার বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। সেই অপরূপ কাহিনী শ্রবণ করিয়া ভূপতি অতিশয় ঔৎসুক্যবশতঃ মানপরার সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে সুখধনের গৃহে আগমন করিলে সৃষ্টিকর্ত্তার বিমোহন রূপশালিনী মানপরা তাহার সম্মুখে নত হইয়া এবং তাহার পদতলে পতিত হইয়া নৃপতি কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইলে অর্থলোভের সাক্ষাতে এবং শ্রবণগোচরে স্বমুখে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তৎ সমুদায় বিবৃত করিল। এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতির উহা সত্য বলিয়া বোধ হইল। কারণ অর্থলোভ নিরুত্তর ছিল। সম্প্রতি কি করা কর্ত্তব্য, সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে নিশ্চিত হইয়া বলিল, "দেব, যে ক্লীব এবং লোভী ব্যক্তি কোন প্রকার বিপদে পতিত না হইয়া আমাকে অন্য ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিয়াছে আমি এখন কি প্রকারে তাহার নিকট ফিরিয়া যাইব?" এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি "সাধু," "সাধু" বলিলে কাম, ক্রোধ এবং লজ্জায় আকুল হইয়া অর্থলোভ বলিল, "দেব, অন্য কোন প্রকার অতিরিক্ত সাহায্য গ্রহণ না করিয়া আমি এবং এই সুখধন সসৈন্যে যুদ্ধ করিলেই প্রতীয়মান হইবে কে সবল এবং কে দুর্ব্বল।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সুখধন বলিল, "সৈন্যের কি প্রয়োজন? দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হউক। যে জয়ী হইবে সে মানপরাকে পুরস্কার স্বরূপ লাভ করিবে।" ইহা শ্রবণ করিয়া ভূপতি বলিল, "বেশ, তাহাই হউক।" (১১১-১২১)

তখন মানপরা এবং নৃপতির সমক্ষে উহারা অশ্বারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বর্শাঘাতে অশ্ব আহত হওয়ায় অর্থলোভ ভূতলে পতিত হইল। এই প্রকারে ঘোটক হত হওয়ায় সে আরও তিনবার পতিত হইলে ধর্ম্মযোদ্ধা সুখধন তাহাকে বধ করিতে বিরত হইল, কিন্তু পঞ্চমবার সুখধনের অশ্ব তাহার উপর পতিত হইয়া তাহাকে আহত করিলে নিস্পন্দ অর্থলোভকে তাহার ভৃত্যেরা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারণ করিল। তখন দর্শকেরা সুখধনকে সাধুবাদ প্রদান করিলে নৃপতি তাহাকে যথাযোগ্য সম্মানিত করিল। মানপরাকে সম্মানসূচক পুরস্কার প্রদান করিয়া এবং অর্থলোভের অধর্ম্ম উপার্জ্জিত বিত্ত হরণ করিয়া নৃপতি তাহার পদে অন্য একজনকে নিযুক্তকরতঃ হৃষ্টচিত্তে স্বীয় প্রাসাদে গমন করিল। অন্যান্যের সংশ্রব হইতে বিমুক্ত হইয়া সদ্ব্যক্তিগণ সুখলাভ করেন। সুখধন নিজের দাবী সম্বন্ধে সবলে কৃতনিশ্চয় হইয়া অনুরক্তা ভার্য্যা মানপরার সহিত সুখে বিহার করিতে লাগিল।

এই প্রকারে পত্নী এবং বিত্ত, বীর্য্যহীনকে পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে স্বতঃই বীর্য্যবানের নিকট আগমন করে। সুতরাং চিন্তা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিদ্রিত হউন, আপনি নিশ্চয়ই রাজপুত্রী কর্পূরিকাকে লাভ করিবেন। নরবাহনদত্ত রাজ্যধরের এই সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া গোমুখের সহিত নিদ্রিত হইল। (১২২-১৩২)

প্রাতঃকালে রাজকুমার যখন ভোজনান্তে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতেছিল তখন ধীমান্ গোমুখ রাজ্যধরকে বলিল, "প্রভুর নিমিত্ত এরূপ একটি যন্ত্রবিমান প্রস্তুত কর যাহার সাহায্যে কর্পূরসম্ভব নগরীতে গমনপূর্ব্বক উনি উহার প্রিয়তমাকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।" এইপ্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া ঐ সূত্রধর পূর্ব্বের ন্যায় একটি বায়ুচালিত যান নির্ম্মাণ করিয়া নরবাহনদত্তকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিল। অতঃপর সেই মনোরথের ন্যায় দ্রুত গমনশীল যন্ত্রবিমানে গোমুখের সহিত ব্যোমপথে তাহারা সাহস দর্শনোন্মুখ বীচিবিক্ষুব্ধ মকরাদিপূর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া তাহার তীরস্থিত কর্পূরসম্ভব নগরীতে উপস্থিত হইল। বিমানযান আকাশ হইতে অবতরণ করিলে নরবাহনদত্ত এবং গোমুখ উহা পরিত্যাগ করিয়া সকুতূহলে নগরীতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। জনগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া অভীষ্ট নগরীতেই আগমন করিয়াছে এই বিষয়ে কৃত নিশ্চয় হইয়া সে প্রহৃষ্ট মনে রাজপ্রসাদের নিকট উপস্থিত হইয়া জনৈকা বৃদ্ধার একটি সুরম্য গৃহ অবলোকন করিয়া তথায় প্রবেশকরতঃ বাস

করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বৃদ্ধা তাহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিল। কৌশলে সমস্ত অবগত হইবার নিমিত্ত সে অচিরে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আর্য্যে, এই নগরীর নৃপতির নাম কি? তাহার কয়টি সন্তান এবং তাহারা দেখিতে কিরূপ? আমরা বিদেশী" বৃদ্ধাকে এই কথা বলিলে তাহার সুন্দরাকৃতি দর্শন করিয়া সে প্রত্যুত্তর করিল, "মহাভাগ, আপনাকে সমস্তই বলিব, শ্রবণ করুন,—এই কর্পূরসম্ভব নগরীতে কর্পূরক নামক নৃপতি বাস করেন। (১৩৩-১৪৩) নিঃসন্তান হওয়ায় তিনি সন্তান লাভার্থ ভার্য্যা বুদ্ধিকারীর সহিত অনাহারে শিবের আরাধনা করেন। তিনরাত্র এইপ্রকারে অনাহারে তপশ্চর্য্যা করিলে মহাদেব স্বপ্নে তাহাকে বলেন, "উত্থিত হও, পুত্রাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা তোমার এক কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করিবে যাহার স্বামী বিদ্যাধরদিগের অধিপতি হইবে।" শিব কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গান্তে রাজ্ঞী বুদ্ধিকারীর নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া তিনি প্রহৃষ্টচিত্তে রাজ্ঞীর সহিত উপবাসভঙ্গ-করতঃ পারণ করিলেন। অতঃপর রাজ্ঞী, অন্তঃসত্ত্বা হইলে যথাকালে তাহার একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। সে রূপলাবণ্যে সূতিকা-গৃহের দীপাবলী এমত নিষ্প্রভ করিল যে মনে হইল তাহারা যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস দ্বারা কজ্জল মাত্র উৎপাদন করিতেছে। নৃপতি মহোৎসব-করতঃ স্বীয় নামানুসারে তাহার নাম রাখিলেন কর্পূরিকা। সেই লোকলোচনচন্দ্রিমা রাজপুত্রী কর্পূরিকা সম্প্রতি যৌবনপ্রাপ্তা হইয়াছে এবং তাহার পিতা নৃপতি এখন তাহাকে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সেই পুরুষবিদ্বেষিনী উগ্রস্বভাবা কন্যা কিছুতেই সম্মত হইতেছে না। যখন তাহার সখি, আমার কন্যা তাহাকে প্রশ্ন করে, "কন্যা জন্মের একমাত্র ফল বিবাহ করিতে তুমি ইচ্ছুক নও কেন?" তখন সে প্রত্যুত্তর করে, "আমি জাতিস্মর। আমার পূর্ব্বজন্মেই ইহার কারণ ঘটিয়াছিল। আমি বলিতেছি; মনোযোগপূর্ব্বক অনুধাবন কর—

রাজহংসীরূপে জাত রাজপুত্রী কর্পূরিকার কাহিনী

সমুদ্রতীরে একটি বিশাল চন্দন তরু আছে। (১৪৪-১৫৪) ইহার সমীপে ফুল্লনলিনী শোভিত একটি তড়াগ বিদ্যমান। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে আমি তথায় রাজহংসী হইয়া বাস করিতাম। আমার পতি একটি রাজহংসের সহিত সমুদ্রভয়ে ভীত হইলে সেই চন্দন পাদপে আমি নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। সেই নীড়ে বাসকালে আমার পুত্রসন্তান

সমূহ জন্মগ্রহণ করিলে বলবান সমুদ্রতরঙ্গ উহাদিগকে হরণ করিল। শোকাপ্লুত হইয়া আমি আহার ত্যাগ করিয়া সমুদ্রতীরস্থ একটি শিবলিঙ্গের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলাম। আমার পতি সেই রাজহংস আমার নিকট আগমন করিয়া বলিল, "মৃত সন্তানদিগের নিমিত্ত শোক করিতেছ কেন? আমাদের অন্যান্য সন্তান হইবে। জীবিত থাকিলে সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়।" তাহার বাক্য শরের ন্যায় হৃদয়ে বিদ্ধ হইলে আমি ভাবিতে লাগিলাম, "পাপী পুরুষেরা স্বীয় শিশুঅপত্যদিগের প্রতি এইপ্রকার স্নেহহীন এবং তাহাদের ভক্তিমতী স্ত্রীদিগের প্রতি এইরূপ নিষ্করুণ। এইরূপ পতি দ্বারা আমার কি হইবে এবং যে দেহ কেবলমাত্র দুঃখ আনয়ন করে তাহারই বা কি প্রয়োজন? এইরূপ চিন্তা করিয়া শিবলিঙ্গের সম্মুখে নত হইয়া এবং তাহার প্রতি ভক্তি হৃদয়ে ধারণ-পূর্ব্বক আমার রাজহংস পতির সমক্ষে এই প্রার্থনা করিলাম, "পরজন্মে আমি যেন জাতিস্মর রাজকন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করি" এবং অতঃপর সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিলাম। তাহার ফলে এখন যেমন দেখিতে পাইতেছ, এই জন্মে রাজকুমারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। পূর্ব্বজন্মের পতির নির্দ্দয় ব্যবহার স্মরণ থাকায় আমি বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। ইহার পর যাহা হইবার তাহা ভাগ্যদেবীর উপর নির্ভর করে।" রাজকুমারী একান্তে আমার দুহিতাকে এই কথা বলিলে সে আমার নিকট আগমনকরতঃ তাহা বলিয়াছে।"

"বৎস, তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছি। (১৫৫-১৬৭) ঐ রাজকুমারী নিশ্চয়ই তোমার ভাবী পত্নী। বহুপূর্ব্বেই দেব শম্ভু বলিয়াছিলেন যে রাজকুমারী বিদ্যাধরদিগের ভাবী রাজচক্রবর্তীর পত্নী হইবে। তোমার তিলক ইত্যাদি শুভচিহ্ন দৃষ্টে আমার ধারণা হইতেছে যে তুমি ঐ উদ্দেশ্যেই বিধাতা কর্ত্তৃক আনীত কোনও মহাপুরুষ হইবে। গাত্রোত্থান কর, দেখা যাউক আমার গৃহে কি খাদ্য দ্রব্যাদি আছে। এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা ভোজ্যদ্রব্যাদি আনয়ন করিল এবং নরবাহনদত্ত ও গোমুখ সেই রজনী তথায় যাপন করিল। প্রাতঃকালে গোপনে গোমুখের সহিত পরামর্শ করিয়া বৎসেশ্বরাত্মজ পাশুপত সন্ন্যাসীর বেশ ধারণপূর্ব্বক গোমুখের সহিত রাজদ্বারে আগমনকরতঃ পুনঃ পুনঃ "হায় আমার রাজ-হংসি, হায় আমার রাজহংসি" বলিয়া চিৎকারকরতঃ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল এবং জনগণেরা তাহাদের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া রহিল। চেটিকাবৃন্দ তাহাকে এইরূপ করিতে দর্শন করিয়া সবিস্ময়ে রাজপুত্রী

কর্পূরিকাকে বলিল, 'দেবি, রাজদ্বারে আমরা দ্বিতীয় সঙ্গীসহ এক মহাব্রতী যুবককে দেখিলাম, সৌন্দর্য্যে যিনি অদ্বিতীয়। তিনি সতত "হায় আমার রাজহংসি, হায় আমার রাজহংসি" রব করিয়া সকল স্ত্রী চিত্ত বিমোহন করিতেছেন। (১৬৮-১৭৬) পূর্ব্বজন্মের রাজহংসী রাজপুত্রী এই কথা শ্রবণ করিয়া চেটিকাগণ কর্তৃক তাহাকে সেই বেশেই ঔৎসুক্যবশতঃ স্বসমীপে আনয়ন করিল এবং সে দেখিল যে ঐ মহাব্রতী যেন শিবার্চ্চনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অপরূপ সুন্দর নবীন কন্দর্প দেব। রাজপুত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে সকৌতূহলে বলিল, "আপনি নিরন্তর কেন, "হায়! আমার রাজহংসি, হায়! আমার রাজহংসি" বলিয়া রব করিতেছেন?" তখন তাহার সঙ্গী উত্তর করিল, "দেবী, আমি সংক্ষেপে ইহার কারণ বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন"।

'পূর্ব্বজন্মে জন্মান্তরের কর্ম্মফলে ইনি রাজহংসরূপে জন্মগ্রহণকরতঃ সমুদ্রতীরস্থ একটি বৃহৎ সরসীর নিকট চন্দনপাদপে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া তথায় পত্নীর সহিত বাস করিতেন। দৈবক্রমে সমুদ্রতরঙ্গে কুলায়স্থিত সন্ততি সমূহ অপহৃত হইলে ইহার পত্নী শোকান্বিত হইয়া সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিয়াছিল। তখন ইনি পত্নী বিরহে পক্ষীজন্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়া দেহত্যাগ করিবার নিমিত্ত মনে মনে সংকল্প করিলেন, "আমি যেন পরজন্মে জাতিস্মর রাজপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করি এবং এই ধর্ম্মশীলা রাজহংসীও যেন জাতিস্মর হইয়া আমার পত্নী হয়।" অতঃপর শিবের আরাধনা করিয়া শোকতাপানলে দগ্ধ হইয়া সমুদ্রবারিতে দেহ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। শুভে, সম্প্রতি ইনি জাতিস্মর হইয়া কৌশাম্বীর বৎসরাজের তনয় নরবাহনদত্তরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। (১৭৭-১৮৭) ইহার জন্ম সময়ে সুস্পষ্ট দৈববাণী হইয়াছিল "এই কুমার অখিল বিদ্যাধরদিগের রাজচক্রবর্ত্তী হইবে। কালক্রমে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার পর ইহার পিতা ইহাকে কোন কারণবশতঃ নারীরূপে জাতা দিব্যরূপা দেবী মদনমঞ্চুকার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। অতঃপর হেমপ্রভ নামক বিদ্যাধরাধিপের দুহিতা রত্নপ্রভা স্বয়ং ইহাকে স্বেচ্ছায় পতিত্বে বরণ করেন। তথাপি ইনি বাল্যাবধি তাহার ভৃত্য আমাকে বলিয়াছেন যে রাজহংসীর কথা চিন্তা করিয়া হৃদয়ে শান্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। একদিন মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলে ইনি এবং আমি দৈবাৎ অরণ্যে এক সিদ্ধা তাপসীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস, কর্ম্মফলে স্মরদেব রাজহংস হইয়াছিলেন এবং যখন তিনি সমুদ্রতীরে একটি চন্দনবৃক্ষে বাস করিতেছিলেন তখন অভিশাপগ্রস্তা এক দিব্য

রমণী তাহার প্রিয়তমা ভার্য্যা হইয়াছিল। সমুদ্রবারিতে তাহার অপত্যসমূহ অপহৃত হইলে সে সমুদ্রে আত্মবিসর্জন করিয়াছিল এবং অবশেষে রাজহংসও ঝম্প প্রদান করিয়াছিল। সম্প্রতি শিবের প্রসাদে সেই তুমি বৎসরাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। বৎস, তুমি জাতিস্মর হওয়াতে তাহা অবগত আছ। সেই রাজহংসী সমুদ্রতীরবর্ত্তী কর্পূরসম্ভব নগরীতে কর্পূরিকা নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজকুমারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। (১৮৮-১৯৭) অতএব বৎস, তুমি তথায় গমনপূর্ব্বক তাহাকে পত্নীরূপে লাভ কর।" সিদ্ধা তাপসী এই কথা বলিয়া অন্তরীক্ষে অন্তর্হিতা হইলেন এবং আমার প্রভু এই বার্ত্তা শ্রবণান্তর তৎক্ষণাৎ আমাকে সঙ্গে লইয়া এইস্থানে আগমন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিয়াছিলেন।

আপনার প্রতি প্রেমবশতঃ শত শত বিপদ অতিক্রমকরতঃ স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়া তিনি সমুদ্রতীরে উপনীত হইয়াছিলেন। তথায় হেমপুরে রাজ্যধর নামক এক সূত্রধরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে আমাদিগকে একটি অদ্ভুত বিমান যন্ত্র প্রদান করিয়াছিল। আমাদের সাহসের মূর্ত্ত প্রতীক-স্বরূপ ঐ ভয়প্রদ যানে আরোহনপূর্ব্বক দুস্তর সাগর লঙ্ঘনান্তে আমরা এই নগরীতে উপনীত হইয়াছি। দেবি, এই নিমিত্ত আমার প্রভু, "হায়! রাজহংসি" বলিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে আপনার সকাশে আগমন করিয়াছেন। আপনার অপরূপ মুখচন্দ্রিমা দর্শন করিয়া তিনি প্রফুল্ল হইয়াছেন এবং তাহার অগণিত দুঃখের তমোরাজি অপসৃত হইয়াছে। (১৯৫-২০৪) (এই স্থানে শ্লোকার্দ্ধ লুপ্ত) এখন আপনার নীলকমল মাল্যসদৃশ দৃষ্টিদ্বারা আপনার পূজনীয় অতিথিকে সম্মানিত করুন।" স্বীয় স্মরণাগত বৃত্তান্তের সহিত সামঞ্জস্য থাকায় গোমুখের মিথ্যাভাষণকে তাহার সত্য বলিয়া প্রতীতি হইল এবং প্রেমাসক্ত হৃদয়ে সে চিন্তা করিতে লাগিল, "আমার পতি তবে আমার প্রতি অনুরক্তই ছিলেন। আমার নিরাশ হইবার কোন কারণ ছিল না।" সে বলিল, "আমিই সত্য সত্য সেই রাজহংসী। আমার কি সৌভাগ্য যে আমার নিমিত্ত দুই জন্মভর কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। আমি প্রেমানুরক্তা আপনার দাসী।" এই কথা বলিয়া সে নরবাহনদত্তকে স্নানাদি এবং অন্যান্য উপচারাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়া পরিচারিকাদিগের প্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত পিতার নিকট ব্যক্ত করিলে নৃপতি ইহা শ্রবণমাত্র তাহার সমীপে আগমন করিল। কন্যা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে দেখিয়া এবং সমুদয় রাজচক্রবর্ত্তী লক্ষণোপেত নরবাহনদত্তকে বররূপে প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিল। যথাবিধি তাহার কন্যা কর্পূরিকা নরবাহনদত্তের হস্তে সমর্পিত

হইল এবং প্রত্যেকবার পূতবহ্নি প্রদক্ষিণের সময় নৃপতি তাহাকে তিনকোটি সুবর্ণমুদ্রা এবং তৎপরিমাণ কর্পূররাশি প্রদান করিলে মনে হইল যেন মেরু এবং কৈলাসম্বয় পার্ব্বতীর বিবাহ নিরীক্ষণার্থ আগত হইয়া বিভবশোভা দর্শন করিতেছেন। মনোভিলাষ পূর্ণ হওয়াতে নৃপতি কর্পূরক নরবাহনদত্তকে দশকোটি উত্তমবস্ত্র এবং তিনশত সালংকারা দাসীও প্রদান করিলেন। উদ্বাহান্তে প্রেমের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ কর্পূরিকার সহিত নরবাহনদত্ত দিবস যাপন করিতে লাগিল। মাধবীবল্লরীর সহিত বসন্তোৎসবের সঙ্গম তুল্য দম্পতির মিলনে কাহার হৃদয় উদ্ভাসিত হইল না? (২০৬-২১৮)

পরদিবস সিদ্ধমনোরথ নরবাহনদত্ত কর্পূরিকাকে বলিল, "চল, আমরা কৌশাম্বী প্রয়াণ করি।" সে প্রত্যুত্তর করিল, "তাহাই যদি করিতে হয় তবে আমরা এখনই তোমার আকাশগামী যানে আরোহণ করিয়া তথায় গমন করি না কেন? যদি উহা ক্ষুদ্রায়তন হয় তবে আমি একটি বৃহত্তর যান সংগ্রহ করিব, কারণ এই স্থানে বিদেশ হইতে আগত প্রাণধর নামক যন্ত্রবিমানযান নির্ম্মাতা সূত্রধর বাস করে। আমি তাহাকে ঐ প্রকার একটি যান নির্ম্মাণ করিতে আদেশ প্রদান করিব!" এই কথা বলিয়া সে প্রতীহারকে বলিল, "যাননির্ম্মাতা প্রাণধরের নিকট গমন করিয়া আমাদের গমনের নিমিত্ত একটি ব্যোমগামীযান নির্ম্মাণ করিতে আদেশ কর।" প্রতীহারকে বিদায় করিয়া কর্পূরিকা চেটী মুখে পিতার নিকট তাহার প্রস্থানেচ্ছার বার্ত্তা প্রেরণ করিল। এই বার্ত্তা শ্রবণান্তর নৃপতি যখন তথায় আগমন করিতে উদ্যত হইল তখন নরবাহনদত্ত চিন্তা করিতে লাগিল, "রাজ্যধর রাজরোষভয়ে পলায়িত যে ভ্রাতার কথা বলিয়াছিল এই প্রাণধর নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি হইবে।" সে যখন এই কথা চিন্তা করিতেছিল তখন নৃপতি অচিরে আগমন করিল এবং যন্ত্রবিৎ প্রাণধরও প্রতীহারের সহিত আগমন করিয়া বলিল, "আমার সদ্য প্রস্তুত একটি বৃহৎ যান আছে। উহা অনায়াসে এই মুহূর্ত্তেই সহস্র সহস্র ব্যক্তি বহন করিতে পারিবে। (২১৯-২২৮) যন্ত্রবিৎ এই কথা বলিলে নরবাহনদত্ত বলিল, "সাধু! সাধু" এবং অতঃপর তাহাকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি নানা যন্ত্র প্রয়োগবেত্তা রাজ্যধরের ভ্রাতা?" তখন প্রাণধর তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমিই তাহার সেই ভ্রাতা। কিন্তু দেব, আপনি আমাদের বৃত্তান্ত কি প্রকারে অবগত হইলেন?" তখন কি প্রকারে রাজ্যধরের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং রাজ্যধর তাহাকে যাহা বলিয়াছে তৎসমস্তই নরবাহনদত্ত প্রাণধরকে বলিল। প্রাণধর সানন্দে যন্ত্র-বিমান আনয়ন করিলে শ্বশুরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, শ্বশুরে

সাদরে বিদায় সম্ভাষণ করিলে গোমুখের সহিত নরবাহনদত্ত যন্ত্রযানে আরোহণ করিল। কিন্তু প্রথমে সে দাস, কর্পূর ও স্বর্ণাদি যানে বোঝাই করিয়াছিল। রাজার অনুমতি গ্রহণ করিয়া সে প্রাণধরকে তাহার সহিত লইল এবং মুখ্য প্রতীহার ও নবপরিণীতা বধূ কর্পূরিকাও তাহার সহিত গমন করিল। শ্বশ্রূমাতা যাত্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিলেন এবং তাহার উত্তমবস্ত্রসম্ভার হইতে সে ব্রাহ্মণদিগকে বস্ত্র দান করিল। সে প্রাণধরকে বলিল, "আমরা অগ্রে সমুদ্রতীরে রাজ্যধরের নিকট গমন এবং পরে গৃহে গমন করিব।" প্রাণধর যন্ত্রযানটি পরিচালনা করিতেছিল এবং নরবাহনদত্ত সস্ত্রীক স্বীয় সফল মনোরথের ন্যায় দ্রুত আকাশপথে উড্ডীন হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া তাহারা রাজ্যধরের সমুদ্রতীরস্থ আবাসস্থল হেমপুর নগরে আগমন করিল। (২২৯-২৩৯) রাজ্যধর তাহাকে প্রণাম করিল এবং ভ্রাতাকে দর্শন করিয়া আহ্লাদিত হইল। তাহার পরিচারিকা না থাকায় নরবাহনদত্ত তাহাকে কতিপয় পরিচারিকা দান করিয়া সম্মানিত করিলে সে অতিশয় আনন্দিত হইল। জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রস্থানে অশ্রুপূর্ণ নয়নে রাজ্যধর বিদায় গ্রহণ করিলে রাজকুমার সেই বিমানেই কৌশাম্বী গমন করিল। অকস্মাৎ পরিচারিকাবৃন্দ এবং নববধূর সহিত নরবাহনদত্তকে উত্তমযানে আরোহণপূর্ব্বক আকাশ হইতে অবতরণ করিতে দর্শন করিয়া জনসমূহ অতিশয় পুলকিত হইল। পৌরজনের আনন্দ কল্লোলে পুত্রের আগমন বার্ত্তা বিদিত হইয়া পিতা বৎসরাজ সানন্দে রাজ্ঞী, মন্ত্রিবর্গ, পুত্রবধূ এবং অন্যান্য জনগণের সহিত পুত্রের সাক্ষাৎলাভ করিতে গমন করিল। বধূর সহিত পুত্র তাহার চরণে প্রণত হইলে সে তাহাকে সানন্দে অভ্যর্থনা করিল এবং বিমান-যোগে আগমন করাতে সে মনে করিল যে তাহার পুত্র, যে ভবিষ্যতে খেচর বিদ্যাধরদিগের রাজচক্রবর্ত্তী হইবে, তাহাই যেন সূচিত হইল। মাতা বাসবদত্তা পদ্মাবতীর সহিত তাহাকে আলিঙ্গন করিলে তাহার নয়ন হইতে পতিত অশ্রুবিন্দু যেন পুত্রের অদর্শনজনিত দুঃখগ্রন্থি মোচন করিল। (২৪০-২৪৫) পত্নী রত্নপ্রভা ও মদনমঞ্চুকাও তাহার প্রতি অনুরাগবশতঃ ঈর্ষ্যামুক্ত হইয়া তাহার পদালিঙ্গনকরতঃ সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয় জয় করিল। যৌগন্ধরায়ণ প্রমুখ তাহার পিতার মন্ত্রিবর্গ এবং মরুভূতি প্রমুখ স্বীয় মন্ত্রিবর্গ তাহাকে প্রণাম করিলে সে তাহাদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কৃত করিল। বৎসরাজকে অগ্রে স্থাপন করিয়া নববধূ কর্পূরিকা যথাবিধি সুষ্ঠুভাবে প্রণতা হইলে তাহারা সকলে তাহাকে সানন্দে অভ্যর্থনা করিল। মনে হইল যেন উত্তম অঞ্চল সমন্বিত বস্ত্রস্বরূপ তীর সংযুক্ত

অম্বুধি অতিক্রম করিয়া শত দিব্যাঙ্গনা পরিবৃতা হইয়া অনুজা অমৃতের সহিত লক্ষ্মী দেবী পতি কর্ত্তৃক আনীতা হইয়াছেন। যানে আনীত বহু কোটি সুবর্ণ বস্ত্র এবং কর্পূরের খণ্ড প্রদান করিয়া বৎসরাজ কর্পূরিকার পিতার প্রতীহারকে অভিনন্দিত করিল এবং তাহার পুত্র নরবাহনদত্তের উপকারক যান নির্ম্মাতারূপে পুত্র কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট প্রাণধরকেও সম্মানিত করিল। অতঃপর গোমুখকেও সম্মানিত করিয়া নৃপতি সানন্দে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি প্রকারে রাজকন্যাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলে এবং এই স্থান হইতে গমন করিয়াছিলে?" তখন গোমুখ, বৎসরাজ, তাহার পত্নীগণ এবং মন্ত্রিবর্গকে মৃগয়া গমন হইতে আরম্ভ করিয়া, তাপসীর সহিত সাক্ষাৎ, রাজ্যধর প্রদত্ত যানে সমুদ্র লঙ্ঘন, বিবাহে অনিচ্ছুকা সপরিচারিকা কর্পূরিকা লাভ ও যে পথে গমন করিয়াছিল সেই পথেই প্রাণধরকে লাভ করিয়া তৎপ্রদত্ত যানে প্রত্যাবর্ত্তন ইত্যাদি বৃত্তান্ত একান্তে সবিস্তারে বর্ণনা করিলে তত্রস্থ সকলে আনন্দে ও বিস্ময়ে মস্তক কম্পিত করিয়া বলিল, মৃগয়া, তাপসী, সমুদ্র তীরে যন্ত্রকুশলী সূত্রধর রাজ্যধর, তন্নির্মিত যানে সমুদ্র লংঘন এবং ঐ প্রকার বিমানযন্ত্র নির্ম্মাতা অন্য এক সূত্রধরের পূর্ব্বেই সমুদ্রের অপর তীরে গমন, এই সমস্তের সমন্বয় কিরূপ বিস্ময়-করই না হইয়াছিল! প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে ভাগ্যদেবী ভব্যদিগকে শুভ সিদ্ধি প্রাপ্তির উপায় রচনা করিয়া দিয়া থাকেন। অতঃপর সকলে গোমুখের প্রভুভক্তির প্রশংসা করিল। কর্পূরিকাও যাত্রাপথে পতিপরায়ণা পত্নীর ন্যায় বিদ্যাবলে পতিকে রক্ষা করায় সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিল। তখন বিমানযানভ্রমণজনিত ক্লান্তি বিস্মৃত হইয়া বিমানারোহিগণ নরবাহনদত্তের সহিত তাহার পিতা, মাতা, পত্নীবর্গ এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে প্রাসাদে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনার্থ আগত বন্ধু এবং স্বজনগণ প্রদত্ত রাশি রাশি সুবর্ণে তাহার কোষাগার পূর্ণ হইল এবং সে তাহাদিগকে যথোপযুক্ত সম্মানিত করিল। প্রাণধর ও তাহার শ্বশুরের প্রতীহারকেও সে প্রচুর বিত্ত প্রদান করিল। ভোজনান্তে প্রাণধর অচিরে সবিনয়ে তাহার সমীপে নিবেদন করিল, "দেব, নৃপতি কর্পূরক আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, "পতির প্রাসাদে আমার দুহিতা উপনীত হওয়া মাত্রই তোমরা সত্বর আগমনকরতঃ তাহার পহুঁছানের সংবাদ আমাকে বিজ্ঞাপিত করিবে।" সুতরাং আমাদিগকে এই মুহূর্ত্তেই তথায় গমন করিতে হইবে। (২৪৬-২৬২) নৃপতির নিকট কর্পূরিকার স্বহস্ত লিখিত পত্র আমাদিগকে প্রদান করুন। নতুবা কন্যাসক্ত নৃপতির হৃদয়

শান্ত হইবে না। স্বয়ং কভু বিমানে আরোহণ করেন নাই বলিয়া তাহার ভয় হইয়াছে যে আমরা বিমান হইতে অধোদেশে পতিত হইব। সুতরাং আমাকে লিপিকাটি প্রদান করুন এবং বিমানে গমনেচ্ছু এই মুখ্য প্রতীহার-কেও আমার সহিত গমন করিতে আজ্ঞা করুন। যুবরাজ, আমি সপরিবারে এই স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিব, কারণ আপনার পদাম্বুজযুগল বিহীন হইয়া আমি তিষ্ঠিতে সমর্থ হইব না।" প্রাণধর এই কথা বলিলে বৎসরাজ-সুত তৎক্ষণাৎ কর্পূরিকাকে উপবিষ্ট করাইয়া নিম্নোক্তরূপ পত্র লিখাইল, "পিতঃ, আমার জন্য চিন্তা করিও না। আমি উত্তম পতির প্রেম ও সুখের অংশীদার হইয়াছি। বরপতিকে প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মীদেবী কি অম্বুধির চিন্তার কারণ হইয়াছিলেন?" স্বহস্ত লিখিত এই লিপিকা প্রদান করিলে বৎসরাজপুত্র প্রাণধর এবং প্রতীহারকে সসম্মানে বিদায় প্রদান করিল। সকলের হৃদয়ে বিস্ময় উৎপাদনকরতঃ তাহারা যানারোহণে বায়ুপথে সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্ব্বক কর্পূরসম্ভব নগরীতে উপনীত হইল। (২৬৩-২৭০) পতির প্রাসাদে আগমনবার্ত্তা সম্বলিত কন্যার পত্র পাঠ করিয়া নৃপতি কর্পূরক সন্তোষ লাভ করিল। পরদিবস প্রাণধর নৃপতির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক রাজাধ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সপরিবারে নরবাহনদত্ত সমীপে আগমন করিল। স্বীয় কার্য্য সাধনান্তে প্রত্যাগমন করিলে নরবাহনদত্ত তাহাকে স্বীয় প্রাসাদের সন্নিকটে প্রচুর জীবনবৃত্তিসহ একটি গৃহ দান করিল এবং স্বয়ং পত্নীদিগের সহিত বিমানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া ভাবী বিদ্যাধররাজচক্রবর্ত্তীর বিমান ভ্রমণের অনুশীলন করিতে লাগিল।

এইরূপে সুহৃদবর্গ, অনুচরবর্গ এবং পত্নীদিগের আনন্দ উৎপাদন করিয়া এবং রত্নপ্রভা ও মদনমঞ্চুকার অতিরিক্ত তৃতীয়া ভার্য্যারূপে কর্পূরিকাকে প্রাপ্ত হইয়া বৎসরাজপুত্র সুখে দিবস অতিবাহিত করিতে লাগিল। (২৭১-২৭৫)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের রত্নপ্রভা লম্বকের নবম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—২৭৫
ক্রমিক সংখ্যা—৭৩৬৩
ইতি রত্নপ্রভা নামক সপ্তম লম্বক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ডের নির্ঘণ্ট

শ্বদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	মুদ্রণ প্রমাদ	হওয়া উচিত
৩	শেষ	মহীষ	মহী
,,	২৪	মিকট	নিকট
,,	৬	পরজন্মের	পরজন্মেও
,,	শেষ হইতে ৪	সরোবর স্তীস্থর	সরোবর তীরস্থ
,,	১২	মুখের	মুর্খের
২৭	শেষ হইতে ৩	গরুর	গরুড়
৪৬	শেষ	হাগিল	লাগিল
৫৮	শেষ হইতে ১২	হইয়া	হইয়া মঠোপরি অধিষ্ঠান করিতে লাগিল। তখন হরস্বামী নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া
৫৫	৪	বিষ্ণদেব	বিষ্ণুদত্ত
৫৬	শেষ হইতে ৪	দ্বারা	দ্বারা ঐ করোটিকে আঘাত করিয়া উহা চূর্ণ করিল। মস্তিষ্কবসাদি নির্গত হইয়া তাহার মুখে প্রবেশ করিল, সে যেন ঐ বিতাগ্নি দ্বারা
৫৭	১৩	আগত	আগত সমুদ্রদত্ত নামক
৬৯	১৯	সত্যদেবের	সত্যব্রতের
৭৭	শেষ হইতে ৪	ইন্দুমতী	বিন্দুমতী
১০৩	৬	রাজকুমারীর	রাজকুমারের
১০৮	১৫	মায়াসুরের	ময়াসুরের
১১৫	১৫	জন্মতৃহণ	জন্মগ্রহণ
১২৩	১৬	হইয়া	হইলে
১২৯	শেষ হইতে ১১	করা	কর।
১৩৩	৭	তাহার	তাহার কথা
১৩৯	২	অদা একটি আমি অশুভ	অদ্য আমি একটি অশুভ
১৪১	শেষ হইতে ৪	সেৎসুক	উৎসুক
,,	২১	নহষ	নহুষ
১৪২	৯	মাষান্তে	ষট্‌মাসান্তে
১৯৩	১০ ও ১৫	অলংকারবতী	অলংকারপ্রভা
১৯৪	৮	অলংকারবতী	অলংকারপ্রভা
,,	১০	মঙ্গলহতীর	মঙ্গলহস্তীর
২০৪	১৪	রত্নাপ্রভ	সোমপ্রভ
২০৫	৪	উজ্জয়িনী	উজ্জয়িনী
২২২	৪	মদনসেনা	মদনমালা
২২৩	১	সপ্তম	চতুর্থ